SAMUEL HAHNEMANN.

মহাত্মা হানিমান।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

চিকিৎসা-বিধান।

প্রবেশিকা।

ছাত্রদিগের প্রতি অমূল্য উপদেশ।

১। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্ব্বে স্থির-চিত্তে মহাত্মা হানিমানের ঐ প্রতিকৃতি খানি নিরীক্ষণ কর, তাঁহার আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তোমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাও এবং তাঁহার জীবনী পাঠ কর। "যে প্রকৃতি ও রূপ স্থির-চিত্তে ধ্যান করা যায়, জীব সেই প্রকৃতি-গত তেজ অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়" ইহা শাস্ত্রের কথা ও বিজ্ঞান সম্মত, ইহা কুসংস্কার মনে করিও না।

২। প্রবেশিকাই গ্রন্থের পথ-প্রদর্শক; গ্রন্থ অধ্যয়নের অগ্রে তাহা অবশ্য পাঠ করিবে।

৩। সর্ব্বদা সুধীর, সপ্রাণ, চরিত্রবান, স্থিরমতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে। একটি রোগী তোমার চিকিৎসাধীন হইলে তাহাকে আত্মবৎ বোধে তাহার কষ্ট ও রোগ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা দেখিবে; মনোযোগসহ তাহার লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবে; সন্দেহ হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ লইবে ও তজ্জন্য যতদূর আবশ্যক পুস্তকাদি অনুশীলন করিয়া দেখিবে; আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া আন্দাজে কখন কোন ঔষধ দিবে না; সুব্যবস্থা হইলে সন্দেহ-রহিত একটি আশ্চর্য্য তৃপ্তির ভাব হৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবে; সঙ্কটে পড়িলে সেই মহাশক্তিকে অন্তরে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি অবশ্য প্রসন্ন হইবেন ও যশোলক্ষ্মী তোমাকে অবশ্য আশ্রয় করিবেন।

৪। তুমি বহুদর্শী চিকিৎসক হইলেও সর্ব্বদা নিজকে ছাত্রের ন্যায় মনে করিবে ও সর্ব্বদা অধ্যয়ন-তৎপর থাকিবে। তুমি জীবের স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষা-ব্রতাবলম্বন করিয়াছ, চিরজীবন যেন একথা স্মরণ থাকে।

মহাত্মা হানিমানের জীবনী।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনির অন্তঃপাতী মিসেন নগরে সামুয়েল হানিমানের জন্ম হয়। বহু কষ্টে তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ফরাসী, জর্ম্মন, লাটিন, ইত্যাদি কয়েকটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। হানিমানের পিতা যদিচ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণের লোক অতি কম দেখা যায়, তিনি সর্ব্বদাই পুত্রকে উপদেশ করিতেন "সর্ব্ব বিষয়ে সদা বিচারশীল ও অনুসন্ধান-তৎপর থাকিবে, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে।" পিতাব উপদেশে হানিমানে যে মহাফল ফলিয়াছিল তাঁহার জীবনীই তাহার সাক্ষী। হানিমান ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত কোন মহা-পুরুষ হইবেন; নতুবা অকস্মাৎ দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে "সমঃ সমম্‌ং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজম-প্রস্রকাশ কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ঠিক্ ঐপ্রকার সূত্র যথা—"বিষস্য বিষমৌষধং" "সমঃ সমং শময়তি" "সদৃশং সদৃশেন শাম্যতে" ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তাহার সাধন কেহই রীতিমত করিল না। ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য কখন গুপ্তভাবে থাকিতে পাবে না; ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কালেন কৃত মেটেরিয়া মেডিকা হইতে সিঙ্কোনা অনুবাদ সময়ে মহাত্মা হানিমানের মনে উদয় হইল যে, সিঙ্কোনা সেবনে জ্বরেব উৎপত্তি হয়, সেই জন্যই সিঙ্কোনা (চায়না) জ্বরনাশক; এবম্ভূত-ভাব হইতেই "Similia Similibus Curantur" "সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউর‍্যাণ্টার" অর্থাৎ "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল এবং তিনি ইহাকে শ্লোক-সূত্রে নিবদ্ধ করিলেন। এই মন্ত্র প্রভাবে দিব্যচক্ষে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, এই রোগের এই এই ঔষধ বিধিমত ফলপ্রদ হইবে; ফলেও তাহাই হইতে লাগিল। এই মন্ত্র পাইয়া তিনি মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেন এবং তাহার যথাবিহিত যে সাধন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেনঃ——বিষ-কণ্ঠের ন্যায় স্বহস্তে একোনাইট, আর্সে-

নিক, ইত্যাদি নানাবিধ ভয়ানক ভয়ানক বিষ সেবন করিয়া স্বীয় সুস্থ শরীরে তাহাদের লক্ষণচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একোনাইট্ খাইয়া তাঁহার শরীরে যে জাতীয় জ্বরের উদ্ভব হয়, তিনি রোগীর শরীরে সেই একোনাইট-জাতীয় জ্বর দেখিয়া একোনাইট প্রয়োগ করিলেন এবং রোগীও সহজে আরোগ্য লাভ করিল। আর্সেনিক খাইয়া এক জাতীয় ওলাউঠার ন্যায় তাঁহার ভেদ ও বমন হয় ও দারুণ পিপাসাদি জন্মে, তিনি আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়া সেই আর্সেনিক-জাতীয় ওলাউঠার রোগী আরোগ্য করিতে লাগিলেন। বেলেডোনা খাইতে খাইতে স্কার্লেটিনা রোগের ন্যায় রক্তিমাকার লক্ষণচয়-সহ এক প্রকার পীড়া তাঁহার শরীরে দেখা দিল; তখন তিনি নিশ্চয় জানিলেন ইহা স্কার্লেটিনা রোগের মহৌষধ হইবে; সত্য সত্যই তিনি যাহা বলিলেন তাহাই হইতে লাগিল; সেকালে ভয়ানক মারাত্মক স্কার্লেটিনা পীড়ার ঔষধ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তিনি বেলেডোনা প্রয়োগে বহুসংখ্যক স্কার্লেটিনা রোগ আরোগ্য করিলেন। "সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিয়া তদ্দরুণ শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ জন্মে, সেই সমুদয় লক্ষণযুক্ত যদি কোন পীড়া কাহার হয়, তবে সেই পীড়া ঐ ঐ লক্ষণোৎপাদক ঔষধে অবশ্য আরোগ্য হইবে" "ইহাকেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি বলে"। ঐ মহা মূলমন্ত্র "সমঃ সমং শময়তি" এই প্রকারে সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, জগতে তাঁহার এই সত্য প্রচারিত হইল। দারুণ ওলাউঠা যখন ইউরোপে নূতন দেখা দিল তখন "সমঃ সমং শময়তি" এই মহা-মূলমন্ত্রের সাধন-সহায়ে তিনি ভবিষ্যৎবক্তার ন্যায়, সম্ভবতঃ কোন্ কোন্ ঔষধ তাহাতে কার্য্যকারী হইবে তাহা বলিয়া দিলেন এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ওলাউঠার রোগী আরোগ্য হইতে লাগিল। এইক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুমিত (Suggested) ও নির্দ্দিষ্ট সেই ঔষধ কয়েকটীই উলাউঠার সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। তিনি এতদ্দ্বারা আরও এই প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, যে পীড়া এখন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে হয় নাই অর্থাৎ যে কোন নূতন পীড়া হইবে, এই মহা-মূল-মন্ত্রের সরল বিধি অনুসারে যিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন, তিনি অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার এতাদৃশ

আশ্চর্য্য সত্যের কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন; পক্ষান্তরে আবার অনেক দুষ্ট প্রকৃতি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সত্য না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। হানিমানকে তাহারা অনেক কষ্টে নিপাতিত করিল। এমন কি, আইন-সহায়ে তাহার ঔষধ কেহ যেন না খায় তাহাও করিল; অবশেষে তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িল। নির্ব্বাসিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী, পরিবার, ও পুত্র কন্যাসহ যে গাড়িতে তিনি যাইতেছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ তাহা উল্টাইয়া পড়াতে দ্রব্য সামগ্রী নদীতে পড়িল, তাঁহার একটী শিশু সন্তান গুরুতর আঘাত পাইযা প্রাণত্যাগ করিল; নিজেও কঠিন আঘাত পাইলেন। পবে কতিপয় কৃষকেব সাহায্যে তিনি হামবার্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার দিনচলা দায় হইল; উদরান্নের জন্য তিনি পুস্তক অনুবাদ আরম্ভ কবিলেন। তিনি যে কষ্ট পাইলেন বড়-লোক মাত্রেই যুগে যুগে এপ্রকাব কষ্ট পাইয়াছে, ইতিহাসে দেখিতে পাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অবগেণন্" নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। এই পুস্তক খানিতেই হোমিওপ্যাথির মত উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। লিপ্‌জিক্ নগর হানিমানের প্রকৃত ক্রিয়াভূমি; ইহা জর্ম্মনির একটী প্রধান নগর। এই স্থানের কালেজে প্রথমে তিনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; এই স্থানেই তিনি প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করেন; এইস্থানে তিনি নানাবিধ ঔষধ ও বিষ সেবনে তাঁহার ঔষধতত্ত্ব-সাধন-ফলরূপ "মেটিরিয়ামেডিকা পিউবা নামক গ্রন্থ" প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ খানিই প্রথমে জগৎকে যথানিয়মে ব্যবহারতঃ (Practically) হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রদান করে। এককালে এই নগরী হইতে অপমানিত হইয়া তিনি বহিষ্কৃত হয়েন, আবার এই নগববাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সাদরে তাঁহার পিত্তলময়ী প্রতিমূর্ত্তি সহরের উৎকৃষ্ট দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করিযা তাঁহার গৌবব বৃদ্ধি করিয়াছে।

তিনি লিপ্‌জিক নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেথেন নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করেন। এই স্থানের রাজার উৎকট দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরোগ্য করায় তাঁহার যশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর

মৃত্যুর পর তিনি একটী ফরাসী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পারিস নগরে যাইয়া বসতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সম্মান ও গৌরব দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে মহাত্মা হানিমান এই পারিস নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহাত্মা হানিমানের দ্বারা যে, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার হইয়াছে কেবল তাহাই নহে। তাঁহার ঐ সম-লক্ষণ-সূত্র-সাধনের ফলদ্বারা এলোপ্যাথির প্রাকৃটিকেল চিকিৎসাভাগও অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে; ডাক্তার রিংগা-রের থিরাপিউটিক্স্ নামক ভৈষজ্য-তত্ত্ব গ্রন্থই তাহার প্রধান সাক্ষী। আমার বিশ্বাস যে, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হকিমী, যে কোন চিকিৎসাতে ঔষধের দ্রুত ও ধ্রুব ক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য (Cure) প্রত্যক্ষ করিবে সেস্থলে প্রকৃত কার্য্যকারী ঔষধ "সমঃ সমং শময়তি" এই বিধির অধীনে কার্য্য করিয়াছে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে। অনেক সময় ধুতুরা, কুচিলা, মিঠাবিষ ইত্যাদি স্বতঃ-শক্তিমান ঔষধ সকলের দস্তুরমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়ম দ্বারা ট্রিটুরেসন কিম্বা ডাইলিউসন না হইলেও "সমঃ সমং শময়তি" বিধির অধীনে তাহারা আরোগ্যকর অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়;—হলাহল বা কোব্রা যে কবিরাজদের হস্তে বিকার অবস্থায় অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ হয়, তাহা সকল রোগীতে নহে কেবল কোব্রাকেসে (Cobra case এ) অর্থাৎ কোব্রার লক্ষণযুক্ত বিকারেই (অত্র গ্রন্থে কোল্যাপ্স্ সম্বন্ধে ভৈষজ্যতত্ত্বে কোব্রা দেখ)। অন্য কোন্ বিকারে কবিরাজ মহাশয়েরা কোব্রা বা হলাহল দ্বারা কথনই কৃতকার্য্য হইবেন না। এইরূপ কবিরাজ মহাশয়দের ধুতুরা (ষ্ট্র্যামোনিয়াম Stramonium) ঘটিত ঔষধ, ষ্ট্র্যামোনিয়াম-লক্ষণযুক্ত বিকারই নষ্ট করিতে সক্ষম;—অন্য কোন জাতীয় বিকার নহে (অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্যতত্ত্বে ষ্ট্র্যামো দেখ)। হকিম ও বাড়ীর গৃহিণীদের ব্যবহৃত এলিয়াম্-সিপা (Allium cepa) অর্থাৎ পেঁয়াজ, সর্দ্দি কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ; কারণ পেঁযাজে তাদৃশ লক্ষণ জন্মে (হিউজ কৃত ফারমাকো ডাইনামিক্স্ ৩য় সংস্করণ ৮২ পৃষ্ঠায় এলিয়াম্-সিপা দেখ)। এই প্রকার বহু ঔষধেই (তাহা যে মতেরই ঔষধ হউক না কেন, যদি তাহা প্রকৃত

রোগারোগ্যকারী হয়) তবে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে, তাহারা "সমঃলক্ষণ সূত্রের" আশ্রয়েই পীড়ারোগ্য করিয়া থাকে। অতএব সানুনয়ে আমার প্রার্থনা এই যে, যে কোন মতের চিকিৎসক হউন, তিনি যদি তাঁহাদের প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধগুলিকে (যদি তাহা হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য তত্ত্বে বর্ণিত থাকে) প্রয়োগকালে উহাদের হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবহার বা প্র্যাক্‌টীকেল্ ভাগে অধিকতর ফল দেখাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই পন্থাতে কার্য্য করিয়াই ডাক্তার রিংগার তাঁহার যে থিরাপিউটিক্‌স্ (Therapeutics) নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এলোপ্যাথির একখানি অতি সারবান্ ও ফলপ্রদ গ্রন্থ হইয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য লক্ষ্য করিয়া দেখা হয়, তবে হোমিওপ্যাথির প্রতি কাহারও বিদ্বেষভাব থাকিতে পারেনা, বরং সর্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃত রোগারোগ্যকারী ঔষধের কার্য্যের মূলভাগে "সমঃ সমং শময়ন্তি" এই শক্তি রহিয়াছে এবং সেই শক্তিযোগেই তাঁহাদের ঔষধ এত ফলপ্রদ হয়। (এই প্রবেশিকা মধ্যে "ঔষধের ক্রিয়া বিচার দেখ")।

এইরূপ মাত্রা (Dose) ও ডাইলিউসন (শক্তি) লইয়া যে বিবাদ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা না হইলেও কার্য্যোপযোগী মীমাংসা অনেক হইয়াছে এবং হইবে। মাত্রা কিম্বা ডাইলিউসনের উচ্চ নিম্নতা হেতু হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিম্বা মান অপমান নাই; সে হচ্ছে ব্যবহারগত মীমাংসা। কারণ, স্থলবিশেষে অনেকে মাদারটিংচারের তিন চারি ফোঁটা মাত্রা বা আদত ঔষধের সিকি গ্রেণ কিম্বা দুই এক গ্রেণ পরিমাণ ঔষধ; অথবা অনেকে নিম্ন ট্রিটুরেসন বা ডাইলিউসন বা অনেকে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। মাত্রা বা ডাইলিউসন সম্বন্ধে যে যাহা ব্যবহার করুন না কেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূল-সূত্রের কোন হানি নাই। সর্ব্ব প্রথমে মহাত্মা হানিমান আদত বা মূল ঔষধের অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতেন; তৎপশ্চাৎ তিনি নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার আরম্ভ করেন; তৎপশ্চাৎ প্রায় সর্ব্বদা ৩০শ ডাইলিউসন (শক্তি) ব্যবহার করিতেন।

মহাত্মা হানিমান মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা দ্বারা জীবন-প্রাপ্ত কোন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনী শুনিয়া প্রাণের সহিত বলিলেন "ইনি শিবলোক-চ্যুত কোন ব্যক্তি হইবেন নতুবা সাধারণ মানবে এতাদৃশ সম্ভবেনা।" হানিমানের জীবনী সমস্তই উপদেশ পূর্ণ ঃ——তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সত্যের আদর, বিজ্ঞানে ও ঈশ্বরে অটল ভক্তি, দর্শনে তৎপরতা, বিপদে দ্বিগুণ সাহস, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় যদি কোন মানব অনুকরণ করিতে সক্ষম হন, তবে তিনি প্রকৃত-মানব-বাঞ্ছিত-জীবন নিশ্চয় লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা হানিমান যখন যাহা করিতেন তাহার যশঃ নিজে না লইয়া সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন। তাঁহার কোন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলে তিনি বলিতেন "ঈশ্বর তোমাকে আরোগ্য করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও, আমি কেহ নই"।

ভারতে হোমিওপ্যাথি।

শুভক্ষণে মহাতেজস্বী ডাক্তার বেরিনী "সমঃ সমং শমযতি" হোমিওপ্যাথির এই মহামন্ত্র সঙ্গে নিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভব মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও ভারত-বিজ্ঞান-মন্দির-স্থাপয়িতা বিজ্ঞান-শাস্ত্র-চূড়ামণি মহামান্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে (সত্য জানিতে পারিয়া) এই মন্ত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার অতুল পশার ছিল, এপশার তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করাতে মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বহুতর আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বিচালী ও খড় বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এমন স্থির-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভগবান অবশ্য সহায়

হয়েন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আর অধিকদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। "প্রকৃত উপযুক্ত অধিকারীব হস্তে যদি বিষয় পতিত হয় তবে তাহার সুফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হয় না ;" কলিকাতাস্থ শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকদিগের দ্বারা বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত রোগী আরোগ্যলাভে নিরাশ হইয়া ফিরিত, তাহাদেব অনেকেই ডাক্তার সরকাবের হস্তে আসিয়া সহজে রোগ-মুক্ত হইতে লাগিল। স্বচক্ষে ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই হোমিওপ্যাথির অনুসরণ কবিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু ধনীপরিবার মধ্যে হোমিওপ্যাথির উপব দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। ডাক্তার সরকারের আবার অতুল পশাব হইয়া উঠিল। এই সময় অন্যান্য অনেক দক্ষ ও সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সুপণ্ডিত ডাক্তাব বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় ও ডাক্তার লালজার কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ও নেবুতলাব বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এই সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাশীধামের জজ আয়রণসাইড্ সাহেবের পত্নী কঠিন বোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই বলিয়া স্থানীয় উচ্চ উচ্চ চিকিৎসকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। ৺ বিশ্বেশ্বরের অভাবনীয় কৃপা কে বুঝিতে পারে? লোকনাথ মৈত্র উক্ত মৃত-প্রায় মেম্ সাহেবকে সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য কবিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন ; হোমিওপ্যাথির আদর সমস্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইক্ষণ ভাতবর্ষের সর্ব্বত্রই হোমিওপ্যাথির আধিপত্য বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। যে হোমিওপ্যাথি লইয়া মৃত রাজেন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় প্রথমে কলিকাতার কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ সেই কলিকাতায় চাহিয়া দেখ গলিতে গলিতে কত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। আজ কাল ভারতে হোমিওপ্যাথির কত আদর হইয়াছে ; এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে ; এইক্ষণ এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই।

ভারত রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে দুইটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক্, বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ও দরিদ্র-বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী, ও ডাক্তার কালিকুমার দাস, ডাক্তার আলোকচন্দ্র দাস, ডাক্তার হরকুমার গুপ্ত ইত্যাদি মহোদয়দিগের যত্ন-সম্ভূত ঢাকা সহরের দুইটী হোমিও-প্যাথিক স্কুলও অসংখ্য লোকের উপকার সাধন করিতেছে। বঙ্গের এই চারিটী হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ফল, বৎসর বৎসরই অতি সন্তোষদায়ক হই-তেছে ও দিন দিনই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বর করুন ইহারা চিরস্থায়ী হইয়া মহাত্মা হানিমানের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘরে ঘরে প্রচার করুক। ভগবানের কৃপায় কালক্রমে আমেরিকার ন্যায় ভারতের বহুসংখ্যক সহরেই হোমিও-প্যাথিক বিদ্যালয় সকল দেখিতে পাইবে। বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও ভারতবর্ষের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ, সুপণ্ডিত ও বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বঙ্গের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথির প্রত্যক্ষ ও সদ্য-ফলপ্রদ গুণের দরুণই ইহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভারতে সহস্র বিদ্যাসাগর সত্বেও বিদ্যাসাগর বলিবামাত্র যাহাকে বুঝায় ও বঙ্গে যাহার পরিচয় আর আবশ্যক করে না, সেই পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি লোকও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করেন। (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের লেখা)। এক্ষণে উক্ত মহাত্মাদ্বয় স্বর্গলোকে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিষয়।

চতুষ্পাঠী-প্রায় একটি অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আমার বাসস্থলীতে বহুদিন যাবৎ আছে। গুটিকতক বালক তাহাতে অধ্যয়ন করে। তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাক্‌টিকেলী (Practically ব্যবহারতঃ) ভৈষজ্য-জ্ঞানসহ ঔষধ মনোনয়ন ‡, ঔষধ নির্ব্বাচন এবং রোগ-নির্ণয়ের উপায়-প্রদর্শন দ্বারা চিকিৎসা-বিধান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। আমার এই পুস্তক যে মুদ্রাঙ্কন-যোগ্য হইবে এ বিশ্বাস বা সাহস আমার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। আমার চতুষ্পাঠীর ব্যবসা-প্রবৃত্ত ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কয়েকটী ছাত্র ও ঘরওয়া কয়েকটি চিকিৎসক ইহার অনেক অংশ হস্তে লিখিয়া লইয়া তদ্দারা বিশেষ ফল লাভ করিয়া আমাকে ইহার মুদ্রাঙ্কন জন্য যুক্তি ও উৎসাহ প্রদান করেন; তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী হইলাম। ইহাতে ভারতবর্ষস্থ বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় পীড়া সমূহ ও তাহাদের চিকিৎসা অতি বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশীয় পীড়া যাহা আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না (যথা টাইফাস্ জ্বর ইত্যাদি) তাহা অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। যে সমস্ত লক্ষণও আমাদের দেশে প্রায় দৃষ্ট হয় না অথচ বিদেশীয় ও অস্মদ্‌দেশীয় অনেক গ্রন্থে তাহা অত্যন্ত আধিক্যসহ লিখিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাও মন্তব্যসহ দেখান গিয়াছে (জ্বরচিকিৎসায় ক্যামোমিলা দেখ)। অদ্য মুক্তকণ্ঠে আমি একথা স্বীকার করিব যে, আমার এই হোমিওপ্যাথিক চতুষ্পাঠিটী না থাকিলে এ প্রকার ভাবে এ গুরুতর গ্রন্থ আমি লিখিতে সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ!!! আমাদের প্রাচীনকালীর চতুষ্পাঠি সকল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে কি প্রকার ফলপ্রদ তাহা আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সময়ে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারি পাঁচটী

‡ ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচনাদি অত্র প্রবেশিকার স্থানান্তরে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে দেখ।

ছাত্রকে মিত্রভাবে চারিদিকে লইয়া বসিয়া শিক্ষা দিবার বেলায় তাহাদের অভাব সহজে জানিতে পারিয়াছি; কেন যে তাহারা কোন একটী বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না তাহা একটু চেষ্টা ও অনুধাবন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে তাহাদিগকে বিষয়টী বলিবামাত্র তাহারা বুঝিয়াছে; তদ্দরুণ এ গ্রন্থের বিষয়গুলিও সেইভাবে লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অধিকসংখ্যক ছাত্র হইলে এফল কখনই পাওয়া যাইত না।

জিহ্বা, নাড়ী, মুখশ্রী, গাত্রোত্তাপ, শীত, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ সর্ব্বদা রোগীতে লক্ষিত হয় ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা সর্ব্বদা যে সকল লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান লক্ষণ ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছি এবং তদ্দ্বারা ব্যবহারতঃ কিপ্রকারে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিতে হয়, তৎসঙ্গে তাহাও শিক্ষা দিয়াছি; এবং তদনুযায়ী এই গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (So this book is based on Clinical arrangements) ক্লিনিকেলী অর্থাৎ রোগী-দৃষ্টে শিক্ষাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। নানাবিধ থিয়রী (মত) ইত্যাদি লইয়া বাগ্‌ বিতণ্ডা করা হয় নাই। যে যে লক্ষণ রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ-নির্ব্বাচনের প্রধান সহায়, সেই সমস্ত লক্ষণই বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহুবিধ খ্যাতনামা ইংরেজী গ্রন্থ সকল হইতে সংগৃহীত। ইহাতে আমার নিজের ও বন্ধুদিগের অভিজ্ঞতার ফলও অনেক আছে। বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয়চয় যত বড় কঠিন ও জটিল হউক না কেন, তাহাদিগকে প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা স্বল্পবুদ্ধি বালকেরও বোধগম্য হইয়া উঠে, সেইজন্য এই বিষয়গুলির সংগ্রহ, বিভাগ ও শৃঙ্খলা (Collections, classifications & arrangements) আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। জিহ্বা কৃমি, পিপাসা, হিক্কা, ঘোর সান্নিপাতিক বিকার, শিরঃপীড়া, জ্বর ও তৎচিকিৎসা প্লীহা ইত্যাদি দেখিলে তদ্বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

প্রয়োজনানুসারে ও ছাত্রদিগের বিশেষরূপে উপলব্ধি জন্য আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের বৃত্তান্ত (Successful clinical cases) স্থানে স্থানে

দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে। অত্র প্রবেশিকায়, জ্বর রোগের স্থানে স্থানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রোগ ও লক্ষণাদিসহ এতাদৃশ রোগীদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিবে।

ডাইলিউসন মীমাংসা জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নিকট "An appeal to the Homœopathic practitioners of the world. (written on April 10. 1888) অর্থাৎ ডাইলিউসন মীমাংসার্থ আবেদন পত্র (১৮৮৮ খৃঃ অব্দ ১০ই এপ্রেল লিখিত) প্রেরণ করিয়া, কোন্ কোন্ পীড়ায় কোন্ কোন্ ডাইলিউসন ফলপ্রদ ও তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার যে ফল জন্মিয়াছে সেই ফল অনেক পরিমাণে বহুকষ্টে ও অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছি। ডাইলিউসন মীমাংসা যে পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ডাইলিউসন মীমাংসার জন্য এত উদ্যোগের কারণ জ্বরচিকিৎসায় ইউপেটোরিয়াম্ মধ্যে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ।

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

হোমিওপ্যাথি বিষয়টি কি? ইহা মহাত্মা হানিমানের জীবনী-মধ্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের যত বহুল পরিমাণে প্রচার হইবে ততই লোকে হোমিওপ্যাথি হইতে আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিবে। ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত অনুমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা কিছুই নহে। (১) একদল লোক আছেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথি কি? তাহা জানেন না; কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেখেন নাই, সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই, কিন্তু হোমিওপ্যাথির কথা শুনিবামাত্র বলিয়া উঠেন যে, ঐ চিকিৎসা বিলক্ষণ জানি উহাতে কিছু হয় না, উহা "হরিদ্বারের গঙ্গায়

এক কৌটা ঔষধ ফেলিয়া, সেই ঔষধ কলিকাতার গঙ্গাজল সেবনের সঙ্গে সেবন করা বিশেষ"। (২) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে দুই একটী রোগীর আরোগ্য দর্শন করিয়াই একটী ঔষধের বাক্স ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকেন এবং কখন কখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে, জ্বরে একোনাইট, মাথা-ধরায় বেলেডোনা ইত্যাদি দিতে হয়। রীতিমত অধ্যয়ন কি শিক্ষার চেষ্টা কিছু-মাত্র করেন না। হাত-আন্দাজে কোন রোগীতে দুই চারি ডোজ্ ঔষধ দিয়া যদি দেখেন যে, দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন কাজ পাইলেন না, তখন বলিয়া উঠেন "হোমিওপ্যাথি কিছু নয়, উহা সুধু জল, যদিচ ইহাতে কোন রোগী আরোগ্য হয় তাহা স্বভাবে (By nature) কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের কোন গুণ নাই। (৩) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা প্রকাশ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত হয়েন; অথচ গোপনে গোপনে হাতের আন্দাজে ঔষধ দিতে আরম্ভ করেন; (৪) আর একদল চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা কোন পরিশ্রম বা অধ্যয়ন ইত্যাদি করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; প্রায়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাক্স হইতে একটী শিশি উঠাইয়া লইয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ-প্রয়োগ করেন। ইত্যাদি প্রকার চিকিৎসকদিগের হস্তে হোমিওপ্যাথি যে অপমা-নিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের কেহ কেহ আবার বীর পুরু-ষের ন্যায় প্রমাণ করিতে চান যে, হোমিওপ্যাথি কিছু নয়; কিম্বা যদিচ ইহাতে কিছু হয়, তবে তাহার ফল বহু বিলম্বে হইয়া থাকে; তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথি হইতে কোন ফলই হয় না। এ প্রকার অভিজ্ঞতা তাহাদের ভ্রম, আলস্য ও আন্দাজের ফল বিশেষ। দারুণ উৎকট তরুণ রোগে হোমিও-প্যাথির দ্রুত-ক্রিয়া যিনি একবার স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এজন্মে আর ভুলিতে পারিবেন না। ওলাউঠার ন্যায় দারুণ উৎকট তরুণ পীড়া বোধ হয় আর নাই; পীড়ার সান্নিপাতিক বিকারাবস্থা কিদৃশ উৎকট, তরুণ ও ভয়াবহ এবং তাহাতে হোমিওপ্যাথি কি অদ্ভুত তড়িৎ শক্তির ন্যায় কার্য্যকারী, তাহা নিজ চক্ষে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন না। রোগী-

দর্শন-প্রবন্ধে ২ প্যারাতে "রোগের কারণ অনুসন্ধান" স্থানে একটী রোগীর বৃত্তান্ত দিয়াছি তাহাতে হোমিওপ্যাথির দ্রুত-ক্রিয়ার কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ ফল অন্যমতের চিকিৎসাতে কখন দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অতএব হোমিওপ্যাথির যে বড় বিলম্বে কার্য্য করার কথা, সে কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই বাক্য।• যদি কখনও প্রকৃত এবং যথারীতি চিকিৎসা হইয়াও ফললাভে বিলম্ব দেখ, তখন তাহা হোমিওপ্যাথির দোষ নহে। প্রকৃত পক্ষে এলোপ্যাথি, কবিরাজি, হকিমী ইত্যাদি যে মতেই সে রোগী চিকিৎসিত হউক না কেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি হইতে শীঘ্রতর ফল দেখাইতে সক্ষম হইবেন কিনা সন্দেহ; কারণ সে রোগেরই এমন দুষ্ট স্বভাব যে, সকল মতের চিকিৎসাতেই উহা সময় লইবে, সেস্থলে কেবল হোমিও-প্যাথির দোষ নহে; ইহা কে না স্বীকার করিবেন? রোগ যত উৎকট ও তরুণ হইবে এবং রোগের লক্ষণচয় যত স্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রবল থাকিবে তত শীঘ্র হোমিওপ্যাথি ঔষধের ফল তাহাতে প্রত্যক্ষ করিবে; নতুবা ঠিক ঔষধ কিম্বা ঠিক ডাইলিউসন প্রয়োগ হয় নাই জানিবে। (অত্রগ্রন্থে সার্ব্বাঙ্গিক বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠাদ্বয়ে রোগীচয়ের বৃত্তান্তে, দেখ)। ইহা পক্ষপাতিতার কথা নহে। হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য গুণের জন্যই আমরা ইহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি। তবে যত্ন করিয়া হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব শিক্ষা করা চাই এবং মাথা ঘামাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। একজাতীয় শিরঃ-পীড়া ইউপেটোরিয়াম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক জাতীয় শিরঃপীড়া কখনই তাহাতে আরোগ্য হইবে না (শিরঃপীড়ার চিকিৎসার শেষ-ভাগে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ)। হোমিওপ্যাথিতে বাঁধাগদ হইলে চলিবে না। এতৎ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা চিকিৎসক নামক পত্রিকা, কুইনাইনশীর্ষক-প্রবন্ধে, ইগ্নেসিয়া-শিরঃপীড়া সম্বন্ধে যে ঘটনাটী লিখিয়াছেন তাহা ঠিক বটে।

• রোগের অবস্থা, কারণ ও লক্ষণাদি অনুসারে নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফল সদ্য সদ্য দর্শন করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক চিকিৎসক সযত্ন হইয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায়ই আশ্চর্য্য

ফল দর্শন করিতে পারেন। একটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (তিনি বিশেষ প্রতিপন্নতা সহ পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন,) তিনি কথায় কথায় বলেন, "ভাই, বিনা পয়সায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারি, কিন্তু হোমিওপ্যাথির মজুরী দস্তুরমত না পোষাইলে হোমিওপ্যাথি বড় কষ্টকর; যেহেতু এলোপ্যাথি মতে বাঁধা গদের এক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিলেই চিন্তা দূর হইল ও ধর্ম্মের ঘরে খালাস হইলাম মনে হয়; কারণ ঘোর জ্বরবিকারে টিংচার হাইওসায়েমাস, বেলেডোনা, ক্লোরিক-ইথার, ব্রাণ্ডি, কুইনাইন, সিঙ্কোনা, ক্লোরাল হাইড্রেট্ ইত্যাদি গুটিকতক ঔষধ যাহা তহবিলে আছে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে জানিলাম এই বিকার-অধিকারে যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা সকলই দিয়াছি, ইহার পর রোগীর প্রাণের জন্য আর আমি দায়ী নহি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে চাহিয়া দেখি ইহাতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট২ ঔষধ রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টী এই রোগীর পক্ষে অমৃততুল্য হইবে তাহা বিশেষ অধ্যয়ন ও তৎসহ অনুধাবন না করিলে কোন ফললাভ করা যায় না"। ফল না পাইলে হোমিওপ্যাথির দোষ নহে; তাহা আমাদের নিজের দোষ। আমরা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ অধ্যয়ন দ্বারা এমন প্রস্তুত থাকিব যে, রোগীর অত্যন্ত রক্তস্রাব, ঘোর বিকার, প্রাণনাশক ভেদ, বমন ও অসহ্য বেদনা ইত্যাদি ভয়ানক সময় সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া যেন রোগীকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারি। এমন হইলে চলিবে না যে, রোগীর প্রাণ এখন তখন ও ওষ্ঠাগত—তুমি তখন পুঁথি লইয়া দেখিতে বসিলে; কিন্তু পুঁথির কোথায় কি আছে তাহা তোমার কিছুই জানা নাই, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়; ইহা দ্বারা তুমি নিজে অপমানিত হইলে এমত নহে; তোমা দ্বারা হোমিওপ্যাথিও অপমানিত হইল আর একটী বিশেষ কথা যে, মফঃস্বলে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল যথোচিতরূপে না থাকাতে চিকিৎসায় অনেক ব্যাঘাত পড়ে; সুতরাং যাহাতে ভাল ভাল ঔষধ সমুদয় ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ ডাইলিউসন সমস্ত থাকিতে পারে তাহা করা উচিত। অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অভাবে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। আবার অনেক সময়ে আমরা

আদবে পরিশ্রম স্বীকার করিতেও চাই না; সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক রোগীকে আরাম করিতে পারিলেই হইল এই বিবেচনা করিয়া কুইনাইন কিম্বা তাদৃশ অন্য কোন ঔষধ দিয়া বসি; রোগীর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য বিশেষ অনুধাবন ও কষ্ট স্বীকাব করিতে চাই না। যাহা হউক প্রকৃত কথা এই যে, যখন যে ঔষধ দিবে সেই ঔষধ প্রত্যেকবার দিবার সময়ে ঠিক করিয়া দিবে যে, এই লক্ষণেব জন্য আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, তাহা হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবে। একোনাইট এক ব্যক্তির জ্বরে দিয়াছি পুনরায় অন্য ব্যক্তিব জ্বরে একোনাইট দিতে কোন্ বিশেষ লক্ষণের উপব ও কেন একোনাইট দিলে তাহা নিশ্চয় কবিয়া জানিবে; তাহা হইলেই প্রকৃতরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

কেনই বা হোমিওপ্যাথি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

১। হোমিওপ্যাথি আমাদের পৈতৃকধন নহে যে, তাই আমরা ইহাকে ভাল বাসি। ইহার ধ্রুব, দ্রুত ও প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ ক্রিয়া দ্বারাই জগৎ মোহিত হইয়াছে। (অত্র প্রবেশিকাতে রোগীদর্শন হেডিংমধ্যে ২ প্যারাতে, ও বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠাদ্বয়ে রোগীচয়েব বৃত্তান্তে দেখ)। মহাত্মা হানিমানের মৃত্যুব পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র হোমিওপ্যাথি বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার অনেক স্থানে হোমিওপ্যাথি এত সংস্কারবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তথায় লোকে চিকিৎসা বলিলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলিয়া বুঝে; অন্য সমস্ত মতের চিকিৎসা তথা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ইংলণ্ড ও ইংরেজাধিকৃত স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথি লইয়া যে, এত ঈর্ষা ও দ্বেষ এখনও চলিতেছে, কালে এতাদৃশ থাকিবে না। বিশেষ নিপুণ হইয়া দেখিবে যাঁহারা হোমিও-

প্যাথির নিন্দা করেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথির কোন গ্রন্থ বা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ চিকিৎসা কিছুই স্বচক্ষে দেখেন নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এত সূক্ষ্মাংশে যে কাজ হয় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? অদ্য তুমি ও আমি যে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাও ইহার ঔষধের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দর্শনেরই ফলবিশেষ; যে পর্য্যন্ত আমরা এই প্রকার ফল নিজ চক্ষে দর্শন করি নাই তখন আমরাও ত এই নিন্দুক-শ্রেণীভুক্ত ছিলাম, একবার একথা স্মরণ করিয়া দেখ। কয়েক খানি পুস্তক ও কতকগুলি প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যদি কোন প্রকারে তোমার সহযোগী নিন্দুককে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার, তবে দেখিবে এক বৎসর মধ্যেই তিনি আসিয়া তোমাকে বলিবেন যে, হোমিওপ্যাথির তুল্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আর জগতে নাই; ঔষধের স্থূলাংশে এপ্রকার কার্য্য কখনই সম্ভবে না; অবশ্য বিদ্যুৎ-শক্তিবৎ কোন শক্তি ইহাতে উদ্ভব হয় যে, তাহাতেই ইহার ক্রিয়া এত দ্রুত গতিতে হইয়া থাকে। নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগে ফল পাইবামাত্রই লোকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হয়; তখন সহস্র বিঘ্ন, বাধা বা নিন্দা তাহাকে আর নিবারণ করিতে কখনও সক্ষম হয় না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটী হোমিওপ্যাথির ঘোর বিদ্বেষী চিকিৎসক মহাশয়কেও হোমিওপ্যাথির প্রতি ভক্ত হইতে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ বড় সুন্দর সঙ্কেত। সাধারণ লোককে হোমিওপ্যাথির ভক্ত করিতে হইলে কঠিন কঠিন রোগীর চিকিৎসা দেখান আর একটী সদুপায়। সত্য নিজ চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারিলে মনুষ্য-মাত্রেই তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারে না, ইহা প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যাহা হউক দেখিবে যে, নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রকার মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের (all Physical Sciences এর) চক্ষু প্রদান করিয়াছেন; সেই প্রকার মহাত্মা হানিমানও তাঁহার সম-লক্ষণ-সূত্র (সমঃ সমং শময়তি) দ্বারা সমস্ত চিকিৎসা জগতের চক্ষুদান করিয়াছেন। কালে দেখিবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ঈর্ষা আপনি পলাইবে; সত্য আপনি প্রকাশ পাইবে, সর্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।

২। হোমিওপ্যাথির ন্যায় অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অন্য কোন মতের চিকিৎসাই স্থাপিত নহে, ইহা সত্য; কারণ, যে কলখানি বিজ্ঞ ও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে কখন চলিবে না যদি এমন হয়, তখন জানিবে সেই কল ঠিক কল হয় নাই, অথবা সে কলে দোষ আছে। কিন্তু দেখ, রেল গাড়ির ইঞ্জিনখানা স্বল্প-শিক্ষিত ড্রাইভার (পরিচালক) এমন কি, ফায়ারম্যানও (Fireman অগ্নি রক্ষকও) সর্ব্বদা দ্রুত গতিতে সম্মুখদিকে চালাইতেছে, পশ্চাৎধাবিত করিতেছে ও ইচ্ছামত থামাইতেছে। এই প্রকার গাড়ির ইঞ্জিন খানার ন্যায় যে কল যত সামান্য বুদ্ধির লোক দ্বারা যত পরিমাণ সহজে পরিচালিত হইতে পারে, সেই কল তত পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও তত দৃঢ় বিজ্ঞান ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। এই কথা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত দার্শনিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আবার দেখ, আমাদের দেশে খনার বচন দ্বারা যে অতি সামান্য অজ্ঞ লোকেও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে সক্ষম হয় তাহার মূল কথা এই যে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও প্রাকৃটিকেল্ এবং বিচক্ষণ বিজ্ঞানোপরি সংস্থাপিত। এইরূপ সত্যতা আমরা হোমিওপ্যাথিতে অধিকতর রূপে দেখিতে পাই। জিহ্বার ২য়, ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্তে দেখ যে, ঐ ঐস্থলে কেবলমাত্র জিহ্বা যন্ত্রের কলটী ধরিয়া রোগিদ্বয়কে আশ্চর্য্যজনক আরোগ্য করা হইল। বিকার রোগী "যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে" "এই সম্বন্ধে অত্রগ্রন্থে বিকার ভৈষজ্য-তত্ত্বে "দুর্গাচরণ লাহার স্ত্রীর বৃত্তান্তে দেখ।"——বেলেডোনা-বিকারের এই একটী প্রধান লক্ষণ দৃষ্টে বেলেডোনা দিয়া হাতে হাতে দৈবশক্তির ন্যায় ঔষধের ফল দেখিলাম। এইপ্রকার অনেক সময় অতি সূক্ষ্মতম জ্ঞানের কিম্বা কুটিল বিচার অপেক্ষা না করিয়া, প্যাথলজী বা নিদানের অন্ধকার ও অনিশ্চিত গৃহে না ঘুরিয়া, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া হোমিওপ্যাথির সরল বিধি "সম লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সমতা লক্ষ করিয়া ঔষধ প্রয়োগে" অতি উৎকট উৎকট রোগ মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেক সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়। আমার কথার সত্যতা বোধ হয়, বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই অনেকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি

অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক গ্রাম্য-স্কুল-পণ্ডিত ও স্বল্প-শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথির দ্বারা এতদূর কঠিন ও উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন যে, তাহা বিজ্ঞানাভিমানী চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। তাঁহারা প্যাথলজী ইত্যাদি কিছু জানেন না বলিলেই হয়, এমন কি অনেকে রোগের নাম পর্য্যন্তও জানেন না; কিন্তু মহাত্মা হানিমানের সরল বিধি অর্থাৎ সম লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঔষধ-প্রয়োগই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমি ইহা দ্বারা ইহা বলিতেছি না যে, এনাটমী, প্যাথলজী, নিদান ও ফিজিওলজী ইত্যাদি শিক্ষা কিছুই নহে; মূল কথা আমার এই যে, হোমিওপ্যাথি এপ্রকার একখানি বিশেষ বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার কল বিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্যাথলজী, ফিজিওলজী ইত্যাদিতে জ্ঞান না থাকিয়াও, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া সামান্য শিক্ষিত ফায়ারম্যান বা ড্রাইভারের ন্যায় অনেকে হোমিওপ্যাথির কলখানি সুন্দর চালাইতে সক্ষম হন। অথবা অভ্রান্ত খনার বচন ব্যবহারের ন্যায়, কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে অদ্ভুত ফল দেখাইতে সক্ষম হন। এই একমাত্র গুণের দ্বারাই হোমিওপ্যাথি-বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মৃত লোকনাথ মৈত্রেয় মহাশয় ফিজিওলজী ও প্যাথলজী ইত্যাদির বিশেষ ধার ধারিতেন না; তাঁহারা "সম লক্ষণ-মন্ত্রে" দীক্ষিত হইয়া যে যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত অত্যুচ্চ শিক্ষিত কোন সিবিল সার্জ্জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ !!!

৩। ইহার ঔষধ সকল সুখ সেব্য।

৪। ওলাউঠাদির ন্যায় ত্বরিতে প্রাণনাশক রোগাদিতে চিকিৎসক পকেটে ঔষধ কয়েকটি লইয়া ত্বরিৎ গতিতে রোগীর নিকট পঁহুছিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

ঔষধ প্রস্তুত ও আনায়নাদি গোলযোগ করিতে করিতে রোগীর প্রাণবিয়োগ হইলে অতি কষ্টের কথা; কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সে ভয় নাই।

৫। সার্জ্জিক্যাল ও আঘাতাদি-প্রাপ্ত রোগীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিবে। আর্ণিকা ও রাস্‌টক্স দ্বারা, আঘাতাদিজনিত অসংখ্য রোগে আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

৬। মানসিক পীড়া সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিমতে যে প্রকার আছে, অন্য কোনমতে তাহা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এক মানসিক লক্ষণ অবলম্বনে অনেক উৎকট পীড়া আরোগ্য করা হইয়াছে।

৭। জীব (পশু পক্ষী) চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিতে পাইবে।

৮। স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ গর্ভিণীর পীড়ায় ও শিশুদিগের রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃত তুল্য।

৯। হোমিওপ্যাথিতে হিতে বিপরীত হয় না ; ইহাতে ভুল ভ্রান্তির দরুণ লোক বিষাক্ত হইয়া মারা যায় না।

১০। সাধারণ পীড়ায় হোমিওপ্যাথি কিম্বা যে কোন মতের চিকিৎসাই হউক না কেন, তাহাতে ঔষধের ক্ষমতা স্পষ্ট ও ভাল বুঝা যায় না ; কারণ, স্বভাবেও তাদৃশ পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু পীড়া যত উগ্র, উৎকট ও নানাবিধ উপসর্গযুক্ত হইবে সেই স্থলে হোমিওপ্যাথির ততই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইবে ; নতুবা হোমিওপ্যাথিতে কখন বিশ্বাস করিও না ; অন্য কোন প্যাথির এতাদৃশ ক্ষমতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

—০-০—

গ্রন্থাদি অধ্যয়ন সঙ্কেত।

ক।—প্রথমতঃ পুস্তকখানি প্রাপ্তমাত্র তাহার নাম কি, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়া দেখিবে, কারণ, অনেক গ্রন্থে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট নাম প্রদত্ত হয় যে, তাহা পাঠমাত্র গ্রন্থখানির প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়টী বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র গ্রন্থখানি কয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে ? এবং সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। তৃতীয়তঃ

গ্রন্থখানির প্রবেশিকা (বিজ্ঞাপন, ভূমিকা, উপক্রমণিকা ইত্যাদি) বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য; এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি; কারণ, প্রবেশিকার উপরেই সমস্ত পুস্তকের জ্ঞান নির্ভর করে। চতুর্থতঃ আগাগোড়া সমস্ত প্রবন্ধগুলির বড় বড় হেডিং বা শীর্ষ অগ্রে একবার দেখিবে। পঞ্চমতঃ গ্রন্থের সূচীটী পর্য্যবেক্ষণমাত্র পুস্তকের বিষয়গুলির ব্যাপার মোটামুটীভাবে জানিতে পারিবে। ষষ্ঠতঃ রীতিমত প্রথম হইতে গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

খ।——এই গ্রন্থের বিভাগাদি সম্বন্ধে উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ খানির সাধারণ নাম "চিকিৎসা-বিধান"; ইহা দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

১। ইহার প্রথম খণ্ডে—রোগের লক্ষণ, কতকগুলি অতি সাধারণ রোগ (যাহারা সময় সময় লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত) ও কারণাদি অনুসারে ঔষধ-নির্ব্বাচন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহা দ্বারা অব্যবসায়ী ব্যক্তিরাও রোগের বৈজ্ঞানিক নাম না জানিয়া যে কোন পীড়ার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন; প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই এই প্রথম খণ্ড লিখিত হইয়াছে। জিহ্বার ২য়, ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখিলে জানিতে পারিবে যে, "প্রকৃতিগত লক্ষণ" অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করাতে দুইটী রোগী কি আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য লাভ করিল; (এস্থলে জিহ্বার দুইটী লক্ষণই প্রকৃতিগত লক্ষণ)।——এই খণ্ডে জিহ্বা, মল, মূত্র নাড়ী, পিপাসা, হিক্কা, ঘর্ম্ম ইত্যাদি প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে; তাহাদিগকে অবলম্বনে ঔষধ-প্রয়োগেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয়।———রোগের নাম না করিয়া, লক্ষণাদি অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইলে তাহাই উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (অত্র গ্রন্থে জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্বের ১ম প্যারা দেখ)। এই প্রথম খণ্ডের নাম "লক্ষণ ও করণাদি অনুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন প্রদর্শক" রাখা হইল।

২। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াদি খণ্ডে—রোগের নাম, বর্ণনা, প্যাথলজী বা নিদান ইত্যাদি ও রোগেরচিকিৎসা ও বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক

চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। অনেক রোগের চিকিৎসার প্রথক অংশে যে "ঔষধ মনোনয়ন প্রদর্শক" দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতক পরিমাণ প্রথম খণ্ডেরও উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

(১)——আশা করি, এতাদৃশ গ্রন্থ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক মহাশয়-দিগের নিকট বিশেষ আদর পাইবে। এই প্রকারের রেপার্টারী (Reportory) সংযুক্ত ইংরাজি গ্রন্থাদি সহায়েই ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা স্বল্প সময়ে ফল দেখাইতে পারেন। বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত এপ্রকার গ্রন্থ না থাকাতে এতৎ-ভাষানভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্য অতি কঠিন ব্যাপার ছিল; এই গ্রন্থ অনেকাংশে সে, অভাব সম্ভবতঃ দূর করিতে সক্ষম হইবে। (২) আর একটী বিষয় এই যে ইহা দ্বারা অতলস্পর্শ ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia medica) হইতে ঔষধ-রত্ন উদ্ধার (ঔষধ-নির্ব্বাচন) অতি সহজেই হইতে পারিবে। (৩) ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার ডাইলিউসন (শক্তি) মীমাংসাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফললাভের প্রকৃত মূল; ইহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন; এবং তাহাদের প্রতিই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে। (৪) প্রাক্‌টিকাল ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণ (Type), চিহ্ন, বর্ণনা ও আণ্ডারলাইন দ্বারা ঔষধ, বিষয় ও লক্ষণ সমূহের গুরুত্ব দেখান হইয়াছে। (৫) স্থানে স্থানে প্রবন্ধ বা বিষয় সমস্তের গুরুত্ব হেতু ও তাহাদের সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ জন্য স্থানবিশেষে, সাধারণতঃ তাহাদের মুখভাগে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। এই-জন্য জিহ্বা, জিহ্বার লক্ষণাদি, লালা, ওষ্ঠ, দন্ত, নাড়ী, মূত্র, কৃমি, পিপাসা, এবং হিক্কা ইত্যাদি দেখ।

গ।—গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে প্রত্যেক জাতীয় **হেডিং গুলির** প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে; কারণ, হেডিংই প্রবন্ধাদির বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় সকলের প্রাণ স্বরূপ। হেডিংটি এপ্রকার হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠমাত্র বিষয়টির উপলব্ধি হইবে; এই গ্রন্থে এপ্রকারভাবে হেডিং প্রস্তুত জন্য যতদূর সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। ১।—প্রবন্ধের হেডিং পাঠঃ—প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠ-সহ

সেই প্রবন্ধের হেডিংটি বিশেষ করিয়া স্মৃতিপথে রাখিবে, নতুবা উদোরপিণ্ড বুধোর ঘাড়ে যাইয়া পড়িবার নিতান্ত সম্ভাবনা অর্থাৎ এক বিষয় পাঠ করিতে করিতে অপর বিষয় আসিয়া লক্ষ্যপথে উপস্থিত হয়, পাঠের সময় সেই দোষ নিবারণ জন্যই হেডিং সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। ২।—পত্রের হেডিং পাঠঃ— অত্র গ্রন্থে পত্রশীর্ষস্থ-হেডিং গুলিও বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ; লক্ষণ, পীড়া ও ঔষধাদি দেখিবার সময় পত্রশীর্ষস্থ হেডিংগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩।—প্রবন্ধ বা বিষয় সংকলের ভাগ বা শ্রেণী, বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা, প্রশাখা (Headings of Classifications, divisions, subdivisions &c.) এই সমস্তের হেডিং-প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ থাকে; নতুবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্ত কিছুই প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারিবে না ও তাহাদের যে শৃঙ্খলা তাহাও স্মৃতিপথে রাখিতে পারিবে না, তদ্দক্ষণ বিষয়টী তোমার নিকট নিতান্ত ভয়াবহ, জটিল ও ভাববৎ বোধ হইবে;———সুতরাং প্র্যাকৃটিক্যালি কোন কাজই করিতে পারিবে না এবং সকল বিষয়েই গোলযোগ বোধ হইবে। বিভাগাদির হেডিং অনুসারে বিষয়টী মনে রাখিলে তাহা অতি সহজ বোধ হইবে ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে যেন নখদর্পণ মধ্যে দেখিতে পাইবে। এতৎ-দৃষ্টান্ত জন্য—(ক)——জ্বরের অধ্যায় দেখ। ইহাতে জগতীস্থ সর্ব্ব প্রকারে জ্বর-নির্ব্বাচন-শিক্ষার্থ জ্বর গুলি কি প্রকারে ভাগ, বিভাগ, শাখা, প্রশাখা ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখ; নানাবিধ জ্বরের ডায়েগ্নোসিসের সময় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। (খ) ম্যালেরিয়া জ্বরের বিভাগ দেখ।——(গ) ম্যালেরিয়া জ্বরে দেহগত পরিবর্ত্তন দেখ।—— (ঘ) জ্বরচিকিৎসা দেখ। জ্বর চিকিৎসার -(১), (২), (৩), (৪) বিষয় দেখ।—— (ঙ) জিহ্বা সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ।——(চ) "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার" দেখ; ইহা (১), (২), (৩), (৪), (৫) (৬) এই ছয় প্রধান অঙ্গে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। পৃথকপৃথক ভাবে এবং একত্রে ইহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্বর ওলাউঠা ইত্যাদি যে কোন রোগে যে কোন প্রকার বিকার হউক, তাহার চিকিৎসা অনায়াসে করিতে পারিবে। বঙ্গদেশে বিকার সম্বন্ধে আমরা অসংখ্য রোগী দেখিতে পাই, সুতরাং তাহার লক্ষণ ও ঔষধ নিচয়

বহু যত্নে ও প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়াছি। একটী বিকারের রোগী হাতে আসিলেই সেই বিপদ উদ্ধারার্থে যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি সেই চেষ্টারই ফল এই ষড়্‌বিধ "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার"। কোন পুস্তকে এ পর্য্যন্ত এক স্থানে একরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে বিকার সম্বন্ধে সংগ্রহ নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোলাভ ইচ্ছা থাকিলে বিকারটী বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর; ইহার প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ যেন কণ্ঠস্থ থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের বেলায় হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে। আমাদের এইমতে বিকারের যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে তাহা অন্যমতে নাই বলিলেই হয়। আমরা সান্নিপাতিক বিকারে বহুরোগীতে হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়াছি (অত্র গ্রন্থে "নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্য-তত্ত্বের শেষ প্যারাদ্বয়ে রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। এই পুস্তকের বহুস্থানে শ্রেণী ও বিভাগ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি প্রাপ্তমাত্র ইহার প্রত্যেক বিষয়গুলি কি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা আগাগোড়া মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে।

৪। গুরুতর প্যারাগ্রাফ সমস্তের হেডিং ও তাহাদিগকে ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যায় বা ক, খ, গ, বর্ণানুক্রমিক যেসকল ভাগ করা হইয়াছে, সেই ভাগ সকল বিশেষ নিপুণতাসহ দেখিবে; কারণ, তাহারা একে অন্যের সহ ঐ ঐ সংখ্যা বা বর্ণ দ্বারা বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে।

ঘ।—এইগ্রন্থস্থ ষ্টার ও আণ্ডারলাইনাদি (পাদরেখা)।

অত্র গ্রন্থে (*), (**) ষ্টার বা তারকা চিহ্ন দ্বারা এবং (১), (২), (৩), দ্বারা ঔষধগুলির গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ষ্টার শূন্য ঔষধ সমস্ত অপেক্ষা এক ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি অধিকতর পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ; দ্বি বা ডবল ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি এক ষ্টারযুক্ত ঔষধ সকল হইতে অধিকতম পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ। (১), (২), (৩) এই সংখ্যাত্রয়ের মধ্যে (১) চিহ্নিত ঔষধ সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তন্নিম্নে (২), তন্নিম্নে (৩)। একটি একটি দৃষ্টান্তার্থ জিহ্বার ৭ ও ১২ প্যারা দেখ। কোন ব্র্যাকেট মধ্যে কতকগুলি ঔষধ আছে, সেই ব্র্যাকেটের পূর্ব্বভাগে যদি দুইটী ষ্টার থাকে, তবে সমস্ত ঔষধগুলির গুরুত্ব পৃথক্ পৃথকভাবে উপরোক্ত

দুইটী ষ্টারযুক্ত ঔষধের ন্যায় হইবে; এক ষ্টার থাকিলে এক-ষ্টার-যুক্তের-ন্যায় জানিবে।

পাদরেখা বা (Underlines) আণ্ডার-লাইনযুক্ত পংক্তি, বিষয়, ও কথাগুলি অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে আণ্ডার-লাইনযুক্ত পংক্তির পূর্ব্বে ষ্টার থাকে, তাহা অতীব গুরুতম বলিয়া জানিবে। বাঙ্গালার কোন চিকিৎসা গ্রন্থে এপর্য্যন্ত আণ্ডার-লাইন দ্বারা পংক্তি সমূহের গুরুত্ব এপ্রকার উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখাইতে কেহ প্রয়াস পান নাই। এই গ্রন্থেই এই উদ্যম প্রথম। কোন ঔষধের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়া পাদরেখাযুক্ত হইয়াছে তাহারা প্রকৃতিগত লক্ষণ-মধ্যে গণ্য। ঐ সমস্ত লক্ষণ বহুবার পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। তাড়াতাড়ি ঔষধ-নির্ব্বাচন-কালে এই সমস্ত পাদ-রেখাযুক্ত লক্ষণগুলির উপকারিতা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিবে।

পুনরুক্তি—গ্রন্থের কোন কোন স্থলে একটী বিষয় দুই তিনবার পর্য্যন্ত নানাভাবে পুনরোক্ত হইয়াছে। এতাদৃশ পুনরুক্তি অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যাদি গ্রন্থ জন্যই দোষাবহ। কিন্তু এতাদৃশ চিকিৎসা গ্রন্থে গুরুতর বিষয়টী যাহাতে পাঠকের হৃদয়ে সুগভীররূপে অঙ্কিত হইতে পারে সেই জন্যই ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

গ্রন্থের কোনস্থলে "করিবেন" "দিবেন" ইত্যাদি মান্যজনকভাবে লেখা দেখিবে সে কেবল কোন মাননীয় ব্যক্তিকে কোন বিষয় মৌখিক বুঝাইতে গিয়া সে ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু পুস্তক খানির সাধারণ বিষয় ছাত্রকে বুঝাইতে যে ভাবে লিখিতে হয় সেই ভাবেই লেখা হইয়াছে।

রোগী-দর্শন ও লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ।

১। রোগীর নিকট স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার লক্ষণাদি স্থির চিত্তে দেখিবে। প্রধানতঃ লক্ষণ দ্বিবিধ :—কতকগুলি] লক্ষণ যাহা রোগী অনুভব করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক তাহা

দেখিতে বা জানিতে পারেন না, তাহাদিগকে "প্রশ্নগত" লক্ষণ বলে; যথা বেদনা, স্বাদ, মাথা ঘোরা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি; রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই লক্ষণগুলিকে জানিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ চিকিৎসক নিজেই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, ইহাকে "পরীক্ষাগত" লক্ষণ বলে। এই দুই জাতীয় লক্ষণই রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যের প্রধান অবলম্বন।

২। রোগের কারণ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পার তাহাতে ত্রুটি করিবে না; যেহেতু অনেক সময় রোগের একমাত্র কারণ দ্বারাই ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়, অন্য লক্ষণের অপেক্ষা করে না। রোগের কারণ যে একটি অতি গুরুতর বিষয় তাহা নিম্নলিখিত রোগীর বিষয়টী পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে:——বারাকপুরের নিকট বন্দিপুরস্থ + + + + + + মহাশয় একদা পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া মহামাননীয় ডাক্তার সরকার মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন ও বেদনার যাতনায় অস্থির হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিকটে একখানা কোঁচ ছিল তাহাতে শুইয়া পড়িলেন। উক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে একটী ঔষধ দিলেন, তাহাতে কোন ফলই হইল না; রোগী কোঁচে পড়িয়া ছটফট্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উক্ত বহুদর্শী চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে "এই রোগের কারণ কি? তদ্বিষয় পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, মাংস খাইয়া আমার এই বেদনা হইয়াছে; তখন তিনি তাঁহাকে পালসেটিলা ৩য় ডাঃ খাইতে দিলেন। ঔষধ খাইবার পাঁচ মিনিট মধ্যে রোগী সুস্থ হইলেন এবং নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।—তখন আমি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আমি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং ভাবিলাম যে, এই চিকিৎসা এলোপ্যাথিমতে হইলে কত জুলাপ, পিচকারী (Enema) এবং ওপিয়াম এই রোগে দিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। এলোপ্যাথিতে এতাদৃশ যাতনাপ্রদ পীড়া এপ্রকার ভোজের বাজির ন্যায় অতি সহজে ও ত্বরিত-

গতিতে আরোগ্য হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই হইতে হোমিও-প্যাথির প্রতি আমার বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিল। তখন হইতে আমি প্রাণপণে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। (কারণ-সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে 'পীড়া-নিচয়ের কারণ ও চিকিৎসা দেখ)।

৩। কি কি হেতু পীড়ার ও লক্ষণাদির হ্রাস্ বৃদ্ধি হয়। ৪। রোগী কি ভাবে শয়ন, উপবেশন বা অবস্থিতি করে। ৫। রোগীর মানসিক লক্ষণ, শারীরিক স্বধর্ম্ম, স্বভাব, বয়স সে স্ত্রী কিম্বা পুংজাতি, ইত্যাদি বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবে; ইহাদের দ্বারা অনেক সময় (অন্যান্য লক্ষণ অভাবেও) ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া পীড়ারোগ্য-কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। ৬। রোগের সময় (time) একটী অতি গুরুতর বিষয়। একমাত্র সময়ানুসারে অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। জ্বর ও পেটের পীড়াদি রোগে সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। অতি প্রাতঃকালীয় পেটের পীড়ায় সাল্ফার। বেলা দুইপ্রহর হইতে দুইটার মধ্যে যে জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর্সেনিক যে নিতান্ত ফলপ্রদ, তাহা স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (জ্বরের সময়-ভেদে ঔষধ-মনোনয়ন দেখ)।

৭। পীড়া কিম্বা কোন যাতনা, রোগীর দক্ষিণ কি বামভাগে হইয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রোগীর শরীরের দিক্ অনুসারে ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন কার্য্যে অনেক বিভিন্নতা হয়। পাবনার ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী বাবু গৌরাঙ্গবিহারী সাহার উৎকট জ্বর-রোগ হয়। তাহাতে তিন চারিটী ঔষধ প্রদানে কোন ফলই পাই না। পরে তাঁহার বক্ষের বাম-পার্শ্বে হঠাৎ একটী বেদনা জন্মে। এই বেদনাই যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাকে ল্যাকেসিস্ দেখাইয়া দিতে লাগিল। (কারণ বামপার্শ্বের পীড়া বা যাতনা ল্যাকে-সিস্‌কে লক্ষ করে); তখন ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিচার করিয়া ল্যাকেসিসই প্রকৃত ঔষধ বলিয়া জানিলাম ও তাহা প্রয়োগ করাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

৮। সীতানাথ পাল নামক এক ব্যক্তির নিউমোনিয়া হয়। তাহাকে প্রথমে ফস্ফরাস্ দিই, তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়াতে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না। নিতান্ত হতাশ চিত্তে রোগীর পার্শ্বে

বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া আছে, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বাম পার্শ্বে শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনমতে বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারিল না; তৎদৃষ্টে ফস্‌ফরাসের কথা আমার মনে হইল। অত্র গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে "পোজিশনে ঔষধ-মনোনয়ন দেখিলাম। † পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া ফস্‌ফরাসই যে, এই রোগীর ঠিক ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ অণুমাত্র রহিল না। ফস্‌ফরাস পুনরায় এই রোগীতে দিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে রোগী ভালবোধ করিতে লাগিল ও তাহাতে সে অতি সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিল। সুতরাং (১) রোগীর পোজিসন (Position অর্থাৎ শয়ন ও অবস্থিতি) দেখিয়াও যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অদ্ভুত উপকার পাইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (২) এই রোগীর বৃত্তান্ত হইতে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটী অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা যায়; কোন এক রোগীতে এক ঔষধ একবার দিয়া ফল না পাইলে পুনরায় সময়ান্তরে যথালক্ষণ বিকশিত হইলেও সেই রোগীতে যে, সেই ঔষধের আবার প্রয়োগ হইতে পারিবে না সে কোন কার্য্যের কথা নহে। যে ঔষধে পূর্ব্বে তুমি বিফল মনোরথ হইয়াছ সেই ঔষধ পুনরায় যথালক্ষণ উপস্থিত দেখিলে প্রয়োগ কর, তাহাতে তোমার রোগী সহজে আরোগ্যলাভ করিবে। এবম্প্রকার ঘটনাস্থলে ডাইলিউসনের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটী রোগীর কথা উল্লেখ করি। পাবনা জজ্ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল সান্যাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের পেটের পীড়া হয়; রোগীর অবস্থা শুনিয়া প্রথমে তাহাকে ক্যামোমিলা ৩য় ডাঃ দিই তাহাতে উপকার বোধ হইল না; পরে অন্যান্য গুটিকতক ঔষধ ব্যবহার করি; তাহাতেও কোন ফল হইল না; কিন্তু অবশেষে মলের প্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলাম যে, ঐ বালকের ক্যামোমিলাই প্রকৃত ঔষধ, তখন ইহার ১২শ ডাঃ দিলাম; তাহাতেও বিশেষ সন্তোষদায়ক কাজ না পাওয়াতে পুনরায় ক্যামোমিলা ৩য় ডাঃ দিলাম এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম; ইহার চারি ডোজ ঔষধেই পেটের পীড়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য

† সন ১২৯২ সাল, এই গ্রন্থখানি তখন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল, মুদ্রিত হয় নাই।

হইয়া গেল। (ডাইলিউসন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে জ্বরের চিকিৎসার ইউপেটোরিয়াম্-পার্ফো মধ্যে একটী রোগীর বৃত্তান্তে দেখ)।

৯। মনুষ্যের দেহে ও মনে জীবিতাবস্থায়, সুস্থ শরীরে বা অসুস্থ শরীরে যে সমস্ত বিষয় ও লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট অমূল্য ধন বটে; কারণ, তাহারা ব্যাধির চিকিৎসার সময় কোন না কোন প্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচনার্থ বিশেষ ব্যবহারে আইসে। তজ্জন্য উপদেশ যে, দেহগত ও মনোগত সমস্ত লক্ষণই জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। মানসিক লক্ষণ, শয়ন, অবস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে ও রোগ-নির্ণয়-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

১০। নাড়ী-জ্ঞান বা হাত-দেখা একটী গুরুতর বিষয়। নাড়ী অতি স্থির-ভাবে দেখিবে ও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে (অত্র গ্রন্থে নাড়ী দেখ)।

প্রথম শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কয়েকটী গুরুতর বিষয়।

১। গাত্রতাপ—আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ ৯৮.৬ ডিগ্রী। এতদূর্দ্ধে ৯৯.৫ হইতে ততোধিক তাপ জ্বরমধ্যে গণ্য। ৯৭ হইতে তন্ন্যূনাধিক নিম্নে ৭৯।৭৭ পর্য্যন্ত পতনাবস্থায় তাপ দেখা যায়; এই পতনাবস্থায় রোগীর শরীর আমাদের নিকট হিমবৎ জ্ঞান হয়। অনেক ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুর পর শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়।

২। নাড়ী—সুস্থকায় যুবকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি বা স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭৫ বার; শিশুর জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত ১৪০ বার; দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত ১২০ বার; চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত ১০০ বার; সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত ৯০ বার, পঞ্চদশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ৭৫ বার; বৃদ্ধ বয়সে ৭০ বার। বয়স্কদিগের নাড়ী ১৫০ বারের অধিক হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক। ক্ষীণ ও সূত্রবৎ নাড়ী জীবনীশক্তির হ্রাসতা-জ্ঞাপক। বিলুপ্ত নাড়ী, পতনাবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ (হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চ-

সেই নাড়ীর স্পন্দন হয়)। ওলাউঠার নাড়ী বিলুপ্ত হইলে মণিবন্ধে আর পাওয়া যায় না। তখন ব্রেকিয়েল প্রদেশে বা বাহুমূলে কখন কখন নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায়।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাস—ইংরাজিতে ইহাকে রেস্পিরেশন (Respiration) বলে। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে রেস্পিরেশনের গতি ১৮ বার হইয়া থাকে। শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর গতিতে হইলে শুভ লক্ষণ জানিবে। শ্বাসপ্রশ্বাস টানিয়া টানিয়া কিংবা দ্রুতগতিতে অতি ঘন ঘন হইতে থাকিলে তাহা দুর্লক্ষণ বলিয়া জানিবে, অতি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস মৃত্যু-লক্ষণ-জ্ঞাপক।

৪। নাড়ী, গাত্রোত্তাপ এবং শ্বাস প্রশ্বাসের পরস্পর সম্বন্ধ—শরীরের উত্তাপ এক ডিগ্রি বর্দ্ধিত হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়। স্বভাবতঃ গাত্র তাপ ৯৮°৬, নাড়ীর গতি ৭৫, শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার, যদি তাপ ১০০ ডিগ্রি হয় তবে নাড়ীর গতি ৯০।৯৫ এবং শ্বাসের গতি ২৩ বার হইবে। সাধারণতঃ এক এক বার শ্বাসে ৪ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

৫। ঔষধের শক্তি ও মাত্রা—যে ঔষধের যে শক্তি সর্ব্বদা ফলপ্রদ তাহা প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক ফোঁটা টিংচার, বটিকা একটী, অনুবটিকা চারিটি, বিচূর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ বা অর্দ্ধ বড়ি পরিমাণ দেওয়া যায়। বড় শিশুর পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক, অতি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয়। পূর্ণবয়স্কের জন্য এক তোলা পরিষ্কৃত জলে, শিশুর জন্য সিকি তোলা পরিষ্কৃত জলে এক এক বারের ঔষধ দেওয়া যায়। কাচ, চিনের পাত্র, কিংবা পাথরের পাত্র ঔষধ রাখিবার প্রশস্ত জিনিস।

৬। কত সময় অন্তর অন্তর ঔষধ প্রয়োগ হয়? রোগের অবস্থা বুঝিয়া ১০।১৫।৩০ মিনিট কিংবা ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তরও ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধে উপকার পাইলে সময়ের পরিমাণ অধিকতর অন্তরে অন্তরে করিয়া দিবে।

৭। অনুমানে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। পীড়া যত উগ্র হইবে ঔষধ তত শীঘ্র তন্নিবারণে সক্ষম হইবে। অন্যথা ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করা অন্যায়। একবারে দুই তিন প্রকার ঔষধ একত্রে বা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা ভাল নহে।

৮। **ঔষধ নির্ব্বাচন**—রোগীর লক্ষণ ঔষধের লক্ষণ সহ ঐক্য করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

৯। এলোপ্যাথি, কবিরাজী ইত্যাদি মতে চিকিৎসা হইয়া থাকিলে, যদি তোমাকে পরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতে হয়, তবে অগ্রে ক্যাম্ফর বা সাল্‌ফার্ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ স্থলে নক্স-ভ ও কখন দেওয়া যায়।

১০। ঔষধ সেবনকালে কাফি, চা, কর্পূর বা তাদৃশ কোন জিনিস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

১১। ঔষধের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে ক্যাম্ফর θ খাইলে তাহা সংশোধিত হয়।

১২। ঔষধ খাইবার অন্যূন এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে পান তামাক খাওয়া উচিত নহে।

রোগ-নির্ণয় বা ডায়েগ্‌নোসিস্।

জ্বর অধ্যায়ে জ্বর-নির্ব্বাচন শিক্ষা দেখিলেই জানিতে পারিবে যে, কি উপায়ে রোগ-নির্ণয় করিতে হয়? এবং এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত পথ কি? ঐ প্রকার পথ অনুসরণে প্রায় প্রত্যেক পীড়াই নির্ণয় করিতে ক্ষমতা লাভ করিবে। রোগনিচয়ের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিগত লক্ষণ আয়ত্ত করিয়া এক জাতীয় বা প্রায় এক প্রকারের লক্ষণযুক্ত রোগ সকলের মধ্যে পরস্পর তাহাদের লক্ষণ তুলনা করিয়াই রোগ-নির্ণয় করা হয়। রোগ-নির্ণয় কালে রোগের ইতিহাস এবং কারণাদিকেও প্রধান সহায় জানিবে:—একদা একটী জ্বর-রোগীকে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম যে, জ্বর সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে, তৎসহ নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, রোগীর মল টাইফয়েড

মলের ন্যায় (ডালের যূসের মত); অদ্য জ্বরের ১৩ দিন; রোগীটী দেখিয়া টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইল, কিন্তু রোগীর আদ্যন্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জ্বর-আরম্ভের প্রথম দুই দিন যে জ্বর হইয়াছিল তাহা অতি প্রখর বেগ-বিশিষ্ট, কিন্তু উক্ত দুই দিবসই ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইত; তৎপরে তৃতীয় দিন হইতে এই এক-জ্বরী অবস্থা হইয়াছে। এই একই মাত্র ঘটনা বা ইতিহাস জানিতে পারিয়া দৃঢ়রূপে স্থির-নিশ্চয় হইলাম যে, ইহা টাইফয়েড্ জ্বর নহে, ইহা ইণ্টার-মিটেণ্ট ফিবার রেমিটেণ্টরূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতেই এই সমস্ত টাইফয়েড্ অবস্থার লক্ষণ বিকশিত হইয়াছে। (টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান লক্ষণ (ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি) এবং তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বর দেখ)। বাঁধাগথে ডায়েগ্নোসিস্ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না; যে পন্থা দেখাইলাম এই পন্থা অনুসরণ করিয়া যত অভ্যাস করিবে ততই এবিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবে।

ঔষধ-মনোনয়ন ও ঔষধ-নির্ব্বাচন সঙ্কেত।

ক।—ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য বিচার করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনঃ——কোন রোগী দেখিতে যাইয়া তাহার দুই একটী অতি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত লক্ষণ বা অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, তদনুসারে কতকগুলি ঔষধ আমাদের মনোমধ্যে আইসে; অথবা তাহাদিগকে ঔষধ মনোনয়ন-প্রদর্শক বা রেপার্টরী (Repertory) নামক পুস্তক সহায়ে বাহির করিতে হয়; তাহাকেই ঔষধ মনোনয়ন' বলে। এই ঔষধ-মনোনয়ন কার্য্য যে যে লক্ষণ সাহায্যে হয় তাহাদিগকে পরিচালক লক্ষণ (Guiding Symptoms গাইডিং সিম্‌টমস্) বলে। এই মনোনীত ঔষধ-নিচয় হইতে রোগীর সেবনার্থ, ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য বিচার করিয়া যে ঔষধ ঠিক করা হয় তাহাকেই "ঔষধ নির্ব্বাচন" বলে। এক সময়ে একটীমাত্র ঔষধ

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; যদি সেই ঔষধে ফল না দর্শে তবে দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পর্য্যায়ক্রমে দুই তিনটী ঔষধ ব্যবহার করা উৎকৃষ্ট নহে। ঔষধ মনোনয়নের ও নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্তার্থে জিহ্বা, লালা ইত্যাদির ১৬ প্যারা ও থুথু বা লালাস্থ রোগীর বৃত্তান্ত দেখ; এই দৃষ্টান্ত-ভুক্ত রোগীতে লালার লবণাক্ত স্বাদই আমার পরিচালক লক্ষণ হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ** মার্ক-সলাদি কয়েকটী ঔষধ (জিহ্বা, লালা ইত্যাদির ১৬ প্যারা দেখ) নির্দ্দেশিত হইল বা মনোমধ্যে আসিল; পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া মার্ক-সলকে তাহাদিগের মধ্য হইতে, প্রধান প্রধান লক্ষণের সমষ্টিগত প্রাধান্য হেতু নির্ব্বাচিত করিলাম। এবং তাহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ হইল।

খ।—যদি একটী পরিচালক-লক্ষণে দুই কিম্বা তিনটী প্রায় সমতুল্য ঔষধ নির্দ্দেশিত হয়, তখন সেই সমস্ত ঔষধের লক্ষণচয়, যতদূর পার ভৈষজ্য-তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করিবে ও তাহাদিগকে পাশাপাশিভাবে রাখিয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবে; যে ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণসহ তোমার রোগীর অধিকতম লক্ষণ ঐক্য হয়, তখন সেই ঔষধই দিবে এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে। এতৎসম্বন্ধে একটি আদর্শ-দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিলাম। মনে কর তুমি নিম্নলিখিত লক্ষণচয়যুক্ত একটি জ্বর-রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে এবং তাহার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ-নিচয় নির্দ্দেশিত হইতেছে, তখন কিপ্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে?

(১) জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ———অত্যন্ত হাইতোলা এবং গাত্র মোচড়ান (গা-মোড়ামুড়ি)—এন্টি-টার্ট, আর্নি, ইপিকাক, ইগ্নেসিয়া, হাস্-ট।

(২) শীতাবস্থা———শীত বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে এবং বাহুদ্বয়ে ও তৎসহ তৃষ্ণা—আর্নি, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, ইগ্নেসিয়া।

(৩) তাপাবস্থা———অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ সমস্ত শরীর উষ্ণ কিন্তু পদদ্বয় শীতল, তাপসহ আভ্যন্তরিক শীত———ক্যাপ্সি, চায়না, ইগ্নেসিয়া, লিডাম।

(৪) ঘর্ম্মাবস্থা ——সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়, বহুসময় পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম থাকে (ঘর্ম্মসহ জল তৃষ্ণা নাই)।—ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক, পাল্‌স।

(৫) পাকস্থলী-স্থানে বেদনাবোধ, শাখা-সমস্তে ভারবোধ এবং গ্রন্থি সকলে বেদনা—ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, রাস্‌-টক্স।

(৬) বিজ্বরাবস্থায় নিতান্ত দুর্ব্বলতা, জানু গুটাইয়া থাকা—ইগ্নেসিয়া।

(৭) নিদ্রা গাঢ় ও নাসিকা ডাকাইয়া—ইগ্নেসিয়া, নক্স ম, ওপি।

(৮) জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা ফাটা, চমকিয়া উঠা, সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত—আর্স, ইগ্নেসিয়া, ন্যাট্রা-মি।

(৯) মুখ পিংশেবর্ণ—ফেরা, ইগ্নেসিয়া, সিকেলী।

এস্থানে ভাবিয়া দেখ, এই জ্বর রোগীতে যে নয় প্রকার লক্ষণ দেখান হইল তাহার দুই চারিটী মাত্র লক্ষণ মধ্যে অন্যান্য ঔষধ আছে, কিন্তু নয়টি বা অধিকতম লক্ষণ মধ্যেই ইগ্নেসিয়া বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ এথায় ইগ্নেসিয়ার লক্ষণেরই সমষ্টিগত প্রাধান্য, সুতরাং ইগ্নেসিয়াই তোমার এই রোগীর ঔষধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইগ্নেসিয়া দ্বারা তোমার এ প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে ঔষধ-নির্বাচন কার্য্য একটু যত্নসাধ্য; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিশ্চয় ফলপ্রদ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রণালী গণিতের অতিরিক্ত কষার ন্যায় (As to solve mathematical problems) এক এক জন নিজ নিজ সুবিধামত এক এক লক্ষ্যপথ (লক্ষণ) অবলম্বনে ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তভুক্ত জ্বরে স্বীয় স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের সুবিধামত কেহ বা শীতাবস্থার লক্ষণকে, কেহ বা তাপাবস্থার লক্ষণকে, কেহ বা বিজ্বরাবস্থার লক্ষণকে অগ্রে পরিচালক লক্ষণ করিয়া পরে অন্যান্য লক্ষণসহ ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচিত করিবেন।

গ।—অনেক সময় কেবল "প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ" (Characteristic Symptoms) অবলম্বনে অতি সহজে ঔষধ-নির্ব্বাচন করা হয় এবং তাহাদিগের দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যে কখন কখন অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

জিহ্বা সম্বন্ধে ২য়, ও ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; দ্বিতীয় অধ্যায় নাড়ী বা পালস্ মধ্যে পূর্ণ নাড়ী সম্বন্ধে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; ঐ ব্যাপ্‌টিসিয়া-জিহ্বার সম্বন্ধে ঐস্থলে যে যে লক্ষণ পাইয়াছিলাম তাহাই তাহার "প্রকৃতিগত লক্ষণ" বলিয়া গণ্য; এই প্রকার জিহ্বার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ হ্রাস-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা ও দ্বিতীয় অধ্যায় নাড়ী বা পালস্ মধ্যে একোনাইটের পূর্ণ ও মোটানাড়ী ঐ ঐ ঔষধের "প্রকৃতিগত লক্ষণ" বলিয়া জানিবে। প্রকৃতিগত লক্ষণচয় বহু প্রুভিং দ্বারা সংগৃহীত ও বহুরোগীতে পরীক্ষিত। (সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া তাহার লক্ষণচয় যে পরীক্ষা করা হয় তাহাকেই প্রুভিং Provings বলে)। যদি এপিডেমিকাদিতে এককালীন বহুরোগীকে চিকিৎসা করিতে হয়, তখন পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মিলাইয়া লওয়া কঠিন; সেই সময় প্রকৃতিগত লক্ষণচয় অবলম্বনে চিকিৎসা দ্বারা অতি সহজে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণচয়ের বিশেষতঃ ইহাদিগের "প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণের" আরও একটী আশ্চর্য্য ও সুবিধাজনক ক্ষমতা এই দেখিবে যে, ইহাদিগকে অবলম্বনে তুমি জ্বরের ঔষধ পেটের পীড়ায়, পেটের পীড়ার ঔষধ বাতরোগে বা জ্বরে প্রয়োগ করিলেও তাহাতে ফল পাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। জিহ্বার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ জ্বরবিকারের রোগীর মধ্যে উল্লিখিত হ্রাস্-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, অন্য যে কোন রোগে দেখিলে তাহাতেই হ্রাস্-টক্স দিতে পার এবং তাহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি। জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বের ১ম প্যারা দেখ।

এপিডেমিক* রোগাদিতে ঔষধ-নির্ব্বাচন।

১। যখন কোন রোগ এপিডেমিক ভাবে উপস্থিত হয় তখন সুচিকিৎসক ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া স্থিরভাবে তাহার কারণ ও রোগীদের লক্ষণ, অবস্থা

---

* এক সময়ে একস্থানে বহুলোক কোন রোগাক্রান্ত হইলে তাহা সেই রোগের এপিডেমিক নামে অভিহিত হয়। কোন কোন এপিডেমিককে মহামারিও দেখা যায়।

ইত্যাদি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; ১০। ১২টী রোগীর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই এপিডেমিকস্থ প্রায় রোগীদের লক্ষণের অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে; সুতরাং তদনুসারে গুটিকতক ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে প্রায় রোগীই তদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে। তবে মূল কথা এই যে, এপিডেমিক্ চিকিৎসার প্রথমভাগে রোগীদের লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ও ঔষধ নির্ব্বাচনই দুরূহ ব্যাপার; যদি যত্ন করিয়া গুটিকতক রোগী আরোগ্য করিতে পার তবে দেখিবে সেই এপিডেমিকের প্রায় রোগীই তোমার প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে। এইজন্য স্থলবিশেষে কোন জ্বরের এপিডেমিকে ইপিকাক, কোথায়ও নক্স-ভমিকা ইত্যাদি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া রিপোর্টে দেখা যায়।

২। এপিডেমিকের ন্যায় বিশেষ ঋতু, কাল এবং পৃথক পৃথক স্থান ও জলবায়ু ইত্যাদি অনুসারে কোন কোন ঔষধ বিশেষ উপকারী হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্থলদ্বয়ের ঔষধের প্রকৃতি গত-লক্ষণচয় (Characteristic symptoms of Medicines) অভ্যস্ত থাকিলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

জ্বর-চিকিৎসার্থ ঔষধ-নির্ব্বাচন।

এই বিষয়টীর জন্য, যতদূর হইতে পারে, এই গ্রন্থে সুবিধা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অতি সহজে ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ অবলম্বনে রেমিটেন্ট জ্বরের বা টাইফয়েড্জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে; অথবা রেমিটেন্ট জ্বরের অনেক লক্ষণ দ্বারা টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি; কারণ, ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ টাইফয়েড ও রেমিটেন্ট জ্বরাদিতেও দেখা যায়; এইরূপ আবার রেমিটেন্ট জ্বরের অনেক লক্ষণও ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ জ্বরের অনেক লক্ষণও রেমিটেন্ট জ্বরে ইত্যাদি প্রকারে দেখা যায়। সুতরাং এক প্রকারের জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ দ্বারা অন্যান্য প্রকারের জ্বরের ঔষধও নির্ব্বাচন-পক্ষে অনেক সহায়তা হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক

সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, "ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর" এই হেডিং দিয়া যে যে ঔষধের যে যে লক্ষণচয় লিখিত হইয়াছে তাহাদের অনেক লক্ষণ রেমিটেণ্ট-জ্বরাদির লক্ষণচয়সহ ঐক্য হইলেও অনেকে তাহাদিগকে এই জ্বরাদিতে ব্যবহার করিতে সাহস পান না; কাজেই এতদ্বারা মহাত্মা হানিমানের সুপ্রশস্ত চিকিৎসা-পথ সঙ্কীর্ণাকার প্রাপ্ত হয় এবং তদ্দরুণ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াও তৎসম্বন্ধে পূর্ণফল ভোগ করিতে আমরা সমর্থ হই না। হেডিংগত এই অন্যায় "ধোকা" স্বাভাবিক এবং বিশেষ অসুবিধাজনক ও কার্য্যনাশক; সেইজন্য, জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বের ঔষধ সমস্ত হইতে রেমিটেণ্ট জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি পৃথক পৃথক হেডিং উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ১। ২। ৩ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা ঐ সমস্ত ঔষধকে পৃথক পৃথক প্যারাতে বিভক্ত করা হইয়াছে; তাহাতে ঐ প্রকার অন্যায় ধোকা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে অথচ হেডিং থাকিলে তাড়াতাড়ির বেলায় যে ফল হইত তাহাও পাইবে। আর বিশেষতঃ জ্বর-চিকিৎসার সময় বিভিন্নজাতীয় জ্বরের ঔষধ সকলের বিস্তারিত ও বহুসংখ্যক লক্ষণচয় একইস্থানে পাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, সেই জন্য জ্বর-চিকিৎসা এই নূতন প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে; তাহারা একস্থানে না থাকিয়া দূরতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে এই সুবিধা কখনই হইতে পারে না। (জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য ও জ্বরচিকিৎসা দেখ।) প্রত্যেক ঔষধে যে ১। ২। ৩ ইত্যাদি প্যারা করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। সর্ব্ব প্রকার জ্বরের ঔষধ-মনোনয়ন-কার্য্যের সুবিধার জন্য জ্বর-চিকিৎসা (১), (২), (৩), (৪), এই কয়েকটিভাগে বিভক্ত করিয়াছি; ইহাদের দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যের বিশেষ সহায়তা পাইবে। (জ্বর-চিকিৎসা (১) হইতে (৪) দেখ)।

এক ফোটা ঔষধ এত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কেন ?

ঔষধের শক্তিই উহার মূল। সাধারণতঃ ঔষধের শক্তি দুই প্রকার :—

(১) তত্ত্বশক্তি (১) স্থূলশক্তি।

(১) তত্ত্বশক্তি বা আত্মিক শক্তি। *—প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী। ইহার কার্য্য, দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে †। (২) স্থূলশক্তি — ইহার নামান্তর তন্ময়ত্ব শক্তি বা তন্মাত্রত্ব শক্তি; ইহার কার্য্য, দ্রব্যের মাত্রা বা পরিমাণের আনুপাতিক অর্থাৎ ঔষধের পরিমাণ যতটুকু স্থূল শক্তির কার্য্য, ততটুকু মাত্র বা তাহার কোন আনুপাতিক। স্থূলশক্তি প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী নহে। ঔষধের স্থূলশক্তির বিশেষ বিচার পশ্চাৎ করা হইবে; এইক্ষণ তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রকৃত হোমিওপ্যাথি এই তত্ত্বশক্তি সহায়েই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের কতক সুগার-অব্-মিল্ক (দুগ্ধশর্করা) সহ ট্রিটিউরেটেড্ অর্থাৎ বিচূর্ণীকৃত হইয়া কতক বা য়্যাল্কোহল (সুরাবীর্য্য) সহ ডাইলিউটেড্ হইয়া প্রস্তুত হয় —এই প্রস্তুত কালে তাহারা যে, যথারীতি ঘর্ষিত, আলোড়িত, ও মিশ্রিত হয় তাহাতেই ঐ সকল ঔষধে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় শক্তি-বিশেষ জন্মে। ঔষধে এই প্রকারে শক্তির-উদ্ভব করা কার্য্যকেই ইংরাধিতে পোটেন্সিয়েসন্ (potentiation)

---

* জগতে প্রত্যেক বস্তুরই আত্মত্ব আছে; সেইজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সহজে বোধগম্য জন্য তত্ত্বশক্তির প্রতিশব্দভাবে "আত্মিকশক্তি" আমাকে ব্যবহার করিতে বলেন, (আত্মিক শব্দে যেন কেহ আত্মা সম্বন্ধীয় না বুঝেন তবে নিতান্ত গোলযোগে পড়িবেন)। এই আত্মত্বপ্রভাবেই আম্রের বীজ হইতে আম্রবৃক্ষ, কাঁঠালের বীজ হইতে কাঁঠালবৃক্ষ জন্মে ইত্যাদি।

† ইংরাজিতে force ইত্যাদি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এই তত্ত্বশক্তি তাহা নহে। ইহা তৎ (দ্রব্যের) গুণ বিশেষ, যে সূক্ষ্ম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের জন্ম হয় সেই বীজে বটবৃক্ষের প্রকৃত বটত্বশক্তি নিহিত থাকে, ইহা বীজের গুণ বিশেষ; এই গুণ বীজের পরিমাণের আনুপাতিক নহে।

বলে। ঔষধের পোটেন্‌সিয়েসন্ করা হইলেই তাহাকে শক্তিকৃত ঔষধ বলা যায়। যে শক্তি সংযোগে ঔষধের এই শক্তিকৃত অবস্থা হয় তাহাই তত্ত্ব-শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।————প্রস্তুত-প্রণালীর প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধ শক্তিকৃত হইলে প্রকৃতরোগনাশক ক্ষমতা তাহাতে জন্মে; নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটীর প্রতি বিশেষ অনুধাবন করিলে এবিষয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে:—স্বর্ণ বা সোনা কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মধ্যে একটী প্রধান ও ফলপ্রদ ঔষধ, কিন্তু এলোপ্যাথিকমতে ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঔষধ-শ্রেণীভুক্তই করা হয় নাই। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে, ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালীই ইহার মূল কারণ। কবিরাজ মহাশয়েরা যে প্রণালীতে স্বর্ণকে জারিত করিয়া খল-মর্দ্দনাদি দ্বারা শক্তিকৃত করেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বর্ণ এত ফলপ্রদ হয়। কবিরাজ মহাশয়দের খল-মর্দ্দনাদি ক্রিয়া আমাদের ট্রিটিউরেশন কার্য্যের ন্যায়। এলোপ্যাথির স্বর্ণ ঐপ্রকারের কোন প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত না হওয়া বিধায় তাহাতে কোন শক্তি উদ্ভূত হয় না; এলোপ্যাথ মহাশয়েরা তাঁহাদের মতে স্থূলভাবে প্রস্তুতীকৃত স্বর্ণ দ্বারা কোন ফল পান নাই, সেইজন্য ইহাকে বিশেষ ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অশক্তিমান স্থূল স্বর্ণ লোষ্ট্রবৎ, তাহার সহস্র ভরি খাইলেও কোন উপকার হয় না; ইহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিই জানেন ও বুঝিতে পারেন। অতএব অশক্তিমান ঔষধে যে, কোন বিশেষ উপকার হয় না তাহা বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের এই সর্ব্ব প্রধান ঔষধ স্বর্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলে; স্বর্ণ আমাদের শরীরে সমীকৃত (assimilated) হয় না; স্বর্ণ কোনভাবে আমাদের শরীর মধ্যে নাই; এপর্য্যন্ত কোন দেশের কোন রাসায়নিক পণ্ডিত স্বর্ণ পদার্থকে কোন প্রকারে (in any compound or pure form) আমাদের শরীর মধ্যে দেখিতে পান নাই। সুতরাং স্বর্ণের কণাণু কোন কার্য্যকারীই নহে এবং হইতে পারে না। প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা স্বর্ণে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাহাই প্রকৃত আরোগ্যকারী। এই প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা সাধারণ অঙ্গার (কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস), সাধারণ খাদ্য লবণ (ন্যাট্রাম-মিউরিয়েটিকাম্), বালুকা

(সাইলিসিয়া) ইত্যাদি দ্রব্যকে শক্তিকৃত করিয়া ইহাদের কর্ত্তৃক আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ অদ্ভুত ফললাভ করিতেছি। ঔষধের এই শক্তিকৃত অবস্থাকে আমরা একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তিবিশেষ বলিয়া গণ্য করি। ইহাদের ক্রিয়া অনেক সময় বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতিতে হইয়া থাকে ; অত্র গ্রন্থস্থ রোগীদর্শন হেডিং মধ্যে দ্বিতীয় প্যারাতে পাল্‌সেটিলা ৩য় শক্তি মাংস-আহারজনিত পেটের বেদনায় কিপ্রকার বিদ্যুৎবেগে কার্য্য করিল তাহা দেখ। অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এত বিদ্যুৎবেগে ঔষধের কার্য্য দেখিতে পাইবে না ; অত্র গ্রন্থস্থ নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ প্যারাতে দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রীর চিকিৎসায় বিকারের রোগীতে বেলেডোনার কার্য্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত-স্থল * উপরোক্ত কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই জ্ঞাত আছেন। ওলাউঠার কোল্যাপ্‌স্‌ বা অবসাদ অবস্থায় যখন নাড়ী লুপ্ত, হিমাঙ্গ, শীতল ঘর্ম্ম, পেটফাঁপা ইত্যাদি হইয়া রোগী অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়, তখন ৩০শ ডাইলিউসনের এক ফোটামাত্র কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ সেবন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সঞ্জীবনী-মন্ত্রপূতের ন্যায় রোগী পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় ; বোধ হয় বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এস্থলে অপর্য্যাপ্ত মৃগনাভি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ কিম্বা সাধারণ শত অগ্নির উত্তাপও এতাদৃশ ত্বরিতবেগে এপ্রকার হিমাঙ্গে, ঈদৃশ তেজ সঞ্চার করিতে বোধ হয় কখনই সক্ষম হয় না। ৩০শ শক্তির (ডাই-লিউসনের) নিম্নে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের প্রকৃত-তত্ত্বশক্তি বিকসিত হয় না অনেকে তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। স্বর্ণাদির ন্যায় অশক্তিকৃত অঙ্গারও লোষ্ট্রবৎ ; ইহার শক্তিকৃত এক গ্রেণ মাত্রায় যে ফল ফলিবে স্থূল ভাবাপন্ন

---

* এতাদৃশ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অন্য একটি দৃষ্টান্ত :—

পাবনার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বহুদিনের সায়েটিকা নামক স্নায়ুর উৎকট যন্ত্রণাদায়ক রোগে চায়নিনাম্ সাল্‌ফের ৩য় টি টুরেশন দ্বারা চারি পাঁচ মিনিট মধ্যে আশ্চর্য্য ফল দর্শন করি।

(ক্রুড্ crude) অঙ্গারের সহস্র সের দ্বারাও কদাচিৎ সে ফল সম্ভাবিত হইবে না। কারণ ঔষধের স্থূল পরমাণু সমূহের দ্বারা এতাদৃশ বিদ্যুৎগতিতে কার্য্য কখন হইতে পারে না; যেহেতু স্থূল ঔষধ সকল সেবনান্তে পরিপাক হইয়া পরে রক্তস্থ হইবে এবং তৎপশ্চাৎ তথা হইতে পীড়ার মূলস্থানে কার্য্য করিয়া উপকার দেখাইবে; কিন্তু সে বহু সময়ের আবশ্যক। উপরোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ঔষধের স্থূল পরমাণুর কার্য্য বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না; উহা বৈদ্যুতিক শক্তিবৎ ঔষধের কোন শক্তির কার্য্য ইহাই এস্থলে স্বীকার্য্য। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্তের ডাইলিউসন ও ট্রিটুউরেশন ইত্যাদি বিশেষ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দ্বারা এই শক্তি উদ্ভূত হয় তাহা বোধ হয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। ঔষধের এই বিদ্যুৎশক্তিবৎ শক্তিকে **তত্ত্বশক্তি** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঔষধের এই তত্ত্বশক্তি উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা অধিকতর প্রখররূপে বিকশিত হয় ইহাই কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত। বেলেডোনাকে শক্তীকৃত করিলে তাহাতে যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভূত হয় তাহাই প্রকৃত বেলেডোনাত্ব অর্থাৎ বেলেডোনার তত্ত্বশক্তি। এই তত্ত্বশক্তি রোগারোগ্যের প্রকৃত মূল। এইরূপ স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, একোনাইটের একোনাইটত্ব ইত্যাদি তত্ত্বশক্তি, ডাইলিউসন ও ট্রিটুরেশন আদি বিশেষ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত তত্ত্বশক্তি প্রভাবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত একটীমাত্র ফোঁটায় এতদূর অদ্ভুত ও প্রত্যক্ষ আরোগ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ। উহা ঔষধের বিভাজিত অংশস্থ পরমাণুনিচয়ের কিম্বা কণাণুর কার্য্য নহে। এই কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা হেতুই লোকে ভাবিয়া অস্থির হয় যে, ঔষধের কণাণু বা ক্ষুদ্রতম অংশ কর্ত্তৃক কি প্রকারে কোন ক্রিয়া সম্ভবে? আমরা এস্থলে পুনরায় বলিতেছি ঐ উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই রোগ আরোগ্য করে তজ্জন্যই এক ফোঁটায় এত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিতে পাই। ঔষধের যে ক্ষুদ্রতম কণাণু এক ফোঁটায় নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোগারোগ্যকারী নহে; ঐ এক ফোঁটায় যে উদ্ভূত তত্ত্বশক্তি-নিহিত আছে তাহাই রোগ

আরোগ্যের প্রকৃত মূল, সেইজন্যই হোমিওপ্যাথির এক ফোঁটা ঔষধে এতাদৃশ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইক্ষণ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঔষধের পরমাণু যত ঔষধের তত্বশক্তি তত; কিন্তু তাহা অনেক সময়েই ঠিক কথা নহে; কারণ অগ্নি একটী প্রত্যক্ষ শক্তি (উহা কোন দ্রব্য নহে); অগ্নি কণিকামাত্র অঙ্গারে নিবদ্ধ থাকিলেও কণিকামাত্র স্থানে উহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে; উহা লক্ষ লক্ষ গৃহ দগ্ধ করিতে পারে। উহার কণিকামাত্র শক্তিও অসীম। শক্তিমাত্রেই যে কি অদ্ভুত ২ ক্ষমতা তাহা মানব এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু বুঝিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। শক্তি যে কত প্রকার আছে ও তাহারা যে কি কি প্রকারে উদ্ভূত হয় তাহার কণিকা পরিমাণও মানব জানিতে পারেন নাই। লোকের বুদ্ধি যত নির্ম্মল ও গবেষণা-পূর্ণ হইবে ততই তিনি শক্তি সমূহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

বিভাগ ক্রিয়া দ্বারা যে তত্বশক্তি বিভাজিত হয় না তাহার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বলিতেছি মনোনিবেশ করিয়া অনুধাবন কর! একটী বেগুন-বীচি হইতে যে বৃক্ষটী জন্মিল তাহাতে লক্ষাধিক বীচি হইল অর্থাৎ একটী বীজ লক্ষাধিক ভাগে বিভক্ত হইল, তবু সেই প্রত্যেক বীজেরই আদি-বীজতুল্য ক্ষমতা দেখিতে পাই। এই লক্ষাধিক বীচির প্রত্যেকেই আবার ঐ আদি বীজটীর ন্যায় লক্ষাধিক বীজ উৎপন্ন করিল; এইক্ষণ ভাবিয়া দেখ দেখি ঐ আদি বীজের তত্বশক্তি লক্ষাধিক বীজে বিভক্ত হইয়াও ঐ বিভাজিত অংশনিচয়ের মধ্যে যে তত্বশক্তি রহিল তাহারা প্রত্যেকেই আদি বীজের তত্বশক্তির সমতুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন, সুতরাং তত্বশক্তির কোন পরিমাণ নাই কিংবা ইহা নিজে দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে। বিভাগক্রিয়া দ্বারা ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হয় না। অতএব প্রমাণ হইল যে তত্বশক্তি অবিভাজ্য।

একোনাইট, আর্সেনিক, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, নক্স-ভমিকা, ওপিয়াম, বেলেডোনা, হাইয়সায়েমাস, কুইনাইন ইত্যাদি বিষাক্ত অথবা তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল ক্রুড্ (আদত বা স্থূল) অবস্থায় ক্ষুদ্র মাত্রায় সম-লক্ষণ-সূত্রে দুই চারিটী মাত্র

পীড়া আরোগ্য করিতে পারে (হিক্কার ৮৮ প্যারা ও সান্নিপাতিক বিকারের ডাইলিউসন ব্যবস্থা মধ্যে ১২ বৎসর বয়স্কা রোগীর বৃত্তান্তে দেখ) ; কারণ ঐ সমস্ত ঔষধে সাধারণভাবে **স্বভাবতঃ** কিঞ্চিৎ পরিমাণে আরোগ্যকারিণী **তত্ত্বশক্তি** বর্ত্তমান দেখা যায় ; কিন্তু এই ক্রুড্ বা স্থূলাবস্থায় (শক্তীকৃত অবস্থার ন্যায়) তাহাদের বহুরোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা থাকে না। এই সমস্ত প্রখর ক্রুড্ ঔষধ ডাইলিউসন আদি দ্বারা শক্তীকৃত হইলেই বহু রোগারোগ্য-কারিণী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ; তখন তাহাদিগকে প্রকৃত পলিক্রেষ্ট Polycrest ঔষধ বলা যায় ; চায়না, আর্সেনিক, নক্সভমিকা ইত্যাদি ঔষধ এই কথার প্রত্যক্ষ আদর্শস্থল। অনেকে বলেন যে, ঔষধের উচ্চ ডাইলিউসনাদি দ্বারা অর্থাৎ উচ্চ-তত্ত্বশক্তিযুক্ত ঔষধ দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীতে রোগের পুনরাক্রমণ (Relapses) অতি কম দেখা যায়।

কোন ঔষধের স্থূলশক্তিজনিত উপসর্গ বা পীড়া অর্থাৎ কোন ক্রুড্ বা স্থূল ঔষধ সেবনে যদি কোন রোগ বা উপসর্গ জন্মে তবে সেই ঔষধের উচ্চ তত্ত্বশক্তি দ্বারা (উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা) সেই রোগ বা উপসর্গ আশ্চর্য্য-রূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। জ্বর-চিকিৎসার কুইনাইন মধ্যে বিপিন অধিকারীর কেসে দেখ যে, চায়নার ৩০শ শক্তি দ্বারা ক্রুড্ কুইনাইনজনিত পেটের পীড়া ও জ্বর আরোগ্য হইল। সেইজন্য অনেকে তত্ত্বশক্তিকে স্থূল-শক্তির য্যাণ্টিডোট্ (antidote) বা প্রতিষেধকরূপে গণ্য করেন। আবার জ্বরচিকিৎসার ন্যাট্রা-মি মধ্যে দেখ যে, শশধর বাবুর পুত্র ন্যাট্রা-মির অর্থাৎ লবণের ৩০শ ডাইলিউসন দ্বারা আরোগ্যলাভ করিল ; এই রোগী আজন্ম লবণ খাইয়া আসিতেছিল ; জ্বরাবস্থায়ও বার্লি সহ প্রতিদিন লবণ খাইত ; এইক্ষণ দেখ দেখি ক্রুড্ বা আদত লবণ প্রতিদিন খাইয়াও তাহার ঐ জ্বরের গতি রোধ বা আরোগ্য হইল না ; কিন্তু অবশেষে ৩০শ ডাইলিউ-সনের লবণ (ন্যাট্রা-মিউরিয়েটিকাম্) ঐ জ্বরকে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য করিল। এইক্ষণ একটুকু যত্নের সহিত ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, একই ঔষধের তত্ত্বশক্তি ও স্থূলশক্তি কতদূর বিভিন্ন বিষয় ও তাহাদের ক্রিয়া কতদূর বিভিন্ন।

(২) ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে তত্ত্বশক্তি দ্রব্যের আনুপাতিক নহে একথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এইক্ষণে ঔষধের **স্থূলশক্তি** সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাউক। স্থূলশক্তি দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক। এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই স্থূলশক্তি কি? তাহা বুঝিতে পারিবে। ন্যাট্রা-মিউরিয়েটিকাম্ অর্থাৎ লবণের লবণস্বাদ; লঙ্কা মরীচের (ক্যাপ্সিকামের) ঝালস্বাদ; তৈলের পিচ্ছিল গুণ; জলের ও বরফের শীতলত্ব; কষ্টিক ও কার্ব্বলিক-এসিড্ আদির দাহিকাশক্তি ইত্যাদি স্থূলশক্তির কার্য্য; এই কার্য্য দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক; সুতরাং ডাইলিউসন আদি দ্বারা ঔষধ বিভাজিত (infinitely divided) হইলে স্থূলশক্তির ক্ষমতার অবশ্য হ্রাস হয়, পক্ষান্তরে ঔষধের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে তাহার স্থূলশক্তিরও অতিরিক্ত কার্য্য দেখিতে পাই, এমন কি বিষাক্ত ও অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল সামান্য অতিরিক্ত পরিমাণ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে। এলোপ্যাথিকাদিমতের চিকিৎসাতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত সাধারণ বিরেচক ঔষধ সকল (ordinary purgatives) আমাদের নিত্য আহারের দ্রব্যাদির কোন কোন জিনিসের ন্যায়; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রখর। লবণ, শাক, দুগ্ধ, সুজি, ঘৃত, মাখন, আম্র, পেঁপে, বিল্বফল ইত্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে নিত্য খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। সুতরাং ক্যাষ্টর অইল আদি বিরেচক ঔষধ সমুদয়, কোন খাদ্যের ন্যায়—কেহ অন্ত্র-পথে ইরিটেশন বা উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া,——কেহবা অন্ত্র-পথকে তৈলাক্তের ন্যায় পিচ্ছিল করিয়া,—কেহবা গলব্লেডার (পিত্তকোষ) মুখে উত্তেজনা উৎপাদনে পিত্ত বিরেচন করিয়া যেন কৌশলক্রিয়া (arts and mechanism) দ্বারা মল-নিঃসরণ-কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব বুঝিতে পারিলে যে, উক্ত বিরেচক ঔষধাদির এই মল-নিঃসরণ-ক্রিয়া আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদির স্থূলশক্তির ক্রিয়ার ন্যায়; এইজন্য অনেকে এলোপ্যাথির এই সাধারণ বিরেচক ঔষধদিগকে প্রকৃত ঔষধ মধ্যে গণ্য না করিয়া খাদ্যের রূপান্তরমাত্র বলিয়া থাকেন। যাহা হউক মূল কথা এই যে, ঔষধের স্থূলশক্তিতে স্থূলকার্য্যই দেখিতে পাইবে, প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা তাহার আছে কি না সন্দেহ; তবে বিষাক্ত

ও প্রখর তেজোযুক্ত ঔষধ সমূহের অশক্তীকৃত অবস্থায় যে, কথন কথন কার্য্য হয় দেখিতে পাই, তাহার কারণ দেখিলে জানিবে যে, কতকগুলি ঔষধে স্বতঃ তত্ত্বশক্তি আছে।

তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে পুনঃ সংক্ষিপ্ত সমালোচনাঃ——ইংরাজিতে যাহাকে Potency পোটেন্সি বলে তাহাই তত্ত্বশক্তি; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক ফোঁটায় যে তত্ত্বশক্তি নিহিত আছে সেই তত্ত্ব-শক্তিই প্রকৃত রোগারোগ্য করে; কিন্তু ঔষধের একফোঁটায় যে পরিমাণ স্থূল-কণাণু রহিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর অগণ্য পদার্থ, তাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। এই দুইটীমাত্র কথা স্মরণ রাখিবে, তাহা হইলেই হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারিবে যে, হোমিও-প্যাথিক ঔষধের এক ফোঁটা কেন এত ফলপ্রদ?—পুনরায় বলিতেছি ইহা তত্ত্বশক্তিরই কার্য্য—ইহা কোন স্থূল-কণাণুর কার্য্য নহে।

ইংরাজিতে ডাইলিউসন (Dilution) শব্দকে সর্ব্বদা Potency পোটেন্সি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু, তাহা দ্বারা ভাব ও বিষয় (fact) ঠিক উল্টা হইয়া যায়, যেহেতু "ডাইলিউসন" শব্দ দ্বারা দ্রব্যকে সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত করা অর্থাৎ দ্রব্যের স্থূলশক্তিকে খর্ব্ব করাই বুঝায়; তদ্দারা Potencyর পোটেন্সির অর্থাৎ তত্ত্বশক্তির কিছুই বুঝায় না। অতএব মূল কথা এই যে, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তির ভাব ঠিক রাখিতে হইলে "ডাইলিউ-সন" শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তি শব্দই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; যথা "একোনাইট ৩" বুঝিতে হইলে তিন পোটেন্সির একো-নাইট, কিম্বা তিন তত্ত্বশক্তির একোনাইট, অথবা সংক্ষেপে তিন শক্তির একোনাইট এতাদৃশভাবে বুঝিবে। এই আর্টিকেলটী যন্ত্রস্থ হইয়াছে এমন সময় প্রায় ঠিক এই ভাবের গুটিকতক কথা ১৮৯০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের "নর্থ ওয়েষ্টারণ জার্ণাল অব্ হোমিওপ্যাথি" (The North western Journal of Homœopathy) নামক আমেরিকা দেশস্থ কোন পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম যে, Dr. Allen deprecated the word "*dilution*"; he thought better to speak of it as a *potency*; *we don't dilute a remedy, we potentize it.* ডাক্তার এলেন নামক

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক "ডাইলিউসন" শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পোটেন্সি (তত্বশক্তি) শব্দের ব্যবহার নিতান্ত উপযুক্ত মনে করেন; এবং বলেন যে, আমরা ঔষধকে ডাইলিউট্ (তরল বা বিভাগ) করি না, প্রকৃতপক্ষে উহাকে আমরা potentized বা শক্তীকৃত করিয়া থাকি।

তত্বশক্তি——দুই প্রকার ভাবে পাওয়া যায়ঃ—স্বতঃ ও কৃত। ৪২ পৃষ্ঠার ২ প্যারাতে দেখ যে, কতকগুলি তীক্ষ্ণ-বীর্য্য ঔষধে আপনি স্বভাবতঃ যে কিয়ৎপরিমাণ তত্বশক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই স্বতঃ-তত্বশক্তি বলা যায়। পোটেনসিয়েসন্-ক্রিয়া (ডাইলিউসন ও টিটুরেশন আদি "ক্রম"-ক্রিয়া) দ্বারা ঔষধের যে তত্বশক্তি উদ্ভাবিত হয় তাহাকে কৃত-তত্বশক্তি বলে। এই কৃত-তত্বশক্তিকে কি প্রকারে উদ্ভাবিত করা হয় তাহার সুবিস্তার বর্ণনা সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া নামক পুস্তক মধ্যেই দেখিতে পাইবে। স্বতস্তত্বশক্তি হইতে কৃততত্বশক্তিই রোগারোগ্য সম্বন্ধে অধিকতর বীর্য্যবতী। কৃততত্বশক্তিই প্রকৃত তত্বশক্তি; এই তত্বশক্তিকে আমরা সকলে সংক্ষেপে বীর্য্যের মর্ম্মার্থবোধক শব্দ শুধু "**শক্তি**" বলিয়াই উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব, যথা "আর্সেনিক ৩০" বলিতে ত্রিংশ শক্তির আর্সেনিক, "বেলেডোনা ২০০" বলিলে দুই শত শক্তি বেলেডোনা বলিব ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব প্রার্থনা এই যে, এই প্রকারে আমাদের বঙ্গের প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি-প্রিয় মহাশয়ের উচিত যে হীনার্থ বোধক "ডাইলিউসন" শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে **শক্তি** শব্দই ব্যবহার করেন। ঔষধের এই তত্বশক্তি প্রস্তুত-ক্রিয়া দ্বারা এক হইতে শত, সহস্র, লক্ষাধিক শক্তিতে বিকশিত হইয়া থাকে। এই তত্বশক্তিকে সামান্য মনে করিও না; এই **শক্তি** বিকশিত হইলে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে, আমার প্র্যাক্টিসের প্রথম ভাগে জেলা ঢাকা নিবাসী বালিয়াটির প্রসিদ্ধ জমিদার, আমার পরমোপকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর যশোদা লাল বাবু আমাকে একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স দেন; ঐ বাক্স প্রায় এগার বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়াছিল; তন্মধ্যে ত্রিংশ

শক্তির সাল্‌ফারের গ্লবিউলগুলি গলিয়া মলিন অবস্থাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাবনা জজ কোর্টের উকিল বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যার নাসিকাগ্রে একটী দুষ্ট ক্ষত জন্মে, তজ্জন্য এলোপ্যাথি ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল; কিছুতেই ঐ ক্ষত আরোগ্য হয় না; কিন্তু দ্বাদশ বর্ষেরও উর্দ্ধকালের ঐ ত্রিংশ শক্তির সাল্‌ফারের গলিত গ্লবিউল অর্দ্ধ মটর প্রমাণ একমাত্রা প্রদানেই ক্ষতের উপর এক খানি কাল চটা বাঁধিয়া তিন দিন মধ্যে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। ঐ ক্ষতটী এত শীঘ্র আরোগ্য হইল যে ঐ ক্ষতস্থানের গর্ত্তটী পরিপূরণ না হইতে হইতেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত, শক্তীকৃত ঔষধের শক্তি যে বহুকালস্থায়ী থাকে ও তাহা যে সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহাই বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে সন্দেহ নাই। মফঃস্বলের কূপ জলাদি যে সমস্ত অপরিষ্কৃত জলসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া যাদৃশ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে, তাহাতে ইহার ঔষধের শক্তি যে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

ঔষধের শক্তি (ডাইলিউসন) মীমাংসার উপায়।

এতৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশীয় চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা কিপ্রকারে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ১২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। ডাইলিউসন সম্বন্ধে নব্য-চিকিৎসকদের অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়; সেই গোলযোগ নিবারণ জন্য অনেক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাইলিউসন ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে; তাঁহারা প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ সময়ে এতদনুসারে কিম্বা একটী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধগুলির কয়েকটী ডাইলিউসন সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন; পরে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, আপন অভিজ্ঞতা-নুসারে ডাইলিউসনের ব্যবহার ঠিক হইয়া আসিবে। সচরাচর তরুণ ব্যাধিতে লোয়ার বা নিম্ন শক্তি, পুরাতন ব্যাধিতে হাইয়ার বা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে এই নিয়মেই করিবে এবং

অধিকাংশ স্থলে তাহাতেই ফল পাইবে, কিন্তু অনেক সময় লক্ষণ ঠিক ঐক্য হইলে কতকগুলি তরুণ ব্যাধিতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়াও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহাতে কোন গোলযোগ বোধ করিও না; তোমরা তরুণ ব্যাধিতে সাধারণতঃ নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করিবে, তাহাতে রীতিমত ফল না পাইলে শক্তির পরিবর্ত্তন করিতে পার। ঔষধের উচ্চ ও নিম্ন শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্র্যাক্‌টিক্যাল উপদেশঃ—(১) যখন রোগীর লক্ষণেরসহ ঔষধের লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে তখন সেই ঔষধের উচ্চশক্তিই ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই আশ্চর্য্য-জনক ও সন্তোষদায়ক ফল দর্শন করিবে। (২) কিন্তু যৎকালে কতকটা সদৃশ ঔষধ ভিন্ন প্রকৃত সদৃশ-ঔষধ নির্ণয়ে অক্ষম হও তখন আদত বা মূল ঔষধের অল্প মাত্রা, বা মাদার টিংচারের দুই এক ফোঁটা কিম্বা ঔষধের নিম্ন বা মধ্যবর্ত্তী শক্তি ব্যবহার করিলেও অনেকটা ফল পাইবে। মাদার টিংচারাদি হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি; তৎপর ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত মধ্যম শক্তি; এবং ৩০শ শক্তির অধিক হইলে উচ্চশক্তি বলা যায়। শক্তি (ডাইলিউসন) সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় ১২ ও ৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

অত্র কলিকাতায় ১২৭নং আপার সারকুলার্ রোডে সিয়ালদহ কেম্বেল হাঁসপাতালের ঠিক সম্মুখে ডাক্তার ইউনান্ (Dr. Younan) নামক একটী ইউরোপীয় ডাক্তার বাস করিতেছেন; তিনি কি তরুণ কি প্রাচীন সকল ব্যাধিতেই ঔষধের ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করেন। তাঁহার সঙ্গে যে কয়েকটী রোগী (তরুণ ও প্রাচীন) দেখিয়াছি তাহাদের প্রত্যেক রোগীতেই ২০০ শক্তির আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি হইতেছে আমরা ততই উচ্চশক্তির ফল, কি তরুণ কি প্রাচীন সকল পীড়াতেই অধিকতর আশাপ্রদ ও কার্য্যকারী দেখিতেছি। ওলাউঠা রোগে ভিরেট্রাম, আর্স, কুপ্রাম, সিকেলী ইত্যাদি ঔষধের ৩০শ শক্তি এমন কি ১০০ শত শক্তি দ্বারাও আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি। শিশুর কনভল্‌শনে বেলেডোনার ২০০ শত শক্তি অতীব আশ্চর্য্য কার্য্যকারী বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

রোগারোগ্যকারিণী তত্ত্বশক্তির রোগ-উৎপাদিকা ক্ষমতাও আছে; কোন শক্তীকৃত ঔষধ বহুদিন সেবন করিলে সেই ঔষধের লক্ষণচয় শরীরে উদ্ভূত হইতে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্বশক্তিযুক্ত ঔষধের অর্থাৎ নানা প্রকার ডাইলিউসনের ঔষধের প্রুভিং সুস্থ শরীরে করিতে পারিলে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতর ডাইলিউসন মীমাংসা হইতে পারে, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের মত; কারণ, যে ঔষধের যত শক্তির (ডাইলিউসনের বা পোটেন্সির) দ্বারা যে যে লক্ষণ জন্মাইবে সেই সেই লক্ষণযুক্ত রোগে সেই ঔষধের সেই শক্তি দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

ঔষধের মাত্রাদি—বয়স্থদিগের জন্য টিংচার ও ডাইলিউসন সাধারণতঃ এক ফোঁটা; অনুবটিকা ৮টী; বড় বটিকা দুইটি; চূর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ মাত্রা। শিশুদিগের জন্য এই মাত্রার অর্দ্ধেক দিতে হয়। নিতান্ত অতি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বড় বটিকা দিতে নাই; কারণ, তাহা গলায় বাধিতে পারে। রোগের উগ্রতার অল্পতানুসারে ঔষধ খাবার সময়ের ব্যবধান করিতে হয়। সাধারণতঃ ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়; রোগের পুরাতন কিম্বা আরোগ্য অবস্থায় দিবসে একবার কিম্বা দুইবার দিতে হয়। আবার নব ও আশু-প্রাণনাশক ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে ১০।১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তরও ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কোন ২ স্থলে একমাত্রা ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। অধৈর্য্য হইয়া অতি পুনঃ পুনঃ ঔষধ (বিশেষতঃ উচ্চ শক্তির ঔষধ) ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি বা রোগান্তর জন্মিতে পারে। মহাত্মা হানিমান ঔষধের প্রথম মাত্রার ফলাফল বিশেষ করিয়া দেখিতেন, এবং আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতেন; তিনি বলেন, প্রথম-মাত্রাজনিত উপকারের হ্রাস হইতে দেখিলেই দ্বিতীয় মাত্রা দিবে। স্ক্রফিউলাদি ধাতুস্থ পীড়ানিচয়ের জন্য সপ্তাহে, মাসে কিম্বা তিন চারি মাসে একবার করিয়া ঔষধ দেওয়া যায়। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ এই কয়েকটী নিম্ন শক্তি দশমিক শক্তি বলিয়া জানিবে; তদূর্দ্ধে শততমিক শক্তি বলিয়া জানা থাকা উচিত।

ফোঁটা ফেলিবার সঙ্কেত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফোঁটা ঢালিতে অনেকে ভীত হয় এবং সহজে ফোঁটা ফেলিতে পারে না (নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে ফোঁটা ফেলিলে অতি সহজেই ফেলিতে পারিবে। বাম হস্তে শিশির গাত্রটী ধর, দক্ষিণ হস্তে শিশির কর্কটী তাহার মুখ হইতে উত্তোলন কর, তৎপশ্চাৎ কর্কের তলাটীর মধ্যভাগ শিশির ওষ্ঠের সহ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া এ প্রকার ভাবে ধর যেন কর্কের তলভাগটী ভূমির দিগ্‌পানে থাকে ; পরে সাবধানে আস্তে আস্তে শিশির মুখটী কিছু নিচু করিলেই তন্মধ্যস্থ ঔষধ ফোঁটা-ভাবে ধীরে ধীরে পড়িতে থাকিবে।

পথ্যাদি।

ইহা অতি গুরুতর বিষয়। এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অসম্ভব কথা ; সর্ব্বদা আমরা যে সমস্ত পথ্য ব্যবহার করি তাহাই এস্থলে অতি প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ ও আবশ্যকীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

তরুণজ্বরাদিতে ও তরুণ উদরাময় রোগে যেস্থলে অন্ন বা তাদৃশ পদার্থ আহার করা নিষেধ—সেই স্থলে আরারুট, সাগু, বার্লি, ও মশুরের যূষ অতি প্রশস্ত পথ্য। (১) **আরারুট** সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতম পথ্য ; জলবৎ তরল করিয়া ইহা রন্ধন করিলে ওলাউঠার ন্যায় রোগীতে পানীয় ও পথ্য উভয় উদ্দেশ্যেই দেওয়া যায়, পেটের পীড়াসহ জ্বরে ও তরুণ উদরাময় রোগে আরারুট সুপথ্য। বাজারে বহুদিনের খোলা কৌটায় যে বার্লি বা আরারুট বিক্রয়ার্থ থাকে তাহা অপকারক ; উহা নূতন খোলা কৌটা হইতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শীতল জলে আরারুট মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত হয়। (২) **সাগু** সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।—(৩) **বার্লি**—শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ইহা সুসিদ্ধ করিবে ; বার্লি সুসিদ্ধ না হইলে সহজে জীর্ণ

হয় না ও তাহাতে অম্বল জন্মে; ইউরোপীয় অনেক রন্ধন-ব্যবস্থায় বার্লিকে পাঁচ মিনিট মাত্র ফুটাইতে বলিয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের পেটে সহ্য হয় না।—(৪) দেশীয় যব—প্রায় বার্লি তুল্য; ইহার ক্বাথ আমাশয়, রক্তামাশয়, প্রমেহ ইত্যাদি রোগে প্রশস্ত। বার্লি, মস্থর, দেশীয় যব, ইহারা সাগু ও আরারুট হইতে অধিকতর সারবান পদার্থ; ইহাদের মধ্যে মাংস-নির্ম্মাপক পদার্থচয় আছে। সাগু ও আরারুট কেবল ষ্টার্চ (Starch) নামক পদার্থ বিশেষ; ষ্টার্চ চিনির প্রায় সমতুল্য দ্রব্য—।(৫,৬) খই ও চিড়ার মণ্ড—বমনাদি উপসর্গ থাকিলে সুপথ্য; ইহারা প্রত্যেকেই দুই প্রকার হয়:—কাঁচা মণ্ড ও সিদ্ধ মণ্ড; শীতল জলে খই বা চিড়া ভালরূপ ভিজাইয়া রাখিয়া চট্কাইয়া লইবে, পরে উহা ছাঁকিয়া লইলে কাঁচামণ্ড প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সুসিদ্ধ করিয়া সিদ্ধমণ্ড করা যায়।—(৭) মান মণ্ড—দুইভাগ মান চূর্ণ, তিনভাগ চাউলের গুঁড়াসহ ১৯ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহা শোথা-ধিকারে উৎকৃষ্ট পথ্য।—(৮) সুজি—ইহা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধসহ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও অর্শাদি রোগে নিতান্ত উপকার করে। অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বদিন কিম্বা যেস্থলে দুই বেলা ভাত নিষিদ্ধ সেস্থলে সুজি বা সুজির রুটি দেওয়া যায়। পেটের পীড়া থাকিলে সুজি নিষিদ্ধ। চাউলের অন্ন ও বার্লি অপেক্ষা সুজি অধিকতর সারবান্। আরারুট, সাগু, বার্লি ইত্যাদি রোগীর ইচ্ছা ও অবস্থানুসারে উপযুক্ত তরকারীর ঝোল বা মৎস্যের ঝোল,—কিম্বা কাগ্জি লেবুর রস ও কিঞ্চিৎ লবণ অথবা মিছরি এবং দুগ্ধ সহকারে খাওয়া যাইতে পারে।—(৯) দুগ্ধ—বলকারক কিন্তু পেটের পীড়া থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। মাংস বা মৎস্যসহ বা তাহাদের প্রায় সমকালে দুগ্ধ আহার নিষিদ্ধ; কারণ উহা আয়ুর্ব্বেদ মতে মিথ্যা ও দুষ্ট আহার মধ্যে গণ্য।—(১০) গন্ধ ভাদালিয়া—(Pæderia fœtida) বা গাঁধাল নামক লতার ঝোল সামান্য আর্দ্রক(আদা), যমানী (যোয়ান) ও সৈন্ধব

লবণ সহ রন্ধন করিলে উহা তরুণ জ্বর, গাত্রবেদনা (অঙ্গগ্রহ), বাত, সর্দ্দি আমাশয় ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত উপকারী। গাঁধালের সংস্কৃত নাম প্রসারণী।—(১১)মৎস্য—যে সমস্ত মৎস্যে রক্তের ভাগ অধিক আছে ও তৈলের ভাগ অল্প এবং সহজে জীর্ণ হইতে পারে, তাহারাই সুপথ্য; তন্মধ্যে রোহিত, মজ্গুর (মাগুর) সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য; তন্নিম্নে বাতাসী, খলিসা তিন-কাঁটা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য। নবজ্বরাদিতে ও পেটের পীড়ায় যদি মৎস্যের ঝোল খাইতে দাও তবে সাবধান ঐ মৎস্যের মাংস-ভাগ খাইতে দিবে না, কারণ, তাহা অজীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে।—(১২)মৎস্যের যূষ—ইহা ছাগ, মেষ, কপোত, কুক্কুট, লাব বা তিত্তিরি প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। মাংস উত্তমরূপে কুট্টিত করিবে ও সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে ও তৎপরে ক্রমে অল্প অল্প অগ্ন্যুত্তাপে মাংস সিদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট যূষ নির্গত হইবে। ঐ প্রকারে শীতল জলে মাংস না ভিজাইয়া হঠাৎ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিলে তাহার এলবুমেন নামক সার পদার্থ জমিয়া যায়, তখন সমস্ত দিন সিদ্ধ করিলেও আর ঐ পদার্থ দ্রব হইয়া বাহির হয় না। মাংসে যূষের তৈলভাগ পৃথক করা আর একটী প্রধান কর্ম্ম; তাহা না করিলে ঐ যূষে অজীর্ণ উৎপাদন করে। ঐ যূষকে ছাঁকিয়া শীতল করিলে তৈলভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন ডবল ফ্লানেল নামক বস্ত্রে পুনঃ ছাঁকিয়া লইলে তৈলভাগ কতকটা দূর হয়। ঐ মাংসের যূষে গোলমরীচ ও হরিদ্রাদি সামান্য মসলা মিশ্রিত করিয়া তেজপত্র পোড়নে সম্ভারা দিলে সুস্বাদু হইতে পারে। অতি দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী রোগীতে মাংসের যূষ সুপথ্য ও বলকারক। সার্জ্জিকেল (Surgical cases এ) অর্থাৎ যে রোগীতে অস্ত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে তাহাতে মাংসের যূষ অতি সুপথ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি। উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা থাকিলে ও রক্তামাশয় রোগে মাংসের যূষ বিষতুল্য। মাংসের যূষের পরিবর্ত্তে আমরা প্রায়ই মসূরীর যূষ ব্যবহার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকি।

(১৩)মসূর বা মসূরী ও মসূরের ডাইল—ইহা বহুকাল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cicer lens সাই-

সার লেন্স্ বা Vicia lens ডাইনিয়া লেন্স্। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া থাকে। সাগু, বার্লি, আরারুট অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সার পদার্থ আছে। ইহার ক্কাথ বা যূষ মাংসের যূষের সমতুল্য। বঙ্গের সেনিটারী কমিশনর সাহেব ১৮৯০ সনের এক রিপোর্টে ইহাকে মাংসের তুল্য সারবান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক জেলখানায় ইহার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপাল ডাক্তার বার্চ সাহেবও কোন কোন রোগীকে ইহা খাইতে দেন————আমরা নবজ্বরের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ইহার ক্কাথ ব্যবহার করিয়া থাকি। বিশেষতঃ রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল বা লো হইয়া পড়িলে ও বিলক্ষণ শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে তখন মসূরীর যূষ অমৃততুল্য। যে সমস্ত রোগী উৎকট অবিরাম কিম্বা রেমিটেণ্ট জ্বরাদিতে বহুদিন ভুগিয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা মসূরীর যূষ দিয়া সন্তোষজনক ফল পাই; মাংসের যূষ চর্ব্বি-সংযুক্ত-থাকা হেতু এতাদৃশ জ্বরাদিতে উৎকৃষ্ট নহে, বরং তাহা দ্বারা পেট গরম হয় ও যকৃতের কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। পাটনাই মসূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মসূরের ক্কাথ বা যূষ—অনেকে আস্ত অর্থাৎ খোসাযুক্ত আদত মসূর সিদ্ধ করিতে বলেন কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় মসূরের ডাইলই সিদ্ধ করিয়া থাকি। যথেষ্ট পরিমাণ জলে মসূরকে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিতে হয়; সিদ্ধ করিবার কালে ফেণা উঠিতে থাকে, হাতাদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত ফেণা কাটিয়া ফেলিবে; মসূর সুসিদ্ধ হইলে আপনা হইতেই প্রায় গলিয়া যায়। এই সুসিদ্ধ মসূরী একখানা গর্ত্তপামা থালায় ঢালিয়া হস্তদ্বারা উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া লইতে হয়, ভালরূপ চট্‌কান হইলে জলীয়ভাগের সহ মসূর মিশ্রিত হইয়া যায়; পরে উহাকে কোন বস্ত্র বা ন্যাকড়াতে করিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আলোড়িত করিতে করিতে ছাঁকিয়া ক্কাথ-ভাগ বাহির করিবে ও সিটির ভাগ ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে মসূরের যে যূষ বাহির হয় তাহা অতিসারঘ্ন ও লঘু পথ্য। ইহা মলকে গাঢ় করে। এই ক্কাথকে পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিলে **মসূরের পাতলা ক্কাথ** বলে, ইহা অতিসার-সংযুক্ত জ্বরাদি রোগে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য; ইহাতে পেট কাঁপিবারও ভয় নাই; ৮৪ অধ্যায়

সুশ্রুতও বলিয়াছেন "* * * * যুতে মুদ্গ মসূরাত্ত্যাম্লেভাষ্মাল কারকঃ"। (১) মসূরের কাথ, বার্লির ন্যায় কিঞ্চিৎ কাগ্‌জি লেবুর রস ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে; (২) অনেকে মিছরি সহ মসূরের কাথ খাইতে ভাল বাসে। অথবা (৩) রোগীর ইচ্ছা হইলে এই কাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রা, গোলমরীচ-চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া কাটখোলায় (অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত না দিয়া) শুধু তেজপত্র ফোড়নে সম্ভারা দিয়া নবজ্বরাদিতে খাইতে দেওয়া যায়। পেটের পীড়া না থাকিলে এই তৃতীয় প্রকার কাথের সহ অনেকে খৈ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন। **সাগুদানার খিচুড়ি** —মোটা সাগুদানা গুটীকতক তেজপত্রসহ মসূরের কাথ দ্বারা সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহার মসলা ও সম্ভারাদি উপরোক্ত ৩য় প্রকার কাথ সদৃশ দিবে।

মসূর-জল—একখানি ন্যাকড়ার মধ্যে মসূরের ডাইল বাঁধিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে ও সিদ্ধকালে সাবধানে ফেণাগুলি হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ কাটিয়া ফেলিবে। ঐ মসূর-বাঁধা পোটলার ভিতর হইতে হরিদ্রা বর্ণের জল বাহির হইতে থাকিলে জানিবে যে, মসূর সুসিদ্ধ হইয়া মসূর-জল প্রস্তুত হইয়াছে; তখন উহা নামাইয়া ঐ মসূর-জলগুলি পাত্রান্তরে ছাঁকিয়া লইবে। এই মসূর জল বলরক্ষক, ধারক ও অতি লঘুপাক। একটি ওলাউঠা রোগীর হিক্কা বহু চেষ্টায় কোন মতে বারণ করিতে না পারিয়া এই মসূর-জল ব্যবস্থা করিলাম তাহাতেই এই হিক্কা আশ্চর্য্য প্রকারে বারণ হইয়া গেল। মসূর-জলসহ আরারুট রন্ধন করিলে তাহা জ্বরাতিসারের অতি প্রশস্ত খাদ্য। এমন কি পেটফাঁপা থাকাসত্ত্বেও এই খাদ্য জ্বরাতিসার রোগে আমরা ব্যবহার করিয়া সন্তোষদায়ক ফললাভ করিয়াছি। এই মসূর-জল সরু গ্লাস বা টীনের চোঙ্গে করিয়া বরফের মধ্যে রাখিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়।

(১৪) মুদ্গ বা মুগের যূষ——মসূরের কাথের ন্যায় ইহা কাঁচা মুগের ডাইল হইতে প্রস্তুত হয়। ভাজা মুগ আমকারক ও নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদির বিধবা যাঁহারা মসূর খাইতে পারেন না তাঁহাদিগের জ্বরে ইহা দেওয়া যায়। অতিসার কি আমাশয় থাকিলে নিষিদ্ধ।

নিস্তেজ ও বিকারাদি অবস্থার পথ্য ব্যবস্থা।

নানাবিধ ডিলিরিয়াম ও জ্বর-বিকারগ্রস্ত, লো টাইফয়েড্ অবস্থা-প্রাপ্ত, নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল রোগীদের প্রাণ ও বলরক্ষার্থ ঔষধ যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, পথ্যও তদ্রূপ। এতাদৃশ রোগীতে মসুরের যূষ অমৃততুল্য পথ্য *। আমরা কখন কখন মাংসের যূষও ব্যবহার করিয়া থাকি। এতাদৃশ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ অর্দ্ধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কিম্বা তিন ঘণ্টর অন্তর অন্তর এক একবার উক্ত মসুরের যূষ বা মাংসের যূষ (কখন বা বার্লি) খাবার নিয়ম করিয়া দিবে। প্রত্যেকবারে অধিক পথ্য না দিয়া অবস্থানুসারে তিন চারি ঝিনুক † কিম্বা তাহার কিঞ্চিদধিক পরিমাণ পথ্য দেওয়া যায়। পথ্যাদি দিতে এমন ভাবে সময়ের বন্দোবস্ত করিবে যাহাতে রোগী উপযুক্ত পরিমাণ কাল ঘুমাইতেও পারে। পথ্য করার সময় প্রত্যেকবারেই প্রথম ঝিনুকের পথ্য মধ্যে ১০। ১৫ ফোঁটা করিয়া ১ নং একস্যাদি উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে ঐ পথ্য অতি সহজে জীর্ণ ও সমীকৃত (Assimilated) হইয়া আশ্চর্য্যভাবে রোগীর বল ও প্রাণরক্ষা করে দেখিতে পাইবে। আর্দ্রকাদি মসলা যে পরিপাক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই ব্রাণ্ডিটুকুও সেই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়; যদি কখন ইহার ঔষধভাবে কোন গুণ থাকে তবে তাহা "সম লক্ষণ-সূত্রেরই" অধীন; কারণ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণ সেবনে "ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্স্" আদি যে লক্ষণচয় জন্মে সেই লক্ষণচয়ই এতাদৃশ রোগীদের লক্ষণের প্রায় সমতুল্য; সুতরাং এতদ্দ্বারা হোমিওপ্যাথির পক্ষ সাধন ভিন্ন কোন হানি হয় না। ইহার ১০। ১৫ ফোঁটায় কখনও মাদকতা বা উগ্রতা উৎপাদন করে না। ডাক্তার লাড্লাম আদি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা

* আমরা মসুরীর এসেন্স (Essence of Masuri) প্রস্তুত করিয়া লো বা নিস্তেজ অবস্থাপন্ন রোগীতে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি, মসুরীর এই এসেন্স আমাদের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

† এই প্যারাতে কথিত রোগীকে ঝিনুক, চামচ বা ফিডিংকাপ নামক বাটি দিয়া পথ্য খাওয়ান বিশেষ সুবিধা।

এতাদৃশ স্থলে অর্দ্ধড্রাম হইতে দুই ড্রাম মাত্রার ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাহা আমাদের শরীরে অতি উত্তেজক হইয়া পশ্চাৎ গুরুতর অবসাদন উৎপাদন করে; সেই জন্য সচরাচর আমরা ৫ হইতে ১০ ফোঁটা শিশুকে এবং ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা বয়স্থকে উপরোক্ত লঘু পথ্যাদি সহকারে দিয়া থাকি এবং তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। *

☞ এতাদৃশভাবে পথ্য ব্যবহার করিয়া প্রায় জীবনাশা-শূন্য অনেক রোগীতে আমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছি; সেইজন্যই ইহা এস্থলে এত বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

(১৫) চাউল—তিন চারি বৎসরের পুরাতন সরু চাউলের অন্নই রোগীর জন্য সুপথ্য।

(১৬) আইজিং গ্লাস—একটি লঘু পথ্য; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বহুদর্শিতা নাই। **(১৭) বিস্‌কিট ও মুড়ি এবং খই**—বিলাতি বিস্‌কিট দুই একখানা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু না দিলেই ভাল হয়। কারণ, বিলাতি বিস্‌কিটের গাত্রে কিঞ্চিৎ চর্ব্বি থাকে; বিস্‌কিট পুরাতন হইলে তাহাতে পোকা পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখিয়াছি। ক্রয় করিবার বেলা উহার আস্ত বাক্স নূতন কি পুরাতন তাহা চিনিয়া লওয়া দায়। বিস্‌কিট অধিক পরিমাণ খাইলে শিশুদের উৎকট পেটের পীড়া জন্মিয়া উঠে ইহা অনেকস্থলে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে স্থানে বিস্‌কিট পথ্য দেওয়া যায় সেস্থলে ভাল ভাজা ও প্রস্ফুটিত মুড়ি বা খইও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। টাটকা মুড়ি বা খই ঐ বহুদিনের বিলাতি বিস্‌কিট হইতে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। দেশীয় সুজির বিস্‌কিট অতি গুরুপাক। কোন উপসর্গাদি-রহিত সাধারণ জ্বরে মুড়ি ও খই দেওয়া যাইতে পারে; অনেকে খইকে ক্রিমিকারক বলেন, পেটের পীড়া থাকিলে উহারা নিষিদ্ধ। **(১৮) পাঁউরুটি**—মফঃস্বলে দূরে থাকুক, কলিকাতা সহরেও বড় বড় কয়েকটী কারখানা ব্যতীত

* কোন কোন রোগীর কোল্যাপ্‌স্ বা আসন্নাবস্থায় ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে কখন কখন ১ম শক্তির ক্যেম্ফোর ৩। ৪ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করি।

ভাল পাঁউরুটি প্রায় পাওয়া যায় না। পাঁউরুটি ভাল প্রস্তুত না হইলে উহাতে যে তাড়ি দেয় তাহার অম্বলত্ব স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কোন কোন কারখানায় ইহাতে ফিটকারীও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ পাঁউরুটি সামান্য পিষ্টক হইতেও দুষ্ট খাদ্য। ইহাতে অম্বল জন্মে; এতাদৃশ পাঁউরুটি অনেক ছাত্রাদির অম্বলের পীড়ার অন্যতম কারণ। ভাল পাঁউরুটিও সদ্য খাইতে দেওয়া নিষেধ; কারণ তাহার অপকারী বাষ্পভাগ সদ্য সদ্য বাহির হইতে পারে না; তজ্জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পাঁউরুটি প্রশস্ত। ইহা খাওয়ার পূর্ব্বে ছুরিকা দ্বারা পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া টোষ্ট করিয়া অর্থাৎ অগ্ন্যুত্তাপে সেঁকিয়া লইলে তাহার অপকারী বাষ্প-ভাগ উড়িয়া যায়; তখন ইহা খাদ্যোপযুক্ত হইতে পারে। যে স্থলে সুজি দেওয়া যাইতে পারে, সেস্থলে ভাল পাঁউরুটি, দুগ্ধ বা মৎস্যাদির ঝোল-সহ দেওয়া যায়।

সাগুর মুড়ি——সাগুর ছোট দানাগুলি তাতান বালুকাতে [অগ্ন্যুত্তাপে] ভাজিয়া লইলে সুন্দর মুড়ি প্রস্তুত হয়। সাগুর বড় দানাতে ভাল মুড়ি হয় না; সাগুর মুড়ির মধ্যে যে বালুকাকণা সকল বাধিয়া থাকে তাহা বিশেষ করিয়া না ছাড়াইলে পেটের পীড়া জন্মিবার সম্ভব। মিছিরির শিরাসহ সাগুর মুড়ির ছোট ছোট মোয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই একটি বালকদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।——বার্লি, এরারুট, সাগু দ্বারা বিস্কিটের ন্যায় ছোট ছোট রুটিও হয়, ইহার দুই চারিখান স্বাদ-পরিবর্ত্তন জন্য জ্বরাদি রোগে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় আদি থাকিলে উহা নিষিদ্ধ।

কৃত্রিম প্রস্তুতীকৃত খাদ্য——এইক্ষণ শিশু ও অন্যান্য রোগীদের জন্য নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। (১) মেলিন্স্ ফুড্; (২) বেঞ্জার্স্ ফুড্, (৩) নিভ্স্ ফ্যারিনেসাস্ ফুড্; (৪) হর্লিক্স্ মল্টেড্ মিল্ক্ ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু আমরা এই সমস্ত কৃত্রিম খাদ্যের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। তবে সময় সময় দায়ে পড়িয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

সি-উইড্ (Sea weed) নামক একপ্রকার পদার্থ দেখিতে সাপের খোলসের ন্যায়, কলিকাতায় নূতন মিউনিসিপাল মার্কেটে বিক্রীত হয়। ছয় আনা মূল্যে ইহার এক আঁটি পাওয়া যায়। উহা শীতল জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলে গলিয়া যায়। একটু

লবণ বা মিছিরিসহ ইহা আমাশয় রোগীকে আমি খাইতে দিয়া ফল পাইয়াছি। জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধসহ ইহা পাক হইতে পারে, কিন্তু তাহা গুরুপক।

N. B. পথ্য এত নানাজাতীয় রহিয়াছে যে, কোন পথ্য কাহারও রুচি-বিরুদ্ধ বা কোন জাতি বিশেষের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে অনায়াসে পথ্যান্তর অবলম্বন করা যায়।

অহিফেনাদি সমস্যা

অর্থাৎ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সময় অভ্যস্ত অহিফেনখাদক রোগীকে অহিফেন ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি না?

এই বিষম সমস্যা লইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকারই সাহসের সহিত স্পষ্ট আজ্ঞায় অভ্যস্ত অহিফেনখাদকদিগকে অহিফেন খাইতে দিয়া চিকিৎসায় উপদেশ দেন নাই। আমরা অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিয়া এই মীমাংসা করিয়াছি যে, অভ্যস্ত অহিফেনখাদকদিগকে মৌতাতের বেলায় যথানির্দ্দিষ্ট মাত্রায় তাহাদের যথা-নির্দ্দিষ্টসময়ে অহিফেন খাইতে দিবে। এতৎ সম্বন্ধে যুক্তি ও নানাবিধ পর্য্য-বেক্ষণ ফল গ্রন্থকার কৃত "বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায়" ২৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

যে তামাক খায় অর্থাৎ অভ্যস্ত তাম্রকূট ধূমপানকারী, আমরা তাহাকে ঔষধ খাইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং এক ঘণ্টা পরে তামাক খাইতে দিই। তামাক খাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ করি না। এইস্থলে একটী গাঁজাখোরের কথা বলি; এই লোকটীর বাড়ী কলিকাতা হরিঘোষের ষ্ট্রীট, ইহার রক্তামাশয়ের পীড়া হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; ইহাকে মার্ক-সল ৬ষ্ঠ শক্তি দেওয়ায় অনেক উপকার হইল বটে কিন্তু পুনঃ বৃদ্ধি পাইল; প্রথমতঃ আমি তাহার গাঁজা বন্ধ করিয়াছিলাম; পরে তাহাকে গাঁজা খাইতে দিয়া ঐ মার্ক-সলই ঔষধ দিলাম এবং তাহাতেই সে আরোগ্যলাভ করিল।

একটী গুরুতর মীমাংসা।

সুস্থাবস্থায় শরীর কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইলে স্নান করিব কি না? খাইব কি না? ইতস্ততঃ হইতে থাকে। তাহার মীমাংসা এই:—"নাই কি না নাই—না নাই" "খাই কি না খাই—না খাই"।

প্রথম খণ্ড

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান

অর্থাৎ

লক্ষণানুযায়ী

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ও

ঔষধের শক্তির (ডাইলিউসনের) ব্যবহারগত মীমাংসা।

"লক্ষণং হি চিকিৎসা-মূলং।"

জিহ্বা, নাড়ী, মল, মূত্র, কৃমি, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হিক্কা, ডিলিরিয়াম (প্রলাপাদি), সান্নিপাতিক বিকারের বহুবিধ লক্ষণ ও অন্যান্য নানাবিধ অতি ফলপ্রদ লক্ষণ যাহা আমরা অস্মদ্দেশীয় অসংখ্য রোগীতে সর্ব্বদা দেখিতে পাই ও যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অতি কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম হই, এই খণ্ডে তাহাই বিশেষ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল; ইহা দ্বারা যে কোন রোগের যে কোন অবস্থার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা

১৫০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে সি, কাইলাই এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০২ বঙ্গাব্দ।

উৎসর্গ পত্র।

প্রকৃতবন্ধুপ্রবর

৺কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রিয়বর করকমলেষু——

বাল্য সখাই প্রকৃত সখা, শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনাদি যদিচ সখা হউন কিন্তু সুবল শ্রীদামাদির ন্যায় প্রাণে প্রাণে নহে। ব্রজধাম-তুল্য জন্মভূমি ধামরাই গ্রামে তুমি, ভগবান, শরৎ, হৃদয়, উমানাথ, দ্বারিকানাথ, গোবিন্দ, অমৃত, শশী, বিদ্যাধর, যোগেন্দ্র ও শ্রীমান ভায়া গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইত্যাদির সহিত একত্রে যে অধ্যয়ন, ভ্রমণ, সন্তরণ, অশনাদি করিয়াছি তাহা এইক্ষণ স্মৃতিপথে আসিলে কি যে এক অপূর্ব্ব সুখোদয় হয় তাহা স্বর্গসুখের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি না; কারণ স্বর্গসুখ মুখের কথা বিশেষ, তাহা প্রকৃত কি, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমার যাহা কিছু উন্নতি তাহা তোমারই যত্নে; আজি তুমি শিবলোকে আছ। তুমি নিঃসন্তান; তোমার নাম আমার এই গ্রন্থসহ চিরলগ্ন থাকে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা, তাই আমি তোমার উদ্দেশে আমার এই চিকিৎসা-বিধানের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করিলাম।

তোমার

চন্দ্রশেখর।

চিকিৎসা-বিধান।

প্রথম খণ্ড।

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

প্রথম অধ্যায়।

জিহ্বা, লালা, স্বাদ ইত্যাদি।

জিহ্বা।

প্রত্যেক পীড়ার সঙ্গেই জিহ্বার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন জিহ্বার উপরিভাগের বর্ণগত এবং অবস্থাগত। ইহা সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের নিকট একটী গুরুতর বিষয়। এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি যে মতের চিকিৎসকই হউন না কেন, প্রত্যেক চিকিৎসকই জিহ্বার পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা শাস্ত্র এই জিহ্বার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ ফললাভ করিতে পারুন বা না পারুন, হোমিওপ্যাথি মতে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতে ঔষধের পরিবর্ত্তন এত লক্ষিত হয় যে, যিনি এই জিহ্বা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। অতএব জিহ্বায় যে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকই বিশেষ অনুধাবন রাখিয়া কার্য্য করিবেন। অনেক সময় এমন হয় যে. শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ এত অস্পষ্ট থাকে যে, তৎসঙ্গে ঔষধ মিলাইয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তখন একমাত্র জিহ্বার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় কৃতকার্য্যতা লাভ করা গিয়াছে। নিম্নলিখিত রোগীদিগের অবস্থা পাঠ করিলে এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) গোপাল কুণ্ডু নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের বহুকালের প্রমেহ অর্থাৎ গণোরিয়া রোগের দরুণ ইউরিথ্রা (মূত্রনালী) সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ক্যাথিটার দ্বারা তাহার প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। পেরিনিয়াম প্রদেশে ফোঁড়া হইয়া মূত্রনালী ফাটিয়া যায় এবং সেই স্থান দিয়া প্রস্রাব চুয়াইয়া পুরুষাঙ্গের চর্ম্মের নীচপর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং পুরুষাঙ্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ফুলিয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ ছুরিকাদ্বারা ফোঁড়াটী কাটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধময় পূঁজ ও তৎসঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়িল। পুরুষাঙ্গের স্থানে স্থানে চিরিয়া দেওয়া হইল। ১০৩, ১০৪, ডিগ্রি জ্বর রোগীর শরীরে সর্ব্বদা লাগা ছিল। হিপার-সাল্ফ ইত্যাদি গুটীকয়েক ঔষধ প্রথমে দেওয়া হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফলই পাওয়া যায় না, পরে জিহ্বার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় পরিষ্কার, মধ্যস্থলে সাদা সাদা এবং সর্ব্বমধ্যভাগে হরিদ্রা ও মেটেরঙ্গের ময়লা রহিয়াছে। জিহ্বার এই অবস্থার সঙ্গে ব্যাপ্টিসিয়ার জিহ্বার প্রায় ঐক্য হওয়াতে এই ঔষধের প্রথম শক্তি, প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া গেল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে জ্বর কমিয়া আসিল, পূঁজের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া প্রকৃত সুস্থাবস্থার পূঁজে পরিণত হইল এবং রোগী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিল। ক্ষত স্থান সমস্ত শুকাইয়া উঠিল এবং কিছু দিন পরে প্রস্রাব স্বাভাবিক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মধ্যে কয়েক দিন ব্যাপ্টিসিয়া পরিত্যাগ করিয়া অন্য দুই একটী ঔষধ ব্যবহার আরম্ভ করা হয়, তাহাতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে পুনরায় ব্যাপ্টিসিয়া আরম্ভ করিয়া রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা পর্য্যন্ত কেবল ব্যাপ্টিসিয়াই চলিয়াছিল। এই রোগীর নিবাস জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী বড়াই গ্রাম থানার অধীন লক্ষীকোল গ্রাম। ১২৯৪ সনের কার্ত্তিক মাসে এই ব্যক্তি আমার চিকিৎসাধীন হয়। এই প্রকার রোগী সার্জ্জিকেল ও মেডিকেল কেসের একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক জিহ্বার লক্ষণ দৃষ্টি না করিলে "ব্যাপ্টিসিয়া" নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ব্যাপ্টিসিয়া না দিলে রোগীর জীবন রক্ষা পাইত কি না তাহাও

সন্দেহস্থল। যাঁহারা নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, কিম্বা সাধারণ ভাবে কোন শিক্ষকের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদের ফিজিওলজী, প্যাথলজি ও ডায়েগ্নোসিস্ অর্থাৎ রোগ নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহারাও যদি জিহ্বা, মুখশ্রী, নাড়ী ইত্যাদিতে প্রকাশিত মোটামুটি লক্ষণ সকল অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ এই সমস্ত লক্ষণই রোগ ও তাহার ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যের প্রধান সহায় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বৃক্ষের ফল, পত্র ও ফুল ইত্যাদি বাহ্যলক্ষণ দ্বারা যেমন বৃক্ষটীর পরিচয় জানা যায়, মূলভাগ দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় তত সহজ নহে। মহাত্মা হানিমানের প্রসাদে রোগের প্রকৃত ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে এই সমস্ত লক্ষণ বৃক্ষের ফল পত্রাদির ন্যায়; ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ মনোনীত করিতে পারিলে তোমার রোগীর রোগ কোন্ ঔষধের অধিকারে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে। এবং তৎপ্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাইবে সন্দেহ নাই।

(২) আমি সদর ষ্টেসন হইতে মফঃস্বল থাকা কালীন ইলাম নিকারী নামক আমার একটী জ্বর রোগী বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, আমার একটী ছাত্র ভায়া শ্রীমান উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ রোগীর অন্য কোন লক্ষণ বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র জিহ্বার অবস্থা "উজ্জ্বল লাল বর্ণ গোমাংস খণ্ডের ন্যায়" দেখিয়া "হ্রাস্-টক্স" প্রয়োগ করেন, তাহাতেই রোগীর বিকার নষ্ট হইয়া ক্রমে জ্বর ত্যাগ পাইয়া সপ্তাহ মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভ করে। এই প্রকারে জিহ্বার লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ-ফল আরও অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে। জিহ্বার লক্ষণ যে একটী বিশেষ গুরুতর বিষয়, এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা যে, সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় সুচিকিৎসক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

জিহ্বার বর্ণ ও অপরিষ্কৃত অবস্থা।

চলিত কথায় ইহাকে জিহ্বার ময়লা ও ইংরাজীতে "কোটীং" বলে।

সাদা ময়লা পড়িলে "সাদা কোটীং" এবং হরিদ্রাভ ময়লা পড়িলে হরিদ্রাভ "কোটীং" বলিয়া থাকে।

১। সাদাকোটীং—এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়।:—
* ইস্কিউলাস-হি, এলুমিনা, য্যাম্বেমিস্-নোবেলিস্, এণ্টিমোনিয়াম্-অক্সাইডাম্, * এণ্টি-টার্ট, * এণ্টি-ক্রুড, আর্ণি, য়্যাট্রোপি, বেল্, বিস্মাথ্, বগুন্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্-কা কলোফাই, সাইমেক্স, ক্লিমাটীস্, কর্ণাস-সার্সি, কুপ্রা, ডায়োস্কেরিয়া, ইউপেটো-পার, ফ্যাগোপাইরাম্, ফেরাম্, ফ্র্যাঙ্কেন্সবাড্, গেটীজ্বার্গ, গ্নোনইন, গ্রানেটাম, হেমামেলিস্, হেপোমেনিস্, ইণ্ডিয়াম্ মেটা, জুগ্ল্যান্স-সাইনিরিয়া, কেলি-আর্সেনিকোসাম্, ল্যাক্টিক্-এসিড্, লরো-সিরেসাস্, মেনিস্পার্মাম্, মার্ক, মেজি, মাইরিকা, ন্যাজা, ন্যাট্রাম-কার্ব, ন্যাট্রাম-ফস্, নক্স-ভ, অগ্জ্যালিক-এসিড, প্যারিস-কোয়াড্রি, প্লাম্বাম্, ফস-এসি, ফস্, ফাইজোষ্টিগ্মা, ফাইটো, প্ল্যান্টেগো, পডো, পলিপোরাস-পাইনি, * সোরিনাম, পাল্স, র‍্যানান্কুলাস্-বালবোসাস্, র‍্যাফেনাস্, হ্রাস্-গ্লাব্রা, রুমেক্স-এসিটোস, স্যাবাডিলা, সেঙ্গুইনেরিয়া, সেনিগা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ষ্ট্রীকনাম্, সাল্-ফার, সাল্ফ-এসি, ট্যানাসিটাম্, ট্যারাক্সেকাম, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক-মেটা।

জিহ্বার সাদা-কোটীং জন্ম জার্ সাহেব—ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্রোকা, ক্রোটন, সাইক্লা, ডিজি, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, সাল্ফ-এসি, এই কয়েকটী ঔষধও উল্লেখ করেন।

(ক) এরারুটের ন্যায় সাদা-কোটিং—সাল্ফ-এসি।

(খ) মাখনের ন্যায় সাদা-কোটিং—আর্স, কুপ্রা।

(গ) দুধের ন্যায় সাদা—মেনিস্পার্মাম্ * এণ্টি-ক্রুড।

(ঘ) মণ্ডের ন্যায় সাদা—* এণ্টি-টার্ট।

(ঙ) ভস্মের ন্যায় সাদা—এণ্টি-টার্ট, এট্রো, চেলিডো, মার্ক-সায়েনেটাস্, ফস্ফরাস্।

জিহ্বার সাদা-কোটিং সম্বন্ধে ঔষধ সমূহের বিশেষ লক্ষণ।
:—

একোনাইট—জিহ্বা শুষ্ক। জ্বালাযুক্ত, এবং খোঁচা লাগার ন্যায় বোধ।

এনাকার্ডিয়াম—জিহ্বা কর্কশ, ভারী, পুরু, কথা বলিতে পর্য্যন্ত অক্ষম।

এণ্টিক্রুড—জিহ্বা পুরু, সাদা ক্লেদাবৃত অত্যন্ত লালাযুক্ত।

এপিস্—শুষ্ক, প্রদাহযুক্ত, স্ফীত। কোন বস্তু গলাধঃকরণে অক্ষম।

আর্ণিকা—শুষ্ক। চিড়িকমারা বেদনা এবং থেঁতলে যাওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ। সাদা কোটীং ও তৎসঙ্গে ক্ষুধা ও মুখের স্বাদ ভাল।

বোরাক্স—ম্যাপ্থি নামক মুখের ক্ষত অর্থাৎ জারী ঘা।

ব্রাইওনিয়া—পুরু, শুষ্ক, অথবা রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ও তৎসঙ্গে মধ্যস্থল সাদা।

ক্যাল্-কার্ব—জিহ্বা সাদা এবং যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। শুষ্ক, ছন্‌ছনে, যেন ক্ষতযুক্ত এই প্রকার রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর বোধ।

কার্ব-ভেজি—ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত। জিহ্বা নাড়িতে চাড়িতে কষ্টবোধ।

চায়না—ময়লাযুক্ত। রুক্ষ। জ্বালাযুক্ত যেন জিহ্বার উপর গোলমরীচ চিবাইয়া রাখা হইয়াছে।

চায়নিনাম্-সাল্ফ—সাদা মিউকাসে আবৃত এবং পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ।

সিকুটা—বেদনা ও দাহযুক্ত ক্ষত অথবা পার্শ্বদ্বয় স্ফীত।

কলচিকাম্—শুষ্ক, ভারী, শক্ত ভাবাপন্ন। স্পর্শবোধ-শূন্য।

কলোসিন্থ—জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত; এরূপ বোধ হয় যেন গরম জলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ক্রোকাস্—জিহ্বার প্যাপিলীগুলি পবিবর্দ্ধিত।

ডিজিটেলিস—স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও ক্ষত।

হেলেবোরাস্—শুষ্ক, স্ফীত, ফোস্কার ন্যায় এবং অগ্রভাগে গোটা গোটার ন্যায়, স্পর্শ করিলে লাগে, ঝিঁ ঝিঁ ধরার ন্যায় ও স্পর্শবোধ-শূন্য।

হাইড্রোসায়েনিক-এসিড্—জিহ্বা সাদা কোটীং যুক্ত, পরে কাল

এবং নিতান্ত অপরিষ্কার হয়, শীতল, অসাড়, শক্ত এবং অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত।

হাইপারিকাম্—অত্যন্ত ময়লাযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—জিহ্বা সজল। নাড়িতে চাড়িতে ইহাতে কামড় লাগে।

কেলি-মিউর—কেবল মাত্র মধ্যস্থল সাদা। বোল্‌তার কামড়ের ন্যায় জ্বালা, অথবা ঠাণ্ডা।

কোবাল্ট—মধ্যস্থল পাসাপাসী (পাথালিয়া) ভাবে ফাটা।

ম্যাগ্নে-মিউ—আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালাবোধ।

মার্কি-কর—শুষ্ক, লোহিত, সঙ্কুচিত, স্ফীত ও শক্ত। প্যাপিলীগুলি এত উচ্চ হয় যেন এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের ন্যায় দেখা যায়।

নক্স-ম—শুষ্ক এবং অসাড়। জিহ্বা সাদা ও তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত।

নক্স-ভ—জিহ্বা ভারী এবং পার্শ্বদ্বয় ফাটাফাটা।

ওলিয়েণ্ডার—জিহ্বা সাদা। মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। প্যাপিলী শুষ্ক এবং উচ্চ।

প্লাম্বাম্-মেটা—জিহ্বায় সাদা মিউকাস এবং তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত। জিহ্বা সাধারণতঃ সজল। পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ গোলাপী রং বিশিষ্ট। উপরিভাগ পাতলা, সাদা, কখন কখন মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্দিক হরিদ্রাভ। কখন কখন জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে।

ফস্‌ফরাস্—জিহ্বায় সাদা মিউকাস্ ও তৎসঙ্গে আঠাযুক্ত অবস্থা। রাত্রিতে সাদা কোটিংযুক্ত জিহ্বা ও তাহাতে জ্বালা। কখন কখন মধ্যভাগ মাত্র সাদা। অগ্রভাগ শুষ্ক এবং হুল্‌ বিদ্ধের ন্যায়বোধ।

পডোফাইলাম্—শুষ্ক এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার।

সোরিনাম্—শুষ্ক, গরম জলে দগ্ধ হওয়ার ন্যায়বোধ।

পাল্‌স—আঠাযুক্ত মিউকাস্। শুষ্ক, মধ্যভাগ যেন দগ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ।

রুমেক্স—সম্মুখভাগ উষ্ণ এবং অগ্রভাগ শুষ্ক।

সার্সা-প্যারিলা—ক্ষারী-ঘা-যুক্ত জিহ্বা।

সাল্‌ফার—অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লোহিত।

র‍্যাফেনাস্—অত্যন্ত পুরু, সাদা অপরিষ্কার অবস্থা।

স্যাবাইনা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা তাহাতে ঈষৎ কটাবর্ণ।

স্যাবাডিলা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ ঈষৎ নীলাভ দৃষ্ট হয়।

জিঙ্ক-মেটা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা, স্বাদশূন্য, প্রাতে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়।

নাইট্রিক্-এসি—প্রাতে জিহ্বা শুষ্ক ও সাদা।

লরোসি—জিহ্বা সাদা মিউকাসে আবৃত। পাকস্থলী শূন্যবোধ। মুখে কোন প্রকার স্বাদ বুঝিতে পারে না। জিহ্বা সাদা ও শুষ্ক।

ক্যাল্থা—জিহ্বার অগ্রভাগ সাদা। মুখ তিক্ত। আহারে অনিচ্ছা।

বিস্মাথ্—জিহ্বা সন্ধ্যার সময় সাদা কোটিংযুক্ত, কিন্তু সে সময়ে শরীরে তাপ থাকে না বা জলতৃষ্ণা পায় না।

এণ্টি-টার্ট—জিহ্বা সজল, পরিষ্কার এবং সাদা কোটীংযুক্ত।

ট্যারাক্সেকাম্—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা। স্থানে স্থানে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘোর রক্তিমতা ও কিছু কিছু বেদনাযুক্ত অবস্থা।

২। হরিদ্রাবর্ণ কোটীং—একোনাইটাম-ফেরাক্স, * ইস্কিউ-হি, এল্কোহল্, এমোনিয়েকাম্, বেল্, সিড্রন, চেলিডো, * চায়না, চায়নি-সাল্ফ, ককিউ, কর্ণাস-সারসি, ডিজি, ডায়োস্কো, ফেরা, জেল্স, গেটিক্স-বার্গ্, গুয়ারিয়া, হাইড্রাষ্টি, হাইপারি, জুগ্লান্স, সাইলি, কেলি-আর্স, ল্যাক্টি-এসি, মেনিস্পার্ম্মাম্, ন্যাজা, ন্যাট্রাম-আর্স, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, ফাইটো, পলিগোনাম্, * পলিপো-অফি, হ্রাস্-টক্স, * রুমেক্স-ক্রিস্, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট-ভি, জিঙ্ক-মেটা, জিজিয়া।

৩। ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণের কোটীং—(১) * আর্স, বেল, ক্যাক্টা, ককিউ, হাইয়স, কেলি-বাই মার্ক-প্রোটো-আইয়ড্, প্লাম্বাম্, সাইলি, * সিকেলী, স্পঞ্জি, সাল্ফার, (২) ইস্কিউ, এট্রোপি, এলকোহল, কল্চি, কণ্ডুরাঙ্গো, কুপ্রা, ডোরিফোরা, মার্ক-আইয়ড্-ফ্লেবা মাইগেলি, ওপি, অক্-জ্যালি-এসি, * প্লাম্বা, ফস্, পলিপোরাস্-অফি, স্যাবাই, টিলিয়া, সিকেলী, সোলেনাম্-টিউবার্কোসাম্, সাম্বাল্, ট্যারেণ্টুলা, ** ব্যাপটি।

৪। কালবর্ণের কোটীং—(১) আর্স, চায়না, ইল্যাপ্‌স, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সিকেলী, ভিরাট্‌-এল্‌ব, (২) মার্ক-কর, মার্ক-সল্‌, ফস্‌।

৫। নীলাভ কোটীং—(১) আর্স, ডিজি, মিউর-এসি, র‍্যাকে, টার্টার-এমিটিক, থুজা।

৬। জিহ্বার স্থানে স্থানে কোটীং আছে এবং কোন স্থানে নাই—ল্যাকে, মার্ক-সায়েনেটাস্‌, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ট্যারাক্‌সেকাম্‌।

৭। লালবর্ণ জিহ্বা—(১) আর্জেন্টা-নাই, য়্যারাম, বেল্‌, ক্যামো, ইল্যাপ্‌স, হাইয়স্‌, কেলি-বাই, ল্যাকে, মরফিয়া, নক্‌স-ভ, প্যালাডি, কাইটো, * হ্রাস্‌-টক্‌স, ভিরাট-এল্‌ব, (২) একোন, এগার, ক্যাম্ফ, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এণ্টি-টার্ট, * আর্স, বেল্‌, কলোসি, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্‌স, ইউপেটো, ফ্যাগোপাইরাম, জেলস, হেলেবোরাস, কেলি-কার্ব, কেলি-নাইট্রি, কেলি-অক্‌সাইডম্‌, ল্যাক্‌টি-এসি, লোবিলিয়া, মার্ক, মার্ক-সল্‌, মেজি, মস্কা, মিউর়াম-আর্স, ন্যাট্রা-মি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফসফরাস, পাল্‌স, * হ্রাস-ভেনিনেটা, রুটা, স্যাণ্টোনিন্‌, সাল্‌ফার, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকাম্‌, থিয়া, ভিরাট্‌, জিঙ্ক-মেটা, জিজিয়া।

৮। হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা—(১) এগার, এলোজ, আর্স হাইড্রোজিনিসে-টাম্‌, * ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেল, চায়না, কলোসি, কুপ্রা-এসি, জেলস, হাইড্রাষ্টি, হাইয়স, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বাম্‌, ফস, * পলিপোরাস্‌, ট্যাবেকাম্‌, থুজা, জিঙ্ক-মেটা। (২) ক্যামো, হাইপার-পারকো, ইপিকা, পাল্‌স, স্ট্যাবাডি, ভিরাট-ভি।

(ক) ঈষৎ কটাভ-হরিদ্রাবর্ণ—ফস্‌, বার্বেরিস্‌, ব্যাপটি।

(খ) ঈষৎ শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণ - আর্স, কেলি-বাই, ব্যাপটি।

৯। কালবর্ণ জিহ্বা—আর্স, ব্যারাইটা-এসিটা, বাফো, ইল্যাপ্‌স, লোলিয়াম্‌, মার্ক-ডাল্‌সিস, * ওপি, প্লাম্বাম্‌, *ফস্‌, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, ভাইপেরা।

(ক) কটাভ-কালবর্ণ জিহ্বা—ফস্‌, ভাইপেরা।

১০। কটাবর্ণ জিহ্বা—এট্রোপি, বেঞ্জোইনাম, ক্রোটেলাস্-হরিডাস্ কুপ্রা-এসি, ইলাটি, হাইয়স. আইয়ড্, কেলিটার্ট, ওপিয়াম, অক্জ্যালি-এসি, * ফস্, সিকেলী, ট্যারাক্সেকা।

জিহ্বার অন্যান্য অবস্থা।

১১। শুষ্ক জিহ্বা—একোন, এসিডাম-এসিটি, ইথুজা, এগার-মাস্কে, এপিস্ এলোজ, এমিগ্ডেলা-এমারা, * আর্জেণ্ট-নাই, * * আর্স, এট্রোপি, *ক্যাপ্‌জী, * ব্রাই, ব্যারাই-কার্ব, বেরাই-মিউ * বেল, বেঞ্জিনাম্, ব্রোমিয়াম, ক্যাক্টা, ক্যাল্-ফস, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, * ক্যামো, সিষ্টাস, কোরাল, ডায়োস্কো, * ডাল্কেমারা, ফেরা-মেটা, জেলস, গুয়ারি, হাইড্রোসি-এসি, হাইওস, আইয়ড, জ্যাট্রোফা, জুগল্যান্স-সাইনিরিয়া, ক্যালমিয়া, ** কেলি-ব্রাই, কেলি-টার্ট, লবোসি, ম্যানসিনেলা, মিউর-এসি, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, প্ল্যাণ্টেগো, * ফস্, প্লাম্বাম, পালস, রিসিনাস্, পডো, ** হ্রাস, রুমেক্স-ক্রিস্পাস্, ষ্ট্যাফি, সালফ-আইড, সালফা, সিকেলী, ট্যাবেকাম, ট্যারেণ্টুলা, টার্টার-এসি, থুজা, * ভিরাট, জিঙ্কাম, জিজিয়া, জ্যান্থোক্জিলাম।

∴ জরাদি যে কোন রোগে রোগীর জিহ্বা শুষ্ক দেখা যায়, তাহা ভাল অবস্থা নহে। শুষ্ক জিহ্বা সঙ্কটজনক অবস্থাজ্ঞাপক। এই অবস্থা দেখিলে সুচিকিৎসক অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিতে থাকিবেন।

১২। শীতল জিহ্বা—এসিটিক-এসিড, একোন, * এগার-ফেলো, এমোনি-কার্ব, আর্স, বারাইটা-এসি, ক্যাল-কার্ব, ** কার্ব-ভ, ক্যাম্ফ, কার্বনিয়াম্-সালফ, কলচি, * কুপ্রাম-আর্স, * কুপ্রাম-সালফ, * কুপ্রা, গুয়ারিয়া, কেলি-ক্লোরিকাম, ক্রিয়েজো, মার্ক, ন্যাজা, ওপি, * সিকেলী, অগ্জ্যেলিক-এসি, * ভিরাট।

১৩। জিহ্বা ফাটা ফাটা— এল্কোহল্, * আর্স, য়্যারাম-ট্রিফো, বেল, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভেজি, কুপ্রা-এসি, * কেলি-বাই, মার্ক, কেলি-আইয়ড, মার্ক-সল্ফ, ন্যাট্রাম-আর্স, প্লাম্বাম, ফস, হ্রাস, * স্পাইজি, সালফা।

(ক) ,, অগ্রভাগে ফাটা ফাটা—* ল্যাকে।

১৪। স্কার্লেটিনা অর্থাৎ আরক্ত জ্বরের সময় জিহ্বা ফাটিলে—এইল্যানথাস্।

১৫। উষ্ণ জিহ্বা—একোন, এমোনি-কার্ব, এপিস, আর্স, ক্রোটন-টি, মার্ক-কর, ফাইটো, পালস, ষ্ট্রিকনিয়া।

১৬। জিহ্বা ভারী—এনাকা, বেল, কার্ব-ভেজি, কলচি, গুয়ারিয়া, হাইয়স, * লাইকো, * মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বাম, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো।

১৭। কথা কহিবার সময় জিহ্বা ভারী—নক্স-ভ।

১৮। জিহ্বা অত্যন্ত বড় বোধ হয়—একোন, আর্স, কলচি, ক্রোটন-টী, কুপ্রা-নাইট্রিকাম্, গ্লোনইন, হাইড্রাষ্টিস্, * কেলি-বাই, কেলি-আইয়ড, মার্ক-কর, ল্যাকটিক-এসি, ন্যাট্রা-আর্স, অগজ্যালিক্-এসি, রুস্, প্লাম্বাম, সিপি।

১৯। জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া থাকে—(১) এবিসিন্থ, একোন, বেল, সিনা, ক্রোটেলাস্, * কফিউ (ধনুষ্টঙ্কার রোগে), হাইড্রোসি-এসি, হাইয়স, লাইকো, * মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস্, মার্ক-প্রিসিপিটেটাস্-রুবার, নক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বাম, ষ্ট্রামো, ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকাম্, ভাইপেরা।

২০। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম—ব্রোমিয়াম, ডালকামেরা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ।

২১। জিহ্বার কম্পিত অবস্থা—এবিসিন্থ, এলকোহল, এলোজ, *বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কুপ্রাম্-আর্স, হেলে, হাইয়স, লোলিয়াম্, মার্ক, ওপি, প্লাম্বাম, সিকেলী, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, ট্যাবেকাম, ট্যারাক্সেকাম, ভাইপেরা।

২২। জিহ্বা যখন বহির্গত হয় তখন কাঁপে—মার্কিউরিয়াস।

জিহ্বা সম্বন্ধে ডাঃ এলেন, বেল, হেরিং প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের বিশেষ বহুদর্শিতার ফল। }:——

২৩। জিহ্বাগ্রে জ্বালা বোধ—কার্ব-এনি।

২৪। জিহ্বার অগ্রে জ্বালা, আহার করিলে উপশম বোধ—কার্ব-এনি।

(ক) জিহ্বাতে জ্বালা—কলোসি, গাম্বি-গা।

২৫। জিহ্বাগ্র ঈষৎ নীলবর্ণ ও ক্ষতযুক্ত—স্যাবাডি।

২৬। ,, শুষ্ক—হ্রাস, থুজা।

২৭। জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিলে ক্ষত স্থানের ন্যায় বেদনা বোধ—** থুজা।

২৮। ,, রক্তবর্ণ—আর্স, হ্রাস, ভিরাট।

২৯। ,, রক্তবর্ণ এবং মধ্যভাগে মেটে রং—ল্যাকে।

৩০। ,, শুষ্ক, ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ—**হ্রাস।

৩১। ,, ক্ষতযুক্ত—*ইস্কিউ, **থুজা, কেলি-কার্ব, স্যাবাডি।

৩২। ,, ,, যেন অসংখ্য ফোস্কা উঠিয়াছে—স্যাবাডি।

৩৩। জিহ্বাগ্রে বেদনা যেন ঘা হইয়াছে—ইস্কিউ, কেলি-কার্ব।

৩৪। জিহ্বাগ্র ক্ষত ও বেদনাযুক্ত—হিপা, থুজা।

৩৫। ,, ,, এবং পার্শ্ব লাল—**ভিরাট, সিকেলী।

৩৬। জিহ্বা তালুতে লাগিয়া থাকে—**নক্স-ম।

৩৭। ,, হইতে রক্তস্রাব—কুরারী।

৩৮। ,, নীলাভ—** আস, কার্ব-ভ।

৩৯। ,, প্রশস্ত এবং পার্শ্বে খাঁজ-কাটা—কেলি-বাই, **মার্ক, পডো, হ্রাস।

৪০। ,, প্রশস্ত ও লক্লকে—ক্যাম্ফ, চায়নি-সা।

৪১। ,, অত্যন্ত প্রশস্ত—পালস্।

৪২। জিহ্বার অগ্র হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—সোরি।

৪৩। জিহ্বা পরিষ্কার—* এলুমি, ক্যাক্টা কষ্টি, ** সিনা, ডিজি, জেলস, ড্রসি, ফস্, হাইয়স্, ইল্যাপ্স, ইগ্নে, * ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, * হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সার্সা।

৪৪। ,, পরিষ্কার, অগ্রভাগ শুষ্ক ও লালবর্ণ—সিকেলী-ক।

৪৫। ,, পরিষ্কার বামদিকে, দক্ষিণদিকে অপরিষ্কৃত —লোবিলিয়া, হ্রাস।

৪৬। ,, পরিষ্কৃত ও শুষ্ক—লাইকো।

৪৭। ,, ,, পুরাতন পীড়ায়—এপিস।

৪৮। জিহ্বা কখনই পরিষ্কৃত নহে—** আর্ণি।

৪৯। ,, অপরিষ্কৃত, কালবর্ণ, শুষ্ক কর্দ্দমের ন্যায়—আর্স, হিপার, ল্যাকে, মার্ক-ভ।

৫০। ,, ,, মেটে রং—আর্স, হাইয়স, ব্রাই, কেলি-বা, হ্রাস, হ্রাস, লাইকো, সালফা, সাইলি, ইলাটি।

৫১। ,, ,, কেবল মাঝে মাঝে একটী মেটে রঙ্গের দাগ—আর্ণি, ব্যাপ্টি, ইউপেটো-পার্ফি, আইয়ড্।

৫২। ,, ,, মেটে রঙ্গের আভাযুক্ত শ্বেত—সোরি।

৫৩। ,, , মাঝে অপরিষ্কৃত—স্যাবাডি, সিকেলী।

৫৪। ,, অপরিষ্কৃত সাদা কোটিংযুক্ত—* একোন, ইস্কিউ, * এন্টি-ক্রু, এগার, এনাকা, ব্যারাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ব্রাই, * বিস্মাথ্, চায়নি-সাল্ফ, সিঙ্কোনা, ককিউ, সাইক্ল্যা, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, * ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, কেলি-বার্ব, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, প্ল্যাণ্টেগো, পডো, পলিপো, সোরি, * পাল্স, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, ভিরাট্রা, (২) ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলোফি, জেলস্, আইরিস-ভ, কেলি-না, ক্রিয়েজো, লরোসি, মার্ক ভ, মেজি, নক্স-ভ, কস, র‍্যাফে, সিকেলী, জিঙ্ক।

৫৫। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা, পাশে শুষ্ক—ককিউলাস।

৫৬। ,, সাদা, পুরু ও থকৃথকে দুগ্ধের ন্যায়—** এণ্টিক্রুড্।

৫৭। ,, ,, ,, অথবা পীতাভ মেটে—ভিরাট।

৫৮। ,, সাদা পুরু—** মেজি, পডো।

৫৯। ,, সাদা সাদা সরের ন্যায় পদার্থে আবৃত—এণ্টি-টার্ট, সিঙ্কো, পডো।

৬০। ,, সাদা ময়লায় আবৃত—আর্ণি, চায়না, পডো।

৬১। ,, সাদা কোটিং, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার লাল লাল দাগ—হিপোমে, ট্যারাক্সে।

৬২। ,, পীতবর্ণ ময়লা আবৃত—ওপি।

৬৩। ,, শক্ত মিউকাসে আবৃত—ক্যাম্ফ।

৬৪। জিহ্বা সাদা, পালকের ন্যায়—**কল্চি।

৬৫। ,, ,, ,, অপরিষ্কৃত দিবসে, সন্ধ্যার সময় লাল ও পরিষ্কৃত হয়— ** সাল্ফা।

৬৬। ,, অপরিষ্কৃত সাদা অথবা পীতবর্ণ—ইস্কিউ, আর্ণি, * নাইট্রি-এসি, * সালফা. নক্স-ভ, সোরি, পাল্স।

৬৭। ,, ,, সাদা মধ্যস্থলে, পাশে কাল কাল রেখা —পিট্রো।

৬৮। ,, ,, সাদা দুইপার্শ্বে, লাল মধ্যভাগে—কষ্টি, ক্যামো।

৬৯। ,, অপরিষ্কৃত সাদা †এ, এম্ সময় মধ্যে অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—ম্যাগ্নে-মি।

---

† রাত্রি ১টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সময়কে এ, এম্ A. M. ও বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পি, এম্ P. M. বলে।

৭০। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা পার্শ্বে, মেটেবর্ণ মধ্যভাগে—আইয়ড, ফস্।

৭১। ,, ,, ,, মধ্যভাগে, পার্শ্ব লাল—ব্যাপ্‌টি, বেল, জেলস।

৭২। ,, ,, ,, অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—সালফা।

৭৩। ,, ,, ,, অথবা কটাবর্ণ, পার্শ্ব লাল, মধ্যভাগ কাল—ফস্।

৭৪। ,, ,, ,, অথবা হরিদ্রাবর্ণ মধ্যভাগে, পার্শ্ব ফেঁকাশে বা রক্তশূন্য—চায়নি-সালফা।

৭৫। ,, ,, ,, অত্যন্ত— * ব্রাই, ক্যাম্ব, কেলি-বাই, * নক্স-ভ, সিকেলী।

৭৬। ,, ,, ,, মধ্যস্থলে মেটেবর্ণ—ব্যাপটী, ইউ-পেটো-পার্পি।

৭৭। জিহ্বার কেবল মধ্যভাগ অপরিষ্কৃত—ফস্।

৭৮। জিহ্বা অপরিষ্কৃত সামান্য প্রকার—এরানিয়া-ডা।

৭৯। ,, ,, ,, পুরু—ব্রাই, ক্যাম্ব, পলিপো।

৮০। ,, ,, পুরু, ময়লাযুক্ত—ফস্।

৮১। ,, হরিদ্রাবর্ণের পুরু, ময়লাযুক্ত—কেলি-বাই, পডো, পলিপো, স্পাইজি।

৮২ ,, হরিদ্রাভ মেটেবর্ণ মধ্যস্থলে, অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লাল— ** ব্যাপটি।

৮৩। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের পুরু ময়লাবৃত, অগ্রভাগ লাল—পলিপো।

৮৪। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—বোভি, সিড্রন, ক্যামো, চায়না, ইউপেটো-পারফো, * কেলি-বাই, ** পডো, পলিপো, সিকেলী-ক।

৮৫। „ অপরিষ্কৃত পীতাভ সাদা—আর্স, ক্যামো, সাইক্ল্যা, জেলস, ইপিকা, ষ্ট্যাট্রা-মি।

৮৬। „ ফাটা ফাটা—কুরারী, লাইকো, স্পাইজি, কার্ব-ভ।

৮৭। „ শুষ্ক— ** আর্স, আর্নি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ডালকা, ল্যাকে, লাইকো, * ফস, পডো, * ব্রাস, ষ্ট্র্যামো।

৮৮। „ „ চট্‌চটে— * কোনা।

৮৯। „ „ প্রাতে জাগ্রত হওয়া মাত্র—ক্যালকে, নাইট্রি-এসি।

৯০। জিহ্বা ফোস্কাপূর্ণ—ক্যামো।

৯১। জিহ্বাতে ফোস্কা ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা— ক্যাপসি, কার্ব-এনি।

৯২। জিহ্বা, তাহার পাশে ফোস্কা ও তাহা লালাযুক্ত—কার্ব-এনি।

৯৩। „ পাতলা—ক্যাম্ফ, চায়নি- সালফ।

৯৪। „ স্পর্শবোধ শূন্য—কলচি।

৯৫। „ চুলকানিযুক্ত—সিড্রন।

৯৬। জিহ্বা বড়—পালস্।

৯৭। বেদনাযুক্ত—এপিস।

৯৮। জিহ্বার উপর যেন ম্যাপ্ অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কিতের ন্যায়—ল্যাকে, * * ষ্ট্যাট্রা-মি, কেলি-বাই, র‍্যানান্-বালবো, ট্যারাকসেকাম।

৯৯। জিহ্বা পিংশেবর্ণ—** ফেরা, * ইপিকা, * * সিকেলী-ক।

১০০। জিহ্বা অবশ কতকভাগে—হাইয়স।

১০১। জিহ্বায় কাঁটাবিদ্ধবৎ বোধ—সিড্রন।

১০২। জিহ্বা কাঁটা-কাঁটা-বিদ্ধবৎ প্রাতে বোধ হয়, আহারান্তে আর থাকে না—সিড্রন।

১০৩। জিহ্বা বাহির করিতে কষ্ট—হাইয়স্, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১০৪। ” কম্পনযুক্ত—ওপি।

১০৫। ” যেন একখণ্ড কাঁচা মাংস—এপিস।

১০৬। ” ক্রমান্বয়ে লাল ও সাদা দাগপূর্ণ—*এণ্টি-টার্ট।

১০৭। ” লাল এবং শুষ্ক—বেল, ল্যাকে।

১০৮। ” লাল—এলোজ, বেল, ব্রাই, কলোসি, লাইকো, ** হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, * কেলি-বাই ** থুজা, * টেরিবি, ভিবার্ট।

১০৯। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল—কলচি, লাইকো।

১১০। ” গাঢ় লাল—কুরারী, ইল্যাপস্, হাইয়স্।

১১১। জিহ্বায় লাল লাল দাগ মাঝ পর্য্যন্ত— * আর্স, ফস-এসি।

১১২। জিহ্বা খস্‌খসে—ল্যাকে।

১১৩। জিহ্বা খস্‌খসে সাদা—এনাকা।

১১৪। ” খস্‌খসে নহে (নির্ম্মল)—*কেলি-বাই, * ল্যাকে।

১১৫। ” যেন গরম জলে পুড়িয়া গিয়াছে বোধ—* ইস্কিউ, সাইমেক্স।

১১৬। ” মাড়ী ও তালু যেন দগ্ধ বোধ হয়—সাইমেক্স।

১১৭। ” অগ্রভাগে যেন বোধ হয় চুল রহিয়াছে—সাইলি।

১১৮। জিহ্বা অত্যন্ত স্পর্শবোধযুক্ত—গ্র্যাফা।

১১৯। ” ক্ষতযুক্ত—এপিস, ক্যান্থো, মার্ক-ক, স্যাবাডি, টেরিবি।

১২০। জিহ্বা ক্ষত কিন্তু কথা কহিতে কি বাহির করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না—এপিস্।

১২১। ” হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়—ক্যাম্ফ।

১২২। ” চট্‌চটে, হরিাবদ্রণ—সিকেলী-ক।

১২৩। ” পিচ্ছিল—চেলি, পিট্রোল, ফস-এসি।

১২৪। ” শক্ত—কল্‌চি, কোনা, লাইকো, * * ভিরাট।

১২৫। ” ” ও বেদনাযুক্ত—কোনা।

১২৬। ” স্ফীত—সিকুটা, ডাল্‌কা, * * থুজা, * ষ্ট্র্যামো, * * ভিরাট, মার্ক-ভ।

১২৭। ” ” এবং কাল—ইল্যাপ্‌স।

১২৮। ” ” এবং দন্তের ছাপাযুক্ত—বোলি, * * মার্ক-ভ।

১২৯। ” ফুলা যেন শীতে অবশ-প্রায় হইয়াছে—ডাল্‌কা।

১৩০। ” সঙ্কুচিত—* মিউর-এসি।

১৩১। ” স্পর্শে বেদনাবোধ—এপিস, গ্র্যাফা।

১৩২। ” অত্যন্ত কাঁপে—ক্যাম্ফ, ক্যাস্থা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-ভ।

১৩৩। ” বহির্গত করিতে কাঁপে—ল্যাকে।

১৩৪। ” অত্যন্ত পুরু—ব্যারাইটা।

১৩৫। ” থর্‌থরে—* হ্রাস।

১৩৬। জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোস্কা-ফোস্কা, তাহা অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনাযুক্ত—* এপিস, কার্ব-ভ, থুজা।

১৩৭। ” ফোস্কা—সাইক্ল্যা।

১৩৮। ” অগ্রভাগে ফোস্কা—কার্ব-এনি, * ল্যাকে, লাইকো।

১৩৯। জিহ্বা-পার্শ্বে ফোস্কা—কার্ব-এনি, সিপি, থুজা, ** এপিস।

১৪০। জিহ্বার প্যাপিলী (Papillæ)† লাল— * এন্টি-টার্ট, বেল, মেজি, নক্স-ম, ষ্ট্র্যামো।

১৪১। " " লাল ও উঁচুউঁচু—একোন, * এন্টি-টার্ট।

১৪২। জিহ্বার প্যাপিলী উজ্জ্বল লাল এবং উঁচু উঁচু— ** বেলেডোনা।

১৪৩। " " উঁচু বড় বড়—* মেজি।

১৪৪। জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ ত্রিভুজাকৃতি—** হ্রাস।

১৪৫। জিহ্বার মধ্যভাগে এবং অগ্র পর্য্যন্ত লাল, শুষ্ক ডোরা —* ফস।

১৪৬। জিহ্বা উজ্জ্বল—এপিস, ** ল্যাকে, সিকেলী, * টেরিবি।

মুখের আস্বাদ ও তাহার পরিবর্ত্তন।

১। আস্বাদের পরিবর্ত্ত দেখিতে পাইলে—(১) একোন, এন্টি, আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ইপিকাক, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস, (২) ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, হিপা, কেলি, ন্যাট্রাম, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, ফস, স্যাবাই, সিপি, স্কুইল্, 'ষ্ট্যাফি, সালফ্, ভিরাট, (৩) এসাফি, ক্যালকে, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, ট্যারাক্সেকাম, ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। তীক্ষ্ণ আস্বাদ—(১) চায়না।

৩। তিক্ত আস্বাদ জন্য—একোন, ইউপে-পারফো, আর্ণি, আর্স, ** ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, ** চায়নি-সা, ** চায়না, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা,

---

† প্যাপিলী—সূতার অগ্রভাগের স্থায় ক্ষুদ্র অথচ কোমল লাল লাল, জিহ্বার উপরিভাগে সুস্থাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্যাপিলী বলে। ইহা থাকার দরুণই জিহ্বার উপরিভাগ নির্ম্মল নহে, অপিচ কোমল, বন্ধুর।

** নক্স-ভ, **পাল্স, স্ট্যাফি, সিপি, সোরি, সাইলি, সাল্ফা, ** ভিরেট্রা ; (২) এমোনি-কার্ব,কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, ড্রসি, ফেরা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, এন্টি-ক্রু, ইলাটি, ডালকা, জেলস, গ্র্যাফা, হিপা, থুজা, * কেলি-কা, ব্যাপটি, এরানি।

৪। মুখ তিক্ত ও তৎসঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কৃত—চায়নি-সা।

৫। মুখ তিক্ত ও ঈষৎ মিষ্ট—মিনিয়াস্থিস্।

৬। মুখ তিক্ত কিন্তু কিছু আহার করিলে ভাল বোধ হয়—সালফা, ** সোরি।

৭। রক্তের ন্যায় আস্বাদ—(১) ইপিকা, * সাইলি, জিঙ্ক ; (২) য়্যালাম, এমোনি, ফেরা, কেলি, ন্যাট্রা-মি, স্ট্যাবাইনা, সাল্ফা।

৮। অঙ্গারের ন্যায় স্বাদ—(১) সাইক্ল্যামেন, পাল্স, নক্স-ভ, র‍্যানান্, স্কুইল, সালফা।

৯। ত্যক্তজনক স্বাদ—(১) ** পালস, ** বেল, হাইয়স্।

১০। পূঁজের ন্যায় স্বাদ—(১) মার্ক, ন্যাট্রাম, পালস।

১১। কর্দ্দমের ন্যায় স্বাদ—(১) ক্যানাবিস, চায়না, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস, পাল্স, ষ্ট্যান্না।

১২। জলের ন্যায় এক প্রকার স্বাদ—(১) ব্রাই, চায়না, ব্যাপটি, পাল্স, ষ্ট্যাফি, * ক্যাপসি, ইপিকা, হ্রাস, সাল্ফ ; (২) ইগ্নে, ন্যাট্রামি, একোন, এন্টি, আর্ণি, আর্স, বেল, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, রুটা, ষ্ট্যান্না।

১৩। ডিম ইত্যাদি পচার ন্যায় মুখের স্বাদ—(১) একোন, ** আর্ণি, কষ্টি, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, মার্ক, পালস্, হ্রাস, সালফা ; (২) বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফেরা, ফস, ফস-এসি।

১৪। পচা স্বাদ—(১) বোভি, ক্যামো, এনাকা,** বেল, হিপা, হাইয়স্, ** নক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যান্টা, পডো, ** আর্ণি, ক্যাপসি, নক্স-ভ, ভিরাট, ** সোরি, পাল্স, জেলস, ক্যাল্কে।

১৫। তৈলাদি স্নেহ পদার্থের ন্যায় স্বাদ—(১) য়্যালাম, * য়্যাসাফি, কষ্টি, * লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাইনা,* সাইলি, ভিরাট।

১৬। ঘাসের ন্যায় স্বাদ—(১) নক্স-ভ, ফস-এসি, পাল্স, সাসাফ্রাস, ভিরাট, ষ্ট্র্যামো, সালফা।

১৭। তামাটে স্বাদ—(১) এগ্নাস, এমোনি, ক্যালকে, * ককিউ, কুপ্রা, ন্যাট্রা-মি ল্যাকে, নক্স-ভ, হ্রাস ; (২) য়্যালাম, কলোসি, সাসাফ্রা, সেনিগা, সালফা, জিঙ্ক, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * হিপা, সার্সা, * ইস্কিউ।

১৮। স্বাদ লৌহের ন্যায়—(১) ক্যালকে।

১৯। মণ্ডের ন্যায় আঠা আঠা স্বাদ—(১) আর্ণি, বেল, ক্যামো, চায়না, ** পালস, ল্যাকে, ডিজি, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, (২) মার্ক, নক্স-ভ, * পিট্রো, ফস্, প্ল্যাটী, হ্রাস।

২০। চর্ব্বিবৎ আস্বাদ—লাইকো।

২১। পচা তৈলের ন্যায় স্বাদ—(১) য়্যালাম, য়্যাম্ব্রা, য়্যাসাফি, ব্রাই, ক্যামো, * ইপিকা, মিউর-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, সালফা, কার্ব-ভ।

২২। লবণাক্ত আস্বাদ—(১) আর্স, কার্ব-ভ, * মার্ক, * ফস্, ফস-এসি, পালস, * সিপি, জিঙ্ক ; (২) চায়না, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো, ** ন্যাট্রা-মি, গ্র্যাফা, আইয়ড, নক্স-ম, নক্স-ভ, হ্রাস, সাল্ফা, ভিরাট।

২৩। অম্ল আস্বাদ—(১) এমোনি, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ** নক্স-ভ, হিপা, ফস্, পডো, পালস, সালফা ; (২) য়্যালাম, কার্ব-এসি, * ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, ইগ্নে, * ল্যাকে, ** লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, সিপি, ট্যারাক্সে ; (৩) ব্যাপ্টি, ভিরাট।

২৪। প্রত্যেক পদার্থের স্বাদই অম্লরূপে পরিবর্ত্তিত হয়—*ল্যাকে।

২৫। মিষ্ট আস্বাদ—(১) বেল, ব্রাই, চায়না, ডিজি, মার্ক, নাইট্রি-

এসি, * ফস, প্লাম্বা, * স্থাবাডি, স্কুইল, ষ্ট্যান্না, সালফা, (২) একোন, স্যালাম, এমোনি; * কুপ্রা, ফেরা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, হ্রাস, সার্স, সালফ-এসি।

২৬। ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ—(১) ইপিকা।

২৭। খাদ্য দ্রব্য তিক্ত আস্বাদযুক্ত—(১) ** ব্রাই, কলোসি, ফেরা, হিপা, হ্রাস, সালফা, চায়না।

২৮। জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত—(১) একোন।

(ক) জল তিক্ত বোধ হয়—* আর্স।

২৯। ভোজন এবং পানের পর মুখে তিক্তস্বাদ—(১) আর্স, ব্রাই, * পাল্স, হ্রাস, নাইট্রি-এসি।

৩০। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে মুখ তিক্ত—কার্ব-ভ, পালস।

৩১। জল এবং খাদ্য দ্রব্য তিক্ত—(১) চায়না, পাল্স।

৩২। সমস্ত পদার্থই তিক্ত—** ব্রাই।

৩৩। আহারের পর মুখ পচাবোধ—(১) হ্রাস-টক্স।

৩৪। খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত লবণবোধ—(১) কার্ব-ভেজি, সালফাব।

৩৫। খাদ্যদ্রব্য টক লাগে—(১) ক্যালকে, চায়না, ক্যাপসি, লাইকো।

৩৬। আহারের পর মুখে টক আস্বাদ—(১) কার্ব-ভ, ককিউ, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি।

৩৭। দুগ্ধ আহারের পর মুখে টক আস্বাদ—(১) কার্ব-ভ, সালফা।

৩৮। রুটি মিষ্ট বোধ হয়—(১) মার্কিউরিয়াস।

৩৯। রুটি তিক্ত—ডিজি, ড্রসি।

৪০। বিয়ার নামক মদ মিষ্ট বোধ হয়—(১) পাল্স।

৪১। তামাক টক বোধ হয়—(১) ষ্ট্যাফি।

৪২। তামাক তিক্ত—(১) ককিউলাস।

৪৩। তামাক খাইয়া বমি বমি ভাব হয়—(১) ইপিকাক।

৪৪। তামাক খাওয়ার (ধুমপান) পর মুখ তিক্ত—**এনাকা, পাল্স।

৪৫। প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত—(১) আর্ণি, পাল্স।

৪৬। " মুখ পচা—(১) হ্রাস, সাল্ফা।

৪৭। " মুখ টক—(১) নক্স-ভ, সাল্ফা।

৪৮। " মুখ মিষ্ট—(১) সাল্ফার।

৪৯।—মুখে কোন স্বাদই অনুভব হয় না—(১) * বেল, লাইকো, * ন্যাট্রা-মি, ফস, * পাল্স, ** পডো, সাইলি ; (২) য়্যালাম, এমোনি-মিউ, এনাকা, ক্যালকে, হিপা, হাইয়স, কেলি, ক্রিয়েজো, * ক্যাম্ফা, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ভ, সিকেলী, সিপি, ভিরাট।

৫০। পক্ষাঘাত ইত্যাদি স্নায়বীয় পীড়া হেতু মুখে স্বাদ না থাকিলে—(১) বেল্, হাইয়স, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সিপি, ভিরাট।

৫১। সর্দ্দি ইত্যাদি লাগা হেতু কোন প্রকার স্বাদ অনুভব করিতে না পারিলে—(১) নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) য়্যালাম, ক্যালকে, হিপা, ন্যাট্রা-মি, সিপি।

লালা বা থুথু।

লালা একটী গুরুতর বিষয় বটে। ইহার আস্বাদন ও অন্যান্য অবস্থা, ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

আমি পাবনা থাকা কালে ডাক্তার জগৎ চন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের নিউমোনিয়া নামক পীড়া হইয়াছিল। তাঁহার এই পীড়ার জন্য প্রথমতঃ যে কয়টী ঔষধ ব্যবহার করি, তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় না।

তাঁহার থুথু অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া তিনি অতিশয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; মুখের স্বাদও তৎসঙ্গে লবণাক্ত ছিল। দেখ !!

থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মার্ক্‌রিয়াস-সলিউবিলিস্ নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম। তাঁহার অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণের মধ্যে:——কাশিবার সময় বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ও তজ্জন্য কাশিতে অক্ষম; গলার ভিতর সর্ব্বদা তিড়বিড় ভাব, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি; থুথুর স্বাদ লবণাক্ত; সামান্য জোরে কথা বলিতে দম-আটকার ন্যায় ভাব; দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্ব—উভয় পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে না পারিয়া প্রায়ই চিৎ অবস্থায় থাকিতেন; ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টে, মার্কিরিয়াস সলিউবিলিস নামক ঔষধই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলাম; এবং ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ২। ৩ মাত্রা দেওয়ার পর ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার করায় পীড়া উপশম হইয়া আসিল। এস্থলে আমি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, "থুথুর লবণাক্ত স্বাদই" আমাকে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস" নামক ঔষধকে দেখাইয়া দিয়াছিল। আমি সেই নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে ঐ রোগের অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণ মিলাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং ইহা যে বন্ধুবর জগৎ বাবুর উপযুক্ত ঔষধ তাহাতে দৃঢ় নিশ্চয় হইলাম। এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে অতি আশ্চর্য্য ফলও পাওয়া গেল।

যাহা হউক থুথু ইত্যাদির এক একটী বিশেষ পরিষ্কার লক্ষণ, ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করিবে; একথা মনে রাখিয়া এই সামান্য থুথু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে শিথিল প্রযত্ন হইও না।

১। লালা তিক্তস্বাদ—(১) আর্স, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, চেলি, কোকা, * কেলি-বাই, লাইকো, ম্যাগ্নে. ফাইটো।

২। লালা রক্তময়—(১) একোন, * আর্স, ক্যাম্ফ, সিকুটা-ভি, হাইঅস, ক্রিমেটী, ক্যাল্ট্রোফা, জেল্‌স, ক্যালি-আইও, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, সিকেলী, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

শ্রীধর বাগছীর পুত্র বয়স দেড়বৎসর। ইহার প্রায় ছয় মাস হইল সময়ে সময়ে পাতলা রক্তবমন হয়; এই কথা তাহার পিতা বলেন, কলিকাতার বড় বড়

এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না। এই রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিলে অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম যে, রোগী যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন জলবৎ পাতলা রক্তে বালিস ভিজিয়া যায়। তাহাতে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, তাহার রক্তময় লালা মুখ হইতে নির্গত হয়। বালক সেই লালা গিলিয়া ফেলে, এবং পরে তাহাই বমন হইয়া যায়। এই প্রকার বমন অর্দ্ধসের পরিমাণও কখন কখন হইত। এস্থানে বলা আবশ্যক যে রোগীর গলা পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল; তাহার গলায় কোন ক্ষত নাই যাহা হইতে রক্তস্রাব সম্ভব করা যাইতে পারে। পেটে ও পাকস্থলী-স্থানে বেদনা বা কোন অসুখ নাই যাহাতে রক্তস্রাব সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষতঃ রোগীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল; তাহাতেই উহা যে রক্তময় লালা বমন এবং প্রকৃত রক্ত বমন নহে, তাহা স্থির করিলাম। প্রথম সিকেলী ৬ষ্ঠ শক্তি দিলাম তাহাতে সামান্য উপকার হইল; পরে সিকুটা ৬ষ্ঠশক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল।

৩। লালা জমাট ও গন্ধ ভিনিগার মদ্যের ন্যায়—(১) চায়না।

৪। শীতল লালা—(১) এসেরাম, সিষ্টাস্, মার্ক-কর্, ফাইটো।

৫। লালা দেখিতে কার্পাস তুলার ন্যায়—(১) বার্বেরিস, নক্স-ম, পালস্।

৬। লালা মাখনের ন্যায় (কথা বলার পর)—(১) সিড্রন।

৭। লালা অত্যল্প নির্গত হয়—(১) য়্যাস্পারেগাস, আর্স, বার্বেরিস, কোকা, হাইয়স, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, প্লাম্বাম।

৮। লালার আস্বাদ-ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায়—(১) ফস্।

৯। লালার লৌহবৎ আস্বাদ— ** মার্ক, সিমি।

১০। ফেনাযুক্ত লালা—১) একোন, এসিটিক-এসি, এপিস, ব্রাই, ক্যানা-ই, কার্বলিক-এসি, ক্যাস্থা, ইগ্নে, * কেলি-বাই, ফস-এসি, ফাইটো, পিক্রি-এসি, স্পাবাডি।

১১। লালা চক্‌চকে—(১) ষ্ট্রামো।

১২। লালার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—(১) এণ্টি-ক্রু, বেল, ক্যাল-কে-কা, * কার্ব-ভ, চায়না, * কলচি, * ডিজি, ডালকা, গ্র্যাফি. হেলে, হিপোমে, হাইড্রেকো, আইরিস-ভ, ** জেবরেণ্ডা, জেট্রো, ** মার্ক-ভ, মেজি, * পাল্‌স, ত্রিয়াম, স্থাবাডি, সেঙ্গু।

(২) একোনাইটাম, ফেমেবাম, ইস্কিউ, থুজা, এগারিকাস-মাস্ক, এলুমিনা, য়্যাম্ব্রা, এমোনি-কার্ব, এণ্টি-টার্ট, এপিস, এপোসাইনাম, আর্জেণ্ট-নাইট্রাস, আর্স, য়্যারাম, এট্রোপি, অরাম-মেটা, ব্যাপ্‌টি; বেল, বোভি, ব্রাই, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্থা, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিকুটা-ভি, চায়নি সাল্‌ফ, সিমিসি, কলচি, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টি, কুপ্রা. ডেফনি, ডিজি, ডায়োস্কো, ড্রসি, ফেরাম-মেটা, গ্লোনইন, হেলে, হিপার, হাইয়স, ইগ্নে, আইয়ড, * ইপিকা, কেলি-ব্রাই, কেলি-আইয়ড, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, * মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আইয়ড, মার্ক-নাইট্রা, মার্ক-সল, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, অক্সাইডাম-এসি, ফস, ফাইজো, প্ল্যাটী, * পডো, পালস, হ্রাস, রিসিনাস, সিকেলী, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, সালফ-এসি, ট্যাবেকাম, থিযা, ভিরাট্, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

১৩। লালা তামাটে-আস্বাদযুক্ত—সিড্রন, ক্যামো, কেলি-বাই, লাইকো, ফাইটো, থুজা ** মার্ক।

১৪। লালা দুর্গন্ধময়—(১) ** মার্ক, পিট্রো, ভ্যালিরি, প্লাম্বাম, * ডিজি, হিপা, নাইট্রি-এসি।

১৫। রাত্রিতে লালা দুর্গন্ধময়—(১) মার্ক-সল।

১৬। লালা লবণাক্ত—(১) এমোনি-কার্ব, * এণ্টি-ক্রুড, কল্‌চি, ইল্যাপস, ডিজি, হাইয়স, * কেলি-বাই, আইয়ড, কেলি-আইয়ড, ল্যাকটি-এসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ** মার্ক-সল, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা ভিরাট।

১৭। চট্‌চটে লালা—(১) ক্যাম্ফ, গ্লোনইন, মার্ক-সল, প্লাম্বাম, হ্রাস-টক্স।

১৮। টক আস্বাদযুক্ত লালা—(১) য়্যালাম, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাল-ফস,

কার্বনিয়াম-অক্সাইডাম, ক্রোটন-টি, ইগ্নে, কেলিবাই, লাইকো, ট্যারাক্সে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, সিকেলী, সালফা, থুজা।

১৯। লালা অত্যন্ত আঠার ন্যায়—এপিস, আর্জেণ্টাম-নাইট্রাম, আর্স, ব্যাপটি, বেল, বার্ব্বেরিস, সিমিসি, ক্রোটেলাস, ডিজি, কোনা, ইল্যাপ্স, * কেলি-বাই, ন্যাট্রা-কার্ব, ফাইটো, সেনিগা, থিরা, ** আইরিস-ভ, * মার্ক-স, * ক্যাম্ফ, মার্ক-ক।

২০। লালা আঠাযুক্ত ও রজ্জুখণ্ডবৎ—কুপ্রা, ** কেলি-বাই, ট্যারাক্সে, আইরিস-ভ, মার্ক-সল।

২১। কথা বলার সময় মুখের লালা অত্যন্ত আঠাযুক্ত হয়… (১) সিড্রন।

২২। লালা মিস্ট স্বাদযুক্ত—(১) এলুমিনা, অরাম, ক্যাম্বা, ক্যামো, চায়না, * ডিজি, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বাম, পালস, স্কাবাইনা, সিপি, থুজা।

২৩। লালা ভারী—(১) আর্স, বেল, কার্ব-এসি, সিড্রন, ক্রোটেলাস, ল্যাকনান্থি, নক্স ম, ওপি, ফাইটো।

২৪। মুখ দিয়া জল উঠা—(১) পাল্স, জিঙ্ক, এসিটাম্।

২৫। লালা হলুদ বর্ণ—(১) সাইক্ল্যা, জেল্স, হাইড্রোকোবিন, লাইকো, মার্ক-কর, ফাইটো, হিপোমে।

২৬। লালা তৈলবৎ—কিউবেব।

মুখগহ্বর।

১। মুখগহ্বরে য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত—ইথু, আর্স, ব্যাপটি, ** বোবা, ক্যাল-কা, ক্যাম্বা, ক্যাপসি, ডালকা, গাম্মি-গা, হেলে, হিপোমেনি, আইয়ড, ম্যাগ্নে-কা, ** মার্ক-ভ, * মিউর-এসি, ন্যাট্রামি, নাইট-এসি, * সার্সা, সিপি, ষ্ট্যাফি, * সাল্ফা, * সালফ-এসি।

২। মুখ চোকান—বেল, ** ষ্ট্র্যামো।

৩। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তপাত—আর্জেণ্টা-না, ব্যাপটি, কার্ব-ভেজি, নার্ক-ভ, ফস্-এসি, নক্স-ভ, প্ল্যাণ্টো, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক।

৪। মাড়ীতে ঘা—আর্জেণ্টা-না, বোলি, জেলস্।

৫। মাড়ী রক্তপতনশীল—ডালকা, * মার্ক ভ, ম্যাট্র্া-মি, নাইট্রি-এসি, * ষ্ট্যাফি।

৬। মাড়ী স্ফীত—ক্যাল-কা, ক্যাম, জেলস, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, নক্স-ভ, ফস এসি।

৭। মাড়ী স্ফীত যেন কালজলপূর্ণ—* ক্রিয়েজো।

৮। মুখগহ্বর হইতে রক্তপাত—বোরা, হিপমে।

৯। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা—** আইরিস-ভা।

১০। মুখ মধ্যে জ্বালা—এসাফি, হিপোমে, * আইরিস-ভা, জেট্রো, টেরাক্সে।

১১। মুখের কোণে ক্ষত—ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * এণ্টি-টার্ট।

১২। মুখের কোণে ফুস্কুড়ি বা চর্ম্মোদ্ভেদ (ইরাপসন)—হিপা, ইগ্নে, ** ন্যাট্রা-মি, ** নক্স-ভ, * হ্রাস।

১৩। মুখগহ্বরস্থ ঝিল্লি ফেঁকাশে বা রক্তশূন্য—* ইউপেটো-পারফো, ** ফেরা।

১৪। মুখগহ্বর শুষ্ক—ইস্কিউ, এসাফি, বেল, ব্রাই, ক্যাল-কা, ক্যাল-ফস, ক্যাম্ব, ক্যাম, কুপ্রা, হিপোমে, জেট্রো, কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ওপি, পালস, সিকেলী।

১৫। মুখগহ্বরে ফেনা—ফস্-এসি।

১৬। „ „ উত্তাপ—বোরা, কলচি।

১৭। মুখগহ্বর প্রক্ষালনে অত্যন্ত ইচ্ছা—** নকস-ভ, * থুজা।

১৮। মুখগহ্বর সাদা কোটীংযুক্ত কিন্তু স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত, কাল আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল—টেরাক্সে।

১৯। মুখপ্রসারিত—বেল।

২০। মুখ ক্ষতভাবাপন্ন—ব্যাপটি, * ক্যান্থ, ডিজি।

২১। মুখে চট্‌চটে মিউকাস—* ষ্ট্যাট্রা-মি, ফস-এসি, পালস্, সিনা।

২২। মুখে সদ্য ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ—* টেরাক্সে।

——o——

জিহ্বা, লালা, স্বাদ এবং মুখগহ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। } :———

একোনাইটাম্—মুখ এবং জিহ্বা—প্রকৃতরূপে শুষ্ক হয়, অথবা শুষ্ক হওয়ার ন্যায় রোগীর নিকট বোধ হইয়া থাকে। জিহ্বা বোধ হয় যেন বড় হইয়াছে। জিহ্বাতে জ্বালা কিম্বা ঝিঁঝিঁ ধরার ন্যায় ভাব ও খোঁচানবৎ বোধ। জিহ্বায় সাদা অথবা হরিদ্রাভ সাদা কোটীং। জিহ্বা কম্পিত এবং কখনও কখনও তোতলার ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। জিহ্বা একখণ্ড শুষ্ক চর্ম্মের মত বোধ হয়। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে। মুখ দিয়া লাল পড়ে।

স্বাদ—জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত বোধ হয়। পচা। মিষ্ট। পচা ডিম্বের ন্যায়।

ইস্কিউলাস্—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত বোধ হইয়া পরে মিষ্ট বোধ হয়। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বা—সাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ যেন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ হয়। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে না।

এগারিকাস্—জিহ্বা—শুষ্ক। সাদা কোটীংযুক্ত। গোলমরীচ জিহ্বায় লাগিলে যেরূপ জ্বালা হয়, তদ্রূপ জ্বালা হইতে থাকে। জিহ্বা নির্গত হইবার কালে কাঁপিতে থাকে। কথা অসংযুক্ত।

এইল্যান্থাস্—জিহ্বা— * শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং যেন ভাজা হইয়াছে। অত্যন্ত পুরু, সাদা কোটীং। মধ্যভাগ কটা রংবিশিষ্ট। সজল এবং সাদা কোটীং, অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল।

এলোজ—স্বাদ—তিক্ত। টক। ইংরাজী কালী অথবা লৌহের ন্যায় স্বাদ। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বায়—হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং। জিহ্বা তিক্ত, শুষ্ক, রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষত।

এলুমিনা—জিহ্বা -অপরিষ্কার। হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে মুখ শুষ্ক এবং সন্ধ্যার সময় লালা নিঃসরণ। মুখ ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

য়্যাম্ব্রা-গ্রিশিয়া—জিহ্বা—শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। মুখ—তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর মুখ তিক্ত। মুখে দুর্গন্ধ। * ব্যান্থলা পীড়া।

এমোনি-মিউ—জিহ্বা—হরিদ্রাভ-কোটীংযুক্ত (দুগ্ধের বর্ণবৎ হইলে—এণ্টি-ক্রুড্ নির্দ্দেশিত হয়)। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কার ন্যায় ও তাহাতে জ্বালা।

এণ্টি-ক্রুড্—জিহ্বা— * দুগ্ধের ন্যায় সাদা কোটীংযুক্ত। * অথবা সাদা, পুরু ক্লেদযুক্ত। পার্শ্বদ্বয় লাল ও ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

এণ্টি-টার্টা—জিহ্বা—* লালবর্ণ, দীর্ঘ ডোরাবিশিষ্ট। * মধ্যস্থল অত্যন্ত লাল ও শুষ্ক। * মণ্ডের ন্যায় সাদা, পুরু ক্লেদ। * অত্যন্ত পাতলা, সাদা কোটীং এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয় এবং পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ থাকে। মহাত্মা হেরিং জিহ্বার এই কয়েকটা অবস্থা দৃষ্টে যখনই এণ্টি-টার্টা ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াছেন।

স্বাদ—লবণাক্ত, টক এবং তিক্ত কিম্বা পচা ডিম্বের ন্যায়। আহার্য্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তামাকে কোন স্বাদ লাগে না।

এপিস—জিহ্বা—শুষ্ক। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল, মোটা এবং দেখিতে শুষ্ক ও চক্‌চকে। জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষত অথবা ফুস্কুড়িময়। জিহ্বার প্রদাহ। সাদা কোটীং।

মুখ—গলা ও মুখের ভিতর উত্তাপ লাগিয়া (উত্তপ্ত তরল পদার্থের) পুড়িয়া যাওয়া। লালা ফেনাযুক্ত ও আঠামর।

আর্জেণ্টা-মেটা—জিহ্বা—ক্ষত এবং জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়িপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক।

মুখ—মুখের ভিতর চট্‌চটে আঠাযুক্ত লালা হেতু কথা স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। * মুখে দুর্গন্ধ।

আর্জেণ্টা-নাইট্রি—জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লালবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত; প্যাপিলীগুলি প্রবর্দ্ধিত এবং উচ্চ, মহাত্মা হেরিং, জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণমধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বা শুষ্ক; কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, দাঁত এবং জিহ্বা উভয়ই কাল দেখায়; জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়।

স্বাদ—ঈষৎ মিষ্টযুক্ত-তিক্ত; টক, তামাটে; কষায়; স্বাদশূন্য অবস্থা।

আর্ণিকা—জিহ্বা—সাদা ক্লেদযুক্ত; শুষ্ক এবং মধ্যস্থলে কটা রংবিশিষ্ট দাগ সমস্ত। শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময়ে এই ঔষধ টাইফাস্‌ এবং রেমিটেণ্ট ফিবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখ—শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা; * মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ হওয়া ইহার একটা প্রধান লক্ষণ।

স্বাদ—তিক্ত; পচা; অথবা পচা ডিম্বের ন্যায়।

আর্সেনিক—জিহ্বা—* জিহ্বায় অত্যন্ত জ্বালা; জিহ্বার মূলদেশের উপরিভাগে ও ভিতরে স্ফীত, * জিহ্বা শুষ্ক এবং অনৈসর্গিকরূপে লাল ও তৎসঙ্গে অগ্রভাগস্থ প্যাপিলীগুলি অত্যন্ত বড় বড়; * সীসকের রংবিশিষ্ট। * জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ এবং তাহা দন্তের সহিত সংলগ্ন থাকা হেতু তাহাতে দন্তের ছাপ উঠিয়া থাকে। * জিহ্বার গ্যাংগ্রিন অর্থাৎ পচন অবস্থা।

* অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত দাগ ও তাহাতে অগ্নির ন্যায় জ্বালাবোধ। (ডাঃ হেরিং)। জিহ্বার উপরোক্ত কয়েকটী লক্ষণই মহাত্মা হেরিং এই ঔষধের অতি প্রধান এবং সর্ব্বদা পরীক্ষিত লক্ষণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগে লাল দাগ সমস্ত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পুরু ক্লেদ। পার্শ্বদ্বয় লাল। ঈষৎ সাদা। হরিদ্রাভ-সাদা, যেন সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। কটা অথবা কালবর্ণ। জিহ্বা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। জিহ্বা এক খণ্ড চর্ম্মের ন্যায় ও সম্পূর্ণ অচল এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার স্বাদরহিত অবস্থা। মুখাভ্যন্তরে এবং জিহ্বাতে য়্যাপ্থি নামক ক্ষত। জিহ্বার মূল দেশ স্ফীত।

স্বাদ—কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক। ত্যক্তজনক। গলার ভিতর মিষ্ট বোধ। অম্ল তামাটে তিক্ত ও পচা আস্বাদ। আহার্য্য দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ। লবণ কম বোধ। টক বোধ।

মুখের—* অভ্যন্তর শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। * মুখে য়্যাপ্থি নামক ক্ষত, তাহা লাল কিম্বা নীলাভ দেখায়। কথা বলিতে অক্ষম। অত্যন্ত লালা; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলে। লালা পরিমাণে কমিয়া আইসে। মুখের ভিতর ও জিহ্বাতে ফুস্কুড়ি দেখা যায়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—জিহ্বা—স্ফীত ও পুরু বোধ, এবং তদ্দরুণ কথা কহিতে কষ্ট হয়। জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাবর্ণ। প্রথমতঃ জিহ্বা সাদা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয়, পরে মধ্যভাগ হরিদ্রাভ কটা রঙ্গের হইয়া উঠে, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং চক্‌চকে থাকে। শুষ্ক, এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ। পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধসহ প্রাতে জিহ্বা কটাবর্ণ। কাল এবং কটাবর্ণের শ্লেষ্মাময়, এবং রক্তময় মল ও তৎসঙ্গে কটা জিহ্বা (টাইফয়েড্ এবং রেমিটেণ্ট জ্বরে এ প্রকার অবস্থা অনেক সময় দেখা যায়)। * জিহ্বা ক্ষত, ফাটা ও বেদনাযুক্ত।

স্বাদ—তিক্ত এবং পাতলাভাবাপন্ন।

মুখে—দুর্গন্ধ। মুখগহ্বরে ক্ষত, অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হয়। স্পষ্ট বিকসিত ক্ষত। ক্যাঙ্ক্রামরিস্ (প্লীহা মামরকি ঘা) ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত লালা

নিঃসরণ। দাঁতের মাড়ী সমস্ত আল্গা। কোমল। কৃষ্ণমিশ্রিত লাল অথবা বেগুনে রংবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধময়। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (জ্বরে) নিশ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। লালা বহুল চট্‌চটে এবং এক প্রকার পাতলা স্বাদযুক্ত।

ব্যারাইটা-কার্ব—জিহ্বা—অসাড়। কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট। জিহ্বার মধ্যভাগ কঠিন ও স্পর্শ করিলে জ্বালা বোধ। জিহ্বার বামপার্শ্ব ফাটা এবং তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগে, অগ্রে ও নিম্নে ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে।

মুখ—পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব। নিদ্রাবস্থায় মুখ দিয়া লাল পড়া। সমস্ত মুখের ভিতরেই ফুস্কুড়ি।

বেলেডোনা—স্বাদ—লবণাক্ত। টক। তিক্ত। দুর্গন্ধময়। কিছু আহার বা পান করিবার সময় পচা স্বাদ বোধ হয়। রুটির আস্বাদ টক লাগে।

জিহ্বা—স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। প্যাপিলী সমস্ত ঘোর লালবর্ণ। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় পাতলা লালবর্ণ। তোতলা কথা। বোধ হয় যেন জিহ্বাগ্রে কোন ফুস্কুড়ি উঠিয়াছে, এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হইয়া থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুষ্ক এবং শীতল বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা ও পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা দুইটী সাদা ডোরাযুক্ত। জিহ্বার উপর সাদা আঠাযুক্ত ক্লেদ, তাহা টানিলে সূতার মত উঠে। শুষ্ক এবং ক্লেদযুক্ত। জিহ্বা চট্‌চটে, হরিদ্রাভ সাদা মিউকাসে আবৃত। লালা ঘন, চট্‌চটে ও সাদা এবং জিহ্বাতে আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে।

মুখ—মুখ শুষ্ক ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা নিঃসরণের পরে মুখ শুষ্ক। প্রাতে মুখ আঠাযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

বোরাক্স—জিহ্বা—শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ ফুস্কুড়িপূর্ণ, জিহ্বা শক্তবোধ ও তাহাতে য়্যাপথি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখের ভিতর এবং গালে য়্যাপথি নামক ক্ষত ও খাইবার সময় রক্তপাত হয়। সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দগ্ধের ন্যায় এবং কুঞ্চিত বোধ হয়। শিশুর মুখ বেদনাযুক্ত। মাতৃস্তন্য পান করিতে দিলেই শিশু কাঁদিয়া অস্থির হয়।

ব্রাইওনিয়া—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত। ত্যক্তজনক তিক্ত। খাদ্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। অভুক্ত অবস্থায় মুখ তিক্ত থাকে।

জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত। জিহ্বা কর্কশ। ফাটাফাটা এবং প্রায়ই কালবর্ণের আভাযুক্ত কটা। জিহ্বা শুষ্ক। অগ্রভাগ সজল। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

মুখ—মুখ এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক। জল পান করিলে আপাততঃ একটু ভাল বোধ হয়। মুখে সাবানের ফেনার ন্যায় থুথু। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই, অথবা তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলপান ইচ্ছা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধময় জঠুর শ্লেষ্মা, কখনও বা মটর পরিমাণ ছানার টুকরার ন্যায় গোলাকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব—স্বাদ—তিক্ত, টক ও পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বার নিম্নভাগের গ্রন্থি সমস্ত প্রবর্দ্ধিত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা; যেন কোন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ। গরম খাদ্য ও পানীয়তে জ্বালা বৃদ্ধি। জিহ্বার পৃষ্ঠে, পার্শ্বে এবং অগ্রভাগে ক্ষত, তাহাতে আহার করা ও কথা বলা নিতান্ত কষ্টকর। কথা অস্পষ্ট এবং কষ্টকর।

মুখ—মুখ আঠা আঠা। গালের ভিতর এবং জিহ্বাতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। টন্‌সিল গ্রন্থিতে হরিদ্রাভ সাদা ক্ষত। লালা—অম্লযুক্ত।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা—স্বাদ—যাহা কিছু খায় তাহাই অত্যন্ত উপাদেয় ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই। তোতলা কথা।

ক্যান্থারিস—স্বাদ—তিক্ত। অথবা আলকাতরার ন্যায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং পুরু ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার উপর পুরু ক্লেদ। পার্শ্বদ্বয় লাল। জিহ্বার মূলদেশের কতকভাগ ফোস্কাপূর্ণ; কতকভাগ যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে। কম্পিত অবস্থা।

মুখ—মুখের ভিতর লাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাপূর্ণ। ক্ষত তাহাতে জ্বালা ও বেদনা। মুখ এবং তালুর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত শুষ্ক। মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বেদনা।

লালা—পরিমাণে অধিক ও স্বাদশূন্য, অথবা নিতান্ত ত্যক্তজনক মিষ্ট। তালু এবং আল-জিহ্বা অত্যন্ত লালবর্ণ। মুখের ভিতর ফেনার ন্যায় থুথু দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে মুখের ভিতর রক্ত দেখা যায়।

কার্ব-ভেজি—স্বাদ—লবণাক্ত। আহারের পূর্ব্বে এবং পরে মুখ তিক্ত। মুখ তিক্ত ও শুষ্ক।

জিহ্বা—প্রদাহ হইয়া জিহ্বা শক্ত হইয়া উঠে। জিহ্বা ভারী, এবং কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়। জিহ্বা সাদা। হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত কটারঙ্গের কোটিং। জিহ্বা শুষ্ক, যেন ভর্জ্জিত এবং কাটাফাটা। জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক। কোমল। জিহ্বা কাল হইয়া যায়।

মুখ—মুখ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা পরিমাণে অধিক। মুখ উষ্ণ। জিহ্বা অচল। লালা রক্তময়। দাঁতের মুসলা হরিদ্রাবর্ণ। দাঁতের গোড়া আলগা; এবং ক্ষতযুক্ত। নাক এবং মুখ দিয়া রক্তপাত।

কষ্টিকাম্—স্বাদ—তৈলের ন্যায়। পচা। তিক্ত।।

জিহ্বা—জিহ্বার অসাড় অবস্থা। কথা বলিতে অক্ষম। জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি। জিহ্বার দুই পার্শ্ব সাদা ও মধ্যভাগ লালবর্ণ।

মুখ—মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। মুখ ও গলার ভিতরে অত্যন্ত শ্লেষ্মা।

ক্যামোমিলা—স্বাদ—তিক্ত। টক। পচা চর্ব্বির ন্যায়। পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত। হরিদ্রাভা; অথবা পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগ লালবর্ণ, লাল ফাটা ফাটা দাগযুক্ত। শুষ্ক, সাদা ও মধ্যে মধ্যে লাল দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

সিনা—জিহ্বা—ঈষৎ কটা রংবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ-কোটিং। ঈষৎ সাদা কোটিং।

মুখ—মুখে ফেনাময় লালা, এবং বুকের ভিতর ঘড়ঘড়ে কাশি।

চায়না বা সিঙ্কোনা—স্বাদ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রাতঃকালে মুখ পচা। গলার ভিতর তিক্তবোধ। জলের ন্যায় স্বাদ। খাদ্য অত্যন্ত তিক্ত বা অত্যন্ত লবণাক্ত।

জিহ্বা—সাদা। হরিদ্রাবর্ণ। পুরু ক্লেদবিশিষ্ট। প্রাতে জিহ্বা সাদা। শিশু রাত্রিতে অস্থির হয়। খাইতে ইচ্ছা নাই। কাল। অথবা যেন ক্ষত ও দগ্ধ অবস্থার ন্যায় বেদনাযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা হইয়া লালা নিঃসরণ হয়। দিবারাত্রি লালা নিঃসরণ (পারদ ব্যবহারের অনেক বৎসর পর)। পাকস্থলীর দুর্ব্বল অবস্থা।

কল্‌চিকাম্—জিহ্বা—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। ভারী এবং শক্ত ও অসাড়। কষ্টের সহিত মুখের বাহির করা যায়। কথা কহিতে অক্ষম (টাইফাস্ জ্বরে)।

কলোসিন্থ—স্বাদ—খাদ্য এবং পানীয় পদার্থে তিক্তস্বাদ বোধ।

জিহ্বায়—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ কোটিং। কর্কশ। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা।

কোনায়াম্—জিহ্বা—শক্ত। স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। কষ্টের সহিত কথা বলে।

স্বাদ—তিক্ত। স্বাদশূন্য অবস্থা। অল্প পরিমাণ দুগ্ধপানমাত্রই হঠাৎ উদর স্ফীত হইয়া উঠে।

কুপ্রাম্-মেটা—স্বাদ—মিষ্ট অথবা ঈষৎ মিষ্ট-তামাটে। মুখ—শুষ্ক (মস্তিষ্কের রোগে)।

জিহ্বা—লাল। শুষ্ক এবং কর্কশ। প্যাপিলী বড় বড়; সাদা কোটিং। হরিদ্রাভ, অথবা কটাবর্ণের কোটিং।

ডিজিটেলিস—জিহ্বায়—সাদা কোটিং।

স্বাদ—জলবৎ অথবা ঈষৎ মিষ্ট ও তৎসঙ্গে সর্ব্বদাই মুখে জল উঠে।

ডাল্‌কামেরা—স্বাদ—তিক্ত।

জিহ্বা—চুলকাইতে থাকে। মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক। শুষ্ক এবং স্ফীত জিহ্বা। শীতল বাতাস অথবা শীতল জল লাগিলে জিহ্বা ও মাড়ী জড়তা প্রাপ্ত হয়।

মুখ—শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

ইউপেটো-পারফো—জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাভ-ক্লেদযুক্ত। স্বাদ তিক্ত।

ফেরাম-মেটা—জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত।

মুখ—শুষ্ক প্রাতঃকালে। মুখে অত্যন্ত রক্তের আস্বাদ।

ফ্লুওরিক-এসিড—জিহ্বা—অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় অত্যন্ত লাল; মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত, ঈষৎ সাদা ও শুষ্ক। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে গভীররূপে ফাটাফাটা এবং তাহাদিগের মধ্যে ক্ষতের ন্যায় দেখা যায়।

মুখ—ধোঁড়ের (Fauces) ভিতর শ্লেষ্মা জমা হেতু নিদ্রাভঙ্গ।

জেলসিমিয়াম্—জিহ্বা—হরিদ্রাভ সাদা। জিহ্বায় কটা রংবিশিষ্ট পুরু ক্লেদ। প্রায় পরিষ্কার। পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্য সাদা।

স্বাদ—পচা ও তৎসঙ্গে রক্ত-মিশ্রিত লালা। তিক্ত স্বাদ। নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। কথা ভারী (যেন মাতালের ন্যায়, মস্তিষ্কের তলভাগে রক্তাধিক্য হেতু)।

গ্লোনাইন—স্বাদ—তিক্ত ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মসলার ন্যায়, মিষ্ট. গরম ও তৎপর চর্ব্বির ন্যায় আস্বাদ।

জিহ্বা—দুগ্ধের ন্যায় সাদা বটে.কিন্তু কোন কোটীং নাই ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথাবেদনা। অথবা সামান্য কোটীং। আহার করিতে পারেনা। দুর্ব্বল টাইফয়েড্ অবস্থা। জিহ্বা স্ফীত এবং ক্ষতের ন্যায় বোধ হয়। জিহ্বায় খোচানবৎ বেদনা, কথাবার্ত্তা বলিতে কষ্ট হয়, কারণ জিহ্বা এবং মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ।

মুখ—মুখে গাজলা উঠা ও কন্‌ভাল্‌শান্।

গ্রাফাইটিস্—স্বাদ—অম্ল, লবণ, তিক্ত, ও পচা ডিম্বের ন্যায়।

জিহ্বায়—সাদাকোটীং। জিহ্বার নিম্নভাগে ঈষৎ ক্ষত।

মুখ—প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক। নিশ্বাস প্রশ্বাসে মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

হেলেবোরাস—জিহ্বা—শুষ্ক। প্রাতে সাদা। টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরে শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ। অল্প বহির্গত হয় এবং দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত হইতে থাকে। কম্পিত। অসাড় ও স্ফীত। ফুস্কুড়িপূর্ণ। অগ্রভাগ গোটা গোটাময়।

মুখ—মুখ এবং তালু শুষ্ক, মুখ এবং মাড়ীতে ক্ষত।

হেলোনিয়াস—জিহ্বা—সাদা (বহুমূত্র রোগে)।

হাইড্রাষ্টিস্—স্বাদ—গোলমরীচের ন্যায় অথবা জলের ন্যায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং দন্ত সকলের ছাপযুক্ত। সাদা কোটীং ও তন্মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের একটী ডোরার ন্যায় দৃষ্ট হয়। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অথবা যেন খোলস পরিত্যক্ত অবস্থার ন্যায়, তৎসঙ্গে কৃষ্ণ-মিশ্রিত লালবর্ণ এবং প্যাপিলীগুলি প্রবর্দ্ধিত।

মুখ—পারদ অথবা ক্লোরাইড্ অব্ পটাশ ব্যবহারের দরুণ মুখের ভিতর প্রদাহ ও ক্ষত (প্রসূতি এবং দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদের মুখে এইরূপ অবস্থা)।

হাইওসায়েমাস্—স্বাদ—পচা। অত্যন্ত কথা বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে।

জিহ্বা—লাল অথবা কটা রং, শুষ্ক, ফাটাফাটা ও কঠিন। একখানি দগ্ধ-লেদার (Leather) অর্থাৎ পরিষ্কৃত চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক ও খরখরে। সাদা। জিহ্বার প্যারালিসিস। কষ্টের সহিত জিহ্বা বহির্গত হয়, এবং বাহির হইলে আর ভিতরে লইতে সামর্থ্য থাকে না।

লালা—লালা নিঃসরণ। লালা লবণাক্ত ও রক্তময়।

মুখ—মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হাইপারিকাম্—জিহ্বা—* সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। * অত্যন্ত তৃষ্ণা।

N B মেনিঞ্জাইটিস অর্থাৎ মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহ রোগে জিহ্বার এই প্রকার অবস্থায় হাইপারিকাম দ্বারা ডাক্তার হেরিং অতি চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন।

ইগ্নেসিয়া—স্বাদ—টক, অথবা চাখড়ির ন্যায়। খাইবার সময় অথবা কথা বলিতে জিহ্বা, দন্তে দংশিত হয়।

আইওডিয়ম্—স্বাদ—লবণাক্ত। জিহ্বাগ্রে মিষ্ট।

জিহ্বা—জিহ্বা শুষ্ক। কটাবর্ণ এবং শুষ্ক। পুরু ক্লেদযুক্ত।

লালা—পারদ ব্যবহারের পর লালা নিঃসরণ।

মুখ—মুখ শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে পচাগন্ধ, মুখ ধৌত করিলেও

সে গন্ধ দূর হয় না। মুখে ক্ষত। মুখের ভিতর ক্রুপ্‌নামক ক্ষত হইতে যে প্রকার ক্লেদ নির্গত হয়, সেই প্রকার ঘন, কটাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। মুখের ক্ষত ভস্মের রংবিশিষ্ট।

ইপিকাক—স্বাদ—তিক্ত। ঈষৎ মিষ্ট ও রক্তের মত। পচা তৈলের মত।

জিহ্বা—পরিষ্কৃত। হরিদ্রা অথবা সাদা ফেঁকাসে। কথা কহিতে অনিচ্ছা। জিহ্বা শুষ্ক।

কেলি-বাইক্রোমিকাম্—স্বাদ—তামাটে। ঈষৎ মিষ্ট। অম্ল। প্রাতে তিক্ত।

জিহ্বা—প্রশস্ত অথবা পার্শ্বে যেন মোড়ান। জিহ্বায় যেন একগাছা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বা পুরু। হরিদ্রাবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং ছোট ছোট ক্ষতপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক। লাল। ফাটা ফাটা। জিহ্বার পার্শ্বে গভীর ক্ষত।

মুখ ও লালা—মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। জল খাইলে ভাল বোধ হয়। লালার বৃদ্ধি। তিক্ত। আঠা ও ফেনাযুক্ত। লবণের ন্যায় স্বাদ।

ল্যাকেসিস্—স্বাদ—টক্। প্রত্যেক জিনিসই টক্ লাগে। জিহ্বা—জিহ্বা এবং কথা ভারী। সম্যক হাঁ করিতে পারে না। * জিহ্বা কম্পিত ও বাহির করিতে অতি কষ্টকর (ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি রোগে)। জিহ্বার এই লক্ষণকে ডাঃ হেরিং ল্যাকেসিসের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। জিহ্বা বাহির করিতে গেলে কাঁপিতে থাকে। স্ফীত এবং সাদা ক্লেদযুক্ত। প্যাপিলীগুলি বৃহৎ। অগ্রভাগ শুষ্ক, রক্তবর্ণ ও ফাটা। অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ। যক্ষ্মারোগের শেষাবস্থায় মুখের ভিতর ক্ষত। তালুর ঝিল্লী যেন উঠিয়া গিয়াছে এপ্রকার বোধ।

লরোসিরেসাস্—জিহ্বা—শুষ্ক। কর্কশ। শুষ্ক এবং সাদা। শীতল। মুখ—মুখের ভিতর ফেনা ওঠা (মৃগীরোগে)। মধ্য শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—স্বাদ—অম্ল, তিক্ত এবং চর্ব্বির ন্যায়।

জিহ্বা—* জিহ্বা সবেগে নির্গত হয় এবং এদিক ওদিক নড়িতে চড়িতে থাকে। জিহ্বা বিস্তৃত হইলে রোগীর এক প্রকার বিশ্রী চেহারা হয়।

দুইটী লাইকোপোডিয়ামের প্রধান লক্ষণ। এঞ্জিনা এবং ডিপ্‌থিরিয়া রোগে এই লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিহ্বার কন্‌ভাল্‌শন্। জিহ্বা ভারী এবং কম্পিত। লাল ও শুষ্ক, পরে কাল এবং কটা কটা হইয়া যায়। জিহ্বার কোন কোন স্থানে বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। জিহ্বাগ্রে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। জিহ্বার উপরে এবং নীচে ক্ষত।

মুখ—মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই।

মার্কিউরিয়াস—স্বাদ—তিক্ত, মিষ্ট, লবণ, পচা, অথবা স্বাদশূন্য অবস্থা।

জিহ্বা—শুষ্ক। কঠিন। কাল কোটিংযুক্ত। লাল এবং শুষ্ক। লাল ও তৎসঙ্গে কাল দাগ ও জ্বালা। জিহ্বা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। ভিজা এবং ক্লেদযুক্ত। অত্যন্ত পুরু কোটীং। মেটে হরিদ্রাবর্ণ। তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। স্ফীত। পাতলা লক্‌লকে এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

মুখ—মুখের ভিতর বড় বড় ফোস্কা। দাঁতের মাড়ী দিয়া রক্ত পড়ে। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। লালা দুর্গন্ধময় ও তাহার স্বাদ তামাটে। মুখে য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত।

মার্ক-কর—জিহ্বা—ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সাদা এবং সঙ্কুচিত। জিহ্বায় সাদা, পুরু ক্লেদ অথবা শুষ্ক লাল অবস্থা। প্যাপিলীগুলি বড় বড়। মুখ—[illegible] অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখের ভিতর, গলায় অথবা মাড়ীতে ক্ষরণশীল ঘা। গালের ভিতর এবং ওষ্ঠে য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত ও তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সকল দৃষ্ট হয়।

মার্ক-আইওডাইড্—জিহ্বা—জিহ্বার মূলদেশ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় লাল।

মার্ক-আইয়ড্-রুবার—জিহ্বা—শুষ্ক এবং ভিজাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত।

মিউরিয়েটিক-এসিড্—স্বাদ—ডিম্ব পচার ন্যায় ও তৎসঙ্গে লালা ক্ষরণ। প্রত্যেক পদার্থ মিষ্ট লাগে।

জিহ্বা—সীসকের ন্যায় ভারী এবং কথা বলিতে বাধা জন্মায়। জিহ্বা শীর্ণ।

জিহ্বায় নীলবর্ণ ঘা। জিহ্বায় বৃহৎ ক্ষত, তাহার নিম্নভাগে কাল এবং ক্ষত-স্থান ফুস্কুড়িপূর্ণ।

লালা—অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

ন্যাট্রাম্-কার্ব—জিহ্বা—শুষ্ক। কথা কহিতে অনিচ্ছা। লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়।

মুখ—মুখ এবং গলার ভিতর শুষ্ক ও জল খাইতে ইচ্ছা।

ন্যাট্রাম-মিউ—স্বাদ—লবণাক্ত, ও তৎসঙ্গে শুষ্ক জিহ্বা ও আহারে অরুচি। তিক্ত। উপবাস করিলে মুখে টক আস্বাদ অথবা মুখ পচিয়া থাকে। জলের স্বাদ পচা। স্বাদশূন্য অবস্থা।

জিহ্বা—শুষ্ক বলিয়া যত কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু জিহ্বা তত শুষ্ক নহে। জিহ্বা ভারী এবং কথা কহিতে কষ্ট। শিশুরা গৌণে কথা কহিতে শিখে। জিহ্বাতে মানচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত।* জিহ্বায় যেন একগাছা চুল পড়িয়া রহিয়াছে বোধ হয়, ইহা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। মুখ, ওষ্ঠ, বিশেষ জিহ্বা শুষ্ক, উপরের ওষ্ঠে রক্তবর্ণ ফোস্কা।* জিহ্বায় এবং মুখের মধ্যে ফুস্কুড়ি ও ক্ষত, তাহাতে খাদ্য দ্রব্য লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, ইহাও এই ঔষধের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। হার্পিস্।

নাইট্রিক-এসিড্—স্বাদ—আহারের পর তিক্ত। অম্ল এবং তৎসঙ্গে গলার ভিতর জ্বালা।

জিহ্বা—সাদা, শুষ্ক। লাল-নিঃসরণ-সহ হরিদ্বর্ণ কোটিং। শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। উপদংশ রোগে অসমাকৃতি ক্ষত সকল জিহ্বার পার্শ্বে দেখা যায়। জিহ্বা সাদা এবং তাহাতে ক্ষত, মুখে লালা ও দুর্গন্ধ। পারদের অপব্যবহারের পর মুখ স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

নাক্স-মস্কেটা—স্বাদ মেটে। চাখড়ির ন্যায়। তিক্ত।

জিহ্বা—শুষ্ক এবং যেন অসাড়। তৃষ্ণারহিত। সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত, তাহার মধ্যে মধ্যে লাল প্যাপিলী দেখা যায়। অবশ, শিশু বয়স্থ হইয়াও কথা বলিতে অক্ষম। শিশুদিগের জিহ্বায় য়্যাপথি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখ এবং গলা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

লালা—তুলার ন্যায়।

নাক্স-ভমিকা—স্বাদ—তিক্ত। টক।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ পুরু কোটীংযুক্ত। কাল এবং কৃষ্ণ-মিশ্রিত রক্তবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় ফাটা ফাটা।

মুখ—মুখের ভিতর প্রদাহ। য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। দাঁতের মুসলা স্কার্ভি-রোগগ্রস্ত। জমাট রক্ত থুথুর সঙ্গে পড়ে। যেন মুখে কোন জিনিস রাখিয়া কথা বলিতেছে বোধ হয়। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার প্রাবল্য নাই।

ওপিয়াম্—জিহ্বা—অসাড় কথা বলিতে কষ্টকর। জিহ্বা কম্পিত। অপরিষ্কৃত, হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদবিশিষ্ট যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়া রাখিয়াছে। কাল জিহ্বা। মুখ এবং জিহ্বায় ক্ষত। মুখ—শুষ্ক। লালার সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

অক্‌জ্যালিক-এসিড্—জিহ্বা—স্ফীত ও পুরু, সাদা কোটীংযুক্ত। সাদা কোটীং ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা ও বমনেচ্ছা। জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ, শুষ্ক, ও তাহাতে জ্বালাবোধ। স্বাদ ও তৃষ্ণাহীনতা।

মুখ—মুখের ভিতর জলের ন্যায় লালা।

ফস্‌ফরাস্—স্বাদ—তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ।

জিহ্বা—শুষ্ক, অচল এবং কাল চটাযুক্ত। ফাটা ফাটা। ভর্জ্জিত অথবা চক্‌চকে। শুষ্ক। সাদা কোটীংযুক্ত। খোঁচানবৎ বেদনা। হরিদ্রাভ কোটীং। কেবল মধ্যভাগে কোটীং দেখা যায়। মুখ—মুখে ও জিহ্বায় য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। মুখের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তপাত হয়।

লালা—লবণাক্ত অথবা মিষ্ট স্বাদ।

ফস্ফরিক্-এসিড্—জিহ্বা—জিহ্বার মধ্যমভাগে লাল ডোরা। টাই-ফয়েড্ ইত্যাদি পীড়ায় জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ফেঁকাসে বর্ণ। জিহ্বা এবং মুখে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা। অজ্ঞাতসারে জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের দংশন হয়। মুখ এবং গলা শুষ্ক। জিহ্বার উপর সাদা ভস্মের ন্যায় কোটীং। উপদংশ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের হাম উঠার পর কাঙ্ক্রাম্‌রিস্ হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

ফাইটোলেক্কা—স্বাদ—তামাটে।

জিহ্বা—জিহ্বার অগ্রভাগ আগুনের মত অত্যন্ত লাল। হরিদ্রাবর্ণের কোটীং এবং শুষ্ক। জিহ্বার মূলদেশে পুরু ক্লেদ। পারদের ক্ষতের ন্যায় ছোট ছোট ক্ষত। অত্যন্ত লাল, কখনও তাহার রং হরিদ্রাবর্ণ। দক্ষিণদিকের গালের ভিতর ক্ষত, সেইদিকে কোন খাদ্য দ্রব্য চুষিতে পারা যায় না। কাশিতে কাশিতে মুখ শুকাইয়া যায়। পারদ ব্যবহারের দরুণ দাঁতের গোড়া প্রদাহযুক্ত ও তাহা হইতে লালা নিঃসরণ।

প্লাম্বাম্—স্বাদ—মিষ্ট।

জিহ্বা—শুষ্ক, কটাবংবিশিষ্ট ও ফাটা ফাটা; হরিদ্রাবর্ণ অথবা সবুজ-বর্ণেরকোটীং।

পাল্সেটিলা—স্বাদ—স্বাদশূন্য অবস্থা ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। কোন বস্তুর স্বাদই ভাল লাগে না।

মুখ—আঠা। সর্ব্বদা মুখ ধুইতে ইচ্ছা। মুখ পচা মাংসের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট হইয়া প্রাতে বমনেচ্ছা হয়। আহার এবং পানের পর প্রায়ই মুখ তিক্ত।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ এবং আঠাযুক্ত ক্লেদাবৃত। শুষ্ক, খর্খরে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই। জিহ্বা অত্যন্ত বড় ও প্রশস্ত বলিযা বোধ হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত, এবং বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে।

লালা—লালার স্বাদ মিষ্ট। থুথু তুলার ন্যায় এবং ফেনবিশিষ্ট।

হ্রাস্-র‍্যাডিকান্স্—জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণ অথবা কটা রঙ্গের কোটীং-যুক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল।

পডোফাইলাম্—স্বাদ—কোন স্বাদ নাই। অম্ল কি মিষ্ট বলিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই টক বোধ হয়। জিহ্বা—সাদা ক্লেদযুক্ত ও তৎসঙ্গে পচা স্বাদ। সাদা, আর্দ্র, এবং তাহাতে দাঁতের ছাপ দেখা যায়। শুষ্ক, হরিদ্রাবর্ণ। জাগ্রত হওয়া মাত্র জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক।

লালা—অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

সোরিনাম্—স্বাদ—কোন স্বাদই পায় না ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। স্বাদ

তিক্ত, কিন্তু আহার কিম্বা পান করিলে তাহা দূর হয়। মুখে পচা স্বাদ। বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিলে তাহা ভাল বোধ হয়।

জিহ্বা—শুষ্ক। অগ্রভাগ শুষ্ক এবং দাহযুক্ত। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

হ্রাস-টক্স—স্বাদ—আহারের পর এবং প্রাতঃকালে পচা স্বাদ। তামাটে স্বাদ। খাদ্য দ্রব্য বিশেষতঃ রুটি তিক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—শুষ্ক, লাল, ফাটা ফাটা। জিহ্বাগ্র ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ। প্রায়ই একপার্শ্ব সাদা। হরিদ্রাভ। কটাবর্ণের ক্লেদাবৃত। দাঁতের ছাপ্ দেখা যায়। জিহ্বা পরিষ্কৃত। ক্লেদ নাই অথবা অত্যন্ত শুষ্ক। উজ্জ্বল লালবর্ণ, দেখিতে যেন একখণ্ড গোমাংসের ন্যায়। শুষ্ক, কটাবর্ণের জিহ্বা যেন চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—শুষ্ক এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। লালা রক্ত-মিশ্রিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে নির্গত হয়। মুখ এবং গলার ভিতরে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা থাকে।

স্যাবাডিলা—জিহ্বা—পুরু হরিদ্রাবর্ণ কোটিংযুক্ত। মধ্যস্থলে সাদা। জ্বরের সময় জিহ্বা আর্দ্র হয়। যেন বহুসংখ্যক ফোস্কা জিহ্বায় রহিয়াছে এরূপ বেদনা। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে না (গলক্ষত রোগে)। জিহ্বায় ও গলায় বেদনা; কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

সেঙ্গুইনেরিয়া—জিহ্বা—সাদা।

স্বাদ—মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়।

সিকেলী—জিহ্বা—পাতলা অথবা সাদা হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ। অথবা ঈষৎ কাল। কখন কখন পুরু হরিদ্রাভ-সাদাবর্ণের কোটিংযুক্ত। শুষ্ক এবং আঠাযুক্ত ক্লেদ। মৃত ব্যক্তির জিহ্বার ন্যায় ফেঁকাসে, জিহ্বার অত্যন্ত আক্ষেপ হেতু বলপূর্ব্বক বহির্নির্গত হইয়া পড়ে, এবং কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়।

মুখ—শুষ্ক, জল খাইলেও শুষ্কতা দূর হয় না। মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত ফেনা নিঃসৃত হয়।

সিপিয়া—মুখ—তিক্ত, লবণাক্ত ও পচা স্বাদ। আহারীয় দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ হয়।

জিহ্বা—জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত। মুখে দুর্গন্ধ।

সাইলিসিয়া—স্বাদ—মুখে ডিম্ব-পচার ন্যায় স্বাদ। রক্তের ন্যায় আস্বাদ অথবা ক্ষুধা ও স্বাদশূন্য অবস্থা। জিহ্বা—জিহ্বার উপরে যেন এক-গাছা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। জিহ্বার উপরিভাগে কটাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার একপার্শ্বে ক্ষত এবং তাহা হইতে পূঁজ নিঃসৃত হয়।

স্পাইজিলিয়া—স্বাদ—পচা জলের ন্যায় আস্বাদ। জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ি। ফাটা ফাটা।

স্পঞ্জিয়া—স্বাদ—গলার ভিতর তিক্ত ও মুখ মিষ্ট।

জিহ্বা—কটা বর্ণ। শুষ্ক। মুখের ভিতর ও জিহ্বার ফুস্কুড়ি। হুপিংকাশিতে গলা শুষ্ক হইয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত। জিহ্বার পার্শ্বে বেদনা।

মুখ—মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠা।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—স্বাদ—তিক্ত, সমস্ত খাদ্য খড়ের ন্যায় বোধ হয়।

মুখ—তোতলা কথা, এমন কি কথা বলিতে মুখ একবার বামে, একবার দক্ষিণে সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

জিহ্বা—ঈষৎ সাদা এবং তন্মধ্যে সুন্দর রক্তবর্ণ ফুটুনি দাগ। অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল। শুষ্ক লাল। শুষ্ক এবং ভর্জ্জিত। ফেঁকাশে লাল এবং জিহ্বা সদা সঞ্চালিত হইতে থাকে। স্ফীত এবং ক্লেদময় জিহ্বা। মধ্যভাগে হরিদ্রাবর্ণ। শুষ্ক। স্ফীত এবং জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

লালা—মুখ এবং গলা এত শুষ্ক যেন চক্চক্ করিতে থাকে। তৃষ্ণা। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

* জ্বর এবং শীত হওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। মহাত্মা হেরিং এইটাকে প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

সাল্ফার—জিহ্বা—জিহ্বা সাদা। অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ (প্রায়ই উৎকট তরুণ পীড়ায়)। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ, কটাবর্ণ, এবং

শুষ্ক। প্রাচীন ব্যাধিতে প্রাতে জিহ্বা ক্লেদাবৃত, দিবাভাগে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। রক্তবর্ণ এবং অগ্রভাগ সাদা।

মুখ—জ্বরে এবং পারদ ব্যবহারের পর অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ এবং তজ্জন্য বমনোদ্রেককারী স্বাদ। এমন কি তাহার সমস্ত অসুখই যেন ঐ লালা হইতে হইতেছে এরূপ বোধ করে। মুখে দুর্গন্ধ (বিশেষ আহারের পরে)। মুখে ফোস্কা এবং ক্ষত।

ট্যারাক্সেকাম্—স্বাদ—আহারের পূর্ব্বে মুখ তিক্ত। মাখন এবং মাংস টক ও লবণাক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—লাল, জিহ্বাতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। জিহ্বা সাদা কোটীং-যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া সেই স্থানে কৃষ্ণাভ লালবর্ণ দেখা যায় এবং তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। জিহ্বা মানচিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দেখা যায়।

থুজা—স্বাদ—মিষ্ট। পচা ডিম্বের ন্যায়। খাদ্য দ্রব্যে লবণ কম বোধ হয়। রুটি শুষ্ক এবং তিক্ত লাগে।

জিহ্বা—পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দংশন করে। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত। বেদনা-যুক্ত ফুস্কুড়ি। তালুতে বেদনা এবং ঢোক্ গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।

মুখ—মুখে ক্ষত, উহা দেখিতে গব্মিব ঘায়ের ন্যায় (অত্যন্ত পারদ ব্যব-হারের পর)। গোটা গোটাময় জিহ্বা। * য়্যাপ্থি নামক ক্ষতের ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

ভিরেট্রাম্—স্বাদ—তিক্ত। মিষ্ট। পচা।

জিহ্বা—শীতল এবং সঙ্কুচিত। স্ফীত, শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং লাল। সাদা এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লাল। হরিদ্রাভ কটাবর্ণের ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে কালবর্ণ। কথা আড়াইয়া যায়। জিহ্বা অত্যন্ত ভারী (বিশেষতঃ টাইফয়েড্ অবস্থায়)।

মুখ—শুষ্ক অথবা ফেনপূর্ণ। মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা উদ্গীরণ হয়।

ভিরেট্রাম-ভিরেডি—জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণ ও তন্মধ্যে লাল ডোরা ডোরা। মুখ—মুখ হইতে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ।

জিঙ্কাম—স্বাদ মিষ্ট। তিক্ত। তামাটে।

জিহ্বা—শুষ্ক, কথা কহিতে চায় না। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ক্লেদযুক্ত ও শুষ্ক (মস্তিষ্কের পীড়ায়)। জিহ্বার বামভাগ স্ফীত, তদ্দরুণ কথা বলিতে বাধা জন্মায়। ফুস্কুড়িপূর্ণ। অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল। পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং।

জিহ্বাদির লক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য।

জিহ্বা।

জিহ্বা মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। ইহাতে বহুসংখ্যক রক্তবহা নাড়ী ও স্নায়ু আছে। মুখগহ্বরস্থ লালা ও অন্যান্য ক্ষরণ ইত্যাদি ইহাকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখিয়াছে, সুতরাং আমরা জিহ্বা হইতে যে অন্নবহা নাড়ীর অবস্থা জানিতে পারি এমন নহে, ইহা দ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শারীরিক অবস্থা, স্নায়ু-বিধান ও মাংসপেশীর অবস্থা, রক্তবহ যন্ত্র সকল এবং ক্ষরণকার্য্য (সিক্রীশন) কি প্রকার ভাবে চলিতেছে তাহা অনেকাংশে স্পষ্ট জানা যাইতে পারে। জিহ্বা, উপবাস অবস্থায় অনেক সময় পাতলা শ্বেতবর্ণ কোটীং দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়। অনেকের মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাওয়া হেতু জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

স্থস্থ ও পীড়িত অবস্থায় জিহ্বার নিম্ন-লিখিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। }:—

(ক) জিহ্বার বর্ণ।

১। বর্ণ স্বভাবিক উজ্জ্বল লাল—দেহে রক্তাধিক্য হইলে হইয়া থাকে।

২। ,, মলিন—রক্তস্রাব বা কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

৩। ,, নীল বা কৃষ্ণ—ফুস্ফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে।

৪। ,, অতি উজ্জ্বল লাল—পাকস্থলী বা অন্ত্রের উত্তেজনা অবস্থা কিম্বা প্রদাহে সমস্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ বা পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল হয়।

৫। জিহ্বার বর্ণ সাদা ও অপরিষ্কৃত হইলে পাকস্থলীরও ঠিক ঐ অবস্থা জানিবে। কোষ্ঠবদ্ধেও জিহ্বার এই অবস্থা দৃষ্ট হয়।

৬। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ বুঝায়।

৭। ,, ফেঁকাশে—সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও রক্তক্ষীণতা হইলে হইয়া থাকে।

(খ) জিহ্বার আয়তন।

৮। আয়তন বৃদ্ধি—জিহ্বার প্রদাহে ও পারদ সেবন দ্বারা লালা নির্গমন-কালে আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ, লকলকে অথবা দন্তের চিহ্নযুক্ত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং পরিপাক যন্ত্রের প্রাচীন পীড়া জানা যায়।

৯। জিহ্বা ক্ষুদ্র এবং অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—কোন উত্তেজনা হেতু এবং পাক-স্থলীর প্রাচীন প্রদাহ হইতে হইয়া থাকে।

১০। জিহ্বা প্রশস্ত ও কোমল—দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

(গ) জিহ্বার উত্তাপ।

১১। জিহ্বা শীতল—কোল্যাপ্স বা অবসন্ন অবস্থায় (ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে) প্রায়ই দেখা যায়।

১২। উষ্ণ জিহ্বা—রক্তাধিক্য, প্রদাহ এবং জ্বর ইত্যাদি অবস্থায় হইয়া থাকে। স্তন্যপান করাব সময় শিশুর মুখ উষ্ণ লাগিলে মাতা সহজে জানিতে পারেন সন্তানের জ্বর বোধ হইয়াছে।

(ঘ) আর্দ্রতা।

১৩। জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায়।

১৪। জিহ্বার শুষ্ক বা নীরস অবস্থা—অনেক সময় প্রদাহ এবং জ্বরে দেখা যায়। প্রথমে কোন পীড়ায় জিহ্বা ক্লেদ, মল কিম্বা কোটীং (fur ফার) যুক্ত হইয়া ক্রমে নীরস, কর্কশ, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে শরীরের নিতান্ত নিস্তেজতা, রক্তের অবিশুদ্ধতা ও লালাক্ষরণের অভাব বুঝায়। ইহা সঙ্কট-অবস্থাজ্ঞাপক। চিকিৎসক তখন সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন। শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পীড়ার উপশম জানিবে। প্রবল পীড়ায় জিহ্বার পার্শ্বদেশ

আর্দ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য স্থান আর্দ্র হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে দুরূহ লক্ষণ সকলের উপশম হইতে থাকে। এই জন্য রেমিটেণ্ট, টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর ও অন্যান্য রোগে সর্ব্বদা জিহ্বা পরীক্ষা করিবে।

(ঙ) কোটীং বা অপরিষ্কৃত অবস্থা।

১৫। সাদাবর্ণ কোটীং—জ্বরের প্রথম অবস্থায়, উৎকট প্রদাহে, বা বাতরোগে দেখিতে পাওয়া যায়। দুরূহ জ্বরের শেষভাগে ঐ ক্লেদ পুরু ও কটা কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

টাইফয়েড্ অবস্থায় জিহ্বা-মল পুরু, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দন্তের উপর কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার কোটীং জন্মে, ইংরাজীতে তাহাকে সর্ডিস্ (Sordes) বলে। জিহ্বার এইরূপ অবস্থা হইলে, রক্ত দূষিত, ক্ষরণ (সিক্রীশন) সমূহের দোষ ও অন্ত্র হইতে দুর্গন্ধময় ক্লেদ-নির্গম বুঝায়।

১৬। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ রোগে জিহ্বার অনেক প্রকার অবস্থা দেখা যায়। কখন কখনও জিহ্বার মূলদেশ কোটীংযুক্ত এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কৃত ও লালবর্ণ। সমস্ত জিহ্বা লেপযুক্ত, কেবল মাঝে মাঝে পরিষ্কৃত। জিহ্বার উপরিভাগে লম্বাভাবে ফাটা ফাটা দেখা যায়।

১৭। অপরিমিত মদ্যপায়ীদের জিহ্বা ফাটা ফাটা।

১৮। কোষ্ঠবদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ কোটীংযুক্ত হইতে পারে।

১৯। শীঘ্র শীঘ্র বা একেবারেই পীড়া আরোগ্য হইলে—জিহ্বার পার্শ্বদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমে লাল হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে পাতলা হইয়া আসে।

২০। জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূলদেশ হইতে কোটীং উঠিয়া গিয়া ঐ স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে শীঘ্র পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভব নহে।

২১। একবার জিহ্বা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া পুনঃ মল দ্বারা আবৃত হইলে পীড়ার পুনরাক্রমণ জানিবে, এবং এই জিহ্বার কোটীং শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বল ফাটা ফাটা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝায়।

(চ) জিহ্বার ক্ষত।

২২। শৈশবাবস্থায় জিহ্বার ও মুখের এক প্রকার সামান্য ক্ষতকে থ্র্যাপ্থি

বা থ্রাশ্ বলে। ক্ষয়কাশের শেষাবস্থায় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের পুরাতন পীড়ায় জিহ্বায় নানা প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে।

২৩। উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার অধোপ্রদেশের পার্শ্বে ফাটা ফাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয়, এবং জিহ্বার উপরিভাগে সোরায়েসিসের ন্যায় হইয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অবস্থা হইয়া থাকে।

(ছ) জিহ্বার কম্পন ইত্যাদি।

*২৪। জ্বরাদি প্রবল পীড়ায় জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে অক্ষম হইলে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বুঝায়। মস্তিষ্কের পীড়াতেও এই প্রকার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফাস্ জ্বরের প্রথম অবস্থায় কখন কখন রোগীর জিহ্বার কম্পন হয় ও তাহাতে কথা বলিতে পারে না; তখন ইহা একটী দুর্লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে জিহ্বার পেশী সমুদায় অবশ বা পক্ষাঘাতযুক্ত হয়। এক-দিকের পক্ষাঘাতে (হেমিপ্লেজিয়া); জিহ্বা বহির্গমন সময়ে অনাক্রান্ত (সুস্থ) দিকেই বক্র হইয়া নির্গত হয়, ঠিক সোজাভাবে নির্গত হইতে পারে না। সুস্থ-দিকের মাংসপেশী সকলের শক্তি প্রবল থাকা হেতু এই প্রকার ঘটে। কোরিয়া নামক রোগে জিহ্বা হঠাৎ বহির্গত হয় এবং হঠাৎ মুখাভ্যন্তরে যায়।

লালা।

১। লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত—দন্তোদ্গম, গর্ভাবস্থা, মুখগহ্বর প্রদাহ, অতিরিক্ত আইওডিন, এণ্টিমোনি, পারদ বা ডিজিটেলিস ব্যবহারে, হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক অবস্থায় (কুকুর, শৃগাল দংশনে) মৃগী রোগে হইয়া থাকে। পারদ ব্যবহারের দরুণ অধিক লালা নিঃসরণ হইলে তৎসঙ্গে দন্তের মাড়ী বেদনাযুক্ত এবং শরীর জ্বরভাবাপন্ন হয়।

২। লালা শুষ্ক—উৎকট সান্নিপাতিক রোগ এবং স্নায়বীয় অবসাদ অব-স্থায় অনেক সময় লালা প্রায় ক্ষরণ হয় না; তদ্দরুণই জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

আস্বাদ।

১। স্বল্প আস্বাদ।—স্বাদ উৎপাদক স্নায়ুর অসাড় অবস্থা হইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। জিহ্বা শুষ্ক, পুরু কোটীংযুক্ত হইলে স্বাদের স্বল্পতা হয়।

২। স্বাদ। তিক্ত—জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অজীর্ণ, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এবং অন্যান্য সামান্য কারণে মুখ তিক্তাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

৩। ,, গলিত ডিম্ববৎ—কখন কখন অজীর্ণ রোগে হয়।

৪। ,, তাম্রবৎ—পারদ ব্যবহারে।

৫। ,, লবণবৎ—ক্ষয়কাশাদিতে।

৬। ,, বিকৃত—স্নায়ুমণ্ডল, পরিপাকযন্ত্র, জরায়ু, ফুসফুস্ ইত্যাদির পীড়ায় সাধারণতঃ আস্বাদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

——:——

ওষ্ঠ।

জিহ্বার ন্যায় ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি করিলে শারীরিক, স্নায়বীয় ও রক্ত-সঞ্চালন কার্য্যের অবস্থা জানিতে পারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় শীতের সময় অনেকের ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। রক্তাধিক্য ওষ্ঠ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; রক্তাল্পতায় ফেঁকাশে ও মলিন দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটাফাটা হইলে প্রায়শঃ ওষ্ঠও সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশব অবস্থায় ওষ্ঠের ম্যাপ্‌থি হইয়া থাকে। জ্বরের সময় বা অন্যান্য পীড়ায়, কখনও জ্বরান্তে ওষ্ঠপ্রান্তে হার্পিস অর্থাৎ জ্বরঠুটো দেখা যায়। ঘোর সান্নিপাতিক ও বিকার অবস্থায় ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, ফাটিয়া যায় ও কখন কখন তাহা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে বা রক্ত জমিয়া চটা বাঁধিয়া ওষ্ঠ এবং মাড়ীতে লাগিয়া যায়, এই প্রকার ওষ্ঠ, শারীরিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থাজ্ঞাপক। কখনও উৎকট দুরূহ রোগে ওষ্ঠের চর্ম্ম খসিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উঠিতে থাকে। নাসিকা ও ওষ্ঠ খোটা একটি দুর্লক্ষণ। এইক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ওষ্ঠের বর্ণ।

১। ওষ্ঠ নীলবর্ণ—*মর্ফি-এসি, ফস.*একোন, এসিটি-এসি, এগারিমা, এলুমি, আর্স, বেঞ্জো, কষ্টি, * সিকুটা-ভি, কুপ্রা-আর্স, জেল্স, গ্লোনই, হেলে *আইওড, কেলি-ক্লো, মার্ক-ক, মস্কা, নাইট্রি-অ, নক্স-ভ, অগ্জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, ফস, সেণ্টো, সিকে-ক, ষ্ট্রীক্, টেবেকো, সিনা। (জ্বরে শীতাবস্থায় আর্স)।

(ক) ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ—এগার, আর্স।

(খ) ,, শ্বেতাভ-ঈষৎ নীলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সকল অন্তর্ভাগে দৃষ্ট হয়—মার্ক-সল।

(গ) ,, এবং মুখের অন্যান্য কোমলভাগ নীলাভ দেখায়। আর্জেণ্টা-না।

(ঘ) ,, এবং নখ নীলবর্ণ—চায়নি-সা।

২। ,, কটাবর্ণ (বিশেষতঃ অধর) ওলিয়েণ্ডা।

(ক) ,, ঈষৎ কটাবর্ণ—সোবি, সাল্ফ-এসি।

(খ) ,, ইহার লালবর্ণ ভাগে কটাবর্ণ ডোবা—আর্স।

৩। ,, কৃষ্ণবর্ণ—একোন।

(ক) ,, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, মুখের চতুঃপার্শ্বে—আর্স।

(খ) ,, কাল দাগ বিশিষ্ট—আর্স।

(গ) ,, ঈষৎ কালবর্ণ—চায়না।

৪। ,, ফেঁকাশে বা রক্তশূন্য—** ফেরা-এসিটা, * লাইকো, মর্ফি-এসি, ইউপেটো-পারফো, স্কিকেলী-ক. এগারি-ম, এল্কোহল্, এমিগ্ডেলা, আর্স-হাইড্রোজিনি, ক্যাল্-কা, ক্যাম্বা, ক্যাম্ফ, কোকা, কল্চি, কফি, * হাইড্রোসি-এসি, * কেলি-কার্ব, মার্ক-কব, ন্যাট্রা-মি, ওপি, অগ্জেলি-এসি, প্লাম্বা, ফস, সাল্ফ-এসি, ভ্যালি, ভিরাট।

(ক) ওষ্ঠ ফেঁকাশে মধ্যাহ্ণে—জেল্‌স।

(খ) ,, সন্ধ্যাকালে—এলোজ।

(গ) ,, শয়ন অবস্থায়—থিয়া।

৫। ,, অত্যন্ত লাল—মর্ফি-এসিটা, এলো, এমনি-কার্ব, আর্স, বেল, মার্ক-না, ফস্, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি।

৬। ,, মুখের চতুর্দ্দিকে হলুদবর্ণ—সিপি, এনিলেনাম্।

৭। ,, ওষ্ঠ ফাটাফাটা—এলো, এপিস, *আর্স, *বোভি * ব্রাই, *ক্যাপসি, ক্যাল-কা, কার্ব-ভ, চেলি, চায়না, কলচি, কোবাল, ক্রোটন-টি, গ্র্যাফা, হেমেমে, * ইগ্নে, হিপোমে, আইরিস-ভ, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক-কর, মিনিযান্থি, মিউর-এসি, *হিপা, * ন্যাজা, ন্যাট্রা মি, ওপি, প্লাম্বা, পিট্রো, হ্রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ-এসি, *ভিরাট, জিঙ্ক।

(ক) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—ন্যাট্রা-কার্ব।

(খ) নিম্নোষ্ঠে মধ্যস্থলে ফাটা—ক্যামো।

(গ) উপরোষ্ঠ স্ফীত, ফাটা ফাটা ও তাহা হইতে সহজে রক্তপাত—কেলি-কার্ব।

(ঘ) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ও বেদনাযুক্ত—জিঙ্ক-মেটা।

(ঙ) উপরোষ্ঠ ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—জিঙ্ক।

(চ) মুখের কোণে ওষ্ঠ ফাটা—ইউপেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি, মার্ক-সল।

(ছ) নীচের ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বামপার্শ্বে, নিম্নোষ্ঠ এবং মধ্যভাগে ফাটা ফাটা—পাল্‌স।

(জ) ওষ্ঠদ্বয় ফাটা—পাল্‌স।

(ঝ) উপরোষ্ঠের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটা ও তাহাতে বেদনা—স্ট্যাট্রা-মি।

(ঞ) উপরোষ্ঠে টেরাভাবে ফাটা ও তৎসঙ্গে বেদনা—ফস-এসি।

(ট) শীতে ওষ্ঠ ফাটিলে—আর্ণি, বোভি, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কেলি-কার্ব, ম্যাগ্নে-মিউ, ওলিয়াম্-এনাকা, ভিরাট।

(ঠ) নিম্নওষ্ঠ মধ্যভাগে ফাটা—ড্রসি, ব্যারিযাম-কার্ব।

(ড) উপরোষ্ঠ ক্ষতযুক্ত ও ফাটা—ক্রিয়েজো।

(ঢ) ওষ্ঠ ফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত—এমোনি-কার্ব।

(ণ) ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটাফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত হয়—জিন্‌সেঙ্গ।

৮। ওষ্ঠ শুষ্ক—একোন, ইথু, এগারি-মা, এলো, এলুমি, **এণ্টি-ক্রুড, য়্যাম্বেমিস, এণ্টি-টার্ট, *আর্ণি, *আর্জেণ্টা-না, ব্যারিয়াম-কার্ব, বার্বেরিস, *বেল, **ব্রাহ, *কোনা, ক্যানা-ই, ক্যানা স্যাটা, কাল্‌কে, কার্ব ভ, ক্রোমিক-এসি, সিনিসি, ককিউ, ড্রসি, ইউপেটো, ক্যাগো, হেমেমে, আইওড, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি আইওড, ল্যাকে, লাইকো, মিনিআস্থি, মার্ক আইওড, নক্স ম, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফাইজো, ফাইটো, প্ল্যাণ্টা, প্ল্যাযা, মার্ক সল, পুজা, পাল্‌স, ভিরাট, জিঙ্ক, **হ্রাস-টক্স, *সেঙ্গু, ষ্ট্র্যামো।

(ক) মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ভিরাট।

(খ) শুষ্ক ওষ্ঠ এবং তাহা হইতে মৃত চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া, এবং তাহা বেদনাযুক্ত ও উষ্ণ—ক্রিয়েজো।

(গ) শুষ্ক ওষ্ঠ, তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব—ক্যাস্থা।

(ঘ) ওষ্ঠ শুষ্ক, চট্‌চটে, অথচ তৃষ্ণা নাই—আর্জেণ্টা-না।

(ঙ) ,, মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক—আর্জেণ্টা-না।

(চ) ,, ও নাসিকার দ্বার শুষ্ক ও শল্কাবৃত—সাল্‌ফা।

(ছ) মাড়ী ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ব্যারিয়াম-কার্ব।

(জ) ওষ্ঠ এত শুষ্ক যেন ভর্জ্জিত হইয়াছে—আর্নি, ক্যামো, মার্ক।

(ঝ) শুষ্ক ও ভর্জ্জিত ওষ্ঠ, তৎসঙ্গে চর্ম্মকুঞ্চিত—ম্যাঙ্গেনিজ।

(ঞ) ,, এবং যেন ভর্জ্জিত ওষ্ঠ, এবং তাহাতে লোহিতাভ কালবর্ণের চটা পড়িয়া থাকে—হ্রাস-টক্স।

(ট) ওষ্ঠ শুষ্ক এবং তাহা হইতে চর্ম্ম উঠিয়া যায়—ব্রাই।

(ঠ) ,, ,, অথচ প্রকৃত শুষ্ক নহে, অথবা তৃষ্ণার অভাব—নক্স ম।

৯। ওষ্ঠে "ক্রাষ্ট" (Crust) বা চটা পড়া—ফস-এসি, এলুমিনা, মার্ক-সল।

(ক) কটা ও হরিদ্রাবর্ণের চটাযুক্ত ইরাপ্‌শান্ এবং তাহা পূঁজপূর্ণ ও বেদনাশূন্য (নিম্নোষ্ঠে)—ফস-এসি।

(খ) নিম্নোষ্ঠে ক্রাস্ট—এলুমি।

(গ) উপরোষ্ঠের ধারে হরিদ্রাবর্ণের ক্রাষ্ট ও তাহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা—মার্ক-সল।

১০। ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—ক্যাম্ফ, ক্যামো, মস্কাস, সাল্ফ-এসি, এলুমি, এনাকা, এপিস, আর্স, * কোবাল্ট, মেজি, প্লাম্ব, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস-ভেনি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, এমোনি-কষ্টি, অ.ইয়ড্, ফস্।

(ক) নিম্নোষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—কেলি-কার্ব।

(খ) ওষ্ঠদ্বয়ের চামড়া উঠিয়া যাওয়া এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে রক্তপাত ও বেদনা—প্ল্যাটী।

(গ) মুখের বহির্ভাগের চামড়া এরূপ ভাবে উঠিয়া যায়, যেন মাংস দেখা যায়—পাল্স।

(ঘ) প্রত্যহ ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যায়, অথচ তাহাতে বেদনা ও মুখশুষ্কতা নাই—প্লাম্বা এসিটা।

(ঙ) ওষ্ঠদ্বয়ের বেদনাযুক্ত অবস্থা—নক্স-ভ।

(চ) ,, শুষ্ক ও তাহার চামড়া উঠিয়া যায়—**ব্রাই।

(ছ) ওষ্ঠের চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা —নক্স-ভ।

১১। ,, ওষ্ঠের ইরাপ্‌শান্ বা চর্ম্মোদ্ভেদ—হিপোমে, ইগে, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ *হাস।

(ক) ,, ওষ্ঠের "জ্বর-ঠুঁটো" বা বিসর্পিকা, ইংরাজীতে ইহাকে "হার্পিস" বা হার্পিটিক ইরাপশান্ বলে—ইহাতে সিপি, ফস, সাসাফ্রা, সাল্‌ফা, টেরিবি, *ন্যাট্রা-মি, *আর্স, ন্যাট্রা-কার্ব, কষ্টি, ম্যাগ্নে কা, প্রধান ঔষধ।

(খ) উভয় ওষ্ঠেই হার্পিস—সিপি।

(গ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে কর্ত্তন এবং খোঁচানবৎ বেদনা—ফস্।

(ঘ) উপরোষ্ঠে হার্পিস, তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা—আর্ণি, হিপার-সাল্‌ফ, (২) অরাম, ফেরা-মেটা, ক্রোনই, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, মেজি, নাইটি, এসি, ন্যাট্রা-মি প্রধান ঔষধ।

(ঙ) মুখের কোণে বড় বড় হার্পিস—সাল্‌ফা।

(চ) মুখের চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ হার্পিস—আর্স।

(ছ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে চুলকান—কার্ব-ভেজি।

(জ) নিম্নোষ্ঠে "জ্বরঠুঁটো"—কষ্টি।

(ঝ) মুখের সমস্ত নিম্নভাগে হার্পিটিক ইরাপশন্—ম্যাগ্নে-কা।

১২। ওষ্ঠ অত্যন্ত চুলকায়—(১) কেলি-কার্ব, থুজা, জিঙ্ক-মেটা, ম্যাগ্নে-কা, ক্যাল-কা, ন্যাট্রা-কার্ব, বার্বেরিস, এমোনি-কার্ব।

১৩। ওষ্ঠের অন্যান্য কয়েকটী গুরুতর অবস্থা।

(ক) ওষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যেন প্রায় অঙ্গারবৎ হইয়াছে—সাল্‌ফ-এসি।

(খ) ,, বিবর্ণ—মর্‌ফিয়া।

(গ) চক্‌চকে ও দেখিতে সতেজ—এণ্টি-টার্ট, এমোনি কষ্টি, এপিস, *আস বেঞ্জো, চায়নি-সালফ, কুপ্রা, জেল্‌স, মর্ফি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, ফস, প্ল্যাণ্টা, সিকেলী, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, ট্যারেকা, ভাইপেরা।

১৪। ওষ্ঠে "সর্ডিস" নামক একপ্রকার ময়লাযুক্ত চটা পড়া বা মামড়ি—এট্রো কেলি সায়ে, মার্ক-মিথা, ন্যাজা।

দন্ত।

দন্তের বসেকটী লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে আমাদের অনেক সাহায্য করে। শিশুদের দাঁত উঠিবার কালে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই সময় দন্ত উঠিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অজীর্ণ, অত্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য বা অম্ল খাওয়া, পারদের অপব্যবহার, ও অধিক মদ্যপান জন্য "দন্তক্ষয়" (কেরিস্‌) নামক রোগ হয়। টাইফয়েড্‌ জ্বর বা অন্যান্য পীড়া এবং টাইফয়েড্‌ অবস্থায় দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও "সর্ডিসযুক্ত" হয়। নিদ্রা, বিকার, কিম্বা অন্যান্য অবস্থায় রোগী, বিশেষতঃ শিশু দন্ত কিড়মিড় করিলে, তাহা এক প্রকার কৃমির সাধারণ লক্ষণ বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা নহে; সর্দ্দি, জ্বর, প্রবল প্রদাহ, কম্পজ্বর, মস্তিষ্কের পীড়া ও মস্তিষ্কের উত্তেজনাবস্থা, অন্ত্রে উত্তেজনা, শিশুর দন্তোদ্গম, অন্ত্রে কৃমি থাকা, এই সমস্ত কারণের যে কোন কারণে নিদ্রাবস্থায় দন্ত কিড়মিড়্‌

হইতে দেখা যায়। পিতা মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে শিশুদিগের দন্তাগ্র করাতের মুখের ন্যায় কাটাকাটা দেখায়।

১। দন্তে দুর্গন্ধ হইলে—কেলি-কার্ব ও প্লাম্বা-এসিটা প্রধান ঔষধ।

২। বর্ণের ব্যতিক্রম। (ক) দন্ত হলুদবর্ণ—** লাইকো, এলো, আর্স, বেল, কোকা, * আইওড, মার্ক, প্লাম্বা, ** নাইট্রি-এসি। (খ) দাঁত কাল হইয়া যায়—মার্ক, মার্ক-সল, ফস্, সিপি, প্লাম্বাম-মেটা। (গ) দন্তের রং কাল ভস্মের ন্যায়—মার্ক-সল। (ঘ) দন্ত অতি শীঘ্র কাল হইয়া যায়, অথবা পাশাপাশি ভাবে তাহাদিগের মধ্যস্থলে কাল কাল রেখা সকল দৃষ্ট হয়—*ষ্ট্যাফি, মি উর এসি। (ঙ) —কটা বর্ণ—মার্ক (চ) হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ—মার্ক, প্লাম্বা। (ছ) দাঁতগুলি সাদা—মিউর-এসি, শোলেনাম-টি ইগ্রো। (জ) ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক, ফস। (ঝ) কৃষ্ণাভ-ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক সল। (ঞ) অপরিষ্কৃত ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক।

৩। দন্তে "সর্ডিস" বা অপরিষ্কৃত চটা—*আর্স, বেঞ্জোইন, কিউবেব, কেলি সাযে, মার্ক কর, অগজ্যালি-এসি, *ফস্, *প্লাম্বা, সিকেলী ব। * পিট্রো, * আর্নি, এলুমি, *এন্টি-টার্ট।

N B.—যে সমস্ত পীড়ায় দন্তে "সর্ডিস" দেখিবে তাহাতে "সর্ডিস" সম্বন্ধে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। বিকার, সান্নিপাত ও অন্যান্য কঠিন অবস্থায় দন্তে "সর্ডিস" দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) রক্তময় "সর্ডিস" —প্ল্যান্টা, সিকে।

(খ) গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস"—ট্যাবেকা।

N. B —টাইফাস্ জ্বরে এবং "লো" রেমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ অবস্থায় দন্তে রক্তময় ও গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস" দেখা যায়।

(গ) দন্তে হরিদ্রাবর্ণ "সর্ডিস্" সাল্ফ-এসি, *প্লাম্বা-এসি, আইয়ড। (ঘ) দন্ত দুর্গন্ধময় মিউকাসে আবৃত—মেজি। (ঙ) কটাবর্ণ মিউকাস দন্তের উপর দেখা যায়—*সাল্ফা।

৪। দন্ত শুষ্ক—এট্রোপি, মার্ক-আইয়ড্-ফ্লে বা, মার্ক-মিথি, *ট্যাবেণ্ট্।

৫। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা দাঁত কিড়মিড় করা— *আর্স, * বেল, *নিকু, কোনা, কুপ্রা-সাল্ফ, হাইয়স্, লাইকো * সিকেলী, ন্যাজা, ওপি, প্ল্যাণ্টে, *ফস, পাল্স, একোন, এগারি-ফেলো, কাফি, হাইয়স্, ভিরাট, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যাস্থা, কলচি, কেলি-কার্ব, মার্ক, নক্স ম, প্লাম্বা, সোরি, এপিস, * ক্যানা-ইণ্ডি, এণ্টি-ক্রুড, * সিনা।

(ক) নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়িমড়ি করা—এগারি-মা, * সিনা, স্যাণ্টোনিন্, মার্ক-সল, প্লাম্বা, * আর্স, *বেল, কার্বল্স-ব্যাড, *ক্যানা ইণ্ডি, গ্যাণেটাম, প্ল্যাণ্টে। (খ) রাত্রিতে দাঁত কিড়িমিড়—সোরি। (গ) দুই প্রহর রাত্রে দন্ত কিড়মিড়—একোন। (ঘ) কন্ভাল্শন অবস্থায় দাঁত কিড়মিড়—ক্যাল কার্ব, কফি, ফেরা। (ঙ) রজস্বলার পর দন্ত কিড়িমিড় করা—ভিরাট। (চ) অত্যন্ত বেগে এবং ভয়ানকরূপে দন্ত কিড়িমিড় করা—প্লাম্বা-এসিটা। (ছ) দন্তে দন্ত চাপিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিয়া দন্ত কিড়মিড় করা ও তৎসঙ্গে দুই হস্তে মোচড়ান আক্ষেপ দেখা যায়। দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্কের গোলযোগ। দন্ত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দুই হস্ত মস্তকের উপর লইয়া

এরূপভাবে ঘুরাইতে থাকে, যেন সে কতকগুলি সূতা দ্বারা একটী গুটী পাকাইতেছে। দন্তঘর্ষণ ও তৎসঙ্গে সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকি দিয়া উঠিতে থাকে—*ষ্ট্র্যামো।

(ঙ) দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দক্ষিণ বাহুর আক্ষেপ। দন্ত-কিড়মিড়-সহ মুখে ফেনা এবং তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ। দন্ত-ঘর্ষণ-সহ অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। দন্ত ঘর্ষণ এবং দাঁতের বেদনায় সে (স্ত্রী-লোক) নিদ্রা যাইতে পারে না—বেল।

৬। দাঁতে ক্ষত—এমোনি-কার্ব, আর্স, ব্যারিয়াম-কার্ব, বেল, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা, ফস, প্ল্যাণ্টে, ** সিপি, ট্যাবেকা।

(ক) অতিশয় বেদনার পর দাঁতে ক্ষত হইলে—সিপি।

৭। দন্তোদ্গম কষ্টে ও গৌণে হইলে—একোন, এণ্টি-ক্রুড, এপিস, * আর্স, * বেল, বোবা, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাল-ফস, কষ্টি, ** ক্যামো, সিনা, * ফেরা, * হিপা, হাইয়স, ইগ্নে, * ক্রিয়েজো, * ল্যাকে, লাইকো, * ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-সল, নক্স-ভ, নক্স ম, সোবি, হ্রিয়াম, সিপি, **সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, * সালফ-এসি, ভিরেট্রাম, প্রধান ঔষধ।

৮। দাঁতে বেদনা—একোন, ইস্কিউ এপিস, আর্জেণ্টা-না, *আর্স, বেল, ব্রাই *ক্যাল কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চেলি, সিকুটা; কলোসি, *গ্র্যাফা, হেমেমে, হিপোমে, হিপার, ফ্লুওর এসি, হাইযস, আইওড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ল্যাকনাস্থি, লাইকো, মার্ক-কর, মিউর-এসি, ন্যাজা, *ন্যাট্রা-মি **নাইট্রি-এসি, **সিপি হুডো, ফস, ফাইটো, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রিকনিয়া, সাল্ফ এসি ট্যাবেণ্টু, ভিবার্ট, জিঙ্ক।

৯। শীতবোধ বা অন্য কোন কারণে দাঁতে দাঁতে খট্‌খট্‌ করিতে থাকে—এমনি-কার্ব, আর্স, ক্যাল-কার্ব, **ক্যাম্ফ, সিড্র, চায়না, কাফি, **ল্যাকে, মার্ক-সল্‌, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, প্লাম্বা, ফস, স্পাইজি।

১০। দাঁতে অতিশয় বোধশক্তি—*একোন, এলুমি, *ব্রাই, কলচি, *আর্জেন্টা না, বোভি, আইবিস-ভা, কেলি বাই, *লাইকো, মার্ক-কর, **মাক-ভ, * ন্যাট্রা-মি। (ক) জলপান করিতে দাঁতে লাগে—** আর্জেন্টা-না, *থিবিডিয়াম্।

১১। দাঁতের গোড়া শিথিল—একোন, * আর্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কষ্টি, * বোনা, * চায়না, ড্রসি, হিপা, হাইযস, কেলি-কার্ব, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক, মাক-কব, * নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ, ওপি, ফস্, সিকেলি, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, ষ্ট্যাফি, ভিবাট।

১২। দাঁত উঠিবামাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—** ক্রিয়েজো, ষ্ট্যাফি।

১৩। দাঁতের মূলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মস্তকভাগ স্বাভাবিক থাকে—** থুজা।

১৪। দন্তোদ্গমের প্রথম অবস্থা হইতেই দাঁতে ছোট ছোট কাল ফোঁটা বা রেখা দেখিতে পাওয়া যায়— ** ক্রিয়েজো, *ষ্ট্যাফি।

১৫। দাঁত দীর্ঘ বোধ—মার্ক-ভ।

দন্তের মাড়ী।

১। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তপাত—এইল্যান্থাস, * এলুমি, এগারি-মা, *এণ্টিক্রু, *আর্জেন্টা না, এপিস, আর্স, অরা, *ব্যারিয়াম কার, বেল, বার্বেরিস, বোভি, *ক্যাল কার, *কার-ভেজি, সিষ্টাস, কোনা, ক্রোটে-লাস্, ইউফর, হেমেমে, হিপা, ** আইয়ড, কেলি-কার্ব, কেলি-নাইট্রা, *ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সল্, *ন্যাট্রা-কার, *ন্যাট্রা মি, নক্স ম, প্লাম্বা, ফস্, সিপি, *জিঙ্ক, *য্যাম্ব্রা, **ম্যাগ্নে মি।

(ক) মাড়ী হইতে সহজে কিম্বা কোন প্রকার চাপ লাগিলে রক্তপাত—*লাইকো, নস-এসি, ডালকা, *কার্ব-ভ, *গ্র্যাফা,

*ষ্ট্যাফি, **হিপা, **মার্ক, **সিপি, জিঙ্ক-মেটা, ক্যাল্-কার্ব, **(ষ্ট্যাফি ক্ষতযুক্ত)

(খ) মাড়ী হইতে রক্তপাত এবং মাড়ীর মাংসগুলি ফাঁক হইয়া থাকে—এণ্টি-ক্রুড্।

(গ) চুম্বন দিলে রক্তপাত—আরাম-মেটা, *নাইট্রি-এসি, বোভি, কার্ব-ভ।

(ঘ) দন্ত মার্জ্জন করিতে রক্তপাত—*এনাকা, গ্র্যাফা, *লাইকো, কার্ব-ভ, অগজ্যালি-এসি, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, মার্ক-সল্, ফস্, জিঙ্ক।

(ঙ) থুথুর সঙ্গে রক্তপাত—সিপি, সাল্ফা।

(চ) স্কার্বি রোগগ্রস্তের মাড়া। সহজে পাতলা রক্ত পড়িয়া থাকে।—ন্যাট্রা-মি, *নাইট্রি-এসি।

২। সাদা মাড়ী—ফেবা, ষ্ট্যাফি।

৩। দাঁতের মাড়ী স্ফীত—এগারি-মা, এলুমি, য্যাম্ব্রা, এমোনি-কার্ব, আর্স, কেলি, বেল, বিসমাথ, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিষ্টাস্, কোনা, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হেমেমে, আইওড্, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মার্ক-সায়েনে, মার্ক-সল, মিউর-এসি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, ফস্, হ্রাস, সিপি, সাইলি, থুজা, সালফ-এসি, স্পাইজি, সাল্ফা, জিঙ্ক, বোরাক্স।

(ক) মাড়ী স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত—থুজা।

(খ) মাড়ী, বাম টন্‌সিল এবং গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত—কেলি কার্ব।

(গ) মাড়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা—গ্র্যাফা।

(ঘ) পশ্চাদ্দিকস্থ মাড়ীর দাঁতের গোড়া স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শ মাত্র বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি—হিপা।

(ঙ) প্রত্যেক রাত্রে মাড়ী স্ফীত হইয়া থাকে—মার্ক-সল।

(চ) মাড়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে ওষ্ঠে ও জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। মাড়ীতে য়্যাব্‌সেস্ বা ফোড়া হওয়ার ন্যায় বৃহৎ ফুলা ও তৎসঙ্গে বেদনা—নক্স ভ।

(ছ) দাঁতের গোড়া শিথিল এবং স্ফীত—নাইট্রি-এসি।

(জ) দাঁতের গোড়া ও তৎসঙ্গে গাল স্ফীত—ক্যাল-কার্ব।

(ঝ) উপরের মাড়ীর দাঁত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত ও শীতল জলপানে ঐ পীড়িত স্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে ব্যারিটাম কার্ব।

(ঞ) ক্ষত দাঁতের গর্ত্তমধ্যে সাদা স্ফীত অবস্থা, তাহাতে এবং মাড়ীতে অত্যন্ত বেদনা ও ভারবোধ—স্যাবাইনা।

(ট) মাড়ীর বেদনাশূন্য স্ফীত অবস্থা—মার্ক-সল্।

(ঠ) মুখগহ্বরের অন্তর্দ্দিকস্থ মাড়ীতে স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে গরম কি ঠাণ্ডা বস্তু লাগিলে জ্বালাযুক্ত বেদনা—পাল্‌স্।

(ড) দাঁতের মাড়ী অত্যন্ত উঁচু উঁচু ফুলো। কখনও তাহাতে বেদনা হয়—সিপি।

(ঢ) মাড়ী স্ফীত ও তাহাতে গরম বস্তু আহারে জ্বালাবোধ—সাইলিসিয়া।

(ণ) দক্ষিণদিকস্থ নিম্নমাড়ী স্ফীত এবং তাহাতে চাপ দিলে পুঁজ নির্গত হয়—সাল্ফ-এসি।

(ত) দাঁতের মূলদেশে ক্ষুদ্র ডুমুরের ন্যায় শক্ত ও স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে বেদনা—প্লাম্বা এসিটা।

(থ) উপরোষ্ঠ এবং মাড়ীর সম্মুখভাগ স্ফীত—লাইকো।

মুখমণ্ডল।

মুখশ্রী বা মুখচ্ছবি।

পীড়া হেতু মুখমণ্ডলের বর্ণ ও আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তন যদিও একটী সামান্য লক্ষণ বটে, কিন্তু এতদ্দারা অনেক সময় অতি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ মুখের বর্ণ, আকৃতি এবং ভাব এস্থলে বিবেচ্য।————

১। মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ—(১) **আর্স, ব্রাই, ক্যাল কে, একোন, * কার্ব-ভ, কুপ্রা, ক্যাম্ফ, ** চায়না, ** ফেরা * ইপিকা, * ল্যাকে, ফস, পাল্স, ** সিপি, স্পাইজি, ** সাল্ফা, ষ্ট্যানা, টর্টা, ভিরেট্রা, * য্যালাম, আর্নি, * ক্যাম্ফ, ** সিনা, হেলে, * নাইট্রি এসি, নক্স-ভ, ** ফস্-এসি, ষ্ট্রাম, সেম্বু, সিকে। (২) এণ্টি-ক্রু, এপিস, আর্জে-না, আর্নি, বিসমাথ, বোরা, ক্যাল্-ফস, কলচি, কোনা, সাইক্ল্যা, ডিজি, ডাল্কা, ইগ্নে, আইয়ড, অ্যাট্রো, কেলি-বাই, মার্ক, মিউর এসি, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্রিমাম, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

২। ,, রক্তবর্ণ—১) ** একোন * আর্স, ** বেল, ** ক্যামো, ** ব্রাই, ** চায়না, ককিউ, হিপা, ** হাইয়স, আইয়ড, * ইগ্নে, * মার্ক, নক্স-ম, ** ওপি, ষ্ট্রাম, ষ্ট্র্যামো, নক্স-ভ, সাল্ফা। (২) + চায়না, ডাল্কা, হাইয়স, ল্যাকে, পাল্স, স্কুইল, টার্টা, ভিরাট।

২ (ক) ,, উজ্জ্বল—* একোন, ইথু, এমোনি-মি, ** ব্যাপটি, বেরি-কা, *বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাল-কা, সিকুটা, ক্যাপসি, লবোসি, ফেরা, হাইয়স, ইগ্নে, জেবোরেণ্ড, লাইকো, মার্ক-ভ, মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্, ষ্ট্যান্না, টেরিবি, জিঙ্ক, ** ওপি, (শয়ন অবস্থায়—একোন)।

৩। এক দিকের কপোল লাল, অন্য দিকের পিংশে——একোন, * ক্যামো, কলোসি, * ইগ্নে, নক্স-ভ, ভিরাট।

৪। কপোলদ্বয় লালবর্ণ—একোন, * ক্যাপসি, ক্যামো, * চায়না,

এমনি-মি, ক্যামো, * ফেরা, লাইকো, * মার্ক, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ,—ব্রাই, ক্যানা, ড্রসি, ডাল্কা, আইয়ড, কেলি, ষ্ট্র্যামো।

৫। পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তন—কখন পিংশে, কখন বা লাল—(১) একোন, * বেল, ক্যামো, সিনা, ক্রোকা, * ইগ্নে, * নক্স-ভ, * ফস্, প্ল্যাটী, * পালস, ভিরাট; (২ * য়্যালাম, * অরা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, * চায়না, * ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, *ম্যাগ্নে-কার্ব, স্পাইজি, *স্কুইল, সাল্ফ-এসি।

৬। মুখমণ্ডল নীলাভ রক্তবর্ণ—(১) একোন, য়্যাগ্না, ক্যামো, ** কুপ্রা, * ব্যাপটি, * ল্যাকে, পালস; (২) * আর্স, অরা, ** বেল, ** ব্রাই, ক্যান্ফ, কোনা, হিপা, হাইয়স, * ইগ্নে. ইপিকা, মার্ক, সেম্ব্, * ওপি, স্পঞ্জি, ভিরাট।

৭। ,, রক্তাভ ব্রাউন (কটাবর্ণ)(১)*ব্রাই, হাইয়স,*নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, * সাল্ফ; (২) * কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো, পাল্স, সিকেলী।

৮। ,, হরিদ্রাভ. জলটুসে, চক্চকে পাতলাবর্ণ—(১) আর্স, চায়না, ফেরা, * ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ; (২) ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্রোকা, ক্রিয়েজো, নাইট্রি-এসি, ফস, সেম্ব্, সিপি, * সাইলি।

৯। পাংশুবর্ণ—কার্ব-ভ, ক্রিনেজো, ল্যাকে, লবো।

১০। মুখমণ্ডল হরিদ্রাভবর্ণ—** কোনা, ** ফেরা, ** নক্স-ভ, ** প্লাম্বা, ** সিপি, ** সালফ, ** আর্ণি, ** আর্স, ব্যাপসি, * চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, ফেরা, ** ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, হ্রাস, *সিপি।

(১০ক) ,, ,, বহু দাগযুক্ত—* সিপি।

(১০খ) ,, ,, হরিদ্রাবর্ণ—* আর্স. কার্ব-ভ, * ডিজি, ভিরেট্রা, কেলি-কা, * লেপ্টা, কেলি-বাই, নক্স-ভ, * সিপি, মার্ক, লরোসি, আইওড, নাইট্রি-এসি।

১১। ঈষৎ নীলবর্ণ—(১) * আর্স, * বেল, * হাইয়স, *ওপি,

কেলি-ব্রো, * ভিরেট্রা ; (২) একোন, য়্যাগ্না, অরা, * ডিজি, * ব্রাই, * ক্যাম্ফ, সিনা, * কোনা, * কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টা।

১২। চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলিমাময়—(১) আর্স, চায়না, *ইপিকা, লাইকো, * নক্স-ভ, ফস-এসি, * হ্রাস, * সিকে, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা ; (২) * য়্যানাকা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

১৩। চক্ষুর চতুর্দ্দিক পীতবর্ণ—— * নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, স্পাইজি।

১৪। ,, ,, হরিদ্রাভবর্ণ—* আর্স, ভিরেট্রা।

১৫। নাসিকার চারিধারে পীতাভবর্ণ—* নক্স-ভ, সিপি।

১৬। নাসিকার উপর দিয়া কপোলদ্বয় পর্য্যন্ত পীতবর্ণ—সিপিয়া।

১৭। নাসিকা এবং মুখ পীতবর্ণ—* নক্স-ভ, সিপি।

১৮। পীতবর্ণ বিশিষ্ট চিক (টেম্পল প্রদেশ) দ্বয়—(১) কষ্টিকাম্।

১৯। মুখগহ্বর ঈষৎ নীলবর্ণ ———* সিনা, কুপ্রা, ফেরা, * ষ্ট্যান্না।

২০। মুখমণ্ডলে নীলবর্ণ ছোট ছোট দাগ—* ফেরা, সিনা, কুপ্রা, ষ্ট্যান্না।

২১। ,, ,, পীতবর্ণ দাগ সকল—কল্চি, ফেরা, ন্যাট্রা, সিপি, কষ্টি, * নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ।

২২। মুখমণ্ডলে লাল দাগ সকল—ক্যাল্কে, লাইকো, হ্রাস্, স্থাবাডি, সেম্বু, * সাইলি, সাল্ফা।

(২২ ক) কপোলদেশে সীমাবদ্ধ লাল দাগ সকল—** চায়না, * ফেরা, * লাইকো, * যস্, * সাল্ফা।

২৩। মুখমণ্ডলে কাল চিহ্ন সকল—ড্রসি, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা,

*নাইট্রি-এসি. সিলিনি, সাল্‌ফা ; (২) বেল, ব্রাই. * ক্যালকে, ডিজি. হিপা, ন্যাট্রা-মি., স্যাবাডি, ষ্ট্যাবাইনা।

২৪। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল চক্‌চকে যেন তৈল মাখান—(১) ম্যাগ্নে-কা, ** ন্যাট্রা মি, প্লাম্বা. * সিলিনি, (২) ব্রাই, চায়না, মার্ক, থুজা, ষ্ট্র্যামো।

২৫। মুখ ও চক্ষু যেন বসিয়া গিয়াছে—(১) * আর্স, আর্ণি, * চায়না, ল্যাকে, নক্‌স ভ. * সিকে, এণ্টিটার্ট + সিপি, ষ্ট্যানা, ভিরাট ; (২) য়্যানাকা, আর্জেণ্টা-না, * ক্যাম্ফ. সিকিউ, ক্যাল-কা ক্যাল্‌-ফস্‌, কলোসি, কুপ্র, ড্রসি, ইগ্নে, লরোসি, ফেরা, লাইকো. মিউর-এসি, ফস্‌, ফস্‌-এসি, থুজা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

২৬। নাসিকাগ্র চোঁখা (তীক্ষ্ণ) এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া—আর্স, চায়না, নক্‌স-ভ, ফস-এসি, থুজা. ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

(২৬ ক) নাসিকা স্ফীতভাবাপন্ন অবস্থায়—* বেল, * কষ্টি, * কেলি-কার্ব, * মার্ক-কর, * ন্যাট্রা মি, * ফস্‌ এসি, *পাল্‌স, *থুজা, *সিপি ব্যবহার দ্বারা ডাঃ গারেন্সি বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

২৭। মুখমণ্ডল দেখিতে মৃতের ন্যায়—(১) * আর্স, চায়না, ফস্‌, ফস্‌-এসি, সিকে, * ভিরাট, (২) * ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কুপ্রা, নক্‌স-ভ।

২৮। মুখ ফুলো ফুলো (স্ফীত)—(১) একোন, * আর্স, ব্রাই, * ক্যামো, * চায়না, হাইয়স. নকস-ভ, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স. সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, (২) আর্ণি, আর্স, * বেল, *ফেরা, হেলে, ইপিকা, * কেলি-কা, ইউপেটো-পা, ল্যাকে, থুজা, সিপি. সাইলি, স্প্যাইজি, ব্যারি কার্ব, ষ্ট্যানা, ভিরেট্রা।

২৯। চক্ষুর চতুর্দ্দিকের স্ফীত অবস্থা—আর্স, ফেরা, ফস্‌, পাল্‌স।

(২৯ ক) ,, উপরিভাগ স্ফীত—এপিস, ** আর্স, বেল, ** ক্যামো, কেলি-কার্ব।

৩০। চক্ষুর নিম্নভাগ স্ফীত—** এপিস, আর্স, চায়না, নক্‌স-ভ, ** ফস্‌, ভিরেট্রা, ব্রাই ক্যালকে, সিপি।

(৩০ ক) কপোলদ্বয় স্ফীতভাবাপন্ন—আর্ণি, ** ক্যাম্মো,** পাল্স।

৩১। দেখিতে রুগ্নের ন্যায়—(১) চায়না, নক্স-ভ, ফস্ সালফা; (২) সিনা, ক্রেমা, ল্যাকে, পাল্স।

৩২। মুখমণ্ডলের চর্ম্ম ঘোঁচান বা লোলিত—ক্যাল্কে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

৩৩। কপালের চর্ম্ম ঘোঁচান ও (কুঞ্চিত)—(১) ক্যাম্মো, হেলে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, (২) এমোনি, ব্রাই, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, হ্রাস্।

৩৪। মুখাকৃতি নিতান্ত বিশ্রী—(১) * আর্স, ** বেল, কষ্টি, ক্যাম্মো, গ্র্যাফা, ** ইথু, হাইয়স ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ** ওপি, * সিকে, ** ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট, (২) * ক্যাম্ফ, সিকিউ, ককিউ, * কুপ্রা, হাইয়স্ ** লাইকো, মাক, প্ল্যাটী, পালস, হ্রাস, সাইলি, স্প্যাইজি, স্পঞ্জি, স্কুইল।

৩৫। মুখমণ্ডল শীতল—বেল, ক্যাল-কার্ব, * ক্যাম্ফ, কুপ্রা, ভিরাট।

৩৬। ,, কোল্যাপ্স অবস্থাপন্ন—ইথু, * ক্যাম্ফ।

৩৭। ,, মৃত্তিকার বর্ণবিশিষ্ট—** আর্স, বোবা ** চায়না লাইকো, ** মাক, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি, ** ফেরা।

৩৮। মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল—** বেল, ** ইগ্নে, ** ফস্, ** প্ল্যাণ্টে, ইথু, কুপ্রা।

৩৯। মুখশ্রী বেকুবের ন্যায়—** ব্যাপ্টি, মার্ক-ভ, আর্জেণ্টা-না, ক্যাল-ফস্, কষ্টি, নেপ্টা, সিপি।

৪০। ,, আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশক—ইথু, ক্যাম্ফা, কুপ্রা।

৪১। ,, ,, ভয়প্রকাশক—একোন।

৪২। ,, হতভাগ্যের ন্যায়—মেজি।

৪৩। মুখটী হাঁ করিয়া থাকা—* বেল।

৪৪। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত—পডো, ষ্ট্র্যামো, * সাল্ফা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নাড়ী বা পাল্‌স।

(Pulse)

অনেক চিকিৎসক নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু নাড়ী সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা যে চিকিৎসকের একটী গুরুতর কার্য্য তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

আমাদের দেশে "হাত দেখা" অর্থাৎ নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগের অবস্থা পরিচয় করা এবং তদনুযায়ী ঔষধাদি ব্যবস্থা করা বহুকাল প্রচলিত আছে।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেক সময় অনেক পীড়ায় নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, শরীরের সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কি সবলতা, জ্বরাদি পীড়ার উগ্রতা, জীবনী-শক্তির অবসন্নতা ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা অন্যান্য লক্ষণসহ জানিয়া লইতে পারিবেন।

নাড়ী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থা জ্ঞাত থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির সমসূত্রে মণিবন্ধস্থানে তোমার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে রেডিয়েল আর্টারী অর্থাৎ ধমনীর স্পন্দন-গতি অনুভব করিতে পারিবে; সচরাচর নাড়ীর গতি দেখিতে হইলে মণিবন্ধ স্থানেই দেখা হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানের মধ্যে যে সকল স্থানের ধমনী, চর্ম্মের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানই স্পর্শ করিলে নাড়ী অর্থাৎ ধমনীর গতি অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা বিধায় মণিবন্ধ স্থানেই নাড়ী দেখা হইয়া থাকে। সেই জন্যই নাড়ী দেখার নাম "হাত দেখা" হইয়াছে।

১। স্পন্দন—নাড়ীর স্পন্দন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে নাড়ী কতবার স্পন্দিত হয়, আমরা তাহার সংখ্যা গণিয়া দেখিয়া থাকি। স্বাভাবিক অবস্থায়

সদ্যজাত শিশুর নাড়ী ১৪০ বার স্পন্দিত হয; ১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর অবধি ১৩০ হইতে ৮০ বার; যৌবনে ৭০; এবং বৃদ্ধাবস্থায় ৬০ হইতে ৬৫ বার নাড়ী প্রতি মিনিটে স্পন্দিত হয়।

রোগের উগ্রতা ও মৃদুতা অনুসারে নাড়ীর এই স্পন্দন-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

২। নাড়ীর বেগ—উপরে যে স্পন্দনের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই স্পন্দন সঙ্গেই নাড়ীর নানা প্রকার বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে; ইহাকেই ইংরাজীতে "নাড়ীর কুইক্‌নেস্‌" বলিয়া থাকে।

(ক) নাড়ীর বেগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণনাড়ী বা "শার্প-পাল্‌স" বলিয়া থাকে।

(খ) নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে "স্লোপাল্‌স" বলিয়া থাকে।

৩। নাড়ীর আয়তন :—

(ক) নাড়ীর স্থূলাবস্থা—কোন নাড়ী পূর্ণ অর্থাৎ ফুল্‌ (Full)।

(খ) কোন নাড়ী অত্যন্ত স্থূল অর্থাৎ লার্জ (Large), তাহাকে মোটা নাড়ীও বলা হইয়া থাকে।

(গ) নাড়ী ক্ষুদ্র অর্থাৎ স্মল্‌ (Small)।

(ঘ) নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষীণ অর্থাৎ থ্রেড়ী (Thready)।

৪। নাড়ীর শক্তি—এস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করতঃ মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে; দেখিবে কোন নাড়ী সবল, কোন নাড়ী দুর্ব্বল, কোন নাড়ীবা লুপ্তপ্রায় কিংবা সম্পূর্ণ লুপ্ত। কোন নাড়ী হস্তে কোমল অথবা কঠিন বোধ হইবে, কোন নাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা সম্ভবমত চাপিয়া ধরিলে, উহা চাপন অগ্রাহ্য করিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। এই প্রকার নাড়ীকে ইন্‌কম্প্রেসিবল্‌ (Incompressible) পাল্‌স অর্থাৎ দুশ্চাপ্য নাড়ী কহে।

যদি তোমার অঙ্গুলিচাপে নাড়ী স্পন্দিত না হইয়া স্থগিত থাকে তবে সে নাড়ীকে কম্প্রেসিবল্‌ (Compressible) অর্থাৎ চাপ্য নাড়ী বলা যায়।

৫। নাড়ীর গতি :—

(ক) নাড়ীর ছন্দম্ (Rhythm) অর্থাৎ স্পন্দন-সমতা :—কোন নাড়ী রেগুলার (Regular) অর্থাৎ সম—ইহাদের গতি ও স্পন্দন সর্ব্বদা একভাবে দেখিতে পাইবে। এই অবস্থার বিপরীত অবস্থা হইলেই অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পাল্‌স বলিয়া থাকে।

(খ) ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) অর্থাৎ পর্য্যায়যুক্ত বা ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী—ইহাতে নাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ কিছুকালের জন্য থামিয়া থাকে, ইহাকে ভেকগতি নাড়ী বলে।

(গ) নাড়ীর অন্যান্য কয়েকটী বিশেষ অবস্থা —(১) নাড়ী জার্কিং (Jerking) বা অকস্মাৎ উল্লম্ফনযুক্ত অর্থাৎ ঝাঁকি মারিয়া উঠে। (২) থ্রিলিং (Thrilling) বা ভাইব্রেটীং (Vibrating) অর্থাৎ কম্পমান নাড়ী। কম্পমান নাড়ী নিস্তেজ ও শঙ্কাজনক অবস্থাজ্ঞাপক।

এইরূপ নাড়ীর অবস্থানুসারে কোন্ কোন্ ঔষধ উপযোগী তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।:—

১। দুর্ব্বল নাড়ী বা উইক্ (Weak) পাল্‌স—(১) * আর্নি, ডিজি, * ব্যারাইটা, * লোবিলিনা, * সিকে, *সেঙ্গু, * স্পাইজি, *ট্যাবেকাম্, ও জিঙ্কাম্ প্রধান ঔষধ এসিটিক-এসি, * একোন, ইস্কিউ, ইউকবরি, ক্যাম্ফ, এলোজ, আর্স, এমোনি মিউ,*এণ্টি-টার্ট, য্যারাম, ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, বার্বেরিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাপ্সি, সাইক্লামে, সিড্রন, চায়না, সিমিসি, কোকা, ক্রোটন-টি, * কার্ব ভ * ক্রিয়োজো, ** কেলি কা, কেলি ব্রো, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা আর্স, জেলস, গ্লোনইন, হেমামে এসিড হাইড্রোসি, হাইয়স, আইরড, আইরিস ভ, ল্যাকটিক এসি, ল্যাকে, * লরোসি, * মার্ক-কর, মার্ক সল, * মিউর এসি, নাইট্রি এসি, * ওপি, ফস, ফাইজো, রিসিনাস, অগজ্যালি এসি, * সাইলি, ষ্ট্রামো, * ভাইপেরা। ন্যাজা, নক্স-ভ, ফস্, ফেরা কস্ এসি, সিকে, * ট্যাবেকা, * ভিবে ট্রাম-এলব ও কাম্ফার এই কয়েকটী ঔষধ অধিকাংশ সময়েই দুর্ব্বল নাড়ীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। সূত্রবৎ নাড়ী বা থ্রেডী (Thready) পাল্‌স—(১) *একোন, ব্যাবাম, আর্নি, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কলচি, কুপ্রা, ডিজি, জেলস,

* হেলে, হাইয়স, আইয়ড, ন্যাজা, ওপি, ল্যাকে, অক্‌জ্যালি-এসিড, প্লাম্বাম, ফস, ফাইজো, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক-মেটা, * টেরিবি।

৩। সফ্‌ট পালস্ (Soft Pulse) বা কোমল নাড়ী অর্থাৎ সহজে চাপ্য—(১) এসিটিক-এসি, ইস্কিউ, আর্স, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ডালকা, ফেরা, *জেলস, গ্লোনইন, হেমামে, হেলে, হাইয়স, হাইড্রোসি-এসি, আইয়ড, লাইকো, মার্ক-সল, নক্স ভ, * ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, * ফস, প্লাম্বাম, ফাইটো, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রীকনি, * সাম্বাল, ভাইপেরা, জিঙ্কাম্।

৪। কম্পমান নাড়ী—(১) * আর্স, * ক্যাম্ফ, * ডিজি, * ল্যাকে, * স্পাইজি, প্রধান ঔষধ। (২) বেল, ক্যাক্‌টা, ক্রিয়েজো, হ্রাস, (৩) একোন, এণ্টি-টার্টা, ক্যান্থা, ক্রোটেলাস্, * হেলে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, ষ্ট্র্যামো, সালফ এসি, ভ্যালিরি।

৫। নাড়ী ক্ষুদ্র—(স্মল পালস্ Small pulse) একোন, * ফেরা, ইথু, *হেলে, *মিউর-এসি *নক্স ম, *নক্স-ভ, *ফস, *জিঙ্ক মেটা, প্রধান ঔষধ। য়্যালাম, এপিস, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, * বেল, ক্যাম্ফ, ব্রাই, কুপ্রা, ক্যনা-স্যাটা, ক্রোটন টি, * ডিজি, জেলস্, হাইয়স, আইয়ড, ল্যাকে, লিডাম, লরোসি, লাইকো, মার্ক ডি-সি-ক, মার্ক মার্ক কর, মার্ক নাইট্রি, ফস-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্‌জ্যালি এসি, পিট্রো, পডো, রিসিনাস, * র্যাফেনাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ট্যানিক-এসি, * টেরিবি, জিঙ্ক-সাল্‌ফ, * ভিরাট।

৬। নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট—(১) *একোন, *সিকুটা ভি, *সিকে, **ডিজি ক্যালমিয়া সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। (২) ইথুজা এগারিকি এপোসাই ক্যানা, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, ব্যাপটি বেল, বার্বেরিস, ব্রোমিয়াম, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, চেলি, চায়না, চায়নি-সাল্‌ফ, কোকা, কফি, কলোসি, কুপ্রা, জেলস, * গ্লোনইন, হেলে, হাইড্রাষ্ট, হাইয়স্, আইয়ড, আইরিস-ভার্স, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, * নক্স-ম, ওপি, অগ্‌-জ্যালি-এসি, ফস-এসি, হ্রাস-টক্স, সিকে, * সেঙ্গু, ট্র্যামো, ** ভিরাট।

৭। বিলুপ্ত নাড়ী—নাড়ী ডুবিয়া গেলে অর্থাৎ নাড়ী একেবারে না পাওয়া গেলে—(১) * একোন, এগার, এণ্টি, ** আর্স, বেল, * ক্যাম্ফ, চেলিডো, চায়না, কলচি, * ক্রোটেলাস, * কুপ্রা-আর্স, হাইয়স, ডিজি, * এসিড-হাইড্রোসি, ক্যালমিয়া, মার্ক কর, * ন্যাজা, লরোসি, নক্স-ভ, * ওপি, অগজ্যালি-এসি, পিট্রো, ফস্, ষ্ট্রিকনিয়া, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, টেরিবি, ট্যাবেকাম, * ভিরাট, (২) ক্যাকটা, কোনা, ** কার্ব-ভ, জেলস, হেলে, ** জ্যাট্রোফা, মার্ক, স্যাণ্টোনিন্। (কন্‌ভাল্‌শানের সময় বিলুপ্ত নাড়ী হইলে * ওপিয়াম প্রশস্ত ঔষধ)।

৮। নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত—সহজে অনুভব হয় না—(১) একোন, এগনাস্, * আর্স, * এণ্টি-টার্ট, এপিস, বেল, * ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, ক্রোটেলাস, জেলস, গ্লোনইন, হেমেমে, হেলে, এসিড-হাইড্রোসি, * ইপিকা, লরোসি, কেলি-বাই, মার্ক-কর, ন্যাজা, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস্, * ফস্-এসি, * বিসিনাস্, ট্যাবেকাম, থিয়া ভাইপেরা।

কন্‌ভাল্‌শানের সময় নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত হইলে—প্রধানতঃ ওলিয়েণ্ডা ও নক্স-ভমিকাই ব্যবহৃত হয়।

৯। আকুঞ্চিত অর্থাৎ কন্‌ট্রাক্‌টেড্ (Contracted) নাড়ী—(১) একোন, এসিটিক-এসি, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এসাফি, বেল, বিস্‌মাথ, ক্যাল-কার্ব, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, সিনা, ক্রোটন্-টি, কল্‌চি, কুপ্রা-এসি, হাইয়স, আইয়ড, কেলি-বাই, লরোসি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস, প্লাস, সিকে, ষ্ট্রিকনিয়া, সাল্‌ফা-এসি, জিঙ্ক-মেটা।

১০। ডাইক্রোটিক নাড়ী (Dicrotic pulse)—(১) একোন প্লাম্বাম, এপোসাই, ক্যানাবিস, জিঙ্ক-সাল্‌ফ।

১১। চঞ্চলা নাড়ী—(১) আর্স, এণ্টি-টার্ট, আইয়ড, নক্স-ভ, পিট্রো, হাইড্রোসি, ক্যাম্ফ, অগজ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

১২। নাড়ী উষ্ণ—(১) একোন, এলুমিনা, আর্স, * বেল, মার্ক,

চায়না, সিকে-ক, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ভাইপেরা, মার্ক-কর। (পেটে বেদনা থাকিলে—প্লাম্বাম্)।

১৩। উল্লম্ফনভাবাপন্ন নাড়ী-(১) এল্‌কোহল্, আর্স, এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ই, ক্যান্থা, চায়নি-সাল্‌ফ, ক্লোবোফরম্, গ্লোনইন, ইউপেটো-পারফো, আইয়ড, ন্যাজা।

১৪। নাড়ী ফুল্ (Full) অর্থাৎ মোটা ও পূর্ণা—(১) এসিটিক-এসি, ** একোন, ইস্কিউ-হি, এগার, এলকোহল, * এণ্টি-টার্ট, এপিস, এপোসাই, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, ব্যাবিসাম-কার্ব, বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রোমাইড, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্বলি-এসি, সিড্রন, ক্যামো, চেলিডো, চায়নি-সাল্‌ফ, সিমিসি, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজিটেলিন, * জেল্‌স, হেলে, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক, * মেজি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, * ওপি, অগ্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, পিট্রো, ফস, ফস্-এসি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থিযা * ট্যাবেকা।

§§ মাধবচন্দ্র বেরাণী নামক কোন একটি ভদ্রলোকের ওলাউঠা হয। বহুসংখ্যক দাস্ত হইতে লাগিল, ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভেদ বন্ধ হইল না। মুখ ও চক্ষু বসিযা গেল, কিন্তু দেখিলাম তখনও নাড়ী নিতান্ত মোটা ও সবেগে বহিতেছে। এই লক্ষণ অবলম্বনে একোনাইট ৩ম শক্তি ২। ৩ মাত্রা দেওয়ার পরই ভেদের পরিমাণ কমিযা আসিল, নাড়ীর গতিও ক্রমে ক্ষীণ হইযা রোগীর উপস্থিত অবস্থায় যেরূপ থাকা উচিত সেইরূপ হইল। এস্থলে নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিলে রোগীর অবস্থা যে কি হইত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

১৫। নাড়ী হার্ড (Hard) অর্থাৎ কঠিন, অথবা ইন্‌কম্প্রেসিবল (Incompressible) অর্থাৎ দুশ্চাপ্য হইলে—(১) ইস্কিউ, এগার, এল্‌কোহল্, এমোনি-মিউ, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রোপি, * একোন, ব্যারাইটা-কার্ব, কার্ব-এসি, * বেল, * ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, চায়না, চেলিডো, সিমিসি, ককিউ, কোবাল্, * কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল্‌স, গ্লোনইন, হেমামে, হাইয়স, আইয়ড, লাইকো, * মার্ক-প্রিসি-রুবার, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, ওপি, অগ্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, পিট্রো, ফস, ফাইটো,

সিকে, সেনিগা, ষ্ট্রামো, * সাল্‌ফা, * ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকাম, ট্যারেন্টু, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৬। র‍্যাপিড্ (Rapid) বা কুইক (Quick) অর্থাৎ দ্রুতগামী নাড়ী—* একোন, ব্রাই, আইয়ড্, মার্ক, ফস্, হাইয়স, ইগ্যানা, এগার, ইস্কিউ, এইল্যান্থাস, * ইথু, এলোজ, এলকোহল, য্যালাম, এমোনি-মি, এন্টি-ক্রুড, এপিস, আর্নি, * আর্স, এসাফি, এন্টি-টার্ট, এট্রোপি, ব্যাপ টি, * বেল, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ্, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-এসি, জেবোরেণ্ড, চায়না, * কল্চি, ক্রোটন-টি, কলোসি, কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল্‌স, * হেলে, ইপিকা, ক্রিয়েজো, কেলি-ফস, কেলি-ব্রাই, লাইকো, মার্ক-কর, * মিউর-এসি, ন্যাজা ন্যাট্রা-মি, ওপি, অগজ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, ফাইটো, * ফস, প্ল্যাটী, * রাস-টক্স, স্পঞ্জি, সিপি, ট্যারেন্টু, ভ্যালিরি, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৭। সবল নাড়ী অর্থাৎ ষ্ট্রং (Strong) পাল্‌স—একোন, এল-কোহল্, এলোজ, এমনি-কার্ব, এন্টি-টার্ট, এপিস, আর্নি, আর্স, বেল, চায়না, কোক, কোন, ক্রোটন্, জেল্‌স, হাইয়স, মার্ক-কর, ওপি, ফাইজো, ষ্ট্রিকনিয়া, ষ্ট্রামো।

১৮। অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পাল্‌স—একোন, * এগার, এলোজ, এন্টি-টার্ট, য্যারান, আর্নি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, ব্যারেইটা এসিটা, বেল, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যানা ইণ্ডি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * সিমিসি, কনিয়া, কল্চি, * ডিজিটেলিন্, কুপ্রা-এসি, *ডিজি, গ্লোনইন, জেলসে, হাইয়স, * মার্ক-কর, ন্যাজা, * ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস্ এসি, ফাইটো, ফাইযো, রাস-টক্স * ষ্টিলিন্, * সাম্বাল, * সেঙ্গু, ষ্ট্রিকনিয়া, * ভিরাট্ এল্ব।

১৯। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট্ (Intermittent) অর্থাৎ চলিতে চলিতে ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাকে পর্য্যায়যুক্ত নাড়ী বলে—১) * চায়না * ডিজিটেলিন্ এবং *ভিরাট, ইণ্টার-মিটেণ্ট পাল্‌সের অতি প্রধান ঔষধ, তন্নিম্নে (২) * হিপার, * ন্যাট্রা-মি,

*ফস-এসি, *সিকেলী; (৩) এসিটিক-এসি, একোন, এগাব, এলোজ, এলাম, এমোনি-কার্ব, আর্স, এমোনি-মি, এণ্টি-টার্ট, এপোসাই, বেল্, বিসমাথ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাম্ফা, কার্বলি-এসি, কার্ব-ভেজি, চায়না, চায়নি-সালফ, সিনে-বারিস, কফিয়া, কলচি, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা, জেলস্, হাইয়স হেলে, ইগ্নে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নক্স-ভ, লরোসি, নক্স-ম, ওপি, অগ্জ্যালি-এসি, নাইট্র-এসি, প্লাম্বা, ফস, সালফা, ট্যাবেকা, সালফ-এসি, ভিরাট-ভি, থুজা, জিঙ্কাম।

২০। নাড়ী তীক্ষ্ণ—(১) আর্স, কেলি-বাই, অগজ্যালি-এসি, ব্যাপটি ইত্যাদি।

২১। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের ন্যায় শব্দ নাড়ীতে শুনিতে পাইলে—(১) স্যাম্বু।

২২। ঢেউয়ের ন্যায় গতিবিশিষ্ট নাড়ী—(১) হাইয়স, সেঙ্গু-ইনেরিয়া।

২৩। "জার্কিং পাল্‌স্" (Jerking pulse) অর্থাৎ যে নাড়ী স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন ঝাঁকি মারিয়া উঠে—(১) একোন, এমিল্-না, আর্স, য়্যারাম, ডিজিটেলিন, ডাল্কা জ্যাট্রো, প্লাম্বা, ফ্যাগো, ডিজি।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূত্র।

জিহ্বা, ঘর্ম্ম এবং পিপাসার ন্যায় মূত্রও ব্যাধিবিচার ও চিকিৎসা কার্য্যে একটা প্রধান সহায়। শারীরিক নানাবিধ পরিবর্ত্তন হেতু মূত্রেও অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রের নানাবিধ পরিবর্ত্তনজ্ঞাপক ঔষধাবলী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ব্যাধি-চিকিৎসার সময় ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মূত্রের প্রতিক্রিয়া।

অম্ল-প্রতিক্রিয়াযুক্ত মূত্র অর্থাৎ মূত্রে অম্লত্ব জন্মিলে, তাহা লিট্‌মাস (Litmus) নামক কাগজ সংযোগে পরীক্ষা করা হয়। লিট্‌মাস্ কাগজ অনেক বড় বড় ডাক্তারখানায় ও রাসায়নিক-পদার্থ-বিক্রেতাদিগের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আমরা সহজ উপায়ে এইরূপে লিট্‌মাস্ প্রস্তুত করিয়া থাকি :—ধবল বর্ণের এক খণ্ড কাগজে জবা পুষ্প ঘষিয়া লইলে, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া উঠে তখন এই কাগজ এক প্রকার নীলবর্ণ দেখায়। ইহা গুণে "লিট্‌মাস্" কাগজের সমতুল্য, অম্লজনক পদার্থের সংস্পর্শ মাত্রই এই কাগজের নীলবর্ণ রূপান্তরিত হইয়া লালবর্ণ হয়। এই ক্রিয়াকে "অম্ল-প্রতিক্রিয়া" বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম "এসিড-রিয়্যাক্‌শন্"।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মূত্র ও অন্যান্য পদার্থের ক্ষারত্ব পরীক্ষা করিতে "টার্মেরিক" অর্থাৎ হলুদযুক্ত কাগজ ব্যবহৃত হয়। আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হলুদ দ্বারা একখানি ধবল বর্ণের কাগজ রং করিয়া লইলেই "টার্মেরিক কাগজ" প্রস্তুত হইল। লিটমাস কাগজের ন্যায় ইহাও ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। এই কাগজ ক্ষারযুক্ত মূত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় ক্ষার পদার্থ সংযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে "য়্যাল্‌ক্যালাইন্-রিয়্যাকশন্" অর্থাৎ "ক্ষার-প্রতিক্রিয়া" বলিয়া থাকে।

মূত্র অথবা অন্য কোন পদার্থে লিট্‌মাস্ কিম্বা "টার্মেরিক" কাগজ ভিজাইয়া যদি কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত না হয় তবে সেই মূত্র বা পদার্থকে "নিউট্র্যাল্" বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ তাহা অম্লও নয় এবং ক্ষারও নয়।

১। এসিড্ অর্থাৎ অম্লযুক্ত মূত্র হইলে—(১) এল্‌কোহল্, এলুমিনা, এপোসাই-ক্যানা, আর্জেণ্টা-নাই, আণি, এট্রোপি, বেঞ্জো এসি, কার্বলি-এসি, কষ্টি, ক্যালো, চেলিডো, সিমিসি, সিঙ্কোনা,' কোকা, কলচি, কলোসি, কোপেরা, সাইক্ল্যা, ডিজি, ইলাটে, এরিজি, ফেরা-মে হেলোনি, আইয়ড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, কেলি-ক্লো, লেপ্টা, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, অক্‌সাইড-এসি, ফস্, ফাইটো, পিক্রি-এসি, পালস্, স্যাণ্টোনিন্, সিপি, স্কুইল, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টেলুর, * কার্ড্রুয়াস-মেরি।

২। য়্যাল্ক্যালাইন্ অর্থাৎ ক্ষারধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে ঃ—(১) এমোনি-কষ্টী, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্ফা, * কার্বলি-এসি, চায়নি-সাল্ফ, *হাই-য়স, কেলি-এসিটাম, 'কেলি-কার্ব, মরফিনাম্, পেস্থোরাম্ প্লাম্বাম্, স্যাণ্টো, ষ্ট্র্যামো, ইউরেনিয়াম, ওয়ায়েস-বেডন্।

৩। নিউট্রাল্ ধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে—(১) আর্ণি, ক্যান্থা, ইউ-পেটো-পারফো, * হাইওসায়েমিনাম, হেলোনি, কেলি-কার্ব, ফস্, প্লাম্বা।

মূত্রের গন্ধ।

৪। মূত্রে পচা ও বিরক্তিজনক গন্ধ থাকিলে—(১) আর্স, কার্বলি-এসি, ডাল কা, (২) মার্ক, নাইট্রি-এসি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ফস্-এসি, পাল্স, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভায়োলা-ট্রি, * ব্যাপটী, বোরা, ** ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, কলোসি, গ্র্যাফা, * সিপি, টেরিবি।

৫। ,, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ হইলে——(১) ওলিয়াম্-এনিম্যালি।

৬। ,, চিনির ন্যায় মিষ্টগন্ধ হইলে— —(১) ইথুজা, ফেবা, আইয়ড্, কেলি-এসিটা।

৭। ,, প্রীতিজনক গন্ধ হইলে—(১) ট্রিযাম্।

৮। মূত্র এমোনিয়ার ন্যায় (ক্ষারাণি) গন্ধযুক্ত—(১) এলোজ, এমোনি-কষ্টি, ** এসাফি, অরা, বেল্ ব্রোমিয়ান্, বাফো, কক্কাস্ ক্যাক্টা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, পাল্স, ষ্ট্রন্শি, ট্যাবেকা।

৯। ,, মশলার ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে—(১) বেঞ্জো-এসি, কার্বলি-এসি, ইউপেটো-পার্প্।

১০। ,, বেঞ্জোইক্ এসিডের ন্যায় গন্ধযুক্ত——(১) ট্রিয়াম্, ফ্লুওবিক্-এসি।

১১। ,, বিড়ালের মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত—(১) এস্কেল্পি-টিউ-বারো, ক্যাজুপুট, ভায়োলা-ট্রিকালার।

১২। মূত্রে রসুনের ন্যায় গন্ধ—(১) কুপ্রা-আর্স, ফস্।

১৩। ,, পেঁয়াজের ন্যায় গন্ধ—গাম্বি-গা।

১৪। ,, গন্ধশূন্য—(১) ক্যাম্ফ, কক্কাস্, ড্রসি, ন্যাফাল্, কেলি-সালেনি, মেলাষ্টোমা, টিলিয়া।

১৫। মূত্রে বিরক্তিজনক দুর্গন্ধ—(১) এন্টি-টার্ট, এস্কেল্পি, * নষ্ম-ভ, বেঞ্জো-এসি, কাজুপুট, ক্যাল্-কার্ব, কার্বলি-এসি, চায়না ক্রেমাটি, কলোসি, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ফ্লু ওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি-ব্রোমাই, কেলি আইয়ড্, ক্রিয়েজো, ন্যাট্রা-কার্ব, **নাইট্রি-এসি, ওপি, পিট্রো, ফস্, হ্রডো, সিকে, সাল্ফা, ট্যাবেকা, ট্যারেণ্ট্, ইউরেনিয়াম, ভায়োলা ট্রি।

১৬। ,, নাসিকায় বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় প্রখর গন্ধ—(১) এলোজ, ** আর্স, আর্জেণ্ট নাই, এসাফি, এস্কেল্পি, ** বেঞ্জো এসি, ব্যাফো, **ক্যাল-কার্ব, ক্যাল্-ফস, **ক্যান্থা, **কার্বলি এসি, কার্ব-ভেজ, চেলিডো, **হিপা, চায়নি সাল্ফ, কোবাল্ট, ডিজি, ফ্লু ওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি বাই, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টী, লাইকো, মার্ক-কর, ন্যাট্রা মি, * নাইট্রি এসি, নম্ভ ম, ফস্, পিক্রি-এসি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালিরি, জিঙ্ক।

১৭। মূত্র একটী পাত্রে কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিলে খর গন্ধ—য্যাম্ব্রা।

১৮। ,, ঘোড়ার চোনার ন্যায় গন্ধযুক্ত—নাইট্রি-এসি।

১৯। ,, ঝাল সংযুক্ত গন্ধ—(১) এমোনায়েকম্, বোরাক্স; ক্যাল্কে-ফ্লু ওবেটা, কোবাল্ট, ষ্ট্র্যামো।

২০। ,, বমনোদ্রেককারী গন্ধ (কয়েকদিন পর্য্যন্ত মূত্র, বোতলে কর্ক আঁটা থাকিলে যে প্রকার বমনোদ্দীপক হয়)—(১) জিঙ্কাম।

২১। ,, তামাকের ন্যায় গন্ধ—(১) নাইট্রি-এসি।

২২। ,, ধূনার ন্যায় গন্ধ—(১) চেলিডো।

২৩। ,, গন্ধ টক্—(১) গ্র্যাফা, নাইট্রি-এসি।

মূত্রের বর্ণ।

২৪। মূত্র কালবর্ণ— (১) কার্ব্বলি-এসি, কল্‌চি, হেলে, ন্যাট্রা-মি। (এরিজিরন গাঢ়বর্ণের প্রস্রাব কিছুকাল পরে পরিষ্কার হইয়া উঠে)।

২৫। ,, গাঢ়বর্ণ—(১) * বেঞ্জো-এসি, ইস্কিউ-হি, আর্জে্‌ণ্টা-নাই, এপিস, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যান্থা. কার্বলি-এসি * চায়না, ** কলচি, ডিজি, ইউপেটো-পাব্‌কো, লিলিয়াম-টি, মার্ক-আইয়ড, ** মার্ক-সল, জ্যাবোরেণ্ড, ফস, পলিপো, হ্রাস্, সিকে, ** সিপি, ষ্ট্যাফি, (২) ** একোন, ** বেল, ** ব্রাই, ভ্যালিবি, ** এণ্টি, আর্ণি. ক্যাল্‌কে, ক্যান্থা, ডিজি, হেলে, হিপা, নাইট্রি-এসি, টেরিবি, ইপিকা, পাল্‌স্, সিলিনি, সাল্‌ফা।

২৬। ,, তাহাতে কাল ক্ষুদ্র ২ পদার্থ ভাসিতে থাকে— ** হেলেবোরাস।

২৭। ,, মেটেবর্ণ বিশিষ্ট—এগার, ন্যাট্রা-মি, সার্সা, সিপি।

২৮। ,, পাত্রে কতক্ষণ থাকিলে মেটেবর্ণ—(১) ফেরা, ম্যাগ্নে, লবোসি।

২৯। মূত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল—(১) বেঞ্জো-এসি।

৩০। ,, বর্ণ মাংসের ন্যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ পাতলা—কলো-সিন্থ।

৩১। মূত্র হরিদ্রাবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট—(১) এণ্টি-ক্রুড, বেল, কার্ড মেরিয়েনাস্, কলচি, লবোসি, ম্যাগ্নে, ফস্, চেলি, ক্যাম্ফ।

৩২। ,, লেবুর বর্ণ—(১) এগার, য়্যাম্ব্রা. বেল, চেলিডো, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, ন্যাট্রা-কার্ব, ট্যাবেকা, জিঙ্ক।

৩৩ ,, মেহগ্নিকাষ্ঠের বর্ণ—(১) ইস্কিউ-হি, প্লাম্বা।

৩৪। ,, বর্ণহীন বা দেখিতে জলবৎ—(১) এবাম-ট্রি, বার্বে-রিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ফ্লুওর-এসি, ক্যামো, হিপা, হুডো, সার্সা,

(২) * একোন, * জেল্‌স, এপিস, ইথুজা, এল্‌কোহল, এলাম, এমোনি-কার্ব্ব, এপোসাই, আর্জেন্টাম, ব্রাই, বেল, এসাফি, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব-ভ, সিড্রেন, চেলি, সিমিসি, ** ইউপেটো-পারফো, কলচি, ডিজি, গ্লোনইন, হেলে, ফস্‌, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, অক্সাইড-এসি, পাল্‌স, ** ফস-এসি, ষ্ট্রিয়াম, সিকে, সিপি, ট্যাবেকা, ভিরাট, প্ল্যাণ্টে, ষ্ট্যানা, থুজা।

৩৫। মূত্র লালবর্ণ—(১) একোন, এলিয়াম্‌-সিপা, বেল, ক্যান্থা, চেলিডো, কার্ব-ভ, গ্র্যাটী, মার্ক-সল, প্ল্যাটি, সাল্‌ফা।

৩৬। ,, সেরি (Sherry) এবং অন্যান্য হরিদ্রাভ মদ্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—(১) এলাম, আর্স, এপোসাই, বার্বেরিস, ক্যাক্টাস, ডিজি, ক্যাম্ফ, চায়নি-সাল্‌ফ, ফেরা, কেলি-সায়ে, টেবিবিন্থ, লিডা, অক্জ্যালি-এসি, পলিগোনাম্‌।

৩৭। ,, ধূম্রবর্ণ—(১) ন্যাট্রাম, হাইপোফস্‌ফারিকাম্‌, * হেলে, ** টেবিবি।

৩৮। ,, সাদা রংবিশিষ্ট—(১) এলিয়াম্‌-স্যাটা, এলুমিনা, এলাম, য়্যাম্ব্রা, এমোনি-কার্ব, আর্নি, ব্যাপ্‌টি, বেল, ক্যানা-স্যাটা, * সিনা, ক্যান্থা, চেলিডো, চায়না, ডাল্‌কা, ফস-এসি, লাইকো, জ্যাট্রোফা, ** ফস্‌, ** স্ত্রাস, ষ্ট্যানা।

৩৯। ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে সাদাবর্ণ—নাইট্রি-এসি।

৪০। ,, যেন চাখড়ির ন্যায় কোন পদার্থ মিশ্রিত—মার্ক-সল।

৪১। ,, কাফির রংবিশিষ্ট—(রক্ত মিশ্রিত হওয়া হেতু) (১) কেলি-নাইট্রাস্‌।

৪২। ,, ঈষৎ সবুজ বর্ণ—(১) বেল, বার্বেরিস, * ক্যাম্ফ, কার্বলি-এসি, চায়না, ফস্‌, স্যাণ্টো, সেনিগা, ইউভা।

৪৩। ,, সবুজ বর্ণ—আর্স, চেলি, ** ক্যাম্ফ, * প্ল্যাণ্টা।

৪৪। ,, কটাবর্ণ—*আর্নি, লেপ্‌টা, ক্যামো, সিমিসি।

৪৫। মূত্রে চা পাতার রং—(পাট্কিলে রং হইতে এই বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে) (১) চিমাফিলা।

মূত্রের দৃশ্য।

৪৬। মূত্রের দৃশ্য ঘোলা—(১) *ইস্কিউ-হি, *এণ্টি-টার্ট, * বেল, * বেঞ্জো-এসি, বার্বেবিস, * ক্যান্থা, * কার্ব-ভ, চেলিডো, ** সিনা, * কার্ড্-য়াস্-মেরি, চায়না, * ডাল্কা, হিপা, ** লাইকো, ** মার্ক-সল্, * ন্যাট্রা-মি, *নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বা, ** স্তাবাডি, (২) ** কোনা, য়্যাম্ব্রা, ক্যানা, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ইগ্নে, * ফস্, পাল্স, * হ্রাস, ** সিপি, (৩) বেল, ** ব্রাই, ** ক্যামো, ডিজি, ল্যাকে, পিট্রো, ** ফস-এসি, প্লাম্বা, টেরিবি, * স্যাবাই, * সার্সা।

৪৭। মূত্রত্যাগের কিছুকাল পরেই ঘোলা হইয়া যায়—য়্যাস্পাবেগাস্, * চেলি, লাইকো, ব্যাবাইটা-কার্ব, বার্বেরিস, ন্যাট্রা-কার্ব, * হ্রাস্, সাইলি।

৪৮। ,, শীতল হওয়া মাত্র ঘোলা হইয়া যায়—*কলোসি।

৪৯। ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে ঘোলা হয়—এগার, এলোজ, এলাম, *কষ্টি, সিমিসি, কলোসি, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সার্সা, *সিপি, *থুজা, ভিরাট-ভি, (সাদাটে ঘোলা হয়—**সিনা, * ফস্-এসি)।

৫০। ,, ঘন—একোন, এমোনি-কষ্টি, অরাম-মে, বেঞ্জো-এসি, বার্বেবিস্ ক্যান্থা, ডিজি, ডাল্কা, আইরিস, আইয়ড, * মার্ক-কর, নক্স-ভ, ফস্, প্লাম্বা, *স্তাবাডি, সেনিগা, ষ্ট্যামো, থিয়া, ভিরাট্, জিঙ্কি।

৫১। ,, ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে পর—হিপা, * মার্ক-সল্, ব্রাই, ফস্-এসি, এসিটিক্-এসিড, কষ্টি, সিনা, গ্র্যাফা, মেজি, সাল্ফা, সেনিগা, ভ্যালি।

৫২। ,, জলের ন্যায় পাতলা—একোন, এগার, এল্কোহল্, এণ্টি-

ক্রুড, এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, বেল, * বিসমাথ, ক্যান্না, সিড্রন, * কক্কাস্-ক্যাক্টাই, কাবলস-ব্যাড, চায়নি-সাল্ফ, সিমিসি, * ককিউ, * কলোসি, ডিজি, জেল্‌স, হেলে, আইয়ড, কেলি ব্রোমাইড, মার্ক, *ম্যারাম-ভি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, ফস-এসি, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, * থুজা, জিঙ্ক-এসিটাস্।

৫৩। মূত্র দেখিতে ঘোলের ন্যায়—এগার, হাইওসিয়েমিনাম্, কার্ডুয়াস-মেরি।

৫৪। „ দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়—এগার, ক্যাজুপুট, ক্লেমাটীস, ডাল্কা, জেলস, * হিপা, আইয়ড, মার্ক-কর। (প্রস্রাবের শেষভাগ দুগ্ধের ন্যায়)—কার্ব-ভেজি।

৫৫। „ কিছুকাল পাত্রে থাকিলে দুগ্ধের ন্যায়—সিনা।

৫৬। „ মূত্রে যেন খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা ভাসে—(১) মার্ক-সল, সাইক্লা, ভ্যালিরি, সার্সা, কলোসি, বার্বেরিস, ব্রোমাইড, সিনা, মার্ক-কর, (২) য্যাম্ব্রা, মেজি, ইউবেনি, কেলি আইয়ড।

৫৭। মূত্র জেলির ন্যায় (কিছুকাল সংস্থিতির পর)—কলো সিন্থ, * সিনা।

৫৮। „ ডালের যূষের ন্যায়—নাইট্রি-এসি।

৫৯। „ ফেনাযুক্ত—ল্যাকেসিস্।

৬০। „ পূঁজের ন্যায়—**ক্লেমাটীস, ** ক্যান্থা।

মূত্র-সংমিশ্রিত পদার্থ।

৬১। প্রস্রাবে এলবুমেন্ অর্থাৎ অণ্ডলাল থাকিলে—য্যাব্সিন্থিয়াম, এলকোহল, এমোনি-কষ্টি, ক্যান্থা, এণ্টি-টার্ট, কার্বলি-এসি, কুপ্রা-সাল্ফ, গ্লোনইন, আইয়ড, কেলি-ক্লোরিকাম, মার্ক-কর, মার্ক-সায়েনেটাস্, মিউর এসি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, * ফস, * ফাইটো, পাল্‌স, সিকে, টেরিবি, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, ইউরেনি।

৬২। মূত্রে গর্ব্ভাবস্থায় এলবুমেন্ থাকিলে—মার্ক।

৬৩। ,, এলবুমেনের ন্যায় বড় বড় খণ্ড থাকিলে—ষ্ট্রিক্নিয়া।

৬৪। ,, শর্করা থাকিলে—এসিডাম্ ফ্লোর, এমোনি-এসিটাম্, এমিল-নাইট্রা, আর্স, ক্যাম্ফ, কার্বনিয়াম্ অক্সিজিনিসেটাম্, কলচি, কেলি-নাইট্রাইট, মরফিয়া, পিট্রো, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, *ট্যারেন্টুলা, টেরিবিন্থ।

৬৫। ,, রক্তমিশ্রিত থাকিলে—(১) *আর্স, *বেল, ** মার্ক-কর, মিলিফো, প্লাম্বা, *সেনিসিও, (২) এলোজ, আর্স-হাইড্রোজিনি, এল্কোহল্, একোন, য়্যাম্বা, * এন্টি-টার্ট, আর্জেন্ট-নাইট্রা, বেঞ্জো-এসি, **ক্যান্থা, কোনা, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা-এসিটা, কুপ্রা-সাল্ফ, ফেরা, ইপিকা, কেলি-ক্লোরিকাম্, কেলি-আইয়ড্, কেলি-নাইট্রাস, * মার্ক-কর, মার্ক সল্, মেজি, ওপি, **ফস্-এসি, অকজ্যালি-এসি, ফস, **পাল্স, স্থাবাডি, স্যাণ্টো, সিকেলী, ** সিপি, সার্সা, স্কুইল, সাল্ফা, সাল্ফা-এসি, ট্যারেণ্টু, **টেরিবিন্থ, ইউভা, জিঙ্ক।

৬৬। উত্তেজনার পর প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব—ফস্।

৬৭। প্রস্রাবের প্রথম ভাগে রক্ত—কোনা।

৬৮। প্রস্রাবের পরক্ষণে রক্তস্রাব—*এন্টি টার্ট, ক্যান্থা, * হিপা, *মেজি।

৬৯। প্রস্রাবে রক্তখণ্ড—ক্যান্থা।

৭০। ,, ইউরিনিফেরি-টিউবের কাস্ট্ (Cast) অর্থাৎ কিড্নী মধ্যস্থ মূত্রক্ষরণকারী নলী সমস্তের অন্তর্ভাগ হইতে খোলসের ন্যায় পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নির্গত হইলে —(১) ন্যাট্রাম-আর্স, ফস, প্লাম্বা। (তৎসঙ্গে এপিথিলিযাম্ কোষ থাকিলে) —প্লাম্বাম। (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বি-কণার ন্যায় থাকিলে)—ফস্।

৭১। ,, গ্র্যানিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাযুক্ত কাস্ট্ (Cast) থাকিলে—মার্ক-কর পিট্রো, ফস্, প্লাম্বা, সাল্ফ-এসি।

ফস্‌ফেট্‌ ও অক্‌জ্যালেট্‌ ইত্যাদি সল্‌ট।

(Salts)।

৭২। ফস্‌ফেট্‌ মূত্রে অধিকতররূপে বর্ত্তমান থাকিলে—আর্ণি, ক্রোবোকবম, হাইওসায়েনিয়াম, ন্যাট্রাম-আর্স, ফস্, ফাই-জোষ্টিগমা, পিক্রি-এসি, পাল্‌স, স্যালিক্‌স-পার্পু, ট্রিফোলিয়েম্-রিপেন্‌স, ইউরেনিয়াম্।

৭৩। প্রস্রাবে অক্‌জ্যালেট্‌স থাকিলে—এমিল্-নাইট্রি।

৭৪। ইউরেট্‌সের দানা গ্ল্যাসের গায়ে লাগিয়া থাকিলে—আর্ণি।

৭৫। ইউরেট্‌ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে—এমোনি-কষ্টি, অরাম-মেটা, ক্যাল্কা, কেলি-আর্স, ন্যাজা, ফস্, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, ট্যাবেকা, ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা।

৭৬। ইউরিক্ এসিড ও তাহার দানা বৃদ্ধি পাইলে—ফস্, প্লাম্বাম্, পিক্রি-এসি, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা।

৭৭। প্রস্রাবে বালুকার ন্যায় রেণু থাকিলে—এন্টিযাম্-সিপা, * এমোনি-কার্ব, এবাম, অবাম, বেল, বেঞ্জোইন, ক্যাল্কা, * চায়নি-সা, কার্ব-ভ, হিপোমে, লাইকো, মাক, নাইট্রি-এসি, **সাসা, পাল্‌স, *সিকেলী, সিলিনি, ট্যারেন্ট্। (উজ্জ্বল বর্ণের বালুকা স্তরে স্তরে থাকিলে) চায়নি-সাল্ফ।

৭৮। ,, লালবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—একোন, এলাম্, এপিস, আর্ণি, আর্স, বেল, *বার্বেরিস, ক্যাকটা, *চায়না, চায়নি-সাল্ফ, কেলি নাইট্রা, *ন্যাট্রা-মি, ওলিয়াম-জুনিপার, * ওসিমাম্, * ফস্, সিলিনি, * সিপি, *ভ্যালিরি। (মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—লাইকোপোডিয়ম্)।

৭৯। ,, সাদা বালুকা কণার ন্যায়; তাহারা উত্তাপ দিলে নীচে পড়িয়া যায়—ন্যাট্রাম-আর্স, সিনাপিস্ এল্‌ব।

৮০। মূত্রে হরিদ্রাবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—সিমিসি, সাইলি।

৮১ ,, লাইম বা চূণ থাকিলে—কার্ড্য়াস্।

৮২। ,, কার্বনেট অব্ লাইম্ থাকিলে—কার্বনিয়াম্-সাল্ফ।

৮৩। ,, অগ্জ্যালেট্ অব্ লাইম্ থাকিলে—ব্র্যাচিগ্লটিস, অক্জ্যালি-এসিড, জিঙ্ক।

৮৪। ,, ফসফেট্ অব্ লাইম্ অধিকরূপে থাকিলে :—কার্বনিয়াম্-সাল্ফ, থিয়া।

৮৫। ,, চূণের জলের ন্যায় ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া থাকা হেতু প্রস্রাব হইলে :—কল্চিকাম্।

৮৬। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে এমোনিয়ার দানা থাকিলে—আর্ণি, আইয়ড্।

৮৭। ,, ফস্ফেট্ অব্ এমোনিয়া থাকিলে—চায়না, সালফ।

৮৮। ,, ইউরেট অব্ এমোনিয়া থাকিলে—আর্স, চায়নিনাম্-সাল্ফ, সিমিসি, পাল্স, সাল্ফ-এসি, ইউরেনি, জিঙ্ক।

মূত্রের পরিমাণ।

৮৯। বহু পরিমাণে প্রস্রাব হইলে :—(০১) হেলোনি, ফস্-এসি, ইউবেনিয়ম্-নাই, (২) আর্স, বার্বেরিস-ভা, কার্বলি-এসি, কার্ব-ভ, কুপ্রা, কুরারী, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিথি-কার্ব, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্লাম্বা, পডোফা, বেটেনিয়া, সিকেলী, টেরান্টুলা, টেরিবিন্থ, কোপেবা, কিউবেব, কেলি-কার্ব, গ্রাস-বেভি, অক্জ্যালি-এসি ** সিলা, ষ্ট্যানা। (৩) এসিটিক্-এসি, একোন, এস্থ্রাকোক'লী, এন্টি-ক্রুড্, এন্টি-সাল্ফ, **এপিস্. এলো, এপোসাই-ক্যানা, ** আর্জেণ্টা, আর্জেণ্টাম-নাইট্রাস, এরাম-ট্রি, এস্কেল্পি, কর্ণ্টাই, বিসমাথ্, বেল, ক্যাল্কে-ফস্, কার্ব-অক্সি, কষ্টী, চেলিডো, সিমিসি, কলোসি, কোনা, ডিজি, আইয়ড্, কেলি-নাইট্রা, কাবল্স-ব্যাড্, ল্যাক্টুকা,

মার্ক-আইয়ড্-রুবার, ম্যারাম্-ভি, মার্ক-সল, মস্কাস, ** মিউরি-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, প্ল্যান্টাগো, সেম্বু, সিনিশিও, ** স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, থুজা, ভিরাট্, ** ভার্বেস্কা, ভাওলা-ট্রিকলার, জিঙ্কাম্, ** হ্রাস, এগ্নাস, ব্যারিয়াম, ক্যান্থে, গুয়াই, ইগ্নে, ফস্, সেনিগা ও ট্যারাক্সে, ইত্যাদি ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ। (বহুমূত্র পীড়ার চিকিৎসা দেখ)।

৯০। মূত্র অল্প পরিমাণে হইলে :—(১) ইস্কিউ-হি, ** এপিস্, এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, আর্জেণ্টা-নাই, ক্যাম্ফ্, ব্রাই, * কাম্বা, কার্ডুয়াস্, ** কল্চি, ডিজিটেলিন্, ** ডিজি, ড্রসি. গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব, কুপ্রা, কেলি-নাইট্রি, মিনিয়াস্থি, মার্ক-সল্, ** মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফিউরিকাম্, নাইট্রিক্-এসি, ** ওপি, পিট্রো, হ্রাস্, সেনিগা, **ষ্ট্যাফি, বার্বেরিস, (২) **গ্র্যাফা, ** হেলে, **রুটা, টেরিবিন্থ, (৩) একোন, আর্স, এরাম্, ব্রাই, কষ্টি,চাযনা,ডাল্কা, হিপা, হাইয়স, কেলি-কার্ব, লাইকো,ল্যাকে, লরোসি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্লাম্বা, পাল্স, সাল্ফা, ভিরাট্-এল্ব।

৯১। মূত্র অল্প পরিমাণ ও তৎসহ বেদনা—এপিস্।

৯২। পুনঃ পুনঃ বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—বেল্, বিস্মাথ, ওলিয়েণ্ডা, ট্রিয়াম, স্কুইল, ট্যাবাক্সে।

৯৩। রজনীতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—এলুমি, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মিউ, আর্জেণ্ট-না, আর্স, জিঙ্ক-মেটা।

বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব } :——

ভিরেট্রাম—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগসহ পেট ডাকা।

ষ্ট্যাফি—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

সাল্ফার—সর্ব্বদা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা।

ষ্ট্র্যামো—অসাড়ে বহু পরিমাণে মূত্র ত্যাগ। বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে পেট গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকে ও পেটের ভিতর কাঁপিয়া উঠা।

মার্ক-সল—প্রতি রাত্রে বহু পরিমাণে তিনবার মাত্র মূত্রত্যাগ, প্রত্যেক ঘণ্টায় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং মূত্রত্যাগ আরম্ভ সময়ে মূত্রনালীতে জ্বালা।

মার্ক-প্রিসি—বহুমূত্র ও তৎসহ শরীর শীর্ণতা।

নাইট্রি-এসি—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ন্যাট্রা-সাল্ফ—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তন্নিম্নে ইষ্টক-চূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে।

অক্জ্যালি-এসি—বহু পবিমাণে পাতলাবর্ণবিশিষ্ট মূত্র।

হ্রাস্-টক্স—প্রতি মিনিটে মূত্রত্যাগ।

স্পাইজি—প্রতিরাত্রে বহু পরিমাণে বহুবার মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রস্থলীতে চাপযুক্ত বেদনা বোধ এবং প্রস্রাব অন্তে তদুপশম বোধ।

ফস্-এসি—পুনঃ পুনঃ ঘোলা রঙ্গের প্রস্রাব। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ জ্বালা এবং পৃষ্ঠদেশে আক্ষেপযুক্ত বেদনা।

প্লাম্বাম্—অনেকক্ষণ নিষ্ফল কোঁথ পাড়ার পর হঠাৎ মূত্রত্যাগ।

টিউক্রিয়াম্—বহুপরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব।

বেলেডোনা—প্রাতে বহু পবিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, অস্পষ্ট দৃষ্টি ; রাত্রে অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। অত্যন্ত প্রস্রাবসহ তীক্ষ্ণ বুভুক্ষা এবং স্পর্শে গাত্র শীতল বোধ। পুনঃ পুনঃ এবং বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ। বহু পবিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে রজঃস্বলা। বহু পরিমাণে মূত্রসহ ঘর্ম্ম ও উদরাময়।

বিস্মাথ্ এবং ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা—বহু পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসহ অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা।

ক্যান্থারিস্—ঘণ্টায় ৬০ বার প্রস্রাব।

একোনাইট্—বহুমূত্র পীড়ায় চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং পদদ্বয়ের আক্ষেপ,

অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে রক্তবর্ণ তলানি। উদরাময় এবং পেট-বেদনা।

ইথুজা—বহু পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব।

য়্যাম্ব্রা-গ্রিশিয়া—অত্যন্ত প্রস্রাব ও কিড্‌নী বা মূত্রপিণ্ড প্রদেশে বেদনা।

কফিয়া—রাত্রি দুই প্রহরের সময় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

কোপেবা—মূত্রস্থলীতে অত্যন্ত ইরিটেশন্‌ অর্থাৎ উত্তেজনা।

কুপ্রা-এসিটা—পুনঃ পুনঃ অল্প মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ।

ডিজিটেলিস্‌—অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলবৎ মূত্র, বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগের পর মূত্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে বমন ও উদরাময়। অত্যন্ত প্রস্রাব ও অবসন্নতা।

হেলেবোরাস্‌—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ইগ্নে এবং হাইয়স্‌—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

কেলি-হাইড্রোআইয়ড্‌—অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসহ তৃষ্ণা।

ক্রিযেজোট্‌—পুনঃ পুনঃ রাত্রে প্রস্রাব।

কেলি-নাইট্রি—অত্যন্ত প্রস্রাব, তৎসঙ্গে মিউকাস তলানি ও ঈষৎ লাল মেঘবৎ তলানি এবং তৎসহ কখন কখন গুহ্যদ্বারে চাপনবৎ বেদনা।

৯৪। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ—হেলে, ম্যাগ্নে-মিউ, মিনিয়াস্থি, মার্ক-সল, পিট্রো, ক্যান্থে।

অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব :—

সাল্‌ফ—সর্ব্বদাই যেন প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া রহিয়াছে।

এণ্টি-ক্রুড—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

আর্ণি এবং ডিজি—পুনঃ পুনঃ জলবৎ অল্প পরিমাণে প্রস্রাব।

ক্যান্থে—প্রতি মিনিটে প্রস্রাব।

ম্যাগ্নে-মি—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও তৎসহ মূত্রনালীতে জ্বালা।

ট্যাবেকাম্—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব এবং ইউরিথ্রাতে খোঁচানিবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগ বা মূত্র নিঃসরণ।

৯৫। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—(১) এগার, ** ইথু, ব্যারিয়াম্, * কোনা, * ক্যাস্থা, ** কষ্টি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ** হ্রাস, স্কুইল, ** সিলা, ** ষ্ট্যাফি, (২) ব্রাই, ককিউ, ** আর্জেন্টাম্, ক্যাক্টা, ফেরা, ফস্, ইগ্নে, ** ব্যারাইটা-কার্ব, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ** মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ** নাইট্রাম্, * ফস্-এসি, * প্ল্যান্টেগো, সিলিনি, স্পাইজি, থুজা, (৩) ইস্কিউ, সিমিসি, এবিজি, ইউপেটো-পার্পু, হাইড্রাষ্ট, পডো, সেক্স্, এণ্টি-ক্রু, এপিস্, বোরা, কলোসি, কোনা, ডিজি, লিলিয়াম্-টি, নক্স-ভ।

৯৬। প্রস্রাব ক্বচিৎ অর্থাৎ কখন কখন হয়—(১) ** ক্যান্থা, (২) ** একোন, আর্নি, আর্স, অরা, ক্যাম্ফ, হিপা, হাইয়স্, লরোসি, নক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বা, পাল্স, রুটা, ষ্ট্র্যামো।

৯৭। মূত্র ফোঁটা ফোঁটা—** ক্যান্থা, সাল্ফা।

৯৮। মূত্রাভাব অর্থাৎ মূত্রের উৎপত্তি না হওয়া। ব্লাডার অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র না থাকিলেই এই প্রকার হইয়াছে জানিবে। ইংরাজিতে ইহাকে "সাপ্রেস্ট্ ইউরিন্" বলে। (১) এগারিকাস্-ফেলোইডিস্, কুপ্রা-এসিটাস্, * ওপি, প্লাম্বাম্, সিকে, (২) এইল্যান্থাস, এমোনি-কষ্টি, * আর্স, আর্জেন্টা-না, * বেল, বিস্মাথ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, ** ক্যান্থা, কষ্টি, ক্লোরোফরম্, কোনা, কুপ্রা-সাল্ফ ডিজিটেলিন, লরোসি, হাইয়স্, আইওড্, * কেলি-বাই, কেলি-ক্লো, কার্ব-ভ, * মার্ক-কর, মার্ক-সায়ে মার্ক-নাইট্রা, সিকেলী, * সাইলি, ট্যাবেকা, টেরিবিস্থ, ভাইপেরা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিট্রো * ষ্ট্র্যামো, **সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ** টেরিবি, * য়্যারাম্-ট্রি।

৯৯। মূত্রবদ্ধ অথবা মূত্রাবরোধ। মূত্রস্থলীতে মূত্র সঞ্চিত

থাকা সত্বেও বহির্গত হইতেছে না। ইংরাজিতে ইহাকে "রিটেন্‌শন্ অব্ ইউরিন্" বলে। (১) ** ক্যান্থা, * ষ্ট্র্যামো; (২) একোন, ইস্কিউ-হি, এগার, এল্‌কোহল্, * আর্স এণ্টি-টার্ট, ** আর্ণি, এট্রোপি, বেল্, বাফো, ক্যাজুপুট্, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্লোরোফরম, সিকুটা-ভি, সিঙ্কোনা, কক্কাস, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, কোপেবা, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হাইয়স্, হাইড্রোসি-এসি, কেলি-ক্লোরি, কেলি-আইয়ড্, লিডাম্, মার্ক-সল্, মার্ক-কর, মার্ক-সাযেনে, মেজি, মরফিন্, নারকোটিক্, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, ফাইটো, প্লাম্বা, রিসিনা, স্যাবাইনা, সিকেলী, সিপি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেণ্ট্; (৩) হিপা, ** লাইকো, পাল্‌স, নক্স-ভ, রুটা, ক্যাপ্‌সি, গ্র্যাফা, ওপাণ্ট, * ভিরেট্রাম, সাল্‌ফা। (মূত্রাববোধ হেতু মূত্রস্থলী অত্যন্ত পূর্ণ—** ওপি)।

১০০। মূত্রাবরোধ ও মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—বেঞ্জো-এসি।

১০০ (ক) শয্যায় মূত্রত্যাগ—বেল্, এমোনি-কার্ব, এসিড্-বেঞ্জোয়িক, ক্যাল্‌ক্-ফস্।

মূত্রের উষ্ণতা।

১০১। মূত্র উষ্ণ এবং তদ্ধেতু জ্বালা হয়—(১) * এলোজ, * এপিস, * আর্স, * ক্যান্থা, * কোনা, * হিপা, * কেলি-কার্ব, * মার্ক, * ক্যামো, * লাইকো, * মেজি, * ন্যাট্রাম-সাল্‌ফিউরিকাম্, * হ্রাস্-টক্স; (২) একোন, এগার, এলিয়াম্-সিপা; এলুমিনা, এলাম্, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, এপোসাই, আর্জেণ্টাম, অরা, বেল, বার্বেরিস্, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলিডো, কোরাল, ক্রোটন, কুপ্রা এসি, ডিজি, হেমামে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিলিয়াম্-টি, মার্ক-সাল্‌ফ, পিট্রো, ন্যাট্রা-কার্ব, ফস্, পিক্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট।

১০২। মূত্র উষ্ণ—সিমিসি, * ক্যামো, মার্ক-ভ।

১০৩। শীতল প্রস্রাব হইলে—নাইট্রি-এসি।

১০৪। অত্যন্ত উত্তেজনাজনক প্রস্রাবে—* হ্রাস্ টক্স-, * বেঞ্জো-এসি।

মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপেক্ষিক গুরুত্ব।

১০৫। মূত্রের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বৃদ্ধি হইলে—(১) এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, এস্কেল্পিয়াস্-কর্ণুটাই, ব্র্যাচি-গ্লটিস, ক্যাল্-কেরিয়া-মিউর, ক্যাস্থারিস্, কক্কাস্-ক্যাক্টাই, কল্চি, কলোসি, ডিজি, ইলাটে, ইকুইসেটাম্, ইরেকথাইটিস্, ইউপেটো-পার্পু, ফেরা, হেলোনি, আইয়ড্, জ্যাবোরাণ্ডাই, কেলি-এসিটাস্, কেলি-ব্রোমাইড্, মার্ক, মার্ক-নাইট্রাস, মিচেলা, মর্ফিয়া, মাইবিকা, মিউর-এসি, ন্যাট্রাম আর্স, ন্যাট্রাম-নাইট্রিকাম, ফস্, ফাইটো, টিলিয়া-টাইফোলেটা, সেণ্টোনিন, স্যাপোনিনাম্, সারাসিনিয়াম, সেনিশিও, সিপিয়া, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকাম্, ট্যালুরিয়াম্, ট্রিফোলিয়াম-প্র্যাটেনস, ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা, ইউকা।

(ইউরিনোমিটাব নামক যন্ত্রদ্বারা মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়)।

১০৬। মূত্রে স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি ন্যূন হইলে (মূত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ হইতে ১০১৮ ধরা যায়। ১০১০ এর ন্যূন হইলেই স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কম হইল বলিতে হইবে)—এল্কোহল্, ক্লোরোফরম্, সিমিসি, জুনিপার্, মার্ক-কর, ইউরেনিয়াম্, ভিরেট্রাম-ভিরিডি।

মূত্রের সেডিমেণ্ট বা তলানি।

১০৭। মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে তাহার তলভাগে যাহা কিছু জমিয়া পড়ে, তাহাকে তলানি বা সেডিমেণ্ট বলে।

১০৮। মূত্রে লালবর্ণের সেডিমেণ্ট—এণ্টি-ক্রুড, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ** সিপি।

১০৯। সাধারণতঃ মূত্রে সেডিমেণ্ট থাকিলে—** ক্যান্থা,

**কলোসি, ** লাইকো, ** ফস্-এসি, ** পাল্স, সিপি, ** ভ্যালিরি, **জিঙ্ক।

১১০। মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণের সেডিমেণ্ট—(১) ** ক্যাম্ফা, * ন্যাট্রা-মি, পাল্স, ভ্যালিরি, (২) একোন, এম্ব্রা, এণ্টি, আর্ণি, চায়না, ডাল্কা, ল্যাকে, * ভ্যালিরি, * সিপি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সাইলি, স্কুইল।

১১১। ঈষৎ সাদা সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্ফা, গ্র্যাফা ** ফস্, ফাইটো, সিপি, (২) ** হ্রাস, কলোসি, কল্চি, কোনা, ইউপেটো-পাব্ফো, এবং পাব্পিউ, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, পিট্রো, প্ল্যাণ্টেগো, স্পাইজি, সাল্ফা, ফস্-এসি, ভ্যালিরি।

১১২। মূত্রে ময়দার চূর্ণের ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, সাল্ফা, টার্টার-এমিটিক্।

১১৩। হরিদ্রাবর্ণের সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস, ** ক্যামো, ফস্, সাইলি, স্পঞ্জি, সাল্ফ-এসি, ** জিঙ্ক। (২) ক্যাম্ফা, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো।

১১৪। সেডিমেণ্ট রক্তময়—(১) ** ক্যাম্ফা, হেমামে, নক্স-ভ, ** ফস-এসি, ** পাল্স, ** সিপি, সাল্ফ এসি; (২) একোন, ডাল্কা, হেলে, লাইকো, ফস্, ** টেবিবিম্থ, ইউভাআর্সাই, জিঙ্ক।

১১৫। খণ্ড খণ্ড পরদার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে।—বার্বেরিস, ** ক্যান্থে, মার্ক, ** মেজি, জিঙ্ক।

১১৬। মিউকাশ বা শ্লেষ্মার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে।—(১) চিমাফিলা, ডাল্কা, ন্যাট্রা-মি, ** পাল্স, ভ্যালিরি; (২) এণ্টি, এস্কেল্পি, বার্বেরিস, ব্রাই, কষ্টি, কলোসি, কোনা, ইউপেটো-পাব্পিউ, মার্ক, ন্যাট্রা-কার্ব, ফস্-এসি, সার্সা, সেনিগা, সাল্ফ এসি।

১১৭। সূত্রবৎ মিউকাসযুক্ত সেডিমেণ্ট—(১) ক্যানাবিস্, ** ক্যাম্ফা, মার্ক, ** মেজি, নাইট্রি-এসি, সেনিগা, টার্টা, ** পাল্স।

১১৮। বালুকা অথবা পাথর চূর্ণের ন্যায় সেডিমেণ্ট—(১)

এন্টি, ক্যাল্‌কে, লাইকো, ফস, রুটা, *সার্সা, সাইলি, জিঙ্ক, (২) ম্যাগ্ন্‌া, আর্ণি, চায়না, মিনিয়্যান্থিস্‌, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ভ, নক্‌স-ম, থুজা, পাল্‌স ; (৩) ক্যানা, পিট্রো, পডো, সিপি।

১১৯। লাল বালুকা চূর্ণ, প্রস্রাবান্তে বিছানার চাদরের উপর দেখা যায়—** হাইয়স্‌।

১২০। পুঁজের ন্যায় সেডিমেণ্ট—** ক্লেমাটীস্‌ ** ক্যান্থা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্ব, পর ও সমকালীয় এবং অন্যান্য অবস্থা।

১২১। প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু প্রস্রাব হয় না অর্থাৎ নিস্ফল প্রস্রাব চেষ্টা—(১) একোন, ** ক্যান্থা, ** ডিজি, ** সার্সা ; (২) আর্ণি, ক্যাম্ফ, কলোসি, হাইয়স্‌, কেলি-কার্ব, নক্স-ভ, ফস্‌, ফস্‌-এসি, প্লাম্বাম্‌, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

১২২। সাধারণতঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—** ব্রাই, ** কষ্টি, ** ফেরা, ** ফস্‌, ** নক্স ভ, ফস্‌ এসি, ** পাল্‌স, ** সার্সা, ** স্ট্যাবাই, ** সিলা, ** ষ্ট্যাফি, ** সাল্‌ফা।

১২৩। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বভাগে যন্ত্রণা—(১) বোভি, কলোসি, লাইকো, * লিথি-কাব, নক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) আর্ণি, ব্রাই, ডিজি, ফস্‌-এসি, হ্রাস, সাল্‌ফা, টার্টার-এমিটিক্‌।

১২৪। প্রস্রাবত্যাগ আরম্ভে যন্ত্রণা—(১) ক্যান্থা, ক্লেমা, মার্ক।

১২৫। প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা—(১) ক্যানা, * ক্যান্থা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস্‌ এসি, পাল্‌স, থুজা ; (২) এসিটিক-এসিড্‌, ক্লেমাটীস্‌, কল্‌চি, কোনা, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্‌, সার্সা, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরাট, টেরিবি, ইউপেটো-পার্পু।

১২৬। যন্ত্রণাসহ মূত্রকৃচ্ছ্র, ইহাতে অল্প অল্প বা ফোঁটা

ফোঁটা প্রস্রাব নানাপ্রকার বেদনা ও যন্ত্রণাসহ হইয়া থাকে—* এপিস্, ** ক্যান্থা, * ক্যাপ্সি, কলোসি, লিলিয়াম্-টি, ** মার্ক-ক, মার্ক ভ, নক্স-ভ, সাল্ফা, টার্টা-এ, * টেরিবি, জিঙ্ক, * ক্যাল্-কা।

১২৭। প্রস্রাবের স্রোত থামিবামাত্র যন্ত্রণা—(১) ব্রাই, সাল্ফা, ক্যান্থা, সার্সা।

১২৮। প্রস্রাব হওয়ার পরভাগে জ্বালা ও যন্ত্রণা—(১) ** ক্যান্থা, কলোসী, হিপা, মার্ক, ষ্ঠাট্রা-মি, সার্সা, থুজা; (২) এনাকা, আইবিস্-ভা, আর্ণি, বেল, ক্যাল্কে, ক্যানাবিস্, * লিথি-কার্ব, ক্যাপ্সি, চায়না, কোনা, ডিজি, ন্যাট্রা-কার্ব, নক্স-ভ, পাল্স, রুটা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক।

১২৯। মূত্রস্থলীতে এক প্রকার বেদনাসহ আক্ষেপ ও মূত্রত্যাগ জন্য বেগ দেওয়া, ইহাকে "মূত্র শূল" বলা যায়—আর্ণি, ** মার্ক-কর, মার্ক-ভ।

১৩০। মূত্রত্যাগ করিবার সময় মাঝে মাঝে থামিয়া যায়—** কোনা।

১৩১। মলত্যাগের আরম্ভে ফোঁট ফোঁটা মূত্রত্যাগ—কেলি-ব্রো।

১৩২। মূত্রত্যাগ কষ্টে—*ক্যাল্-কা, ক্যাপ্সি, * ক্যান্থা, নক্স-ভ, জিঙ্ক, সার্সা।

১৩৩। ,, অসাড়ে—এলোজ, বেল, ** কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স, ক্রিয়েজো, **পাল্স, মার্ক-ভ, ন্যাট্রাম-মি, প্ল্যাণ্টে, সিপি, সাইলি, **হ্রাস-টক্স।

১৩৪। ,, ,, রজনীতে মূত্রস্থলীর মুখের শিথিলতা হেতু—**সাল্ফা, * প্ল্যাণ্টেগো, ** বেল, কষ্টি, ** ক্লোরাল, ** হাইড্রোসি-এসি, ** পাল্স, ** হ্রাস্-টক্স। ** সাইলি।

১৩৫। কেবল মলত্যাগ সময়েই প্রস্রাব হয়—*এলাম্।

১৩৬। প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করে—*লাইকো।

১৩৭। প্রস্রাবত্যাগকালীন চীৎকার করে—* বোরা, সার্স।
১৩৮। ,, ,, ,, চিড়িকমারা বেদনা—* লিলিয়াম্-টি।
১৩৯। অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ—লিথিয়াম্-কার্ব।
১৪০। প্রস্রাব আঠাযুক্ত—** কলোসি।
১৪১। ,, লোঞ্ঝা বা ক্ষতোৎপাদক—সাল্ফার।

চতুর্থ অধ্যায়।

মল।

মল সম্বন্ধে প্রধান প্রধান পীড়া ও তাহাদের ঔষধ।

(নিম্নলিখিত পীড়াসমূহের বিশেষ চিকিৎসা দেখ।)

কলেরা বা ওলাউঠা—একোন, * আর্স * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, সিকুটা, * কুপ্রা, ইউফর্বি, জ্যাট্রো, ফস্, ফস্-এসি, পডো, * সিকে, সালফা, থুজা, * ট্যাবেকা, * ভিরাট।

কলেরা সিকা—অর্থাৎ এক প্রকার ওলাউঠা (কদাচিৎ দেখা যায়) যাহাতে বমন কিম্বা ভেদ না হইতে হইতেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। কলেরা পয়জন্ অর্থাৎ ওলাউঠা উৎপাদক বিষের আত্যন্তিক প্রখরতাই এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ করেন। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়——

* ক্যাম্ফ, * কার্ব ভ, * লবোসি, * ট্যাবেকা।

কলেরা ইন্ফ্যাণ্টাম অর্থাৎ শিশুদের ওলাউঠা—একোন, ইথু, এণ্টি-ক্রুড, * আর্স, * বেল, * বিস্মাথ, ক্যাল-কা, * ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ,

কল্চি, কলোসি, কলোষ্ট্রা, * ক্রোটন্-টি, ইলাটে, গ্র্যাটি, * ইপিকা, আইবিস-ভা, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, ক্রিয়েজো, * লরোসি, ফস্, পডো, র‍্যাফে, সার্সা, সিকে, * সাইলি, সাল্ফা, ট্যাবেকা, এণ্টি-টার্টা, থুজা, ভিরাট্।

কলেরা মর্বাস অর্থাৎ সাংঘাতিক বা প্রাণনাশক ওলাউঠা—একোন, * এণ্টি-ক্রু, * আর্স, ক্যাম্ফ, কলোসি, * ক্রোটন-টি, * ইলাটে, ইউফর্বি, * গ্র্যাটি, ইপিকা, আইবিস্-ভা, কেলি-বাই, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, র‍্যাফে, * সিকে, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, থুজা, * ভিরাট্।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়—একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলুমি, এমোনি-মি, * এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, আর্নি, * আর্স, এসাফি, এসারাম্, এস্কেল্পি, ব্যাপ্টি, ব্যারিযাম্-কার্ব, বেঞ্জো-এসি, কেসি, বোবা, ব্রোমি, * ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাল্-ফস্, ক্যান্থা, ক্যাষ্টোর্, কষ্টি, ক্যামো, চেলি, * চায়না, সিকুটা, সিনা, সিষ্টাস্, ককিউ, কফি, * কলোসি, কোনা, কোপেবা, * কর্ণাস্-সার্সি, * ক্রোটন্-টি, কিউবেব্, সাইক্ল্যা, ডিজি, ডায়োস্কো, * ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, * গামিগা, হিপা, হিপোমে, * হাইয়স্, ইগ্নে, আইয়ড্, ইপিকা, আইবিস্-ভা, জ্যাবোর্যাণ্ডা, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-না, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, লিলি-টি, লিথি-কার্ব, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নাইট্রি-এসি, নিউফার্, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, ওপাট, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, পিক্রি-এসি, প্ল্যাটে, প্লাম্বা, * পডো, সোরি, - পাল্স, র‍্যাফে, রিসাম্, রডো, রাস, রুমেক্স, স্যাবাডি, সেম্বু, সেঙ্গু, সিলা, সিকেলী, সিপি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, সাল্ফ এসি, ট্যাবেকা, ট্যাবাকুসে, টার্টার-এসি, টেরিবি, থুম্বি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

প্রাচীন উদরাময়—ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, এণ্টি-ক্রু, এপিস্, আর্নি, * আর্স, এসারাম্, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, * ক্যাল্-কা, কষ্টি, * চায়না, সিষ্টাস, কলোসি, কোনা, কোপেবা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গ্র্যাফা, * গামিগা, * হিপা, *আইয়ড্, *কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-নাই,

* ল্যাকে, লেপ্টা, লিথি-কার্ব, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি * ন্যাট্রা-সালফ, নাইট্রি-এসি, নিকোলাম্, * ওলিয়েণ্ডা, অগ্জ্যালি-এসি, পিট্রো, *ফস্, *ফস্-এসি, পডো, সোরি, পাল্স, ষ্ট্যাফে, হুডো, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, * সাল্ফা, থুজা, ভিরাট।

শিশুদের উদরাময়—একোন, * ইথু, এলো, এমোনি-মি, * এপিস্, * আর্জেন্টা-না, * বেঞ্জো-এসি, * আর্স, * বেল, বিস্মাথ, বোরা, * ক্যাল্-কা, * ক্যাল্কে-ফস্, কাম্ফা, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টোর, * ক্যামো, * চায়না, * সিনা, কফি, * কলোসি, কলোষ্ট্রা, কর্ণাস্, *ক্রোটন্-টি, * ডাল্কা, * গ্র্যাফা, ইলাটে, গামিগা, * হেলে, হিপা, ইগ্নে, *ইপিকা, আইরিস্-ভা, জ্যালাপ, কেলি-বাই, ক্রিয়েজো, * লবো, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম্, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, * পলিনিষা, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, * সোরি, পাল্স, ব্যাফে, * হিয়াম্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, * সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ভিরাট, জিঙ্ক।

আমাশয় রোগে—একোন, *ইথু, এলো, এলুমি, এপিস, আর্জেন্ট-না, আর্নি, * আর্স, ব্যাপ্টি, *বেল, কেলি, * ক্যান্থা, * ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, চায়না, * কল্চি, *কলোসি, কোপেবা, কিউবেব্, কুপ্রা, ডাল্কা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, হিপোমে, হাইড্রোকো, ইগ্নে, আইয়ড, ইপিকা, আইরিস-ভা, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, পিট্রো, অগ্-জ্যালি-এসি, সোরি, পাল্স, ব্যাফে, *হ্রাস, স্যাবাডি, * সাল্ফা, টার্টার-এমি, * থুম্বি, ভিরাট, জিঙ্ক।

কোষ্ঠবদ্ধ—ইস্কিউ, হিপা, **ব্রাই, **ক্যাল্-কা, কলিন্জো, হাইড্রাষ্ট, আইরিস্, ল্যাকে, ** লাইকো, ন্যাট্রা-মি ** নক্স-ভ, ** ওপি, ** প্লাম্বা, ** ককিউ, * পডো, ** সাইলি, সিপি, ** ষ্ট্যাফি, ** সাল্ফা, * ভিরাট; এলেট্রি, এলুমি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, *কষ্টি, সিমিসি, কোনা, ইউনিমিন্, জেল্স, গ্র্যাফা,কেলি-আইয়ড,ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল্, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, সাসাফ্রা, ষ্ট্যানা, সাল্ফ্-এসি, জিঙ্ক।

মলের কাঠিন্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—** (ব্রাই, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, প্লাম্বা, ভার্বেস্কা।)

অন্ত্র সমূহের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—** (এলুমি, হিপা, কেলি কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ)।

মল।

মলের দৃশ্য প্রকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি।

মলের অবস্থা পরিবর্ত্তন, রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিশেষ জ্ঞাপক লক্ষণ। ওলাউঠা, উদরাময়, আমাশয় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ যে প্রকার পীড়াই হউক না কেন, মলের প্রকৃতি ও তৎসঙ্গীয় লক্ষণচয় অনুসন্ধান না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে হোমিওপ্যাথি মতে কোন ফল পাইবে না। সকল ওলাউঠাতেই আর্সেনিক, এবং সকল রক্তামাশয়েই একোনাইট এবং মার্ক-কর যে ঔষধ এমন নহে। মলের অবস্থা এবং স্বভাব ইত্যাদি সুনিপুণ ভাবে দৃষ্টি করিলে সহজেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

মলের প্রকৃতি ও বর্ণ।

১। বিলিয়াস্ অর্থাৎ পিত্তময় মলঃ—(১) একোন, *ব্রাইও, ইথু, এগার, এলো, * আর্স, ক্যাক্টা, * কল্‌চি, **ক্যামো, চায়না, সিনা, কলোসি, * কর্ণাস্-সার্সি, কিউবেব্, ডায়োস্কো, ডাল্‌কা, ইপিকা, লেপ্‌টা, *ইউপেটো-পার্ফো, লিলিয়াম্-টি, মার্ক-ভ, ফস্, সোরি, ** পাল্‌স, সাল্‌ফ, ভিরাট, জিঙ্ক।

২। মল রক্তময়—(১) *একোন, ব্যাপ্‌টি, * কেলি-বাই, ** মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * ফস্, **ক্যান্থা, * আর্ণি, * ক্যাপ্‌সি, * কল্‌চি, * কলোসি ; (২) ইস্কিউ, ইথু, এগার, * এলো, এলাম্, ** এপিস্, * আর্জেণ্টা-না, *আর্স, * বেল্, বেঞ্জো-এসি, ব্রাই, ক্যাক্টা,* কার্ব-এনি, ক্যাষ্টোর্, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, সিনা, কোপেবা, কিউবেব্, কুপ্রা, * ক্রোটেলাস্, ডাল্‌কা, ইলাটে,

হিপা, হিপো-মেনি, *গ্র্যাফা, হাইড্রোফোবিন্, ইগ্নে, **ইপিকা, আইরিস, কেলি-নাইট্রা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, * লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ** নক্স-ভ, পিট্রো, অক্জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, পডো, সোরি, ফাইটো, ** পাল্‌স, হ্রাস, স্যাবাডি, ** সিপি, সাইলি, সিকে, ষ্ট্যাফি, ** সাল্‌ফা, টার্টার-এমি, থ্রম্বিডি, থুজা, ভিরাট, জিঙ্ক।

৩। মল রক্তময় এবং কাল—*ক্যাপ্‌সি, এলাম্।

৪। রক্তমিশ্রিত তরল মলের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল, দগ্ধ খড়ের ন্যায় দেখায় (টাইফয়েড্ এবং টাইফাস্ জ্বরে) * ল্যাকে।

৫। মল রক্ত ডোরা ডোরার ন্যায়—* সাল্‌ফা, কল্‌চি। থ্রম্বিডি।

৬। মল পুঁজময়—(১) * এপিস্, * আর্ণি, (২) আর্স, ক্যাল্‌কে-ফস্, আইয়ড্, ** মার্কুরিয়াস্, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, সিকে, সাল্‌ফা, ** সাইলি।

৭। মল অণ্ডলালপূর্ণ—ডাযেস্কো, ন্যাট্রা-মি।

(৭ ক)। „ পরিবর্ত্তনশীল—(১৬ প্যারা দেখ) ক্যামো, কল্‌চি, ডাল্‌কা, পডো, পাল্‌স, সাল্‌ফা। (১২৪ প্যারা দেখ)

মলের বর্ণ।

৮। মল কাল---(১) * ব্রোমি, * সিলা, * সোরি, * ষ্ট্র্যামো, একোন, এপিস্, এলাম্, আর্স, এস্কেল্‌পি, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, * ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিকুটা, কিউবেব্, কুপ্রা, হিপোমেনি, ফস্, পাল্‌স, * সাল্‌ফা, * লেপ্‌টা, * মার্ক-কর, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, ভিরেট্রা।

৯। „ ব্রাউন বা কটাবর্ণ—(১) * আর্ণি, * গ্র্যাফা, * সোরি, * র‍্যাফে, * সিলা, (২) * ইস্কিউ, এলো, আর্জেণ্ট-নাইট্রা, * এপিস্, আর্স,

* এসাফি, ব্যাপ্‌টি, বোবাক্‌স, ব্রাই, ক্যাক্ষ, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কার্ডু-মেরিন, চেলি, চায়না, *কলোসি, ফ্লুওব-এসি, * ক্রোটন, গামিগা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, লিলিযাম্‌-টি, লাইকো, * মার্ক-সল্‌, *মেজি, ম্যাগ্নে-কা, হ্রিযাম্‌, হ্রডো, * হ্রাস-টক্স, স্থাবাডি, * সিকেলি, সাল্‌ফা, * সিপি, টার্টার-এমি, ভিবার্ট, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১০। চা-খড়ির ন্যায় বর্ণ—বেল্‌, * ক্যাল্‌-কার্ব, পডো।

১১। মাখনের ন্যায় বর্ণ—আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাল্‌-কার্ব, *জেল্‌স।

১২। গ্রে (Gray) অর্থাৎ কতক সাদা বা ভস্মের ন্যায় বর্ণ—* কেলি-কার্ব, এলো, ক্যাল্‌-কার্ব, চেলি, মার্ক ভ, ন্যাট্রা-মি, পিক্রি-এসি, ** (ক্যাল্‌-কার্ব, ডিজি, ল্যাকে, সিপি, স্পঞ্জি)।

১৩। সবুজ বর্ণ—(১) * ক্যাল্‌কে-ফস্‌, * ডাল্‌কা, * ইলাটে, * হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ, * পলিনিযা ; (২) * একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলাম্‌, এমোনি-মি, এপিস্‌, ** আর্স, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, এসাফি, এস্কেল্‌পি, বেল, * বোরাক্‌স, ব্রাই, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাম্ফা, ** ক্যামো, চায়না, সিনা, ব্যাপ্‌টি, কলোসি, ক্রোটন্‌-টি, *কুপ্রা-এসি, * কুপ্রা, জেল্‌স, গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস্‌-ভা, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপ্‌টা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ভ, পিট্রো, ** পাল্‌স, ** ফস্‌, ফস্‌-এসি, পডো, হ্রাস্‌, সিকেলী, ** সোরি, * ষ্ট্যানা, ** সাল্‌ফা, * সাল্‌ফ-এসি, টার্টার-এমি, টেরিবিন্থ, ভিবার্ট্‌।

১৪। লোহিত বর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস, (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, গ্র্যাফা, মার্ক-ভ, সাল্‌-ফা।

১৫। শ্বেতবর্ণ—(১) ইস্কিউ, * এগার-ফেলো, এণ্টি-ক্রুড্‌, * বেল, * বেঞ্জো-এসি, * সিনা, ক্যাষ্টোর্‌, * ডিজি, * ডাল্‌কা, * হেলে, * হিপা, ** ফস্‌, * ফস্‌-এসি, (২) * এপিস্‌, * ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাল্‌-ফস্‌, ক্যাম্ফা, কষ্টি, * ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * গ্র্যাফা, ককুউ, ইগ্নে, * আইয়ড্‌,

ইপিকা, * নক্স-ভ, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, পডো, * পাল্স, হ্রিয়াম্, * হ্রাস, সাল্ফা, * সিপি।

১৬। মলের বর্ণ নির্গমন সময়ে সাদা দধির ন্যায় থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাতাসে থাকিলে সবুজ বর্ণ হইয়া যায়—হ্রিয়াম্।

১৭। সাদা খণ্ড খণ্ড শস্যের ন্যায় বর্ণ—**ফস্, কিউবেব্।

১৮। সাদা চর্ব্বির বাতির ন্যায় বর্ণ—* ম্যাগ্নে-কার্ব।

১৯। হরিদ্রাবর্ণ—(১) * এপিস্ * চায়না, * কলোসি, * ক্রোটন্-টি, * গামিগ্গা, * হিপা, * হাইয়স্, * পডো; (২) ইথু, * এসাবাম্, এগার, * এলো, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, আর্স, এসাফি, এস্কেল্পি, ব্যাপ্টি, বেল্, বোরাক্স, বোভি, ব্রোমি, ক্যাল্-কার্ব, * কলোসি, ক্যাম্ফা, ক্যামো, চেলিডো, ককিউ, * কল্চি, কলোষ্ট্রাম্, * কিউবেব্, * কুপ্রা-সাল্ফ, ডিজি, ডায়েস্কো, ডাল্কা, হউফর্, জেল্স, ফ্লোর-এসি, গ্র্যাটি, ইগ্নে, ইপিকা, * আইরিস্-ভা, সাইক্ল্যা, জ্যাবোর্যাণ্ডা, কেলি-বাই, * কেলি-আইয়ড্, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, * মার্ক-সাল্ফি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, * ফস্-এসি, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, পাল্স, * র্যাফে, * হ্রিয়াম্, * হ্রাস, সেম্ব্, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি, থুজা।

তরল মল।

২০। তরল মল—একোন, এরানিয়া-ডা, আর্জেণ্টা-না, আর্স, ষ্ট্যারাম্-ট্রি, ক্যাল্-কার্ব, কল্চি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, ককিউ, হাইয়স্, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস-ভেনি, বিসিনাস্, র্যাফে, সিনা, সাইলি, * এলোজ, কষ্টি, সিকুটা, কোনা, কফি, ন্যাট্রা-কার্ব, গ্যাবাডি, ** (ইথু, এপিস্, এণ্টি-ক্রুড, ক্যামো, চায়না, মার্ক, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস-টক্স, সাল্ফা, ভিরাট্।

২১। তরল মল কালবর্ণ—(১) * আর্স, * সিনা, * ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, কার্ব-ভ।

২২। ,, ব্রাউন্ বা কটাবর্ণ—(১) গ্র্যাফা, সোরি, * র‍্যাফে * সিনা, (২) আর্জেণ্টা-নাই, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ভ, ফস্।

২৩। তরল মল ঈষৎ সবুজ বর্ণ—ইথু, ক্রোটন্-টি, র‍্যাফে।

২৪। ,, ঈষৎ হরিদ্রাভ ভস্ম বর্ণ—ইথুজা।

২৫। ,, উদ্ নামক মৎস্যজীবী জন্তুর গায়ের বর্ণ—ব্রাস।

২৬। ,, কৃষ্ণলোহিত বর্ণ—হ্রাস।

২৭। ,, লোহিতাভ পীতবর্ণ—লাইকো।

২৮। ,, পীতাভ ধবল—নাইট্রি-এসি।

২৯। ,, পীতবর্ণ—(১) * ন্যাট্রাম্-সাল্ফ, নক্স-ম, (২) ইথু, কলোসি, আইরিস্-ভা, লাইকো, র‍্যাফে, হ্রাস।

মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মাবৎ মল।

৩০। মিউকাস্ অর্থাৎ আম নির্গত হইলে—এসাফি, ক্যাক্টা, চেলিডো, চায়না, সিনা, কলোসি, সাইক্ল্যা, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স, আইরিস্-ভা, লেপ্টা, ন্যাট্রা-কার্ব, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, র‍্যাফে, হ্রিয়াম্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টার্-এমি, ভিরাট্; ** (এসারাম্, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ক্যামো, কল্চি। প্রত্যেকবারই নানাবর্ণের মিউকাস্ দৃষ্ট হয়—নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সাল্ফার)।

৩১। আম (মিউকাস্) রক্তময়—(১) একোন, * ইথু, * আর্স, * এলো, * ক্যাপ্সি, ক্যান্থেরি, * কলোসি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ; (২) কার্ব-ভ, ক্যামো, ক্যাম্ফা, কিউবেব্, ইলাটে,

গামিগা, হিপা, হাইড্রোফো, ইগ্নে, আইয়ড্, আইরিস্, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, প্লাম্বা, পডো, সোরি, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, থুজো।

৩২। আম ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণ—* আর্স, কার্ব-ভ, (২) ব্যাপ্টি, * নক্স-ভ, গ্র্যাটিওলা, ট্রিয়াম্, জিঙ্কিবার।

৩৩। ,, কালবর্ণ—(১) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ব্যাপ্টি, বোলিটা।

৩৪। ,, ফেনাযুক্ত মাতগুড়ের ন্যায়—ইপিকা।

৩৫। ,, ফেনাযুক্ত— * আইয়ড্, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

৩৬। আম জেলির ন্যায়—* এলোজ, * কল্চি, * হেলে, * কেলি-বাই, * হ্রাস, এস্কেল্পি, পডো, সিপি।

৩৭। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণার ন্যায়—বেল্, ফস্।

৩৮। ,, সবুজ বর্ণ—** (ইথু, এপিস্, আর্জেণ্টা নাইট্রা, আর্স, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে-ফস্, ক্যামো, কলোসি, ডাল্কা, ইপিকা,) লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, পলিনিয়া, ফস্, পাল্স, সাল্ফা, একোন, ইস্কিউ, এগার, এমোনি মি, ক্যান্থা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, ক্রিয়েজো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, পডো, সোরি, ট্রিগাম্, হ্রাস্, সিপি।

৩৯। ,, তরল—* লরোসি, টেরিবিন্থ।

৪০। ,, তরল ও সবুজ—লুবোসি।

৪১। ,, ,, ও ফেঁকাশে—কার্ব-ভ।

৪২। ,, লালবর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস, (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাম্বা, কল্চি, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক-ভ, সাইলি, সাল্ফা।

৪৩। ,, উলের (Wool) স্তুপের ন্যায়— আর্জেণ্টা-নাইট্রা, এসাবাম্, ক্যাপ্সি, লাইকো।

৪৪। ,, শ্লেষ্মার ন্যায় ও পিচ্ছিল—(১) * আর্নি, * এপিস্, * বেল, * বোরাক্স, * ব্রোমি, * ক্যাল্কে-ফস্, * কলোসি, * কুপ্রাম্ সার্সি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, নক্স-ভ, হ্রাস, (২) একোন, এগার, এলোজ,

এমোনি-মি, ক্যাল্-কার্ব, কার্ব-ভ, ক্যাপ্সি, আর্স, ক্যামো, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্চি, ডাল্কা, ফেরা, গামিগা, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, পিট্রো, পডো, হ্রিয়াম্, স্যাবাডি, সিলা, সিকে, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, ট্যাবেকা, টার্টা।

৪৫। আম দড়ার ন্যায়—* এসারাম্, * সাল্ফ-এসি।

৪৬। ,, অত্যন্ত আঠাযুক্ত—*এসারাম্, *ক্যাপ্সি, ক্রোটন-টি, * হেলে।

৪৭। ,, পুরু বা ঘন—আইয়ড্।

৪৮। ,, স্বচ্ছ—(১) হ্রাস্, (২) এলোজ, কল্চি, কিউবেব্।

৪৯। আম জলবৎ—(১) আর্জেন্টা-নাইট্রা, আইয়ড্; (২) লেপ্টা।

৫০। ,, সাদা—(১) * ক্যামো, * ককিউ, ডাল্কা, * হেলে, * আইয়ড্; (২) আর্স, বেল্, ক্যাম্ফা, কষ্টি, সিনা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, ফস্, ফস্-এসি, পডো, পাল্স, হ্রিয়াম, সাল্ফা।

৫১। ,, হরিদ্রাবর্ণ—এগার, * এপিস্, * ক্যামো, * এসারাম্, * বোরাক্স্, * কিউবেব্, ব্রোমি, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, হ্রাস্, পডো, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

জলবৎ মল।

৫২। মল জলবৎ—(১) * একোন, * এসাফি, * বিস্মাথ, * ক্যাল্কে-ফস্, * কল্চি, * কার্ব-ভ, *কোনা, * গ্র্যাটি, * আইরিস্, * জ্যালাপা, * জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি নাইট্রি, * পডো, * সিকে, * পাল্স, *সাল্ফা, ভিরাট; (২) এগারি, এলোজ্, এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, এস্কেল্পি, ব্যাপ্টি, ব্যারিয়াম্-কার্ব, কলোসি, কুপ্রা, কোপেবা, ডিজি, ডায়েস্কো, ফেরা, ফ্লু:ব-এসি, গামিগা, হেলে, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, লেপ্টা, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব মেজি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, হ্রাস্, সেম্ব, সেপ্সি, সার্সা, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এমি।

৫৩। মল জলবৎ ও কাল—* আর্স, * সোরি ; (২) এপিস্, এস্কেল্‌পি, ক্যাম্ফ, চায়না, কুপ্রা, কেলি-বাই, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৫৪। জলবৎ মল ,, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ—এস্কেল্‌পি।

৫৫। ,, রক্তময়—এলোজ, ল্যাকে, পিট্রো, স্যাবাডি।

৫৬। ,, মাংস ধৌত জলের মত—(১) ফস্, (২) ক্যাম্থা, **হ্রাস।

৫৭। ,, ব্রাউন (Brown) অর্থাৎ কটাবর্ণ—(১) *আর্স, * কেলি-বাই ; (২) ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব-ভ, চেলিডো, চায়না, গামিগা, ক্রিয়েজো, পিট্রো, রুমেক্স, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

৫৮। ,, জলবৎ কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ—ক্যাল্-কার্ব, কেলি বাই।

৫৯। ,, পরিষ্কার (বর্ণশূন্য)—এপিস্, সিকেলী।

৬০। ,, ও তৎসঙ্গে খণ্ড খণ্ড পর্দ্দার ন্যায় থাকে—(১) *ভিরাট্, (২) কুপ্রা।

৬১। ,, ফেনাযুক্ত—* ইলাটে, * গ্র্যাটি, কেলি-বাই, *ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬২। ,, সবুজবর্ণ—(১) গ্র্যাটি, *ম্যাগ্নে-কা, * পডো, *পাল্‌স ; (২) ব্রাই, ক্যামো, কলোস্থা, ডাল্‌কা, গামিগা, হিপা, ইপিকা, আইরিস্, ক্রিয়েজো, লবোসি, লেপ্‌টা, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, টেরিবিস্থ, ভিরাট্।

৬৩। ,, ও তৎসঙ্গে সেওলার ন্যায়— ** ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ।

৬৪। ,, জলবৎ সাদা বর্ণ—(১) বেঞ্জো-এসি, * ক্যাষ্টোফি, * চেলিডো, * ফস্, * ফস্-এসি ; (২) ডাল্‌কা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ।

৬৫। ,, হরিদ্রাবর্ণ—(১) * এপিস, * ক্যা-কার্ব, * চায়না,

* ক্রোটন-টি, স্যাইক্ল্যা, * গ্র্যাটি, * হাইয়স্, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্-এসি, * হ্রাস, * থুজা ; (২) আর্স, বোরাক্স, ক্যাম্বা, ক্যামো, ডাল্কা, ইউফর্বি, ইপিকাক্, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি-বাই, কস্, প্লাম্বাম্।

৬৬। জলবৎ ঘোলের ন্যায়—* আইয়ড্।

ফিকাল বা বিষ্ঠাময় মল।

N. B ভুক্ত দ্রব্য বিষ্ঠায় পরিণত হইলে তাহাকে (Fecal) "ফিকাল" বা বিষ্ঠাময় মল বলে।

৬৭। মল বিষ্ঠাময়—একোন, এলুমিনা, ক্যাক্টাস্, কষ্টি, চেলিডো, চায়না, কফি, ডিজি, আইয়ড্, নরোসি, মিউর্-এসি, অক্জ্যালি-এসি, হিয়াম্।

৬৮। মল কালবর্ণ—(১) * ব্রোমি, লেপ্টা, (২) ক্যাম্ফ, কিউবেব্, সাল্ফা, ট্যাবেকাম্, টার্টার-এমি।

৬৯। ,, ব্রাউন বা কটাবর্ণ—(১) * এগাফি ; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কলোসি, ফ্লুওর-এসি, লিলিয়াম-টি, লাইকো, মেজি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, হিয়াম্, রুমেক্স, টার্টার-এমি, থ্রম্বোডি।

৭০। ,, মাখনের ন্যায় বর্ণ—(১) * জেল্স ; (২) ক্যাল্-কার্ব, আর্জেণ্টা-নাইট্রা।

৭১। ,, মেটেবর্ণ—*ব্যাপ্টি, কার্ব-ভ, নক্স-ভ।

৭২। প্রথম ভাগ মেটে বর্ণ ও শেষ ভাগ সাদা—* ইস্কিউ।

৭৩। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যের দানার ন্যায়—থুজা।

৭৪। ,, ভস্মের ন্যায় বর্ণ—(১) * ডিজি, * কেলি-কার্ব, (২) ক্যালকে, পিক্রি-এসি।

৭৫। ,, দেখিতে তৈলের ন্যায়—* আইয়ড্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৭৬। মল থস্‌থসে—ইস্কিউ, এলোজ, আর্ণি, এসাফি, ব্যাপ্‌টি, বেল্‌, ক্যাল্‌কে-ফস্‌, চেলিডো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইরিস্‌-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লেপ্‌টা, পিট্রো, পডো, সিকে, জিঙ্ক।

৭৭। ,, পাতলা—(১) * ব্যাপ্‌টি, * গামিগা, * হিপা, * লেপটা, * পিক্রি-এসি, * ন্যাট্রা-সাল্‌ফ; (২) এগাব, এলুমি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চেলিডো, ইগ্নে, আইরিস্‌-ভা, নক্স-ভ, হিয়াম্‌, রুমেক্স, সেম্বু, থুম্বি; জিঙ্ক।

৭৮। ,, সাদা বর্ণ—(১) ইস্কিউ * বেল, * পডো; (২) ক্যাল্‌কে-ফস্‌, ডিজি, লাইকো।

৭৯। ,, হরিদ্রা বর্ণ—(১) * এগাব, * এলোজ, এপিস্‌, গামিগা * হিপা, * ফস্‌ এসি, * পডো; (২) এমোনি-মি, এসাফি, ব্যাপ্‌টি, বোরাক্স, বোভি, ক্যাল-কার্ব, চেলিডো, ককিউ, কলোসি, ডিজি, ফ্লুওর-এসি, জেল্‌স, আইরিস্‌-ভা, ল্যাকে, পিক্রি-এসি, হ্যাস, টার্টার-এমি।

অজীর্ণ মল।

৮০। মল অজীর্ণ—(১) * এণ্টি ক্রুড্‌, * আর্জেণ্টা-নাইট্রা, * ক্যাল্‌কে-ফস্‌, ** চায়না, ** ফেরা, গ্র্যাফা, * হিপা, ** ওলিয়েণ্ডা, *ফস্‌, * ফস্‌-এসি, * পডো, সাল্‌ফা; (আর্ণি, ** ইথু, এলো, আর্স, ক্যামো, কলোসি, কোনা, ক্রোটন্‌-টি, গামিগা, জ্যাবোর্যাণ্ডা, ক্রিয়েজো, লেপ্‌টা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, র‍্যাফেনাস্‌।

৮১। মলে পূর্ব্বদিনের খাদ্য বস্তু—** ওলিয়েণ্ডা।

মলের দৃশ্য।

৮২। ঘোলের ন্যায়—* আইয়ড্‌।

৮৩। মলের মধ্যে তণ্ডুলাভ্যন্তরস্থ সাঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র সাদা ও চক্‌চকে কণা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়—* কিউবেব্।

৮৪। চর্ব্বির বাতির ন্যায়—ম্যাগ্নে-কার্ব।

৮৫। গরম জলে সাবান গুলিলে যেরূপ ছাকড়া ছাকড়া হয় সেই প্রকার মল—বেঞ্জোইক্‌-এসিড্।

৮৬। তরল মলের নিম্নে ময়দার ন্যায় গুঁড়া গুঁড়া তলানি বা সেডিমেণ্ট পড়ে—* পডো, ফস্‌-এসি।

৮৭। ইন্‌টেষ্টাইন অর্থাৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া লইলে যে যে পদার্থ—(মিউকাস্, কিঞ্চিৎ রক্ত, রক্ত-মিশ্রিত জল ও কখন কখন বর্ণশূন্য ক্লেদ ইত্যাদি) নির্গত হয়, মল তৎ-সদৃশ দেখা যায়—(১) ** ক্যাম্ফা; (২) * কলোসি; (৩) এস্কেল্‌পি, ব্রোমি, পিট্রো।

৮৮। মল তৈলের ন্যায় দেখায়—* আইয়ড্, বোলিটাস্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৮৯। ,, ডেলার ন্যায় বা দলা দলা—(১) * এণ্টিক্রুড্; (২) এপিস্, কোনা, ডায়স্কো, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি-বাই, লাইকো, প্লম্বো।

৯০। ,, মেষের মলের ন্যায় গুটি গুটি—** (ল্যাকে, মার্ক, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্লাম্বা, সাল্‌ফা, ভার্বেস্কা)।

৯১। ,, পর্দ্দার ন্যায়—* কল্‌চি।

৯২। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দাখণ্ড সকলের ন্যায়—নাইট্রি-এসি, * ভিরাট, কুপ্রা, কল্‌চি, আর্জেণ্টা-নাইট্রা।

৯৩। ,, পর্দ্দার খণ্ড সকলের ন্যায় হইয়া মিউকাস্ ভাবে নির্গত হয়—* মার্ক-কর।

৯৪। ,, ফেনাযুক্ত—(১) * আর্নি, * বোরাক্স, * কলোসি,

* ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্ফা ; (২) বেঞ্জো-এসি, বোলিটা, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্ফা, চায়না, আইয়ড্, ইপিকা, মার্ক-ভা, ওপি, পডো, র‍্যাকে, হ্রিয়াম, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

৯৫। মলে চাপ চাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্ (Wool) সূতার খণ্ডের মত ভাসিয়া বেড়ায়—ডাল্কা, সিকেলী, ভিরাট।

৯৬। ফার্মেন্টেড (Fermented) অর্থাৎ গাঁজলান বা উৎ-সেচন যুক্ত মল—(১) * আর্নি, * ইপিকা ; (২) মেজি, হ্রিয়াম্, হ্রডো, স্যাবাডি।

মলের গন্ধ।

৯৭। দুর্গন্ধ মৃত শরীরের ন্যায়—এস্কেল্পি, *কার্ব-ভ, * বিস্-মাথ্, * ল্যাকে, ক্রিয়েজো, ষ্ট্র্যামো।

৯৮। গন্ধ অম্ল—(১) ** হ্রিয়াম, সাল্ফ ; (২) * ক্যাল-কার্ব, *কলোসি, কলোষ্ট্রা, * হিপা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভা, (৩) বেল্, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ফস্।

৯৯। গন্ধশূন্য—**পলিনিয়া, * হাইয়স্, হ্রাস্, ইথু, এসারাম্।

১০০। গন্ধ পচা ছানার ন্যায়—*ব্রাই, * হিপা।

১০১। ,, পচা ডিমের ন্যায়—এস্কেল্পি, * ক্যাল্কা, ** ক্যামো, * সোরি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি।

১০২। ,, পচা—* আর্স, ** এসাফি, ** ব্যাপ্‌টি, বোরা, ব্রাই, ** কার্ব-ভ, * চায়না, * কলোসি, :ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, * পডো, সিপি, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো।

১০৩। ,, নিতান্ত বিরক্তিজনক ও দুর্গন্ধময়—এগার, আর্জেন্টা-না, * আর্নি, এলো, এপিস্, * আর্স, ** এসাফি, এস্কেল্পি, ** ব্যাপ্‌টি, বেল্, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ককিউ, সিকুটা, কফি, কল্চি,

* কর্ণাস্-সার্সি, ** গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, গামিগা, হিপোমেনি, আইরড্, ক্রিয়েজো, * ল্যাকে, লেপ্টা, লাইকো, লিলিয়াম্-টি, লিথি-কা, মেজি, নক্স-ভ, * ওপি, * ফস্-এসি, প্লাম্বা, ** সোরি, ফস্, পাল্স, নাইট্রি-এসি, * হ্রাস্, রুমেক্স, ** সিলা, * সিকেলী, সিপি, * সাল্ফা, টেরিবি, সাল্ক-এসি, জিঙ্ক।

মল নির্গমের অবস্থা ও বেগ।

১০৪। তীব্র বেগে বিরেচন হইতে থাকে——(১) **ক্রোটন্টি, *গ্র্যাটি; (২) সিষ্টাস্, জ্যাবরাণ্ডাই, হুডো। (হঠাৎ সজোরে বিরেচন দেখ)।

১০৫। বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যে প্রকার ভাবে জল নির্গত হয় সেই প্রকার ভাবে বিরেচন হয়——(১) * জ্যাট্রোফা, * পডো, থুজা; (২) এলো, লেপ্টাণ্ড্রা।

১০৬। সর্ব্বদা চুয়াইয়া চুয়াইয়া বিরেচন হইতে থাকে——(১) **ফস্, ** থ্রম্বিডি; (২) * এপিস্; (৩) অক্জ্যালি-এসি, সিপি।

১০৭। অসাড়ে বিরেচন——(১) * চায়না, * ওপি, আর্ণি, * হাইয়স্, * ওলিয়েণ্ড্রা; (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, আর্স, বেল্, ব্রাই, ** এলো, ক্যাল্-। কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, সিনা, কল্চি, কোপেবা, কিউবেব্, ডিজি, ফেরা, জেল্স, আইরিস্-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, লরোসি, ন্যাট্রা-মি, ** ফস্-এসি, অক্জ্যালি-এসি, ** ফস্, প্লাম্বা, * সিকে, সোরি, হ্রাস্, ** ভিরাট্।

১০৮। অসাড়ে মল নির্গমন (কাশিবার সময় কি হাঁচিবার সময়)—*সিলা।

১০৯। অসাড়ে মলনিঃসরণ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার অর্দ্ধ উন্মীলিত—— ** এপিস্।

১১০। অসাড়ে মলনিঃসরণ বাতকর্ম্মের সঙ্গে——**এলো,**ওলিয়েণ্ড্রা; * ফস্-এসি; একোন, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, পডো, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্।

১১১। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রস্রাব করিবার সময়——এলো, মিউর্-এসি, সিলা, সাল্ফার।

১১২। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রত্যেকবার সঞ্চালনে——* এপিস্।

১১৩। অসাড়ে মলনিঃসরণ নিদ্রাবস্থায়——(১) ** আর্নি ; (২) ব্রাই, কোনা, হাইয়স্, পাল্স।

১১৪। কষ্টে মল নির্গমন——(১) *এলুমিনা ; (২) ক্যাল্কে-ফস্, জেল্স, হিপা, সোরি, সাইলী, ষ্ট্যানা।

১১৫। কেবল দাঁড়াইলে অতি কষ্টে মল নির্গত হয়, অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে——কষ্টি।

১১৬। প্রস্রাব করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মল নির্গত হওয়া অসম্ভব——এলুমিনা।

১১৭। হঠাৎ সজোরে বিরেচন——(১) * এলো, * ক্যাল্কে-ফস্, * ক্রোটন্-টি, * গ্র্যাটি, * গামি-গা, * জ্যাট্রো, * ফস্, * পডো, * সাল্ফা ; (২) আর্জেন্টা-নাই, ক্যাপ্সি, সিকুটা, সিষ্টা, সাক্ল্যা, ইজ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-বাই, লেপ্টা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্ফ, র‍্যাফে, ষ্ট্রডো, সিকে, সিপি, থুজা, (তীরবেগে বিরেচন দেখ)।

মলের বার ও পরিমাণ।

১১৮। পুনঃ পুনঃ বাহ্যি হয়——(১) * আর্স, * ক্যাপ্সি, *কার্ব-ভ, * ক্যামো, * কুপ্রা, * ইলাটে, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ, * পডো ; (২) একোন, এপিস্, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্নি, ব্যাপ্টি, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্-কার্ব, ক্যান্থা, ক্যাষ্টো, চায়না, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্চি, কলোসি, কিউবেব্, ডাল্কা, গ্র্যাটি, গামি-গা, হেলে, হাইয়স্, ইপিকা, আইরিস্-ভা, কেলি-বাই, সোবি, পাল্স্, হ্রাস, সেম্বু, সিকে, সিপি, টার্টার্-এমি, টেরিবিন্থ, থুজা, ভিরাট্।

১১৯। হঠাৎ বাহ্যির বেগ হয়——* ক্যাম্ফ, কুপ্রা, * সিকেলী।

১২০। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও বিরেচন——(১) *এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্ট-নাই, * নক্স-ভ, (২) আর্স, ব্রাই, সিনা, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ফস্, হ্রাস্, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

১২১। বহুপরিমাণ তরল মল——(১) * এসাফি, * বেঞ্জো-এসি,

* ক্রোটন-টি, * ইলাটে, * জ্যাট্রো, * পলিনি, * পডো, * থুজা, * ভিরাট ; (২) ইথু, আর্নি, আর্স, ব্রাই, ক্যাক্টা, কেলি-কার্ব, ক্যাম্ফ, চায়না, কল্‌চি, কলোষ্ট্রা, কোপেবা, কিউবেব্‌, ডায়স্কো, গামি-গা, আইওড্‌, আইরিস্‌-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, লেপ্‌টা, লিলিয়াম-টি, ম্যাগ্নে-কা, স্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ফস্‌, প্লাম্বা, র‍্যাফে, হ্রাস, রুমেক্স, সিকে, ট্যারাক্সে, টার্টার-এমি, টেরিবিস্থ।

১২২। অল্প পরিমাণ মল——(১) * আর্স, *বেল, *ক্যাপ্‌সি, *মার্ক-কর, * মার্ক-ভা, * নক্স-ভ ; (২) একোন, এলো, আর্জেন্টা-নাই, আর্নি, এসারা, ব্যাপ্‌টি, ক্যাম্থা, ক্যামো, কল্‌চি, কলোসি, ক্রোটন্‌-টি, ডাল্‌কা, মেজি, ওলিয়েণ্ড্রা, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সিকে, ষ্ট্যানা।

মলের অন্যান্য লক্ষণ।

১২৩। মল করোসিভ (Corrosive) অর্থাৎ এ প্রকার তীব্র যে, যেস্থানে লাগে সে স্থানে লোন্‌ছা উঠিয়া যায় বা ক্ষতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়—— (১)* আর্স, * গ্র্যাফা, মার্ক-ভা, *সাল্‌ফা ; (২) একোন্‌, এলুমি, এণ্টি-ক্রুড্‌, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যাপ্‌টি, ক্যাম্থা, চায়না, কল্‌চি, কলোসি, গামি-গা, আইরিস্‌-ভা, ক্রিয়েজো, লেপ্‌টা, স্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপাণ্ট, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রিয়াম্‌, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্‌।

১২৪। মল পরিবর্ত্তনশীল—— ** সাল্‌ফা, *পাল্‌স, ক্যামো, কল্‌চি, ডাল্‌কা, পডো। (৭ক দেখ)

১২৫। উষ্ণ মল——(১) *একোন্‌, *ক্যালকে-ফস্‌, *ক্যামো, *সাল্‌ফা ; (২) এলো, সিষ্টাস্‌, ডায়স্কো, ফস্‌, ষ্ট্যাফি।

১২৬। মলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে——**(ক্যাল-কার্ব, চায়না, সিনা, ইগ্নে, সাল্‌ফা, ম্যারাম্‌-ভি)।

১২৭। „ „ বড় বড় কৃমি থাকিলে——** (সিনা, স্যাবাডি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্‌ফা)।

১২৮। „ „ ফিতার ন্যায় কৃমি থাকিলে——** (ক্যাল্‌কা, গ্র্যাফা, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা)।

১২৯। মল নির্গমনের সঙ্গে পেট বেদনা না থাকিলে—(১) * ব্যাপ্‌টি, * বিস্‌মাথ্‌, বোলিটা, * বোরাক্স, * ফেরা, * হিপা, * হাইয়স্‌, * ফস্‌-এসি, ** পডো, * সিপা; (২) এপিস্‌, আর্জেণ্টা-নাই, * আর্স্‌, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন্‌-টি, ককিউ, কলোসিন্থ, কল্‌চি, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-ব্রোমি, কেলি-কার্ব, * লাইকো, * ফস্‌, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, হ্রাস্‌, * ষ্ট্র্যামো, রুমেক্স, ভিরাট্‌, রিসিনাস্‌।

১৩০। উদরাময় সহ পেট বেদনা থাকিলে——** (একোন্‌, মার্ক, ক্লিয়াম্‌, হ্রাস্‌-টক্স)।

ষ্টম্যাক অর্থাৎ পাকস্থলী।

১। পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ——(১) * আর্স, * কল্‌চি, ক্রোটন-টি, *সিকেলী. (২) বিস্‌মাথ্‌, ক্যাম্ফ, ক্যামো, সিকুটা, জ্যাট্রো, স্যাবাডি, ট্যাবেকা।

২। „ শূন্য ২ বোধ——পিট্রো, ফস্‌, * সিপি, ষ্ট্যানা, * সাল্‌ফা।

৩। „ পূর্ণ বোধ——(১) * লাইকো, আর্ণি, ব্যারাইটা-কার্ব্‌, সাইক্ল্যা, নক্স্‌-ম।

৪। „ কামড়ান বেদনা——*লিথিয়াম্‌-কার্ব, ন্যাট্রা-কার্ব, সাইলি।

৫। „ অন্যান্য বেদনা——(১) *লাইকো; (২) ব্রোমি, আর্স্‌, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইলাটে, আইয়ড্‌, জ্যাট্রো, ষ্ট্যাফি, জিঞ্জি।

৬। পাকস্থলীতে চাপ বোধ——বিস্‌মাথ্‌, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্রোটন্‌-টি, ইলাটে, হিপা, ন্যাট্রা কার্ব, পিক্রি-এসি, ভিরাট্‌।

৭। „ হইতে মুখ পর্য্যন্ত ক্ষত বোধ——* ট্যারেক্সে, নক্স-ম।

৮। „ স্পর্শে বেদনাবোধ——(১) * লাইকো, (২) ইলাটে, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। পাকস্থলীতে আক্ষেপ——* কুপ্রা, *ককিউ, জ্যাট্রো, ব্রোমি।

৯,ক। পাকস্থলী স্ফীত——* লাইকো, ন্যাট্রা-কার্ব।

উদর।

১০। উদরে জ্বালা——* আর্স, এপিস্, আর্জেণ্টা-নাই, ক্যান্থা, কার্ব-ভ, কল্‌চি, সিকে, ** আইরিস্-ভা।

১১। ,, বেদনা——এলো, *চায়না, *কলোসি, *কুপ্রা, *ডায়েস্কো, * ইপিকা, * থুজি, ভিরাট, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, সিকেলী, ইস্কিউ, এলাম্, আর্জেণ্টা-না, এসাফি, ব্রাই, ক্যাল্-ফস্, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, সিকুটা, ককিউ, কফি, কল্‌চি, ক্রোটন্-টি, ইউফর্বি, কিউবেব্, গামি-গা, আইরিস্-ভা,কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, কেলি-না, ল্যাকে, লবো, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো, পাল্‌স, হ্রাস্, ষ্টানা, টেরিবি।

১২। উদরে মোচড়ান বেদনা——** ডায়েস্কো।

১৩। ,, আক্ষেপযুক্ত বেদনা——কুপ্রা, ল্যাকে, ওপাণ্ট।

১৪। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা——একোন, আর্ণি, * বেল্, ক্যামো, * চায়না, সিনা, * কলোসি, কোনা, কিউবেব্, ডাল্‌কা, ইলাটে, আইয়ড্, * জ্যালাপা, লেপ্টা, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্লাম্বা, হ্রিয়াম্, * হ্রাস্, স্যাবাডি, সিলা, সাল্‌ফা।

১৫। পেট কামড়ান——এলো, এমোনি-মি,বেল্, ফেরা, কলোসি,কোনা, কর্ণাস্-সার্সি, চায়না, সিনা, ক্যামো, সিকুটা, ডাল্‌কা, * ইপিকা, * জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, নক্স-ভ, প্ল্যাণ্টে, পিট্রো, স্যাম্বু, হ্রাস্, সাল্‌ফা, থুজি।

১৬। উদর স্ফীত——(১) * আর্স, *ক্যাল্-কার্ব, *কার্ব-ভ, *চায়না, * গ্র্যাফা, *ন্যাট্রা-সা, * লাইকো, * নক্স্-ম, * সাইলি, * নিকোলাম্, ** টেরিবিন্থ, শেষোক্তটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ; (২) একোন, এলো, এপিস্, আর্ণি, এসাফি ইত্যাদি। (উদরস্ফীতির বিস্তৃত চিকিৎসা দেখ)।

১৭। উদরে কল্‌কল্ শব্দ——(১) * এলো, * জ্যাট্রো; (২) * এসা-রাম্, গামি-গা, জিঙ্ক।

১৮। উদরের মধ্যে গব্ গব্ বা গড়মড় শব্দে ডাকিতে থাকে——(১) * লাইকো, (২) ইস্কিউ, এলো, আর্ণি, এসারাম্ বোভি, ক্যাল্-ফস্,

ককিউ, কলোসি, কর্ণাস্-সার্সি, সাইক্ল্যা, গামি-গা, আইরিস্-ভা, জ্যাট্রো, ম্যাগ্নে-কা, ওলিয়েণ্ড্রা, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, প্ল্যাণ্টে, পাল্স, স্যাবাডি, সিকে, সাইলি, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১৯। উদরস্পর্শে বেদনা বোধ——(১) ** এপিস্, (২) * কলোসি, * ল্যাকে, (৩) একোন, এলো, বেল্, ক্যাস্থা, ক্রোটন্-টি, কুপ্রা, নক্স-ভ, ভিরাট্, গামি-গা, মার্ক-কর, ক্রিয়েজো, টেরিবি, থুম্বি।

২০। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে চাপ দিলে বেদনা বোধ——(১) আর্জেণ্টা-নাই, কষ্টি, ট্যাবেকা।

২১। দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা——ব্যাপ্টি, বোলিটা, মার্ক-ভা, ন্যাট্রা-সাল্ফ।

২২। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে কাশিতে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে, হাসিতে, ইহার উপর চাপ দিয়া শয়নে বা কেবল চাপ দিলে এবং চলিয়া বেড়াইবার সময় বেদনা——সোরিনাম্।

২৩। শীতল জল পান হেতু বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা——ন্যাট্রা-কার্ব।

২৪। নিষ্ফল বায়ুর বেগ——কর্ণাস্-সার্সি, ন্যাট্রা-সাল্ফ।

২৫। বাতকর্ম্ম হইতে থাকিলে——এমোনি-মি, বোভি, * কার্ব-ভ, * চায়না, কিউবেব্, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব্, ল্যাকে, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, *নিকো-লাম্, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্-এসি, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, জিঞ্জি।

২৬। „ শীতল——কোনা।

২৭। „ উষ্ণ——ককিউ, ষ্ট্যাফি।

২৮। „ নির্গত হয় না——**র‍্যাফে।

২৯। „ দুর্গন্ধময় ও ত্যক্তজনক——এলো, আর্ণি, চায়না, ককিউ, কোনা, লিথি-কার্ব্, ন্যাট্রা-কার্ব, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * নিকোলাম্, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, পিট্রো, প্লাণ্টে, সোরি, হ্রডো, সেঙ্গু, সার্সা, সিপি, সাইলি, সিলা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৩০। বাতকর্ম্ম পচাগন্ধযুক্ত——কার্ব-ভ, ওলিয়েণ্ড্রা।

৩১। বাতকর্ম্মে অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর গন্ধ——* লাইকো, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সাইলি।

৩২। „ রসুনের ন্যায় গন্ধ——*এগারিকাস্।

৩৩। যকৃৎ স্ফীত——* চায়না, নক্স-ম, লরোসি।

৩৪। যকৃৎ বেদনাযুক্ত——ডিজি, * ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৩৫। প্লীহাস্ফীত——* চায়না, আইয়ড্।

——*——

গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্র।

৩৬। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা—— ** আইরিস্-ভা।

৩৭। গুহ্যদ্বার ক্ষত ও পূর্ণ বোধ——ইস্কিউ।

৩৮। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তর এবং চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ——জিঞ্জি।

৩৯। গুহ্যদ্বারের মুখ উদ্‌ঘাটিত অর্থাৎ হাঁ (open) করিয়া থাকে——** ফস্‌ফরাস্।

৪০। গুহ্যদ্বারের ভিতর চুলকান——ইস্কিউ।

৪১। গুহ্যদ্বার হইতে মল চোয়াইতে থাকে——(১) ** ফস্; (২) * এপিস্, * সিপি, * থুজি ; (৩) অক্‌জ্যালি-এসি।

৪২। গুহ্যদ্বারে আক্ষেপযুক্ত বেদনা——ফেরা।

৪৩। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত তরল মল চোয়াইতে থাকে—* ক্যাল্-কার্ব।

৪৪। সরলান্ত্রে যেন কিছু হাঁটিয়া বেড়ায় এরূপ বোধ——ক্যাল্-কার্ব।

৪৫। „ কর্ত্তন এবং চিম্‌টিকাটার ন্যায় বেদনা——এলো।

৪৬। „ অত্যন্ত শুষ্কাবস্থা——* ইস্কিউ।

৪৭। „ পূর্ণ থাকা বোধ——* ইস্কিউ।

৪৮। „ উত্তাপ এবং চুল্‌কানিবোধ——* ইস্কিউ, এলো।

৪৯। সরলান্ত্রে খোঁচানি বেদনা——নিউফার্।

৫০। গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রের বহির্গত হওয়া অর্থাৎ হালিস্ বা হাড়িস্ বাহির হওয়া——ক্রোটন্-টি, ব্রাই, কল্চি, * ইগ্নে, ** মিউর্-এসি, * পডো, সিপি, সাল্ফ, এণ্টি-ক্রু, ক্যাল্কা, ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি, প্ল্যাণ্টা, সিকুটা, আইরিস্-ভা, * মার্ক-ভ। (হাড়িসের নামান্তর গোগুল)।

৫১। হালিস্ বহির্গত হইয়া আর ভিতরে যায় না——মেজি।

৫২। সরলান্ত্রস্থ মিউকাস্ ঝিল্লী স্ফীত বোধ হয়—ইস্কিউ।

(পশ্চাৎ লিখিত উদর ও গুহ্যদ্বারের বিস্তারিত লক্ষণ দেখ।) }:——

১। উদর।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বে।

৫৩। পেটে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা——আর্স।

৫৪। „ কলিক্ অর্থাৎ শূলের ন্যায় বেদনা——(১) ** কলোসি, **ডায়েস্কো ; (২) * বেল্, * ক্যামো, * ভ্রিয়াম্, * ভিরাট্ ; (৩) এলো, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, এস্কেল্পি, ব্যাপ্টি, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্কা, ক্যাপ্সি, চায়না, কল্চি, জেল্স, গ্র্যাফা, গামি-গা, ইপিকা, কেলি-নাই, লাইকো, মিউর্-এসি, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, পডো, পাল্স, টেরিবিন্থ, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

৫৫। „ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা——আর্স।

৫৬। „ কর্ত্তনবৎ বেদনা——(১) ** কলোসি ; (২) আইরিস্-ভা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্ফা * টার্টার-এমি ; (৩) একোন্, ইস্কিউ, এগাব্, নক্স-ম, নক্স-ভ, মার্ক-কর, সিকে।

৫৭। „ ফাঁপাবোধ ও পুট্পাট্ শব্দকরা——* আর্নি, * লাইকো।

৫৮। „ কামড়ান——বেল, সোরি।

৫৯। „ গরম বোধ——বেল।

৬০। পেটের বাম দিগে বেদনা——* থুম্বি।

৬১। „ খোঁচান বেদনা——(১) *গামি-গা, *কেলি-কার্ব, *ম্যাগ্নে-কা, * ভিরাট; (২) ইথু, এগার, বেল, ক্যাল্‌কে-ফস্, ক্যাম্ফা, সিনা, মার্ক-ভা, পিট্রো, স্যাবাডি, জিঞ্জিবার।

৬২। পেটের ভিতর গড়্গড়্ করিয়া ডাকা——(১) ইস্কিউ, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * পাল্স; (২) এপিস্, এগার, এস্কেল্‌পি, চেলিডো, আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লেপ্টা, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা-মি, ফস্, স্যাবাডি, সিকে, সাল্ফা, টার্টার্-এমি, থুজা।

৬৩। পেটে মোচড়ান বেদনা——কষ্টি, অগ্‌জ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

(খ) মলত্যাগের সময় উদর।

৬৪। পেটে শূলের ন্যায় বেদনা——(১) * কলোসি; (২) এগার, এলুমি, এসাফি ব্যাপ্টি, ক্যাম্ফা, এস্কেল্‌পি, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মিউর-এসি, ম্যাগ্নে-কা, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো, পিট্রো, হ্রিয়াম, হ্রাস, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি।

৬৫। „ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা——সাল্ফা।

৬৬। „ আক্ষেপযুক্ত বেদনা——আইরিস-ভা।

৬৭। „ কর্ত্তনবৎ বেদনা——(১) *এলোজ, * কলোসি; (২) একোন, এগার, ক্যাম্ফি, চেলিডো, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিস্-ভা, জ্যালাপা, মার্ক-ক, মার্ক-ভ, সিকে, হ্রাস্।

৬৮। „ টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা——* প্লাম্বা, পডো।

৬৯। পেটের ভিতর দিয়া অগ্নিস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়——এস্কেল্‌পি।

৭০। পেটে কামড়ান——(১) * থুম্বি; (২) এপিস্, প্ল্যাণ্টে, বোভি।

৭১। „ খোঁচানবৎ বেদনা——এগার, * ভিরাট্, মার্ক-ভা, ক্যাম্ফা।

৭২। „ গড়্গড়্ করিয়া ডাকা——চেলিডো, কর্ণাস্।

৭৩। পেটের বামপার্শ্বে বেদনা——*থুম্বি।

মলত্যাগের পর উদর।

৭৪। পেটে জ্বালা——বোলিটা, কেলি-বাই, স্যাবাডি।

৭৫। „ শূলের ন্যায় বেদনা——এমোনি-মি, এস্কেল্পি, ডায়েস্কো, পাল্স, ষ্ট্রিয়াম্।

৭৬। „ কর্ত্তনবৎ বেদনা——(১) ** কলোসি,; (২) * লেপ্টা; (৩) আর্স, কেলি-নাই, মার্ক-কর, মার্ক-ভা, পডো, ষ্ট্রিয়াম্, ষ্ট্যাফি।

৭৭। „ শূন্য বোধ——* ভিরাট্, সাল্ফ-এসি।

৭৮। „ খোঁচান বেদনা——কেলি-কার্ব, মার্ক-ভা।

৭৯। পেটের ভিতর দুর্ব্বল বোধ——(১) * ফস্; (২) ডায়েস্কো, লেপ্টা, পডো, সাল্ফা।

২। গুহ্যদ্বার।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বে।

৮০। গুহ্যদ্বারে জ্বালা——গুলিয়েগু।

৮১। গুহ্যদ্বার সংকুচিত বোধ——প্লাম্বা।

৮২। হারিস্ বা হালিস্ বাহির হওয়া——পডো। (৮৮, ৯৫ দেখ।)

৮৩। গুহ্যদ্বারে ভারবোধ——ক্যাক্টাস্।

(খ) মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার।

৮৪। গুহ্যদ্বারে কামড়ান——লাইকো।

৮৫। গুহ্যদ্বারে জ্বালা অথবা গরম বোধ——(১) একোন, * এলো, ** আর্স; (২) * ক্যাম্থা, * ক্যাপ্টো, (৩) কার্ব-ভ, ব্রাই, কষ্টি, ক্যাক্টাস্, গামি-গা, ** আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ওপি, পিক্রি-এসি, জিঙ্ক্।

৮৬। „ চুলকান——সাল্ফা।

৮৭। „ বেদনা——* অক্জ্যালি-এসি, * প্লাম্বা, ক্যাম্থা, মিউর-এসি।

৮৮। গুহ্যদ্বার বাহির অর্থাৎ হালিস্ বাহির হওয়া——ব্রাই, কল্চি,

* ইগ্নে, মিউর-এসি, * পডো, সিপি, সাল্ফা। ইহার মধ্যে পডো ও ইগ্নে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৮২, ৯৫, ও ২৯ দেখ।)

৮৯। গুহ্যদ্বারে চিড়িক মাড়িয়া উঠা——* মিউর-এসি, এগার, চায়না, কেলি-কার্ব, পিক্রি-এসি।

(গ) মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার।

৯০। গুহ্যদ্বারে কামড়ান বোধ——* ক্যান্থা।

৯১। „ জ্বালা——(১) ** আর্স, ** আইরিস্-ভা, (২) *এলো, * ক্যান্থা, * ক্যাষ্টো, * গামি-গা, * কেলি-কার্ব, * মার্ক-ভা, * থুথি, (৩) বোভি, ক্যাম্ফি, কার্ব-ভ, সিকুটা, কলোসি, হেলে, কেলি-কার্ব, লবোসি, লিলিয়াম্-টি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-সাল্ফ, পিক্রি-এসি, সাইলি, সাল্ফা, টার্টার-এমি, টেবিবিস্থ।

৯২। গুহ্যদ্বার সংকুচিত——* ইগ্নে, ল্যাকে।

৯৩। গুহ্যদ্বার চুলকান——(১) * মার্ক-ভা, (২) কার্ব-ভ, ষ্ট্যাফি, এলো।

৯৪। „ খোঁচানবৎ বেদনা——আইরিস্-ভার্স।

৯৫। „ নির্গত বা হারিস্ বাহির হওয়া——(১) * পডো, * থুথি, (২) আর্স, এসাবাম্, সিপি, সাল্ফা। (৮২, ৮৮ দেখ।)

৯৬। „ চিড়িক্ মারা বেদনা——(১) * ক্যান্থা, * গামি-গা, (২) এগার, হেলে, নক্স-ম পাল্স, সাল্ফা।

৯৭। পেটে টিপি দিলে বেদনা বোধ——(১) ** মিউর এসি, (২) * গামি-গা, * মার্ক-ভা; (৩) এলুমি, এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, ক্যামো, নক্স-ম, নাইট্রি-এসি, পডো, সাল্ফা।

৯৮। গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা——(১) * ক্যান্থা, (২) কেলি-নাইট্রা।

৯৯। „ ভারবোধ——* এলোজ।

(নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখ।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বাবস্থায়।

(পূর্ব্বোক্ত উদর ও গুহ্যদ্বার দেখ)।

১। পৃষ্ঠদেশে বেদনা——ব্যাপ্‌টি, সিকুটা, * নক্স-ভ, পাল্‌স।

২। তলপেটের দুই পার্শ্বে বেদনা——ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৩। উপরোক্ত স্থানে টিপিলে বেদনা——*থুয়্যি, ক্যান্থো।

৪। শীরঃপীড়া——অক্‌জ্যালি-এসি।

৫। অন্ত্রসমূহে জ্বালা——এলোজ্‌।

৬। অন্ত্রসমূহের ভিতর তরল পদার্থ যেন গল্‌গল্‌ শব্দে চলিয়া বেড়াইতেছে——* পডো।

৭। অন্ত্রসমূহের ভিতর খোঁচান বেদনা——* এলোজ।

৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা——(১) * এলো, * এমোনি-মি, (২) ক্যাপ্‌সি, ফ্লু ওর-এসি, নক্‌স-ভ, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে যেন একটি সিপি আটকান রহিয়াছে এরূপ বোধ——** এলোজ।

১০। রেক্‌টাম্‌ অর্থাৎ সরলান্ত্র বোধ হয় যেন তরল পদার্থে পূর্ণ রহিয়াছে——** এলো।

১১। হঠাৎ পেটে তীরবিদ্ধের ন্যায় বেদনা——এপিস্‌।

১২। টিনেস্‌মাস্‌ অর্থাৎ কোঁথপাড়া থাকিলে——*মার্ক-কর, মার্ক-ভ, বোলিটাস্‌।

১৩। বাহ্যির বেগ——(১) * এলো, ** সিষ্টাস্‌, *কলোসি, *গামি-গা, * কেলি-বাই, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্‌স-ভ, * ট্রিয়াম্‌, * সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, ক্যান্থা, কল্‌চি, ল্যাকে, ফস্‌, হ্রাস্‌, স্যাবাডি।

১৪। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ——* নক্‌স-ভ।

১৫। হঠাৎ বাহ্যির বেগ——(১) ** সাল্‌ফা, (২) *সিষ্টাস্‌, *লিলি-য়াম্‌-টি; (৩) সিকুটা, পিট্রো, ফস্‌, পডো।

১৬। বাহ্যির বেগ হইলে আত্ম সম্বরণ করিতে পারে না——* এলো. সাল্‌ফা, সিকুটা, * সিষ্টা।

১৭। প্রস্রাব করিতে বাহ্যির বেগ——ষ্ট্রিয়াম্‌।

১৮। বাহ্যির পূর্ব্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া——(১) *এলো, আর্জেণ্টা-নাইট্রা; (২) এসাফি, জেল্‌স।

১৯। শীত বোধ——* মার্ক-ভ, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, ডিজি, মেজি, ফস্‌।

২০। উষ্ণতামিশ্রিত শীতবোধ——* মার্ক-ভ।

২১। ঘর্ম্ম——(১) * থুম্বি; (২) একোন, বেল্‌, ডাল্‌কা, মার্ক-ভ।

২২। প্রস্রাবের উদ্বেগ——ষ্ট্রিয়াম্‌।

২৩। বমন——আর্স, ইপিকা।

(খ) মলত্যাগকালীন আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

২৪। পৃষ্ঠে বেদনা——** ইস্কিউ, এমোনি-মি, * নক্স-ভ, পাল্‌স।

২৫। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ——(১) ** মার্ক-কর; (২) * ক্যান্থা, * লিলিয়াম্‌-টি, ষ্ট্যাফি।

২৬। অন্ত্রসমূহে থেঁত্‌লে যাওয়ার ন্যায় বেদনা——* এপিস্‌।

২৭। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা——ফ্লুওর্‌-এসি, কেলি-বাই।

২৮। সরলান্ত্রে জ্বালা——(১) * আর্স; (২) এলো, এলাম্‌, এমোনি-মি, বোরক্স, ক্যাপ্‌সি, ডায়স্কো, কোনা, গ্র্যাফা, সাল্‌ফ-এসি।

২৯। রেক্‌টাম্‌ অর্থাৎ সবলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে (হালিস্‌ বাহির হওয়া)——(১) * ইগ্নে, (২) এণ্টি-ক্রুড্‌, ক্যান্থা, ক্রোটন্‌-টি, ডাল্‌কা, ফেরা, ফ্লুওর্‌-এসি, মেজি। (৯১ ও ৮৮ দেখ।)

৩০। সেক্রামে জ্বালা——ক্যাপ্‌সি।

৩১। ,, বেদনা——(১) * ইস্কিউ; (২) পডো।

৩২। কোঁথপাড়া থাকিলে——(১) ** মার্ক-কর, ** মার্ক-ভ; (২) * এলো, * আর্স, * বেল্, * কল্চি, * কেলি-বাই, * ম্যাগে-কা, * নক্স-ভ, * হ্রাস্, * ট্যাবেকা, * থুম্বি; (৩) একোন, ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যাপ্টি, এস্কেল্পি, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাফা, হেলে, হাইড্রোফো, কেলি-নাই, ল্যাকে, লরোসি, লিলি-টি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্লাম্বা, সাল্ফা, টার্টার-এমি, জিঙ্ক্।

৩৩। মূত্রস্থলীতে অতি মূত্রবেগ থাকিলে——লিলিয়াম্-টি, * ষ্ট্যাফি।

৩৪। বেদনা উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে——** হ্রাস্।

৩৫। ইউরিথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে——কলোসি।

৩৬। বাহ্যির বেগ——(১) * ক্যাম্ফা, * গামি-গা, * কেলি-বাই, * মার্ক-কব, * মার্ক-ভ, (২) এলো, এপিস্, আর্জেণ্টা-নাই, আর্ণি, বেঞ্জো-এসি, সাইক্ল্যা, ম্যাগে-কা, নক্স-ম, অক্জ্যালি-এসি, হ্রাস্, থুম্বি।

৩৭। প্রস্রাবের বেগ——* এলুমি, এলো, সিকুটা।

৩৮। অসাড়ে মূত্রত্যাগ——* এলুমি, কেলি-ব্রোমি।

৩৯। বমন——(১) ** ইপিকা; (২) * ভিরাট্; (৩) আর্স, ব্রাই, ডাল্কা, মার্ক-ভা।

৪০। শীতে কম্প——পাল্স, ভিরাট্।

৪১। শীতবোধ——(১) আর্স, * মার্ক-ভ; (২) কল্চি, কোপেবা, ইপিকা, লাইকো, ফ্রিয়াম্, সিকে, সাল্ফা, থুম্বি।

৪২। শীত উত্তাপসহ——মার্ক-ভ।

৪৩। নিদ্রাবেশ——ব্রাই।

৪৪। উদ্গার——ক্যামো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্যানা।

৪৫। অবসন্নতা——সিকে, * ভিরাট্।

৪৬। বাতকর্ম্ম——** আর্জেণ্টা নাইট্রা, * এগার, * এলো, * গামি-গা, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, একোন, এসাফি, লবোসি, পডো, সার্সাপ্যারি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক।

৪৭। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম——(১) * ক্যাল্কে-ফস্, * ফস্-এসি, (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যান্থেরি, ডায়েস্কো, আইরিস্-ভা।

৪৮। অত্যন্ত শব্দশালী বাতকর্ম্ম——* আর্জেণ্টা-নাই, থুজা।

৪৯। সমস্ত উষ্ণ——অক্‌জ্যালি-এসিড্‌।

৫০। মস্তকের সম্মুখভাগে শীতল ঘর্ম্ম——* ভিরাট্‌।

৫১। ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম——* মার্ক-ভা।

৫২। নাক্কার বা বমনেচ্ছা——(১) * ইপিকা, * ভিরাট্‌; (২) এগাব্‌, আর্জেণ্টা-নাই, আর্স, বেল্‌, ক্যামো, চেলিডো, কলোসি, ক্রোটন্‌-টি, গ্র্যাটি হেলে, মার্ক-ভা, নাইট্রি-এসি, ওপাণ্ট, সাইলি, সাল্‌ফা, টার্টাব্‌-এমি।

৫৩। ঘর্ম্ম—(১) একোন, বেল্‌, ক্যামো, ক্রোটন্‌-টি, ডাল্‌কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্র্যামো, থুস্থি।

৫৪। ঘর্ম্ম শীতল——* ভিরাট্‌, মার্ক-ভা, সাল্‌ফা।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম——* গাম্বি-গা।

৫৬। উষ্ণ ঘর্ম্ম——সাল্‌ফা।

৫৭। চীৎকাব করা——* মার্ক-ভা, কল্‌চি, হ্রিয়াম্‌।

৫৮। কামেচ্ছা উদ্দীপ্ত——ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা——হিপোমেনি।

৬০। স্বাদ ন্যক্কারজনক——ক্রোটন্‌-টি।

৬১। দুর্ব্বলতা——ইম্বিউ, প্ল্যাণ্টে।

(গ) মলত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দপূর্ণ——বোবাক্‌স, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৬৩। শীত বোধ——* ক্যাল্কা, গ্র্যাটি, মেজি।

৬৪। নিদ্রালুতা——ইথু, ব্রাই, কল্‌চি, * নক্‌স-ম; (১) কল্‌চি, সিকে, সিপি, টেবিবি, ভিরাট্‌; (২) ইথু, এলো, আর্স, চায়না, বিস্‌মাথ, কলোসি, ক্রোটন্‌-টি, গ্র্যাফা, লিলিয়াম্‌-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মূর্চ্ছা——(১) * এলো, * কোনা, *সার্সা; (২) ফস্, ভিরাট্; (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্টা, মার্ক-ভা, টেরিবিন্থ।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা——* কল্চি, ইথু, এলো, আর্স, বিস্মাথ্, চায়না, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো, সিকে, * সিপি, * টেরিবি, * ভিরাট্।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব——* এলো, * ব্রোমিন্।

৬৮। ঐ কাল রক্তস্রাব——ল্যাকে, * মিউর্-এসি।

৬৯। অত্যন্ত ক্ষুধা——* পিট্রো, লেপ্টা।

৭০। খিট্খিটে স্বভাব——নাইট্রি-এসি।

৭১। জানুতে দুর্ব্বলতা বোধ——থুজি।

৭২। ঢেকার——(১) * কষ্টি ; (২) একোন, ক্রোটন্-টি, কেলি-বাই, অক্জ্যালি-এসি, জিঙ্কি।

৭৩। ঢেকার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উকি——কেলি-বাই।

৭৪। হৃৎকম্পন——আর্স, কোনা।

৭৫। ঘর্ম্ম——একোন্, আর্স।

৭৬। ,, কপালে——ক্রোটন্-টি।

৭৭। ,, শীতল——এলো।

৭৮। ,, ,, মুখমণ্ডলে——সাল্ফা।

৭৯। ,, ,, পদে——সাল্ফা।

৮০। ,, ,, কপালে——** ভিরাট্, মার্ক-ভা।

৮১। ,, উষ্ণ——* মার্ক-ভা।

৮২। পেটের বেদনা, কোঁথ্পাড়া এবং বাহ্যির বেগ উপশম বোধ হয়——(১) * কলোসি, নক্স-ভ, ** গামি-গা * ষ্ট্রাস্ ; (২) একোন, ইস্কিউ, এলো, এলুমি, আর্স, এসাফি, ক্যাল্কে-ফস্, ক্যাম্ফা, ক্যামো, কল্চি, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, টার্টার্-এমি। এই অধিকারে গামি-গাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮৩। শীতার্ত্তের ন্যায় শরীর কম্পন——* ক্যাম্ফা।

৮৪। ,, ,, জলপানের পর——ক্যাপ্সি।

৮৫। কোঁথ্পাড়া ক্ষান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা——** সাল্ফা, কল্চি।

৮৬। মলত্যাগের পরই বোধ হয় যে আরও অধিক মল নির্গত হইবে——নক্স-ভ।

৮৭। যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ——বোলিটাস্।

৮৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা——* সেপ্টা, এলো।

৮৯। ঐ চাপ দিলে বেদনা——ক্রোটন্-টি।

৯০। সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ—— * আর্স, * টেরিবিস্থ, এমোনি-মি, স্যাবাডি।

৯১। ঐ গরম বোধ——এপিস্।

৯২। ঐ অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা——* নাইট্রি-এসি।

৯৩। সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়া——(১) * মার্ক-ভা ; (২) এণ্টি-ক্রুড্, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ইগ্নে, আইরিস্-ভা। (২৯ দেখ।)

৯৪। পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ——বোলিটাস্।

৯৫। পাকস্থলীতে চাপবোধ——ক্রোটন্-টি।

৯৬। কোঁথ্‌পাড়া——(১) ** মার্ক-কর্, ** মার্ক-ভ ; (২) * বেল্, * ক্যাপ্‌সি, * ক্যাম্ফা, * কল্‌চি, * ইগ্নে, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, *ত্রিয়াম্, * সাল্‌ফা * থুজি ; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্‌টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, টার্টার্-এমি।

৯৭। তৃষ্ণা——* ক্যাপ্‌সি, ডাল্‌কা।

৯৮। বাহ্যির অতৃপ্তিকর বেগ——(১) * ইথু, * মার্ক-কর্, মার্ক-ভা, নক্স-ভ ; (২) ব্যারি-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিট্রো, ত্রিয়াম্।

৯৯। মুখ দিয়া জল উঠা——* কষ্টি।

১০০। দুর্ব্বলতা ও নিতান্ত অবসন্ন অবস্থা——(১) * ভিরাট্, *থুজি ; (২) আর্স, বোভি, ক্যাল্-কার্ব, * কোনা, কার্ব-ভ, ইপিকা, মেজ্রি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, থুজা।

যে যে অবস্থায় পেটের অসুখ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের
বৃদ্ধি ও উপশম হয়।

(ক) বৃদ্ধি।

১। অম্ল বস্তু আহারে——(১) * এণ্টি-ক্রুড্, * ফস্-এসি, * সাল্ফ, (২) এলো, এপিস্, আর্স, ব্রোমি, কল্চি, ল্যাকে।

২। তরুণ রোগাক্রমণের পর——* কার্ব-ভ, * চায়না, * সোরি।

৩। বেলা দ্বিপ্রহরের পর——(১) * চায়না ; (২) এলো, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল্-কার্ব, ডাল্কা, লয়োসি, লেপ্টা, টেরিবিন্থ, জিঙ্ক।

৪। ,, ৪টা হইতে ৬টা——কার্ব-ভ।

৫। ,, ,, ,, ,, ৮টা——(১) হেলে, * লাইকো।

৬। ,, ৫টা ,, ৬টা——ডিজি।

৭। বৃদ্ধ বয়সে——(১) ওপি ; (২) এণ্টি-ক্রুড্।

৮। বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে——(১) ** ক্যাপ্সি ; * একোন্ ; (৩) নক্স-ভ।

৯। একদিন পর একদিন বৃদ্ধি——এলুমি, চায়না, ফ্লুওর-এসি, নাইট্রি-এসি।

১০। ক্রোধের পর——একোন, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, কলোসি।

১১। শরৎকালে——(১) * কল্চি, (২) ব্যাপ্টি, ইপিকা।

১২। স্নানের পর——ক্যাল্-কার্ব, সার্সা।

১৩। শীতল জলে স্নানের পর——এণ্টি-ক্রুড্।

১৪। প্রাতঃকালে আহারের পর——* থুজা, আর্জেণ্টা-নাই, বোরাক্স।

১৫। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর——আর্স।

১৬। বাঁধা কপি আহারের পর——ব্রাই, পিট্রো।

১৭। সর্দ্দি লাগার পর——* সেঙ্গু।

১৮। মনস্তাপের পর——(১) এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি।

১৯। সুতিকা গৃহে——(১) ফস্, * সোরি, * সিকে, * ষ্ট্র্যামো, (২) ক্যামো, ত্রিয়াম্, থুম্বি।

২০। শৈশবাবস্থায়——* ক্যাল্‌কে-ফস্‌, * ক্যামো, ইপিকা, নক্‌স-ম, ড্রিয়াম্‌, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি।

২১। স্থূলকায় শিশু——** ক্যাল্‌-কার্ব।

২২। শিশুদের ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া না লাগিলে——(১) * ক্যাল্‌-কার্ব, * ক্যাল্‌কে-ফস্‌, * সাইলি, * সাল্‌ফা ; (২) * এপিস্‌, * মার্ক-ভ ; (৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউঠার সময়——কুপ্রা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউঠার আক্রমণের পর——সিকে।

২৫। কাফি আহারের পর——ক্যাম্বা, *সাইক্ল্যা, * সিষ্টা, ফ্লুওর-এসি ইগ্নে, অক্‌জ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে——* আর্স, * পাল্‌স, এণ্টি-ক্রুড্‌, ব্রাই, নক্‌স-ম, হ্রাস্‌, সাল্‌ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডালাগা হেতু——* একোন্‌, এলো, আর্স, ব্যারাইটা-কা, * বেল্‌ * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কষ্টি, * ক্যামো, চায়না, কফি, * ডাল্‌কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা, ন্যাট্রা-কার্ব, নক্‌স-ম, নক্‌স-ভ ; সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌।

২৮। খাদ্য দ্রব্য আহারের পর——এণ্টি-ক্রুড্‌, নরোসি, লাইকো, পাল্‌স।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর——এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য——ন্যাট্রাম-সাল্‌ফ, টেরিবিন্থ।

৩১। দিবাভাগে বৃদ্ধি——(১) *পিট্রো ; (২) এমোনি-মি, ব্যাপ্‌টি, ক্যাম্বা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি-নাই, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সিলা।

৩২। শিশুদের দন্তোদ্গম সময়ে——(১) * ক্যাল্‌-কার্ব, * ক্যাল্‌-ফস্‌, ড্রিয়াম্‌, পডো, * ক্যামো, * কলোসি, সাল্‌ফ-এসি, * ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কার্ব, * মার্ক-ভ, জিঙ্ক্‌, নক্‌স-ম, * সোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-কা, * সাল্‌ফা, ইথু, এপিস্‌, আর্জেণ্টা না, আর্স, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলে, জেল্‌স, ইগ্নে, ইপিকা।

৩৩। মধ্যাহ্ন আহারের পর——এলুমি, এমোনি-মি, নক্স-ভ, নাইট্রি-এসি।

৩৪। পানীয় সেবনের পর——(১) ** আর্জেন্টা-নাই ; (২) *আর্স, *ক্রোটন্-টি, * থুজি ; (৩) ক্যাপ্সি, কলোসি, সিকে।

৩৫। ভোজনের পর——(১) ** ক্রোটন্-টি ; (২) *আর্স, *লাইকো, * থুজি ; (৩) এলো, এপিস্, কলোসি, নক্স-ম, ফস্-এসি, পডো, ষ্ট্রিয়াম্।

৩৬। ইরাপ্শান অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া যাওয়ার পর——(১) ** সাল্ফা ; (২) * লাইকো ; হিপা, মেজি।

৩৭। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি——(১) * বোভি ; (২) এলো, ক্যাম্বা, কষ্টি, কল্চি, ল্যাকে, জেল্স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিন্থ।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর——* ব্রাই, পাল্স, চায়না।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি——আর্স, চায়না, সিনা, টার্টার্-এমি।

৪০। টাইফয়েড্ জ্বরের সময় বৃদ্ধি——(১) * আর্স, * ব্যাপ্টি, * হাইয়স্, * ল্যাকে, * মিউর্-এসি, * নিউফার্, * ওপি, * হ্রাস্, * ষ্ট্র্যামো ; (২) এলুমি, বেল্, নাইট্রি এসি, নক্স-ম, টেরিবিন্থ, ভিরাট্।

৪১। হেক্টিক্ বা পূয়োজ্বরে—এসারাম্।

৪২। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর——(১) ** জেল্স ; (২) * ওপি ; (৩) ইগ্নে।

৪৩। ফলাদি আহারের পর——(১) * চায়না, * সিষ্টা, * কলোসি, পাল্স ; (২) আর্স, ক্যাল্-ফস, একোন্, ক্রোটন্-টি, ল্যাকে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুজি, মিউর্-এসি, হ্রুডো।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর——পডো।

৪৫। আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের পর——নক্স-ভ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর——আর্স, কার্ব-ভ।

৪৭। শোকার্ত্ত হওয়ার পর——* কলোসি, * জেল্স, * ইগ্নে, * ফস্-এসি।

৪৮। সূর্য্য বা অগ্ন্যুত্তাপে——কার্ব-ভ।

৪৯। বরফের কুল্পি খাওয়ার পর——(১) * আর্স, * কার্ব-ভ, * পাল্স; ডাল্কা।

৫০। হঠাৎ আনন্দের পর—*কফি, ওপি।

৫১। মাংস আহারের পর——* পাল্স, * কষ্টি, ফেরা, সিপি লেপ্টা, ক্যাল্-কা।

৫২। রজঃস্বলা হওয়ার পব——গ্র্যাফা।

৫৩। ঐ পূর্ব্বে—* বোভি, সাইলি, ভিরাট্।

৫৪। ঐ উপস্থিত সময়ে——(১) * বোভি; (২) এমোনি-মি, ভিরাট্।

৫৫। পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পর——(১) * হিপা; (২) ন্যাইট্রি-এসি, স্যার্স, ষ্ট্যাফি।

৫৬। দুগ্ধপানের পর——(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ন্যাট্রা-কার্ব, * * নিকো, * সাল্ফা; (২) ইথু, আর্স, ব্রাই, কোনা, কেলি, লাইকো, নক্স-ম, * সিপি।

৫৭। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি—(১) * বোভি, * ব্রাই, * কেলি-বাই, * লাইকো, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্, * পডো, * রুমেক্স, * সাল্ফা; (২) এলুমি, ইথু, এগার্, কেলি-কা, সোরি, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টা-না, এপিস্, আইয়ড্ ক্যাক্টা, আইরিস্-ভা, লিলিয়াম-টি, মিউর্-এসি, কোপেবা, সিষ্টাস্, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, কেলি-না, ডায়স্কো, নক্স-ভ, থুম্বি, থুজা, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস্-এসি, জিঙ্ক্।

৫৮। গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি——*এলো, বোরা, চায়না, সিকু, নিউফার্, সোরি, * রুমেক্স, ** সাল্ফা।

৫৯। গাত্রোত্থানের পর বৃদ্ধি—ইথু, এগার, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সোরি।

৬০। গাত্রোত্থানের পর কিছুকাল চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি——** ব্রাই, লেপ্টা, ** ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৬১। চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি——এলো, এপিস্, * বোরা, আর্নি, বেল্, ** ব্রাই, * কল্চি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, ইপিকা, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, অক্‌জ্যালি-এসি, হিুয়াম্, ট্যাবেকা, ভিরাট্।

৬২। অশুভ সংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধি——জেলস্।

৬৩। রাত্রিতে বৃদ্ধি—(১) * আর্স, চায়না, *নক্‌স-ম, পডো, *সোরি, *পাল্স, * সাল্ফা ; (২) একোন্, ইপিকা, এলো, এণ্টি ক্রুড্, আর্জেণ্টা-না, বোভি, ব্রাই, ক্যাম্ফা, চেলিডো, কল্চি, হাইয়স্, ইগ্নে, ক্যাপ্সি, গ্র্যাফা, আইরিস-ভা, জ্যালাপা, কেলি-কা, ডাল্কা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-ভা, ট্যাবেকা, হ্রাস্, ভিরাট্।

৬৪। দুই প্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি——আর্জেণ্টা-না, আর্স, সিকুটা, আইরিস্-ভা, কেলি-কা, লাইকো, * সাল্ফা।

৬৫। রাত্রিজাগরণ হেতু বৃদ্ধি——নক্‌স-ভ।

৬৬। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বৃদ্ধি (ঠিক নির্দ্দিষ্ট একই ঘণ্টায়)—স্যাবাডি,থুজা।

৬৭। প্রত্যেক বার নির্দ্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা করিয়া গৌণে বৃদ্ধি——ফ্লুওর-এসি।

৬৮। বৎসরের ঠিক একই সময়ে——কেলি-বাই।

৬৯। প্রতি চতুর্থ দিবসে——স্যাবাডি।

৭০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে——একোন।

৭১। নিউমোনিয়া পীড়ার সময়——টার্টাব্-এ।

৭২। গোল আলু আহারের পর——এলুমি, সিপি।

৭৩। গর্ভাবস্থায়——এণ্টি-ক্রুড্, লাইকো, পিট্রো, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

৭৪। কুইনাইনের অপব্যবহারের পর বৃদ্ধি——ফেরা, হিপা।

৭৫। বাতের পীড়ার সময়——হ্রিয়াম্।

৭৬। স্ক্রফিউলা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির——(১) * ক্যাল্-কার্ব, *ক্যাল্-ফস্; (২) এসাফি, ব্যারি-কার্ব, কষ্টি, হিপা, মার্ক-ভ, সেম্ব, সাইলি, সাল্ফা।

৭৭। নিদ্রার পর——(১) ** ল্যাকে ; (২) বেল্, ব্রাই, পিক্রি-এসি, জিঙ্ক।

৭৮। নিদ্রার সময়——* সাল্ফার্।

৭৯। ডিম্ব, মৎস্য এবং মাংস ইত্যাদির গন্ধে——** কল্‌চি।

৮০। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু——(১) ** নক্স-ভ; (২) আর্স, টার্টার্-এমি, * জিঙ্ক্।

৮১। বসন্ত কালে——* ল্যাকে, সার্সা।

৮২। গ্রীষ্মকালে——(১) * ব্রাই, * পডো; (২) একোন, এলো, এণ্টি-ক্রুড্, আইরিস্-ভা, ম্যাগ্নে-কা, ভিরাট্; (৩) ইথু, কেলি-বাই।

৮৩। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে——* ক্যাম্ফ, এগার্।

৮৪। মিষ্ট দ্রব্য খাইলে——(১) * আর্জেণ্ট-নাই; (২) * মার্ক ভা; (৩) ক্যাল্ কার্ব, ক্রোটন্-টি, থুম্বি।

৮৫। তাম্রকূট বা তামাক পানে——ক্যামো, ইগ্নে, পাল্স।

৮৬। গোল আলু খাইলে——* এলাম্।

৮৭। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজেটিকা দেওয়ার পর——সাইলি, *থুজা।

৮৮। গরম খাদ্য আহারের পর——* ফস্।

৮৯। গরম গৃহে বাস হেতু——(১) ** পাল্স; (২) * আইয়ড্; (৩) এপিস্।

৯০। স্তন্যপান পরিত্যাগের পর——আর্জেণ্টা-নাই।

(খ) উপশম।

১। খোলা বাতাসে উপশম বোধ——* পাল্স, আইয়ড্, ডায়স্কো।

২। শরীর গুটাইয়া থাকিলে——(১) * কলোসি; (২) এলো, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, চায়না, আইরিস্-ভা, পিট্রো, পডো, হিয়াম, হ্রাস্, সাল্ফা।

৩। কাফি খাইলে——* কলোসি, ফস্।

৪। ঠাণ্ডা প্রয়োগে——* পাল্স, সাইক্ল্যা, লাইকো।

৫। শীতল স্থানে থাকিলে——** পাল্স।

৬। শীতল পানীয় সেবনে——** ফস্।

৭। উষ্ণ ঐ সেবনে——চেলিডো।

৮। খাওয়ার পর——(১) * ব্রোমি, * চেলিডো, * হিপা, * লিথি-কার্ব, * লাইকো * পিট্রো, *থুজা; (২) আর্জেন্টা-নাই, গ্র্যাফি, জ্যাবোরেণ্ডা, আইয়ড, প্ল্যাণ্টেগো, সেঙ্গু।

৯। উদ্গারের পর——(১) * আর্জেণ্টা-নাই; (২) গ্র্যাফি, হিপা, লাইকো।

১০। বাতকর্ম্ম হইলে——(১) এলো, আর্ণি, ক্যাল্কে-ফস্, গ্র্যাফি, হিপা, কেলি-নাই।

১১। ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে উপশম——** ফস্।

১২। শয়ন করিয়া থাকিলে——(১) মার্ক-ভ, স্যাবাডি।

১৩। পেটের উপর চাপদিয়া শুইয়া থাকিলে——*কলোসি, (২) হ্যাস্।

১৪। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে——ফস্।

১৫। গরম দুগ্ধ পানে——(১) ক্রোটন্-টি।

১৬। চাপ দিলে——এসাফি, ক্যাষ্টো, * কলোসি, গামি-গা।

১৭। বিশ্রামের সময়ে——* ব্রাই, ইপিকা।

১৮। নিদ্রার পর——এলুমি, ক্রোটন্-টি, * ফস্।

১৯। বমনের পর——এসারাম্।

২০। উষ্ণ প্রয়োগের পর——(১) *নক্স-ম, (২) এলুমি, ক্যাষ্টো, পডো, হ্যাস্।

২১। শীতল জল পানে——(১) ** ফস্, (২) কুপ্রা।

২২। মদ্যপানে——চেলিডো, ডায়েস্কো।

২৩। গরম বস্ত্রাবৃত থাকিলে——* সাইলি।

সাধারণ (General) আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

অর্থাৎ মলজনিত ও অন্যান্য পীড়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক কয়েকটী উপসর্গ ও লক্ষণ।

১। গাত্রে কাপড় রাখিতে চায়না——** ক্যাম্ফ, ** সিকে।

২। সমস্ত শরীর দলিত হওয়ার ন্যায় বেদনা——(১) এমোনি-মি, * আর্ণি, * ব্যাপ্‌টি, গামি-গা, হিপা, মার্ক, ষ্ট্যাফি।

৩। কোল্যাপ্‌স্ বা অবসন্নাবস্থা——(১) * আর্স, *ক্যাম্ফ, *ভিরেট্রা, * ক্যাম্বা, * কার্ব-ভ, * সিকে, * লরোসি, * ট্যাবেকা।

৪। টাঁস ধরা——** কুপ্রা; (২) * জ্যাট্রো, * পডো, * সিকে, * সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা; (৩) ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউফর্‌, আইরিস-ভা, ফস্-এসি।

৫। অত্যন্ত বেদনাদায়ক দন্তোদ্গম——* ক্রিয়েজো।

৬। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা——(এমনি কি রোগী একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে)—* আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ্, বোলি, * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, কর্ণাস্-সার্সি, কুপ্রা, সাইক্ল্যা, ডাল্‌কা, ইলাটে, আইরিস্-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর্-এসি, নিউফার্, পিক্রি-এসি, * সিকে, * সিপি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টার্টা-এমি, টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট্।

৭। মূর্চ্ছা ও দুর্ব্বলতা——* আর্স, ক্যাম্ফ, ককিউ, লবো, ইউ-ফর্বি, * নক্স-ম, মার্ক-কর, লেপ্টা, ওপি, * ট্যাবেকা, * ভিরাট্, জিঙ্ক।

৮। দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যায়——** একোন, ** ব্রাই, ওপি, থুম্বি।

৯। বহু বিরেচন সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না——** ফস্-এসি।

১০। শরীর অবসন্ন অথচ উষ্ণ——** বিস্‌মাথ্।

১১। গ্ল্যাণ্ডস্ অর্থাৎ গ্রন্থি সমস্তের বিবৃদ্ধি——(১) * ক্যাল্-কার্ব, ব্যারাইটা-কার্ব, * ক্যাল্-ফস্, * সিষ্টা, * মার্ক-ভা, * ষ্ট্যাফি, * সাল্‌ফা; (২) এসাফি, গ্র্যাফা, হিপা, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি।

১২। হাইড্রোকেফালইড্ অর্থাৎ মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা হইলে——(১) * ক্যাল্‌কে-ফস্, * চায়না * সাল্‌ফা, * জিঙ্ক; (২) ইথুজা, এপিস্, ক্যাল্-কার্ব, ইপিকা, কেলি-ব্রোমি, ফস্।

১৩। জণ্ডিস্ বা কামল——(১) * চেলিডো, * ডিজি; (২) বোলিটা, কোনা, মার্ক-ভা, নক্স-ভ, পডো।

১৪। অস্থির অবস্থা——* একোন, * আর্স, * ক্যাম্বা, * কার্ব-ভ,

* কুপ্রা, * আইয়ড্, * কেলি-ব্রোমি, * থ্রাস্; (২) ব্ল্যাপ্টি, আর্জেন্টা-না, বেল্, হ্রিয়াম্, ডাল্কা, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো।

১৫। মলত্যাগের পর গাত্রে যেন বিষ্ঠা লাগিয়া আছে এরূপ গন্ধ——সাল্ফা।

১৬। গাত্র ধৌত করিলেও দুর্গন্ধ——** সাল্ফা, ** সোরি।

১৭। শরীরে টক্ গন্ধ——* হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * হ্রিয়াম্, *সাল্ফ-এসি।

১৮। ধনুষ্টংকারের লক্ষণ——ক্যাম্ফার্।

১৯। ক্ষীণ গ্রীবাদেশ——** ন্যাট্রা-মি, সার্সা।

২০। ক্ষীণ শরীর——এপিস্, * আর্জেণ্টা না, * আর্স, বোরা, * ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, চায়না, * ফেরা, গামি-গা, ** আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স, পিট্রো, ফস্, ** সার্সাপে, সিপি, *সাইলি, সালফা, *থুজা।

২১। গ্ল্যাণ্ডস্ (Glands) অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহ স্ফীত——* এসাফি, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, সিষ্টা, গ্র্যাফা, হিপা, মার্ক-ভ, মিউর-এসি।

২২। সমস্ত শরীরে শোথ——*এপিস্, আর্স্, চায়না।

২৩। জলোদরী (য়্যাসাইটীস্)——* এপিস্, * আর্স, কল্চি।

২৪। শরীরের একদিক অনিচ্ছা সত্বেও আপনি নৃত্য করিতে থাকে——*হেলে।

২৫। শরীরের স্থানে স্থানে আপনি রক্ত জমা হইলে——* আর্নি, সার্সা, *সাল্ফ-এসি।

২৬। আক্ষেপ (কন্ভলশন্)——* ইথু, * বেল্, ক্যাম্থা, কার্ব-ভ, *ক্যামো, সিকুটা, * সিনা, কুপ্রা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লরোসি, ওপি, ট্যাবেকা, *জিঙ্ক।

২৭। ,, দন্তোদ্গম সময়ে——ক্যাল্-কার্ব, ইগ্নে, জিঙ্ক্।

২৮। ,, একটী মাত্র অঙ্গের——ইগ্নে।

২৯। শরীর কম্পন (বাতব্যাধি রোগগ্রস্থের ন্যায়)——কেলি-ব্রোমি।

৩০। সমস্ত শরীর রোগীর নিকট বোধ হয় যেন কাঁপিতেছে অথচ কোন প্রকার কম্পন দেখা যায় না——* সাল্ফ-এসি।

৩১। বিছানা হইতে গড়িয়া পড়া অভ্যাস——** মিউর্-এসি।

৩২। অলস অথর্ব্বের ন্যায়—*বেল্, * নক্স-ম, * ওপি।

৩৩। অন্ত্র সমূহের গতি (পেরিষ্টল্টিক গতি) অধোদিকে না হইয়া ঊর্দ্ধদিকে হইতে থাকে——** এসাফি।

৩৪। তোত্লা——মার্ক-ভ।

৩৫। হাইতোলা——ক্যাষ্টো, ইলাট্, প্ল্যান্টা, পডো, * টার্টার-এমি, * ষ্ট্যাফি।

৩৬। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা——* এপিস্, * হেলে।

৩৭। ধীরে বা গোঁণে কথা কহিতে শিখে——ন্যাট্রা-মি।

৩৮। মা সপেশীগুলি নিতান্ত কোমল—পডো।

মলকৃচ্ছ্ বা কোষ্ঠবদ্ধ।

ইহা একটী লক্ষণ বা উপসর্গমাত্র। হোমিওপ্যাথিমতে ইহার আরোগ্যার্থে এপ্রকার ঔষধই কার্য্যকারী যাহার সহিত শারীরিক কিম্বা উপস্থিত পীড়ার ও অন্যান্য উপসর্গের লক্ষণ সমূহ মোটামুটী ভাবে ঐক্য থাকে।

১। এই অধিকারে—(১) ইস্কিউলাস্, * ব্রাইও, * ক্যাল্কে, চেলোন্, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্, আইরিস্, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, * নক্স-ভ, ওপি, *প্লাম্বা, * পডো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, * ভিরেট্রা ; (২) য়্যালেট্রি, * এলাম্, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যানা, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চিমাফি, সিমিসিফি, কোনা, ইউনিমিন্, জেল্স, * গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্যানা, সাল্ফ এসি, ও জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। অতি সত্বর বাহ্যি করাইবার দরকার হইলে——(১) ইস্কিউ, ব্রাই, নক্স-ভ, পডো, ওপি, (২) ক্যানা, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্, ল্যাকে, মার্ক, প্ল্যাটী, পাল্স, সাল্ফা।

৩। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ হইলে——(১) ব্রাই, * ক্যাল্‌কে-কা, কষ্টি, কলিঞ্জো, কোনা, * গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, * সিপিয়া, * সাল্‌ফা।

৩ক। ,, অতিরিক্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর অথবা উদরাময়ের পর——নক্‌স-ভ, ওপি, এণ্টি, ল্যাকে, রুটা।

৪। ,, যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় থাকে তাহাদের——(১) এলোজ, ব্রাই, নক্‌স-ভ, সাল্‌ফা, (২) লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী।

৫। ,, মাতালের——ক্যাল্‌কে, ল্যাকে, * নক্‌স-ভ, ওপি, সাল্‌ফা।

৬। ,, বৃদ্ধদের, অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ——(১) এলোজ, এণ্টি, ওপি, ফস্‌; (২) ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ল্যাকে, হ্রাস্‌, রুটা।

৭। ,, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের——নক্‌স-ভ, ওপি, সিপি, এলাম্‌, ফস্‌, ব্রাই, লাইকো।

৮। ,, নব প্রসূতির——এণ্টি, ব্রাই, নক্‌স-ভ, প্ল্যাটী।

৯। ,, স্তন্যপায়ী বালকের——(১) ব্রাই, নক্‌স-ভ, ওপি; (২) এলাম্‌, লাইকো, সাল্‌ফা, ভিরাট্‌।

১০। ,, গাড়িতে ভ্রমণ করা হেতু——প্ল্যাটী, এলাম্‌, ওপি।

১১। ,, সীসক সেবন দ্বারা বিষাক্ত হওয়া হেতু——এলাম্‌, ওপি, প্ল্যাটী।

১২। বাহ্যির অত্যন্ত বেগ অথচ বাহ্যি হয় না——ক্যাপ্‌সি, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, সিপি, সাল্‌ফা, (২) আর্ণি, বেল্‌, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা মিউ, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্‌ জিঙ্ক্‌; (৩) কলিন্‌জো, জেল্‌স, হাইড্রাষ্ট্‌, পডো।

১৩। কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যির বেগ মাত্র নাই এবং অন্ত্র সমস্ত অসাড়——এলাম্‌, চায়না, হিপা, কেলি, ন্যাট্রা-মি, নক্‌স ভ, ষ্ট্র্যাফি, প্লম্বা, ভিরাট; (২) এনাকা, আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্‌স-ম, ওপি, পিট্রো, হ্রুড, রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (৩) ইস্কিউ, হাইড্রাষ্ট, ফাইটো, পডো।

১৪। মল অত্যন্ত কঠিন——এমনি, * এণ্টি, ব্রাই, * ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কোনা, গুযাই, * ল্যাকে, ওপি, ম্যাগ্নে-মিউ, * প্লাম্বা, * সিপি, সাইলি, * সাল্ফা, (২) এলাম্, কার্ব-এনি,কষ্টি, কেলি, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক, * নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফিউ-এসি, থুজা; (৩) ইস্কিউ।

১৫। ভেড়ার নাদির ন্যায় গুটি গুটি মল——(১) এলাম্, * ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ওপি, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, (২) এমনি, ব্যারাই, কার্ব-এ, কষ্টি, গ্র্যাফা, কেলি, * ল্যাকে, নক্স-ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভাববিনা।

১৬। মল অত্যন্ত মোটা (বড় ন্যায) * ব্রাই, * ক্যাল্কে, কেলি, নক্স-ভ, গ্র্যাফা, অরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, ষ্ট্যানা, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

১৭। মল অত্যন্ত সরু——কষ্টি, * গ্র্যাফা, হাইয়স্, মার্ক, * মিউর-এসি, ন্যাট্রা, [illegible]ল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৮। মল অত্যন্ত অল্প পরিমাণ——এলাম, আর্নি, * ক্যাল্কে; গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্স ভ, সিপি, সাইলি, * সাল্ফা, (২) আর্নি, ব্যারাইটা, ক্যাম্বো, চায়না, ল্যাকে, রুটা, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব।ঃ——

ইস্কিউলাস্-হিপ্——সর্ব্বদা বাহিব বেগ কিন্তু বাহি হয় না। মল বৃহদায়তন, শুষ্ক, কঠিন, কাল এবং নির্গমনে কষ্টকর, কিন্তু শেষ ভাগের মল স্বাভাবিক মলের ন্যায়। মল পরিত্যাগেব পর গুহ্যপ্রদেশ শক্তভাবে বুঁজিয়া যায় এবং তথায় জ্বালা করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই ভাব হইতে দেখা যায়। মলত্যাগেব্ পর হারিশ্ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা। গুহ্যদ্বার শুষ্ক, গবম, ও আঁটিয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থাযুক্ত এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে ছোট ছোট কাঠি (শলাকা) সমূহ পূর্ণ রহিয়াছে। তল ও উপব পেটে দপ্দপানির ন্যায় বেদনা বোধ। দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম। প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ, ঘোলা এবং নির্গমনে কষ্টকর। কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা।

এলোজ্——বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধে। যে ব্যক্তি হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত এবং বসিয়া থাকিয়া জীবন কর্ত্তন করিতেছে। গুহ্যপ্রদেশ গরম, ক্ষতযুক্তের ন্যায় এবং ভারী বোধ। উদরাময়ের ন্যায় মলের বেগ। গুহ্যদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন সিপি প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে এবং তৎসঙ্গে গরম বাতকর্ম্ম নির্গত হয়। অসাড়ে কঠিন মলত্যাগ।

এলুমিনা বা এলাম্—সরল অন্ত্রের অর্থাৎ রেক্টামের অসাড় অবস্থা; অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মল সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহ্যির বেগ কিম্বা ইচ্ছা হয় না। রেক্টাম্ এত অসাড় যে অত্যন্ত কোমল মল পরিত্যাগেও অতিশয় বেগ দিতে হয়। মল এত কঠিন যে, নির্গমন সময়ে, গুহ্যদ্বার হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার বাহ্যির বেগের সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার মল পরিত্যাগের পরেই গুহ্যদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা থাকে। মুখ শুষ্ক, জিহ্বা লালবর্ণ। অন্ত্রসমস্তের প্রক্ষেপণী গতির (Peristaltic action) অভাব হেতু বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বলদিগের মলত্যাগে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। মল কঠিন, গুটিকাবৎ, অল্প পরিমাণ (গ্র্যাফা দেখ)।

এম্ব্রা-গ্রিসিয়া—পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ কিন্তু বাহ্যি হয় না এবং তাহাতে সে (স্ত্রীলোক) অস্থির হইয়া যায়। এই সময় নিকটে যদি কেহ উপস্থিত থাকে তবে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। পেটের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ।

এমোনি-মিউ—মল কঠিন এবং পরিত্যাগের সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* ম্যাগ্নে-মি) এবং তজ্জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও শেষে কোমল মল নির্গত হয়। মল চকচকে শ্লেষ্মা (মিউকাস্) দ্বারা আবৃত থাকে এবং তৎসঙ্গে পৃথক্ মিউকাস্ পড়িতে থাকে। অগ্রে মল কঠিন ও বৃহৎ নির্গত হইয়া পরক্ষণে কোমল মল পড়ে (তদ্বিপরীত——এনাকা)।

একার্ডিয়াম্—অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহ্যির উদ্বেগ হয় বটে, কিন্তু কিছুই পড়ে না। বাহ্যির বেগ হয়, কিন্তু বসিলে বাহ্যির বেগ চলিয়া যায়, এবং বাহ্যি হয় না।* সরল অন্ত্র অসাড়ের ন্যায় বোধ হয়, এবং তাহার

ভিতর যেন সিপির ন্যায় প্রবেশ করিয়া আছে (নক্স)। মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার হইতে বহুপরিমাণে রক্তস্রাব।

এণ্টিম-ক্রুড্—বৃদ্ধের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, * ফস্)। মল কষ্টকর, কঠিন এবং বৃহদাকার। অজীর্ণ গন্ধবিশিষ্ট বাতকর্ম্ম। গ্রীষ্মের উত্তাপে কোষ্ঠবদ্ধ। নবপ্রসূতির কোষ্ঠবদ্ধ। এ প্রকার বোধ হয় যেন বহুপরিমাণ মল নির্গত হইবে কিন্তু কার্য্যের বেলায় কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়, অবশেষে সামান্য কঠিন মল পড়ে।

এপিস্-মেলিফিকা—পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ। ২ সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কঠিন, কষ্টকর, এবং বৃহদাকার মল। পেটে খোঁচানি এবং বোধ হয় যেন কিছু কসিয়া ধরিয়াছে। * অত্যন্ত বেগ দিলে বোধ হয় যেন কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে। পেটে চাপ দিলে বেদনা (ব্রাই, নক্স)।

আর্ণিকা ——পেটে কোন চোট লাগিয়া * অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইলে।

এসাফিটিডা——অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে অর্শ এবং পেটে আক্ষেপযুক্ত বেদনা। সর্ব্বদা বাহির উদ্বেগ ও তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বার দিয়া কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে মল দেখা যায় না।

অরাম্——কঠিন, গুঁটি গুঁটি এবং বড় বড় মল। ঋতুর সময় কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শ এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্ষরণ।

ব্যাপ্টিসিয়া——যকৃতের কঞ্জেচ্শন্ অবস্থার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ। মধ্যাহ্নের পর অর্শে যন্ত্রণা।

বেলেডোনা——কোষ্ঠবদ্ধ সহ মাথায় রক্তাধিক্য হওয়া স্বভাব।

ব্রাইওনিয়া——গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠবদ্ধ। মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা মাত্র নাই। সামান্য ক্ষুধা। আহারান্তে পাকস্থলীর উদ্বেগ। পেট ফাঁপা। অন্ত্রসমূহে অল্প কিম্বা অধিক বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং দুর্ব্বলতা। কায়িক শ্রমে এই অবস্থার বৃদ্ধি। মল বৃহদায়তন, কঠিন, নির্গমন সময়ে কষ্টকর এবং তৎসহ হারিশ্ বাহির হইয়া পড়ে ও জ্বালা অনুভব হয়। শিরঃপীড়া

হওয়ার স্বভাববিশিষ্ট, খিট্‌খিটে এবং ক্রুদ্ধ। বাতগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী-গতি (Peristaltic action) মৃদুমন্দ এবং তাহা হইতে সিক্রিশন্ বা ক্ষরণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব——দন্তোদ্গম সময় বালকের মল চা খড়ির ঢেলার ন্যায় দেখায়। প্রথম অবস্থায় কঠিন মল তৎপর কোমল ও সর্ব্বশেষ তরল মল। মলে ডিম্ব পচার ন্যায় গন্ধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং টক্‌গন্ধ-বিশিষ্ট ফেনাযুক্ত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমন। মলত্যাগের পর মূর্চ্ছা। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গাত্রের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার রস নির্গত হয়। সরল অন্ত্রের নিম্নভাগে ভার বোধ। প্রাতঃসময়ে অস্থির নিদ্রা। মল কঠিন, বৃহৎ এবং কখনও আংশিকজীর্ণ (হিপার)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্——কিছু পানীয় সেবনের পর বাহ্যির উদ্বেগ হয় কিন্তু কেবল শ্লেষ্মার ন্যায় কিঞ্চিৎ মাত্র মল নির্গত হয়। পেটের ভিতর গরম বোধ।

কার্ব-এনি—সন্ধ্যার সময় গুহ্যদ্বারের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা। নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং পেটের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন বেগ দিয়া বাহ্যি বাহির করিবার ক্ষমতা নাই।

কার্ব-ভ—কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে একপভাব যেন বাহ্যি হইবে, কিন্তু কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়। বাহ্যির উদ্বেগ হইয়া কোমল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে বেদনার লাঘব হইয়া যায়। * কঠিন মল, তাহার শেষ দিকের উপরিভাগে মিউকাস্ এবং রক্ত দেখা যায়। মলত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদর যেন শূন্য শূন্য বোধ হয়।

কষ্টিকাম্—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসহ বিছানায় প্রস্রাব। মলদ্বারের শুষ্ক অবস্থা। মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা হেতু শিশু বাহ্যি চাপিয়া রাখে। মল নাতিকঠিন কোমল যেন চর্ব্বি মাখান, এই সঙ্গে মুখেও চর্ব্বির আস্বাদ অনুভূত হয়। দাঁড়াইয়া বাহ্যি করিলে সহজে বাহ্যি হয়। * পুনঃপুনঃ নিষ্ফল বাহ্যির বেগ ও তৎসহ বেদনা, অস্থিরতা এবং মুখ রক্তবর্ণ। (কঠিন সরু মল—*ফস্)।

চেলিডোনিয়াম্—ভেড়ার নাদীর ন্যায় মল (*গ্রান্থা, কুটা) যকৃতে এবং সিকাম্প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। পেটফাঁপা এবং তাহাতে গল্‌গল্ শব্দ। পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম। গুহ্যদ্বারের ভিতর যেন কিছু হাটিয়া বেড়ায় এবং চুলকায়। প্রস্রাব লালবর্ণ।

ককিউলাস্—বাহ্যি করিতে ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু অন্ত্রের প্রক্ষেপণী গতির অভাব। অতি, কষ্টে একদিন অন্তর একদিন কঠিন মল। গুহ্যদ্বারে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। বসিতে পারে না; ছুই প্রহরের পর বৃদ্ধি।

কলিঞ্জোনিয়া—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেটফাঁপা; গুহ্যদ্বারে গরম বোধ ও চুলকান; পোর্টালকন্‌জেচ্‌শন্ সহ মলবদ্ধ; স্বভাবসিদ্ধ মলবদ্ধ।

কলোসিন্থ—পণীর খাওয়ার দরুণ সময় সময় মলবদ্ধ।

ক্রোকাস্—বয়স্থদিগের অথবা বালকের অত্যন্ত দুর্দ্দম্য মলবদ্ধ; এইরূপ অবস্থা পোর্টাল্ কন্‌জেচ্‌শন হইতে উদ্ভূত হয়। গুহ্যদ্বারের বাম ভাগে চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা; মলের সঙ্গে কাল আঁস আঁস রক্ত। গুহ্যদ্বারে অসহ্য মোচড়ান বেদনা।

ইউফর্‌বিয়া—অন্ত্রসমূহের রক্তাধিক্য হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কষ্টে নির্গত হয়। গুহ্যদ্বারে চুলকাইলে পর এক প্রকার গঁদের আঠার ন্যায় নির্গত হয়।

ফেরাম্ এসিটিকাম্—পুরাতন মলবদ্ধ। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা ও তৎসঙ্গে রক্তক্ষীণতা। মুখমণ্ডল এবং মস্তক হইতে যেন উত্তাপ নির্গত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল। সমস্ত দিনেই যেন বাহ্যির বেগ লাগিয়া রহিয়াছে। বমনেচ্ছা। মুখ বিস্বাদ। শীতল জল পান করিতে ভাল লাগেনা।

গ্র্যাফাইটীস্—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারের ঝিল্লী শুষ্ক। ফিস্‌সুরাএনাই অর্থাৎ গুহ্যদ্বার ফাটা। কঠিন গুটিকার ন্যায় মল অতি কষ্টে অনেক

বেগের পর নির্গত হয়। ঐ গুটিকা গুলি অত্যন্ত বৃহৎ এবং শ্লেষ্মাময় সূত্রদ্বারা সংযুক্ত (এলাম্)। প্রত্যেকবার বাহ্যের পর সাদা মিউকাস্ কিছু পরিমাণ নির্গত হয়। হারিশ্ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বার চিড়িয়া যাওয়া। ক্ষতের ন্যায় এবং চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা। হার্পিস্ উঠার স্বভাব বিশিষ্ট।

হাইড্রাষ্টিস্-ক্যানা—শিরঃপীড়া এবং অর্শসহ মলবদ্ধ। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারে বেদনা। পেটে বেদনা ও গরম বোধ ও তৎসহ মূর্চ্ছা। মলবদ্ধই সকল পীড়ার মূল।

আইরিস ভার্সিকালার—মলবদ্ধের পরেই অত্যন্ত জলের ন্যায় উদরাময়, পেটে বেদনা ও পেট ফাঁপা। অর্দ্ধ কপালে শিরঃপীড়া। স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট।

আইওডিয়াম্—* কাল, কঠিন, গুটি গুটি মল (গ্র্যাফা)। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং সাদা বর্ণের উদরাময়।

কেলি-বাইক্রোমিকাম্—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে জিহ্বা ময়লাপূর্ণ ও হাত পা ঠাণ্ডা। অল্প পরিমাণ শুষ্ক গুটি গুটি মল এবং তাহা নির্গমনে গুহ্যদ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার যেন সরল অন্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত কষ্টে কঠিন মল নির্গত হয়। প্রত্যেক তৃতীয় মাসে নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মলবদ্ধ।

কেলি-কার্ব—মলবদ্ধ। বৃহদায়তন মল, নির্গমনে অত্যন্ত কষ্টকর। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মল উপরে সরিয়া যায়। (এলুমি, ইগ্নে,) মল বহির্গত হইবার এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যন্ত উদ্বেগ হয়। মলত্যাগের সময় রক্তপূর্ণ শিরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে খোঁচান ও জ্বালা হয়। বৃদ্ধদিগের শরীর স্থূল হইতে থাকিলে। (যুবকদের স্থূল শরীর—ক্যাল্‌ক্-কা)।

ক্রিয়েজোট্—মল কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিলে বহির্গত হয়। সরল অন্ত্রে জিলিক্ দেওয়া বেদনার ন্যায় হইয়া বাম দিকের গ্রয়েনে (কুচকিতে) প্রসারিত হয়। জরায়ুর ক্যান্সার আদি দূষিত ক্ষতরোগে সঙ্কুচিত রেক্‌টাম্।

ল্যাক্-ক্যানিনাম্—পুরাতন মলবদ্ধ পুনঃ পুনঃ মলত্যাগে ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সরল অন্ত্রে চিড়িক্‌মারা বেদনা। মল অতি বৃহৎ, কঠিন, কর্কশ, ও সাদাপানা রং বিশিষ্ট, তাহা বেগ দিয়া নির্গত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ হয় না।

ল্যাকেসিস্—নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। কোষ্ঠবদ্ধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়। অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মল। সরল অন্ত্র সঙ্কুচিত অথবা বোধ হয় যেন তাহাতে কোন সিপি ঢুকিয়া রহিয়াছে। বাহ্যির অত্যন্ত বেগ ও যন্ত্রণা হয় বটে কিন্তু বাহ্যি হয় না। গুহ্যদ্বারে দপ্‌দপানি বেদনা বোধ হয় যেন কেহ হাতুড়ির আঘাত করিতেছে। হারিশ বাহির হওয়া এবং তাহা ফুলিয়া থাকা। চেষ্টা করিলেও ঢেকুর উঠে না।

লাইকোপোডিয়াম্—উদর বাষ্পপূর্ণ। বাহ্যি যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু ক্ষমতা নাই ও তৎসঙ্গে এমন বোধ হয় যেন সরল অন্ত্র এবং গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মল অল্প, বোধ হয় তাহার অধিকাংশ যেন অনেক দূরে রহিয়াছে এবং তৎসহ উদরাভ্যন্তরে যন্ত্রণাদায়ক বায়ু। অল্প কঠিন মল পরিত্যাগ করিবার পর পেরিনিয়াম্ প্রদেশে সঙ্কোচনভাবাপন্ন বেদনা। মলদ্বারে সন্ধ্যার সময় চুলকান এবং বেদনা। গুহ্যদ্বারে কণ্ডু, তাহা স্পর্শে বেদনা। উদর মোটা এবং রক্তাধিক্যযুক্ত, তৎসঙ্গে অধিক বয়স্ক ধনী এবং ভদ্রলোকদিগের মলবদ্ধ এবং মলত্যাগের ইচ্ছা মাত্র নাই। পেট-ডাকা। আহারান্তে নিদ্রালুতা (ফস্)।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব—মলবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা ও তৎসহ অল্প মাত্রায় মল নির্গত হয়, কিম্বা কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়। গুহ্যদ্বারে এবং সরল অন্ত্রে চিড়িক্‌মারাবৎ বেদনা এবং তৎসঙ্গে বৃথা বাহ্যির চেষ্টা।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউ—কঠিন গুটির ন্যায় কষ্টকর মল বহির্গত হইবার সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* এমনি-মি)। ভেড়ার নাদীর ন্যায় মল; তাহার উপরে রক্ত এবং মিউকাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত বেগে অল্প বাহ্যি কিম্বা বাতকর্ম্ম মাত্র হইয়া যায়।

মার্কিউরিয়স্——মলবদ্ধ। মল আঠাযুক্ত অথবা অত্যন্ত বেগ দিলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। রাত্রে অবস্থা মন্দ। বাহ্যির পর হারিশ্ বাহির হয়। মল ক্ষুদ্রায়তন। মুখ বিস্বাদ কিন্তু তাহাতে রুচির অভাব হয় না।

মেজিরিয়াম্——অত্যন্ত বেগের সহিত কঠিন মল কাল গুটিকা-কারে বাহির হয় কিন্তু তাহাতে বেদনা বোধ হয় না। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হয়। মলত্যাগের সময় হারিশ্ বাহিব হয় এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার এত সঙ্কুচিত হয় যে পুনরায় হারিশ্‌কে স্বস্থানে স্থাপিত করা কষ্ট-কর হইয়া উঠে।

ন্যাট্রা-মি——অত্যন্ত মলবদ্ধ। শরীর সামান্য সঞ্চালনে নিতান্ত উদ্বেগ-জনক ঘর্ম্ম হয়। মলত্যাগ কষ্টকর। ফিস্থুরা-এনাই অর্থাৎ মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া, তৎসহ রক্তস্রাব এবং নিতান্ত ক্ষতের ন্যায় বেদনা। মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার বোধ হয় যেন পাকিয়া উঠিয়াছে। তলপেটে এবং মূত্রস্থলীর উপর ভার বোধ, এবং হাঁটিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ। চর্ম্ম সহজে উত্তেজিত (irritated) হয়। মনক্ষুব্ধ। মল কঠিন, কষ্টকর, এবং খণ্ড খণ্ড। গুহ্যদ্বারের আক্ষেপ। সর্দ্দিলাগা স্বভাব। সর্দ্দিলাগার পরে বিখাজ (কাউর) এবং অন্যান্য চর্ম্মোৎপাত দেখা যায়। ঝিল্লী সমস্ত শুষ্ক এবং উত্তেজনাযুক্ত। শরীর ক্ষীণ।

ন্যাট্রাম্-সালফ্——কঠিন গুটির ন্যায় মল তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায় এবং এই মল নির্গমনের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বারে চিড়িক্‌মারা বেদনা হইয়া থাকে। কোমল মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। অতি দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক্-এসিড——মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু সামান্য মল নির্গত হয়, বোধ হয় যেন সরল অন্ত্রে মল বাধিয়া রহিয়াছে, নির্গত হইতে পারিতেছে না। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। মলত্যাগের সময় সরল অন্ত্র বোধ হয় যেন ফাটিয়া গেল। মল শুষ্ক, কঠিন, কষ্টকর, এবং অসম। মলত্যাগের পর জ্বালা। গুহ্যদ্বারে সঙ্কোচনভাবাপন্ন বেদনা এবং যন্ত্রণাযুক্ত হারিশ্ বাহির হওয়া। উদ্বেগশূন্য মলবদ্ধ।

নক্স-ভমিকা।—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণীগতি অসম এবং আক্ষেপযুক্ত হওয়ায় মলবদ্ধ। (এই প্রকার মলবদ্ধ অন্ত্রের অসাড়তা হেতু নহে)। মল বৃহৎ, কঠিন এবং কষ্টে নির্গত। গুহ্যদ্বার সংকীর্ণ বোধ হয় (সিপিবদ্ধবৎ-এনাকা)। মল কাল, কঠিন, এবং রক্তের দাগযুক্ত। পোর্টালসারকুলেশনের (যকৃৎ ইত্যাদির রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার) ব্যাঘাত। অর্শ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মলবদ্ধ। মলত্যাগের পর আরাম বোধ। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা। (ব্রাই, লাইকো)। সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় দিন কর্ত্তন (ব্রাই, লাইকো, সিপি)। অধিক ঔষধ সেবন।

ওপিয়াম্—সমস্ত পরিপাক-যন্ত্র-পথের ঝিল্লী সকল হইতে রস ক্ষরণ না হওয়ার দরুণ মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান যেন শুষ্ক। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ কিন্তু তৎসঙ্গে উদরের মধ্যে কোন বোধাবোধ নাই। মল সমস্ত একত্রীভূত হওয়া হেতু কোন অসুবিধা বোধ করেনা। সৎস্বভাবান্বিত স্থূলকায় স্ত্রীলোক এবং শিশুর মলবদ্ধ। সীসক-বিষাক্ত হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কাল, গোল গোল (প্লাম্বা)। ভয়প্রাপ্তি হেতু মলবদ্ধ। ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপযুক্ত গতিতে আবদ্ধ হইয়া মল ঐ প্রকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। পেট ভার এবং তাহাতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। মস্তকে রক্ত ধাবিত। শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা। অন্ত্র সমস্ত অসাড়।

ফস্‌ফরাস্—মলবদ্ধ। মল সরু, লম্বা, পাতলা ও শুষ্ক, নাতি কোমল কঠিন অথবা কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় শক্ত, কষ্টে নির্গত হয় (কষ্টে নির্গত; কষ্টি)।

ফাইটোলেক্কা—নিতান্ত দুর্ব্বল শরীরী লোকের হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ইণ্টারমিটেণ্ট্। মাংশপেশী শিথিল। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধের মলবদ্ধ।

প্ল্যাটীনা—দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা হেতু অথবা সীসক-বিষাক্ততা হইতে কোষ্ঠবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত বেগের সহিত অতি অল্প বাহ্যি হয়।

মলত্যাগের পর পেটের ভিতর শীত এবং দুর্ব্বল বোধ হয়। মল বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বারে আটকিয়ে রহিয়াছে।

প্লাম্বাম্—অন্ত্র সমস্তের গ্ল্যাণ্ড সকল হইতে অল্প পরিমাণে রস ক্ষরণ এবং মাংসপেশীর অসাড় অবস্থা হেতু মলবদ্ধ। মল শক্ত হওয়া হেতু আটকিয়ে থাকে। মল শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলার ন্যায়। দেখিতে ভেড়ার নাদীর ন্যায় (চেলি, রুটা) গুহ্যদ্বার বেদনাযুক্ত ও সঙ্কুচিত। পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

পডোফাইলাম্—শিরঃপীড়া এবং পেটফাঁপা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। মল কঠিন, শুষ্ক ও কষ্টে নির্গত হয়। সামান্য বেগ দিলেই হারিশ্ বাহির হয়, তৎপশ্চাৎ মল ও স্বচ্ছ মিউকাস্ দৃষ্ট হয; সময় সময় তাহাতে রক্তও মিশ্রিত থাকে। প্রাতে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি। পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল ও বেদনাযুক্ত।

পাল্‌সেটিলা—অত্যন্ত মলবদ্ধ। বমনেচ্ছা। মুখ প্রাতে বিস্বাদ এমন কি না ধুইয়া থাকিতে পাবে না, পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। মল বৃহদায়তন, কঠিন এবং পৃষ্ঠদেশে অতি বেদনা ও মল-ত্যাগের অত্যন্ত বেগ, কুইনাইন সেবন হেতু পর্য্যায় জ্বর গুপ্ত হইয়া থাকিলে যদি এই সকল অবস্থা হয় তবে পাল্‌সেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় (এণ্টিক্রুড, ব্রাই, * ফস্)।

রুটা—ভেড়ার নাদীর ন্যায় কঠিন অল্প ২ মল। * পুনঃ ২ বাহির বেগ ও তৎসঙ্গে হারিশ্ বাহির হওয়া (ইগ্নে, নক্স)। মলদ্বার বহির্গত হওয়া হেতু মলত্যাগ নিতান্তই দুরূহ।

র্যাটানিয়া—গুহ্যদেশ শুষ্ক এবং গরম এবং তাহাতে ছুবিকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা। নিষ্ফল বাহ্যি করিবার বেগের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে রক্তপূর্ণ শিরা গুলি দেখা যায়।

রোবিনিয়া—মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু তাহাতে বাতকর্ম্ম মাত্র হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্র বায়ুপূর্ণ। পাকস্থলী অম্লভাবাপন্ন (স্ট্যাসাডিটি)।

সিলিনিয়াম্—মল এত কঠিন এবং এ প্রকাব আবদ্ধ, যে কোন কৌশল না করিলে নির্গত হয় না। মল চুলের ন্যায সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ।

সিপিয়া—নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র মিউকাস্ নির্গত হয়। অত্যন্ত বেগের সহিত সামান্য পরিমাণ ভেড়ার নাদীর ন্যায় পতিত হয়। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। কোমল বাহ্যি হইতেও কষ্ট বোধ হয়। বাহ্যির সময় হারিশ্ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বারে চাপ বা ভার বোধ, মলত্যাগের পরও তাহা দূর হয় না।

সাইলিসিয়া—মল শক্ত ঢেলার ন্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সরল অন্ত্রে আবদ্ধ থাকে, এবং সরল অন্ত্রের প্রক্ষেপণী শক্তির অভাব ও তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। গুহ্যদ্বারে চিড়িক্মারা বেদনা। ঋতুর সময় এবং পূর্ব্বে মলবদ্ধ। * অত্যন্ত বেগের সহিত মল নির্গত হইতে হইতে হঠাৎ পুনরায় উপরে সরিয়া যায়। নরম মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। পেট অত্যন্ত ডাকে ও ফাঁপে।

সাল্ফার—অভ্যস্থ মলবদ্ধ (বিশেষ হাইপোকণ্ড্রিয়া বা অর্শযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে)। পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ এবং তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা ও অজীর্ণ দ্রব্যের গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্ম। মল কঠিন এবং গুটিকাকার। মন এবং শরীরের অপ্রসন্নাবস্থা। বাহ্যির প্রথম ভাগে বেগ দেওয়া এত কষ্টকর যে রোগী ঐ বেগ সংবরণ করিতে বিশেষ বাধ্য হয়।

ভিরেট্রাম-য়্যালবাম্—সরল অন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু অতি উত্তম-রূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়াও ভাল বাহ্যি হয় না। জীবনী শক্তির সাধারণ অবসন্নতা। হিমাঙ্গ। মলত্যাগ পর সামান্য পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় সমস্ত শরীরে, অথবা কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অস্থিরতা এবং তাহাতে পিংশে বর্ণ হইয়া উঠে।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক উপদেশ——চিনিসহ ইসব্গুল্ এক সিকি পরিমাণ এবং শাক, দুগ্ধ, বিল্বফল, পেঁপে আদি নানাবিধ ফল ও বুট, তিল ইত্যাদি প্রত্যাহিক জল খাবার সময় খাইলে কোষ্ঠ প্রত্যহ পরিষ্কার থাকিবে। প্রীতি রাত্রিতে সুজি জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া তৎসহ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে; অর্শাদি রোগে এই পথ্য নিতান্ত উপকারক।

বাল্যকালে আমার নিজেরই কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া ছিল, বাহ্যির বেগ হইত না, পাঁচ সাত দিনেও পায়খানায় যাইতাম না। পিতৃদেব ৺ প্রাণধন দেবশর্ম্মা ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, "তোমার কোষ্ঠের বেগ হউক বা না হউক তুমি প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্র পায়খানায় যাইবে" আমি তাঁহার সেই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলাম। ৬।৭ দিন মধ্যে কোন ফল পাইলাম না; তৎপর হইতে আপনি কোষ্ঠের বেগ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। এখনও আমার সেই ভাবে প্রতিদিন প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; অভ্যাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্রই পায়খানায় যাইতে হয়।

আহারের পর পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে, তাহাতে গ্রহণী দোষ জন্মে; পূর্ণউদরে কোঁথিলে মস্তিষ্কের কোন ধমনী ফাটিয়া এপোপ্লেক্সি (Appoplexy) হইতে পারে। প্রাতে পায়খানায় যাওয়ার নিয়মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী—যাহার নিতান্তই কোষ্ঠ হয় না, গুহ্যদ্বারে গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী দ্বারা অতি সহজেই তাহার কোষ্ঠ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার লিলিয়ান্থ্যালও এজন্য পিচ্‌কারী যোগে গ্লিসিরিণ ব্যবহার করিতে বলেন। আমি কাঁচের ছোট পিচ্‌কারী দ্বারা দুইমাসের শিশুর গুহ্যদ্বারে এক ড্রাম পরিমাণ গ্লিসিরিণ দিয়া অতি অল্পসময়ে ও সহজে বাহ্যি করাইয়াছি। গাটা-পার্চার ঠোঁট লাগান Glycirine Syringe নামক এক প্রকার পিচকারী আছে, তদ্দ্বারা এই কার্য্য অতি সহজেই হয়। বাজারেও অল্পদামে কাঁচের পিচ্‌কারী পাওয়া যায়; অর্দ্ধ ঔন্স পরিমাণ পিচকারী হইলে তদ্দ্বারা কি ছোট কি বড় সকলকেই পিচ্‌কারী দেওয়া যায়। বয়স্কদিগকে বাহ্যি করাইতে হইলে অর্দ্ধ ঔন্সের অধিক গ্লিসিরিণ দরকার হয় না। দক্ষিণ হস্তে পিচ্‌কারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে গ্লিসিরিণ প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাম হস্তের দুইটী অঙ্গুলির দ্বারা গুহ্যদ্বারের মুখটী ১০।১২ মিনিট চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে বাহ্যির বেগ প্রবল হইয়া সহজে খোলাসা বাহ্যি হয়। এতাদৃশভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, গ্লিসিরিণ সহজে বাহির হইবে না এবং গুহ্যদ্বারের মধ্যে থাকিয়া উত্তেজনা জন্মাইবে। বাবু অমরনাথ দত্তের পুত্রের অতীব কোষ্ঠবদ্ধ ছিল,

আমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে দুই বা দেড় ড্রাম মাত্র গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী দিতাম এবং সপ্তাহে একদিন মাত্র ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের ৩০ শক্তির দুইটী করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা খাইতে দিতাম। এক মাসের মধ্যে আপনা হইতেই পরে তাঁহার স্বাভাবিক কোষ্ঠ হইতে লাগিল।

ক্রিমি।

শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই ক্রিমির উৎপাত লক্ষ্য করা যায়, কেবল মাত্র শিশুদিগেরই যে ক্রিমিঘটিত অসুখ হইবে তাহা নহে; তবে অল্প বয়সে ক্রিমির অত্যাচার অন্যান্য বয়স অপেক্ষা অধিকতররূপে দেখা যায়। ক্রিমি-গ্রস্তদিগের যে কোন পীড়াই হউক, ক্রিমির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অন্য কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, অতএব কেবল ক্রিমি রোগের জন্যই যে ক্রিমির ঔষধ প্রয়োজনীয় তাহা নহে, এ কথা চিকিৎসকমাত্রেরই স্মরণ থাকা উচিত। আবার এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, অনেক উৎকট রোগের সময় যদি ক্রিমি নির্গত হইয়া পড়ে, তখন অনেক চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয় মনে করেন এবার রোগী নির্ব্ব্যাধি হইল, তাহার কোন ভয় নাই, এই বিবেচনায় প্রকৃত চিকিৎসায় শৈথিল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞতার কর্ম্ম। অনেক স্থলে এতাদৃশ শৈথিল্যের দরুণ অনেক রোগী নষ্ট হয়। এতাদৃশ সঙ্কটস্থলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে; প্রকৃত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহাদের কখনই অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

১। থ্রেড্‌ওয়ারম্ বা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি থাকিলে—

(১) একোন, য়্যালি-স্যাটা, ** সিনা, কুপ্রা, ফেরা, মার্ক, ** স্যাবাডি,

(২) ক্যালক্-কা, হিপা, * সাল্‌ফা।

২। য়্যাসক্যারাইডিস্ অর্থাৎ কেঁচোর মতন ক্রিমির জন্য—

(১) একোন, বেল্, * চায়না, ** সিনা, ডিজি, * ফেরা; (২) এসারা,

* ক্যাল্-কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, স্যাবাডি, স্পাইজি, * স্যাণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্যানা, সাইলি, ভ্যালিরিন্, ম্যারাম্-ভি, ভিরাট্-এলবাম্,* সাল্ফা।

৩। টেপ্ ওয়ারম্ অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমি হইলে—

(১) *ক্যাল্ক, *গ্র্যাফা, * প্ল্যাটী, *পাল্স, *স্যাবাডি, *সাইলি, **সাল্ফা ; (২) কার্ব-ভ, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্ ; (৩) য়্যাস্ত্রা, আর্স, চায়না, * ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, স্যাবাডি. ষ্ট্যানা, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

ডাং হেরিং এক কৃষ্ণপক্ষে তুই মাত্রা সাল্ফার ও অন্য কৃষ্ণপক্ষে এক মাত্রা মার্ক প্রয়োগ করিয়া কৃমিচিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

এই সমস্ত কৃমি নির্গতকরণ উদ্দেশে কুসো (Kousso), ফিলিক্স-মাস, ডালিমের শিকড়ের ছালের ক্বাথ,লাউয়ের বীচির ক্বাথ অনেকে ব্যবস্থা করেন।

কৃমি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। :—

একোনাইট—অন্ত্রে বেদনা। সমস্ত পেট স্ফীত এবং নাভিপ্রদেশ শক্ত। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ, অথবা সামান্য শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। ন্যক্কার ; মুখে জল উঠা ; গুহ্যদ্বারের চুলকানি এবং খোঁচানির দরুণ রাত্রে অস্থিরতা (মার্ক) এবং তৎসঙ্গে জ্বরবোধ। শিশুর অত্যন্ত ভয় এবং ব্যাকুলতা, এমন কি ভয়ে শয্যায় শয়ন করিতে চায় না।

এপোসাইনাম্—ভয়ানক হাঁচি, তৎসঙ্গে নাক চুলকান। অত্যন্ত বমন ইচ্ছা ও বমন। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ চুল্কান। কেঁচোকৃমি।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রা—নাভিপ্রদেশে এবং যকৃতদেশে সাময়িক বেদনা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও মিউকাস বমন। অনিয়মিত-ঋতু এবং প্রায়ই ঘন, কাল, জমাট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের বর্ণ ফেঁকাশে।

য়্যাস্ক্লিপিয়াস্-সিরি—জিহ্বা সাদা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও বাহ্যির বেগ এবং অধিক ক্ষুধা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে চিড়িক্মারিয়া উঠা। কেঁচোকৃমি।

বেলেডোনা—নিদ্রালুতা। নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা ; দন্ত কট্কট্ করা। অসাড় মল মূত্র ত্যাগ। অথবা মূত্রকৃচ্ছ্র। তির্য্যক্দৃষ্টি। মূত্রস্থলীতে কৃমি নড়া চড়া বোধ।

ক্যাল্-কার্ব—শিরঃপীড়া, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; ফেঁকাশে এবং ফুলো ফুলো মুখমণ্ডল। তৃষ্ণা। উদর মোটা এবং স্ফীত। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা (সিনা)। উদরাময়। সঞ্চালনে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। স্ক্রফিউলা ধাতুবিশিষ্ট।

চায়না—পেট বেদনা, রাত্রে এবং আহারের পর বৃদ্ধি। মুখ দিয়া জল উঠা। পাকস্থলীতে চাপবোধ এবং বমনেচ্ছা। সমস্ত শরীর দুর্ব্বলতায় কাঁপিতে থাকে। ক্রিমি নির্গত হয়, নাকখোঁটা অভ্যাস, উদরস্ফীত (*সিনা)।

সিকিউটা—পুনঃ পুনঃ হিক্কা এবং ক্রন্দন। গ্রীবাদেশে বেদনা। আক্ষেপসহ মস্তক পশ্চাৎদিকে টানিতে থাকে এবং হস্ত কম্পন।

সিনা—অস্থির নিদ্রা; দুই চক্ষু ঘূর্ণায়মান। চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ। তির্য্যক্ দৃষ্টি। কনীনিকা বা পিউপিল প্রসারিত। সর্ব্বদা নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ ও নাক চট্কান বা নাকখোঁটা। সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা (স্পাইজি)। নাসিকা হইতে রক্তপাত। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং শীতল, অথবা লাল এবং উষ্ণ। আহারে অনিচ্ছা অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা। বমনেচ্ছা বা বমন। নাভি-প্রদেশে বেদনা। উদর শক্ত এবং স্ফীত। কোষ্ঠবদ্ধ। রাত্রিতে শুষ্ক কাশি। জ্বরবোধ। হস্তপদ এবং মস্তকের কন্‌ভল্‌শন্। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিহেতু গুহ্যদ্বার চুলকান। প্রস্রাব কিছুকাল থাকিলে চূণের জলের মত সাদা হয়।

ডলিকস্—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে উদরস্ফীতি। শয়নকালে অত্যন্ত ত্যক্তজনক কাশি এবং শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির ত্যক্ততা থাকে। সমস্ত শরীর অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে।

ইউফরবিয়া—অক্ষুধা অথবা কোন সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। জ্বরবোধ। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। মলবদ্ধ অথবা উদরাময়। উদর স্ফীত, ক্ষীণ শরীর, খিট্খিটে স্বভাব ও অনিদ্রা।

ফেরাম্—মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। গুহ্যদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি-হেতু চুল্-কাইতে থাকে (বিশেষতঃ রাত্রে)। অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ফিলিক্স-মাস্—পেট কামড়ান, এবং অন্ত্রের ভিতর শলাকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি। অক্ষুধা। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ। নাকচুলকান। খিট্খিটে এবং অবাধ্য স্বভাব।

ইগ্নেসিয়া—ক্ষুদ্র ২ ক্রমি হেতু গুহ্যদ্বার চুল্‌কান। কন্‌ভল্‌শন্, তৎসঙ্গে জ্ঞানশূন্য এবং কিছুকালের জন্য কথা বলিতে অক্ষম।

কুসো (Kousso)—অজীর্ণ। আলস্য। অনিদ্রা। দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা। অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম। ক্ষীণ শরীর। পেটফাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধ।

লাইকোপোডিয়াম্—গ্রন্থি সমূহ বেদনা, এবং আরষ্টভাব। পুরাতন ইরাপ্‌শান্ বা চর্ম্মোৎপাত। মুখমণ্ডল মলিন, ফেঁকাশে ও মেটেবর্ণ। পেটফাঁপা। যেন পেটের ভিতর কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কোষ্ঠবদ্ধ। * প্রস্রাবের নিম্নে লাল বালুকাবৎ পড়ে।

মার্কিউরিয়স্—সর্ব্বদা আহার করিবার জন্য পেটুকের ন্যায় ইচ্ছা, কিন্তু অত্যন্ত আহার করিয়াও ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। গুহ্যদ্বার চুলকান। যোনির মুখভাগে প্রদাহ। বড় বড় ক্রমি। গুহ্যদ্বারের বহির্ভাগে ক্রমি। হারিশ্ নির্গত হইতে দেখা যায (ষ্ট্যানা)।

পডোফাইলাম্—শিশুদিগের শিরোলুণ্ঠন, (অন্ত্রের গোলযোগ মস্তিষ্কে সিম্প্যাথিটীক্ স্নায়ুদ্বারা প্রতিভাত হয়)। রাত্রিতে দাঁত কট্‌কট্ করা, অত্যন্ত লালাক্ষরণ। মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বা বৃহৎ এবং প্রশস্ত, মধ্যভাগে লেইয়ের ন্যায় অপরিষ্কার ময়লা। উদ্গারে ভুক্তদ্রব্য টক্‌সংযুক্ত হইয়া উঠে। উদর স্ফীত। বেদনাযুক্ত উদরাময়, তৎসঙ্গে চীৎকার এবং দাঁত কড়্‌কড়্ করা। প্রল্যাপ্‌সাস্‌এনাই অর্থাৎ হারিশ্ বাহির হওয়া।

পিউনিকা-গ্র্যানেটাম্—মাথা ঘোরা। কনীনিকা প্রসারিত। হলুদবর্ণ শরীর। দাঁত কট্‌কট্ করা, মুখে জল উঠা; ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল। উদ্গারে মুখ ভরিয়া জল উঠা। বমন। পাকস্থলীতে যেন কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। পেট স্ফীত, বেদনাযুক্ত হৃদ্‌কম্পন, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, রাত্রে পেটবেদনা।

সেণ্টোনিন্—অনেকে সিনার পরিবর্ত্তে সেণ্টোনিন্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা ইহার ১ম ও ৩য় বিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা বিশেষ পাইয়াছি।

স্যাবাডিলা—বড় বড় ক্রমিবমন। গলার ভিতর ক্রমি রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। ন্যকার এবং শুষ্ক বমন। ফিতার ন্যায় বৃহৎ ক্রমি থাকিলে নাভিতে জ্বালা, ছিদ্রকর'র ন্যায় যন্ত্রণা এবং মোচড়ান। মুখে জল উঠা।

ঠাণ্ডা লাগিলে শীত বোধ। পেট খাল্‌দিয়া পড়া বোধ। কৃমি হইতে অন্যান্য স্নায়বীয় লক্ষণ।

স্পাইজিলিয়া—প্রতিদিন প্রাতে জল খাওয়ার পূর্ব্বে ন্যক্কার ভাব, কিছু খাইলে বা বমনের পর সুস্থ বোধ। কনীনিকা প্রসারিত। তির্য্যকদৃষ্টি, মুখ ফেঁকাশে, নাকের ভিতর শুব্ শুর্ করিয়া উঠা। বোধ হয় গলা বহিয়া যেন কৃমি উঠিতেছে। আহারের পর অথবা যাহা কিছু আহার করিয়াছে তাহা বমন করিলে সুস্থ বোধ, তৎসঙ্গে পাকস্থলী হইতে টক্ উদ্গার, পেটে বেদনা, রাত্রে শুষ্ক কঠিন কাশি। অত্যন্ত হৃদ্‌কম্পন। মুখ পিংশে ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক হলুদবর্ণ (লাইকো, ক্যাল-কা)।

সাইলিসিয়া—কৃমিজনিত পেটবেদনা, তৎসঙ্গে মলবদ্ধ অথবা কঠিন মল। হস্তদ্বয় হলুদবর্ণ, নখ নীলবর্ণ অথবা লালাভ। রক্তসংযুক্ত মল। পেট ফাঁপা ও গড়মড় করিযা পেট ডাকা।

সাল্‌ফার—নাকেব ভিতর শুব্ শুব্ করে। গুহ্যদ্বারে শুর্ শুব্ করে ও খোঁচায়। কেঁচোব ন্যায় বড় কৃমি এবং ফিতার ন্যায় কৃমি। আহারের পূর্ব্বে ন্যক্কার, আহারের পর অজ্ঞানভাব। রাত্রে অস্থিরতা। বেলা ১১ টায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত শরীর দুর্ব্বলবোধ। পুনঃ ২ অস্থিব ও দুর্ব্বল অবস্থা। গুহ্যদ্বারে লোন্‌ছা বা ঘস্‌ড়িয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থা বোধ হয়। গাত্রে এক প্রকার চর্ম্মোৎপাত (পাস্‌টিউলার ইরাপশন্)।

ষ্ট্যানাম্—মানসিক জড়তা। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। চক্ষু বসিয়া যাওয়া, সঞ্চালন করিলে মুখমণ্ডল দিয়া যেন অগ্নিশিখার ন্যায় নির্গত হয়। পেট-বেদনা, চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। নিশ্বাস দুর্গন্ধময়। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অন্য সময় উপযুক্ত পরিমাণ আহার করিতে পারে না। আহারের পর বমনেচ্ছা। বহুপরিমাণ জলবৎ বর্ণহীন প্রস্রাব। অস্থিরতা। নিদ্রাবস্থায় শিশু কোঁকায় অথবা ভীতি প্রকাশ করে। মিউকাস্‌-সহ বড় বড় কৃমি নির্গত হয় (* লাইকো, মার্ক)।

টেরিবিন্থিনা—গুহ্যদ্বারে খোঁচান এবং জ্বালা, বোধ হয় যেন কৃমি হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ফিতার ন্যায় কৃমির খণ্ড সকল নির্গত হয়। শীতল

জল দিলে গুহ্যদ্বারের জ্বালা নিবারণ হয়। অন্ত্রসমূহের উত্তেজিত অবস্থা। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। যাহা কিছু খায় একেবারে গলাধঃকরণ করে। উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দুর্গন্ধময় শ্বাস প্রশ্বাস। দম্‌বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ। খক্ খক্ করিয়া শুষ্ক কাশি। আক্ষেপ এবং কন্‌ভল্‌শন, রাত্রিতে অনিদ্রাবস্থা। ভীত হইয়া যেন চীৎকার করিয়া উঠে। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে; শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সকল মোচড়াইতে থাকে।

টিউক্রিয়াম্—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির দরুণ গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত চুলকান।

ক্রিমি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।}:——

ইউরোপীয় ধাত্রীরা ক্রিমিগ্রস্ত বালকদিগের গুহ্যদ্বারে রাত্রিতে শয়নকালীন চর্ব্বি দিয়া রাখেন; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি অনেক হাঁটিয়া আপনা হইতেই বহির্গত হইতে থাকে।

কেহ কেহ কোয়াসিয়ার জল অর্থাৎ ইন্‌ফিউসন্ সহ কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী করিতে উপদেশ দেন। কোয়াসিয়ার জল বয়স্কের জন্য ১ ঔন্স ও শিশুদের জন্য অর্দ্ধ ঔন্স দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশীয় কবিরাজেরা জয়ন্তী পুষ্পের পত্রদ্বারায় রুটী প্রস্তুত করিয়া সেই রুটী দ্বারায় পেটের উপর সেক্ দিতে ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ এই রুটী দ্বারা পেট আবৃত করিয়া তদ্‌পরি একখানি বস্ত্র ভাঁজ করিয়া স্থাপন করেন, এবং তাহা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা পেটে বাঁধিয়া রাখিয়া থাকেন। অল্প জালের উপর তাওয়া রাখিয়া তাহাতে জয়ন্তীর পত্র ছড়াইয়া দিয়া হস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলেই সুন্দর রুটীর ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। তাহাকেই জয়ন্তীর রুটী বলে। এই প্রকার রুটী বাঁধিলে পেটে এক প্রকার ফোমেণ্ট্ করা কার্য্যের ফল হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উদরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের সুক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয়। উদরে ক্রিমি না থাকিলেও ইহাতে ক্রিমি উৎপাদনের কারণ ও তজ্জনিত লক্ষণ সমূহের অনেক উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ বলেন "ইণ্ট্যাষ্টাইন্ সমূহের টিসু-মেটামর্‌ফসিস্" অর্থাৎ

"অন্ত্রের নিম্মাপক পদার্থের ধ্বংস" ও পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ প্রকার ব্যাণ্ডেজ্ পেটের উপর থাকিলে উক্তরূপ টিস্যুধ্বংস সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়।

আমাদের দেশীয় চিকিৎসকেরা অপরিষ্কৃত গুড়, চিনি, কলা ইত্যাদি পদার্থ, ক্রমিধাতুগ্রস্ত বালককে খাইতে নিষেধ করেন। অপরিষ্কৃত এবং সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত অবস্থায় রক্ষিত চিনি, গুড় ইত্যাদিতে মক্ষিকা সকল ডিম্বপাত করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা এক প্রকার ক্রমির উৎপত্তি হয়; এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্যেই তাঁহারা এই প্রকার মিষ্টদ্রব্য খাওয়া অবিহিত বিবেচনা করেন।

ক্রমিসম্বন্ধে কয়েকটী উপসর্গের চিকিৎসা। }:——

গুহ্যদ্বার চুলকাইলে—ইগ্নে, ম্যারাম্-ভি, সাল্ফা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—মার্ক।

লাল পড়া ও বমনেচ্ছা—ফেরা।

রাত্রিকালে স্পেজম্ বা আক্ষেপ—ভেলিরি।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ বোধ ও উদরের উপরিভাগে বেদনা—নক্স ভ।

রাত্রিতে পেট বেদনা, লালা নিঃসরণ, আক্ষেপ, উত্তেজনা, কম্প—চায়না, ভেলিরি।

কন্ভল্সন্ বা আক্ষেপ—বেল্, ক্যামো, হাইয়স্, ইগ্নে, ষ্ট্র্যামো।

বিভীষিকা দর্শন—বেল্।

ক্রমিগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট হইলে—ক্যাল্ক-কা, সাইলি, * সাল্ফা, মার্ক।

ফ্লেটুলেন্‌স্ বা পেটফাঁপা।

("উদর" দেখ)।

১। এই অধিকারে——(১) এসাফি, * চায়না, নক্স-ভ, পাল্‌স, * আর্স, ** টেরিবিন্থ, সাল্‌ফা, (২) ইস্কিউ, অরাম্, বেল্, ক্যাক্‌টা, *কার্ব-ভেজি, সীপ্টা, ক্যামো, ককিউ, কষ্টি ; (৩) এস্কেল্‌পি, ম্যাগ্‌নাস, ব্যাপ্‌টি, ক্যাল্‌কে, কস্, ক্যাপ্‌সি, কলোফাই, কলিঞ্জো, কলোসি, ফেরা, জেল্‌স, * গ্র্যাফা, আইরিস্, ল্যাকে, * লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, *নক্‌স-ম, ফাইটো, রুমেক্‌স, সেঙ্গু, জিঙ্ক্ ও ভিরাট্।

২। যদি অন্যায় আহার হেতু পেট ফাঁপে তবে——(১) চায়না ; (২) ব্রাই, সিপা, লাইকো, পিট্রো ; (৩) এলো, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌মিয়া, মেলিফোলী, পাল্‌স, সিপি ও ভিরাট্ দেওয়া যায়।

৩। মদ্যাদি সেবনের পর পেট ফাঁপিলে——(১) নক্‌স-ভ ; (২) চায়না, ককিউ, ফেরা ও ভিরাট্ দিলে উপকার হয়।

৪। শূকরের মাংস, চর্ব্বি, ঘৃত বা তৈলাক্ত পদার্থ আহারের দরুণ পেট ফাঁপিলে——(১) চায়না, কল্‌চি, * পাল্‌স ; (২) কার্ব-ভেজি, ন্যাটা-মিউ।

৫। পেট ফাঁপা অত্যন্ত গুরুতর হইলে——ইস্কিউ-হি, এগার, **কার্ব্ব-ভ, * চায়না,সীপ্টা, কলিঞ্জো, *কর্ণাস, জেল্‌স, নেফাল্, * গ্র্যাফা, ক্যাল্‌মিয়া-ল্যা, ল্যাকে, * লাইকো, নাইট্রি-এসি, * নক্‌স-ভ, ফস, ফস্-এসি, প্লাম্বা, সেঙ্গু, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ** টেবিবি।

৬। পেট ফাঁপার দরুণ নিতান্ত কষ্ট ও উদ্বেগ হইলে——ক্যাপ্‌সি, * কার্ব-ভ, * চায়না, ল্যাকে, * নক্‌স-ম, * নক্‌স-ভ, * ফস্, পাল্‌স, সাল্‌ফা দেওয়া উচিত।

৭। অজীর্ণ বশতঃ পেট ফাঁপিলে——(১) কার্ব-ভ, কষ্টি, * সিপা, * চায়না, * সীপ্টাস্, কোনা, গ্র্যাফা, হিপার, আইওড্, ক্যাল্‌মিয়া, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ভ, ফস্, সাইলি, ও সাল্‌ফার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

পেটফাঁপা।

৮। প্রাতঃকালে পেটে বেদনা বোধ হইলে——এলাম্, এসাফি, ব্যারা-ইটা, ক্যাকুটা, কার্ব-এ, কষ্টি, ক্যামো, নেফাল্, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ ও ফস্।

৯। পেট গড়মড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে——য়্যাগা, এণ্টি, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাস্থা, কার্ব-ভ, কলোফাই, কষ্টি, চায়না, কমোক্ল্যাডি, জেল্স, হেলে, ইগ্নে, আইরিস্, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, ফাইটো, ফস্-এসি, পাল্স, সার্সা, সিপি, সাল্ফ ও ভিরাট্ প্রয়োগ করিবে।

১০। অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকিলে——ইস্কিউ-হি, য়্যাগা, ক্যাস্থা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, সিষ্টা, কলিঞ্জো, কর্ণাস্, জেল্স, নেফাল, গ্র্যাফা, হেলে, ক্যাল্মিয়া, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েন্, ফস্, প্লাম্বা, সেস্কু ও ভিরাট্।

১১। বায়ুনিঃসরণে গন্ধ না থাকিলে——য়্যাম্ব্রা, বেল, কমোক্ল্যাডি কার্ব-ভ এবং লাইকো ব্যবহারে উপকার হইবে।

১২। ,, অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে——আর্ণি, আস, এসাফি, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, চায়না, কর্ণাস্, গ্র্যাফা, আইরিস্, জ্যাগ্রা, ফাইটো, প্লাম্বা, সোরি, পাল্স, সেস্কু, সাইলি ও সাল্ফা।

১৩। ,, সামান্য দুর্গন্ধ থাকিলে——আর্ণি, আর্স, কার্ব-ভ, ইগ্নে, আইরিস্, ওলিয়েণ্ডা, পাল্স এবং সালফা।

১৪। ,, পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে——আর্ণি, ক্যামো, কফি, সাল্ফা, এণ্টি-টার্ট, টিউক্রিয়ম্।

১৫। বায়ুনিঃসরণ গরম——একোন্, এলোজ, ক্যামো, ফস, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক, কার্ব-ভ, চায়না এবং শীতল বায়ুনিঃসরণে কোনা প্রয়োগ করিবে।

১৬। ,, রসুনের গন্ধবিশিষ্ট——এগা, এসাফি, মস্থা, ফস্।

১৭। ,, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট——আর্ণি, ক্যাল্ক, ক্যামো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্ফা।

১৮। ,, অত্যন্ত শব্দ করতঃ——কষ্টিক, ল্যাকে, মার্ক, স্কুইল, টিউক্রি, এবং জিঙ্ক দেওয়া যায়।

পেটফাঁপা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব :—

কার্ব-ভেজি—অম্ল এবং পচা উদ্গার। পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহের বায়ুপূর্ণাবস্থা। বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন অর্থাৎ বুক ধড়্ফড়ানি। সজল অথচ উষ্ণ দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পেট গড়গড় করিয়া ডাকা; দুর্গন্ধময় অথবা একেবারে গন্ধশূন্য বায়ুনিঃসরণ হওয়া। নানাবিধ উপকরণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ত আহারের দরুণ এই পীড়ার উৎপত্তি।

ক্যামোমিলা—অম্ল অথবা সাধারণ বাতাসের ন্যায় উদ্গার। ঢাকের ন্যায় পেট ফাঁপিয়া উঠা। সর্ব্বদা অল্প পরিমাণ অর্থাৎ (অযথেষ্টরূপে (Insufficiently—প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প পরিমাণে) বায়ুনিঃসরণ হওয়া। সময় ২ পেটে শূল বেদনার ন্যায় বোধ হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশ অর্থাৎ পঞ্জরের নিম্নভাগে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া বক্ষের মধ্যে তীর ছুটার ন্যায় বেদনা উৎপাদন করে।

চায়না—উদর স্ফীত, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা; উদ্গার ভুক্তদ্রব্যের গন্ধ বিশিষ্ট অথবা তিক্ত; বিশেষতঃ ভোজনের পর পাকস্থলী হইতে অম্লময় শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ (গ্যাসট্রিক জুস্ Gastric Juice) উঠিতে থাকে। অন্ত্রসমূহের মধ্যে অত্যন্ত * গাঁজলান বা উৎসেচন অবস্থা (Fermentation) হয়। পেট এমনি আঁটিয়া পূর্ণ হয় যে উদ্গার হইলেও কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় না। অপরিপাক বশতঃ বিশেষতঃ ফল খাওয়া কিম্বা মদ্যপানহেতু পেটের ভিতর টাঁশিয়া ২ বেদনা উপস্থিত হয়।

ককিউলাস্—পেট ডাকিতে থাকে। অপরিপাক বশতঃ পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে; রাত্রিতে ফাঁপা ও বেদনা বৃদ্ধি পায়। কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। তলপেটের দিকে ভারবোধ ও পেটের উর্দ্ধদিকে বমনের ন্যায় ভাব হইতে থাকে। তলপেটের দুই পার্শ্বে এমন বোধ হয় যেন সমস্ত ঠেলিয়া বাহির হইবে। ঘন ঘন অল্প পরিমাণে মলত্যাগ ও তৎসঙ্গে বায়ুনিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্—উদ্গারে আরাম বোধ হয়। পাকস্থলীর উপরে টিপি দিলে বেদনা লাগে। পেট ফাঁপা ও তাহাতে এমন বেদনা যে কোন প্রকার ভার সহ্য হয় না। অন্ত্রবদ্ধ বায়ুর জন্য পেটফাঁপা।

লাইকোপোডিয়ম্—পেট গল্গল্ করিয়া ডাকা। বিশেষতঃ বাম

হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে। অন্তের বিশেষ কোন স্থানে বায়ু আবদ্ধ হইয়া ফুলিয়া উঠা। নিম্নদিকে মূত্রস্থলী ও রেক্‌টামের (Rectum) উপর এবং উর্দ্ধে, উপর পেটে ভার এবং পূর্ণতা বোধ। পেটফাঁপা এবং পা শীতল অবস্থাপন্ন।

নক্স-ভমিকা—বুক এবং মস্তকের দিকে ভারবোধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। অন্ত্র-বদ্ধ বায়ু কর্তৃক পেটফাঁপা এবং প্রাতে ও আহারের পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়।

পাল্‌সেটিলা—পেটফাঁপা ও বেদনা, সন্ধ্যা রাত্রিতে আহারের পর ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। উপর পেটে ভারবোধ। বায়ু এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়।

সিপিয়া—ভালরূপ পিত্তক্ষরণের অভাবে পেটফাঁপা। সামান্য আহারেই পেট ফাঁপিয়া উঠা। শয়ন করিলে পেট ডাকিতে থাকে। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম হয়।

সাল্‌ফেট অব এনিলিন্—অত্যন্ত পেটফাঁপা; আহারে অনিচ্ছা; মুখ বিস্বাদ; কোষ্ঠবদ্ধ; ফল, দাইল ও কপি ইত্যাদি খাইয়া পেট ফাঁপিলে এই ঔষধে অতি উপকার দর্শে।

সাল্‌ফার (Sulphur)—পেটফাঁপা; উদর প্রসারিত পুনঃ পুনঃ পেটডাকা; উদ্গার এবং বাতকর্ম্মে আরামবোধ। কোন চর্ম্মরোগ গুপ্তভাবে বসিয়া গেলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হয়।

উদ্গার ইত্যাদি।

(উদ্গার, বুকজ্বালা, পাকস্থলীতে জ্বালা, গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা ইত্যাদি)।

১। এই সমস্ত অধিকারে—(১) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কোনা, ইগ্নে, মার্ক, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (২) এমোনি, আর্ণি, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, ভ্যালি; (৩) এলাম্, এম্ব্রা, এণ্টি, বেল্, ক্যানা, ক্যান্থা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিনা, সিকিউ, ক্রোকা, সাইক্ল্যা,

ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, মেজি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হুডো, স্যাবাডি, সার্সা-প্যারি, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, (৪) ইস্কিউ, হিপো, ডায়েস্কো, হাইড্রাষ্টি, পাল্স প্রধান ঔষধ।

২। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উদ্গার উঠা—— (১) * আর্ণি, * বেল্, * ব্রাই, * কার্ব-ভ, কষ্টি, * ককিউ, * কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, * মার্ক,। *ন্যাট্রা-মি, * নক্স-ভ, * ফস্, * পাল্স, * হ্রাস্, রুটা, সিপি, ষ্ট্যাফি, * সাল্ফা, * ভিরেট্রা ; (২) এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি-মি, এণ্টি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, চায়না, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মিউর-এসি, পিট্রো, স্যাবাডি, সার্সা-প্যারি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভ্যালি, (৩) ইস্কিউ, ব্যাপ্টি, কলোসি, ইউপেটো-পারফো, আইরিস্, পডো।

৩। উদ্গার উঠিতে বেদনাবোধ——ককিউ, নক্স্-ভ, পিট্রো, ফস্, স্যাবাডি, সিপি।

৪। উদ্গার উঠাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা——এম্ব্রা, আর্জেণ্টা-নাই, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, নক্স ভ, ফস্, প্লাম্বা, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

৫। উদ্গারাধিক্যে——*ইথু, *এণ্টি-ক্রু, *আর্ণি, *ককিউ, *কোনা, *ব্রাই, *বেল্, * কার্ব-ভ, চায়না, সাইক্ল্যামে, ডায়স্কো, ইপিকা, আইরিস ভ, পাল স্, ন্যাট্রা-মি, মার্ক, **নক্স ভ, *ফস্, সাল্ফ-এসি, ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাণ্টা, রুমে, হ্রাস্ট, সিপি, ভিরাট্, সালফার, সার্সা, জিঙ্ক্।

৬। উদ্গার তিক্ত——এমোনি মি, ইগ্নে।

৭। „ কোন যানে উঠিয়া চলিবার সময়——ক্রিয়েজো।

৮। „ অত্যন্ত কষ্টকর এমন কি তাহাতে দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় হইয়া উঠে——*আর্জেণ্টা-না।

৯। „ দুর্গন্ধময়——আর্ণি, এসাফি, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা,। সোরি, সিপি, এণ্টি-টার্ট।

১০। উদ্গার উচ্চৈঃ শব্দে——* আর্জেণ্ট-না, * কার্ব-ভ,।

১১। „ পচা তৈলের ন্যায়—— *এসাফি, * কার্ব-ভ, * গ্র্যাফা, স্যাবাডি।

১২। উদ্গার ডিম্ব পচার ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট — *.আর্ণি, * সোরি, *এণ্টি-টার্ট।

১৩। ,, টক্——আর্ণি, হিপা, কেলি-কা, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সা, পিক্রি-এসি, পডো, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক।

১৪। „ টক্ জলের ন্যায়——* নিকোলাম্।

১৫। হিক্কা—— ইথু, কার্ব-ভ, সিকুটা, * এমোনি-মি, * সাইক্ল্যা, * মেরা-ভি, * হাইযস্, * ইগ্নে, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, * নক্স-ভ, ট্যাবেকা। (অন্যত্র যথাস্থানে হিক্কার বিস্তারিত বর্ণনা দেখ)।

১৬। উদ্গারসহ জল উঠিয়া মুখ পূর্ণ হয়——* (আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, প্যারিস্, পিট্রো, ফস্, হ্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা)।

১৭। কিছু যেন গলা বাহিয়া উঠে——* (এসাফি, মার্ক-ক, প্ল্যাটী)।

১৮। উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ-বোধ হয়——এম্ব্রা, এমোনি, এণ্টি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ফস্, পাল্স, সাইলি।

১৯। গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা——(১) আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সার্সা, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, টাটা; (১) এণ্টি, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যানা, বোনা, ড্রসি, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

২০। গলা বাহিয়া অপবিপক্ক ভুক্তদ্রব্য উঠা——(১) ব্রাই, ক্যামো, কোনা, ইগ্নে, ল্যাকে, ফস্, (২) এমোনি-মি, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্নে-মি, মেজি, সাল্ফা।

২১। টক্ উদ্গার উঠিলে——(১) ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা; (২) এমোনি, আর্স, বেল্, কষ্টি, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্স, ষ্ট্যানা, সার্সা, থুজা, ভিরাট্; (৩) হাইড্রাষ্ট্, আইরিস্, ফাইটো, রোবিন্, পডো।

২২। বুকজ্বালা এবং মুখ দিয়া জলউঠা——(১) এমোনি, ক্যাল্কে,

চায়না, ক্যানা, ক্রোকা, লাইকো, ষ্ট্রা-মি, নক্স-ভ, সাল্ফা ; (২) ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইওড্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি ; (৩) আইরিস্, পডো।

বমন এবং বমনেচ্ছা।

১। বমন অধিকারে——এলষ্টোন্, একোন, * ব্রাই, * ইথু, * এণ্টি-ক্রুড্, আর্ণি, ** আর্স, ব্যাপ্টি, * ক্যামো, বেল্, ক্যাক্ষ, কার্ব-ভ, সিকুটা, ক্যাক্টা, * কাকিউ, কলোসি, কোপে, ** কুপ্রা, ডায়স্কো, ইলাট, **ফেরা, গামি-গা, হিপোমে, আইওড্, ** ইপিকা, * আই-রিস্-ভা, জ্যালাপা, কেলি-বা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, লাইকো, মিউর-এসি, ** ষ্ট্যা-মি, পিট্রো, নক্স-ভ, প্লাম্বা, লেপ্টা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, স্যাবাডি, * সিনা, সার্সা, সিলা, * সিকে, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, * টার্টার-এমি, * ভিরাট্, * পাল্স, ষ্ট্র্যামো, থুজা ** ইউপেটো-পার্ফো, * ড্রসি।

২। বমনের পরই নিদ্রা হয়——** ইথু, * কুপ্রা।

৩। বমনভাব ও ন্যক্কার উপশম হইয়াও অনবরত বমন হয়——এণ্টি-ক্রুড্।

৪। বমনের পর হস্ত কম্পন ও মূর্চ্ছা——* টার্টা-এমি।

৫। রক্ত বমন——ইংরাজীতে ইহাকে "হিমাটিমেসিস্ বলে"। ইহাতে (১) * একোন, এলো, ** আর্ণি, * আর্স, ** ফেরা, *হাইয়স্, ** ইপিকা, নক্স-ভ, (২) এ্যামানি, * বেল্, ব্রাই, ক্যান্থা, * কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, প্লাম্বা, পাল্স, সিকেলী, * ফস্, সাল্ফা, ভিরেট্রা-এলবা ; (৩) ক্যাক্টা, ইরিজি, ইবিঞ্জিয়াম্, * হেমেমে, কমেক্স, সেঙ্গু, ভিরাট্-ভি, দেওয়া যায়।

৬। বিষ্ঠাবমন——এপো-মরফিন্, বেল্, নক্স-ভ, ** ওপি, সাল্ফা, একোন, ব্রাই, প্লাম্বা, থুজা।

৭। কালবর্ণের বিকৃত রক্ত বমন——(১) এলাম্, * আর্স, ক্যাল্কে, চায়না, ভিরাট্ * হেলে; (২) ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্ফা ইত্যাদি।

৮। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন——(১) ** ইউপেটো-পারফো, * ইপিকা, ** ফেরা, * পাল্স, ক্যামো, চায়না, * এণ্টি-ক্রুড্, সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) ** আর্স, ক্রোটন-টি, কলোসি, ডিজি, হিপা, হাইয়স্, * নক্স ভ, আইরিস্-ভা, কেলি-বা, রেফে, হিপোমে, সাইলি; (৩) বেল্, * ব্রাই, এণ্টি-টা, ক্যাল্কে, সিনা, ক'কিউ, ইগ্নে, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ষ্ট্যাটা-মি * ফস্, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যানা।

৯। আহারের পরই তৎক্ষণাৎ বমন হয়—— ** আর্স, ইপিকা, * সিকে।

১০। আহারের পর ভুক্তদ্রব্য অম্বল হইয়া বমন হয——* ক্যাল্-কা, হিপা, কেলি-বা, ওলিয়েণ্ড্রা, পডো, * পাল্স, সাল্ফা।

১১। ভুক্তদ্রব্য কয়েক ঘণ্টা অন্তর বমন হইয়া যায়——* ক্রিয়েজো।

১২। চক্চকে তরল পদার্থ বমন——কেলি-বা।

১৩। পানীয় বস্তু পেটে যাইয়া গরম হইবামাত্র উঠিয়া যায়——**ফস্।

১৪। পানীয় পান করিবামাত্র উঠিয়া যায়——**আর্স, বিস্মাথ্, ক্রোটন-টি, জিঙ্ক্। **ইউপেটো-পারফো।

১৫। ভুক্ত পানীয় পদার্থ বমন——একোন, এণ্টি-ক্রুড্, * আর্স, হাইয়স, ইপিকা, * ফস্, *সাইলি, ভিরাট্, আর্ণি, বিস্মাথ্, সিনা, সেঙ্গু, স্পঞ্জি।

১৬। আপেক্ষিক গতি অর্থাৎ ঘোড়া, গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি আরোহণ করিয়া চলিলে যে গতি হয়, তদ্দরুণ বমন হইলে——আর্স, ককিউ, কল্চি, ফেরা, হাইয়স্, পিট্রো, এপো-মরফিন্, বেল্, ক্রোকা নক্স-ম, সিকেলী, সাইলি, ট্যাফি, সাল্ফা, ট্যাবেকাম্।

১৭। উদরপূর্ণ করিয়া আহার অথবা গুরুপাক দ্রব্য আহার হেতু বমন——(১) ইপিকা, পাল্স, (২) এণ্টি, ব্রাই, নক্স-ভ, সাল্ফার, (৩) আর্স, ব্রাই, ফেরা, হ্রাস্।

১৮। মাতালদিগের বমনে——(১) আর্স, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, (২) ক্যাল্কে, সাল্ফা।

১৯। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনে——(১) কার্বলিক-এসি, ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্ফা, (২) কোনা, ফেরা, পাল্স, সিপি, (৩) একোন, আর্স, আর্স, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ল্যাক্টিক্-এসি, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ফস্, পিট্রো, ভিরাট্।

২০। যদি কৃমি হেতু বমন হয়——(১) একোন, সিনা, ইপিকা, মার্ক, নক্স ভ, পাল্স, সাল্ফা, (২) বেল্, কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে।

২১। সূর্যোত্তাপ হেতু বমনে——গ্লোনইন্।

২২। পিত্ত বমন——(তাহা দেখিতে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বাদ তিক্ত)—(১) এণ্টি-ক্রুড্, ** ক্যামো, নক্স-ভ, (২) একোন, এপিস্, ** আর্স, বেল্, ** ব্রাই, *ইপিকা, কেলি-কা, *মার্ক, ফস্, *সিনা, *সিপি, ভিরেট্রা; (৩) আর্ণি, ক্যানা, চায়না, ** ইউপেটো-পার্ফো, কলোসি, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ড্রসি, ইগ্নে, জ্যাট্রোফা, ** ন্যাট্রা-মি, কেলি-বাই, ল্যাকে, লাইকো, পডো, পিট্রো, * পাল্স, র‍্যাফেনা, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, * ভিরেট্রা-ভি, খুজা।

২৩। তিক্তস্বাদযুক্ত বমন——এণ্টিক্রুড্, এপিস্, ব্রাই, কল্চি, গ্র্যাফি, কেলি-বাই, পাল্স, সেঙ্গু, ইউপেটো-পার্ফো।

২৪। বমনের গন্ধ ও স্বাদ অম্ল——(১) *এণ্টিক্রুড্, এপিস্, কেলি কা, * ক্যাল্-কার্ব, * পাল্স, সাল্ফা, ক্যামো, * চায়না, * আইরিস্-ভা, নক্স-ভ, ** লাইকো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, পডো, ** ফস্, *বোভি, ফস্-এসি, (২) আর্স, বেল্, ফেরা, ইপিকা, সাল্ফ-এসি, এণ্টি-টার্ট, সাল্ফা।

২৫। বমনে মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ——(১) আর্স, * পাল্স, ইউফরবি, ইপিকা, (২) বেল্, ড্রসি, নক্স-ভ, সাল্ফা, (৩) একোন, এণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্কে, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্কা, কেলি-বাই, ওলিয়েণ্ড্রা, সিকেলী, (৪) ক্যামো, চায়না, সিনা, কোনা, গুয়াই, হিপার, হাইয়স্, ইগ্নে, মার্ক, ভিরাট্, (৫) ইউপেটো-পার্ফো, আইরিস্-ভা, সেঙ্গু।

২৬। জলবৎ বমন——(১) * আর্স, বেল্, এলষ্টোন, ** ব্রাই, ইপিকা,

(২) বিস্মাথ্, চায়না, ক্রোটন-টি, কুপ্রা, ** কষ্টি, ইউফর্বি, গ্র্যাটি, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, সেঙ্গু, সিকেলী, সাল্ফা, ট্যাবেকা, টার্টার-এমিটিক্; (৩) আর্নি, নক্স-ভ, পাল্স।

২৭। জলবৎ বমন, তাহাতে চর্ব্বির ন্যায় খণ্ড খণ্ড পদার্থ দেখা যায়——হিপোমে।

২৮। শরীর সঞ্চালন করিলেই বমন—— * আর্স, ব্রাই, নক্স-ভ, পিট্রো, * ভিরাট্।

২৯। বমন ও তৎসঙ্গে উদরাময়——(১) * আর্স, বেল্, কলোসি, * কুপ্রা, ডাল্কা, ইপিকা, ফস্, * পাল্স, * ভিরেট্রা, (২) এপোসাই, আইরিস্-ভা।

৩০। বমন ফেনাযুক্ত——ইথুজা, ক্রোটন-টি, টার্টার-এমিটিক্, *ভিরাট্।

৩১। ,, ফেনাযুক্ত দুগ্ধের ন্যায় সাদা——ইথুজা।

৩২। ,, পীতবর্ণ——গ্রেটিওলা।

৩৩। ,, ঈষৎ হরিৎবর্ণ——ইথুজা, এণ্টিক্রুড্, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, কলোসি, ডিজি, হিপা, হিপোমে, জ্যাট্রোফা, ওলিয়েণ্ড্রা, * সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, টার্টার-এমিটিক্।

৩৪। ,, উষ্ণ বোধ হয়——পডো।

৩৫। দুগ্ধ বমন——ইথুজা,আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাল্কে-ফস, আর্নি।

৩৬। দুগ্ধ দধির ন্যায় জমাট হইয়া বমন——ইথুজা, ** এণ্টি-ক্রুড্, *ক্যাল-কার্ব।

৩৭। দুগ্ধ জমাট বড় বড় চাপ চাপ হইয়া বমন——** ইথুজা।

৩৮। দুগ্ধ ও মাতার স্তন্য বমন——*সাইলি।

৩৯। দুগ্ধ অম্ল হইয়া বমন——* ক্যাল্-কার্ব।

৪০। শ্লেষ্মা (মিউকাস্) অণ্ডলালের ন্যায় হইয়া বমন——*জ্যাট্রোফা।

৪১। ,, দুর্গন্ধময়, বমন——ইপিকা, *সিকেলী।

৪২। ,, ফেনাযুক্ত, বমন——পডো, এণ্টি-টার্ট।

৪৩। ,, সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট বমন——ইথুজা, আর্স, ব্রাই, * ইপিকা, পডো, ভিরাট।

৪৪। শ্লেষ্মা অর্থাৎ মিউকাস্ জেলির ন্যায়, বমন——* ইপিকা।

৪৫। ,, আঠার ন্যায় হইয়া বমন——আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ডাল্কা, কেলি-বাই।

৪৬। ,, হরিদ্রাভ বমন——আর্স, ব্রাই, কল্চি, ইপিকা, ভিরাট্।

৪৭। তৈলের ন্যায় পদার্থ বমন——ইথুজা, নক্স-ভ।

৪৮। জলীয়ভাগ না উঠিয়া কেবল মাত্র খাদ্যের অতরল পদার্থ সমস্ত বমন হইয়া যায়——* ব্যাপ্টিসিয়া।

৪৯। কেবল মাত্র জলীয় ভাগ বমন হইয়া খাদ্যের অতরল ভাগ পেটে থাকে——* বিস্মাথ্।

৫০। আহারের পর বমন বৃদ্ধি——(১) আর্স, * ফেরা, * ইপিকা, ক্রিয়েজো, নক্স-ভ, পাল্স, * সাল্ফা, ভিরাট্; (২) একোন, আর্ণি, হাইয়স্, ন্যাট্রা-মি।

৫১। বমন প্রত্যহ প্রাতঃকালে——(১) ড্রসি, আর্স, * নক্স-ভ, * ভিরাট্; (২) হিপার, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সাইলি।

৫২। ,, রাত্রে——আর্স, চায়না, ফেরা, নক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা।

৫৩। ,, মদ্যাদি সেবনের পর——(১) আর্স, চায়না, ফেরা, ভিরাট্; (২) একোন্, আর্ণি, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, পাল্স্, সাইলি।

৫৪। ,, প্রথমে মিউকাস্ ও পরে পিত্ত——ভিরাট্।

৫৫। ,, ,, মিউকাস্ ও পরে ভুক্তপদার্থ——আর্স, ওলিয়েণ্ড্া।

৫৬। ,, ,, খাদ্য, পরে পিত্ত——ন্যাট্রা-মি, ফস, জিঙ্ক্।

৫৭। ,, ,, খাদ্য ও পরে মিউকাস্——ড্রসি, নক্স-ভ, সিলিনি।

৫৮। ,, ,, খাদ্য ও পরে জলীয়ভাগ——ফেরা, পাল্স।

৫৯। ,, ,, জলীয় ও পরে খাদ্য——ইপিকা, ম্যাগে, নক্স-ভ, সাল্ফা।

৬০। ,, তিক্ত ও লবণাক্ত——সাইলি।

৬১। ,, তিক্ত ও অম্ল——টার্টা, ইপিকা, পাল্স।

৬২। ,, চাপ চাপ রক্ত——আর্ণি, কষ্টি।

৬৩। ,, কটা বং বিশিষ্ট——আর্স, বিস্মাথ্, ফস, মেজি।

৬৪। বমন দুর্গন্ধ——ব্রাই, ককিউ, নক্স-ভ, কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো।

৬৫। ,, কেবল মাত্র অতরল পদার্থ——আর্স, ব্রাই, কুপ্রা, ফস্, পাল্স, সাল্ফা, ভিরাট্।

৬৬। ,, কেবল মাত্র তরল পদার্থ——আর্স, ডাল্কা, মার্ক-কর, সাইলি।

৬৭। ,, লবণযুক্ত পদার্থ——আইয়ড্, ম্যাগ্নে, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৬৮। বমন মিষ্ট পদার্থ——ক্যাল্কে, ক্রিয়েজো, প্লাম্বা।

৬৯। ,, কেবল মাত্র জল—বিস্মাথ্।

৭০। অনবরত ওয়াক্ পাড়া——ব্যারাইটা-মি।

৭১। ,, পচা ডিম্বের ন্যায় ও তদ্গন্ধবৎ উদ্গার উঠে——**আর্ণি, ব্রোমি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, ম্যাগ্নে-সাল্ফ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যানা, ভ্যালি।

৭২। ,, ন্যক্কারভাব অথচ তৎসহ বমন নাই——বেল্।

৭৩। গর্ভাবস্থায় রুটী খাইতে বমনভাব——সিপি।

৭৪। হঠাৎ বমন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে——একোন্, আর্ণি, * ইথু, আর্স, ক্যাম্বো, ব্রাই, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ভিরেট্রা।

৭৫। অত্যন্ত বেগের সহিত বমন——বিস্মাথ্।

৭৬। মাথা উঠাইলেই বমন——সিকুটা।

৭৭। আহারের চিন্তা করা মাত্র বমন——সিপি, ড্রসি।

৭৮। খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাত্র বমন——কল্চি।

৭৯। মাতালদের বমনে——নক্স-ভ।

৮০। ফেনাযুক্ত বমন ও তৎসঙ্গে নাড়ীর সবিরাম গতি——ভিরেট্রাম্-এল্ব।

——০০০০——

বমনেচ্ছা বা ন্যক্কার।

১। বমনেচ্ছা——(১) *আর্জেণ্টা-নাইট্রা, *আর্স, *কল্‌চি, *কলোসি, চায়না, * ক্রোটন্-টি, ** ইপিকা, * হ্রাস্‌, স্তাবাডি, সিকেলি, *সাল্‌ফা, *ট্যাবেকাম্‌, * এণ্টি-টার্ট, ইউপেটো-পারফো * ভিরাট্‌, জিঙ্ক; (২) এপিস্‌, আর্ণি, ইগ্নে, ব্যাপ্‌টি, বেল্‌ বিস্‌মাথ্‌, * ইলাট, * কার্ব-ভ, বোভি, ব্রোমি, ক্যাম্ফ, ককিউ, কোনা সাইক্লা, ডিজি, ডাল্‌কা গ্র্যাটি, গাম্বি-গাটি, হিপা, আইরিস্‌-ভা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, জ্যালাপা, লেপটাণ্ড্রা, * লাইকো, মার্ক-ভাই, মিউর এসি, * ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ম, নক্‌স-ভ, ওলিয়েণ্ড্রা, ওপি, প্ল্যাণ্টেগো, * পাল্‌স, প্লাম্বা, ফস্‌, পডো, রুমে, সার্সা, * সাইলি, সিনা, সিপি।

২। জলপানের পর ন্যক্কার——*আর্স, আর্ণি, *ইউপেটো-পারফো।

৩। জল খাইলে বমনেচ্ছা নিবারণ হয়——লোবি।

৪। বমনেচ্ছা অথচ গলা চাপিয়া ধরে (ওয়াক পাড়া)——**বিস্‌মাথ্‌ **কলোসি, এসারাম্‌, আর্স, ক্রোটন্‌, হেলে, বেল্‌, ইগ্নে, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, * ক্রিয়েজো, ইপিকা, * পডো * সিকেলী * এণ্টি-টার্ট।

৫। সদ্য মাংস আহারের পর বমনেচ্ছা——*কষ্টি।

৬। বমনেচ্ছা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে যায়—— -ওপাণ্ট।

৭। উঠিয়া দাঁড়াইলে বমন ইচ্ছা হয়——*পিক্রি-এসি, **ব্রাই।

৮। খাদ্য বস্তু দৃষ্টিমাত্র বমন ইচ্ছা——* আর্স, **কল্‌চি।

৯। খাদ্যদ্রব্য, ব্রথ, ডিম্ব, চর্ব্বি, মৎস্য ইহাদের গন্ধে বমন ইচ্ছা—— ** কল্‌চি।

১০। আপন মুখের থুথু গলাধঃকরণ করিলে বমন ইচ্ছা——**কল্‌চি।

১১। বমনেব আনুষঙ্গিক চিকিৎসা——মস্তিষ্কের কন্‌জেচ্‌শন্ বা উত্তেজনা অবস্থা হেতু বমনে মস্তকে শীতল জলের পটী কিম্বা বরফ ব্যবহার করিলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বমন নিবারণার্থ পাকস্থলীর উপর মাষ্টার্ড প্লাষ্টার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনেক সময় কোল্ডকম্প্রেস্‌ পাকস্থলীর উপর রাখিলে উপকার হয়। একখান নেকড়া

ভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পাকস্থলীর উপর রাখিয়া তদুপরি একখান কচি কলাপাতা দিয়া পরে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা তাহা বান্ধিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট কোল্ডকম্প্রেস্ হয়। অনেক সময় বরফ খাইতে দিলে বমনের উপকার হয়। অন্যান্য পথ্য বমন হইয়া উঠিয়া গেলে মুড়ি ভিজান জল কিম্বা চিড়ার কাথ ইত্যাদি খাইলে পেটে থাকে।

—:*:—

ক্ষুধা
ও
আহারের ইচ্ছা।

(Appetite.)

১। অত্যন্ত ক্ষুধা——*ব্যারা-কার্ব, *ক্যাল্-কার্ব, ক্যাল্-ফস্, কলোসি, আইয়ড্. লাইকো, * মার্ক-ভ, ম্যাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্-এসি, * সোরি, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, ** সাল্ফা, ভিরাট, * সিনা।

২। " " বমনের পর—ওলিয়েণ্ড্রা।

৩। " " ১০টা হইতে ১১টা বেলা পর্যন্ত——**সাল্ফা, জিঙ্ক্।

৪। " " তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা (তৃপ্তিমত আহার না করিলে)——ফস্।

৫। " " কুইনাইন সেবনের পর——*নক্স-ভ, ফস্, ষ্ট্যাফি।

৬। " " খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না——এণ্টি-ক্রুড্।

৭। " " খামখেয়ালীযুক্ত (কখন আছে কখন নাই)——*সিনা।

৮। " " একবার বমন করার সময় হইতে অন্যবারের বমন পর্য্যন্ত—*ভিরাট্।

৯। " " সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা——কার্ব-এনি, ** মিনিয়াস্থি, পিট্রো, *ভিরাট্** (ক্যাল্-কা, চায়না, সিনা, আইয়ড্, লাইকো, নক্স-ভ, সাইলি, ভিরাট্)।

১০। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও তৃষ্ণা——প্সাইজি।

১১। ,, ,, কিন্তু আহারে অনিচ্ছা——*সোরি, ** হ্রাস, **ন্যাট্রা-মি, **ওপি।

১২। ,, ,, কিন্তু খাইতে পারে না—ব্যারাইটা।

১৩। ,, ,, কিন্তু মস্তকে বেদনা (যদি সে আহার না করে)——* লাইকো।

১৪। খাইতে ইচ্ছা, অম্ল দ্রব্য——(১) এলাম্, ** (একোন, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, আর্স, বোরা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, হিপা, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, ফস্. পাল্স, স্যাবাইনা, সিলা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সিকেলী, সাল্ফা, ভিরাট্), (২) সিনা, সিষ্টাস্, কিউবেব্, ডিজি, ম্যাগ্নে, পডো, সোরি।

১৫। ,, আতা——এলোজ, ** এণ্টি-টার্ট।

১৬। ,, বিয়ার অথবা অন্য কোন প্রকার মদ্য—এলো, কেলি-বাই, মার্ক-কব, পাল্স, সাল্ফা, হ্রাস্, কেলি-বা।

১৭। ,, তিক্ত দ্রব্য——ডিজি, ** ন্যাট্রা-মি।

১৮। ,, কাফি কিন্তু ইহাতে বমনোদ্রেক হইতে থাকে——ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, কোনা।

১৯। ,, শীতল পানীয়——*ডাল্কা ** ফস্, সাইলি, *ভিরাট্।

২০। ,, শীতল খাদ্য অথবা পানীয়——আর্স, বেল্, ব্রাই **ফস্, হ্রাস্, সাইলি, টার্টার-এমি, *ভিরাট্।

২১। ,, শীতল খাদ্য——*ফস্, ** ভিরাট্।

২২। ,, শীতল দুগ্ধ—**হ্রাস্, চেলি।

২৩। ,, শীতল জল—হ্রাস্, *ভিরাট্, *আর্স।

২৪। ,, শীতল ফল——**ভিরাট্, চায়না, কিউবেব্, ম্যাগ্নে-কা, এণ্টি-টার্ট।

২৫। ,, ফলের যূষ—**ভিরাট।

২৬। ,, সরস ফল——এণ্টি-টার্ট, *ফস্-এসি, পাল্স ** ভিরাট্, এলোজ।

২৭। ,, প্রত্যেক বস্তুই শীতল অবস্থায়——ফস্, ** ভিরাট্ * সাইলি।

২৮। খাইতে ইচ্ছা সরস ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য——*ফস্-এসি, পাল্স, **ভিরাট্।

২৯। ,, লেমনেড্——ইউপে-পারপি. *সিকেলী, সাইক্লা, পাল্স।

৩০। ,, বরফে জমাট করা দুগ্ধের সর (কুল্পি)——ইউপে-পার্ফো, হ্রাস।

৩১। ,, বরফ দেওয়া জল——*ফস, হ্রাস্, **ভিরাট্।

৩২। ,, কিন্তু খাইতে দিলে খায়না——ব্রাই।

৩৩। ,, ব্রাণ্ডি নামক মদ্য——আর্স, নক্স-ভ, কিউবেব্, সাল্ফা।

৩৪। ,, রুটি——কিউবেব্, গ্র্যাটি।

৩৫। ,, মাখন——মার্ক-ভ।

৩৬। ,, চাখড়ি——নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ।

৩৭। ,, অঙ্গার——এলুমি, সিকুটা।

৩৮। ,, লবঙ্গ——এলুমি।

৩৯। ,, মসলা——*হিপা।

৪০। ,, মৃত্তিকা——* এলুমি, নাইট্রি-এসি।

৪১। ,, ডিম্ব——ক্যাল্-কা।

৪২। ,, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য——নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ।

৪৩। ,, ইলিশ্ ইত্যাদি মৎস্য——নাইট্রি-এসি।

৪৪। ,, গরম পানীয় * চেলি, কুপ্রা।

৪৫। ,, বদ্হজ্মি পদার্থ—— -এলুমি।

৪৬। ,, বাদাম——কিউবেব্।

৪৭। ,, পেঁযাজ——কিউবেব্।

৪৮। ,, কমলা লেবু——কিউবেব্।

৪৯। ,, ঝিনুক——ল্যাকে, *ন্যাট্রা-মি, হ্রাস্।

৫০। ,, পরিষ্কার নেকড়া——এলুমি।

৫১। ,, শুষ্ক চাউল——এলুমি।

৫২। ,, মেজাজ্ ঠাণ্ডাকারক কোন বস্তু——ফস্-এসি।

৫৩। ,, লবণ——ন্যাট্রা-মি।

৫৪। খাইতে ইচ্ছা লবণযুক্ত আহারীয় সামগ্রী——ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস, কোনা, ন্যাট্রা-মি।

৫৫। ,, মসলাসংযুক্ত পদার্থ সকল——ফ্লুওর-এসি, হিপা।

৫৬। ,, স্পিরিট্——আর্নি, আর্স, কুপ্রা, পাল্স।

৫৭। ,, ষ্টার্চ নামক পদার্থ (এরারুট ইত্যাদি) এলুমি, নাইট্রি-এসি।

৫৮। ,, চিনি——**আর্জেণ্ট-না, কেলি-কা।

৫৯। ,, অন্যান্য মিষ্ট পদার্থ——ক্যাল্কা, ইপিকা, লাইকো, স্যাবাডি, সাল্ফা, আর্জেণ্ট-না।

৬০। ,, চা——হিপা।

৬১। ,, উষ্ণ খাদ্য——কুপ্রা।

৬২। ,, মদ্য——ব্রাই, ক্যাল্-কা, চেলি, চায়না, কিউবেব্, হিপা, ল্যাকে।

৬৩। অনিবার্য্য স্পৃহা অম্ল পদার্থে——এলাম্, এণ্টি-টা, কেলি-বা, ম্যাগ্নে-কা, কোনা, ভিজি।

৬৪। ,, ,, অম্ল পানীয়ে——** ইউপেটো-পার্ফো, * ম্যাগ্নে-কা।

৬৫। ,, ,, এল্কোহলে——*আর্নি, আর্স, *পাল্স।

৬৬। ,, ,, বিয়ার নামক মদ্যে——নক্স-ভ, * সাল্ফা।

৬৭। ,, ,, তিক্ত পদার্থে——ন্যাট্রা-মি।

৬৮। ,, ,, ব্রাণ্ডি মদ্যে——নক্স-ভ, সাল্ফা।

৬৯। ,, ,, চাখড়ি, কয়লা, কাফি চূর্ণ, পরিষ্কৃত নেকড়া ইত্যাদি জন্য——এলুমি।

৭০। ,, ,, সুখাদ্য পদার্থ জন্য——ইপিকা।

৭১। ,, ,, চর্ব্বিতে——নাইট্রি-এসি।

৭২। ,, ,, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে——নক্স-ভ।

৭৩। ,, ,, মাংস আহারে——**ক্যাম্ফা, ম্যাগ্নে-কা, **মিনিয়েন্থ।

৭৪। ,, ,, দুগ্ধে (যাহা খাইলে অপকার দেয় না) এপিস্, চেলিডো।

৭৫। ,, ,, দুগ্ধে (যাহা সহ্য হয় না)——কার্ব-ভ।

৭৬। অনিবার্য্য স্পৃহা ঝিনুক খাইতে (সহ্য হয় না)——**লাইকো।

৭৭। ,, ,, লবণে——ক্যাল্-কা, **ন্যাট্রা-মি।

৭৮। ,, ,, স্পিরিটযুক্ত মদ্যে——ওপি, পাল্স।

৭৯। ,, ,, উত্তেজক পদার্থে——পাল্স।

৮০। ,, ,, মিষ্ট দ্রব্যে——ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, সাল্ফা।

অরুচি।

১। অরুচি——যদিচ ইহা সামান্য লক্ষণ বটে, তথাপি কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে চিকিৎসা না করিলেই হইতে পারে না :—(১) এণ্টি, আর্ণি, ক্যাক্টা, চেলোন্, চায়না, হিপা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফা ; (২) ব্যাবাই, ব্রাই, ক্যাল্কে, সিমিসিফিউ, সাইক্লামে, জেলস্, হেলোনি, হাইড্রাষ্ট্, আইরিস্, লোবে, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাইলি ; (৩) আর্স, বেল, ক্যাম্ফা, সিকিউ, ককিউ, কমোক্ল্যাডি, কোনা, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী, সেম্বু এই সমস্ত ঔষধ এ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

২। ,, পাকস্থলীর কোন অসুখ হেতু——(১) এণ্টি, ক্যাক্টা, চেলোন্, সাইক্ল্যা, জিম্নক্লেডাস্, সাল্ফা ; (২) চায়না, আইরিস্, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাইলি।

৩। ,, তৎসঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা——(১) ক্যাক্টা, চায়না, সিমি-সিফিউ, ইউপেটো, হেলে, ন্যাট্রা-মিউ, হ্রাস্ ; (২) ব্রাই, ক্যাল্কে, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, সাইলি ; (৩) আর্স, ডাল্কা, ব্যারাই, ম্যাগ্নে-মিউ, সাল্ফ-এসি।

৪। ,, এবং তৎসঙ্গে আহারে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা——ইপিকা, পাল্স, হ্রাস্, ককিউ, আর্ণি, চায়না, ইগ্নে, নক্স-ভ, একোন্, আর্স, * কল্চি, ক্যাম্ফা, বেল্, কমোক্ল্যাডি, ল্যাকে, লোবে, মিউর-এসি, ওপি, ক্যামো, সিপি, সাইলি, ব্রাই, সিকেলী।

৫। অরুচি রন্ধনকরা খাদ্য দ্রব্যে——গ্র্যাফা, পিট্রো, ইগ্নে।

৬। ,, গরম সিদ্ধ করা খাদ্যে——লাইকো, পিট্রো, সাইলি।

৭। ,, গরম খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে——ব্রাই, কল্‌চি।

৮। ,, গরম খাদ্য বস্তুতে——পিট্রো, ** ভিবাট্।

৯। ,, খাদ্য বস্তু দর্শনে এবং ঘ্রাণ গ্রহণে অধিকতর——কল্‌চি।

১০। ,, ফলাদিতে——ব্যাবাই-কা।

১১। ,, বিয়াব নামক মদ্য বিশেষে——(১) বেল্, চায়না, ককিউ, নক্স-ভ, (২) ক্যামো, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ফেরা।

১২। ,, ব্রাণ্ডিতে ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ মদ্যে——ইগ্নে, হ্রাস্, হিপোমে।

১৩। ,, অন্যান্য প্রকাব সাধাবণ মদ্যে——ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, স্যাবাডি।

১৪। ,, জলে——বেল, চায়না, ** নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, হাইড্রোফাবিন্, পাল্‌স।

১৫। ,, দুগ্ধে——বেল্, ব্রাই, এন্টি-টা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-কা, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, ম্যাগ্নে-কা।

১৬। ,, দুগ্ধে (তাহা খাইলে পেটফাঁপে)——কার্ব-ভ, পাল্‌স।

১৭। ,, মাতৃদুগ্ধে—— * সাইলি।

১৮। ,, কাফি খাইতে—— বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, লিলি-টি, ** নক্স-ভ, হ্রাস্, *স্যাবাডি, ফ্লু ওর-এসি।

১৯। ,, সাধারণ তরল পদার্থে বা পানীয় দ্রব্যসমূহে——(১) বেল, ক্যাম্ফা, হাইয়স্, নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ককিউ, স্ট্যাফি, (২) ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ।

২০। ,, সকল প্রকার রুটিতেই——কোনা, * নাইট্রি-এসি, লাইকো, * ন্যাট্রা-মিউ * নক্স-ভ, ফস্-এসি, * কেলি-কার্ব, পাল্‌স, সাইক্ল্যামে, হিপোমে, লিলি-টি, লাইকো।

২১। ,, মাখনে——কার্ব-ভ, চায়না, মার্ক।

২২। ,, চর্ব্বি এবং চর্ব্বিযুক্ত বস্তুতে——ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, সিকেলী, সাইক্ল্যামে, হেলে, হিপা, ন্যাট্রা-মিউ, ** পাল্‌স, পিট্রো।

২৩। অরুচি মাংস এবং মাংসের ঝোলে——(১) মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * পাল্‌স, এলোজ, ইগ্নে, ফেরা, ** পিট্রো, সিকেলী, সাইলি, * সাল্‌ফা; (২) বেল্‌, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, * চেলিডো, কেলি-বা, *গ্র্যাফা, হ্রাস্‌ লাইকো, স্যাবাডি, সিপি, ** আর্নি, এলাম্‌।

২৪। অরুচি মৎস্যে——*গ্র্যাফা।

২৫। ,, শাক সব্‌জি ও তরকারীতে——হেলে, ম্যাগ্নে-কার্ব।

২৬। রন্ধনকরা দ্রব্য গরম গরম খাইতে——ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, সাইলি।

২৭। ,, অতরল পদার্থ খাইতে——(১) ব্রাই, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা; (২) ফেরা, মার্ক।

২৮। ,, অম্ল বস্তুতে——বেল্‌, **ককিউ, ফেরা, স্যাবাডি, সাল্‌ফা।

২৯। ,, মিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ চিনি সন্দেশাদিতে——আর্স, কষ্টি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌, গ্র্যাফা, ব্যারাইটা-কা।

৩০। ,, মিষ্ট দ্রব্যে এবং খাইলে সহ্য হয় না——**কষ্টি।

৩১। ,, লবণাক্ত পদার্থ খাইতে——* গ্র্যাফা, সিলিনি।

৩২। অরুচি পণীর নামক খাদ্যে——*চেলিডো, ওলিয়েণ্ড্রা।

৩৩। ,, কাফির গন্ধে——সাল্‌ফ-এসি।

৩৪। ,, ডিম্ব ভোজনে——ফেরা।

৩৫। ,, তামাকে——*ইগ্নে, লাইকো, **নক্স-ভ, গ্র্যাটি।

N. B. পাকস্থলীর অসুখ ও বমনেচ্ছা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে অরুচির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে; সুতরাং ঐ সমস্ত পীড়ায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহাও অরুচির জন্য ফলোপদায়ক।

পিপাসা।

(Thirst)

১। ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিকী, তৃষ্ণাও সেইরূপ। যদি আহার না কর তবে অবশ্যই তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইবে; আহার করিবা মাত্র ক্ষুধা তৃপ্তিলাভ করিবে। জলপিপাসাও সেইরূপ। যে পরিমাণ জল তোমার প্রয়োজন, সে পরিমাণ জল পান না করিলে 'স্বভাব, ক্লান্তি বোধ করিয়া তোমার নিকট পিপাসারূপে জল প্রার্থনা করে; তুমি জলপান করিবা মাত্র 'স্বভাব' পরিতৃপ্ত হয়। স্বভাবের এই প্রকার ক্লান্তি অথবা কিঞ্চিৎ অভাব হেতুই এতাদৃশ পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার পিপাসা স্বাভাবিকী কিন্তু কোন রোগজনিত নহে। পীড়াজনিত যে পিপাসা তাহা দমনার্থ তুমি বরফ দাও আর বহুল পরিমাণ শীতল জলই দাও, তাহাতে রোগীর তৃপ্তি নাই। বোধ হয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকিবে, দূষিত জ্বরে ও দারুণ ওলাউঠার অবস্থায় যখন রোগী জলতৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তখন তুমি বরফের নাম করিলে রোগী সানন্দে তোমার নিকট বরফ যাচঞা করিয়া লইবে; দুই চারিবার বরফ সেবন করিলে রোগী আর বরফে তৃপ্তিলাভ করে না। যদি তুমি জেদ করিয়া তাহার মুখে বরফ দাও তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং বরফ তোমার মুখপানে ছুড়িয়া মারিবে। এতাদৃশ অবস্থায় শীতল জলের কথাও সেইরূপ। রোগী ঘড়ায় ঘড়ায় জল পান করুক তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। জলপান করিতে করিতে পেট ঢাকের মত হইয়া উঠিল অথবা যে জল পান করিল সে জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া গেল, তবু রোগীর জলপানের আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না; আবার সে, জলের জন্য কাতরোক্তিতে যাচঞা করে। তুমি যতবারই কেন তাহাকে জল দাওনা, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইবে না। বরং এই প্রকার বহুপরিমাণ জলপানে বমন হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িবে, নাড়ী ক্ষীণ হইয়া যাইবে, অথবা অসাড় অবস্থায় রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং এই তৃষ্ণা নিবারণ করা "কণ্টে্‌বিয়া কণ্টে রিবাস্‌" সূত্র

অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মানুগামী চিকিৎসা-প্রণালীর সাধ্যায়ত্ত নহে। এ তোমার সামান্যজল-তৃষ্ণা নহে, এ "ব্যাধি-তৃষ্ণা," ইহাকে প্রশমিত করিতে মহাত্মা হ্যানিমানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রকৃত বাণ খুঁজিয়া লইবে। যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার তবে দেখিবে এই মহাতৃষ্ণা এক মাত্রা ঔষধ সেবন মাত্র অগ্নিতে জল পতনের ন্যায় শান্ত হইয়া যাইবে। ঔষধের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া কেবল মাত্র যে ২টী কি ৪টী রোগীতে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, এ বিষয় সম্বন্ধে একজন সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককেও জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে এ সম্বন্ধে শত রোগীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে।

এমন অবস্থাও দেখা যায় যে, রোগী জলতৃষ্ণায় অস্থির, কিন্তু এক বিন্দু জল-পান করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু মাত্রও পেটে থাকে না। তখন সুগার অব্ মিল্ক অথবা গ্লবিউল সংযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগজনিত তৃষ্ণার পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃততুল্য উপকারী।

২। পিপাসা অবিকারে—(১) * (একোন্, আর্জেন্ট-নাইট্রা, আর্স, ক্যাম্ফ, আর্সেনিকাম্-হাইড্রোজিনিসেটাম্, আর্সেনিকাম্-সালফিউরিকাম্-ফ্লেবাম্, ক্যান্থা, ফ্লুওর-এসি, হাইয়স, মার্ক-কর, পডো, ন্যাজা, থেরিডিয়ান্, থুজা, জিঙ্ক্); (২) ক্যাল্-কার্ব, কোনা, চায়না, ড্রসি, গ্রাফা, হিপা, *কেলি-নাইট্রা, ওলিয়েণ্ড্রা, মিউর-এসি, সিকে, সিপি, ভিরেট্রাম্।

৩। অত্যন্ত তৃষ্ণায়—বোভি, *কফি, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-আর্স, এসিড্-হাইড্রো, হাইয়স্, গ্র্যাটিওলা, কেলি-হাইড্রো, কেলি-কার্ব, প্লাম্বাম্-এসিটা, ফস্-এসি, নাইট্রি-এসি, জিঙ্ক্ অক্সাইড্, একোন্, এলষ্টোন্, *আর্ণি, * আর্স, বেল্, * ব্রাই, ক্যামো, চায়নি-সা, চায়না, ইলাট, *হিপা, ** ন্যাট্রা-মি।

৪। অনিবার্য্য পিপাসায়—এগার্, * আর্স, **একোন্, বেল্, ক্যাম্ফ্, ক্যামো, কুপ্রা-এসি, কেলি-ব্রো, ক্যান্থা, কল্চি, সাইক্ল্যা, *ডাল্কা, হাইয়স্, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, কিউবেব্, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক-আইয়ড্-রুবার, *জ্যাট্রো, সিকেলী, ফেরা, গ্র্যাটি, ন্যাট্রা-মি, *ওপি, পিট্রোল্, ফস্, ট্যাবেকা, থুজা, *ষ্ট্র্যামো, সোলেনাম্ নাইগ্রাম, *ভিরাট।

৫। পিপাসায় যেন অগ্নির ন্যায় জলিয়া যায়—এম্ব্রা, * আর্স, অবা, বেল্, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, * ক্রোটেলাস্, কুপ্রা, কেলি-বাই, লাইকো, *মার্ক-কর, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, নাইট্রি-এসি, ফস, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেণ্টুলা, জিঙ্কাম্, ভাইপেরা, এমোনি-কষ্টি, চায়নি-সাল্‌ফ।

৬। তৃষ্ণায় যেন দমবন্ধ হইয়া আইসে—আর্স।

৭। পিপাসায় শীতল জল সেবনেচ্ছা—এণ্টি-টার্ট্, *বেল্, বোভি, *ব্রাই ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো, * চায়না, কুপ্রাম্-এসিটা, ইউপেটো-পাবফো, আর্স, গ্লোনইন্, লোবি, মেজি, পিক্রি-এসি, পডো, ডিজি, পাল্‌স-পলিগো, জিঙ্ক্।

৮। বরফের জল খাইতে ইচ্ছা—এগাব্, বেঞ্জো-এসি, সিনা, স্থাণ্টো, ট্রিলিয়াম্।

৯। রাত্রিতে জল খাইতে ইচ্ছা—সিড্রন।

১০। ** আর্স, ** সিকেলী, ** ভিরেট্রাম্ ইত্যাদি ঔষধ প্রায়ই তৃষ্ণা অধিকারে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১১। তৃষ্ণা অথচ জলপানে অক্ষম—**সাইমেক্স।

১২। ,, ও অধিক পরিমাণে জলপান—*বিস্মাথ্, ষ্ট্র্যামো, *ভিরাট্।

১৩। ,, ও অনেক বিলম্বে অধিক পরিমাণে জলপান—**ব্রাই।*

১৪। ,, ও পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান—এপিস্, **আর্স, বেল্, চায়না, এণ্টি-টার্ট।

১৫। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় ভয়ানক পিপাসা—একোন্, এলষ্টোন্, * আর্নি, * আর্স, বেল্, * ব্রাই, ক্যামো, চায়নি-সা, চায়না, ইলাট, * হিপা, * হাইয়স্, ** ন্যাট্রা-মি।

১৬। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা হইলে——* একোন্, এইল্যান্থাস্, এণ্টিক্রুড্, * আর্নি, ** আর্স, ক্যান্নকে, * সিনা, কল্‌চি *বেল্, কোনা, ইউপেটো-পার্ফো, হাইয়স্, ইগে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, ফস্, *পাল্‌স্, *হ্রাস্-টক্স, সিপি স্পঞ্জি, সাল্‌ফা, * থুজা, এলষ্টোন্, এমোনি-কা, এমোনি-মি, এঙ্গাসটু, এপিস্, ব্যারাই, বোভি, * ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্ল্যাডি, ক্যাল্‌ক, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, * সিড্রন, *ক্যামো, *চায়নি সালফ, চায়না, *কফি, ক্রোকা, কুবাবি, ইলাট, *ইউপে-পার্পিউ, *হিপা, ইপিকা, লাইকো, *ম্যাগ্নে-কা,

**ন্যাট্রা-মি, * নক্স ভ, * পডো, * সোরি, *সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালিরি, ভিরাট্। (১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২৫, প্যারা দেখ)।

১৭। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ও তাহাতে অধিক পরিমাণ জলপানেচ্ছা—*একোন্, *এলষ্টোন্, ব্যাবাই, বেল্, ব্রাই, ** ন্যাট্রা-মি, (জল পানে এরূপ তৃষ্ণা উপশমিত হইলে ** ন্যাট্রা-মি)।

১৮। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা হইলে——**আর্স, **চায়না, *কফি, জেল্স, কেলি-নাইট্রা, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, পাল্স, থুজা, ভিরাট্, একোন্, এনাকা, ক্যাক্টা, * সিড্রন, * চায়নি-সা, কোনা, হিপা, আইয়ড্, মার্ক, **ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, হ্রাস্, সিকেলী, **ষ্ট্র্যামো, ট্যারাক্সে।

১৯। ঘর্ম্মের পর পিপাসায়——বেল্, বোভি, লাইকো, পাইলোকার্পি, দেওয়া হইয়া থাকে।

২০। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থার সঙ্গে তৃষ্ণা——কফি, থুজা। (১৮ প্যারা দেখ)।

২১। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা——একোন্, * এলাম্, এমোনি-মি, ** এপিস্, য্যাবানি, ** আর্ণি, * আর্স, বেল্, * ব্রাই, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ** ক্যাপ্সি, * কার্ব ভ, * চায়নি-সা, চায়না, ক্রোকা, কুরারি, ডাল্কা, ইলাট, ইল্যাপস, ** ইউপে-পারফো, * ইউপে-পারপি, ফেরা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ** ইগ্নে, কেলি-কা, কেলি-আইয়ড্, ল্যাকে, লরোসি, * লিডা, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কা, * ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্লান্টা, সোরি, পাল্স, * হ্রাস্, * সিকেলী, * সিপি, থুজা, ** ভিরাট্।

২২। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা—* এলাম্, *এপিস্, *আর্ণি, ** ব্রাই, ** ক্যাপ্সি, ** ইউপে-পারফো, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ** ইগ্নে, লিডা, মেজি, ** ন্যাট্রা-মি, পাল্স, হ্রাস্।

২৩। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু অধিক পরিমাণ জলপান করিলে উপশম বোধ——** ব্রাই, ** ন্যাট্রা-মি।

২৪। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান——* আর্স, চায়না, * ইউপে-পারফো।

২৫। বমনের পর তৃষ্ণা——ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্ *আর্স।

২৬। পর্য্যায়ক্রমে পিপাসা ও লালানিঃসরণ——কার্ব-ভ।

২৭। অত্যন্ত জল খায়——ন্যাট্রা-মি, প্ল্যাটী।

২৮। সর্ব্বদা তৃষ্ণা——ইথুজা, এমোনি-কার্ব, আইয়ড, মার্ক-সল, ফস্, * আর্স, বেল, ক্যাল্-কা, ক্যামো, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা।

২৯। সমস্ত দিন তৃষ্ণা——ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-কার্ব।

৩০। তৃষ্ণায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায় ও জিহ্বা শুষ্ক——মর্‌ফিয়া-এসিটা।

৩১। অত্যন্ত অনিবার্য্য, অগ্নির ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রতিরোধক তৃষ্ণা—তাহাতে পুনঃ পুনঃ জলপান করে, কিন্তু প্রত্যেকবারে অতি অল্প পরিমাণ জল খায়——আর্সেনিক।

৩২। অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত অনিবার্য্য পিপাসা, তাহাতে দম্‌বন্ধের ন্যায বোধ হয় অথচ জলপান করিতে অনিচ্ছা। একবিন্দু জলও পান করিতে পারে না——বেল।

৩৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা একেবারে তৃষ্ণারহিত——ফেরা-মিউ।

৩৪। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা, মুখস্বাদ জলবৎ। জল খাইতে ইচ্ছা বটে, কিন্তু জলপান জন্য গ্রাহ্য নাই——বেল্।

৩৫। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে মুখ শুষ্ক——বার্বেরিস্-ভাল্‌গেরিস্, ব্যারাইটা-কার্ব।

৩৬। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গলা শুষ্ক—কলোসিন্থ।

৩৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে ফেনার ন্যায লালা——লাইকো।

৩৮। স্প্যাজম্ বা আক্ষেপের সময অত্যন্ত তৃষ্ণা——সিকুটা।

৩৯। গলার অভ্যন্তরে তৃষ্ণা বোধ হয——কলোসিন্থ।

৪০। রজস্বলা অবস্থায় তৃষ্ণা——ম্যাগ্নে-সাল্‌ফ।

৪১। পাতলা বাহ্যি হওয়ার পর তৃষ্ণা——ম্যাগ্নে-কার্ব।

৪২। অনবরত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় ও মুখ শুষ্ক। কিছু গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা পারে না ও ঠেলিযা উঠিয়া যায় এবং তখন ক্লান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়ে——লাইকো।

৪৩। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু জল অথবা বিয়ার নামক মদ্য ভাল লাগে না——নক্স-ভ।

৪৪। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বর শুষ্ক——সেনিগা।

৪৫। জলপিপাসা ও তৎসঙ্গে হস্তের তালুতে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ——জিঙ্ক্-মেটা।

৪৬। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু ক্ষুধা নাই; জল পান করিতে ইচ্ছা নাই—সাইলি।

৪৭। সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণা——* ন্যাট্রা-মি, * ন্যাট্রা-সা।

৪৮। সন্ধ্যার পর অত্যন্ত তৃষ্ণা——স্পাইজি।

৪৯। একদিন পর একদিন তৃষ্ণা——টার্টার-এমিটিক্।

৫০। তৃষ্ণা জলপানেও নিবৃত্ত হয় না; অন্য কোন পানীয়ও পাকস্থলীতে অসুখদায়ক হয়——সাল্ফার।

৫১। মধ্যাহ্নের পর অত্যন্ত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও কঠিন মল——ন্যাট্রাম্-সাল্ফ।

৫২। গলা হইতে জিহ্বার অগ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক ও তৎসহ তৃষ্ণা; জলসেবনে বমনোদ্রেক হয়——পাল্স।

৫৩। প্রাতে জল পিপাসা——নাইট্রি-এসি, সিপি।

৫৪। প্রতিদিন প্রাতে জ্বরবোধ ও তৎসঙ্গে শুষ্ক মুখ——ন্যাট্রাম্-কার্ব।

৫৫। ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণাই প্রবল; তৎসঙ্গে অনবরত শীতভাব——মার্ক-সল্।

৫৬। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গলার ভিতর মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দিবারাত্রি অত্যন্ত তৃষ্ণা——ব্রাই।

৫৭। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা——আর্স।

৫৮। জ্বরের পূর্ব্বে হাইতোলার সময় তৃষ্ণা। তৎপরে উত্তাপ অবস্থায় অল্প তৃষ্ণা। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ নহে, কনীনিকা প্রায়ই প্রসারিত হয় না—আর্ণি।

৫৯। যদি জ্বরের সময় জলপান করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রস্রাব হইয়া বাহির হইয়া যায়, ঐ প্রস্রাব উষ্ণ এবং ঘোলা——সাইমেক্স।

৬০। জ্বরত্যাগ পাইলে তৃষ্ণা——সাইমেক্স।

৬১। অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং শুষ্ক জিহ্বা——ক্যামো।

৬২। ওষ্ঠদ্বয় রজনীতে শুষ্ক এবং তৃষ্ণা ব্যতীত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে——ক্যামো।

৬৩। দিনের বেলায় তৃষ্ণা এবং সন্ধ্যার সময় শীত——লিডা।

৬৪। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা কিন্তু উষ্ণাবস্থায় নহে——ইগে।

৬৫। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার সময় তৃষ্ণা ও প্রত্যেকবার জলপানের পর বমন করে। দ্ব্যাহিক জ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বরাত্রে শীত হইবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার পূর্ব্বে এবং সমকালে তৃষ্ণা——ইউপেটোরিয়াম্।

৬৬। রাত্রিতে তৃষ্ণা——এন্টি-ক্রু, ক্যাল্-কা, হ্রাস্।

৬৭। রাত্রিতে মুখ শুষ্ক এবং অত্যন্ত জলপান করিয়া থাকে——একোন্।

৬৮। রাত্রিতে তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু জল খাইতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে তৃষ্ণার পর ঘর্ম্ম। জল ও বিয়ার নামক মদ্য খাইতে ইচ্ছা——হ্রাস-টক্স।

৬৯। অনেকদিন পর্য্যন্ত পিপাসা নাই——সিপি।

৭০। অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া পরক্ষণেই ঘর্ম্ম হয়——ষ্ট্র্যামো।

৭১। সর্ব্বদাই জল খাইতে চায়। বরফের জল খাইতে ইচ্ছা। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা——মার্ক-সল্।

৭২। স্পিরিট্ সেবনে ইচ্ছা——পাল্স।

৭৩। শীতল পানীয় সেবনে ইচ্ছা——এগ্না, ডাল্কা, ইউফর্বি, লিডা।

৭৪। শীতল পানীয়, বিশেষ শীতল জলপানে ইচ্ছা——মার্ক-সল্।

৭৫। শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ ও গলদেশ শুষ্ক——কার্ব-এনি।

৭৬। সন্ধ্যার সময় শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে——বিস্মাথ্।

৭৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা, বিশেষ শীতল জল পান করিতে——ভিরাট্।

৭৮। শীতল পানীয় সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা বটে কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে——বেল্।

৭৯। জলপিপাসা ও জল খাইলে তাহা গড় গড় শব্দে নাবিতে থাকে—কুপ্রা, * লরোসি, থুজা।

৮০। বমনের পর তৃষ্ণা—ওলিয়েণ্ড্রা।

জলপানে অনিচ্ছা
বা
পিপাসার অভাব।

ইংরাজীতে ইহাকে "য়্যাডিপ্‌শিয়া" বলে।

১। এই অধিকারে—এগার্, এগ্‌নাস্, এমোনি-কার্ব, আর্স, এমোনি-মি, এণ্টি-টার্ট, বেল্, বোভি, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কোকা, * সাইক্লে, ফেরা, * জেল্‌স, হেমামি, হিপা, হাইড্রোফোবিন্, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-কর, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো, প্লাম্বা, পিট্রো, ফস্-এসি, ফস্, প্ল্যাটা, ** পাল্‌স, সার্সা, সিপি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা।

২। ** এপিস্, আর্জেণ্টা-না, আর্স, বেল, এণ্টি-ক্রুড্, ফেরা-এসিটাস্, এসিড্-হাইড্রোসি, লিডা, লাইকো, ন্যাট্রা-সাল্ফ, ** পাল্‌স, * সাইক্ল্যামে, সিপি, সার্সা, ট্যাবেকাম্, অনেকে এই কয়টা ঔষধ এই অধিকারে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন।

৩। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—* (এগ্নাস্‌টু, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-টা, এরানি, আর্স, বেল্, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব-এনি, সিড্রন, ক্যামো, সিমিসি, সিনা, চায়না, ককিউ, ড্রসি, জেল্‌স, ইপিকা, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, হ্রাস)।

৪। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে——ইথু,*এলাম্, *এণ্টি-টা, *এপিস্, এসাফি, ব্যরাইটা, বোভি, * ক্যাল্কে, * ক্যাম্ফ, * ক্যাপ্সি, কার্ব্-এনি, * কার্ব-ভ, * কষ্টি, * সিমিসি, * চায়না, ককিউ, সাইক্ল্যামে, ডিজি, * ড্রসি, * ফেরা, জেল্স, হেলে, * ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, *লিডা, মিনিয়াষ্থ, মিউর-এসি, নক্স-ম, ওপি, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাডি, * সেম্বু, **সিপি, স্পাইজি।

৫। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে——এপিস্, ব্যারাইটা, * ক্যাল্কে, * ক্যাপ্সি, কষ্টি, * সিমিসি, * সিনা, ইউপে-পারফো, হেলে, * ইগ্নে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, * নক্স-ভ, * সেম্বু, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

জলপানে অনিচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:—

এপিস্—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরকের প্রদাহ অর্থাৎ সেরিব্রো-স্পাইনেল্ মেনিঞ্জাইটিসে, ওভেরির শোথে, জলোদরী এবং গর্ভাবস্থায় পিপাসার অভাব। জ্বরের উষ্ণতাসহ তৃষ্ণাশূন্যতা। মুখ শুষ্ক।

আর্সেনিক—তৃষ্ণার অভাব অথবা তৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

বেল্—তৃষ্ণার অভাব। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত সত্ত্বেও সামান্য তৃষ্ণা। কোন পানীয় দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা নাই। কোন প্রকার পানীয় সেবন করা দূরে থাকুক, তাহাদের দৃশ্যও তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয় (ইহাকে ইংরাজিতে হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক বলিয়া থাকে)।

ফেরাম্-এসিটা—সম্পূর্ণ তৃষ্ণার অভাব। টক্ বস্তুতে অনিচ্ছা।

লিডাম্——সর্ব্বদাই তৃষ্ণার অভাব।

লাইকোপোডিয়াম্—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। পানীয় আহারের পর শিরোঘূর্ণন ও ন্যক্কার। গলনলী এমন আকুঞ্চিত বোধ হয় যে কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারেনা।

পাল্সেটিলা—কচিৎ তৃষ্ণা। যখন তৃষ্ণা পায় তখন সামান্য মাত্র

জলপান করে। জলপানে বমনেচ্ছা। পিপাসার অভাব, তৎসঙ্গে জিহ্বা আর্দ্র অথবা শুষ্ক।

সার্সাপেরিলা—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। আহারের বিষয় মনে করিলেও বিরক্তি জন্মে।

হাইড্রোসিয়েনিক্-এসিড্—পিপাসা নাই, তৎসঙ্গে শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত।

ক্যাম্ফোরা—পিপাসার অভাব অথবা অত্যন্ত পিপাসা।

পঞ্চম অধ্যায়।

হাইতোলা বা জৃম্ভণ।

১। এই অধিকারে——(১) * (ষ্ট্যাফি, টার্টার-এ, একোন, ইস্কিউ, এগার্, আর্জেণ্টা-নাই, ব্রোমি, ক্যামো, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টর, চায়না, লাইকো, মিনিয়াস্থি, নক্স-ভ, ফস্, ফাইজো, পাল্স, ভিরাট্,) (২) ক্যাক্টা, ইলাট, প্ল্যাণ্টে পডো, বেল্, ডিজি, হাইয়স্, হিপা, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্ট্, মার্কসল, সিনা, এমোনি-কার্ব, চায়নি-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, আর্স প্রধান ঔষধ।

২। জৃম্ভণ, তৎসঙ্গে তন্দ্রা——ক্যাম্ফর।

৩। ,, ,, হস্তপদ প্রসারিত করা——আর্স, কষ্টি, চায়না, গুয়াই।

৪। ,, ,, শীতবোধ——ক্রিয়েজো।

৫। ,, অত্যন্ত কষ্টদায়ক এমন কি তদ্ধেতু অশ্রুবারি পড়িতে থাকে——ষ্ট্যাফি, ফস্-এসি।

৬। ,, ও কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ—ভিরাট্।

৭। ,, পরে দুর্ব্বলতা——নক্স-ভ, ভিরাট্।

৮। ,, হইতে কাশির উদ্ভব——নক্স-ভ।

৯। জৃম্ভণ অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে বামকর্ণে কট্ কট্ করিয়া বেদনা——ককিউ।

১০। ,, সামান্যরূপ (দীর্ঘ জৃম্ভণ লইতে অক্ষম)——ককিউ।

১১। ,, ও তৎসঙ্গে একটু ন্যকার ভাবের না'য হয়——বেল।

১২। ,, তৎসঙ্গে চক্ষে জল ও হস্তপদ প্রসারিত হয়——বেল্।

১৩। ,, ,, বক্ষঃস্থলে বেদনাবোধ——হিপা।

১৪। ,, ,, কম্প——হাইড্রোসি-এসি।

১৫। ,, আহার ও নিদ্রার পরে, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে——ইগ্নে।

১৬। ,, ও মস্তকে চাপবোধ এবং দুর্ব্বলতা ও চক্ষু জলপূর্ণ——ক্রিয়েজো।

১৭। ,, ও তৎসঙ্গে শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া রোমাঞ্চ হয়——লবোসি, ওলিয়েণ্ড্রা।

১৮। ,, সহ ঘাড়ীর সংযোগস্থলে বেদনা——ওপি, হ্রাস।

১৯। ,, আহারের পূর্ব্বে——মার্ক-সল্।

২০। ,, ও তৎসহ হস্তদ্বয় প্রসারিত——রুটা।

২১। ,, জ্বর আসিবার পূর্ব্বভাগে——ইস্কিউ, এণ্টি-টা, আর্ণি, আর্স, ইলাট, * ইউপেটো-পাব্ফো, চায়না, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, হ্রাস্।

২২। ,, জ্বরের শীতাবস্থায়——আর্স, ব্রাই, কেলাডি, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সিমিসি, * সিনা, ** ইলাট, ** ইউপেটো-পাব্ফো, * গ্যাম্বো, কোবাল্ট, লরোসি, লাইকো, ম্যাবাম্, * মিনিয়াস্থি, *মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, মিউরেক্স, **ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সা, * ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, *পলিপো, সাইলি, থুজা।

২৩। ,, জ্বরের উষ্ণাবস্থায়——ইস্কিউ, ক্যালকে, ** চায়নি-সা, সিনা, কেলি-কা **হ্রাস্, স্যাবাডি।

২৪। ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়——কষ্টি।

হিক্কা।

(Hiccup)

১। ইংরাজীতে হিক্কাকে হিক্কাপ্ বলে——ডায়েফ্রাম্ নামক মাংস-পেশীর হঠাৎ সংকোচন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গ্লটিসের আকুঞ্চন হইয়া হিক্কার উৎপত্তি হয়। প্রায়ই ইহা কোন গুরুতর পীড়ার বিপদজনক অবস্থার পূর্ব্ব-লক্ষণ বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় নিদান শাস্ত্রে উক্ত আছে, "যমস্য ভগিনী হিক্কা ন নিত্যা ন নিবর্ত্ততে।" উৎকট আমাশয়, ওলাউঠা কিম্বা উদরাময়ের সঙ্গে অনেক সময় হিক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন এই হিক্কাকে একটী গুরুতর উপসর্গ জানিবে। সুচিকিৎসক মাত্রেই বিশেষ মনোযোগসহ এই হিক্কা নিবারণ জন্য যত্নশীল হইবেন।

পরিপাকযন্ত্রসমূহের প্রদাহ অথবা উত্তেজনা হেতু, কখনও হিষ্টিরিয়া রোগ জন্য, কখনও বা আপনি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এই লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত শিশুদের প্রায়ই ঘন ঘন হিক্কা হইয়া থাকে, সে হিক্কায় কোন ভয়ের কারণ নাই। গৃহিণীরা এই হিক্কাকে শিশুর "পেটবাড়া" অর্থাৎ উদর বর্দ্ধিত হওয়ার লক্ষণবিশেষ বলিয়া থাকেন। উৎকট রোগে পুনঃ পুনঃ হিক্কার দরুণ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং নাড়ী বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, এই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশেও বেদনা অনুভূত হয়। সুতরাং হিক্কা যে একটী গুরুতর বিষয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় ইহার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ রহিয়াছে।

২। হিক্কা অধিকারে——* (একোন, * আর্স, * এগার, এমোনি-কার্ব, এমিল-নাইট্রাইট, বেল, ব্রাই, বিস্মাথ, * কফি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, * ককিউ, ক্রোটন, * ক্রিয়েজো, কুপ্রা, জেল্স, গ্র্যাফা, * হাইয়স, * ডায়োস্কো, * ড্রসি, ট্যাবাকম, * ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ইথু, মস্কাস, * ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম, * নক্স-ভ, নক্স-ম, পাল্স, রুটা, সিকুটা, সাল্ফ-এসি, সিপি, সাইলি, * স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, * ভিরাট-এল্ব, * ভিরাট-ভি,)

(২) ওলিয়াম্-ক্যাজুপুটী, পাইলোকার্পাস, ব্যবহৃত হয়। এই ২য় নম্বরস্থ ঔষধনিচয় ডাং হেল ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

৩। ডাং জার ও হেম্পেল নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় হিক্কা অধিকারের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন——(১) এসিড্-সাল্ফ, এগার, এমোনি-মি, এনাকা, এঙ্গুস্টু-রা, এণ্টিক্রুড্, আর্জেন্টাম্, এসারাম্, ব্যারাইটা-কার্ব, বার্বেরিস-ভা, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাষ্টোরিয়াম্, চেলিডো, সিনা, কল্চি, কলোসি, কোনা, কুপ্রা-মেটা, ড্রসি, ইউক্রেসিয়া, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি-বাই, লবোসি, লিডা, লাইকো, মিনিয়াস্থিস্, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, প্যারিস-কোয়াড্রি, পিট্রো, ফস্, প্লাম্বা-মেটা, পাল্স, র‍্যানান্-বাল্বো, স্থাবাডি, স্পঞ্জি, ভার্বেস্কাম্, জিঙ্ক্-মেটা, (২) আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যামো, ককিউ, কেলি-হাইড্রা, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রন্শি-কার্ব, ট্যাবাকৃসে, এণ্টি-টার্ট।

৪। হিক্কা প্রাতে এবং শীত হওয়ার পর——এমোনি-কার্ব।

৫। ,, পুনঃ পুনঃ তৎসঙ্গে তিক্ত উদ্গার এবং হিক্কার দরুণ বাম স্তনে অত্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া বেদনা হয়——এমোনি-মি।

৬। ,, কন্ভল্শনযুক্ত——বেল্।

৭। ,, হেতু যেন কন্ভল্শনের ন্যায় বোধ হয়——আর্স।

৮। ,, জ্বর আসিবার কালীন বহুক্ষণ স্থায়ী——আর্স।

৯। হিক্কা অত্যন্ত হওয়ার দরুণ রোগিণী ছট্ফট্ করিয়া বিছানার বাহিরে পড়ে। এক হিক্কার পর অন্য হিক্কার সময় পর্য্যন্ত রোগিণী কর্ণে শুনিতে পায় না। আক্ষেপযুক্ত হিক্কা; এই প্রকার আক্ষেপের কতকভাগ উদ্গার ও কতকভাগ হিক্কার ন্যায় বোধ হয়——বেল্।

১০। ,, উদ্গারের পর——ব্রাই, সাইক্ল্যামেন, টিলিয়া।

১১। ,, পুনঃ পুনঃ কিন্তু একটীমাত্র বেগযুক্ত——ক্যামো।

১২। ,, ধাতুপাত্রের বাদ্যের ন্যায় শব্দ হইয়া——সিকুটা।

১৩। ,, (অসম্পূর্ণ উদ্গার হিক্কায় পরিণত) হয়——ককিউ।

১৪। ,, সহ আক্ষেপ ও অসাড়ে মূত্রত্যাগ, উদরাময়——হাইয়স্।

১৫। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস সহ ফাঁকা উদ্গার——কেলি-হাইড্রো।

১৬। হিক্কা অসম্পূর্ণ এবং তজ্জন্য পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়——ম্যাগ্নে-কার্ব।

১৭। হিক্কা পুনঃপুনঃ এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞানের ভাব——ষ্ট্যাফি।

১৮। „ গুরুতর এবং অনেক কাল স্থায়ী এবং তাহাতে বক্ষঃস্থলে বেদনা——ষ্টনশি-কার্ব।

১৯। „ ও তিক্ত উদ্গার——ট্যাবাকৃসেকাম্।

২০। আক্ষেপযুক্ত উদ্গার——টাটার-এমিটিক্।

২১। পুনঃপুনঃ হিক্কা এবং তজ্জন্য বদ্ মেজাজ্——এগ্নাস্-ক্যাষ্টা।

২২। পর্য্যায়ক্রমে হিক্কা এবং উদ্গার——এগাব্, ডাল্কা, সিপি।

পথ্য, আহার অথবা পানীয় সেবনের পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে হিক্কা।

২৩। হিক্কা আহারের পর——একোন্, এমোনি-মি, এলাম্, আর্ণি, আর্স, ব্যারিয়াম্-কার্ব, বোভি, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, ইউজিনিয়া, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক-সল্, ম্যাগ্নে মি, নকৃস-জুগুল্যান্স, প্যারিস্-কোয়াড্রি, র‍্যাটানিয়া, সাসাফ্রা, সিপি, ষ্ট্যানা ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

২৪। „ উদ্গার সহ, আহারের পর——আর্স।

২৫। „ বমনের পরই হয় এবং তৎসঙ্গে মুখের স্বাদ ও বুভুক্ষা উত্তমরূপ হইতে দেখা যায়——কোনা।

২৬। „ আহারের পর হইয়া মুখ জলপূর্ণ হয়, এবং তাহাতে দগ্ধস্বাদ পাওয়া যায়——সাইক্ল্যা, গ্র্যাফা।

২৭। „ আহারের পর, তৎসঙ্গে শরীর ও মনের স্থূলভাব——গ্র্যাফা।

২৮। „ আহারের সময়, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং মস্তক উত্তপ্ত——গ্র্যাটিওলা, হাইয়স্।

২৯। „ সন্ধ্যার সময় পানীয় সেবনের পর——ইগ্নে।

৩০। „ আহারের সময়——কেলি-কার্ব।

৩১। „ আহারের পর এত গুরুতর যে তাহাতে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনার উৎপত্তি হয়——ফস্।

৩২। হিক্কা আহারের পর, তৎসঙ্গে আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বায়ু-নিঃসরণ—প্ল্যাটী।

৩৩। ,, পানীয় সেবনের পর——কারল্‌স-বেড্‌, সাল্‌ফ-এসি, পাল্‌স।

৩৪। ,, আহারের পর ও পাকস্থলীতে চাপনবৎ বেদনা; পরে পেটফাঁপা ও উদ্গার যেন পাকস্থলী দূষিত হইযাছে——থুজা।

৩৫। ,, এক বিন্দু জলপান করিলেও হইয়া থাকে——মার্ক-কর।

৩৬। ,, আহারের পূর্ব্বে এবং পরে——এসিড্‌-মিউর।

৩৭। ,, আহারের সময়, আক্ষেপযুক্ত উদ্গার সহ——কার্ব-এনি, মার্ক-সল্‌।

৩৮। হিক্কা আহার করার সময়——ইউজিনিয়া।

৩৯। ,, আহারের সময় অত্যন্ত গুরুতর, তদ্ধেতু পাকস্থলীতে বেদনা—ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-কার্ব।

৪০। ,, আহারের পূর্ব্বে (অর্থাৎ আহারের পর হিক্কা থাকে না (এই প্রকার ভাব কতক পরিমাণে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।) নক্স-ভ, ফস্, সাইলি। (৪৬, ৫৩ প্যারা দেখ)

৪১। ,, আহারের সময় ও পরে——সেম্ব।

৪২। ,, আহারের সময় হইযা পাকস্থলীতে চোট্‌ লাগে——টিউক্রি।

৪৩। ধূমপান সময়ে হিক্কা——এসিড্‌-সাল্‌ফ, এম্ব্রা, এন্টি ক্রুড্‌, আর্জেণ্টা না, ইগ্নে, * পাল্‌স, রুটা, সেঙ্গু, সিপি, ষ্ট্যানা, * ষ্ট্যাফি।

৪৪। হিক্কা ও পর্য্যাযক্রমে শূন্য উদ্গার ——এগার্।

৪৫। ,, ও তৎসহ বমনেচ্ছা——রুটা।

৪৬। ,, ও উদ্গার আহারের পূর্ব্বে——সিলিনি। (৪০, ৫৩ প্যারা দেখ)।

৪৭। ,, ও গলনলী সঙ্কুচিত যেন তাহাতে কোন সিপি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তদ্দরুণ বমনেচ্ছা এবং মুখের ভিতর জলসঞ্চার——সিপি।

৪৮। ,, আহারের পর——ষ্ট্যানা, কেলি-কার্ব।

৪৯। ,, আহারের পর ও তাহাতে গলা বেদনা——কার্ব-ভ।

দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে হিক্কা।

৫০। হিক্কা রাত্রিতে——এসিড্-সাল্ফ, এপোসাইনাম্, আর্স, বেল্, হাইয়স্, মার্ক-কর।

৫১। ,, রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে——বেল্, হাইয়স্।

৫২। ,, সন্ধ্যার সময——ইথুজা, গ্র্যাফা, কেলি-আইয়ড্, ন্যাট্রা-কার্ব, নিকোলাম্, পিট্রো, হ্রাস্, জিঙ্ক্, কফি, কেলি-কার্ব।

৫৩। হিক্কা পাকস্থলী শূন্য থাকিলে (এই পুংক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে পেটে কিছু থাকিলে অর্থাৎ জল কিম্বা ভুক্তদ্রব্য পড়িলে হিক্কা সাম্য থাকে।)—সাল্ফার। (৪০, ৪৬ প্যারা দেখ)

৫৪। ,, প্রাতঃকালে——এপোসাই-ক্যানা, ক্যানা-স্যাটা, সাল্ফা।

৫৫। ,, দুই প্রহরের পর——এগার্, এমোনি-কার্ব, ক্যাল্কা।

৫৬। রাত্রিতে গাত্রোত্থানের পর, তৎসঙ্গে মুখ বিস্বাদ এবং মুখ চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব——আর্স

৫৭। ,, বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বে——ব্যারিয়াম্ কার্ব, মার্ক-সল্।

৫৮। ,, অত্যন্ত ঘর্ম্মসহ, নিশাকালে——বেল্।

৫৯। ,, অতি প্রত্যূষে——কেলি-নাইট্রা, সাল্ফা।

৬০। ,, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এবং তৎপর উদ্গার হইতে থাকে——ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬১। ,, সন্ধ্যার সময়, এবং তৎপর অত্যন্ত হাঁচি——পিট্রো।

৬২। ,, সন্ধ্যার পর, অত্যন্ত উদ্গার হইয়া——হ্রাস্-টক্স।

৬৩। ,, সন্ধ্যার সময় বহুক্ষণ স্থায়ী——সাসাফ্রা, সাল্ফা।

৬৪। ,, অতি প্রত্যূষে (ধূমপান সময়ে)——ভিরেট্রা।

৬৫। ,, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার পোক্কালে——জিঙ্ক্-মেটা।

৬৬। ,, রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায়——পাল্স।

৬৭। ,, চিন্তার সময়——অক্জ্যালি-এসি।

৬৮। ,, অজ্ঞাতসারে——কুপ্রা-এসি।

৬৯। ,, বমনের সময়——মার্ক-কর।

হিক্কার বৃদ্ধি।

৭০। হিক্কা প্রাতে আহারের পর——কারল্‌স-বেড্‌।

৭১। ,, মধ্যাহ্নে আহারের পর——গ্রাটীওলা, হাইয়স্‌।

৭২। ,, শরীর সঞ্চালনের পর——কার্ব-ভ।

৭৩। ,, পানীয় সেবনেব পর——কাবল্‌স-বেড্‌, সাল্‌ফ-এসি।

৭৪। ,, আহারেব পর——মার্ক।

৭৫। ,, বিন্দুমাত্র জল সেবনে বৃদ্ধি——মার্ক-কর।

হিক্কার উপশম।

(৪০, ৪৬, ৫৩ প্যারা দেখ।)

৭৬। পিত্ত উদ্গাব হইয়া উঠিয়া গেলে হিক্কার উপশম——জিঙ্ক্‌।

৭৭। শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম——কোকা।

৭৮। হিক্কা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা কবেন।

বেলেডোনা——পুনঃপুনঃ অত্যন্ত উৎকট হিক্কার আক্রমণ। হিক্কাতে রোগী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে। একবারেব ফিট হইতে অন্যবারেব ফিট পর্য্যন্ত কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না। রাত্রিতে ঘর্ম্মসহ হিক্কা। হিক্কার পরে মস্তক ও শাখা সমূহের কন্‌ভল্‌শন্‌; এবং ইহার কিছুকাল পরে বমন ও অবসন্ন অবস্থা।

সিকুটা——ধাতুময় পাত্রের শব্দের ন্যায় হিক্কা।

হাইয়সায়েমাস্‌——হিক্কাসহ আক্ষেপ, পেটডাকা এবং তৎসঙ্গে অসাড়ে মূত্রত্যাগ ও মুখে গাজ্‌লা উঠা।

কার্ব-ভেজি——প্রত্যেকবার শরীব সঞ্চালনের পর হিক্কা। হিক্কা হেতু দম্‌বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয। নিদ্রাবস্থায়, শয়নে, পানীয় সেবনের পর অথবা ধূমপান সময়ে হিক্কা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—পুনঃপুনঃ হিক্কা এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞান ভাব। অত্যন্ত ক্ষুধা এমন কি ভুক্তদ্রব্যে উদরপূর্ণ থাকা সত্বেও ভয়ানক ক্ষুধা।

ফস্ ফরাস্—আহারান্তে হিক্কা। পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া—পানীয় সেবন কিম্বা আহারের পর হিক্কা।

সাল্ ফার—হিক্কা এবং তৎসঙ্গে তালুর পশ্চাদ্ভাগে বেদনা।

একোনাইট্, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কুপ্রাম্, ল্যাকেসিস্, নক্স-ভমিকা, ভিরেট্রাম্ ও জিঙ্কাম এই কয়েকটী ঔষধকেও ডাক্তার সরকার হিক্কা জন্য উপযুক্ত মনে করেন।

৭৯। "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক" ইহার ২য় খণ্ড ৭ম সংখ্যা মধ্যে নিম্ন-লিখিত ঔষধ সমস্ত হিক্কার্থ ব্যবস্থা করেন।—

বেলেডোনা—পুনঃ পুনঃ প্রবল হিক্কা, হিক্কা বশতঃ রোগী শয্যা হইতে চমকিয়া উঠে, রাত্রিকালে ঘর্ম্মের সহিত হিক্কা, হিক্কাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি বক্রভাব ধারণ করে, হিক্কা বশতঃ পুনর্ব্বার অবসন্নতাভাব ও বমনোদ্যম প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সিকুটা—অত্যন্ত শব্দযুক্ত হিক্কা।

পাল্ সেটিলা—ধূমপান অথবা জলপান করিবার পর, নিদ্রাবস্থায় ও শ্বাসরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা হইলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—মূর্চ্ছা ও বমনোদ্যমযুক্ত হিক্কা হইলে।

ইগ্নেসিয়া—পান আহার করিবার পর হিক্কা হইলে ইহা উপকারী। এতদ্ব্যতীত হাইয়সায়েমাস্, কার্ব-ভেজিটেবিলিস্, ফস্ফরাস্, সাল্ফার্ প্রভৃতিও হিক্কার উত্তম ঔষধ।

৮০। ডাঃ ম্যাসি নিম্নলিখিত ঔষধাদি হিক্কা সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কলো-ফাইলিন্—অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আক্ষেপ নিবারক ঔষধ। ইহা নিতান্ত শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে।

জেলসিমিনিয়াম্—শ্বাসপ্রশ্বাস পথের আক্ষেপ নিবারণ হেতু ইহা অতি উপকারী ঔষধ।

শীতল জল—শিশুদের হিক্কা হেতু ১ ড্রাম করিয়া শীতল জল পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীতল জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে কিম্বা এক গ্লাস শীতল জল লইয়া তাহাতে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে অনেক উপকার আছে

৮১। ডাং গারেন্‌সি নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে হিক্কাধিকারে প্রধান বলিয়া মনে করেন—**(এমোনি মি, সাইক্লামে, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যারাম্-ভি, নক্স-ভ)।

৮২। জ্বরের সময হিক্কা——কোটেলাস্-হি।

৮৩। যে সময় জ্বর হইবে সেই সময় জ্বর না হইয়া হিক্কা——আর্স।

৮৪। সামান্য শরীর সঞ্চালনে হিক্কা——মার্ক-কর।

৮৫। উদ্গার সদৃশ হিক্কা——এণ্টি-টার্ট।

৮৬। হিক্কা উঠিবার সময় টের পায় না——কুপ্রা-এসি।

৮৭। ডাক্তার বাক, হিক্কা অধিকারে——* একোন্, এমোনি, * বেল্, ব্রাই, * কুপ্রা, * হাইয়স্, ইগ্নে, * নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, এই কয়েকটী ঔষধ প্রধান বলিয়া গণ্য করেন। (২, ৩ প্যারা দেখ)

৮৮। হিক্কা সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা }:—

এই উপসর্গে প্রথমতঃ ৩০শ শক্তি কিম্বা ২০০শ শক্তি আদি উচ্চশক্তি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে ফল না পাওযা যায় তবে নিম্ন ডাইলিউসন দিবে; যদি তাহাতেও কোন ফল না দর্শে তবে মাদার টিংচার ১ ফোঁটা, প্রয়োজন হইলে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার কোন একটী বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার একটী হিক্কার রোগীতে বেলেডোনার মাদারটীংচার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু মফঃস্বল স্থান বিধায় তাহা না পাওয়ায় একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা অল্প মাত্রায় খাইতে দিয়া রোগীটীকে আরোগ্য করা হয়।

৮৯। হিক্কা সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। }:—

অনেক সময় মস্তকে জলপটী বা বরফ দিলে; বরফ কিম্বা শীতল

জল পান করিলে হিক্কা সহজে বারণ হইয়া যায়। কখন কখনও পথ্য সেবন করাতেও হিক্কার দমন হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হিক্কা নিবারণ জন্য ডায়েফ্রাম প্রদেশে মাষ্টার্ডপ্লাষ্টার ব্যবস্থা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবহার করেন, গোলমরীচ পোড়াইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া তাহার ধূম গ্রহণে সামান্য ফল দৃষ্ট হয়। হিক্কা সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তাল শাঁসের মধ্যে যে জল থাকে সেই জল খাইতে দিয়া অনেক স্থলে হিক্কা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ফল আমরা পাইয়াছি।

গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতার হিক্কা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখ; তাহাতে অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইবে।

—:*:—

দুর্ব্বলতা (Debility) অবসন্নাবস্থা (Prostration) অলস বা ক্লান্ত অবস্থা (Languor) শরীর শীর্ণতা (Emaciation)।

১। অনেক সময় সাধারণ পীড়ার সঙ্গে যে দুর্ব্বলতা জন্মে তাহা মূল পীড়া আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় অত্যন্ত উৎকট ব্যাধি হেতু কিম্বা জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা এবং রক্তস্রাব ইত্যাদি জন্য যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহা আরোগ্য করিতে বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক।—(১) আর্স, কার্ব-ভ, * চায়না, ইপিকা, * নক্স-ভ, ফস্, * ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, * সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) একোন্, এরালি, এমোনি, আর্ণি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলোন্, ককিউ, কর্ণাস্, ফেরা, গ্র্যাফা, হেলোন, হাইড্রা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস্, রুমেক্স, সেন্ন, সিকে, সিপি, সাইলি, (৩) এনাকা, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যারাই-মিউ, ব্যাপ্‌টি, ক্যানা,

ক্যাম্ফা, ক্যামো, সিমিসিফিউ, কোনা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইউপেটোপার্ফো, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, হাইয়স, ক্রিয়েজো, ল্যাক্টু, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কা, মিউর-এসি, পিট্রো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যানা ও জিঙ্ক্ দুর্ব্বলতা অধিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। শরীর হইতে রক্তাদি (জীবন-সংরক্ষণী) কোন প্রকার স্রাব অত্যন্ত হইলে যদি দুর্ব্বলতা জন্মে তবে——(১) এলেষ্টোনিয়া, * চায়না, দিবে। তাহাতে কোন ফল না পাইলে (২) ক্যাল্-কা, কার্ব-এ, সিনা, ল্যাকে, নক্স-ভ, * ফস্-এসি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (৩) নাইট্রি-এসি, সাল্ফ-এসি, সিলিনি।

৩। অত্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম (হস্তমৈথুন নহে) হেতু দুর্ব্বলতা——* চায়না।

৪। প্রাচীন দুর্ব্বলতা——(১) *ক্যাল্-কা, ক্রিয়েজো, হেলোন্, নক্স-ভ, ফস্-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) এনাকা, আর্ণি, কার্ব-ভ, কোনা, ডায়েস্কো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, সিপি।

৫। অত্যন্ত দুগ্ধ ক্ষরণহেতু দুর্ব্বলতা——ক্যাল্-কা, চায়না, ফেরা, ফস্, ফস্-এসি, এলিট্রিস-ফে, য্যালেষ্টোনিয়া।

৬। হস্ত মৈথুন হেতু দুর্ব্বলতা——ইহাতে নক্স-ভ দিয়া পরে সাল্ফার এবং ক্যাল্কেরিয়া দিবে। ফস্ফরিক্-এসিড এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন ফল না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। *কার্ব-ভ, *সিনা, ককিউ, *কোনা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, ফস্; এই কয়েকটী ঔষধ দ্বারাও আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। চায়না হস্তমৈথুনে বিশেষ উপকারী নহে, কারণ কোন প্রকার বিশেষ স্রাব এই দুর্ব্বলতার হেতু নহে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই হস্তমৈথুনের প্রধান শাস্তি। হস্তমৈথুন (এই পাপ অভ্যাস) মস্তিষ্ক, মেধা, আয়ু এবং সদ্বুদ্ধি নষ্ট করে। সুতরাং এবিষয়ে চিকিৎসক জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন। এই অভ্যাস দূর করাব জন্য——(১) ক্যাল্কে, সাল্ফা; (২) চায়না, ককিউ, মার্ক, ফস্; (৩) এণ্টি,-কার্ব-ভ, প্ল্যাটী ও পাল্স দেওয়া হইয়া থাকে। যদি এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে এই পাপ অভ্যাস দূর না হয়, তবে কোন ফোস্কাকারক ঔষধ (যথা লাইকার্লিটী) সাবধানে পুরুষাঙ্গের চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত উৎপাদন করিলে এই পাপ অভ্যাস সহজে দূর হইতে পারে।

৭। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা হইলে——একোন্, আর্ণি, * আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস্, সাইলি, ভিরাট্।

৮। রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলতা——কার্ব-ভ, ককিউ, নক্স-ভ, পাল্স।

৯। অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা——বেল্, ক্যাল্কে, * ল্যাকে, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, নক্স-ভ।

১০। অত্যন্ত বসিয়া থাকার অভ্যাসে—নক্স-ভ, সাল্ফা।

১১। নূতন উৎকট পীড়া হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে——(১) চায়না, হিপা, সাইলি, ভিরাট্; (২) ক্যাল্কে, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্-এসি, সাল্ফা, (৩) য়্যালেট্রো, ব্যাপ্টি, এলিট্রিস্, কর্ণাস্, ফ্রেজিরা, জেল্স্, হাইড্রাস্।

১২। রক্তস্রাব হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে——চায়না ফস্-এসি, *সাল্ফ-এসি।*

১৩। শীঘ্র শীঘ্র শরীর বৃদ্ধি ও দীর্ঘ হওয়ার দরুণ দুর্ব্বলতা——ফস্-এসি।

১৪। বৃদ্ধের দুর্ব্বলতা——* ব্যারাইটা, চায়না, অরা, কোনা, ওপি।

১৫। স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু দুর্ব্বলতা——(১) একোন্, ক্যামো, চায়না, সিমিসিফি, কফি, কর্ণাস্, হেলোন্, লেপ্টে, লাইকো, ফস্, নক্স-ভ, পাল্স্, সেঙ্গু; (২) এসারাম্, ব্যাপ্টি, হিপা, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পিক্রি-এসি, টিউক্রি, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

১৬। অত্যন্ত অধ্যয়ন, রাত্রি জাগরণ, সর্ব্বদা বসিয়া কাজ করার দরুণ দুর্ব্বলতা——(১) নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চেলোন্, ককিউ, আইরিস্, ল্যাকে, পাল্স।

১৭। অত্যন্ত কাফি পান করা হেতু দুর্ব্বলতা——ক্যামো, *ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, সাল্ফা।

১৮। পারাঘটিত ঔষধের অপব্যবহার করার দরুণ দুর্ব্বলতা——কার্ব-ভ, ক্যামো, * হিপা, * নাইট্রি-এসি, পাল্স।

১৯। মাদক দ্রব্য সেবনে দুর্ব্বলতা——ক্যামো, কফি, *মার্ক, নক্স-ভ।

২০। মদ এবং স্পিরিট্ সেবনে দুর্ব্বলতা——একোন্, বেল্, কফি, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা।

২১। দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:—

একোনাইট—যুবা পুরুষদের (বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদের) শরীরে রক্তাধিক্য হইলে এই ঔষধ দেয়। সামান্য বেদনায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব, অনিদ্রা, ছট্‌ফট্‌ করা ও শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করা। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা। গাল লালবর্ণ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হওয়া; হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন।

এলেট্রিস্-ফেরিনোসা—(স্ত্রীলোকদের দুর্ব্বলতা আহার অভাবে কিম্বা বহুকালস্থায়ী কোন রোগের দরুণ)। শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ের কোন পীড়া নাই। ডিপ্‌থিরিয়া বা গলক্ষত রোগের পর দুর্ব্বলতা।

ক্যাল্‌কে-কা—প্রত্যেকবার স্ত্রীসঙ্গমের পর হস্ত পদ কম্পন, দুর্ব্বল, অবশ শরীর; মাথাবেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—কোন ব্যক্তির রোগোন্মত্ততা থাকিলে এবং স্ত্রীসঙ্গমের পর যদি হাঁপানি পীড়ার ন্যায় উপস্থিত হয়।

সিলিনিয়াম্—সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম। জননেন্দ্রিয়ের শ্লথতা এবং নিতান্ত সঙ্গমেচ্ছা। প্রষ্টাটিক্ রসক্ষরণ অত্যন্ত। টাইফস্ জ্বরের পর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা।

N. B. প্রষ্ট্যাটিক্ গ্রন্থি হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহাকে 'প্রষ্ট্যাটিক্-রস' বলে; এই রস যখন অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়, তখন কোঁথ দিলে বীর্য্যের ন্যায় 'প্রষ্ট্যাটিক্ রস' দেখিতে পাওয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শুক্রকীট ইহাতে দেখিতে পাইবে না।

ক্যামোমিলা—বেদনায় নিতান্ত কাতর। সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছা হওয়া স্বভাব। অস্থিরতা। কোঁকান। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কলহকারী স্বভাব। একবার পিংশেবর্ণ পুনরায় লাল। এক গাল লালবর্ণ উষ্ণ, অন্য গাল শীতল ও পিংশে।

চায়না—মানসিক কিম্বা শারীরিক কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। একটু

সামান্য বাতাস জোরে গাত্রে লাগিলেই অসুখবোধ। নানা প্রকার চিন্তার দরুণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা। রাত্রে ঘুমাইলে নানা প্রকার ভাবনা উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্প।

কফি—অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা। স্বভাব অত্যন্ত খারাপ অথবা সর্ব্বদা হাসি খেলায় রত। সামান্য বেদনা হইলেই অস্থির হওয়া।

নক্স-ভমিকা—সমস্ত স্নায়ুবিধান উত্তেজিত ও তদ্ধেতু স্বভাব খিট্‌-খিটে। শারীরিক পরিশ্রম ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছা। চমকিয়া উঠা স্বভাব। চিন্তান্বিত। ক্রুদ্ধ।

পাল্‌সেটিলা—ইহা নক্সের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ সবল স্বভাব পুরুষদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিক্রিক্‌-এসিড্‌—শরীরে কোন ভুক্তদ্রব্যের সার প্রবেশ না করা হেতু দুর্ব্বলতা।। স্ফোটক হওয়া শারীরিক ধর্ম্ম। মাংসপেশী নিতান্ত দুর্ব্বল। পা অবশ ও সমস্ত শরীরে দুর্ব্বলতা। বিশ্রাম করিলে ও বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয়।

অবসন্ন হইয়া পড়া বা শয্যাগতাবস্থা।

Prostration.

১। শয্যাগত অবস্থা—*আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ্‌, বোলিটা, * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, কর্ণাস্‌-সা, কুপ্রা, সাইক্লামে, ডাল্‌কা, ইলাট, ইউফর্‌বি, আইরিস্‌-ভ, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নিউফার, ওপান্ট, পিক্রি-এসি, প্ল্যান্টেগো, * সিকে, * সিপি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্‌সে, টার্টার, টেরিবি, *থুজা *ভিরাট।

২। অবসন্নাবস্থার অভাব——**ফস্‌-এসি।

৩। অবসন্নাবস্থা, তৎসঙ্গে উষ্ণ শরীর——**বিস্‌মাথ্‌।

(কোল্যাপ্‌স্‌ বা অবসন্নাবস্থা দেখ)।

অলস বা ক্লান্ত অবস্থা।

(Languor)

১। এই অবস্থায়——এলাম্, এপিস্, আর্জেন্টা-না, আর্স, এস্ক্লেপি, বেঞ্জো-এসি, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, **চায়না, ককিউ, কোনা, কর্ণাস্-সা, ডিজি, * ইউপেটো-পার্ফো, ডাল্কা, * ফেরা, গ্র্যাফা, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিস্-ভা, কেলি-বা, * লোবি, কেলি-ব্রো, কেলি-কা, কেলি না, ল্যাকে, লেপ্টা, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, **ন্যাট্রা-মি, *নক্স ম, নক্স-ভ, ফস্, পডো, *সোরি, রেফি, স্যাবাডি, সেপ্প, সিপি, সাল্ফা, ** সিড্রন, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এ, থুজা, ভিরাট্।

শীর্ণ শরীর।

শরীর শীর্ণ——(যথাস্থানে ক্ষীণ শরীর দেখ ; এবং শিশুর শরীর-শীর্ণতা দেখ)।

——*:*——

মূর্চ্ছা বা হঠাৎ অচৈতন্য হওয়ার ভাব।

(যথাস্থানে দেখ, এবং কোমা বা অচৈতন্য অবস্থা দেখ।)

——*:*——

টাঁস বা ক্রেম্পস্।

(Cramps) :

অর্থাৎ

অঙ্গুলি, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা ও গুল্ফ ইত্যাদিতে

আক্ষেপ বা খিলধরা।

(ওলাউঠার চিকিৎসায় এবং গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা দেখ)

১। টাঁস অধিকারে—এলাম্, এম্ব্রা, এনাকা, * ক্যাম্ফো, চায়না, কোনা, কুপ্রা এসিটি, * কুপ্রা-মেটা, কলোষ্ট্রিম্, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, জ্যাট্রা,

নাইট্রি-এসি, ফস্, নক্স-ভ, পাল্স, * সিকে, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, এগারিকাস্, এমোনি-কষ্টি, এন্টি-টার্ট, আর্স, এট্রোপি, বেল, সিকুটা-ভি, কোনা, ডিজি, হেলে, হাইয়স্, কেলি-বা, কেলি-ক্লো, মার্ক-কর, প্ল্যাটীনা, পডো, * প্লাম্বা, ষ্ট্র্যামো, রিসিনাস্, ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকা, * মর্ফিয়া, কেলি-সায়েনেটাস্, ব্রাই, ফাইটো, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে এই প্রকার খিল্ ধরা দেখা যায়।

২। টাঁস সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব।}:——

ভিরাট্-এল্ব—কেবল জঙ্ঘাপিণ্ডে টাঁস।

সিকেলী-কর্ণিউটাম্—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র খিল্ ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নীচমুখে বক্র হয়; অথবা গুল্ফ-গ্রন্থিস্থানে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও হস্তপদের অঙ্গুলীতে টাঁস ধরিয়া অঙ্গুলি পার্শ্বদিকে বক্র করিয়া থাকে। ইহার ১ শক্তি বিশেষ উপকারী।

আর্সেনিকাম্-এলবাম্—উরু, জঙ্ঘা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বাহুমূল বা বাহু প্রভৃতিতে টাঁস।

কুপ্রাম্-এসিটিকাম্—হস্ত, পদ ও অঙ্গুলীতে টাঁস।

(গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা দেখ)।

——*:*——

ঘর্ম্ম।

(Sweat)

(জ্বরের ঘর্ম্ম দেখ)

১। নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ঘর্ম্ম——নিশাঘর্ম্ম, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ অনেক সময় নানাবিধ গুরুতর পীড়ায় ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কয়েকটী ওলাউঠার রোগীতে এবং হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ অবস্থায় ২।৩টী জ্বর-রোগীতে নাড়ী বিলুপ্তপ্রায় এবং তৎসঙ্গে শরীরে শীতল ঘর্ম্ম দৃষ্টে ক্যাম্ফার ৩য় ডাইলিউসন প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য

ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, "শীতল ঘর্ম্ম" এই প্রধান লক্ষণ দৃষ্টেই ক্যাম্ফর নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ঘর্ম্ম একটী বিশেষ গুরুতর লক্ষণ।

২। ঘর্ম্মাধিকারে——(১) বেল্, অক্জ্যালি-এসি, * এণ্টি-টার্ট, ব্রাই, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাফা, হিপা, * মিউর্-এসি, মার্ক, কেলি, স্ট্যাট্রামি, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, হ্রাস্, সেম্বু, সিলিনি, সিপি, সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) একোন্, * আর্স, বোরাক্স্, ককিউ, কফিয়া, গুয়াই, * ইপিকা, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস-এসি, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্টানা, ষ্ট্যাফি, থুজা; (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, ব্যারাই, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, হাইড্রোসি-এসি, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, হেলে, হাইয়স, ভিরাট-ভি, ভ্যালিবি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, হ্রডো, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এমি।

৩। অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম——এমোনি-মি, আর্স, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি, ষ্টানা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) এলাম্, এম্ব্রা, এনাকা, আর্ণি, বেল্, ক্যাম্থা, কার্ব-ভ, ডিজি, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, হিপা, আইয়ড্, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, স্যাবাইনা, সেম্বু, সিপি, ভিবেট্রা।

৪। শয্যায় শয়ন করিবা মাত্র ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়——আর্স, ক্যাল্কে-কা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, সাইলি, ওপি, ফস্, হ্রাস্, ভিরাট্।

৫। প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম——(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্টানা, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, আর্স, ক্যাম্থা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, গুয়াই, হেলে, হিপা, আইয়ড, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্।

৬। সামান্য পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিলে দিবাভাগে ঘর্ম্ম——(১) ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, হিপা, কেলি, স্যাট্রা-মি, পাল্স, সিলিনি, সিপি, সাল্ফা, ভিরাট্; (২) এমোনি-মি, এসারাম্, বেল্, ব্রাই,

ফেরা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রিএসি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, স্পাইজি, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক্।

৭। সামান্য বিশ্রাম অবস্থায় ও দিবসে ঘর্ম্ম——এনাকা, হ্রাস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এসারাম্, ক্যাল্কে, কোনা, ফেরা, ফস-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি।

৮। মানসিক পরিশ্রম এবং কথাবার্ত্তা বলা কালীন ঘর্ম্ম——বোরাক্স, গ্র্যাফা, সিপা, হিপা, ইগ্নে, সাল্ফা।

আংশিক ঘর্ম্ম।

৯। একপার্শ্বে ঘর্ম্ম——এম্ব্রা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, পাল্স, হ্রাস্, স্পাইজি, সাল্ফা।

১০। কেবল মাত্র মস্তকে ঘর্ম্ম——(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে-কা, ক্যামো, চায়না, মার্ক, পাল্স, সাইলি, ভিরাট্; (২) গ্র্যাফা, কেলি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, হ্রাস, সার্সা, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি; (৩) ক্যাম্ফ, ডাল্কা, গুয়াই, হিপা, ম্যাগ্নে-মি, স্ট্যাবাডি, সিপি, স্পাইজি।

১১। কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম——(১) কার্ব-ভ, ইগ্নে, পাল্স, হ্রাস্, সেম্বু, স্পঞ্জি, ভিরেট্রা· (২) এলাম্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-এনি, ককিউ, কফি, ড্রসি, ডাল্কা, মার্ক, ফস্, রুটা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

১২। নাসিকার নিম্নভাগে কিম্বা চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্ম——বেল্, নক্স-ভ।

১৩। গলদেশ এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম——(১) বেল্, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা, (২) কেলি, আর্স, নক্স-ভ, ফস-এসি, হ্রাস্, ষ্ট্যানা।

১৪। পৃষ্ঠদেশে ঘর্ম্ম——(১) চায়না, পিট্রো, ফস্-এসি, (২) আর্স, ক্যাল্কে, ডাল্কা, গুয়াই, হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা, সিপি, সাইলি, ভিরেট্রা।

১৫। বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম——(১) এগার্, আর্ণি, ক্যান্থা, চায়না, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ফস্, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

১৬। উদরে ঘর্ম্ম——(১) এম্ব্রা, এনাকা, আর্জেণ্টা-না, ক্যান্থা, ড্রসি, ফস্, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি।

১৭। জননেন্দ্রিয় সমন্তে ঘর্ম্ম——(১) অরা, হিপা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, থুজা ; (২) এমোনি, ব্যারাই, বেল্‌, ক্যাম্ফা, কোনা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্‌-এসি, হ্রডো; সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

১৮। বগলপ্রদেশে ঘর্ম্ম——(১) হিপা, কেলি, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, সিপি, সাল্‌ফা ; (২) ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, ডাল্‌কা, হ্রডো, সিলিনি, স্কুইল, থুজা, জিঙ্ক্‌।

১৯। হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম——(১) ক্যাল্‌কে, কোনা, হিপা, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) ব্যারাই, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, ইগ্নে, আইয়ড্‌, লিডা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্‌স, থুজা, জিঙ্ক্‌।

২০। পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম——(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, এমোনি, ব্যারাই, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ্নে মি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, স্যাবাডি, থুজা, স্যাবাই, জিঙ্ক্‌।

২১। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধময়——ব্যারাই, গ্র্যাফা, কেলি, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, টেলুরি, জিঙ্ক্‌ দেওয়া উচিত। (২৮ প্যারা দেখ)।

২২। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় বটে কিন্তু কিছুতেই বেদনা ও অন্যান্য পীড়ার উপশম বোধ হয় না ; বিশেষতঃ শাখা সমস্তের বেদনা, সর্দ্দি এবং বাতজনিত জ্বর——চায়না, ডাল্‌কা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সিপি।

২৩। তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত ঘর্ম্ম——ব্রাই, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ষ্ট্র্যামো।

২৪। উষ্ণ বা গরম ঘর্ম্ম——বেল্‌, ক্যাম্ফ, ব্রাই, ল্যাকে ক্যামো, **ওপি, ফস্‌, স্যাবাডি, ষ্ট্যানা।

২৫। আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম——(১) একোন্‌, এনাকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, ফেরা, হিপা ; (২) লাইকো, * মার্ক, নক্স-ভ, ফস্‌ ফস্‌-এসি, প্লাম্বা, সিপি, স্পাইজি, ভিরেট্রা।

২৬। রক্তময় ঘর্ম্ম——(১) আর্নি, ক্যাল্‌কে, নক্স-ভ ; (২) ক্যামো, ক্রেমা, ককিউলা, ক্রোটেলা, ল্যাকে, নক্স-ম।

২৭। ঘর্ম্ম হেতু জামার কাপড়ে দাগ উৎপাদন করে——আর্স, বেল্‌, কার্ব-এনি, গ্র্যাফা, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, সিলিনি।

২৮। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম——(১) এমোনি-মি, ব্যারাই, * ব্যাপ্‌টি, *ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ভ, ফস্‌, থ্রাস্‌, সিলিনি, সিপি, * সাইলি, সাল্‌ফা, ষ্ট্যাফি; (২) বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, ফেরা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক, পাল্‌স, হ্রডো, স্পাইজি, আর্ণি, গ্র্যাফা।

২৯। টক্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম——আর্স, এসারাম্‌, ব্রাই, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা, আর্ণি, বেল্‌, কার্ব-ভ, ক্যামো, ফেরা, হিপা, ইপিকা, কেলি, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্‌স-ভ, থ্রাস্‌।

৩০। তিক্তগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম——ভিরেট্রা।

৩১। শোণিতগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম——লাইকো।

৩২। তীক্ষ্ণগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম——হ্রাস্‌-টক্‌স।

৩৩। দগ্ধ পদার্থের ন্যায় গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম——বেল্‌, সাল্‌ফা।

৩৪। চরণে ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে——এপিস্‌, ক্যামো, কুপ্রা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, থ্রাস্‌।

৩৫। অত্যন্ত অবসন্নকারক ও পতনাবস্থা উৎপাদক ঘর্ম্ম——(১) ফেরা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * ফস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, * আর্স, কার্ব-এনি, * চায়না; (২) ক্যাল্‌কে, চায়নি-সাল্‌ফ, কক্কিউ, নক্‌স-ভ, সেপ্ত, ভিরাট্‌, লাইকো, মার্ক, আইয়ড্‌। (৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্‌স অবস্থা দেখ)।

৩৬। শীতল ঘর্ম্ম——(জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসান বা পতনাবস্থায় অনেক সময় এই শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়, তখন বিশেষ সাবধানতা সহ চিকিৎসা করা উচিত) (১) একোন্‌, * ট্যাবেকা, ইথু, হেলে, জ্যাট্রো, টেরিবি, সালফা, পিক্রি-এসি, * আর্স, ** ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, * চায়না, ** সিনা, * হাইয়স্‌, ইপিকা, ** সিকেলী, ** ভিরেট্রা; (২) অরা, *কুপ্রা, ফেরা, * হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, নক্‌স-ভ, পিট্রো, পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, ষ্টাফি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা-এমি। (কোল্যাপ্‌স বা পতন অবস্থা দেখ। ৩৫, ৩৭ প্যারা দেখ)

৩৭। শীতল ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব (৩৫, ৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্‌স দেখ) }:——

ক্যাম্ফ—অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম।

আর্স, সিকেলী, টার্টা-এমি—শীতল ঘর্ম্ম ও তাহাঁতে কিঞ্চিৎ আঠার ন্যায় বোধ হয়।

অরাম-মে—শীতল ঘর্ম্ম হইয়া সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ উপশম হয়।

হেলেবোর—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বর্ণ পিংশে, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, শরীর বরফের ন্যায় শীতল। রোমনিচয়ের অগ্রে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু দেখা যায়।

চায়না—সমস্ত শরীরে অথবা কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা।

প্লাম্বা-মেটা—কপালে এবং সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম।

ল্যাকে—কোন প্রকার দংশন হেতু শীতল ঘর্ম্ম।

৩৮। ঘর্ম্ম ও তৎসহ অস্থির এবং ব্যাকুল অবস্থা——ক্যাল্-কা পাল্স, সিপি, সাল্ফা।

৩৯। ,, তৎসহ তৃষ্ণা——**ক্যাম্বো, ** চায়না, * আর্স।

৪০। ,, তৎসহ তৃষ্ণা নাই——**হেলে, ** স্যাম্বুকাস্, ** স্পাইজি।

৪১। ঘর্ম্ম তৎসহ গাত্রে কাপড় রাখিতে চাহনা——** একোন, (৪২, ৫১ প্যারা দেখ)।

৪২। ,, ,, গাত্র আবৃত রাখিতে নিতান্ত স্পৃহা (গাত্রাবরণ ফেলিতে চায়না) ** নক্স-ভ, ** স্যাম্বুকাস্, সিনা, ষ্ট্রেমিয়ানা। (৪১, ৫১, ৫২ প্যারা দেখ)।

৪৩। ,, শীতাবস্থার পরক্ষণেই ঘর্ম্মসহ শরীর উষ্ণ হয়—**ক্যাম্বো, **পাল্স্ ** ওপি। (৫১, ৫২, ২৪ প্যারা দেখ)।

৪৪। ,, শীতসহ——সিকুটা, ডিজি।

৪৫। ,, আবৃতভাগে——একোন।

৪৬। ,, অত্যন্ত অধিক——**জ্যাবোর্যাণ্ডি *ওপি, *সোরি, ষ্ট্র্যামো। (৩৫, ২২, পেরা দেখ)।

৪৭। ঘর্ম্ম নিদ্রাবস্থায়——* চায়না, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ফস্, * সোরি। (৪৯ প্যারা দেখ)।

৪৮। „ বমন সহ——একোন, ইপিকা।

৪৯। „ জাগ্রত হইবামাত্র (কিন্তু নিদ্রাবস্থায় শরীর শুষ্ক খস্‌খসে অবস্থায় থাকে)——** স্যাম্বুকাস্। (৪৭ প্যারা দেখ)।

৫০। „ উষ্ণ, কপালে——ক্যাম্মো, ইউফর্‌বি, মার্ক-ভ। (২৪ প্যারা দেখ)।

৫১। „ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়——এলুমি, এমোনি-মি, এণ্টি-ক্রু, ক্যাম্ফ, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যানা ষ্ট্যাফি। (২৪, ৫০, ৪১, ৪২, ৪৩ প্যারা দেখ)।

৫২। „ „ „ অত্যন্ত—— ** কল্‌চি, সোরি।

ঘর্ম্ম একদিকে (Unilateral) মাত্র হইয়া থাকে।

৫৩। একপার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজাতত্ত্ব।}:——

নক্স-ভ এবং ব্যারাইটা—মুখে এবং মস্তকের একদিকে মাত্র ঘর্ম্ম।

পাল্‌স—কেবল মাত্র মুখের একদিকে ঘর্ম্ম।

ব্যারাইটা, চায়না ও জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই—শরীরের বামদিকে ঘর্ম্ম। কিন্তু প্রথমোক্ত ঔষধ কেবলমাত্র মস্তকের বামদিকের ঘর্ম্মেই উপযোগী।

ফস্, পালস্—দক্ষিণ পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

আর্জেণ্টা-না, ফস্, সিলিনি—শরীরের সম্মুখভাগে মাত্র ঘর্ম্ম।

সিপি—পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম।

থুজা—পোতার একদিকে ঘর্ম্ম।

ক্রোকাস্—শরীরের নিম্নার্দ্ধে মাত্র ঘর্ম্ম।

৫৪। ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজাতত্ত্ব।}:——

একোনাইট—সমস্ত শরীরে এমন বোধ হয় যেন উষ্ণ বাষ্প লাগিতেছে এবং তাহাতে জলকণা সমস্ত শরীরোপরি জমিয়া পড়িতেছে। অনবরত ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ শরীরের যে ভাগ আবৃত থাকে তাহাতে) হইতে থাকে তখন গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে।

এগারিকাস্—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। ভ্রমণ সময়ে এবং রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

এণ্টিমোনিয়াম্—সমস্ত শরীরে গন্ধশূন্য ঘর্ম্ম, তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমুদয় কোমল এবং সংকুচিত হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

আর্সেনিকাম্—চট্‌চটে, শীতল, দুর্ব্বলতাজনক, টক্ এবং বদ্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মহেতু চক্ষু এবং ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। নিদ্রার প্রারম্ভ হইতেই নিশাঘর্ম্ম।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—পীড়ার শেষ অবস্থায় ঘর্ম্ম মুখে এবং কপালে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতে পীড়ার উপশম বোধ হয়। কটিদেশের নিকট হইতে ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম।

বেলেডোনা—আবৃত স্থান সমূহে ঘর্ম্ম। উত্তাপ অবস্থার সঙ্গে অথবা কিছুকাল পর ঘর্ম্ম। অধিকাংশ ঘর্ম্মই মুখমণ্ডলে। ঘর্ম্মে কাপড়ে দাগ লাগে এবং দগ্ধবস্তুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। দিবারাত্রি নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। সাধারণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হঠাৎ দৃষ্ট হয় ও হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ঘর্ম্ম সহ অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

বেঞ্জোইক্-এসিড্—প্রাতে শয্যায় থাকিতে, ভ্রমণ সময় এবং আহারকালীন ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে)। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে গাত্র চুলকান।

ব্রাইওনিয়া—কেবল একভাগে ঘর্ম্ম এবং ইহা অতি অল্প সময়ের জন্য। বহুল পরিমাণ এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, এমন কি খোলা জায়গায় অতি ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিবার সময়ও ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে

এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। টক্ অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম্ম দিবসে এবং রাত্রিতে। রাত্রিতে টক্ ঘর্ম্ম হওয়ার পূর্ব্বে পিপাসা পায়। ঘর্ম্ম শেষ হইবার সময় সময় কালে অত্যন্ত শিরঃপীড়া। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরে যেন উষ্ণ বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে।

ক্যাল্-কার্ব—সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি খোলা শীতল বাতাসে বেড়াইলেও ঘর্ম্ম হয়। প্রথম নিদ্রার সময় ও প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম। কেবল মাত্র নিম্নশাখাদ্বয়ে চট্‌চটে নিশাঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্ম হইয়া যেন ক্ষত স্থানেব ন্যায় বেদনাযুক্ত হইয়া পড়ে। চরণদ্বয় শীতল এবং আর্দ্র।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্—প্রভাত সময়, প্রাতে, এবং রজনীযোগে বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম শরীরের এক অংশে মাত্র দেখা যায়।

ক্যাম্ফোরা—শরীরে চট্‌চটে, শীতল, এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, (আর্স, সিকে, ভিরেট্রা)। শরীর বস্ত্রাবৃত রাখিতে চায় না।

ক্যান্থারিস্—ঘর্ম্মে প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ। শীতল ঘর্ম্ম বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে। প্রত্যেকবার শরীব সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্—বহুপবিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মুণ্ডমণ্ডল ও মস্তকে ঘর্ম্ম। বহুপরিমাণ পচা এবং অম্লগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। রাত্রিতে এবং প্রাতঃ-কালে বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্মহেতু অঙ্গুলি সমস্তে ক্ষত।

ক্যামোমিলা—প্রসবেব পর ঘর্ম্ম হয় না। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় এবং তৎপর অম্ল ঘর্ম্ম ও চর্ম্মে চিট্‌চিট্ করিতে থাকা।

চায়না—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, নিদ্রা অথবা সঞ্চালন সময় নিঃসৃত হইতে থাকে। বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে তৈলের ন্যায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখমণ্ডলের কতকাংশে অথবা সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। রাত্রিতে নিদ্রার সময় অতি সহজেই ঘর্ম্ম হয়। হেক্‌টিক্ বা পুয়জ্বর, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম।

কর্কিউলাস্—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম। প্রাতঃঘর্ম্ম বিশেষ বক্ষঃস্থলে। সামান্য পরিশ্রমেই সমস্ত শরীরে বিশেষ পীড়াগ্রস্তস্থানে ঘর্ম্ম।

কলোসিন্থ—নিশাঘর্ম্ম তাহার গন্ধ প্রস্রাবের ন্যায়। গাত্র চুলক'ন বিশেষ মস্তকে এবং নিম্নশাখায়।

কোনায়াম—শয়ন কবিবা মাত্র নিদ্রাবেশ হইয়া অথবা এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিলে দিবসে এবং রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রাতে এবং রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে চর্ম্মের মধ্যে চিড়িক্ মারিয়া উঠে। ঘর্ম্ম নাই অথচ শরীরে দুর্গন্ধ।

ক্রোকাস্—শয়ন কবা মাত্র নিদ্রা। বাত্রিকালে অল্পমাত্র ঘর্ম্ম কেবল শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগে শীতল এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাল্কামেরা—পুরাতন চর্ম্মরোগ সহ দুর্গন্ধময়-ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময়নিশা-ঘর্ম্ম প্রাতঃকালে সমস্ত শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। দিবাভাগে পৃষ্ঠে, বগলে, এবং হাতের তালুতে ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্মসহ বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ।

ফেরাম—প্রাতে শয্যায় থাকার সময়, রাত্রিতে, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালন সময় এবং দিবসে বহুপরিমাণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম আঠাযুক্ত, দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম খরগন্ধযুক্ত। এক দিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে বস্ত্রাদিতে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে; এই প্রকার ঘর্ম্ম শয়ন অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত। ঘর্ম্মাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস্—সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে; প্রায়ই শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে হরিদ্রাবর্ণের দাগ কাপড়ে লাগে, এবং ইহা অম্ল, দুর্গন্ধময় ও প্রায়ই শীতল। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম অথবা সম্পূর্ণ ঘর্ম্মের অভাব। চরণদ্বয়ে প্রভূত ঘর্ম্ম, কিন্তু ইহা সাইলিসিয়ার ঘর্ম্মের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত নহে। সামান্য ভ্রমণে পদের অঙ্গুলি সকলের মাঝে ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষত জন্মে ইহাকে গ্রাম্যভাষায় "পাঁকলা" পাঁকুই বলে।

ইগ্নেসিয়া —আহারের সময় কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

হিপার সাল্‌ফার—শীতল, চট্‌চটে; প্রায়ই অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। দিবারাত্রি ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে উপশম বোধ হয় না; অথবা দিবসে একেবারেই ঘর্ম্ম হয় না, পরে রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। দিবারাত্রি যে ঘর্ম্ম হয় তৎসঙ্গে পিপাসা নাই।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই—প্রভূত ঘর্ম্ম এবং লালানিঃসরণ। গ্ল্যাণ্ডপূর্ণ যন্ত্র সমস্ত হইতে বহুপরিমাণ নিঃস্রবণ হয়। কপাল এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হইয়া পরে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মের পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতে হয়। কেবল মাত্র শরীরের বামপার্শ্বে ঘর্ম্ম দেখা যায়।

কেলি-কার্ব—শরীরের প্রায়ই উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। আহারের পর এবং দিবসের পরিশ্রমের দরুণ সহজেই ঘর্ম্ম হয়। নিশাঘর্ম্ম।

ল্যাকেসিস্‌—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, তাহাতে রোগী কষ্ট প্রকাশ করে। ঘর্ম্ম শীতল, তাহাতে হরিদ্রা অথবা রক্তের দাগের ন্যায় দাগ লাগে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা।

ল্যাক্‌টিক্‌-এসিড্‌—চরণদ্বয়ে বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে দুর্গন্ধ নাই।

লিডাম্‌—পচা এবং অম্লময় নিশাঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে অনাবৃত থাকিতে চায়। সামান্য পরিশ্রমেই কপালে ঘর্ম্ম হয় ও তৎসঙ্গে শীত অনুভূত হয়। শরীর চুলকান।

লাইকোপোডিয়াম্‌—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, ইহা রক্তমিশ্রিত, শীতল এবং অম্লাস্বাদ-বিশিষ্ট অথবা পিঁয়াজের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। চট্‌চটে ঘর্ম্ম (রাত্রিতে) তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল।

মার্কিউরিয়স্‌—ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে শরীরের উপরিভাগে জ্বালা। বহুল পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে কাপড় হলুদবর্ণের দাগবিশিষ্ট ও শক্ত হইয়া যায়। ঘর্ম্মে উপশম বোধ হওয়া দূরে থাকুক শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

নক্‌স-ভমিকা—দ্বিপ্রহর রাত্রির পর এবং প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

শরীরের একদিকে (দক্ষিণ দিকে) অথবা কেবল শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম দৃষ্ট হয়। শীতল এবং চটচটে ঘর্ম্ম মুখমণ্ডলে দেখা যায়, তাহাতে হস্ত পদের বেদনার উপশম বোধ হয়।

ওপিয়াম্—গরম ও জ্বালাযুক্ত ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে হইয়া থাকে। গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া দিতে চায়। শরীরের ঊর্দ্ধভাগে ঘর্ম্ম। নিম্নভাগ শুষ্ক এবং উষ্ণ। কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

পিট্রোলিয়াম্—বগলে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণদ্বয় টেণ্ডার অর্থাৎ স্পর্শে বেদনাবোধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত অল্প অল্প ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া থাকে। চর্ম্মে ক্ষত উৎপত্তি হইবার স্বভাব দৃষ্ট হয়।

ফস্ফরাস্—প্রায়ই মস্তকে, হস্তে ও চরণে ঘর্ম্ম দেখা যায়, তৎসঙ্গে অতিরিক্ত প্রস্রাব হয়। শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্ম। চট্চটে ঘর্ম্ম। বহু পরিমাণ নিশাঘর্ম্ম বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়।

ফস্ফরিক্-এসিড্—প্রায়ই অক্সিপাট প্রদেশে এবং গ্রীবায় ঘর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে দিবসে অনিদ্রা। রাত্রে এবং প্রাতে ব্যাকুলতার সহিত বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চট্চটে। কেবল ঘর্ম্মের সময় পিপাসা।

পাল্সেটিলা—শরীরের এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম (বাম পার্শ্বে), কেবল মাত্র মুখে এবং মস্তকে। রাত্রে এবং প্রাতে ঘর্ম্ম, কিন্তু জাগ্রত হওয়া মাত্র আর ঘর্ম্ম থাকে না। অম্ল এবং "ছেতলা পড়া" গন্ধ; কখনও শীতল ঘর্ম্ম। রাত্রিতে ঘোর অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা। ঘর্ম্মের সময় বেদনা অনুভব।

রডোডেণ্ড্রন্—অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময়ে। বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। চর্ম্মে চুলকানি ও ঝিঁঝিঁ ধরে ও তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম।

সেম্বুকাস্—অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম। দিবারাত্রি দুর্ব্বলকারী এবং বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। হেক্‌টিক্ জ্বরের লক্ষণ, উষ্ণ শরীর ও তৎসঙ্গে নিদ্রার সময় হস্তপদ ঠাণ্ডা। জাগ্রত হওয়া মাত্র মুখে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং পরে এই ঘর্ম্ম সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম শুষ্ক ও শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তত্রাচ সে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চায় না।

সিকেলী—শীতল, চট্‌চটে, বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ উপবার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

সিলিনিয়াম্—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম বক্ষঃস্থলে, বগলে এবং জননেন্দ্রিয়ে দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র এবং সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মোদ্রেক। ঘর্ম্ম কাপড়ে লাগিয়া উহা হলুদ বা সাদা দাগবিশিষ্ট হইয়া শক্ত হয়।

সিপিয়া—পরিশ্রম হেতু এবং স্নায়বীয় চমক্ লাগিয়া হঠাৎ অনবরত ঘর্ম্ম চোয়াইতে থাকে; পরিশ্রমান্তে বিশ্রামের সময় অথবা শক্ (Shock) অর্থাৎ চমক্ লাগা চলিয়া গেলে ঘর্ম্মোদ্রেক হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে—পরিশ্রমের সময় ঘর্ম্ম)। বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং উরুতে নিশাঘর্ম্ম, উর্দ্ধভাগ হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া পায়ের বলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। চরণদ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে চরণাঙ্গুলির মাঝে ক্ষত হইয়া থাকে (পাঁকুই বা পাঁকলা)।

সাইলিসিয়া—চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে পদাঙ্গুলি সকলের পাঁকুই ক্ষত। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক ঘর্ম্ম। অম্ল, দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্ব্বলকারক নিশাঘর্ম্ম (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রির পর)।

ষ্ট্যানাম্—দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ গলদেশে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ প্রাতে এবং রাত্রে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ঘর্ম্মে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ। কপালে এবং চরণে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা। হরিদ্রাবর্ণের ক্ষতোৎপাদক লিউকোরিয়া অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর ভিতর বলি জন্মিয়া থাকে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, ইহা তৈলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং তৎসঙ্গে দৃষ্টিশক্তির অভাব অথবা আলো দেখিতে অনিচ্ছা।

সাল্‌ফার—গ্রীবাদেশ এবং অক্‌সিপাট্ প্রদেশে প্রাতে এবং রাত্রে

অম্লগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম। শরীরে ঘর্ম্ম হয় না। চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক। শয্যার কোনস্থলই তাহার নিকট শীতল বোধ হয় না।

সাল্ফিউরিক্-এসিড্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ শরীরের উর্দ্ধভাগে অঙ্গচালনা করিলে পর রাত্রে ঘর্ম্ম এবং উপবেশন করার পরও অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মদ্যপান করার পর ঘর্ম্ম অল্প।

থুজা—কেবলমাত্র অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম, কিন্তু আবৃত স্থান শুষ্ক ও উষ্ণ। মস্তক ব্যতীত আর সকল স্থানেই ঘর্ম্ম। নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম। কিন্তু জাগ্রত হইলে ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়। তৈলাক্ত, দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষতঃ কপালে চট্চটে এবং বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্নকারক ঘর্ম্ম। মৃতের ন্যায় মুখমণ্ডল পিংশে বর্ণ।

৫৫। ঘর্ম্ম মস্তকে—* ক্যাল্-কা, * ক্যাল্কে-ফস্, ক্যামো, সাইলি। (১০ প্যারা দেখ)।

৫৬। ,, ,, নিদ্রার সময়ে—** ক্যাল্-কা, * ক্যাল্কে-ফস্, মার্ক-ভ, পডো, সাইলি।

৫৭। ,, ,, শীতল—বেঞ্জো-এসি।

৫৮। ,, ললাটে—এন্টি-টা, ষ্ট্যানা, ইউফর্বি।

৫৯। ,, ,, শীতল——চায়না, *ইপিকা, ** ভিরাট্।

৬০। ,, ,, ,, নিদ্রাবস্থায়——*মার্ক-ভ, *সাইলি। ৪৭ প্যারা দেখ।

৬১। মস্তকের উপর হস্ত নিক্ষেপ——ব্রাই।

(জ্বরের ঘর্ম্ম দেখ।)

—— *:*——

ঘর্ম্মের অভাব।

(Want of sweat.)

১। ঘর্ম্মের অভাব (চর্ম্মের শুষ্ক ভাব)——**(বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কা, ক্যাম্ফো, চায়না, কল্চি, ডাল্কা, কেলি-কা, লিডা, লাইকো, ম্যাঙ্গাম্-ভি, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ড্রা, ওপি, ফস্, সিকেলী, সেনিগা, সাইলি, সাল্ফা, ভার্ব্বেস্কা) *এলুমি, * গ্র্যাফা।

২। ,, ,, তৎসঙ্গে শরীর উষ্ণ, গাত্রদাহ, চর্ম্ম শুষ্কভাবাপন্ন——**(একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, স্ক্রাম্।)

বিকার।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত

অবস্থানিচয়।

(১)

কোল্যাপ্স্ বা অবসন্নাবস্থা।

(Collapse)

১। এই অবস্থাকে কেহ কেহ পতন অবস্থা বা আসন্নাবস্থা বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল এবং অস্থির হইয়া পড়ে। শরীর শীতল হইতে থাকে। নাড়ী ক্ষীণ অথবা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শরীরে অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ওলাউঠার শেষ অবস্থায়, হঠাৎ জ্বর ইত্যাদি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বভাগে এই অবসন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থা আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ যদি চিকিৎসক কিঞ্চিন্মাত্রও টের পান, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিবিধানার্থ বিশেষ

যত্নবান হইবেন। উৎকট তরুণ জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে সুচিকিৎসক সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যেন অবসান অবস্থা উপস্থিত হইতে না পারে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানিবে।

২। কোল্যাপ্স অধিকারে——(১) এসিটিক্-এসিড্ ** এসি-হাই-ড্রোসি, একোনিন্, একোনাইট, এম্পিলপ্সিস, * এমিগ্ডেলা-এমারা (লরো-সিরেসাস্), এপিস্, **আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাড্মিযাম, ** কার্ব-ভ, ** ক্যাম্ফা, ** ক্যাম্ফ, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, কার্বলিক্-এসিড্, ** সিকেলী, সিনা, সাইট্রাস্-লিমন্, কলোসিস্থ, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসিটাম্, * ক্যাম্ফ-মনো-ব্রোম্, * কুপ্রা-আর্সেনিকাম্, কুপ্রা-সাল্ফ, ড্রসিবা, ইউনিমাস্, হেলেবোর, হোমিরিয়া, আইরডিয়াম্, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, কেলি-ক্লোরিকাম্, কেলি-সায়েনেটাম্ কেলি-নাইট্রিকাম্, ল্যাবার্ণাম্, ল্যাকেসিস্, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস্, মার্ক-প্রিসি, এল্ব, মরফিনাম্, * ন্যাজা-(কোব্রা), সিকুটা-ভি, ওলিয়েণ্ডার, ওপিয়াম, * অক্জ্যালিক্-এসিড্, ফস্ফরাস্, ফাইজষ্টিগ্মা, প্লাম্বাম্, স্ট্যাণ্টোনিন্, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, সাল্ফ-এসি, * ট্যাবেকাম্, ট্যারাক্স, ** ভিরাট্, * ভাই-পেরা-ল্যাকেসিস্, * সাল্ফার অবসান অবস্থার প্রধান ঔষধ। অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহাতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে এত আশ্চর্য্য ফল পাইবে যে, এলোপ্যাথি কি কোন মতের চিকিৎসা হইতে কখনও তাদৃশ ফল পাওয়া যায় নাই।

৩। অবসনাবস্থা উদরাময়ের পর——আর্স ও রিসিনাস্ দিবে।

৪। ,, সার্ব্বাঙ্গিক বাতব্যাধির প্রথমভাগে——কোনায়াম্।

৫। ,, বমনের সময়——রিসিনাস্।

৬। ,, বমনের পর——আর্স, ফাইজোষ্টিগ্মা এবং রিসিনাস্।

৭। ,, রমণের পর——লোবিলিয়া।

৮। ,, হঠাৎ হইলে——আর্সেনিক, ফস্ফরাস্ এবং ভিরেট্রাম্ ব্যবহার্য্য।

৯। মনোব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফার—ইহার ২য় ট্রিটিউরেসনের ১ কিম্বা ২ গ্রেণ পরিমাণ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্কের লক্ষণনিচয়ের সঙ্গে যে কোল্যাপ্স উদ্ভব হয় তাহাতে অত্যন্ত সুফল প্রদান

করে, বিশেষতঃ বালকদিগের ওলাউঠায় এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাতে ইহা নিতান্ত কার্য্যকারী হইয়া থাকে। (ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব পশ্চাৎ দেখ।)

(শয্যাগত অবস্থা দেখ। ঘর্ম্মের ৩৫, ৩৬, ৩৭ প্যারা দেখ)

(ঘোর বিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ)।

—*:*—

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত
অবস্থা নিচয়।

(২)

অচৈতন্য অবস্থা

বিলুপ্তসংজ্ঞা বা চেতনাচ্যুতি।

(ইহাকে ইংরাজীতে কোমা বা ষ্টুপর বলে)।

(Coma & Stupor.)

১। আমরা উৎকট জ্বর, ওলাউঠা ও অন্যান্য রোগের সঙ্গে ও শেষ অবস্থায় অনেক স্থলে দেখিতে পাই রোগী জ্ঞানহারা হয়; এই অবস্থাকে বিলুপ্তসংজ্ঞা বলে। ইহার সঙ্গে ডিলিরিয়াম্ অর্থাৎ প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। তখন রোগীর অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া থাকেন। হইবার কথাও বটে। কিন্তু সুচিকিৎসক তীক্ষ্ণ-নেত্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক রোগীর হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ, রোগের কারণ ও লক্ষণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। অন্যান্য প্রকারের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতে ইহার যে প্রকার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদায়ক ঔষধ আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। যিনি স্বহস্তে এ সম্বন্ধে দুটী রোগীকেও চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন

না। অনেক এলোপ্যাথ মহাশয় এই অবস্থার চিকিৎসা দেখিয়া স্বেচ্ছায় আগ্রহাতিশয়সহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। (এই অবস্থায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময় আবশ্যক হইলে, ডিলিরিয়াম, জ্বর, মানসিক বিকৃতি, স্বপ্ন এবং অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন ইত্যাদিও দেখ)।

২। বিলুপ্তসংজ্ঞা-অধিকারে——(১) ** আর্ণিকা, আর্স, আর্জেণ্টা-না, * এপিস্, * নক্স-ম, * ব্যাপ্‌টিসিয়া, ** হাইয়সায়েমাস্, * হেলেবোর, **বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ** ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, এণ্টি-টা, ** ওপিয়াম্, সর্ব্বপ্রধান ঔষধ; (ইহাদের ৩, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায়। প্রথমে উচ্চশক্তিই প্রয়োগ করিবে)। (২) য়্যাব্‌সিন্থিয়াম্, একোন্, এস্কিউলাস্-গ্ল্যাব্‌রা, এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্, এগারিকাস্, * এগারিকাস্-ফেলোইডিস্, য়্যাগ্‌কিস্‌ট্রোডন্-কণ্টরট্রিস্, য়্যাগ্রষ্টেমা-গিথেগো, এলকোহল, এমোনি-কষ্টি, এট্রোপিয়া, বেঞ্জো-এসি, বেঞ্জো-নাইট্রি, বথ্‌্রপস্-ল্যান্সি-ওলেটাস্, বাফো, * ক্যাম্ফার, * কোনা, ক্যানাবিস্-ই, ক্যানাবিস্‌ স্যাটা, ক্যাস্থা, কার্ব-এসি, কার্বনিয়াম্-হাইড্রোজিনিয়েসেটাম্, কার্বনিয়াম্-অক্সিজি-নিসেটাম্, চিনোপোডিয়াম, ক্লোরোফরম্, সিকিউটা-ম্যাকিউলেটা,কল্‌চিকাম্, কোরিয্যাবিয়া-মার্টিফোলিয়া, * ক্রোটেলাস-হরিডাস্, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-এসি, ডেটুরা-মিটেল্, ডিজিটেলিস্, ডাল্‌কামেরা, ইথুজা, ফ্রেগেরিয়া, গ্লোনইন, *হাইড্রোসিয়েনিক-এসিড্, জ্যাস্‌মিনাম, জুনিপেরিস্, লিডাম্, কেলি-ব্রোমে-টাম্, ল্যাকেসিস্, লরোসিরেসাস্, লিপিডিয়াম্, লোনিসেরা, ম্যান্‌সিনেলা, মার্কিউরিয়ালিস্, *মার্কিউরিয়াস্, মার্ক কর, মেজিরিয়ম্, মরফিয়া, * মস্কাস, স্যাজা, ন্যাট্রাম্-হাইপোক্লোরোসাম্, নক্স-ভ, ইনান্থি, ওলিয়েণ্ডার, পিট্রো, * ফস্, ** প্লাম্বাম, হ্রাস্-টক্স, স্যাণ্টোনিন্, স্যাপোনাইনাম্, * সিকেলী-ক, সোলেনাম-নাইগ্রাম, সাল্‌ফিউরেটেড্-হাইড্রোজন, * ট্যাবেকাম্, ট্যানাসিটাম্, ট্যাক্সাস্-ব্যাকেটা, টেরিবিন্থ, ভাইপেরা; (৩) এসিটিকু-এসি, এগারিকাস্-ষ্টার্কোরেরিয়াস্, * এলুমিনা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্ট-মেটা, ক্যালাডিয়াম্, সিকুটা-ভি, ক্রোটেলাস্-ক্যাস্কাভিলা, কার্ব-এনি, ডেটুরা-সেঙ্গুইনিয়া, ডোরাই-ফোরা, ডুবোইসিয়া, জেল্‌স, * হেমেমেলিস্, হেলেবোর, হিপা, আইয়ড্, কেলি-আইয়ড্, কেলি-নাইট্রি, ক্রিয়েজোট, ল্যাবার্ণাম্, লুপিউলাস, মার্ক-

প্রিসিপিটেটাস্-রুবাব্, মাইরিকা, নাইট্রি-এসি, অক্‌জ্যালিক এসি, ফাইটো-লেকা, পাইরাস্, সেঙ্গুইনেরিয়া, স্কুকুলেরিয়া, সোলেনাম-টিউবারোসাম্, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেণ্ট্‌লা, * ভিরাট্, ভিস্‌কাম্-এল্‌বাম্।

৩। অজ্ঞানাবস্থা ডিলিরিয়ামের পর——ব্রাই, ফস্, এট্রোপি। (পরবর্তী বিষয় "ডিলিরিয়াম্" দেখ)।

৪। " পক্ষাঘাতের প্রথম ভাগে——কোনা।

৫। " মৃগী রোগের ফিটের পর——প্লাম্বা।

৬। " (পর্য্যায়ক্রমে, ডিলিরিযাম্ সহ)——প্লাম্বা।

৭। " তৎসঙ্গে পচাল পাড়া——প্লাম্বা।

৮। " অসম্পূর্ণ——আর্স, ক্রোবাম, প্লাম্বাম্, বেঞ্জিনাম্-নাইট্রিকাম্, ক্রোটেলাস্-হি, কার্বলিক-এসিড্, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, মার্ক-প্রি-এ, মর্‌ফিয়া, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক্-মেটা।

৯। তন্দ্রা ও অলস অবস্থা, মধ্যে মধ্যে আক্ষেপসহ বমন——ডিজি।

১০। ঘোর নিদ্রা, তৎসঙ্গে হস্ত পদাদির আক্ষেপ——কুপ্রা-মে।

১১। সমস্ত দিন চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থা, চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারে না——ইথু।

১২। অজ্ঞানাবস্থা ও তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম্——প্লাম্বা। (৬ প্যারা দেখ)।

১৩। নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থা এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম——ট্যাবেকা।

১৪। অজ্ঞান এবং নড়েচড়ে না, যে ভাবে পড়িয়া আছে সেই ভাবেই আছে——নক্স-ম।

১৫। অজ্ঞানতা এবং ডিলিরিয়াম্——ক্যাম্ফ।

১৬। অজ্ঞান অবস্থা প্রাতে — আর্স-মেটা, ফস্।

১৭। " বেলা ১০ টার সময়——ষ্ট্রিক্‌নিয়া।

১৮। " সন্ধ্যার সময়——একোন, ইনাম্বি।

১৯। " ৮টা, রাত্রির সময়——ষ্ট্রিক্‌নিয়া।

২০। " কন্‌ভল্‌শানের সময়——জুনিপার।

২১। " কন্‌ভল্‌শানের পর——কোরিয়েরি-রাসিফোলিয়া, ক্যাম্ফ, সিকেলী।

২২। অচৈতন্য, দুইটী ফিটের (Fit) মধ্যবর্ত্তী সময়ে——প্লাম্বাম্।

২৩। „ উদরাময়ের পর——আর্স।

২৪। „ বমনের পর——আর্স, একোন, কুপ্রাম।

২৫। „ রজস্বলার সময়——নক্স-ম।

২৬। „ বেদনার পর——ফাইটোলেক্কা।

২৭। „ মদ ইত্যাদি নেশা সেবনে——জেলস্, হাইয়স্।

২৮। „ টাইফয়েড্ জ্বরের প্রথমাবস্থার ন্যায়——কেলি-ব্রো।

২৯। „ মস্তিষ্কাভ্যন্তরে ধমনী হইতে রক্ত বিনিঃসৃত হইলে——সোলেনাম্-নাইগ্রাম্।

৩০। „ মস্তিষ্কের যন্ত্রগত পীড়া হইতে হইলে——আর্স।

৩১। „ জ্বরকালীন——** আর্ণি, ক্যাক্‌টা, ইগ্নে, লরোসিরে, * ওপি, এণ্টি-টার্ট, * সোলেনাম্-নাইগ্রাম্। (জ্বর দেখ)।

৩২। „ জ্বরের শীতাবস্থায়——বেল্, * হিপা, * স্ট্রা-মি।

৩৩। „ তন্দ্রা এবং চমকিয়া উঠা——আর্ণি।

৩৪। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু অচৈতন্য হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা মস্তকে জলপটী বা বরফ দিয়া থাকেন এবং গ্রীবাদেশের পৃষ্ঠভাগে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার প্রয়োগ করেন। এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা অবস্থায় এ প্রকার হইলে কোন বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় না, বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ অপকারও হইতে পারে; কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার অবস্থার চিকিৎসা জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে অতি ভাল ভাল ঔষধ রহিয়াছে। তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায়। এই প্রকার অজ্ঞানাবৃত রোগীতে হোমিওপ্যাথি অতি সত্বর অভাবনীয় ফল দেখাইয়া ইহার ঔষধের যে নিতান্ত তেজস্কর ক্ষমতা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে। (ডিলিরিয়াম্, স্বপ্ন, মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন্, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ)।

——*০:০*——

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত

অবস্থানিচয়।

(৩)

ডিলিরিয়াম্

(Delirium)

অর্থাৎ

বিকারযুক্ত ক্রিয়া এবং প্রলাপ ইত্যাদি ঘোর বৈকারিক লক্ষণচয়।

(জ্বর, মানসিক লক্ষণচয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, ডিলিউসন্ বা বিভীষিকা দেখ।)

১। মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিলে ডিলিরিয়াম্ কার্য্যে, এবং বাক্যে প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। রোগী প্রলাপ বকে; কখনও চীৎকার, কখনও বিকট হাস্য করিতে থাকে। কোন কোন রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে; নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইতে চায়। কখন বা আপন হাত কামড়ায়। কখন বা বিছানা হাতড়ায়। কোন সময় বা আপন পরিধেয় কাপড় ধরিয়া টানে। কোন সময় বা বিড়্বিড়্ করিয়া আপন মনে বকিতে থাকে। ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অনেক সময় বিলুপ্ত-সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর মস্তিষ্কের কন্জেস্‌শন বা রক্তাধিক্য, মস্তিষ্কের বিশেষ কোন উত্তেজনা অথবা অবসন্নাবস্থা হেতু ডিলিরিয়াম্ হইয়া থাকে। কারণ-তত্ত্ব অনুসন্ধানে জানা যায় যে, (১) মস্তিষ্কের পীড়া অথবা তাহার আবরক ঝিল্লীর পীড়া; (২) জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির পীড়ার দরুণ মস্তিষ্কে রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রতিফলিত ক্রিয়া প্রকাশ হেতু; (৩) জ্বর, প্রদাহ, এবং মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়াও এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। (৪) স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু ডিলিরিয়াম্ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

২। ডিলিরিয়াম্‌ অধিকারে——এব্‌সিন্থ, এসিটিক্‌-এসি,। * একোন, এগারিকাস্‌, এল্‌কোহল, এমোনি-কার্ব, এমিগ্‌ডালা, এণ্টি-ক্রুড্‌, * এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রো, ** ব্রাই, ** বেল্‌, বোলিটা, কেলাডি, *ক্যাম্ফ, কার্বলি-এসি, চায়না, সিমিসিফিউ, * সিকুটা-ভি, * সিনা, কফি. কল্‌চি, কোনা, * ক্রোটেলাস্‌, হিপো, * কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, ডাল্‌কা, ইথুজা, গ্লোনইন, গুয়ারেনা, হেলে, ** হাইয়স্‌, ইগ্নে, আইয়ড্‌, জ্যাট্রোফা, ড্রসিরা, হিপা, * মার্ক-কর, মার্ক-সল্‌, কেলি-ব্রো, কেলি-কার্ব, * ক্যাম্থা, কেলি-না, ল্যাক্‌টুকা, লিলি-টি. * ল্যাকে, লুপিউলাস্‌, লাইকো, * মিলি-ফোলিয়াম্‌, মিনিয়াস্থ, মার্ক-না, মার্ক-সাল্‌ফিউ, মেজি, মর্‌ফিয়া, নিকোটিনাম্‌, নাইট্রি এসি, নাইট্রো-অক্স, নক্স-ভ, ** ওপিয়াম, অক্‌জ্যালি-এসি, প্ল্যাটী, ** প্লাম্বাম্‌, * ফস্‌, সোরি, * সিকেলী, ষ্টাণ্টোনিন্‌, ষ্ট্রিয়াম্‌, হুডোডেন, হ্রাস্‌-ট, ** ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, সাল্‌ফ-এসি, থিয়া (চা), ট্যাক্‌সাস্‌, **ভিরাট্‌, ভাইপেরা, জিঙ্ক্‌-সাল্‌ফ।

{ ডিলিরিয়াম্‌ বাক্যে ও কার্য্যাদিতে প্রকাশ। }

(অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্‌ এবং ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্‌-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ।)

৩। নানা প্রকার কাল্পনিক বাক্য——(১) বেল্‌, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, (২) ক্যামো, জেল্‌স, হাইয়স্‌, ওপি, সাইলি, সিপি, স্পঞ্জি ; (৩) গ্র্যাফা।

৪। ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকিলে——(১) বেল্‌, হ্রাস্‌, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্‌ ; (২) ক্যাক্‌টা, ল্যাকে, ওপি।

৫। বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকা——(১) বেল্‌, হাইয়স্‌, ষ্ট্র্যামো ; (২) নক্‌স-ভ।

৬। বিকারে ধর্ম্মবিষয় সম্বন্ধে লক্ষণ প্রকাশ——বেল্‌, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্‌, অরা, ক্রোকা, ল্যাকে, প্ল্যাটী, সাল্‌ফ, এল্‌কোহল্‌।

৭। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা——বেল্‌, নক্‌স ভ, ওপি, আর্স, ক্যাম্থা, হিপা।

৮। বিকারে কুকুর ডাকার ন্যায় শব্দ করে——*বেল্।

৯। „ স্বকৃত দোষ জন্য নিজকে নিজে তিরস্কার করিতে থাকে——ওপি।

১০। „ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে——বেল্।

১১। „ বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে পচাল পাড়া——ডোরিফোরা, ওপি, ব্রাই।

১২। „ গোলযোগ পূর্ণ কথা বলিতে থাকে——বেল্।

১৩। „ অসংলগ্ন বিষয় বলিতে থাকে——*ওপি।

১৪। „ কুকুর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে——বেল্।

১৫। „ অসংলগ্ন কথা——*ষ্ট্র্যামো, (এই প্রকার রাত্রিতে হইলে—বেল্)।

১৬। „ অত্যন্ত পচাল পাড়িলে——বেল্, ডোরি, * ওপি, *ফস্, ভিরাট্, ট্র্যামো, (রাত্রিতে——মিলিফোলিয়া, ওপি, প্লাম্বা)।

১৭। „ আপনি বকিতে থাকে——ট্যাবেকা, বেল্, মার্ক-সল্।

১৮। „ আপনি আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে——এইল্যান্থাস্, ডোরি, কেলি-সা, * মার্ক, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো। (ঐ প্রকার নিদ্রাবস্থায় করা——আর্স)।

১৯। „ পদ্যে কথা বলিতে থাকে——থিয়া।

২০। „ ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে——ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

২১। „ ভর্ৎসনা করে, গালাগালি দেয়——মার্ক-সল্, লাইকো।

২২। „ অতি চীৎকার করিয়া কথাবার্ত্তা বলে——ষ্ট্র্যামো।

২৩। „ দুঃখ প্রকাশ——একোন্, বেল্, পাল্স।

২৪। „ যেন কার্য্য-কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত——বেল্, ক্যাম্ফ, হাইয়স, কেলি-সাইনেটাস্, * ষ্ট্র্যামো।

২৫। „ ক্রন্দনশীল——এগারিকাস্-প্রুসিয়াস্, বেল্।

২৬। বিকারে চীৎকার করা——এপিস্, প্ল্যান্টেগো, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি, এট্রোপি, বেল্।

২৭। ডিলিরিয়াম্ গর্ব্বপূর্ণ——লাইকো।

২৮। বিকারে ক্রোধপূর্ণ ভাব সমস্ত প্রকাশ——একোন্, বেল, সিমি-সিফি, ওপি, প্লাম্বা, ভিরাট্।

২৯। „ ক্রোধপূর্ণ——* বেল্, একটিয়া-স্পাই, এণ্টি-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, * ক্যাম্বা, কুপ্রা-এসি, ক্যানাবিস্-স্তাটা, কার্ব্বণ-সাল্ফ, * লাইকো, * ইনাম্থি, ওপি, ফস্, প্লাম্বা, * ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্ট্; (রাত্রিতে—একোন্); (মধ্যাহ্নে—ব্রাই); (নিদ্রার পর—ফস্)। (পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ ও ধর্ম্মবিষয়ে উত্তেজনা——এগারিকাস্-মা)।

৩০। „ শাসনাতীত——আর্স।

৩১। „ উন্মাদের ন্যায়——একোন্, কোরিএরিয়া-রাসিফোলিয়া, ইনাম্থি, সিকেলী, * ষ্ট্র্যামো, মার্ক-সল্।

৩২। „ নির্ব্বোধের ন্যায়——ষ্ট্র্যামো।

৩৩। „ অত্যন্ত ক্ষেপা অবস্থা——এট্রোপি, আর্স, হাইয়স্।

৩৪। „ মারিতে বা প্রহার করিতে চেষ্টা করে——বেল্।

৩৫। „ অত্যন্ত উগ্রতাপূর্ণ, উন্মত্তভাবযুক্ত——এল্কোহল্, আর্স, বেল্, ক্যাল্-কা, একোন্, কল্চি, কোরিএরিয়া-রাসিফো, ডাল্কা, লোবেলিয়া, মার্ক-সাই, এগারি-মা, মস্কাস্, ষ্ট্র্যামো, * ওপি, সিকেলী, ভাইপেরা, (৫টা সন্ধ্যার সময়—প্লাম্বা); (রাত্রিতে—বেল্, গ্র্যাফা, নক্স-ভ); (কন্‌ভালশনের সময়——আর্স); (জ্বরের সময়——জুনিপার, মর্ফিয়া, সাল্ফ-এসি)। (নিদ্রাবস্থায়——কুপ্রা-এসি, মিউর-এসি)। (পর্য্যায়ক্রমে এই প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও জ্ঞান উদয়—একোন)।

৩৬। বিকারে হাস্য ও আনন্দ——(১) বেল্; (২) একোন্, ওপি, সাল্ফা, ভিরাট্, জিজিয়া।

৩৭। „ হাস্যপূর্ণ——বেল্, হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, থিয়া, (দুই প্রহরের রাত্রিতে—সিপি) আক্ষেপযুক্ত হাসি কিম্বা উন্মত্তের ন্যায় হাসি—বেল্।

৩৮। ডিলিরিয়াম্ বা বিকারে পরিহাসজনক কৌতুক করা——ল্যাক্টুকা।

৩৯। ডিলিরিয়াম্ কৌতুকজনক——ভিরাট্।

৪০। „ গান করে——লাক্টুকা, ষ্ট্র্যামো।

৪১। ডিলিরিয়ামে আনন্দপূর্ণ——এগারিকাস্-মা, * বেল্, ক্যানাবিস্-স্তাটা, হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, ল্যাক্‌টু। (পর্য্যায়ক্রমে আনন্দময় ও বিষাদযুক্ত ডিলিরিয়াম্, এগারিকাস্-মা)।

৪২। „ অন্যায় কার্য্য সকল করে——সিকেলী।

৪৩। „ বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করে——বেল্।

৪৪। „ ছুরিকা হস্তে লোককে আক্রমণ করা——হাইয়স্।

৪৫। „ কামড়ায়——হাইড্রোসি-এসি, * বেল্।

৪৬। „ শূন্য স্থানে কিছু যেন ধরিতে চেষ্টা করিতেছে——হাইয়স্।

৪৭। „ মুচ্‌কি হাসি হাসে——হাইওসায়েমিনাম্।

৪৮। „ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরে——এট্রোপি।

৪৯। „ যেন অন্ধকারে কিছু হাতড়াইয়া অন্বেষণ করিতেছে——প্লাম্বা। (হাতড়ান ও খোঁটা—৫৭ প্যারা দেখ)।

৫০। বিকারে হাতড়ান কিম্বা খোঁটা——আর্স, এল্‌কোহল্, এট্রোপি, বেল্‌ কল্‌চি, কোনা, ডাল্‌কা, হাইয়স্, হাইসায়েমিন্, আইয়ড্, ওপি, ফস্ জিঙ্ক্-মেটা, **ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে—এট্রোপি, সোলেনাম-না ৫৭ প্যারা দেখ)।

৫১। নাসিকা খোঁটে——* সিনা, জিঙ্ক্, * এরাম্।

৫২। নাসিকার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে থাকে——* সিনা।

৫৩। বিকারে ঘরের দেয়ালে ঘুসি মারিতে থাকে——কোনা।

৫৪। „ ঝাঁকি মারিতে থাকে——একোন্।

৫৫। „ গোময়, কর্দ্দম এবং লালা চাটিয়া খাওয়া——মার্ক-সল্।

৫৬। „ কথা বলার ন্যায় যেন দুইটী ওষ্ঠ নড়িতে থাকে——বেল্।

৫৭। বিকারে বিছানার কাপড় ধরিয়া টানা——* হাইয়স্। (৪৯, ৫০ প্যারা দেখ)।

৫৮। „ থুথু ফেলিয়া ইহা চাটিয়া উঠায় অথবা মেজিয়াতে রগড়াইয়া ফেলে——মার্ক-সল্।

৫৯। „ ঘরের মেজিয়াতে প্রস্রাব করে——প্লাম্বাম্।

৬০। „ পলাইতে চেষ্টা করে——এল্‌কোহল, বেল্, কুপ্রাম্, ডিজি, ফস্, * ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট্। (এই প্রকার, রাত্রে—মার্ক)।

৬১। বিকারে বিছানা হইতে পলাইতে চায়——একোন্, এল্কোহল, এট্রোপি, বেল্, আর্স, ব্রাই, চায়না, সিকুটা-ভি, গ্যালি-এসি, হাইয়স্, মার্ক-কর, মার্ক-মিউ, ওপি, ফস্, প্লাম্বা, সোলেনাম, সাল্ফ-এসি।

৬২। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠা এবং বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা——(১) * বেল্, ব্রাই ; (২) একোন্, কলোসি, ওপি।

৬৩। ,, লম্ফ দিয়া উঠে——একোন্, বেল্, ল্যাক্টু, মার্ক-সল্।

৬৪। ,, লম্ফ দিয়া জলে পড়ে——বেল্, সিকেলী।

৬৫। ,, দৌড়ান——বেল্, কোনা।

৬৬। ,, আপন কন্যাকে দেখিব বলিয়া উত্থান করে——আর্স।

৬৭। ,, ঐ প্রকার জ্বরের সময় উঠিতে চাহিলে——মর্ফিয়া।

৬৮। ,, বিছানা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা——বেল্।

৬৯। ,, আপন গর্ভজ সন্তানদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া——লাইকো।

৭০। ,, বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করা——বেল্।

৭১। তাঁহার আপন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করা——সিকেলী।

৭২। ,, ঘরের বাহির হইতে চায়——এগারিকাস্-ষ্টারকো, বেল্, ওপি।

{ ডিলিরিয়ামে ভয়, ব্যাকুলতা, স্বপ্ন, বিভীষিকা ইত্যাদি। }

(অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ)।

৭৩। ব্যাকুলতা ও ভয়যুক্ত ডিলিরিয়াম্——(১) একোন, বেল্, হাইয়স্, * ওপি, পাল্স, ষ্ট্র্যামো ; (২) এনাকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যাল্-কা, সিমিসিফি, সাইপ্রিপেড্।

৭৪। স্বপ্ন ও নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা——(১) * বেল্, হাইয়স্, ওপি, ষ্ট্র্যামো, (২) আর্স, ক্যাক্টা, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা ; (৩) *ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-ভ, ড্রসি, হেলে, হিপা, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটী, সেম্বু, ভিরাট্।

৭৫। কোন স্থানের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা——বেল্, ব্রাই, ল্যাকে, ভিরাট্।

৭৬। ,, স্বপ্ন দেখা——এট্রোপি, বেল্।

৭৭। স্বপ্ন ভয়যুক্ত——এট্রোপি, ওপি, হুড়ো।

৭৮। ভয় প্রকাশ করিয়া বলে——বেল্।

{ অচৈতন্য অবস্থাসহ ডিলিরিয়াম্ }

(অচৈতন্য অবস্থা, ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা দেখ)।

৭৯। পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ এবং অজ্ঞানাবস্থা——প্লাম্বাম্।

৮০। ঐ ঐ অবস্থা অপস্মার রোগের পর হইলে——প্লাম্বাম্।

৮১। ঐ ঐ অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত আলস্য——বেল্।

৮২। ঐ ঐ অবস্থা ও নিদ্রা——ককিউ, প্লাম্বা, ভাইপেরা।

৮৩। ঐ অবস্থায় কাহাকেও চিনিতে পারে না——মার্ক-সল্, ষ্ট্র্যামো।

{ ডিলিরিয়াম্ জ্বর-সহ }

৮৪। ডিলিরিয়াম জ্বরের উষ্ণাবস্থায়——এণ্টি-টা, ** আর্ণি, আর্স, বেল্, কার্ব-ভ, ** চায়নি-সা, সিনা, চায়না, কফি, জেল্স্, হিপা, ইগ্নে ল্যাক্নেন্থি, ** ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ** পডো, ল্যাকে, * সোরি, স্যাবাডি, সেন্ক, সিকেলী, স্পঞ্জি, ** ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

৮৫। ডিলিরিয়াম্ জ্বরের শীতাবস্থায়——* আর্ণি, বেল্, ** ন্যাট্রা-মি, নক্স ভ, সাল্ফা, ভিরাট্। (জ্বর দেখ)।

৮৬। ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়——থুজা। (জ্বর দেখ)।

৮৭। ,, ঈষৎ জ্বরসহ——সাল্ফার, (রাত্রিতে—ব্যারাইটা-কার্ব)।

৮৮। ,, টাইফয়েড্ জ্বরে——এট্রোপি।

৮৯। ,, জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম্ থাকিলে অথবা মস্তিষ্কে অত্যন্ত উত্তেজনা হইলে——(১) বেল্, ক্যাক্টা, হাইয়স্, ল্যাক্নেন্, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-এল্ব, ভিরাট্-ভি ; (২) * একোন্, অরাম্, * ব্রাই, * কুপ্রা, ল্যাকেসিস্, লাইকো, মর্ফিয়া, নক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা, *সাল্ফ-এ, (৩) আর্ণি, আর্স, চায়না, ব্যাপ্টি, বাফো, ক্যাল্কে, ক্যান্থা, ক্যামো, সিমিসিফিউ, সিনা,

সাইপ্রিপিড্, জেল্‌স, ইগ্নে, কেলি, পডো, পাল্‌স, হ্রাস, সেঙ্গু, সিকে, স্পঞ্জি, ভিজিয়া, এইলেস্থাস, ইথু। (জ্বর দেখ)।

{ অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ }

(উপরোল্লিখিত লক্ষণাদি ও ডাঃ জারের
ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ)।

৯০। ডিলিরিয়াম্ ঘর্ম্ম হওয়াতে উপশম বোধ হয়——ইথু।

৯১। ,, অস্থির——একোন্, এট্রোপি, প্লাম্বা।

৯২। ,, হিংসাপূর্ণ——লাইকো।

৯৩। ,, আপন বিষ্ঠা খইতে চায——ভিরাট্।

৯৪। ,, লড়াই করিতে ইচ্ছা——বেল্, হাইয়স্।

৯৫। ,, ঔষধ খাইতে চায না——এগারিকাস্-প্রুসিয়াস্।

৯৬। ,, গাত্রে হাত দিতে দেয় না——মার্ক সল্, *এণ্টি-ক্রুড্।

৯৭। ,, খামখেয়ালীযুক্ত——বেল্।

৯৮। শান্তভাবাপন্ন——কুপ্রা-এসি,: হাইয়স্, হাইয়সায়েমিনাম্, প্যাষ্টিনেকা, ফস্, প্লাম্বা, ট্যাবেকা।

৯৯। ,, শরীর দোলাইতে থাকে——হাইয়স্।

১০০। ,, শরীর ভূমিতে লুঠায়——ওপি।

১০১। ডিলিরিয়াম্, বালকের সঙ্গে ঝগড়া করে——এগারিকাস্-মা।

১০২। ,, নীরব——এগারি-মা, সিকেলী।

১০৩। ,, প্যারক্সিজ্‌মযুক্ত অর্থাৎ সময় সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়——*বেল্, কোনা।

১০৪। ,, বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সাময়িক——সেম্বু।

১০৫। ,, হঠাৎ——ষ্ট্র্যামো।

১০৬। ,, হিষ্টিরিয়া রোগ সদৃশ——বেল্।

১০৭। ,, জড় বুদ্ধির ন্যায়——*ষ্ট্র্যামো।

১০৮। ডিলিরিয়াম্ যেন মাদক সেবনে মত্ততা প্রাপ্ত——কোরিএরিয়া-রাসিফো, কার্ব-এনি, ভাইপেরা।

১০৯। ,, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে——হাইয়স্।

১১০। ,, বন্য পশুর ন্যায়——কল্চি, হাইড্রো-এসি, হাইয়স্, ন্যাট্রা-সাল্ফ, *ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্—গ্যালিক্-এসি)।

১১১। বিকারে শিরোলুণ্ঠন——*বেল্, ব্রাই, *হেলে, * পডো, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো, * জিঙ্ক্।

১১২। ,, দন্ত কিড্‌মিড় বা দন্ত কট্‌কট্ করা——(ইতঃ পূর্ব্ব "দন্ত" মধ্যে ৫ক হইতে জ পর্য্যন্ত দেখ)।

১১৩। ,, জিহ্বা নির্গত করা——(জিহ্বা ইত্যাদি মধ্যে ১৯, ২১, ২২ প্যারা দেখ)।

ডাক্তার জার ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। }:——

১১৪। "ডিলিরিয়াম্ অধিকারে——বেল্, ক্যাম্ফা, কোনা, কুপ্রা, নক্স-ম।

১১৫। ,, রজনীতে, কিন্তু দিবসে থাকে না——বেল্।

১১৬। ,, কেবল রজনীতে——ব্রাই, ডিজি।

১১৭। রজনীতে, বেদনা বৃদ্ধির সহিত——ডাল্কা।

১১৮। ,, পথ্যের পর ভাল বোধ হয়——বেল্।

১১৯। বিকার ক্রোধ, উগ্রতা অথবা অত্যাচারপূর্ণঃ——

প্লাম্বাম্—ক্রোধ অথবা উগ্রতাপূর্ণ। পচালপাড়া। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে। সর্ব্বদা অথবা সময় সময় ক্রোধ ও অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম্ (রাত্রিতে); মধ্যে মধ্যে চৈতন্যশূন্য নিদ্রা।

ওপিয়াম্—উগ্রতা ও অত্যাচারপূর্ণ ডিলিরিয়াম্।

১২০। বিকারে রোগী উঠিয়া পলাইতে চায়:——

ভিরাট্—অত্যন্ত গোলযোগ ও অত্যাচার করে, ধরিয়া রাখা অসাধ্য; উঠিয়া পলাইতে চায়।

বেলেডোনা—বিকারে যেন বাড়ীতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করে।

হাইয়স্—বিকারে অস্থির, বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চায়।

১২১। বিকারে বলিতে থাকে যে পীড়া তাহার মস্তকের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে ; সে এই কথা বলিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে:—— ষ্ট্র্যামো।

১২২। ডিলিরিয়াম, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধীয় :————

ওপিয়াম্—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে ; যেন কোন স্বপ্ন দেখিতেছে।

১২৩। বিকার, কিন্তু মাঝে মাঝে সুস্থ অবস্থা দেখা যায় :—

ষ্ট্র্যামো—ডিলিরিয়াম্ ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞানোদয় হয়, সেই জ্ঞানোদয় সময় জাগ্রতাবস্থায় যে স্বপ্নের ন্যায় দেখিতেছিল তাহা স্মরণ হয় ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সুস্থাবস্থার সময়টুকুতে সে যাহা যাহা করিয়াছিল বা বলিয়াছিল তাহা কিছুমাত্র মনে থাকে না। যখন সুস্থ থাকে তখন সে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রার্থনা করে।

১২৪। ডিলিরিয়াম, ধর্ম্ম সম্বন্ধে:————

ভিরাট্—শরীর শীতল, চক্ষু উন্মীলিত এবং বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে। যাহা করিব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা করিতে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সে মনে করে যেন বাড়ীতে নাই, অন্য কোথায় আছে ; এবং তজ্জন্য প্রেয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা করিতে থাকে।

১২৫। ডিলিরিয়াম্ ইন্‌কোহেরেণ্ট অর্থাৎ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার :————

বেল্—স্বপ্নে যেন কথাবার্ত্তা বলে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে যে, তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে কারণ অগ্নি লাগিয়া সমস্ত পুড়িয়া যাইতেছে। অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা (সন্ধ্যাকালে)।

ষ্ট্র্যামো—যদি পিতা জিজ্ঞাসা করে তুমি আমায় চিনিতে পার?

তখন রোগগ্রস্ত বালক উত্তর করে "বাবা তুমি"? এবং তখন অঙ্গুলিচয় দ্বারা তাহাব পিতার মুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে অথবা হাত বুলায় কিম্বা আঁচড়াইতে থাকে।

হাইয়স্—অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা।

১২৬। ডিলিরিয়াম স্বপ্নপূর্ণ :———

ওপিয়াম্—বিকারে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, একটী লোক মুখে মুখোস (কৃত্রিম মুখ) পরিয়া তাহার নিকট আসিতেছে; কখন হাসি; কখন বা মনুষ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠে এবং এই ভয়ে ভীত হয় যেন কেহ তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ কবিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে কেহ বিকারগ্রস্ত মনে করে তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালাগালি দেয়। বিকারে ভূত, দৈত্য দানব, নানা প্রকার বিকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে।

ষ্ট্র্যামো—তাহার নিকটে "কুকুর, বিড়াল, খরগোস্ ইত্যাদি আসিল" এই কথা উচ্চৈঃশব্দে বলে।

বেল্—নেক্ড়ে বাঘ, ষাঁড়, যুদ্ধ, সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। তাহার চতুর্দ্দিকে যেন কুকুর সমস্ত চড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্রোধ; কুকুর সম্বন্ধে পচাল পাড়া, বাহু এবং মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠা।

১২৭। বিকারে অনবরত অত্যন্ত বকিতে থাকে :———

নক্স-ম—চুপ করাইয়া স্থির ভাবে রাখা যায় না। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অসঙ্গত কথা বলে ও বহুবিধ বিকট অঙ্গভঙ্গী করে। বিকার ও তৎসঙ্গে মাথাঘোরা।

বেল্—রমণ বা কামভাবপূর্ণ কথাবার্ত্তা। উন্মাদের ন্যায় কথাবার্ত্তা ও দুইচক্ষু বিস্ফারিত যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বালকের ন্যায় কথা।

ষ্ট্র্যামো—অত্যন্ত কথা বলা।

ওপিয়াম্—গোলযোগপূর্ণ কথাবার্ত্তা, তৎসঙ্গে গরম ও ব্যাকুলতা ভাব যেন মাদক সেবন করিয়াছে। কিছু বলিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাহার

করে যেন সে তাহা বলিয়া ভীত হইয়াছে। সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ ও উগ্রভাবাপন্ন হইয়া নিকটে যে ব্যক্তি থাকে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরে।

১২৮। বিকারে বিড়্বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে :———

হাইয়স্—বিড়্বিড়্ করিয়া পচাল পাড়া ও আকাশ মধ্যে যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া অঙ্গুলি-ক্রীড়া করিতে থাকে; ইহাকে কর-ক্রীড়া (Carphology) বলে। বিড়্বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অসঙ্গত কথা বিড়্বিড়্ করিয়া বকে।

বেল্—নিদ্রিতের ন্যায় আস্তে আস্তে বকিতে থাকে।

এণ্টি-টা—আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে।

১২৯। বিকার ও তৎসঙ্গে ভয় :———

ষ্ট্র্যামো—মনে করে যেন সে একাকী রহিয়াছে এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয় পায় ও পলাইতে চেষ্টা করে। দুই প্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে এবং ঘরের ভিতর দৌড়িয়া বেড়ায়, যে তাহার নিকট যায় তাহাকেই সে ধরে, এবং বলিতে থাকে যে কোন ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; এবং পুনঃ পুনঃ বলে যে "তোমরা আর আমাকে পাইবে না"। কুকুরে কামড়াইবে বলিয়া নিতান্ত ভয়।

১৩০। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ প্রকারের ডিলিরিয়াম্ :——

আর্স—বিকার ও তৎসঙ্গে উন্মীলিত চক্ষু।

একোন—কখন কান্না, কখন হাসি, কখন বা ক্রোধ।

ষ্ট্র্যামো—স্মৃতি ও জ্ঞানবিভ্রম।

চায়নিনাম্-সাল্ফ—ডিলিরিয়াম্ ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া এবং বুদ্ধি স্থির করিতে অক্ষম। শরীর গরম, নাড়ী দ্রুত, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, ও এতৎসঙ্গে বিকারে যেন অজ্ঞানের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়।

প্লাম্বাম্-এসিটা—রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্ ও তৎসহ চক্ষুস্ফীত।

ক্যাম্ফার—নানা প্রকার অন্যায় প্রস্তাব করে।

ব্রাইওনিয়া—বিকারে (প্রাতঃকালে) বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা।

সন্ধ্যার সময়ে নিদ্রা; পলাইতে ইচ্ছা; সন্ধ্যাকালে ডিলিরিয়াম্, তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে; মনে করে সে যেন অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রহিয়াছে; বাটীতে প্রস্থান করিতে চায়।

বেল্—উম্মাদাবস্থাপন্ন বিকার। অনবরত অনেকক্ষণ অথবা সময়ে সময়ে সানন্দভাব থাকিয়া পুনঃ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পড়ে।"

(ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে ও নানাবিধ বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব পরে দেখ)।

—*:*—

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত অবস্থানিচয়।

(৪)

ডিলিউসন বা বিভীষিকা-দর্শন

(Delusion)

অর্থাৎ

বিকার জনিত নানা প্রকার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও বিকৃত মানসিক দর্শন।

[ডিলিরিয়াম্ মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ]

১। বিভীষিকা-দর্শন অধিকাংশে——এব্‌সিস্থ, এলকোহল, আর্স, এট্রোপি, বেল্, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, কালস্‌ব্যাড্, চায়না, সিকুটা-ভি, কোকা, কফি, কোনা, ডিজিটেলিন, ইউপেটো-পার্‌পিউ, গ্রেণেটাম, হাইয়স্, আইয়ড্, কেলি-ব্রো, লাইকো, মার্ক, মরফিয়া, *ওপিয়াম্, অক্‌সেলি-এসি, স্যালিসাইলিক্-এসি, সেণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো।

২। ডিলিউসন, প্রায় জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র——লিডাম্

৩। „ ডিলিউসনে যেন স্বর্গে আছে——ক্যানা-ইণ্ডি, ওপি।

৪। „ নরকের দ্বারে উপস্থিত——এগারিকাস্-মা, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, (যেন নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না—মার্ক-সল্)।

৫। „ যেন বিদেশে আছে——ভেলিবি।

৬। „ অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ মনে করে——ক্যানা-ইণ্ডি।

৭। „ বিচারশক্তি হারা——একোন্, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো, * মার্ক-সল, ষ্ট্যাট্রা-মি।

৮। „ শরীর নিতান্ত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র বোধ——ক্যানা-ইণ্ডি।

৯। „ কোন কাল্পনিক শব্দ শুনিতে পায়——হাইযস্।

১০। „ শরীর সুদীর্ঘ বোধ হয়——ষ্ট্র্যামো।

১১। „ শরীর মোটা বোধ হয়——ক্যানা-ইণ্ডি।

১২। „ সকলই অপরিচিত বোধ হয়——সিকুটা-ভি।

১৩। „ কোন কণ্ঠস্বর শুনিতেছে——ক্যানা-স্যাটা। (নিজের শব্দ অপরিচিত ও বজ্রতুল্য বোধ হয়—ক্যানা-ইণ্ডি); (অন্যায় কথাবার্ত্তা বলা—নাইট্রি-এসি); (যেন কোন কাল্পনিক ব্যক্তির সহ উচ্চৈঃস্বরে ও অসংলগ্ন প্রকারে কথাবার্ত্তা বলিতেছে—বেল্); (যেন কোন ব্যক্তি নিকটে আসিযাছে এবং তাহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে—সিপি)।

১৪। „ সন্তরণ——ক্যানা-ইণ্ডি।

১৫। „ তাহার নিকটে যেন কেহ শুইয়া আছে——পিট্রোল।

১৬। „ বায়ুতে ভাসমান——ক্যানা-ইণ্ডি, ক্লোরফরম্, কেলি-ব্রো; বেল্।

১৭। „ অপদেবতা যেন রান্না করিতেছে——ক্যানা-ইণ্ডি।

১৮। „ ডিলিউসনে জীবজন্তু দর্শন——এব্সিন্থ, স্যান্টোনিন্, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্টুলা; (ভয়ানক জীব—ওপি)।

১৯। „ শয্যায় পিপীলিকা দর্শন—প্লাম্বা।

২০। ডিলিউসনে পক্ষী ও কীট দর্শন——বেল্।

২১। ডিলিরিয়মে কীটাদি দেখা——বেল্, ষ্ট্র্যামো।

২২। ,, প্রজাপতি দেখা——ক্যানা-ইণ্ডি, বেল্।

২৩। ,, মৃত ব্যক্তিদিগকে দর্শন——ষ্ট্রিকনিয়া, হিপা, ক্যানা-ইণ্ডি, কোনায়াম্, এগারি-মা, আর্স, বেল্, (সন্তানের মৃত্যু—কেলি-ব্রো; স্বীয় মৃত্যু—ক্যাম্ফর)।

২৪। ,, ময়ূর দর্শন——হাইয়স্।

২৫। ,, সরীসৃপ দেখে——বেল্।

২৬। ,, মন্দ স্বপ্ন——এলাম্।

২৭। ,, মন্ত্রাদি পাঠ দেখা——কফিয়া-টোষ্টা।

২৮। ,, নানা প্রকার মুখাকৃতি দেখে——ট্যারেণ্টুলা, ফস্, পিক্রি-এসি, এম্ব্রা, * ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্টি, আর্জেণ্ট-নাইট্র।

২৯। ,, মূর্ত্তি নানা প্রকার দেখে——বেল্, মার্ক, লাইকো, কোকা, প্লাম্বা, স্যাণ্টোনিন্, ন্যাট্র-কার্ব, সাল্ফা, ষ্ট্র্যামো, মস্কাস্; (প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—এট্রোপি,); (ভয়ানক মূর্ত্তি—এট্রোপি, কোকা, ষ্ট্র্যামো)।

৩০। ,, অগ্নি দর্শন——বেল্, ষ্ট্র্যামো, এমোনি-মি, (প্রতিবাসীর গৃহে অগ্নি—হিপা)।

৩১। ,, ভয়পূর্ণ দর্শন——এব্সিন্থ, এট্রোপি, বেল্, ক্যাম্ফর, ওপি, হুডো, ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, নাইট্র-এসি, ফস্, ট্যাবেকা, কষ্টি, চায়না, স্পঞ্জিয়া।

৩২। ,, ভূত, প্রেত ইত্যাদি দর্শন——* আর্স, ওপি, ফাইজোষ্টিগ্, ট্যারেণ্টু, এট্রোপি, মার্ক, ব্রোমিয়াম্। (চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই প্রকার দেখে——ষ্ট্র্যামো)।

৩৩। ,, মৎস্য দেখা——বেল্।

৩৪। ,, শত্রু দর্শন——এল্কোহল, এমোনি-মি, (প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রুর ন্যায় মনে করে—মার্ক-সল, এনাকা)।

৩৫। ,, দেবতা দর্শন——ক্যানা-ইণ্ডি, ইথু।

৩৬। ,, মনুষ্য দর্শন——আর্স, ক্যানা-ইণ্ডি, (সুদীর্ঘ শ্মশ্রুপূর্ণ বৃদ্ধ, বিকৃতিবদনযুক্ত মনুষ্য—লরোসিরেসাস্)।

৩৭। ,, ইন্দুর দেখা——বেল্, ইথু, এব্সিন্থ।

৩৮। বিকারে দুর্ভাগ্য দর্শনে ক্রন্দন——ভিরাট্।

৩৯। ,, কোন বস্তু দর্শন ও তাহা ধরিতে চেষ্টা——আর্স, এট্রোপি, বেল্, হাইয়স্, ইনাস্থিস্।

৪০। ,, যেন কোন জন্তু তাহাকে গ্রাস করিতেছে——* হাইয়স্।

৪১। ,, মনে করে যেন তাহার রোগ আরোগ্য হইবে না——প্লাম্বা।

৪২। ,, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক যেন পরিত্যক্ত——কেলি-ব্রো, *প্ল্যাটী, * ষ্ট্র্যামো।

৪৩। ,, মনে করে কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিতেছে——কোনা।

৪৪। ,, আহার করিতে দেখা——এট্রোপি।

৪৫। ,, নিজকে সম্রাট্ বলিয়া মনে করে——ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

৪৬। ,, চিকিৎসক আসিতেছে বিবেচনা করে——সিপি।

৪৭। ,, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন কেহ আসিতেছে——এব্সিস্থ, প্লাম্বা; (চোর, ডাকাইত আসিতেছে——এল্কোহল)। (চোর যেন গৃহে প্রবেশ করিতেছে—মার্ক-সল, আর্স)।

৪৮। ,, বিষ দিয়া তাহাকে যেন বধ করা হইতেছে——প্লাম্বা, হাইয়স্, হ্রাস্।

৪৯। ,, বিপদ দেখা——ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রো, ষ্ট্র্যামো, ভেলিরি। (স্বপ্রাণের উপর বিপদ দেখা—প্লাম্বা); (পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির উপর বিপদ দেখা—কেলি-ব্রো)।

৫০। ,, হত্যা——(তাহাকে হত্যার জন্য যেন কেহ অর্থ লইয়াছে—ক্যানা-ইণ্ডি); (তাহাকে হত্যার জন্য পরামর্শ হইতেছে—প্লাম্বা); (তাহাকে যেন বধ করিয়া খাইয়া ফেলিযাছে—ষ্ট্র্যামো), (তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন হত্যাকারী বলিয়া বোধ হয়—প্লাম্বা); (তাহার মাতাকে যেন কেহ বধ করিয়াছে—নক্স-ভ)।

৫১। ,, উড়িয়া বেড়ান দেখা——ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, ইথুজা, ওপিয়াম্, ইনাস্থি; (রাত্রিতে—ব্যাস্ফব)।

৫২। ডিলিউসন রজনীতে——মার্ক।

৫৩। ডিলিউসন, শীঘ্র হওয়ার পর——নাইট্রি-এসি।

৫৪। ডিলিউসন কনভাল্‌শনের পর——এব্‌সিন্থ।

৫৫। ,, মনে করে যেন দম্‌ বন্ধ হইয়া প্রাণ যাইবে——ক্যানা-বিস্‌-ইণ্ডি।

৫৬। ,, সঙ্গীদিগকে বোধ হয় যেন তাহাদের অর্দ্ধেক শরীর মনুষ্য ও অর্দ্ধেক শরীর বৃক্ষ——ক্যানা-ইণ্ডি।

৫৭। ,, অশ্রদ্ধাযুক্ত মূর্ত্তি এবং স্বপ্ন——এলাম্‌।

৫৮। ,, কাল কুকুর দেখা——বেল্‌। (কুকুরে আক্রমণ করে ও কামড়ায়—**ষ্ট্র্যামো); (চতুর্দ্দিকে যেন কুকুরে ঘেরিয়া ধরিয়াছে—বেল্‌)।

৫৯। ,, ঘোটক দর্শন——বেল্‌, (ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান দেখা—ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডি)।

৬০। ,, বস্ত্র দেখা——সাল্‌ফা। (তাহার কাপড় যেন উড়িয়া আকাশে লয় হইবে—ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডি)।

৬১। ,, বিভীষিকা দর্শন জ্বরের সময়——বেল্‌।

৬২। ,, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়——ষ্ট্যাট্র্যাম-কার্ব।

৬৩। ,, তর্ক বিতর্ক করা——ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডি, হাইয়স্‌।

৬৪। ,, সুন্দরী স্ত্রী দর্শন——ক্যানাবিস্‌-ই, কোকা।

৬৫। ,, কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করা——প্লাম্বা।

৬৬। ,, মাতা কিম্বা ভগিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে——এনাকা।

৬৭। ,, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ডাকা——হাইয়স্‌।

৬৮। ,, কাল বিড়াল দেখা——বেল, এব্‌সিন্থ।

৬৯। ডিলিউসন, মনে করে সে যেন পুনরায় শিশুর ন্যায় হইয়াছে——সিকুটা-ভি। (শিশু-বন্ধুদের সহিত যেন রহিয়াছে—ইথু)।

৭০। ,, সে যেন স্বয়ং খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে——ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডি।

[ডিলিরিয়াম্‌ ও ডিলিউসন সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ]

——*——

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত

অবস্থানিচয়।

(৫)

ইউরিমিয়া

(Uræmia)

[মূত্রাভাব বা অনুৎপাদিত মূত্র এবং ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ]

১। অনুৎপাদিত-মূত্র বা মূত্রাল্পতা, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, নিদ্রা, ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, আক্ষেপ, বমন ইত্যাদি ইউরিমিয়ার প্রধান লক্ষণ। ইহাতে ললাট প্রদেশ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা তাহাতে ভার বোধ হইয়া থাকে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; কোল্যাপ্‌স্ হয় ও নাড়ী বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ওলাউঠা রোগের ইউরিমিয়াতে রোগী পুনঃ পুনঃ শয্যায় উঠিয়া বসিতে থাকে। অনেক সময় বলপূর্ব্বক তাহাকে শোয়াইতে হয়।

২। মূত্রোৎপাদক-যন্ত্র কিড্‌নীর (Kidney) অর্থাৎ বৃক্ককের কন্‌জেস্‌শন্, প্রদাহ ইত্যাদি নানাপ্রকার প্যাথলজিক্যাল পরিবর্ত্তন (নির্ম্মাণ বিধানের অবস্থান্তর) হওয়াতে মূত্রোৎপাদন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। মূত্রোৎপাদন না হইলে ইউরিয়া, ইউরিক্-এসিড্ ইত্যাদি শারীরিক ধ্বংস-পদার্থ সকল রক্তস্থ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত ধ্বংস-পদার্থ শরীর হইতে যথাপরিমাণে মূত্রসহ নির্গত না হইতে পারিলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। রক্তযোগে উক্ত বিষবৎ পদার্থচয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিধানাদিতে প্রবেশ করিলেই ইউরিমিয়ার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে; ইহা ঘোর সান্নিপাতিক বিকার বিশেষ। ইহার লক্ষণ সমস্ত কিঞ্চিৎ অধিকরূপে প্রকাশ হইলে চিকিৎসা নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে; অনেক সময় রোগীর ইহাতেই প্রাণ নষ্ট হয়। ওলাউঠার রিএক্‌সন (reaction) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে চিকিৎসক মূত্র নিঃসরণ জন্য সাবধানে চেষ্টা করিবেন, নতুবা ইউরিমিয়া হেতু রোগী প্রাণ হারাইবে। "মর্‌বাস্-ব্রাইটাই" (Morbus Brightii)

অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক দিন যাবৎ এল্‌বুমেন্‌ হইলে ইউরিমিয়া জন্মিতে পারে। যে কারণেই হউক যথারীতি মূত্র উৎপাদিত না হইলেই ইউরিমিয়া জন্মিবার সম্ভাবনা। অনেক ম্যালিগ্‌ন্যান্ট (বিষাক্ত) জ্বররোগে বহু সময় পর্য্যন্ত মূত্র অনুৎপাদিত থাকিলে ইউরিমিয়ার লক্ষণচয় প্রকাশ পাইতে পারে, এই প্রকার জ্বররোগের বিকার ইউরিমিয়াজনিত উপসর্গসহ নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে।

৩। ইউরিমিয়া অধিকারে——* আর্স, অরাম্‌, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব্বলি-এসি, কুপ্রা, হাইড্রোসি-এ, নিকোটীন, ফস্‌, * টেরিবিন্থ, * ক্যাম্ফা, * বেল্‌, * হাইয়স, * ষ্ট্র্যামো, * ওপি, কেলি-বা, সিকুটা, *য়্যাবাম্‌-ট্রি।

৪। গর্ব্ভাবস্থায়, স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরে, তরুণ (acute) ইউরিমিয়া ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে——এপিস্‌, বেল্‌, কোনা, কুপ্রা, গ্লোনইন, জেল্‌স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্‌-ভি।

৫। তরুণ ইউরিমিয়াসহ মোহযুক্ত নিদ্রায়——এগারি, বেল্‌, হাইড্রোসায়েনিক-এসি, ল্যাক্‌টুকা, ওপি।

৬। রক্তক্ষীণতা এবং শরীরের অসার অবস্থা (Paralytic Symptoms) সহ তরুণ ইউরিমিয়া হইলে——আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, চায়নি-সা, ফস্‌, ফস্‌-এসি।

৭। মূত্রে এল্‌বুমেন হেতু ইউরিমিয়া হইলে (বিশেষতঃ গর্ব্ভাবস্থায়)——এপিস্‌, এপোসাই, আর্স, অরা, বেল্‌, বেঞ্জো-এসি, বার্ব্বেরিস্‌, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফা, চায়না, কল্‌চি, ডিজি, ডাল্‌কা, ফেরা, হেলেবো, হেলোনি, কেলি-কা, ল্যাকে, ল্যাক্‌টুকা, লিডা, লাইকো, মার্ক-কর, ফস্‌, ফাইটো, হ্রাস, প্লাম্বা, সনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফা, টেরিবিন্থ, ইউরেনিয়াম-নাইট্রিকাম্‌।

৮। আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা——তরুণ ইউরিমিয়া, কিড্‌নীর কন্‌জেস্‌শন বা প্রদাহ হেতু হইলে পৃষ্ঠদেশে কিড্‌নী প্রদেশে এলোপ্যাথিক মতে প্রত্যুগ্রতাসাধন মানসে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দেওয়া হয় এবং গ্রীবাদেশে ও শিরোপরি নানাপ্রকার প্রত্যুগ্রতাসাধনজনক কার্য্য করা হয়। প্রয়োজন হইলে ক্যাথিটার্‌ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[মর্‌বাস্‌ ব্রাইটাই, গর্ভাবস্থা, স্কার্লেটিনা ইত্যাদির চিকিৎসা দেখ]।

কলিমিয়া

(Colæmia)

(৬)

ইউরিমিয়ার ন্যায় রক্তে ধ্বংসপদার্থ ও দূষিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া এই জাতীয় বিকার জন্মে। ন্যাবা বা কামল (জনডিস্ Jaundice) রোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে যথারীতি পিত্ত নিঃসৃত হইতে পারে না। সুতরাং রক্ত পিত্ত-বিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাকে কলিমিয়া বলে, কলিমিয়া হইলে ডিলিরিয়াম্, কন্‌ভালশন এবং কোমা উপস্থিত হয়; কখন কখন অত্যন্ত জ্বর হয়। অসাধ্য রোগী অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। (তৃতীয় খণ্ডে দেখ) শিশু-যকৃতের শেষাবস্থায় অনেক শিশু কলিমা হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। এই অবস্থা জন্য—ক্রোটেলাস্, মার্ক-সল্, ল্যাকেসিস্, ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ কার্য্যকারী হওয়া সম্ভাব্য।

—— ০*০ ——

ঘোর সান্নিপাতিক নানাবিধ বিকারজনিত অবস্থানিচয়ের

বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

১। কোল্যাপ্‌স্। ২। অচৈতন্যাবস্থা। ৩। ডিলিরিয়াম্। ৪। ডিলিউসন। ৫। ইউরিমিয়া। ৬। যাইত্যাদি।

(১)

কোল্যাপ্

অর্থাৎ পতনাব

ভৈষ

একোনাইট—যে বে

বস্থা আস্তে আস্তে উপস্থিত হয় তাহাতে একোনাইট বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ১২শ, ও ৩০শৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্—যে রোগীর কোল্যাপ্স্ আস্তে আস্তে উপস্থিত হয় (বিশেষতঃ আর্স ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর) তাহাতে ইহা অতি চমৎকার ষ্টিমুলেন্ট অর্থাৎ উত্তেজনাজনক কার্য্য করে; এই সঙ্গে যদি উদর স্ফীত (পেট ফাঁপা) ও মলে দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সফল হইবে। যদি মল আর্স কিম্বা ভিরেট্রাম্ স্বভাবাপন্ন হয় তবে কার্ব ইহাদের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার ৩০ ডাইলিউসন সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। সমুদয় শরীর শীতল বা নীলবর্ণ, জিহ্বা শীতল, নাড়ী লুপ্ত, ভেদ ও বমন বন্ধ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, কপালে ও গলদেশে অল্প অল্প ঘর্ম্ম, এপাশ ওপাশ ও ছট্‌ফট্ করা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া।

কাম্ফর—শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। যদি পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকে কিম্বা অতিরিক্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় খাইয়া থাকে, এতাদৃশ যে কোন অবস্থায় কোল্যাপ্স্ উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শেষোক্ত অবস্থায় ইহা প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী। ৩য় কিম্বা [illegible]শ ডাইলিউসন্ ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্স্ অবস্থায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; ওলাউঠার পতনাবস্থায় যখন অনবরত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে তখন ক্যাম্ফর ও মনো-ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফর ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অচৈতন্য অবস্থার ও ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদির বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখ)।

ন্যাজা বা [illegible] (কেউটিয়া সর্প বিষ)—যে স্নায়ু বলে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া [illegible] [illegible]হার মূল স্থান (মস্তিষ্কাভ্যন্তর) অসাড়াবস্থাপন্ন [illegible] থাকিলে কোব্রা নিতান্ত উপকারী। প্রায়ই [illegible] কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা (syncope) [illegible]র উপক্রম হইলে কোব্রা দ্বারা বিশেষ [illegible]ব্রার একটি প্রধান লক্ষণ; এই কষ্ট [illegible]ৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে [illegible] হইয়া জমিয়া যায় তাহাতে শ্বাস [illegible] ওলাউঠা রোগের কোল্যা-

প্‌স্‌ মধ্যে এই প্রকার লক্ষণ অনেক দেখা যায়। আর্সেনিক ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে কোব্রা ব্যবহার করিবে। কোব্রার কার্য্য হাইড্রো-সায়েনিক্ ঔষধের ন্যায় অতি শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় বলেন যে, ইহার ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা কোল্যা-প্‌স্‌ অবস্থায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম সময়সময়কালে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

হাইড্রোসায়েনিক্-এসিড্‌—নাড়ী বিলুপ্ত। শরীরে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম, অসাড়ে মল নিঃসরণ। একদৃষ্টে বিস্ফারিত লোচনে মৃতবৎ চাহিয়া থাকা। কনীনিকা প্রসারিত। শ্বাস প্রশ্বাস অতি মৃদু, ধীর ও গম্ভীরভাবে টানিয়া ফেলে, যেন খাবি খাইতে থাকে (gasping), আক্ষেপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, অনেকক্ষণ পরে পরে নিশ্বাস ফেলা, রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই ; কিংবা রোগী যেন এক প্রকার মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার সরকার ইহাকে মৃত-সঞ্জীবনী উপাধি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় কয়েকটী রোগীর ঔষধ গলাধঃকরণে ক্ষমতা ছিল না সেই অবস্থায় ইহার আঘ্রাণ দ্বারা তাহা-দিগকে সঞ্জীবিত করেন ; পরিশেষে রোগীর ঔষধ-সেবন ক্ষমতা জন্মে।

লরোসিরেসাস্‌—হাইড্রোসায়েনিক্-এসিডের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ; ইহার ১ম, ৩য়, ১২শ শক্তি ব্যবহার করা যায়।

কেলি-সায়েনেটাম্—ডাঃ সাল্‌জার ইহার ২য় বা ৩য় শক্তির বিচূর্ণ হাইড্রোসায়েনিক্-এসিডের দ্বারা কোন ফল না পাইলে ব্যবহার করিতে বলেন।

ভিরেট্রাম্—হঠাৎ কোল্যাপ্‌স্‌ অথবা অত্যন্ত মল-নিঃসরণের দরুণ কোল্যাপ্‌স্‌ (কুপ্রা-আর্স, সিকেলী)।

আর্সেনিক—ইহা ভিরেট্রামের পরিবর্ত্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে পরিমাণ মল নিঃসরণ হইয়াছে, কোল্যাপ্‌স অবস্থা তাহা হইতে অত্যধিক হইলেই ইহা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। অস্থিরতা, এপাশ ওপাশ করা ; গাত্র ও পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ।

কুপ্রাম এবং সিকেলী—হাত পায় অত্যন্ত খিল ধরা। কোল্যাপ্‌স্ অবস্থা অত্যন্ত খিলধরা জন্য উপস্থিত হয়। দম্ বদ্ধ (শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র হীনশক্তি হইয়া) অথবা হৃৎপিণ্ডের অসাড় অবস্থা হেতু কোল্যাপ্‌স্।

সিকেলী—মুখাভ্যন্তর ও নাসিকা শুষ্ক; তাহা জল সেবন দ্বারাও উপশমিত বোধ হয় না। বমন হইলে ভাল বোধ হয়। বমনে কৃমি পড়ে।

ট্যাবেকাম্—শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষতঃ প্রত্যেকবার বমনের পর পাকস্থলীতে যন্ত্রণাবোধ। হাতে পায় খিলধরা। অঙ্গ চালনা মাত্র বমনোদ্রেক হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহা কোব্রার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। (কোব্রাতে মানসিক নিস্তেজ অবস্থা এবং মৃত্যু ভয় নিতান্ত প্রবল)। কিন্তু ল্যাকেসিসে অগ্রে উগ্রতা হইয়া পশ্চাৎ অবসন্নাবস্থা হয়।

অক্‌জেলিক্ এসিড্ এবং এণ্টি-টার্ট—কোল্যাপ্‌স্ অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অক্‌জেলিক্-এসিড্ দ্বারা কয়েকটী নিতান্ত খারাপ অবস্থাপন্ন কোল্যাপ্‌স্ রোগীর আরোগ্য বৃত্তান্ত কোন কোন পুস্তকে দেখা যায়। আমাদের এই ঔষধে যদিও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই, তথাপি ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটী প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

এমোনিয়া, এল্‌কোহল, ইথার—শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন 'যখন এই সমস্ত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে কোল্যাপ্‌সের ন্যায় ঘর্ম্ম ও অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ "সমঃ সমংশময়তি" হোমিওপ্যাথিকের এই মূল সূত্র অনুসারে কেন ব্যবহৃত হইবে না?" হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্ম্মযুক্ত যে কোন ঔষধ হউক তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন"। এল্‌কোহলের দুই চারি ফোঁটা মাত্রায় এবং প্রথম শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে আমরা ফল পাইয়াছি।

(ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ।)

——*০:০*——

(২)

অচৈতন্যাবস্থা

অর্থাৎ বিলুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

ষ্ট্র্যামো—মৃত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা, তৎসঙ্গে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। নাসিকা ডাকা, মাঝে মাঝে পা গুটাইয়া থাকা। মুখমণ্ডল ব্রাউন (কটাবর্ণ); মুখে রক্তমিশ্রিত ফেনা। অচৈতন্য, তৎসহ আক্ষেপ। নাসিকা ডাকিতে থাকে এবং নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদ মোচড়াইতে থাকে। চক্ষু দুইটি ঘুরিতে থাকে। পিউপিল্ বা কনীনিকা প্রসারিত। অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি করদ্বারা ধরিতে থাকে।

হাইয়সায়েমাস্—জ্ঞানশূন্য। কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কাহাকেও চিনিতে পারে না। ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কথার উত্তর দিতে চায় না। কথার উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বকিতে থাকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা।

ওপিয়াম্—অজ্ঞানাবৃত, তৎসহ চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষুর তারাটী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায়)। হাঁ করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। (এপোপ্লেক্সি ফিটের পর এই অবস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা, জিহ্বা পরিষ্কার, ইহার পার্শ্বদ্বয় কৃষ্ণাভ লালবর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও খস্‌খসে। অজ্ঞানতাসহ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা। অজ্ঞানতা ও বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ। ঘোর নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে হুঙ্কার বা বমনেচ্ছার উদ্ভব হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিলে বা ঝাঁকিলে কিম্বা

উচ্চৈঃশব্দে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিছানা হাতড়ান ও অন্যান্য প্রকারের কর-ক্রীড়া, (যেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরিতেছে) পর্য্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখন বা চৈতন্যপ্রাপ্ত; তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, প্রলাপ ইত্যাদি, এবং জ্বর (গাত্র উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাত পা গুটাইয়া স্তূপাকার হইয়া শয়ন।

বেল্—অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, নাসিকা ডাকে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (Subsultus tendinum)। মুখমণ্ডল পিংশে বা ফেঁকাশে, হস্ত শীতল। নাড়ী শক্ত, দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গান করিতে থাকে এবং কথাবার্ত্তা বলে।

ভিরেট্রাম্—এক চক্ষু উন্মীলিত, অন্য চক্ষু অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুনর্ব্বার চমকিয়া উঠা। কোমা ভিজিল (Coma vigil) মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে।

(কোল্যাপ্‌স্ বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম্, ডিলিউসন ইউরিমিয়া দেখ)

২। অচৈতন্যাবস্থা, ৩। ডিলিরিয়াম, ৪। ডিলিউসন, ৫। ইউরিমিয়া

ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

এসিটিক্-এসিড্—ঘোরতর বিকার (টাইফয়েড্ জ্বর)। পেটে বেদনা। উদরাময়। পেট ফাঁপা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, তৎসহ ভয়ানক ডিলিরিয়াম্। পর্য্যায়ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং ডিলিরিয়াম।

য়্যাবিসিন্থিয়াম্—বিভীষিকা দর্শন। পর্য্যায়ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং ভয়ানক অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম্।

একোনাইট—ক্লেয়ারভয়েন্স (অদৃশ্য এবং দূরস্থিত পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় বলিতে সক্ষম); ডিলিরিয়াম্, (বিশেষ রাত্রিতে)। ভূতের ভয়। মৃত্যু আসিবে বলিয়া ভয়। মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করে। অজ্ঞান অবস্থা, অস্থিরতা এবং কোঁকান। শিশু স্বীয় হস্তের মুষ্টি কামড়াইতে থাকে।

হৃদবসাদজনিত কোল্যাপ্স্ জন্য অর্থাৎ যে অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া অবসন্নতা উপস্থিত হয় তাহাতে একোন্ এক উৎকৃষ্ট ঔষধ; এইজন্য ইহা ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্সে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে প্রলাপ, স্বীয় মৃত্যুর তারিখ ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় বলিতে থাকে। রাত্রে উন্মত্তের ন্যায় বকিতে থাকে এবং বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ। পিউপিল্ অর্থাৎ কনীনিকা প্রসারিত অথবা আক্ষেপযুক্ত।

ইথুজা-সাইনেপিয়াম্—বকাবে বিভীষিকা ও মিথ্যা বিষয় দর্শন। যেন ইন্দুর গৃহকক্ষে দৌড়াইয়া যাইতেছে দেখিতে পায়, এবং বিড়াল কুকুর ইত্যাদি দর্শন করে। জানালা দিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া বাহিরে পড়িতে চায়। অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা, কনীনিকা প্রসারিত, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত (শিশুদিগের)।

আর্ণিকা—অজ্ঞান। এমনভাবে বসিয়া আছে যেন কোন চিন্তা করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন চিন্তা করে না। যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। নিম্ন ওষ্ঠের কম্পন। কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না (ফস্-এ)। কাহারও ভালবাসা বা সহানুভূতি চায় না, বরং তাহাতে ত্যক্ত হয়। সে যেন ভাল আছে, কোন পীড়া নাই এ প্রকার ভাবে (এপিস্, আর্স)। যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনবায় বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কথা বলিতে বলিতে (সমাপ্তি না হইতেই) নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (ব্যাপ্টি)।

অচৈতন্যাবস্থা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি রহিত—(কন্‌কাশন্ অব্ দি ব্রেইন অর্থাৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগা)। অজ্ঞানাবস্থায় মলত্যাগ (টাইফাস্ জ্বর)। স্মৃতি-বিভ্রম, যে কথা বলে তাহা পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে না (টাইফাস্ জ্বর)। নানা বিষয় চিন্তা, নানা কল্পনা। ডিলিরিয়ামে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকা। মদমত্তদিগের ডিলিরিয়াম্। চক্ষের জল ফেলিয়া ক্রন্দন (ক্রোধের পর)। বিকারে বিছানা হাতড়ান। কোন ব্যক্তি তাহার নিকট আসিতেছে এবং সে তাহাকে আঘাত বা স্পর্শ করিবে এই বলিয়া ভয়। ভরসা শূন্য ; সামান্য বিষয়েই উত্ত্যক্ত হওয়া। আঘাত, ক্রোধ বা ভয় হেতু পীড়া। নিতান্ত চিত্তোদ্বিগ্ন অবস্থা। স্বপ্ন পরিষ্কার, ভয়পূর্ণ। স্বপ্নে গোরস্থান, শ্মশান, কাল কুকুর ও বজ্রাঘাত দর্শন করে।

এপিস্-মেলিফিকা—অজ্ঞান, অচৈতন্য ও তৎসঙ্গে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। মৃত্যুভয়। সর্ব্বদা কোন প্রকার বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণ হারাইবে এরূপ আশঙ্কা। অজ্ঞানাবস্থায় মাঝে মাঝে তীব্র শব্দে চীৎকার করিয়া উঠা। হঠাৎ চীৎকার করা। হাইড্রোকেফালাস্ বা (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় পীড়া)। সদা ক্রন্দনশীল, অশ্রুপাত। শ্রুতিকাঠিন্য। কম্পন। হাইতোলা।

আর্সেনিকাম্—ধীর গতি ও অধিক দিন স্থায়ী পীড়ার সঙ্গে সামান্য বিকার ও তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা। সর্ব্বদা শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে চায়। একাকী থাকিতে মৃত্যুভয়। হাইতোলা। অস্থিরতা ও কোঁকান। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা। দ্রুত অবসানাবস্থা।

য়্যারাম্-ট্রি—খিট্‌খিটে স্বভাব। বিকারাবস্থায় নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে থাকে। অন্য কোন স্থান অথবা শুষ্ক ওষ্ঠ খুঁটিতে থাকে। (স্কার্লেটিনা, টাইফাস্ জ্বর)। জাগ্রতাবস্থা, অস্থিরতা, চীৎকার। সমস্ত সময় ডিলিরিয়াম থাকে না। ঊর্দ্ধশাখার আক্ষেপ। হাইতোলা। হাঁচি। মুখে এবং গলার ভিতর ক্ষত অথবা গাত্র চুলকান হেতু অনিদ্রা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—সর্ব্বদা বিশেষ রাত্রে ডিলিরিয়াম, অজ্ঞানতা ও প্রলাপ। কোন এক কথায় উত্তর দিতে দিতে, বা কোন কথা শুনিতে শুনিতে

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে (আর্স, হাইয়স্)। বোধ হয় যেন শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত টুকরাগুলি একত্র করার জন্য ছটফট করে। নিদ্রা যাইতে অক্ষম, কারণ ঐ টুকরাগুলি একত্র করিতে পারিতেছে না। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দর্শনে অস্থির। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া থাকে।

বেলেডোনা—ঘোরতর বিকার ও তদ্ধেতু উঠিয়া দৌড়াইয়া যায় (ওপি)। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার করে; কামড়ায়। কখন বা আনন্দময় আবার পরক্ষণে গাত্রে থুথু দেয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। হস্ত পদ কম্পন। নিদ্রাতে চমকিয়া উঠে; ভীত হয়; কোঁকাইতে থাকে; গান করে এবং উচ্চৈঃশব্দে কথা বলে। বহুকালাতীত বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হয়। স্মৃতি-বিভ্রম। যাহা কিছু করে তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়। নানাবিধ কীট দেখে। পলায়ন করিতে চায় অথবা কিছুর নীচে লুকাইতে চায়। অত্যন্ত কথা বলিয়া পুনরায় বোবার ন্যায় চুপ করিয়া থাকে। বিছানার কাপড় হাতড়ায়, যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছে, তৎসঙ্গে অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। পথ্য না খাইয়া চামচ কামড়াইয়া ধরে। কুকুরের ন্যায় ডাকে ও শব্দ করে। কেহ নিকটে আসিলে চমকিয়া উঠে। অতি সহজেই উত্ত্যক্ত হয় ও ক্রন্দন করে। ব্যাকুলচিত্ত ও দিশাহারা। মনে করে যেন তাহার মৃত্যু এই মুহূর্ত্তেই হইবে। কিছুই তাহার নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। নিজে নিজেই নিতান্ত ত্যক্ত। স্বপ্ন স্পষ্ট দেখে কিন্তু স্মরণ থাকে না। স্বপ্নে হত্যাকাণ্ড, রাজপথে ডাকাইত, অগ্নিজনিত বিপদ ইত্যাদি দর্শন করে। সমস্ত শরীর যষ্টির ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। শরীর ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎদিকে বক্র হয়। শরীর একবার সম্মুখ দিকে একবার বামদিকে বক্র হইতে থাকে। মস্তক উষ্ণ, মুখ রক্তবর্ণ তৎসহ ডিলিরিয়াম্। কাল্পনিক বিষয় হইতে ভয়। ভূত, প্রেত, ও দৈত্য দানবাদি দর্শন। ঘোর বিকারে খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে ও তৎপর দাত কিড়্‌মিড়্ করিতে থাকে এবং লোককে কামড়াইতে চেষ্টা করে।

ব্রাইওনিয়া—রাত্রিতে বিকারাধিক্য, বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে ও ঘরকন্না

বা সাংসারিক কার্য্যাদির বিষয়ে প্রলাপ বকিতে থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই বিভীষিকা দেখে। খিট্‌খিটে স্বভাব। দ্রুত গতিতে কথা বলে। মস্তকে ভারবোধ এবং চিড়িক্‌মারা ও চাপনবোধ সহ শিরঃপীড়া। ক্রোধজনিত উপসর্গ, হঠাৎ মূর্চ্ছা, শয্যাশায়ী অবস্থা। পুনঃ পুনঃ হাইতোলা। শয্যা হইতে উঠিতে মূর্চ্ছা। নানাবিধ চিন্তা। রাত্রিতে অস্থিরতা, ভয়াবহ স্বপ্ন। নিদ্রাবেশ মাত্র চমকিয়া উঠা। এমনভাবে মুখ নাড়িতে থাকে যেন কিছু চর্ব্বণ করিতেছে।

ক্যাম্ফর—বাত্রে বিকার। নিদ্রালুতা ও মৃদুগতি জ্বর। মস্তক ভার ও উত্তাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর এবং ডিলিরিয়াম্। স্মৃতিবিভ্রম। শরীরাভ্যন্তরে কম্প। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা। হিমাঙ্গ। ভয়ানক স্বপ্ন। পর্য্যায়ক্রমে অজ্ঞান অবস্থা ও অনিদ্রা।

ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্‌স্ অবস্থায় ইহার ৩য় ক্রম, কিম্বা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকিলে কিম্বা অত্যধিক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন হেতু কোল্যাপ্‌স্ অবস্থায়, ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় অন্যান্য ঔষধ সেবন করিলে প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে।

ক্যান্থারিস্—ঘোরতর বিকার ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন। কুকুরের ন্যায় ডাকা। প্রহার করা। মস্তিষ্কের গোলযোগ। ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে। হঠাৎ জ্ঞান হারা, মুখ রক্তবর্ণ (দন্তোদ্গম)। অত্যাচারশীল ডিলিরিয়াম্। খিট্‌খিটে স্বভাব, কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নহে। ক্ষুব্ধচিত্ত, বলে যে, সে বাঁচিবে না। ক্রুদ্ধ হয় ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন করে। খেউ খেউ করিয়া উঠে এবং কামড়াইতে চায়; এতাদৃশ অবস্থা জলপান করিতে চেষ্টা করিলে কিম্বা চক্ষে আলো লাগিলেই পুনঃ উপস্থিত হয়। অস্থির অবস্থা। বিভীষিকা দর্শন।

চায়না—রক্তস্রাবের পর ডিলিরিয়াম্ বা বিকার। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই মনুষ্যের আকৃতি সকল দেখিতে পায়। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা; কিন্তু সাহস পায় না। গালাগালি দেয়। অবাধ্য, যাহা ইচ্ছা খাইতে চায়।

কল্‌চিকাম্‌—শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে বিকার। যদিচ ঠিক্ উত্তর দেয় বটে, তত্রাচ জ্ঞান যেন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়। কদাচিৎ স্বভাব খিট্‌খিটে কিছুমাত্র বোধ শক্তি নাই, সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা। চিৎ হইয়া শয়ন। নিতান্ত অবসন্নাবস্থা। হঠাৎ দুর্ব্বলাবস্থা। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠা। স্বভাব প্রায়ই আনন্দপূর্ণ; অথবা দুঃখিত; কিন্তু কদাচ খিট্‌খিটে নহে।

কুপ্রাম্-মেটা—বিকার। কেহ নিকটে আসিলে তাহাকে দেখিয়াই যেন ভয় পায় এবং জড়সড় হইতে চায়। অত্যন্ত ভয়যুক্ত। অস্থির এবং আছাড়্ পিছাড়্ করিতে থাকে। কামড়ান ও প্রহার করা স্বভাব। কোন বস্তু হাতে পড়িলে দুইখণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলে। ক্রন্দনশীল। যাহা কখন বলিতে ইচ্ছা করে নাই এমন কথা বলিয়া ফেলে (এপোপ্লেক্‌সি রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ) বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে; পলায়ন করিতে ইচ্ছা, পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব, ইন্দ্রিয় সমস্ত তীক্ষ্ণ (অত্যন্ত)। ইন্দ্রিয় সকল সামান্য তীক্ষ্ণ; অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ কল্পনা। উপুড় হইয়া পেটে নির্ভর করিয়া শয়ন।

জেলসিমিয়াম্‌—নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ। অর্দ্ধ জাগরিত ও তৎসঙ্গে বিশৃঙ্খল বাক্য প্রয়োগ। নিদ্রার সঞ্চার মাত্রেই বিকার ও প্রলাপ (স্পষ্ট)। অত্যন্ত কথা বলা। ক্যাটালেপ্‌টিক্ রোগগ্রস্তের ন্যায় অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্রিয়া স্তম্ভিত; তৎসঙ্গে কনীনিকা প্রসারিত এবং চক্ষু মুদ্রিত থাকে বটে কিন্তু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। নিদ্রাবস্থায় ডিলিরিয়াম্। অর্দ্ধ জাগ্রত; তৎসঙ্গে অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, তৎসঙ্গে খিট্‌খিটে স্বভাব। পচালপাড়া, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল যেন ললাট ভেদ করিয়া ছুটিয়া পড়িবে; জ্বর। মৃত্যু ভয়। মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত অক্ষম; নাড়ী বিলুপ্ত-প্রায়।

হাইয়সায়েমাস্‌—যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা ও বিকার পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পড়ে। জাগ্রত অবস্থাতেই বিকার। বিষয়কর্ম্ম ও ঘরকন্না সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। কাল্পনিক বস্তুর ভয়। অস্পষ্ট বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকা। কোন কাজ করার জন্য নিতান্ত উদ্ধত ইচ্ছা। অচৈতন্য অবস্থা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

কাহাকেও চিনিতে পারে না। অসংলগ্ন উত্তর দেয়। চিন্তা করিতে অক্ষম। এমন ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিতে পায়, যে নিকটে উপস্থিত নাই কিম্বা কখন ছিল না। মনে করে সে যেন কোন অযথা স্থানে উপস্থিত। জাগ্রত অবস্থাতেই ডিলিরিয়াম্। আলো এবং জনতা ভালবাসে না। বিশ্রী হাসি। প্রত্যেক বিষয়েই হাস্য, পর্য্যায়ক্রমে একবার কান্না একবার হাসি। শরীর উলঙ্গ করে, বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়। হঠাৎ কান্না, বা চীৎকার। বিছানা খোঁটা (৪৯, ৫০, ৫৭, প্যারা ২৮৬ পৃষ্ঠায় দেখ) করক্রীড়া। (বিছানা খোঁটা নহে)। শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে ইচ্ছা। অস্থিরতা। বিছানা হইতে লাফিয়া পড়া। দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা। পাগলের ন্যায় অবস্থা। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে গালাগালি দেয় কিম্বা আঘাত করে; কেহ কথা বলিলে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। কন্‌ভালশনের পর ভয়। অচৈতন্য এবং তন্দ্রা-যুক্ত। কথা বলিতে বলিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। কন্‌ভালশনের সহ গাঢ় নিদ্রা। অনিদ্রা, অথবা নিদ্রা যাইতে অক্ষম। নিদ্রাতে চেঁচিয়া উঠা। চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া পুনরায় শয়ন করে। চীৎকার করিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠা। স্বপ্নদর্শন। রমণ বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন। ঔষধ খাইতে দিলে তাহা থু করিয়া ফেলিয়া দেয়।

হেলেবোরাস—সম্পূর্ণ অজ্ঞান। স্মৃতিবিভ্রম। মানসিক ক্ষমতা ন্যূন। ভাবশূন্য দৃষ্টি। ডিলিরিয়াম্। পুনঃ পুনঃ ঠোঁট খোঁটা এবং কাপড় খোঁটা। কোঁকান এবং শোকপ্রকাশক কান্না। মেনিন্‌জাইটীস্ এবং হাইড্রো কেফালাস (মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জল সঞ্চয়) নামক পীড়ার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ চীৎ-কার, (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, তরুণ রোগ হইলে—এণ্টি-টার্ট ও ফস্‌ফরাস্ নিতান্ত উপকারী, যদি এই সঙ্গে গাত্রে পুঁজযুক্ত ইরাপশন থাকে তবে এণ্টি-টার্ট বিশেষ ফলপ্রদ হইবে)। পলাইতে চেষ্টা। বিমর্ষ। খিট্‌খিটে স্বভাব, ত্যক্ত করা ভালবাসে না। শব্দ করিলে বা কোন প্রকার শক্ বা চমক লাগিলে ফিট (fit) স্বল্প হয়। একাকী থাকিলে নিদ্রা আইসে; তন্দ্রা, জাগ্রত করা যায় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না। (টাইফয়েড্ জ্বরে) তন্দ্রা মধ্যে চীৎকার করিয়া এবং চমকিয়া উঠে। স্বপ্ন দেখে বটে, কিন্তু স্মরণ থাকে না। নিদ্রাবস্থায় মাংসপেশী সমস্ত মোচড়াইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। সে (স্ত্রী) ভয়ে অস্থির যেন চির-জীবন তাহাকে কষ্টে থাকিতে হইবে। রাত্রে প্রলাপ ও বিকার। বিড়্বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। নিদ্রালু। মুখ রক্তবর্ণ। ধীরে ধীরে কষ্টে বাক্য-নিঃসরণ। গান করে, শিশ দেয় ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। আত্মহত্যার ইচ্ছা; নীচের মাঢ়ী শিথিল হইয়া পড়িয়া যায়। অত্যন্ত কথা বলা। ঔষধকে বিষ বলিয়া মনে করে। বিকারে অত্যন্ত বকিতে থাকে এবং এক বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে অন্য বিষয় আরম্ভ করে। অত্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত স্রাব ও অতিশয় অধ্যয়ন হেতু ডিলিরিয়াম্। মৃত্যুভয়। শয্যায় যাইতে ভয় পায়। নিজে মনে করে যে, সে মরিয়াছে; অজ্ঞানতা ও তৎসঙ্গে বিড়্বিড়্ করিয়া বকা। বিভীষিকায় নানাবিধ ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন।

ল্যাক্নান্থিস্—বিকারে বকিতে থাকে। চক্ষু উজ্জ্বল। গালের কতকভাগ রক্তবর্ণ। জ্বরসহ অনিদ্রা। জ্বরের সময় কষ্টকর স্বপ্ন দর্শন।

লাইকোপোডিয়াম্—নিদ্রালুতা। প্রলাপ। একটী ইচ্ছা বা চিন্তা প্রকৃত কথা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, তজ্জন্য অন্য প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকে (ভাবে এক বলে আর)।

মার্ক-বাইজোডেটাস্—বিকার ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বরে এবং টন্সিলে ক্ষত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর।

নক্স-মস্কেটা—প্রলাপ। অত্যন্ত মাথাঘোরা। নানা প্রকার মুখভঙ্গী। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অন্যায় কথা বলা। অনিদ্রা। হাস্য। প্রত্যেক জিনিসই যেন পরিহাসযোগ্য বোধ হয়। আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। অজ্ঞান চেতনাশূন্য। অনিবার্য্য নিদ্রা। মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ রজঃস্বলার পর অচৈতন্যাবস্থা। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। অসংলগ্ন উত্তর। সময় অতি ধীরে ধীরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। ক্রন্দনশীলতা।

ওপিয়াম্—মৃদু অথবা প্রবল বিকার ও তৎসহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, হাস্য, পলাইতে চেষ্টা। ভেনাস্ বা শিরাস্থ রক্তাধিক্য ও মুখ কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। মনে করে যেন শরীরের প্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত বড় হইয়াছে। মনে হয় সে যেন বাড়ীতে নাই। অচৈতন্য; চক্ষুদ্বয় চক্চকে ও অর্দ্ধ উন্মীলিত। মুখমণ্ডল

ফেঁকাশে। ঘোর অজ্ঞান অবস্থা। বিকারযুক্ত প্রলাপ। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলো ফুলো। অচৈতন্য অবস্থা তৎসঙ্গে নাকডাকা। জীবজন্তু দর্শন। মুখমণ্ডলে ভয়ের লক্ষণ। খিট্‌খিটে স্বভাব। আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা হেতু পীড়া। ভয় পাওয়ার পরেও ভয় ভয় ভাব মনে থাকা। অসাড়ে মূত্রত্যাগ। নিদ্রাবস্থায় বিছানা খোঁটা। অনিদ্রা ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি; ঘড়িব টক্ টক্ শব্দ এবং দূরস্থ কুক্কুট-কণ্ঠস্বর হেতু নিদ্রা যাইতে পারে না। মস্তক অত্যন্ত গরম; হস্তপদ শীতল। নাড়ী বিলুপ্ত-প্রায়; মুখব্যাদন করিয়া নাসিকা ডাকা। গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, প্রাতঃসময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কথা বলিতে পাবে না; সংজ্ঞাশূন্য; ডাকিলে চৈতন্য হয় না; টাইফয়েড্ জ্বরে। মস্তিষ্কেব বক্তাধিক্য এবং প্যারালিসিস্ অর্থাৎ পক্ষাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ফস্‌ফরিক্-এসিড্—শান্তভাব; বিকার ও তৎসহ অজ্ঞান অবস্থা ও মস্তক যেন অসাড়। নির্ব্বোধের ন্যায় বিড়্‌বিড় করিয়া বিকারে বকিতে থাকে। অচৈতন্য এমন কি চিম্‌টী কাটিলে টের পায় না।

ফস্‌ফরাস্—অচৈতন্য, ডিলিরিয়াম্, যেন হস্ত দ্বারা আকাশে কিছু ধরিতেছে। ভয়পূর্ণ, যেন দেখিতে পায় কোন জন্তু হামাগুড়ি দিয়া ঘরের মেজিয়াতে আসিতেছে। অজ্ঞানাবস্থা; মস্তকে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ; বিড়্‌বিড়্ করিযা ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকে (নিউমোনিয়া)।

পডোফাইলাম্—বিকাবে জ্বরেব সময বকিতে থাকে।

হ্রাস্-টক্স—বিকার ও আপনাপনি প্রলাপ বকা। মানসিক ক্রিয়া ধীর গতিবিশিষ্ট এবং কষ্টকর। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে কখনও বা অতি ত্রস্ততার সহিত (ব্রাই—ত্রস্ত কথা বলে। হিপার—ত্রস্ত কথা বলে এবং তাড়াতাড়ি কিছু পান করিয়া ফেলে)। মৃদু ও অবসন্নতাযুক্ত প্রলাপ। (লো ডিলিরিয়াম্) সে মনে করে মাঠে বেড়াইতেছে অথবা অত্যন্ত পবিশ্রম কারতেছে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—বিকারে বকে, গালাগালি করে ও হাসিতে থাকে এবং শিশ দেয় ও চীৎকাব কবে। সর্ব্বদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হস্ত, পদ এবং শরীর বিশ্রীভাবে যেন নৃত্য করে। জলাতঙ্ক; জল বা দর্পণাদি কোন উজ্জ্বল পদার্থ

দৃষ্টি মাত্র কন্‌ভালশন্ উপস্থিত হয়। চীৎকার করে; কামড়ায়; মুখ শুষ্ক; কনীনিকা প্রসারিত; অচৈতন্যাবস্থা। সমস্ত পদার্থই বক্রভাবাপন্ন দেখে। বিকারে সুদৃশ্যভাবে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। রোগিণী বুঝিতে পারে তাহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়াছে। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। অতিবেগে নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে থাকে। হস্ত পদ কম্পন; অচৈতন্য অবস্থা; আক্ষেপ; পরে নাসিকা ডাকিতে থাকে। জ্ঞানশূন্য; নিম্নমাঢ়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদের আক্ষেপ। চক্ষুদ্বয় কোটরে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। উদ্দেশ্যরহিত হইয়া হস্ত দ্বারা নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি ধরিতে থাকে। জল গলাধঃকরণ করিতে পারে না। নিদ্রা হইতে ভয় পাইয়া জাগরিত হয়; ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে; কাহাকেও চিনিতে পারে না, যাহাকে নিকটে পায় তখন তাহাকে জড়াইয়া ধরে (শিশু)। ভূতাদি দর্শন, নানাপ্রকার বাক্য শ্রবণ, অপরিচিত বিদেশীয় লোক দেখা; অথবা বিভীষিকা দেখিতে পায়, জন্তু সকল যেন ঘরের এপাশ হইতে ওপাশে লাফাইয়া যাইতেছে কিম্বা তাহার পানে দৌড়াইয়া আসিতেছে। নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাব। আপন শরীর সুদীর্ঘ, দ্বিগুণ দেখে; অথবা শরীরের অর্দ্ধেক যেন কাটিয়া ফেলিয়াছে দেখিতে পায়। প্রেত-আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় ও স্তব আদি পাঠ করে। ডিলিরিয়াম, তজ্জন্য লুকাইতে চায় অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত কথা বলে। হাস্য করে। নিজের হস্ত দ্বারা মস্তক ধরে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত। রাত্রিতে সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে (টাইফয়েড্ জ্বর) জ্বরের শীতাবস্থায় মুখ হইতে লালানিঃসরণ। অজ্ঞান অবস্থায়ও গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। মুখে রক্ত মিশ্রিত ফেনা।

ভিরাট-এলব্—বিকার। গভীর নিদ্রালুতা। অস্থিরতা ও তৃষ্ণা। পায়ে খিলধরা। গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম ও চিট্‌মিট্ করা। নাড়ী অসম। শীঘ্র শীঘ্র বকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত কথাবার্ত্তা। কখনও সত্য বলে না। ডিলিরিয়াম্ ব্যতীত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। স্বপ্নে জলে ডোবা ও কুকুরে কামড়ান দেখে। পরনিন্দায় তৎপর। একাকী থাকিতে ভয়। নিজকে বড় লোক বলিয়া

মনে করে। ত্যক্ত করিলে চটে ও গালাগালি দেয়। ভয়; চমকিয়া উঠা; দৌড়িতে চায় ও চীৎকার করে। ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, সহজে ভয়প্রাপ্তি, কোঁকান, নীরবে ক্রন্দন। ডিলিরিয়াম্ (নীরব ও গ্রাহশূন্য) মুখ নীলবর্ণ (টাইফয়েড্ জ্বর)। মূর্চ্ছা, অসাড়ে মলত্যাগ। গৌরব বা সম্মান নষ্ট হেতু পীড়া।

জিঙ্কাম্—বিকারে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে। সর্ব্বদা হস্ত কম্পন এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা।

এগারিকাস্—উপযুক্ত কথা না জোটাইতে পারিয়া ভুল কথা ব্যবহার করে। রাত্রিতে অনিদ্রা। মস্তিষ্কে ভার বোধ, যেন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে। প্রফুল্লতা। পদ্য বলিতে থাকে। গান করে। কথা কয়, কিন্তু কথার উত্তর দেয় না। বিকারে নানা প্রকার বল প্রকাশ করিতে থাকে। প্রলাপ এবং বিড়্বিড়্ করিয়া বকা এবং স্কন্ধের উপর মস্তক আনিয়া রাখে। দন্তোদ্গম হেতু জ্বরে অজ্ঞান ও অচৈতন্য। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, সাদা ভাগ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস ত্রস্ত এবং ঘন ঘন, কিন্তু প্রায়ই দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে শাখা সমস্তে মোচড়ান ভাবে কনভাল্শন বা আক্ষেপ দেখা যায়।

ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা }:—

রক্তাধিক্য হেতু ডিলিরিয়াম্ হইলে অনেকে মস্তকে বরফ অভাবে শীতল জল প্রয়োগ করেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা বা ক্ষীণরক্ত হেতু ডিলিরিয়াম্ হইলে সেস্থলে জলপটী ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। অনেকে গ্রীবাদেশে 'মাষ্টার্ড প্লাষ্টার' ডিলিরিয়াম্ ও সংজ্ঞা-বিলুপ্ত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাইলিউসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি }:—

ঔষধ বিশেষরূপ নির্ব্বাচিত করিয়া প্রথমে ৩০ শ ডাঃ দিবে। যদি তাহাতে উপকার না প্রাপ্ত হও তবে দুই এক মাত্রা ২০০ ডাঃ দিয়া দেখিবে। তাহাতে উপকার না পাইলে ৩য় ডাঃ কিম্বা ১ম ডাঃ অথবা মূল আরক (মাদার টিংচার)

ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাইবে। আমি প্রথমে নিম্ন ডাইলিউসনই ব্যবহার করি। ইহা স্মরণ রাখিবে যদি ঔষধ বিশেষে তাহার প্রতিপোষক ঔষধ প্রয়োজন হয় তবে তাহা (পূর্ব্বে বা পরে যথা ব্যবস্থা) প্রয়োগ করিয়া নিবে। শারীরিক বিশেষ কোন ধর্ম্ম হেতু ঔষধের ফল না দেখিলে সাল্‌ফার, সিনা ইত্যাদি অগ্রে ব্যবহার করিবে। দরকার হইলে মাদার টিংচার এক ফোঁটা হইতে তিন চারি ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ৭২ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকে ডিলিরিয়ামে "ঘরকন্না সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা" "কাহাকে চিনিতে না পারা" "জাগ্রত অবস্থায় ডিলিরিয়াম" "দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা" এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্টে হাইয়সায়েমাসের মাদার টিংচার পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় দুই ডোজ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলাম।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার অবস্থায় যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার তবে দেখিতে পাইবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে ঔষধের ফল স্বচক্ষে অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ঔষধের আশ্চর্য্য ফল একবার নিজচক্ষে দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারিবে না।

যিনি স্বচক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া উৎকট ব্যাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল এত শীঘ্র দেখা যায় যে, অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এ প্রকার কেহ কখনও দেখেন নাই। আমার এই কথা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। আমি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণের পূর্ব্বে যখন অন্যান্য হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা ইহার ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে এই প্রকার কথা বলিতেন, তখন আমি মনে করিতাম ইহারা গল্প কথা বলিতেছেন; কার্য্যতঃ এতাদৃশ নহে। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতে পাই তাহাদের কথা নিতান্ত সত্য। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে, ঘোর বিকারাদি সংকট অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ মাত্র যৎসামান্য সময় মধ্যে ঔষধের অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ হইয়াছে; যাহারা নিকটে ছিলেন তাহারা ভোজের বাজী বা মন্ত্রের মোহিনী শক্তির ন্যায় ইহার ক্ষমতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; তাহাদের নিকট আর কাহার সাধ্য যে হোমিওপ্যাথির নিন্দাবাদ করে, ব্যাধির বেগ যত প্রবল হইবে ঔষধের ক্রিয়া ততই শীঘ্র ফলপ্রদ

হয়; নতুবা ইহার ঔষধত্ব কেহ কখন স্বীকার করিত না, কারণ প্রাচীন ব্যাধিতে ইহা নিশ্চয় বলা নিতান্ত কঠিন যে, "স্বভাব" আপনি আরোগ্য করিল কিম্বা ঔষধে আরোগ্য করিল। বিকারাদি উৎকট অবস্থায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াই অনেকে ইহার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে একটী রোগীর কথা নিম্নে উল্লেখ করিলাম একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন :——

দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রী, বয়স ১৮ বৎসর, নিবাস পাবনা। ১৬ দিনের জ্বরের পরে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা জাগ্রত ও জ্ঞানহারা, নিদ্রা মাত্র নাই। ডিলিরিয়ামে অস্থির। পাবনার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের নেটিভ্ ডাক্তার মহাশয়ের চিকিৎসাধীন ছিল। তিনি ইহার নিদ্রা জন্য কতবার হাইড্রেট-অব্ ক্লোরাল এবং ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগিণীর নিদ্রা আসিল না। বরং অবস্থাক্রমে খারাপ হইতে চলিল। রোগিণীর নিকটে কাহারও উপবেশন দায় হইয়া উঠিল, কারণ সে যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে। কুসংস্কারযুক্ত লোকেরা মনে করিল সে ভূতগ্রস্তা হইয়াছে। জ্বরের ১৭ দিনের দিন এই রোগী আমার চিকিৎসাধীন হইল। দেখিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তা, নিদ্রা নাই, আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারে না, যাহাকে নিকটে দেখে তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা পায়। এই কামড়ান লক্ষণ দৃষ্টে আমি তাহাকে বেল ৩য় ডাঃ দিলাম। ইহার এক মাত্রা সেবনের পরই রোগিণী নিতান্ত সুস্থির হইয়া পড়িল ও নিদ্রা আসিল; প্রায় আট ঘণ্টা নিদ্রার পর রোগিণী চৈতন্য লাভ করিল; আর সে প্রকার বিকারভাব নাই, অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছে। পুনরায় আর এক মাত্রা "বেল" দেওয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল, আমাকে দেখিয়া রোগিণী মাথায় ঘোম্টা দিল। এই সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর জ্বরও ত্যাগ পাইল। পর দিন হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু তাহাকে দেখিতে আসিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং আমাকে নিতান্ত সমুৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কোন ঔষধ দ্বারা এত ফল দর্শাইলেন? আমি তাঁহাকে ঔষধের নাম বলিলাম। তিনি মুক্তকণ্ঠে এমন স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ গুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

——*——

মানসিক অস্থিরতা।

১। মানসিক অস্থিরতা——সময় সময় এই লক্ষণ এত প্রবল হয় যে, ইহার বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া উঠে ঃ—(১) একোন্, আর্স, অরা, বেল্, ক্যামো, ডিজি, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, ভিরাট, (২) এলাম্, এনাকা, ব্যারাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ককিউ, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি, স্পাঞ্জ, সাল্ফা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

২। বুকের ভিতর অস্থির ভাব হইয়া মানসিক অস্থিরতা হইলে——(১) একোন্, আর্স, অরা, ইপিকা, পাল্স, ভিরাট্; (২) ক্যাক্টা, ব্যাল্কে, কার্ব ভ, ডিজি, স্পাইজি।

৩। পাকস্থলী অথবা উদরের কোন প্রকার অসুখ হেতু হইলে——(১) আর্স, ক্যাল্ক, কুপ্রা, ন্যাট্রা, * নক্স-ভ, পাল্স, ভিরাট্; (২) বেল্, ক্যামো, কার্ব-ভ, ককিউ, লরোসি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ষ্ট্যানা, থুজা।

৪। হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখ হেতু হইলে——(১) * একোন্, * আর্স, অরা, * ক্যাক্টা, ডিজি, পাল্স, * স্পাইজি ; (২) স্পঞ্জি, ক্যামো, সিলিনি, জেল্স, লাইকোপো, নাইট্রি-এসি, ফস্, ভিরাট্-ভি।

৫। হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ অর্থাৎ রোগোন্মত্ততা হেতু হইলে——(১) একোন্, আর্স, ক্যাল্ক, ডিজি, * ল্যাকে, ন্যাট্রা, * নক্স-ভ ; (২) ইস্কিউ, এলাম্, এনাকা, বেল্, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, সাইপ্রি, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, ইগ্নে, আইবিস্, ল্যাকে, লেপ্টা, লাইকো, মার্ক, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পডো, পাল্স, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

৬। হিষ্টিরিয়া হেতু হইলে——(১) একোন্, সিকিউ, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, সাইপ্রি, হাইয়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, *নক্স ভ, (২) এলিট্রা, বেল্, ক্যাল্ক, কষ্টি, ফলোসি, * জেল্স, হাইয়স্, ম্যাগ্নে-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস্, সাইলি, ভিরাট্।

৭। মস্তিষ্কে বোধশক্তির অত্যন্ত আধিক্য হেতু হইলে——*একোন্, * বেল্, * হাইয়স্, * ল্যাক্নান, মার্ক, নক্স-ভ, ভিরাট্।

নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

১। এই অধিকারে——(১) অরা, বেল্, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্র্া; (২) একোন্, এনাকা, আর্স, ক্যাল্কা, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা; (৩) এণ্টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যানা, ক্যাম্ফা, চায়না, সিনা, কফি, কুপ্রা, হিপা, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি প্রধান ঔষধ।

২। ব্যাকুলতা এবং মানসিক অস্থিরতা——(১) আর্স, পাল্স, ভিরেট্র্া; (২) একোন্, আণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, সেম্বু, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৩। ভয় এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা——একোন্, এনাকা, আর্স, ব্যারাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, সিকুটা, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স্, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, সাল্ফ-এসি, ভিরেট্র্া।

৪। হিতাহিত ও সদসৎ জ্ঞানের মন্দ অবস্থা জন্য মানসিক অস্থিরতা——এলাম্, এমোনি, আর্স, অরা, কার্ব-ভ, সিনা, ককিউ, কোনা, সাইক্লে, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, ভিরেট্র্া।

৫। মানসিক ব্যাকুলতা হেতু স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়——একোন্, আর্স, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কলোসি, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্র্া।

৬। উত্ত্যক্ত স্বভাববিশিষ্ট——আর্স, ক্যাল্কা, কষ্টি, ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা; (২) একোন্, এলাম্, অরা, বেল, ব্রাই, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা,

হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক, সিপি, স্পাইজি।

৭। খিট্‌খিটে স্বভাব——(১) আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, অরা, বেল্, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি।

৮। ক্রোধশীল স্বভাব——(১) অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কষ্টি, হিপা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, আর্স, ক্যাপ্‌সি, চায়না, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, সাইলি।

৯। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস——(১) ব্যারাই, কষ্টি, সিকিউ, হাইয়স্, লাইকো, পাল্‌স; (২) এনাকা, এণ্টি, অরা, বেল্, ক্যামো, ড্রসি, হেলে, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, রুটা, সালফ্-এসি।

১০। মনুষ্যদৃষ্টে ভীতি——(১) এম্ব্রা, ব্যারাই, হাইয়স্, ন্যাট্রা, পাল্‌স, হ্রাস্; (২) বেল্, সিকিউ, কোনা, কুপ্রা, লাইকো, সিলিনি।

১১। স্নায়বীয় উত্তেজনা——(১) একোন, আর্ণি, অরা, বেল্, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কফি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ফস্, ভ্যালিরি; (২) এসারাম্, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরা, হিপা, হাইয়স্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সিপি, সাল্‌ফা, টিউক্রি, ভিরেট্রা।

১২। অত্যন্ত চম্‌কিয়া উঠা স্বভাব——একোন, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, সাইলি, সাল্‌ফা।

১৩। হিংসাযুক্ত স্বভাব——(১) এনাকা, বেল্, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) আর্স, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, প্ল্যাটি, সিকেলী,।

১৪। শপথ করা স্বভাব——এনাকা, ভিরেট্রা।

১৫। অপরকে বধ করিবার ইচ্ছা——আর্স, চায়না, হিপা, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১৬। অত্যাচার এবং প্রহার করা স্বভাব——(১) বেল্, হাইয়স্,

ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এনাকা, আর্স, ব্যারাই, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, মস্কাস্, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, প্ল্যাটী।

১৭। প্রতিহিংসা লওয়া স্বভাব——এগার, এনাকা, অরা, ল্যাকে।

১৮। চতুর স্বভাব——কুপ্রা, ল্যাকে, নক্স-ভ।

১৯। সাহসিক ও নির্ভয় স্বভাব——(১) ইগ্নে, ম্যাগে, ওপি, (২) একোন্, এগার্, মার্ক, সাল্ফা।

২০। অবাধ্য এবং একগুঁয়ে——বেল, ক্যাল্কে, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা।

২১। ঝগড়াটে স্বভাব——(১) আর্স, ক্যাপ্সি, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ভিরেট্রা; (২) আর্নি, অরা, বেল, কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স্, লাইকো, ল্যাকে, মস্কাস্, নক্স-ভ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যাফি।

২২। কল্পনা এবং নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাব সকল পরিত্যাগ——(১) বেল্, ককিউ, ইগ্নে, ফস্-এসি, স্যাবাডি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) একোন্, এম্ব্রা, সিকিউ, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস্, সিকেলী, সাইলি, ভ্যালিরি, ভিরেট্রা।

২৩। হাইপোকণ্ড্রিয়া ভাবযুক্ত ও ভাবীবিপদে ভয়াতুরতা——(১) ক্যাল্কে, চায়না, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) এনাকা, অরা, কোনা, গ্র্যাটি, ল্যাকে, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফস্-এসি, সিপি, ষ্ট্যাফি; (৩) আর্স, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, হ্রাস্, ভ্যালিরি।

২৪। গম্ভীর স্বভাব——এলাম্, অরা, বেল্, কষ্টি, ক্যামো, ইউফর্বি, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, লিডা, মার্ক, নক্স-ভ, নক্স-ম, ফস্-এসি, পাল্স, স্পাইজি, ষ্ট্যানা।

২৫। নিস্তব্ধ ও চুপ করিয়া থাকা স্বভাব——অরা, বেল্, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ক্যামো, ইউফর্বি, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্যানা।

২৬। গ্রাহশূন্যতা——(১) আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ফস্,

ফস্-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি ; (২) আর্নি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটী।

২৭। খামখেয়ালী এবং ক্রুদ্ধস্বভাব——(১) ব্রাই, কর্ব-ভ, কষ্টি, হিপা, লাইকো, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, সিপি ; (২) এনাকা, অরা, ড্রুসি, কেলি, ল্যাকে, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, সাইলি, সাল্‌ফা।

২৮। কোন একটী বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত লোভ——আর্স, ব্রাই, পাল্‌স, ক্যাল্‌কে, লাইকো, সিপি।

২৯। কোঁকান, বিলাপ করা এবং নীরবে ক্রন্দন——একোন্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, সিনা, কফি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৩০। আনন্দময় স্বভাব, গান করা, শিশ দেওয়া, নৃত্য করা ইত্যাদি——(১) বেল্, কফি, ক্রোকা, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা মি, ওপি, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা, (২) অরা, ক্যানা, কার্ব এনি, সিকিউ, হাইয়স্, ন্যাট্রা, স্পঞ্জি, জিঙ্ক্।

৩১। আশাশূন্য ও নিরাশাপূর্ণ——একোন্, অরা, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৩২। জীবনে ক্লান্তিবোধ——এম্ব্রা, এমোনি, আর্স, অরা, বেল্, চায়না, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, থুজা।

৩৩। আত্মহত্যার ইচ্ছা——(১) আর্স, অরা, নক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) এলাম্, এণ্টি, বেল্, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, হিপা, হাইয়স্, মেজি, হ্রাস্, সিকেলী, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা-এ।

৩৪। কল্পনাপূর্ণ মন——(১) বেল্, ষ্ট্র্যামো ; (২) এনাকা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, ওপি, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা ; (৩) একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, কার্ব ভ, ক্যামো, ডাল্‌কা, হেলে, হিপা, কেলি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী।

৩৫। ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ততা——(১) বেল্, হাইয়স্, ল্যাকে, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) আর্স, অরা, ক্রোকা, লাইকো, প্ল্যাটী, সিলিসি।

৩৬। কোমল প্রকৃতি——কর্কিউ, ক্রোকা, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পালস্, সাইলি।

৩৭। অহঙ্কার, গর্ব্ব ইত্যাদিযুক্ত স্বভাব——(১) লাইকো, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এলাম্, আর্ণি, কষ্টি, চায়না, কুপ্রা, হাইয়স্ ইপিকা, ল্যাকে, ফস্।

৩৮। দুঃখ এবং মানসিক বিষণ্ণতা——(১) আর্স, অরা, বেল্, ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্স, সাল্ফা, (২) একোন, ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যাটী, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা।

৩৯। প্রণয়সহ শৃঙ্গার-রসাত্মক স্বভাব——(১) এণ্টি, হাইয়স্, ভিরেট্রা; (২) গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

৪০। অত্যন্ত কুৎসিত কামভাবাপন্ন স্বভাব——(১) ক্যান্থা, হাইয়স, ফস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স।

৪১। উন্মাদ এবং পাগ্লা ছিট্ বিশিষ্ট স্বভাব——(১) একোন্, বেল্, ক্যাল্কে, হাইয়স্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এগার, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, ক্যানা, ক্যান্থা, কষ্টি, সিকিউ, ককিউ, কলোসি, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, পাল্স, সিকেলী, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

৪২। ক্রোধ——(১) বেল্, ক্যান্থা, হাইয়স্, লাইকো, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এগার, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যানা, ককিউ, ক্রোকা, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক, প্লাম্বা, সিকেলী।

৪৩। ফিট্ † হওয়া স্বভাব——(১) একোন্, এলাম্, বেল্, ক্রোকা,

---

† (কোন পীড়া কিম্বা লক্ষণের হঠাৎ গুরুতররূপে আক্রমণকে সেই পীড়ার ফিট্ বলে। ফিট্ শব্দে যে কেবল মূর্চ্ছাই বুঝাইবে তাহা নহে)।

[দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি, মানসিক বিকৃতি, হাইপোকণ্ড্রিয়া, মেলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি দেখ]

ফেরা, ইগ্নে, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি; (২) অরা, ক্যানা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সিপি, ভ্যালিরি, জিঙ্ক্।

৪৪। ব্যাকুলতা, আশঙ্কা ও ভয়।:—

ওপিয়াম্—ভয় এবং আশঙ্কা হেতু অসুখ।

একোনাইট—কিছু সময় পূর্ব্বে মনে আঘাত লাগা। লোকসমাকীর্ণ অথবা কোন গোলযোগপূর্ণ স্থানে যাইতে ভয়। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। মৃত্যুভয়।

আর্স—আপনাকে আপনি ভয় করে। মৃত্যুভয়। মৃত-আত্মার ভয়।

ক্যান্থারিস্—কাল্পনিক অনিষ্টের ভয়।

কার্ডুয়াস্-বেণিডিক্টাস্—ভীতি এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক গোলযোগেই চম্‌কিয়ে উঠা। শীতল ঘর্ম্ম।

ক্যাল্-কার্ব—যক্ষ্মারোগের, দারিদ্রতার, মানসিক বিকৃত অবস্থার এবং পড়িয়া যাইবার ভয়। ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্য ভয়।

কার্ব-ভেজি—কোন বিষয় ভাল করিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া ভয়। ভূতের ভয় (বিশেষ রাত্রে)।

ক্লোরিন—উন্মত্ত হওয়ার ভয়। কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বলিয়া ভয়। হঠাৎ চমকিয়া উঠিবে বলিয়া ভয়।

কল্‌চিকাম্—কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইবে বলিয়া ভয়।

কুপ্রাম—দ্রুতবেগে চলিয়া যাইবার ভয়।

ডাল্‌কামেরা—ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়।

ডিজিটেলিস্—মৃত্যু বিষয়ে ভয়।

ড্রসিরা—বিষ খাইয়া প্রাণ যাইবে বলিয়া ভয়।

হাইয়সায়েমাস্—কোন জন্তু দংশন করিবে অথবা বিষ দ্বারা প্রাণ হারাইবে বলিয়া ভয়।

ইগ্নেসিয়া—চোরের ও সামান্য তুচ্ছ বিষয় আগতপ্রায় বিশেষতঃ বিষয়ের জন্য ভয়।

লিলিয়াম্—দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় আক্রান্ত হইবে বলিয়া ভয়।

লাইকোপোডিয়াম্—কাল্পনিক বিভীষিকা এবং মূর্ত্তি সমস্ত দেখার ভয়।

মার্ক—বুদ্ধিহারা হইবে এবং পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয়।

মরফিন্—বজ্রপাত ও মেঘ-গর্জ্জনের সময় এবং তাহার পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির হয়।

ফস্ ফরাস্—ভয়োৎপাদক প্রতিমূর্ত্তি সকলের আশঙ্কা।

পাল্ সেটিলা—সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

র‍্যানান্কুলাস্—বিদ্যুতের ভয়। একাকী থাকিতে এবং সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

রুটা—ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং জেলে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিবে এই ভয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যখন দ্রুতবেগে চলিয়া বেড়ায় তখন ভবিষ্যৎ ভয় হইতে থাকে।

ষ্ট্র্যামো—উন্মত্ত হওয়ার, কোন জন্তু কর্ত্তৃক দংশিত হওয়ার, এবং ভয়াবহ প্রতিমূর্ত্তির ভয়।

ট্যানিন্—মানসিক গোলযোগ হওয়ার ভয়।

জিঙ্কাম্—চোরের ভয়। ভয়াবহ কাল্পনিক দর্শনের ভয়।

৪৫। অন্ধকারের মধ্যে থাকিতে ভয়——ক্যাল্-কার্ব, কষ্টি, লাইকো, পাল্স, ষ্ট্রাম, ভ্যালিরি।

৪৬। মৃত্যুভয়——একোন্, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ডিজি, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, র‍্যাফেনাস্, সিনা, জিঙ্ক্।

৪৭। জ্বরের উত্তাবস্থার সময় মৃত্যুভয়——একোন্, ক্যাল্কে, ককিউ, ইপিকা, মস্কাস, নাইট্রি-এসি, রুটা।

৪৮। ঘর্ম্মাবস্থায় মৃত্যুভয়——নাইট্রাম্।

৪৯। আনন্দ ও তজ্জনিত অবস্থানিচয়——একোন্, কষ্টি, কফিউ, ক্রোকা, সাইক্লে, ন্যাট্রা-কার্ব, ওপি, পাল্স।

কফিয়া—আনন্দে স্তম্ভিত হয় ও চমকিয়া উঠে ও কাঁপিতে থাকে। ক্রন্দন করে। চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। মূর্চ্ছা যায়। এমন কি মৃতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (বিশেষ স্ত্রীলোক এবং শিশু) অত্যন্ত প্রফুল্ল মানসিক অবস্থার পর শিরঃপীড়া।

ক্রোকাস্—অত্যন্ত আহ্লাদে মানসিক উত্তেজনা; উন্মাদ অবস্থার আরম্ভ। পিংশে মুখবর্ণ। মাথাধরা; দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ। আনন্দপূর্ণ উন্মাদ অবস্থা ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া। অন্ধাবস্থা ও ফেঁকাশে মুখশ্রী।

কোকা—মানসিক উত্তেজনার পর শিরঃপীড়া।

সিঙ্কোনা—অত্যন্ত আনন্দের পব মুখবর্ণ লাল হইয়া উঠে।

জেলস্—আনন্দজনক সংবাদের পর শীত এবং উদরাময়।

হাইয়সায়েমাস্—আনন্দে হাস্য করে, ক্রন্দন করে এবং স্তম্ভিত হয়।

মার্ক—নীরবে ক্রন্দন। কাশি; কম্প। কপোলদ্বয় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

৫০। শোক এবং দুঃখজনিত অবস্থানিচয়——(১) ইগ্নে, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, (২) আর্স, কলোসি, জেল্স, গ্র্যাফা, হাইয়স্, কেলি-ব্রো, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, ভিরেট্রা।

ইগ্নেসিয়া—শোক এবং দুঃখ ও তৎসঙ্গে লজ্জা। অন্তর্নিবদ্ধ মানসিক কষ্ট। ভয়ার্ত্ততা। মাথাঘোর। শিরঃপীড়া। পেটে চাপের ন্যায় বেদনাবোধ। ঋতুর অভাব। কোরিয়া কিম্বা অপস্মার পীড়ার ন্যায় পীড়া। নানা প্রকার কাল্পনিক কষ্ট (বিশেষ সর্ব্বদা চিন্তা করে)।

ফস্-এসি—প্রাতে মাথাব্যথা। সন্ধ্যার সময় মাথা ঘোরে।

যাহা খায় তাহার স্বাদ অনেকক্ষণ পর্যান্ত থাকে। প্রায়ই আহার বমন হইয়া যায়। পেট ডাকে। উদরাময়। শুক্রপতন ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতা। অপস্মার রোগ। শারীরিক শীর্ণাবস্থা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ভবিষ্যৎ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অনুভব হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া। গ্রাহ্যশূন্যতা। সর্ব্বদা শৃঙ্গার বিষয়ক আলোচনা হেতু স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল। নিজকার্য্য করিতে নিজেই ক্রোধে অস্থির হয়। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। কন্‌ভলশান্ ও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত-সংজ্ঞা। দিবানিদ্রা।.

আর্সেনিক—মানসিক বিকৃতি। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছা; মনে করে যে কথনও তাহাদিগকে ত্যক্ত ও অপমানিত করিয়াছে, কিন্তু কখন যে কি প্রকারে এ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা সে জানে না। দুঃখিত। ক্রন্দনশীল ও ব্যাকুল স্বভাব। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কষ্টিকাম্—চুপ্ করিয়া থাকে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে চায় না। নৈরাশ্যপূর্ণ। বন্ধুদিগের শোক কিম্বা দুঃখের পর শারীরিক পীড়া এবং এই সঙ্গে অর্শরোগের বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্—অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যাকুল স্বভাব। অনেকদিনের শোক এবং দুঃখের পর পুরাতন পীড়ার উৎপত্তি। মাথায় দপ্‌দপানি বেদনা বোধ।

মার্কিউরিয়াস্—শোক ও তৎসঙ্গে রজনীতে ভয়। ঝগড়াটে স্বভাব। তাহার বন্ধু বান্ধবদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। নাসিকা হইতে এক প্রকার শ্লেষ্মা গড়িয়া পড়ে, তদ্দরুণ নাসিকার নিম্নে লোন্‌ছা উঠিয়া যায়। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। ভয়জনক মুখশ্রী দর্শনে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।

নক্স-মস্কেটা—দুঃখ। রোগের সহিত হৃৎকম্পন; নীরবে ক্রন্দন স্বভাব; স্ফূর্ত্তিরহিত। শয়ন করিতে যাইতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ নিদ্রালুতা। পাকস্থলীর পীড়া। হিষ্টিরিয়া। হাঁটিতে হাঁটিতে যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, কখনও কখনও পড়িয়াও যায়।

৫১। বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত ও তাহাতে যেন পীড়িত ——অয়া, বেল্, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-এনি, কষ্টি, ক্লেমা, ইউপেটো-পার্পিউ, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

ক্যাপ্সিকাম্—অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বেড়াইলে এপ্রকার মাথাধরা যেন ফাটিয়া গেল। কপোল রক্তবর্ণ। মুখের অভ্যন্তর গরম। শীত এবং উষ্ণ। আহারের পর পেটের ভিতর জ্বালা। উদরাময় ও তৎসঙ্গে পেটে বেদনা। নিশ্বাস অত্যন্ত টানিয়া গ্রহণ করে। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কাশি। নড়া চড়া করিতে অনিচ্ছা। হেক্টীক জ্বর। কফীয় ধাতু বিশিষ্ট। বাড়ীর জন্য কষ্টপ্রকাশ এবং চিন্তা।

কার্ব-এনি—কেহ যেন একাকী ফেলিয়া গিয়াছে এই বলিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত। কোন প্রকারে সান্ত্বনা করা যায় না।

ইউপেটোরিয়াম্-পার্পিউ—পরিবারসহ বাটীতে থাকিয়াও বাড়ীর জন্য যন্ত্রণা অনুভব করে (হোমসিক্নেস্)। দীর্ঘ নিশ্বাস, মাথাব্যথা। গলদেশে নিশ্বাসবন্ধকারক ভাব। সর্ব্বদা ঢোক গেলা। উদরাময়। অস্থিরচিত্ততা এবং কোঁকান। দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি এবং মূর্চ্ছা ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের উদ্বেগ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মি—বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদে। দুঃখ। নীরবে ক্রন্দন। বিপদ অনুভব। পুনঃ পুনঃ নীরবে ক্রন্দনসহ বোধ করে যেন সে একাকী রহিয়াছে। হিষ্টিরিয়া এবং আক্ষেপযুক্ত পীড়া। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মার্ক-সল্—পলাইয়া বিদেশে যাইতে চায়। কিছুতেই তাহার ভাল লাগে না। ব্যকুলতা। ক্ষুধা এবং মন্দাগ্নি। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। রাত্রিতে হাত পায়ে বেদনা। সামান্য পরিশ্রমের পর হস্ত পদ কম্পন। রাত্রিতে ভয়। নিশাঘর্ম্ম।

ফস্-এসি—বাড়ীর জন্য মন পোড়া ও তৎসঙ্গে নীরবে ক্রন্দন; এবং রাত্রির শেষভাগে ঘর্ম্ম। নিদ্রালুতা। ক্ষীণ শরীর। মস্তিষ্কে পুরাতন রক্তাধিক্য হেতু পীড়া। অল্প বয়সেই পক্ক কেশ, কথা কহিতে অক্ষম। উদরাময়। সর্ব্বদাই নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা।

৫২। অতৃপ্ত প্রণয়জনিত অসুখ——অরা, কষ্টি, কফি, বেল্, হাইয়স্, ইগ্নে, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

অরাম্—অসুখকর প্রণয়। নীরবে ক্রন্দনেচ্ছা। তাহার (পুরুষের) প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা। নৈরাশ্য। হঠাৎ ক্রোধ। মেলাঙ্কোলিয়া। ঝগড়াটে স্বভাব। মৃত্যু-ইচ্ছা। কখনও বা আনন্দে কখনও বা দুঃখে পূর্ণ হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। চক্ষের নিকটে যেন জোনাকী পোকা জ্বলে। কর্ণে ভোঁভোঁ শব্দ। মুখে দুর্গন্ধ। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও তৎসহ ব্যাকুলতা।

হাইয়সায়েমাস্—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক প্রণয়। ক্রোধ এবং অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলা। উন্মত্ততার সহিত শৃঙ্গারভাব। গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দেয় বিশেষতঃ উলঙ্গ হইয়া পড়ে। প্রণয় বিষয়ক সঙ্গীত গান করে। খামখেয়ালী এবং ঈর্ষাপূর্ণ। হেক্‌টীক জ্বর। গোলমাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলে।

ল্যাকেসিস্—অসুখকর প্রণয় এবং সর্ব্বদা সন্দেহজনক চিত্ত। জীবনে ক্লান্ত। হৃৎপিণ্ডে বেদনা। মূর্চ্ছা ও মৃতপ্রায় অবস্থা। অবিশ্বাস। সন্দেহ। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যাহাতে মানসিক কষ্ট হইবার কারণ নাই এমন বিষয়ে ক্রোধ। নিজের নিকট হইতে জিনিস পত্র ঢালিয়া ফেলে।

৫৩। মর্ম্মান্তিক মানসিক কষ্ট ও অপমান হেতু নানা প্রকার পীড়ায়——অরা, বেল্, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পেলাডি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, সেনিগা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

অরাম্—অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই এবং মনে করে অন্যেও তাহার প্রতি সেই প্রকার ভাবে। অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বাতাসে বেড়াইলে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ নিতান্ত উত্তেজিত। অত্যন্ত ক্ষুধা। কাফি, সুরা এবং দুগ্ধ খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা। মাংসে অরুচি। হৃৎকম্পন।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত সরমে মরিয়া যাওয়া। অসহিষ্ণুতা। কিঞ্চিৎ জ্বর। অঙ্গের বিরুদ্ধেচ্ছাপন্নতা। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা। মুখ তিক্ত। গরম পিত্ত-পূর্ণ উদরাময়, তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ।

কলোসিন্থ—নীরবে এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা। প্রতিহিংসা-সহ অত্যন্ত ক্রোধ ও খিট্‌খিটে স্বভাব। পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রত্যেকবার আহারের পর বমন এবং উদরাময়। জঙ্ঘা ও উরুপ্রদেশে বেদনা। এই বেদনা কিড্‌নী হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পায়ের ডিমে আক্ষেপ। অনিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া—ভয়াতুর। কথা বলিতে অনিচ্ছা। একাকী থাকিতে চায়। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথা ভার। নীরবে বসিয়া থাকা। উদ্দেশ্যরহিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকাইয়া থাকে। শ্রবণশক্তি স্থূল। মুখ ছবি বিশ্রী, ফেঁকাশে এবং বসিয়া যাওয়া। কিছু খাইতে বা পান করিতে ইচ্ছা নাই। বাম হাইপো-কণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি। মূত্র ও মলের পরিমাণ অধিক। স্বর কম্পিত। চলিবার সময় যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িতে থাকে। গৌণে নিদ্রা এবং অস্থিরতা। পদদ্বয় শীতল বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

লাইকোপোডিয়াম্—আত্যন্তিক মানসিক পীড়ার পর যকৃতের পীড়া; মনুষ্য দেখিতে ভয় করে। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, কিন্তু একাকী থাকিলে অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং মেলাঙ্কোলিয়াযুক্ত হইয়া উঠে। খাম্‌খেয়ালী। ক্রুদ্ধ এবং অবাধ্য। স্পর্শাদিজ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা।

ন্যাট্রা-মি—দুঃখ। নীরবে কান্না। সান্ত্বনা করিতে গেলে পীড়ার বৃদ্ধি। হৃৎকম্পন। নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত। সামান্য বিষয়ে ক্রুদ্ধ। ঘৃণাশীল এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ স্বভাব। মস্তিষ্ক ক্লান্ত। পেট ভারী এবং প্রসারিত ও বেদনাযুক্ত।

নক্স-ভমিকা—বাহ্যিক কিম্বা কোন মানসিক চাঞ্চল্যে অত্যন্ত চঞ্চল। সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া কালযাপন করা স্বভাব। হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত এবং বৃথা সময় নষ্টকারী এবং গৌণে নিদ্রাকারী ব্যক্তিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ এবং

উদরের গোলযোগ থাকিলে সহজেই উন্মত্ত হইয়া যায়। যাহা সে করিতে ইচ্ছা করে তাহাই বিপথগামী হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

পাল্‌সেটিলা—মানসিক দুঃখ এবং কাঁদিয়া ফেলা। ব্যাকুলতা। জীবনে ক্লান্তি। ডুবিয়া মরিতে আনন্দ বোধ করে। কিছুতেই সন্তুষ্ট নাই। সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তপাত। চক্ষুর চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখ মেটে রং বিশিষ্ট। মুখ বিস্বাদ। বমনেচ্ছা। তিক্ত বিজলের ন্যায় বমন। কঠিন ও অল্প মল। নিশ্বাসে কষ্ট। পা ভারী। চিন্তাকুল স্বপ্ন।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ক্রোধ। ত্যক্ততা অথবা অন্তর্নিবদ্ধ অসন্তুষ্টি হইতে পীড়া। চিড়্‌চিড়ে স্বভাব। ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়। দিবসে নিদ্রা এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্য। দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ স্বর। মাথার চুল উঠিয়া যায়।

৫৪। লজ্জা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য——কলোসি, ইগ্নে, ওপি, ফস্‌-এসি, প্ল্যাটী, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৫৫। ভর্ৎসনা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য——কলোসি, ক্রোকা, ইগ্নে, ওপি, ফস্‌-এসি, ষ্ট্যাফি।

৫৬। অত্যন্ত ক্রোধ হেতু পীড়া——একোন্‌, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, (ক) অত্যন্ত ক্রুদ্ধশীল—ব্রাই, ফস্‌, জিঙ্ক্‌। (খ) ক্রোধ হেতু অধিক-কাল স্থায়ী পীড়া—এগার, জিঙ্ক্‌। (গ) ক্রোধ হইতে মর্ম্মান্তিক পীড়া—ষ্ট্যাফি। (ঘ) ক্রোধ ও তৎসহ ত্যক্ততা—ক্যামো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি। (ঙ) রাগ এবং প্রতিহিংসা—একোন, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, লাইকো, নক্স-ভ, ভিরেট্রা।

৫৭। ত্যক্ততাজনিত পীড়া—আর্স, বেল্‌, কষ্টি, সিষ্টাস্‌ কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্‌, ফস-এসি, হ্রাস্‌, সিপি, সাল্‌ফা। (ক) ত্যক্ততার পর অনেককাল স্থায়ী পীড়া—এলাম্‌, ক্যামো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি। (খ) ত্যক্ততা, তৎসঙ্গে ক্রোধ ও ঘৃণা—কলোসি, ইপিকা, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

৫৮। অহঙ্কারজনিত পীড়া——ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্‌।

(ক) আত্মম্ভরিত্ব হইতে পীড়া—ক্যাল্-কার্ব্ব,: লাইকো, মার্ক, প্লাইলি, সাল্ফা।

৫৯। হিংসাজনিত পীড়া——আর্স, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, ষ্ট্যাফি।

প্রতিহিংসাশীল স্বভাব—এমোনি-কার্ব্ব, ক্যাল্-কার্ব্ব, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি। উপরোক্ত মানসিক অবস্থাসমূহজনিত নিম্নলিখিত পীড়াসমূহে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধীয় ঔষধ সকল প্রশস্ত জানিবে।

——*:*——

মানসিক উদ্বেগাদিজনিত অবস্থা ও পীড়ানিচয়।

[স্থানান্তরে পীড়ানিচয়ের কারণ দেখ।]

১। কামল——ক্যামো, মার্ক, চায়না।

২। কন্‌ভালশন্——বেল্, ক্যামো, ইগ্নে, হাইয়স্, ওপি, সেম্বু।

৩। ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ——বেল্, ওপি, ইগ্নে।

৪। অপস্মার-বায়ুযুক্ত——ইগ্নে, ওপি, বেল্, ল্যাকে, কষ্টি।

৫। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে কম্পন——মার্ক, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্।

৬। মূর্চ্ছাজনক ফিট্——কফি, ওপি, ভিরাট্।

৭। আক্ষেপযুক্ত বেদনা——কলোসি।

৮। স্নায়বীয় উত্তেজনা——একোন্, ম্যাগ্নে, কফি, মার্ক, নক্স-ভ।

৯। উত্তেজিত রক্ত——একোন, কফি, মার্ক।

১০। জ্বর——একোন, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ।

১১। শীত এবং কম্পন——ব্রাই, মার্ক, পাল্স।

১২। শরীর শীতল——ওপি, পাল্স, সেম্বু, ভিরেট্রা।

১৩। শরীর গরম এবং গাল রক্তবর্ণ——ক্যাপ্সি, ইগ্নে, একোন্।

১৪। নিশাঘর্ম্ম——মার্ক, ফস্-এসি।

১৫। হেক্‌টিক্ জ্বর——ইগ্নে, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

১৬। অনিদ্রা——একোন্, কফি, মার্ক, ক্যাপ্সি, কলোসি, ষ্ট্যাফি।

১৭। অজ্ঞানতাযুক্ত নিদ্রা——ওপি, ফস্-এসি, সেম্বু।

১৮। মেলাঙ্কোলিয়া এবং দুঃখিতাবস্থা——অরা, ইগ্নে, ফস-এসি, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

১৯। সর্ব্বদা নীরবে ক্রন্দন ও বিলাপ——বেল্, হিপা।

২০। সর্ব্বদা ক্রন্দন——বেল্, ওপি।

২১। সর্ব্বদা ভয় এবং অস্থিরতা——একোন্, বেল্, ক্যামো, মার্ক, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

২২। গ্রাহ্যশূন্যতা——হেলে, হাইয়স্, ফস্-এসি।

২৩। চৈতন্যশূন্য এবং বিলুপ্ত-সংজ্ঞা——বেল্, হাইয়স্, নক্স-ভ, ওপি।

২৪। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং মাথাধরা——একোন্, বেল্, কফি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি।

২৫। মাথার চুল পড়িয়া অথবা উঠিবা যাওয়া——ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

২৬। ক্ষুধাশূন্যতা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন——ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স।

২৭। পৈত্তিকের গোলযোগ——একোন্, ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নক্স-ভ।

২৮। পাকস্থলীতে বেদনা——ক্যামো, নক্স-ভ, পাল্স।

২৯। উদরাময় ও পেটে বেদনা——ক্যামো, পাল্স, ভিরেট্রা।

৩০। অসাড়ে মলত্যাগ——ওপি, ভিরেট্রা।

৩১। বক্ষঃস্থলে বেদনা হাঁপানি ইত্যাদি——অরা, বেল্, ক্যামো, নক্স-ভ, ওপি, সেম্বু।

৩২। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত কম্পন——একোন্, ক্যামো, হিপা, ওপি, পাল্স।

[মানসিক গোলযোগ মেলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি পীড়া দেখ।]

ব্যাধিগ্রস্ত নিদ্রা, তন্দ্রা এবং আলস্য।

১। এই অধিকারে——(১) আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যামো, চায়না, কফি, হিপা, কেলি, মার্ক, ফস্, পালস্, থুাস্, সিপি, সাইলি. সাল্ফা; (২) একোন্, বেল্. বোরাক্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, ক্রিযেজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, থুজা; (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, অরা, ব্যারাইটা, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব-এ, ককিউ, ডাল্কা, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস্-এ, প্ল্যাটী, হ্রডো, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সার্সা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এ, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

২। নিদ্রাবস্থায় মানসিক ব্যাকুলতা——(১) ককিউ, ডাল্কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, স্পঞ্জি, ভিরাট্; (২) একোন্, আর্স, বেল্, ফেরা, হিপা, কেলি, পিট্রো, থুাস্।

৩। মোহ অবস্থাপন্ন——বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ক্যাম্ফ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, নক্স-ম, ওপি, ফস্, পাল্স, সিকেলী, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, সিকিউ, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সাল্ফা, টার্টা, ভিরাট্।

৪। গভীর নিদ্রা——(১) বেল্, ইগ্নে, নক্স-ম, ওপি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, (২) এলাম্, এণ্টি, আর্স, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, হাইয়স্, লিডা, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ফস, ফস্-এ, পাল্স, সিকেলী, সিপি, ভিরাট্।

৫। পাতলা নিদ্রা——(১) আর্স, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সাল্ফা; (২) ক্যাল্কে, কফি, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, সাইলি, ভিরাট্।

৬। অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা——(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্রোকা, নক্স-ম, ওপি, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, ভিরাট্; (২) আর্ণি, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, হাইয়স্, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস্, ফস্-এ, পাল্স, থুাস্, সেম্বু।

৭। অল্প নিদ্রা এবং অতি প্রত্যূষে জাগরিত হওযা——(১) আর্স,

কষ্টি, ডাল্কা, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি ; (২) অবা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কফি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, মিউর-এসি, সাল্ফ-এসি।

৮। অতি দীর্ঘকাল নিদ্রা এবং গৌণে জাগরিত হওয়া——(১) ক্যাল্ক, কষ্টি, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাল্ফা ; (২) এলাম্, এণ্টি, কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্স, সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৯। নিদ্রাবস্থায় নানা প্রকার চিন্তার সহিত উন্মত্তের ন্যায় বকা——(১) একোন্, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, (২) কার্ব-এনি, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি।

১০। নিদ্রায় অত্যন্ত অধিক স্বপ্নদর্শন—(১) এলাম্, বেল, ব্রাই, ক্যাল্ক, চায়না, কোনা, কেলি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা ; (২) এমোনি-মি, আর্নি, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ক্যামো, কলোসি, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, মেজি, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস্, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি।

১১। নিদ্রা তৃপ্তিকর এবং সুস্থতাকর নহে——(১) এলাম্, ব্রাই, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্রিয়েজো, লাইকো, ওপি, ফস্, সিপি, সাল্ফা ; (২) এম্বা, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিকুটা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

১২। নিদ্রায় অস্থিরতা এবং ছট্ফট্ করা——(১) এম্বা, আর্নি, ব্যারাইটা, ক্যাল্ক, চায়না, কেলি, লাইকো, ফস্, হ্রাস্, স্যাবাডি, স্যাবাইনা, সাইলি, সাল্ফা ; (২) এমোনি-মি, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কল্চি, কলোসিন্থ, ডিজি, ডাল্কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এ, পাল্স, সেপ্স, সাব্সা, সিকেলী, সেনিগা, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, থুজা।

১৩। পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়া অর্থাৎ খণ্ডনিদ্রা——(১) বেল্, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সিপি, সাল্ফা ; (২) এম্ব্রা, আর্স, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

১৪। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও তজ্জন্য ব্যাকুলতা——(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা ; (২) এনাকা, আর্স, অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, ইগ্নে, ক্রিযেজো, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিরেট্রা, জিঙ্ক্।

১৫। বিরক্তিকর স্বপ্ন——ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, সিপি।

১৬। আনন্দকর ও চিত্তসন্তোষক স্বপ্ন——এলাম্, আর্স, অরা, কষ্টি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, ফস্ এসি, প্ল্যাটী, সাল্ফা, জিঙ্ক্, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৭। ঘৃণাজনক স্বপ্ন ও ময়লা, পোকা, পীড়া, পুঁজ ইত্যাদি দর্শন——(১) মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্ ; (২) এমোনি, এনাকা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

১৮। নির্দ্দিষ্ট চিন্তা সম্বন্ধে স্বপ্ন ও পুনঃ পুনঃ সেই একই বিষয় দর্শন——একোন্, ইগ্নে, পাল্স, ষ্ট্যানা।

১৯। যে স্বপ্ন নিদ্রায় দেখে জাগরিত হওয়ার পর তাহাই দেখিতে থাকে——(১) চায়না, গ্র্যাফা, ফস্, সাইলি, সাল্ফা ; (২) এমোনি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি।

২০। রতি বিষয়ক ও কামাদিভাবপূর্ণ স্বপ্ন——(১) গ্র্যাফা, ল্যাকে, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি ; (২) এণ্টি, ক্যান্থা, চায়না, কলোসি, কোনা, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, সিপি, স্প্যাইজি, ষ্ট্যানা, থুজা।

২১। মস্তিষ্কে শ্রমোৎপাদক এবং বিজ্ঞান বিষযে স্বপ্ন দেখা——(১) ব্রাই, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স ; (২) একোন্, এলাম্,

এসাফি, আর্ণি, অরা, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, ন্যাট্রা-মি, ওপি, ফস্-এসি, স্যাবাইনা, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

২২। পরিষ্কাররূপ স্বপ্ন দেখা——(১) এনাকা, ক্যাল্কে, ককিউ, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, পাল্স, হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা; (২) একোন্, এগাব, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্বভ, ক্যামো, সিকুটা, ককি, কোনা, ড্রসি, গ্র্যাফা, লরোসি, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, নক্স-ভ, ফস্-এসি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

২৩। গোলযোগপূর্ণ অর্থাৎ অপরিষ্কার স্বপ্ন——(১) চায়না, সিকুটা, ক্রোকা, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, ষ্ট্যানা, ভ্যালিরি; (২) একোন্, এলাম্, ব্যারাইটা, ব্রাই, কোনা, কষ্টি, হেলে, ম্যাগ্নে, ফস্, সাইলি।

২৪। নানা প্রকার কল্পনাযুক্ত স্বপ্ন——(১) ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, ব্যারাইটা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পাল্স, স্পঞ্জি, জিঙ্ক্।

২৫। দিবসের সাধারণ কার্য্য-কলাপ এবং অন্যান্য বিষয় যাহা চিন্তা করা যায় না তদ্বিষয়ে স্বপ্ন——(১) ব্রাই, গ্র্যাফা, ল্যাকে, পাল্স, হ্রাস্, সাইলি, (২) এনাকা, বেল্, সিকুটা, সিনা, ক্রোকা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্-এসি, সারসা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৬। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন——একোন্, আর্ণি, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

২৭। চোর ডাকাইত সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন——(১) ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা, সাইলি, (২) এলাম্, অরা, বেল্, ম্যাগ্নে-মি, পিট্রো, ফস্, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

২৮। ভূত প্রেত ইত্যাদি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন——এলাম্, কার্ব-ভ, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা, ওপি, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাইলি, সাল্ফা।

২৯। মৃতব্যক্তি এবং সংকার ও গোর দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন——(১) এনাকা, আর্স, ক্যাল্কে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এসি,

থুজা; (২) এমোনি, আর্ণি, অরা, ব্রাই, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, সাল্ফ-এসি।

৩০। দুর্ভাগ্য, বিপরীত অবস্থা, মনের কষ্টদায়ক ও ক্রোধাদি অবস্থা এবং বিপদ ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন——এনাকা, আর্ণি, আর্স, চায়না, গ্র্যাফা, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স।

৩১। পীড়া বিষয়ে স্বপ্ন——এমোনি, এনাকা, বোবাক্স, ক্যাল্কে, কোনা, কেলি, নক্স ভ, সাইলি।

৩২। ঝগড়া ও বিরোধ বিষয়ে স্বপ্ন——এলাম্, আর্ণি, ব্যাবাইটা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, হিপা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যানা।

৩৩। যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত বিষয়ে স্বপ্ন——এমোনি-মি, ফেরা, হিপা, মার্ক, প্ল্যাটী, স্পঞ্জি, থুজা।

৩৪। হত্যা বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন——এমোনি-মি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, গুয়াই, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা-মি, ফস্, পিট্রো, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৩৫। প্রাণী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা——(১) আর্ণি, পাল্স; (২) এমোনি, এমোনি-মি, বেল্, ক্যাল্কে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

৩৬। সর্প ও সরীসৃপাদি স্বপ্নে দেখা——এলাম্, কেলি, সাইলি।

৩৭। পোকা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা——এমোনি, আর্স, কেলি, হেলে, মিউর-এসি, নক্স ভ, ফস্।

৩৮। জল এবং জলেপড়া স্বপ্নে দেখা——এলাম্, এমোনি-মি, আর্স, ডিজি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে মি, মার্ক, নাইটার, সাইলি।

৩৯। অগ্নি এবং অগ্নি হেতু বিপদ স্বপ্নে দেখা——এলাম্, এনাকা, আর্স, ক্যাল্কে, হিপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফ্লুয়োরো, হ্রাস্, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৪০। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান——(১) কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিনা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ; (২) আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই,

হাইয়স্, ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, ফস্, ফস্-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪১। নিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত চম্‌কিয়া উঠা——(১) আর্স, বেল্, ক্যামো, গ্র্যাফা, হাইয়স্, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, পাল্স, সেম্বু, সিকেলী, সাইলি, সাল্ফা; (২) আর্নি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, কুপ্রা, ড্রসি, হিপা ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, হ্রাস্, সিপি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

৪২। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে——(১) বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, পাল্স, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) আর্নি, অরা, বোরাক্স, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, সিপি, ষ্ট্যাফি, টার্টা।

৪৩। নিদ্রাবস্থায় কথাবার্ত্তা বলে——(১) আর্স, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যামো, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) আর্নি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, হ্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, টার্টা, থুজা।

৪৪। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন——ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স; (২) ক্যাল্কে, কষ্টি, কার্ব-এনি, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, সাইলি।

৪৫। নিদ্রাবস্থায় রোগীর অত্যন্ত নাক ডাকিতে থাকে——(১) বেল্, ক্যাম্ফ্, কার্ব-ভ, ওপি, হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্র্যামো; (২) ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, ড্রসি, ডাল্কা, হাইয়স্, ইগ্নে, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সাল্ফা।

৪৬। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত বা সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া নিদ্রা——বেল্, ক্যাপ্সি, চায়না, কলোসি, হেলে, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস্-এসি, সেম্বু, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

৪৭। হাঁ করিয়া অর্থাৎ মুখগহ্বর খুলিয়া নিদ্রা——ক্যামো, ডাল্কা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ওপি, সেম্বু।

৪৮। নিদ্রাবস্থায় মুখ চোকান অর্থাৎ কিছু যেন চুষিতেছে ও গলাধঃকরণ করিতেছে——ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে।

৪৯। নিদ্রাবস্থায় মুখ ভঙ্গি, চক্ষু ভঙ্গি এবং অন্যান্য প্রকার আক্ষেপজনক অবস্থা——বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হেলে, হাইয়স্‌, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্রাম্‌, সেম্বু, ভিরাট্‌।

—*—

নাইটমেয়ার

(Night-mare)

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ইহাকে "বোবায ধবা" বলিয়া থাকে। এই অবস্থাব নানাপ্রকার ভাব নিদ্রাব সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে পাথর চাপাব ন্যায় বোধ হয়; কেহ বা স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ইত্যাদি।

১। নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে কোন ভাব চাপাব ন্যায বোধ হইলে——(১) একোন্‌, এলোজ, এলাম্‌, এমোনি, ব্রাই, কোনা, সিনেবাব, গুয়াই, হিপার, ন্যাট্রা, নক্‌স-ভ, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি, দেওযা যায়।

নাইটমেযার সম্বন্ধে
বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব }:—

একোনাইট্‌—শিশু এবং স্ত্রীলোকের জন্য উপযোগী। যদি তাহাদের শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, হৃৎকম্পন, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দৃষ্ট হয় তবে ইহা দিবে।

গুয়াইকাম্‌—চীৎ হইয়া শুইলে বোবায় ধবে। চীৎকার করিয়া জাগরিত হয়। সমস্ত শবীর বোধ হয যেন কসিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাগ্রত হইলে অসুস্থতা বোধ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বোধ, বিশেষতঃ উরু এবং বাহুদ্বয়ে। পেটের ভিতর অত্যন্ত বায়ু জন্মে, তাহাতে

পেট খোঁচান। পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপ না হওয়ার জন্য পেটে চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা।

মেজিরিয়াম্‌—স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগ্রত হয়। পেটে জ্বালা ও অসুখভাব, খাইলে পর তাহা নিবারিত হয়। "বোবায় ধরা অবস্থা" জাগ্রত হইলে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নাইট্রিক্‌-এসিড্‌—কিছুকাল নিদ্রার পরই "নাইটমেয়ার্‌" হইতে দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র চম্‌কিয়া উঠে। জাগ্রত হইলে বোধ হয় যেন তৃপ্তিকর নিদ্রা হয় নাই। অত্যন্ত শারীরিক উত্তেজনা, তৎসঙ্গে কম্পন ও দুর্ব্বলতা (বিশেষ প্রাতঃকালে)।

নক্স-ভমিকা—কোন প্রকার মদ্যপান অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলে "নাইটমেয়ার্‌" হইতে দেখা যায়। নিদ্রায় নাক ডাকা। স্বপ্নাবস্থায় অত্যন্ত ত্রস্তব্যস্ত এবং কার্য্যনিপুণ। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিকারের রোগীর ন্যায় লাফাইয়া উঠে। সামান্য শব্দ হইলেই ভয়ে জাগরিত হয়।

ওপিয়াম্‌—ভয়ানক "বোবায় ধরা" তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মুখব্যাদন, কষ্টকর এবং ঘড় ঘড় করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস, ব্যাকুলতাযুক্ত মুখশ্রী, শীতল ঘর্ম্ম, শাখা সমস্তের কন্‌ভাল্‌শন এবং মোচড়ান ভাব, অনিদ্রা, অজ্ঞান ভাব, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে।

পাল্‌সেটিলা—ফুৎকার করিয়া কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস। ব্যাকুলতা ও দুঃখজনক স্বপ্ন, তৎসঙ্গে ক্রন্দন। চীৎ হইয়া শয়ন, হস্ত দুইখানি মস্তকের উপরে প্রসারিত, অথবা উদরের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন এবং দুই খানি পদ গুটান। কালবর্ণের পশু স্বপ্নে দর্শন। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা, কোঁকান এবং কথাবার্ত্তা বলা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা। দিবসে নিদ্রালুতা।

সাল্‌ফার—অতৃপ্তিকর পাতলা নিদ্রা, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, অগ্নি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন, বাহুদ্বয় মস্তকোপরি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত। নিদ্রাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে থাকে, এবং শরীর ঝাঁকি দিতে ও মোচড়াইতে থাকে। চীৎকার করিয়া ও চম্‌কিয়া জাগ্রত হয়।

টেরিবিন্থিনা—নিদ্রাবেশ মাত্র "বোবায় ধরে"। পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয় ও ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে (রাত্রিতে)। নিতান্ত দুর্ব্বল। কৃমি, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলদেশ টিপিয়া ধরিলে দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব। শুষ্ক উৎকাশি। শিরোঘূর্ণন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—যে ব্যক্তির "বোবায় ধরা" অভ্যাস, তাহার চীৎ হইয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে; সে একপাশে শয়ন করিবে। ভোজনান্তেই শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজন করার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পর শয়ন করিবে। আর এই প্রকার উপসর্গগ্রস্ত ব্যক্তির কখনও উদর পূরিয়া আহার এবং মদ্য ইত্যাদি পান করা কর্ত্তব্য নহে; এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কালে হৃদ্রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

---*---

অনিদ্রা।

ইনসমনিয়া (Insomnia)

যেস্থলে অনিদ্রা একটী প্রধান লক্ষণরূপে পরিণত হয় সেস্থলে একোন্, বেল্, সিমিসিফি, কফি, হাইয়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সিকেলী প্রধান ঔষধ।

অনিদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। }:—

একোনাইট্—রাত্রি দুই প্রহরের পর অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, ছট্‌ফটি ভয় ও ব্যাকুলতা হেতু চক্ষু মুদ্রিত করে, তৎসহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়। ব্যাকুলতাসহ স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন। নিদ্রা হইতেছে না এই ভয়ে অনিদ্রা। বৃদ্ধ এবং বালকের অনিদ্রা।

এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্—অনিদ্রা; যেন ভীত হইয়া জাগরিত হয়। ব্যাকুলতাজনক স্বপ্ন হেতু নিদ্রা হইতে চম্‌কিয়া উঠে এবং জাগরিত থাকে। নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা মনে উদয় হইয়া তাহাকে শয়ন অবস্থায় থাকিলেও

জাগরিত রাখে; অথবা বাহুদ্বয়ের ভারবোধ হেতু অনিদ্রা। অতৃপ্তকর নিশা নিদ্রা। অত্যন্ত গরম বোধ। ভয়ে চম্‌কিয়ে উঠা। বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকা এবং চীৎকার করা। আহার না করা পর্য্যন্ত জাগরিত, দুর্ব্বল এবং মূর্চ্ছাপন্ন।

এম্ব্রা—কোন কারণে অনিদ্রা। কার্য্য কর্ম্মের দরুণ ক্লান্তির পর অনিদ্রা। ব্যাকুল এবং অস্থির অবস্থায় ঘরের মেজেতে ভ্রমণ। স্নায়ু ধাতু-বিশিষ্ট, শরীর দুর্ব্বল। খিট্‌খিটে স্ত্রীলোক ও শিশু। শরীর শীতল। ব্যাকুলতাজনক স্বপ্ন।

এনাকার্ডিয়াম্—গা চুলকান হেতু অনিদ্রা।

আর্জেণ্টা-মেটা—সহজে নিদ্রা হয় না। নিদ্রা অস্থিরতাযুক্ত। নিদ্রার আবেশ মাত্র যেন সমস্ত শরীরে কিম্বা কোন শাখায় কিছু আঘাতের ন্যায় আঘাত লাগিয়া চম্‌কিয়ে উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বমনেচ্ছা। স্বপ্ন দর্শন ও তৎসঙ্গে শুক্রপতন। জাগরিত হইলে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল।

আর্জেণ্টা-নাইট্রি—নানাপ্রকার কল্পনা ও চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

আর্সেনিকাম্—অনিদ্রা ও তৎসহ অস্থিরতা এবং কোঁকান। বেদনা-বোধ করিয়া জাগ্রত (বিশেষ দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) হয়।

এরাম্-ট্রিফো—গাত্র চুলকান। মুখ ও গলদেশের ক্ষত হেতু অনিদ্রা।

অরাম্-মেটা—সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, কোন বেদনা নাই; প্রাতে তন্নিমিত্ত দুর্ব্বল ও নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ হয় না; কিন্তু দুই প্রহর রাত্রের পর ঐ অবস্থা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ছট্‌ফট ও অনিদ্রা। বোধ হয়, শরীর যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শয্যায় ছড়িয়া রহিয়াছে।

বেলেডোনা—মানসিক চিন্তা। অস্থিরতা এবং ভয়পূর্ণ স্বপ্ন হেতু নিদ্রার ব্যাঘাত। সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ হয় বটে কিন্তু নিদ্রা হয় না। প্রাতে উঠিলে বোধ হয় যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ব্রাইওনিয়া—রক্তের ভিতর কোন অসুস্থ অবস্থা এবং মানসিক ব্যাকুলতা হেতু অনিদ্রা। এক চিন্তার পর অন্য চিন্তা। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্বপ্নদর্শন। এক পা ও হাতে শীতযুক্ত কম্পন ভাব বোধ হওয়াতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা এবং তৎপরক্ষণেই ঘর্ম্ম। বিড়্বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকা।

ক্যাক্টাস্—কারণ ব্যতীত অনিদ্রা। পাকস্থলীর স্থানে এবং কর্ণ-দেশে ধমনীর স্পন্দন।

ক্যাম্ফর—পর্য্যায়ক্রমে অনিদ্রা ও কোমা অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিদ্রা।

ক্যাপ্সিকাম্—মানসিক চঞ্চলতা হেতু অনিদ্রা। বাড়ী বলিয়া ব্যাকুলতা। কাশি। স্বপ্ন ও অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা।

কষ্টিকম্—গরম হেতু অনিদ্রা; সমস্ত রাত্রি অস্থির। একটু নিদ্রার পরই অস্থিরতা। দশ মিনিটও সুস্থির থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিয়া থাকে। এপাশ হইতে ওপাশে মাথা অনিচ্ছার সহিত আছাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়।।

ক্যামোমিলা—অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে দিবাভাগে জৃম্ভণ। রাত্রে ব্যাকু-লতা হেতু নিদ্রা হয় না ও শয্যায় থাকিতে পারে না; তৎসহ প্রলাপ বকা। নিদ্রায় চম্কিয়া উঠা এবং নীরবে কাঁদিতে থাকা। নিদ্রার সময় বেদনাবোধ।

সিমিসিফিউগা—রাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা। বোধ করে যেন কিছু আশ্চর্য্য বস্তু ঘরের ভিতর অথবা তাঁহার বিছানার নীচে রহিয়াছে, তৎসঙ্গে চক্ষের পিউপিল প্রসারিত ও হস্তপদ কম্পন। মানসিক অস্থিরতার পর অনিদ্রা। হিষ্টিরিয়া, দন্তোদ্গম, টাইফস্ ইত্যাদি পীড়ায় অনিদ্রা। শিশু চম্কিয়া নিদ্রা হইতে উঠে।

সিষ্টাস্-ক্যানা—পেটফাঁপা অথবা গলা শুকাইয়া যাওয়া হেতু অনিদ্রা।

কোকা—প্রলাপ। কাল্পনিক বিষয় সমস্ত স্বপ্নে দর্শন। অনিদ্রার সঙ্গে কাজকর্ম্ম করার ইচ্ছা। পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠা। অসুখদায়ক স্বপ্ন এবং অনবরত ঘর্ম্ম।

ককিউলাস্—মানসিক পরিশ্রম বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত চালনা এবং রাত্রিজাগরণ হেতু অনিদ্রা। সর্ব্বদা নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না। পুনঃপুনঃ চমকিয়া উঠে, জাগরিত হয়, তজ্জন্য প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া থাকে; নিদ্রার পর মাথা ভাল বোধ হয় না।

কফিয়া—অত্যন্ত কাফি ব্যবহার দীর্ঘকাল রাত্রিজাগরণ, আনন্দ কিম্বা হঠাৎ কোন সুখকর বিষয়ের সংবাদ শ্রবণ হেতু শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা। বিশেষ কারণ ব্যতীত শিশুর অনিদ্রা।

সাইপ্রিপিডিয়াম্—দীর্ঘকাল পীড়াক্রান্ত থাকা হেতু বিশেষতঃ জরায়ুর পীড়া থাকিলে দুর্ব্বলতা জন্য অনিদ্রা।

ডিজিটেলিস্—স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। অসুখবোধ। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

ফেরাম্—দুই প্রহর রাত্রির পর শয্যার উপর ছট্‌ফট্ করে। রাত্রে কেবল চিৎ হইয়া শুইতে পারে। শিশু কৃমির চুলকান দরুণ নিদ্রা যাইতে পারে না।

ফ্লুওরিক্-এসিড্—অনিদ্রা, নিদ্রার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সামান্য নিদ্রাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি এবং সুস্থতা বোধ করে।

জেল্সিমিয়াম্—জাগরিত অথবা অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা বলে। দন্তোদ্গম সময় মুখমণ্ডল, মস্তক এবং স্কন্ধদ্বয়ে অত্যন্ত চুলকান হেতু অনিদ্রা। নাসিকা বদ্ধ এবং শুষ্ক হওয়ার দরুণ রাত্রে আশঙ্কা বোধ হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং মস্তক ও শরীরে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বোধ।

*

হাইয়সায়েমাস্—স্নায়বীয় উত্তেজনা। বিশেষ উৎকট পীড়া হেতু অনিদ্রা। খিট্‌খিটে স্বভাববিশিষ্ট; বিশেষতঃ সহজে উত্তেজিত হয় এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—শোক, দুঃখ ও চিন্তা হেতু অনিদ্রা, ব্যাকুলতাজনক চিন্তা এবং মনক্ষুব্ধকারক অবস্থা। শিশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জাগিয়া উঠে।

আইয়ডিয়াম্—দুই প্রহর রাত্রির পর অনিদ্রা বা অস্থির নিদ্রা ও তৎসঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বপ্নদর্শন।

ক্রিয়েজো—দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অত্যন্ত অনিদ্রা। শিশু সর্ব্বদা কোঁকায় এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ঝুমিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। নিদ্রাবেশমাত্র চম্‌কিয়া উঠে।

ল্যাকেসিস্—অনবরত অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা ও তৎসহ অত্যন্ত কথা বলিতে থাকে। রাত্রে একবার জাগরিত হইলে আর নিদ্রা হয় না।

ল্যাক্‌নান্থিস্—অনিদ্রা। জ্বরবোধ। দুই গাল রক্তবর্ণ। গলা শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—অস্থির নিদ্রা। কোন অবস্থায় শুইয়া আরাম বোধ হয় না। চীৎকার করে। চম্‌কিয়া উঠে এবং পা আছড়ায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে, লাথি দেয়, গালাগালি করে এবং নিদ্রার দরুণ তৃপ্তিবোধ করে না। নিদ্রা হইতে জাগিলে ক্ষুধা পায়।

মার্কিউরিয়াস্—রক্তের উত্তেজনা। মানসিক ব্যাকুলতা এবং পোর্ট্যাল্ সাব্‌কুলেসান্ অত্যন্ত গরম হওয়া হেতু অনিদ্রা। এই সঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ক্ষুব্ধচিত্ততা ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্কাস্—স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু অনিদ্রা কিন্তু তৎসঙ্গে অন্য কোন বিশেষ পীড়া নাই। কোন বিষয়ে চেষ্টা করা সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন। একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে পারে না, কারণ ঐভাবে থাকিলে এমন বেদনা হয় যেন কোন আঘাত লাগিয়াছে কিম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টায় জাগরিত হয়। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। অত্যন্ত গরম বোধ করে অথচ ঘর্ম্ম হয় না।

ন্যাট্রা-মি—শোকাকুলতার পর অনিদ্রা। নিদ্রাবেশ হওয়া মাত্র হাত পা মোচড়াইতে থাকে এবং বিদ্যুৎবেগ যেন শরীরের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় এমন বোধ করে। তৃষ্ণানিবারণ জন্য পুনঃ পুনঃ জল বা অন্য কোন

পানীয় খাওয়া হেতু এবং ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত। সম্পূর্ণ অনিদ্রা অথচ তাহাতে বিশেষ কোন পীড়া হয় না।

নক্স-ভমিকা—রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত অধ্যয়ন হেতু অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময়েই শয়ন করে এবং নিদ্রা যায়, রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত জাগরিত অবস্থাতেই থাকে। তখন মন পরিষ্কার এবং শরীর কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য নিদ্রাবেশ হয় এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়।

ওপিয়াম্—জ্ঞানহারা অনিদ্রা। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে ভয়াবহ স্বপ্ন। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দ এবং বহুদূরের কুক্কুট-ধ্বনি তাহাকে জাগরিত অবস্থায় রাখে।

ফাইটোলেক্কা—অস্থির নিদ্রা। বেদনার দরুণ আর বিছানায় থাকিতে পারে না।

প্ল্যাণ্টেগো—পেটের অসুখের দরুণ অনিদ্রা। রাত্রি ৪ টার পর নিদ্রা হয় না। নিদ্রাবেশ মাত্র ভয়াবহ স্বপ্নদর্শন এবং তদ্ধেতু জাগরিত হইয়া পড়ে।

প্ল্যাটীনা—স্নায়বীয় উত্তেজনা। স্বপ্নে অগ্নিদর্শন এবং সেই দিকে যাইতে চায় কিন্তু যাইতে পারে না। বায়ুপ্রধান হেতু অনিদ্রা।

পাল্‌সেটিলা—রাত্রে গৌণে আহার কিম্বা অত্যন্ত ভোজনের দরুণ অনিদ্রা ও তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং গরম বোধ। নিদ্রার প্রথম ভাগ অস্থিরতাপূর্ণ। প্রাতে উঠিবার সময় ঘোর নিদ্রা। জাগিলে শরীর দুর্ব্বল এবং ভাল বোধ হয় না।

সিলিনিয়াম্—রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে অনিদ্রা। পাতলা নিদ্রা। সামান্য গোলমালেই জাগরিত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে ক্ষুধা। অতি প্রত্যূষে ঠিক এক সময়েই জাগরিত হয়।

সিপিয়া—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা। অতি প্রত্যূষে জাগরিত হয় বটে কিন্তু পুনরায় নিদ্রা হয় না। নানা প্রকার মানসিক চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

স্কুটিলেরিয়া—রাত্রে নানা প্রকার অসুকর চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

ষ্টিক্‌টা-পাল্‌মোনেরিয়া—স্নায়বীয় উত্তেজনা, কাশি এবং অস্ত্র করা হেতু অনিদ্রা।

সাল্‌ফার—সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা। রাত্রে অসুস্থকর নিদ্রা। নানাস্থানে বেদনা এবং অল্প নিদ্রা।

ট্যাবেকাম্—হৃৎপিণ্ডের স্ফীত অবস্থা হেতু অনিদ্রা।

থুজা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানা প্রকার ভূত প্রেতের ছবি দর্শন করে, যে পাশে শুইয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ হয়।

—*—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

কোন ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুচিকিৎসক মাত্রই তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। "কেন এই ব্যাধি জন্মিল" যিনি এবিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে অক্ষম তিনি প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য নহেন। যিনি যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন তিনিই যশস্বী বৈদ্য মধ্যে পরিগণিত হইবেন; সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে যে রোগীর ব্যাধি নানা প্রকার জটিল উপসর্গে জড়িত, তখন ঔষধনির্ব্বাচন নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, নানাবিধ চিন্তা করিয়া ও নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুতেই ফললাভ করিতে পারি নাই; অবশেষে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি। নিম্নে দুইটী রোগীর কথা উল্লেখ করিলাম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

(১) নিবাস শালগাড়িয়া * * * সাহার মাতা নিম্নলিখিত পীড়াগ্রস্ত

হইয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করে। তাহার বস্তিপ্রদেশের সেলুলার টীসুর প্রদাহ হইয়া বাম ওভেরি বা ডিম্বকোষের প্রদাহ হয়। এই রোগিণীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আমি ১২৯৫ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতঃকালে চিকিৎসার্থ আহূত হই। দেখিলাম, সে তলপেটের বামভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। ঐ স্থানে হস্ত স্পর্শ করিলেও অসহ্য বেদনা বোধ করে। তথায় একটী বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। তৎসঙ্গে ১৮ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিবারাত্রি শরীরে জ্বর লগ্ন ছিল। এই রোগিণী তাহার পীড়ার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ প্রকাশ করিল যে, সে ৫ ক্রোশ দূরে রথযাত্রা দেখিতে গিয়াছিল; এবং তথায় তাহার একটী আত্মীয় বালক সেই দিন হারাইয়া যায়, ইহাতে সে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিয়া সেই বালককে তল্লাস করিবার সময় এক কর্দ্দমময় স্থানে আছাড়ে পড়িয়া যায় এবং সমস্ত দিন ভিজা কর্দ্দমময় কাপড়ে থাকে। সেই দিন বাটী আসিয়াই রাত্রে তাহার ঋতু হয় এবং এই ঋতু দুই দিন স্থায়ী থাকে। এই ঋতু অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাম বস্তিপ্রদেশে উপরোক্তরূপ বেদনা আরম্ভ হয়। এতৎসঙ্গে জ্বরও হয়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক তীরবিদ্ধবৎ। কতক দিন পর্য্যন্ত মসিনার পুল্‌টীশ ও স্বেদ দেওয়া হয় এবং হাতুড়ে ও এলোপ্যাথিক ঔষধও অনেক প্রকার খাওয়ান হয়। পরে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। পরে আমি তাহাকে হ্রাস্-টক্স ৩× ডাঃ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, জ্বর নাই, বেদনাও অনেক কম পড়িয়াছে। ৪ দিন মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল এবং দস্তুর মত স্বাভাবিক পথ্য ব্যবহার করিতে লাগিল। স্ফীত স্থান এই সময় মধ্যে ক্রমে নিম্ন হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল।

মন্তব্য। এই কেসে হ্রাস্-টক্স ৩× ডাঃ কেবল ইহার কারণ "আছাড়ে পড়িয়া যাওয়া ও জলে ভিজিয়া পীড়া জন্মা" হেতু নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই প্রকার তোমরা রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে।

* * * সাহা নামক এক মদ্যপায়ীর যকৃতের বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ হয়; তৎসঙ্গে জ্বরও প্রবল ছিল। নক্স ভ ৩× ডাঃ ও একোনাইট ১× ডাঃ পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হই। এই ব্যক্তির যকৃৎ এতদূর বড় হইয়াছিল যে, চক্ষুর দৃষ্টিতেই একটা বাতাবি লেবুর ন্যায় দেখা যাইত। এক সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার করিযাই তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উপশম হয়। পরে সে আর দুই সপ্তাহ ঔষধ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে।

জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার।

১। জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ব্যবহার দরুণ পীড়া——(১) ক্যাল্কে, চায়না, নক্স-ভ, ফস্ এসি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা ; (২) আর্ণি, এনাকা, কার্ব-ভ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি ; (৩) এগার, আর্স, সিনা, কোনা, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস, পাল্স, সাইলি, স্পাইজি, থুজা।

২। হস্তমৈথুন হেতু পীড়ায——(১) নক্স-ভ, সাল্ফা ; (২) ক্যালকে, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ফস্, ফস্-এসি. ষ্ট্যাফি ; (৩) এনাকা, এণ্টি, সিনা, ডাল্কা, লাইকো, মার্ক, পিট্রো, পাল্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি। (২৫৬ পৃঃ 'দুর্ব্বলতা' দেখ)।

সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগা।

৩। সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু যে যে পীড়ার উৎপত্তি হয় তজ্জন্য——(১) একোন, ক্যামো, কফি, ডাল্কা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা ; (২) আর্স, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স, ইপিকা, ফস্, ষ্ট্রাস্, সাইলি, স্পাইজি ; (৩) ক্যাল্কে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স ম, সেম্বু, সিপি, সাল্ফিউ-এসি ও ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

৪। সর্দ্দি লাগা হেতু তরুণ এবং উৎকট বেদনা——একোন্, আর্স, বেল্, ক্যামো, কষ্টি, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সেম্বু, স্পাইজি।

৫। বেদনা মৃদু ও তরুণ হইলে——ডাল্কা, চায়না, ইপিকা, নক্স-ম।

৬। দুর্দমনীয় পুরাতন বেদনা রোগে উপরোক্ত ঔষধ ব্যতীত—ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা এই কয়েকটী ঔষধ নিতান্ত উৎকৃষ্ট।

৭। ভিজিয়া যাওয়ার দরুণ সর্দ্দি হইলে—(১) ক্যাল্‌কে, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, নক্স-ম, হ্রাস্, সাব্‌সা; (৩) বেল্, ব্রাই, কষ্টি, কল্‌চি, হিপা, লাইকো, ফস্, সিপি।

৮। স্নান করা হেতু সর্দ্দি লাগিলে—(১) এণ্টি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, সাল্‌ফা; (২) আর্স, বেল্, কষ্টি, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সার্সা, সিপি, সাল্‌ফা।

৯। শীতল জলে গাত্র ধৌত কিম্বা তন্মধ্যে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে—(১) ক্যাল্‌কে, নক্স ভ, পাল্‌স, সার্সা, সাল্‌ফা; (২) এমোনি, এণ্টি, বেল্, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি।

১০। অত্যন্ত ঘর্ম্মের উপর ঠাণ্ডা লাগিলে—একোন্, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, চায়না, ডাল্‌কা, মার্ক, ফস্-এসি, হ্রাস্, সিপি।

১১। মস্তক ভিজা হেতু—একোন্, ব্যারাই, বেল্, লিডা, পাল্‌স, সিপি।

১২। চরণ ভিজা হেতু—কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, ক্যামো, মার্ক, ন্যাট্রা, হ্রাস্।

১৩। বরফ, ফল এবং টক্ ইত্যাদি আহার হেতু পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা—আর্স, কার্ব-ভ, পাল্‌স।

১৪। ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ কিম্বা শারীরিক অন্য কোন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হওয়া হেতু—(১) ব্রাই, ইপিকা, (২) একোন্, আর্স, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডাল্‌কা, মার্ক, ফস্-এসি, হ্রাস্।

১৫। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি বসিয়া গেলে—একোন্, আর্স, ক্যাল্‌কে, চায়না, ল্যাকে, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

১৬। সর্দ্দি লাগার দরুণ রজোনিঃসরণের গোলযোগ হইলে—একোন্, বেল্, ক্যাল্‌কে, চায়না, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা। (স্রাব বসিয়া যাওয়া বিষয় দেখ)।

১৭। সর্দ্দি লাগা স্বভাব হইলে——(১) বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কফি, ডাল্কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সাইলি, একোন্, ব্যারাই, বোরাক্স, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, স্ট্যাট্রা, স্ট্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, ফস্, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

১৮। সর্দ্দি লাগা স্বভাব এরূপ হয় যে সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস, বাতাসের পরিবর্ত্তন, কিম্বা একটু গরম ও তৎপর একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই পীড়া জন্মে——ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ল্যাকে লাইকো, মার্ক, হ্রাস্, ভিরেট্রা, সাল্ফা।

১৯। যে কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বাতাস হউক কখনই সহ্য হয় না—— আর্স, ব্যারাই, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, ডাল্কা, হেলে, নক্স-ভ, নক্স-ম, হ্রডো, হ্রাস, স্ট্যাবাডি।

২০। সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হইলে——এমোনি, কার্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা।

২১। ঝড় বাতাস অসহ্য হইলে——ব্রাই, হ্রডো, সাইলি।

২২। ভিজা এবং শীতল বাতাস পীড়াদায়ক হইলে——এমোনি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, হ্রডো, হ্রাস্, ভিরেট্রা।

২৩। বায়ু পরিবর্ত্তন সহ্য না হইলে——ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

২৪। ঠাণ্ডার পর গরম লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাতে——কার্ব-ভ, ল্যাকে, সাল্ফা; (গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে পীড়া জন্মে—ডাল্কা, মার্ক, হ্রাস্, ভিরেট্রা)।

২৫। বসন্তে সর্দ্দি লাগিলে——কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস্, ভিরাট্রি।

২৬। গ্রীষ্মে সর্দ্দি লাগিলে——বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, ডাল্কা, (আকাশে বিদ্যুৎক্রীড়া এবং বজ্রপাত দরুণ সর্দ্দি লাগিলে)——ব্রাই, সিপি, সাইলি।

২৭। শরতে সর্দ্দি লাগিলে——(১) ডাল্কা, মার্ক, হ্রাস্, ভিরেট্রা; (২) ক্যাল্কে, ব্রাই, চায়না।

২৮। শীতে সর্দ্দি লাগিলে——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ডাল্কা, হ্রডো, হ্রাস্; (২) ক্যাম্মো, ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

২৯। বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে ভিজিলে——(১) ক্যাল্কে, ডাল্কা, পাল্স, সার্সা, আর্স, কার্ব, নক্স-ম, হ্রাস্; (২) বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কষ্টি, কল্চি, হিপা, লাইকো, ফস্, সিপি।

৩০। শীতল শুষ্ক বাতাসে সর্দ্দি লাগিলে——একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্ফা।

৩১। আর্দ্র শীতল বাতাসে সর্দ্দি লাগা——ডাল্কা, হ্রুডো, হ্রাস্, ভিরেট্র।

[পীড়ার বৃদ্ধি ও হ্রাস শীর্ষক-প্রবন্ধে ঠাণ্ডা লাগা দেখ]

৩২। ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়ানিচয়ের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। }:——

একোনাইটাম্—দন্তশূল। মস্তকে স্নায়বীয় বেদনা। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ। হস্ত পদের গ্রন্থিসমূহে সঞ্চালন-কষ্ট। জ্বর। অস্থিরতা ইত্যাদি।

এণ্টিমোনিয়াম্—মাথাধরা। পাকস্থলীর গোলযোগ। অক্ষুধা ও বমনেচ্ছা।

আর্ণিকা—হস্ত পদে বেদনা। বাত। পাকস্থলীর গোলযোগ।

আর্সেনিক্—হাঁপানি কিম্বা পাকস্থলীর গোলযোগ ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডস্থলে বেদনা।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া। চক্ষে ঘোর দেখা। গলার ভিতর বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। সর্দ্দিজ্বর ইত্যাদি।

ব্রাইওনিয়া—আক্ষেপযুক্ত কাশি ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। হস্ত পদে বেদনা ও উদরাময়।

ক্যাল্কেরিয়া—হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু অথবা জলে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করা হেতু বৃদ্ধি।

কার্ব-ভের্জি—কাশি দুর্দ্দম্য, কাশিতে শূন্য শূন্য ভাব ও তৎসঙ্গে বমন; হাঁপানির ভাব। বক্ষঃস্থলে বেদনা।

ক্যামোমিলা—মাথাব্যথা। দন্তশূল। কর্ণশূল। অন্যান্য প্রকার স্নায়ুশূল। অস্থিরতা। সহজে ক্রোধোদ্রেক। সামান্য জ্বর। আর্দ্র কাশি। উদরাময় ও পেটে বেদনা ইত্যাদি (বিশেষ বালকদের পক্ষে)।

ককিউলাস্—পাকস্থলীর গোলযোগ।

কফিয়া—শিরঃপীড়া এবং অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় বেদনা ও তৎসঙ্গে কোঁকান। দাঁতের বেদনা। গলার বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। আর্দ্র কাশি। বেদনাশূন্য উদরাময়। হাত পায়ে বেদনা ও জ্বর।

হিপার—চক্ষু উঠা। দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

ইপিকাকুয়ানা—পাকস্থলীর গোলযোগ। আক্ষেপযুক্ত কাশি। বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গে বমন। হাঁপানির ভাব।

মার্কিউরিয়াস্—হস্ত, পদ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও গলায় বেদনা। বেদনাযুক্ত উদরাময় অথবা আমাশয়।

নক্স-ভমিকা—জ্বর। শুষ্কসর্দ্দি। নাসিকা বন্ধ। শুষ্ককাশি। কোষ্ঠবদ্ধ। আমাশয় অথবা বেদনাযুক্ত উদরাময় ও তৎসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোঁথ পাড়িলে অল্পমাত্র মলত্যাগ।

ফসফরিক্-এসিড্—বাতজনিত বেদনা অথবা সামান্য সর্দ্দি লাগিলেই কাশি হইয়া থাকে।

পাল্‌সেটিলা—নাক দিয়া অত্যন্ত তরল সর্দ্দি, আর্দ্রকাশি, কর্ণশূল, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য)।

হ্রাস্-টক্স—দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

সাইলিসিয়া—হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। বায়ু পরিবর্ত্তন সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি।

সাল্‌ফার—হস্ত পদে অত্যন্ত বেদনা। পেটে বেদনা। শ্লেষ্মার ন্যায় উদরাময়, অত্যন্ত সর্দ্দি। চক্ষে বেদনা। কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি। কর্ণ, দন্ত ইত্যাদিতে বেদনা।

[শিরঃপীড়া, দন্তশূল কর্ণশূল, বাত এবং পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি দেখ]।

৩৩। অত্যন্ত শীতে রক্ত জমাট হইয়া পীড়া জন্মা বা মৃতপ্রায় হওয়া——(১) একোন্, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সাল্ফ-এসি ; (২) এগাব, ক্যাম্ফ, কল্চি, পিট্রো, ফস্, সাল্ফা।

উত্তাপজনিত পীড়া ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

৩৪। শারীরিক পরিশ্রম, সূর্যোত্তাপ এবং অগ্নুত্তাপ ইত্যাদি মধ্যে থাকিয়া পীড়া হইলে——(১) একোন, এমিল-নাইটাইট্, এণ্টিমোনিযাম্, আর্ণি, ব্রাই, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, গ্লোনইন, ল্যাকে, ওপি. ন্যাট্রা-মি, সাইলি, নক্স-ভ, থেরিডি, থুজা, ভিরেট্রা-ভি, জিঙ্ক্ দেওয়া যায়।

৩৫। তাপজনিত পীড়া ও উপসর্গের বিশেষ ভৈষজ্যতত্ব— }:—

একোনাইট্—সান্‌ষ্ট্রোক্ অর্থাৎ সূর্য্যাঘাত ও অগ্নুত্তাপে থাকা হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে।

এমিল-নাইট্রাইট—সূর্য্যাঘাতের কন্‌জেষ্টিভ ষ্টেজ অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা। ব্যাকুলতা। সুবাতাস সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা। মস্তকের ভিতর এলোমেলো ভাব। শিরোঘূর্ণন ও মাতালের ন্যায় অবস্থা। মাথার ভিতর পুনঃ পুনঃ ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব। টেম্পেল প্রদেশে নাড়ীর স্পন্দনানুভূতি। ঊর্দ্ধদিকে রক্তের গতি বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। চক্ষু বিস্ফারিত। কঞ্জংটাইভা রক্তবর্ণ গোলার ন্যায়। মুখ লাল। পাকস্থলী প্রদেশে আক্ষেপযুক্ত বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর ভারবোধ ও জ্বালা। বক্ষঃস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে কসিয়া বন্ধন করার ন্যায় ভাব এবং নিশ্বাস-কষ্টতা। অস্থিরভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। হস্ত কম্পন। চলিতে মাতালের ন্যায় অবস্থা। পা অবশ। শরীর শিথিল।

এণ্টিক্রুড্—কোন ব্যক্তি সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিতে পারে না অথবা সামান্য সূর্য্যোত্তাপে থাকিয়া কার্য্য করার দরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গে নিশা ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ঘুমাইতে ইচ্ছা। পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণ ইত্যাদি।

আর্ণিকা—অনবরত উত্তাপে থাকা হেতু ক্লান্তি এবং শারীরিক শিথিল অবস্থা। সময় সময় অত্যন্ত ব্যাকুলতা। মাথাঘোরা এবং এপ্রকার শিরঃপীড়া যে তাহাতে অজ্ঞান হইতে হয় (বিশেষ চলিয়া বেড়াইবার সময় চতুর্দ্দিকের সমস্ত পদার্থই ঘুরিতে থাকে)। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, অবশিষ্ট শরীর শীতল ; অথবা উষ্ণ নহে। কনীনিকা সঙ্কুচিত। বমনেচ্ছা ও বমন। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে আঘাত লাগার ন্যায় বোধ অথবা যেন হৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত হইয়াছে এরূপ বেদনা অনুভব হয়। পাকস্থলীতে যেন প্রস্তর চাপিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞাতসারে মলমূত্রত্যাগ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে হাঁপানির ন্যায় ভাব। নিশ্বাস-কষ্টতা। শরীর দুর্ব্বল এমন কি অতি কষ্টে হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তকের মধ্যে পূর্ণতা বোধ, এবং এপ্রকার অনুভব হয় যেন কপালের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িবে। উপুড় হইলে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কিম্বা কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা। ক্রোধ। সেরিব্রাল স্নায়ুসমূহের অত্যন্ত উত্তেজনা। অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ; চম্‌কিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে কিম্বা নিকটে যে সব বস্তু থাকে তাহা দেখিয়া ভয়প্রাপ্ত হয়। ক্রন্দন এবং চীৎকার করা স্বভাব। সূর্য্যাঘাতের প্রথম অবস্থা।

ব্রাইওনিয়া—মস্তকে পূর্ণতা বোধ সহ অত্যন্ত বেদনা। শারীরিক শিথিল ভাব। উদরাময় ও বমন। খামখেয়ালী স্বভাব। ক্রোধের ফিট্‌ (উপসর্গ অবস্থায়)।

ক্যাক্‌টাস্—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু মাথাঘোরা। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মস্তকে চাপযুক্ত বেদনা। বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালুতে কোন ভার চাপিয়া রহিয়াছে ; কথা বলিলে ও গোলযোগ শুনিলে তাহার বৃদ্ধি। দৃষ্টি কোয়াসাপূর্ণ। কর্ণের ভিতর নাড়ীর স্পন্দন বোধ। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। বক্ষঃস্থল বোধ হয় যেন লৌহ-বেষ্টন দ্বারা কসিয়া ধরা হইয়াছে এবং এই প্রকার কষ্ট অবিশ্রান্ত। সুবাতাস সেবন করিতে পারিলেই উপশম বোধ হয়।

কার্ব-ভ—যখনই কোন উত্তাপের ভিতর থাকে তখনই শিরঃপীড়া ও

মাথা ভার এবং তাহাতে নাড়ীর স্পন্দনবৎ বেদনা। চক্ষুর উপর চাপানবৎ বোধ। কোন বস্তুর দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা।

গ্লোনইন্—বুদ্ধিহারা হওয়া। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তৎপূর্ব্বে মুখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা ও বমনেচ্ছা। কঞ্জাংটাইভা রক্তবর্ণ। কোয়াসা, কাল কাল ক্ষুদ্র দাগ, কিম্বা কোন একটী আলোকময় পদার্থ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পায়। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে; অস্থিরতাপূর্ণ। তৃষ্ণা। পাকস্থলী-প্রদেশে বেদনা এবং দপ্‌দপে ভাব উপলব্ধ হয়। তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন পাকস্থলী বসিয়া গিয়াছে। কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস। বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ ও ব্যাকুলতার ভাব। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত বেগযুক্ত এবং অতি পরিশ্রম-যুক্ত। হস্ত পদাদির কম্পন। নিদ্রা ও অজ্ঞানতা। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা।

১২৯৪ সালের ২৩ শে চৈত্র তারিখে গ্লোনইন্ ৩য় ডাইলিউশন প্রয়োগে একটী ওলাউঠার রোগীতে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রোগিণী একটী ভদ্র মহিলা। বয়স ১৫ বৎসর। আর্সেনিক প্রয়োগে তাঁহার ভেদ নিবারণ হইল বটে, কিন্তু ৪ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বমন নিবারণ ও প্রস্রাব হইল না। যাহা আহার করেন তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না। পূর্ব্বে রোগিণী অট্টালিকায় বাস করিতেন এইক্ষণ টিননির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছেন। এই দারুণ চৈত্র মাসের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে টিন-নির্ম্মিত গৃহ সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; রোগিণী এই প্রকার গৃহমধ্যে থাকা হেতু তাঁহার বমন ইত্যাদি নিবারণ জন্য যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা প্রকৃত ঔষধ হয় নাই আমার মনে এপ্রকার ধারণা হইল। রোগিণীও প্রকাশ করিলেন এই প্রকার উত্তাপযুক্ত গৃহে বাস করা হেতুই তাঁহার কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। তাঁহার মস্তকের ভিতর "একরূপ অব্যক্ত, অস্থির ভাব হইতেছে"। তখন ২।৩ মাত্রা গ্লোনইন সেবনের কিছুকাল পরেই প্রস্রাব হইল এবং বমন নিবারণ হইয়া গেল। যে বার্লি-পথ্য পূর্ব্বে একবারও পেটে থাকে নাই, তাহা আর বমন হইয়া উঠিয়া পড়িল না। রোগিণী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলেন।

ল্যাকেসিস্‌—পুরাতন উপসর্গ। প্রলাপ বকা। নিতান্ত আতঙ্ক। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথাঘোরা। চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে এবং অক্সিপাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, এই বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখশ্রী বসিযা যায় অথবা স্ফীত এবং রক্তবর্ণ দেখায়। জিহ্বা প্যারালিসিস্‌যুক্ত, নির্গত করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী সংকুচিত, গলাধঃকরণ কষ্টকর। দুর্গন্ধময় মল। ফুৎকার ভাবযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস। গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারে না। বক্ষঃস্থল যেন আঁটিয়া আছে। হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড নিতান্ত সংকোচন অবস্থাপন্ন। কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না। নাড়ীর অবস্থা নানাপ্রকার। মাংসপেশীর আক্ষেপ। কম্পন। অপস্মারযুক্ত কন্‌ভাল্‌শন। অজ্ঞান অবস্থায় কোঁকান।

ন্যাট্রাম-কার্ব—নানা উপসর্গ। চিন্তা করিতে অক্ষম। মাথায় এমন বেদনা যেন বুদ্ধিলোপের ন্যায় বোধ। রৌদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। চক্ষের সম্মুখে অসহ্য আলোকাভা প্রতিভাত হইতে থাকে কিম্বা কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি ঘোলা। হৃৎকম্পন। হস্তপদ কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়। অতৃপ্তিকর নিদ্রা ও অস্থিরতা। সামান্য শ্রমেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া—উত্তাপ হেতু বমনেচ্ছা ও পাকস্থলীর অসুখ। মাতালের ন্যায় শিরঃপীড়া। চক্ষে অন্ধকার দেখে ও মাথা ঘুরিতে থাকে। কোন কার্য্য করিতে অস্থিরতায় পতিত হয়। কোঁকান। মস্তকের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন ইহাতে কোন প্রাণী জন্মিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

থেরিডিয়ন্‌—সূর্য্যাঘাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা। অসহ্য শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে জাহাজ ঢুলুনি লাগার ন্যায় বমন এবং শীত ও কম্প সামান্য গোলমাল শুনিলেই বৃদ্ধি। কপাল হইতে অক্সিপীট-প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনায় দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমন বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে কাঠিন্য এবং ভারী চাপবোধ।

৩৬। সান্‌বার্ন একজিমা সোলারী অর্থাৎ সূর্য্যদগ্ধ নামক এক প্রকার

চর্ম্ম পীড়া হইয়া চর্ম্মে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে তাহাতে——ব্যাস্থা, মিউর্-এসি, হ্রাস, গ্রিণ্ডেল ব্যবহার করা যায়। উত্তাপ হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে মাথায় শীতল জলের পটী দেওয়া যাইতে পারে।

খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া।

৩৭। দুগ্ধপান হেতু পীড়া হইলে——(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, নক্স-ভ; (২) সাল্ফা, এম্ব্রা, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, ক্যাল্মি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফ-এসি।

৩৮। জলপান হেতু——(১) চায়না, মার্ক, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফ-এসি; (২) আর্স, ক্যাপ্সি, ক্যামো, ফেরা, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, ভিরাট্র।

৩৯। বিয়ার নামক মদ্যপান হেতু——(১) আর্স, বেল্, ক্যাল্সি, ফেরা, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম্, এসারাম্, মেজি, ইগ্নে, মিউর্ এসি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্র।

৪০। লিমোনেড্ হেতু——সিলিনিয়াম্।

৪১। ব্রাণ্ডি নামক মদ্য হেতু——(১) নক্স-ভ, ওপি; (২) আর্স, ক্যাল্কে, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরাট্র।

৪২। মদ্য হেতু——(১) আর্স, ক্যাল্কে, কফি, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, সাইলি, জিঙ্ক্; (২) এণ্টি, আর্ণি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সিলিনি, সাল্ফা।

৪৩। স্পিরিট্ জাতীয় পদার্থ হেতু——(১) আর্স, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, হেলে, হাইয়স্, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সাল্ফা; (২) এণ্টি, বেল্, টেলিডো, চায়না, কফি, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, হ্রাস্, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

৪৪। রুটী সহ্য না হইলে——(১) ব্যাবাই, ব্রাই, কষ্টি, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যাফি; (২) সিনা, কফি, ক্যাল্মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা, জিঙ্ক।

৪৫। মাখন খাওয়া হেতু——আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, হিপা, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি।

৪৬। চর্ব্বি বা চর্ব্বিসংযুক্ত খাদ্য——(১) আর্স, কার্ব-ভ, চায়না, স্ট্যাট্‌-মি, পাল্‌স, সিপি, ট্যারাক্‌স, থুজা; (২) কল্‌চি, সাইক্লে, ফেরা, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি।

৪৭। মাংস খাওয়া হেতু——ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ফেরা, মার্ক, পাল্‌স, রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

৪৮। বাছুরের মাংস খাওয়া হেতু——ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ইপিকা, সিপি।

৪৯। শূকরের মাংস খাওয়া হেতু——কার্ব-ভ, কল্‌চি, ড্রসি, স্ট্যাট্‌-মি, পাল্‌স, সিপি।

৫০। ছছেজ্‌ নামক মাংস পাক নষ্ট হইয়া গেলে তাহা খাইয়া যে পীড়া——আর্স, বেল্‌, ব্রাই, ফস্‌-এসি, হ্রাস্‌।

৫১। মৎস্য——কার্ব-এনি, ক্যাল্‌মি, প্লাম্ব।

৫২। ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অথবা গুগ্‌লী আহার করিলে যে পীড়া কিম্বা উক্ত প্রাণীদ্বয়ের কোন একটী আহার করিয়া তৎপর দুগ্ধ খাইলে যে উৎকট পীড়া জন্মে——পাল্‌স।

৫৩। পচা মৎস্য——(১) কার্ব-ভ, পাল্‌স; (২) চায়না, হ্রাস্‌।

৫৪। বিষাক্ত শম্বুক বা ঝিনুকজাতীয় দ্রব্য আহারে——বেল্‌, কার্ব-ভ, ইউফর্‌বি, লাইকো, হ্রাস্‌।

৫৫। তরমুজ খাওয়া হেতু——জিঙ্ক্‌।

৫৬। উদর স্ফীতিকারক পদার্থ খাওয়া হেতু——(১) কার্ব-ভ, চায়না, নক্‌স-ভ, (২) ব্রাই, কুপ্রা, লাইকো, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি, ভিরাট্‌।

৫৭। গোলআলু খাওয়া হেতু——এলাম্‌, এমোনি, সিপি, ভিরাট্‌।

৫৮। ফল ইত্যাদি খাওয়া হেতু——(১) আর্স, ব্রাই, পাল্‌স, ভিরাট্‌; (২) চায়না, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, স্ট্যাট্‌, সিলিনি, সিপি।

৫৯। পিষ্টক ইত্যাদি খাওয়া হেতু——(১) ব্রাই, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, ক্যাল্‌মি, ভিরাট্‌।

৬০। ডিম্ব খাওয়া হেতু——কল্‌চি, ফেরা, পাল্‌স।

৬১। অম্লযুক্ত পদার্থ খাওয়া হেতু——(১) একোন্‌, আর্স, কার্ব-ভ,

হিপা, সিপি, (২) এণ্টি, ফেরা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, সাল্ফা, সাল ফ-এসি।

৬২। লবণযুক্ত দ্রব্য খাওয়া হেতু——(১) আর্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ড্রসি, লাইকো।

৬৩। মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হেতু——একোন্, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মার্ক, সিলিনি, জিঙ্ক্।

৬৪। বরফ খাওয়া হেতু——আর্স, কার্ব-ভ, পাল্স।

৬৫ গোলমরীচ ইত্যাদি মসল্লা হেতু——আর্স, চায়না, সিনা, নক্স-ভ।

৬৬। পলাণ্ডু খাওয়া হেতু——থুজা, নক্স-ভ।

৬৭। তামাক খাওয়া হেতু——(১) নক্স-ভ, পাল্স; (২) ইগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি; (৩) একোন্, এণ্টি, আর্নি, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ক্লেমা, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইউফ্রে, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ভিরাট্।

৬৮। প্রত্যেক খাদ্য আহারের কিঞ্চিৎ পরেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠে——(১) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সাল্ফা, (২) এমোনি, আর্স, ব্রাই, কোনা, সাইক্লে, গ্র্যাফা, ক্যাল্মি, লাইকো, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাইলি।

৬৯। আহারের পর কিঞ্চিৎকাল উপশম বোধ——এনাকা, চেলিডো, লিথিয়াম্ পিট্রো।

৭০। আহারের পর পেটজ্বালার সঙ্গে ক্ষুধাবোধ——এলাম্, আর্জেণ্ট-না, বোভি, লাইকো, ষ্ট্রন্শি।

৭১। আহারের পর ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে উদর শূন্যবোধ——ক্যাল্কে, ক্যাস্কেরি, চায়না, সিনা, গ্র্যাটি, লবোসি।

[পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা দেখ]।

——*——

চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপশন্ কিম্বা কোন স্বাভাবিক ক্ষরণ বন্ধহওয়াজনিত পীড়া বা উপসর্গ।

৭২। স্বাভাবিক নিঃসরণ অথবা কোন চর্ম্ম উদ্ভেদ অর্থাৎ ইরাপ্শন্ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ডাল্কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ফস্, ফস্ এসি, হ্যাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো; (৩) এম্ব্রা, এমোনি, এন্টি, আর্ণি, অরা, ব্যারাইট, সিনা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ব্যারা, স্পঞ্জি এবং সেনিগা। (সিক্রেশান্ অর্থাৎ নিঃসরণ বসিয়া যাওয়া দেখ)।

(ক) ঠাণ্ডা লাগা হেতু উপরোক্ত ব্যাপার ঘটিলে——(১) একোন্, ক্যামো, কফি, ডাল্কা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা, (২) আর্স, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স্, ইপিকা, ফস্, হ্যাস, সাইলি, স্পাইজি, (৩) ক্যাল্কে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, সেম্বু, সিপি, ভিরেট্রা (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু দেখ)।

(খ) আঘাতাদি হইতে ইরাপ্শান্ বসিয়া গেলে——(১) আর্ণি, সিকিউ, কোনা, হিপা, ল্যাকে, পাল্স, হ্যাস্, সাল্ফ-এসি, (২) একোন্, এমোনি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, ইউফ্রে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক্, (৩) এনাম্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-ভ, ডাল্কা, আইয়ড্, পিট্রো, সাইলি। (আঘাতাদি দেখ)।

(গ) জলে দাঁড়াইয়া কাজকর্ম্ম বা বস্ত্রাদি ধৌত করা হেতু——(১) ক্যাল্কে, নক্স-ম, পাল্স, সার্সা, সাল্ফা, (২) এমোনি, এন্টি, বেল্, কার্ব-ভ, ডাল্কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্যাস্, সিপি, স্পাইজি। (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা দেখ)।

৭৩। হার্পিস্ এবং অন্যান্য ইরাপ্শান্ অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে——(১) বেল্, ব্রাই, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হিপা, ফস-এসি, পাল্স,

সাল্‌ফা; (২) একোন্‌ এম্ব্রা, আর্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, মস্কাস্‌, ফস্‌, হ্রাস্‌, সার্সা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৭৪। রক্তস্রাব রোধ হইয়া গেলে অথবা রক্তমোক্ষণ অভ্যাস বন্ধ হইয়া গেলে (পূর্ব্বকালে অতি বলবান্‌ ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে ফস্ত খুলিত অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিত) ইহাতে——(১) একোন্‌, বেল্‌, চায়না, ফেরা, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, অরা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হাইয়স্‌, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, ফস্‌, হ্রাস্‌, সেনিগা, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো।

৭৫। পূঁজ নিঃসরণ ও ক্ষতবদ্ধ হইয়া গেলে——(১) বেল্‌, হিপা, ল্যাকে, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্‌-এসি, হ্রাস্‌, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৭৬। অর্শ বসিয়া গেলে—(১) একোন্‌, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, এণ্টি, আর্স, বেল্‌, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, চায়না, কলোসি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ক্যাল্‌মি, ল্যাকে, মিউর্‌ এসি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হ্রাস্‌, সিপি, সাইলি।

৭৭। লোকিয়া অর্থাৎ প্রসবের পর জরায়ু-ক্লেদ-নিঃসরণ বসিয়া গেলে——(১) কলোসি, হাইয়স্‌, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, হ্রাস্‌, সিকেলী, ভিরাট্‌, জিঙ্ক্‌, বেল্‌, ব্রাই, কোনা, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা।

৭৮। স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ-ক্ষরণ বসিয়া গেলে——(১) বেল্‌, ব্রাই, ডাল্‌কা, পাল্‌স; (২) একোন, ক্যাল্‌কে ক্যামো, কফি, মার্ক, হ্রাস্‌, সাল্‌ফা।

৭৯। স্ত্রীলোকের ঋতু বসিয়া গেলে——(১) একোন্‌, ব্রাই, কোনা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ক্যাল্‌মি, লাইকো, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) এমোনি-মি, আর্স, বোরাক্স, বেল্‌, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, আইয়ড্‌, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ওপি, প্ল্যাটী, ফস্‌, হ্রডো, স্যাবাই, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালি, ভিরাট্‌, জিঙ্ক্‌।

৮০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে——(১) বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ডাল্‌কা,

ল্যাকে, সাইলি, সাল্ফা ; (২) একোন, আর্স, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সিপি।

৮১। পদের ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে——(১) কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি ; (২) ক্যাম্মো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস্।

৮২। সর্দ্দি এবং অন্যান্য মিউকাস্ মেম্ব্রেন্ হইতে রসক্ষরণ বসিয়া গেলে——(১) একোন্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, সিনা, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা, (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, কার্ব-ভ, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ইপিকা, ক্যাল্মি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস্, হ্রুডো, সেম্বু, সাল্ফা।

আঘাতজনিত শ্বক (Shock) অর্থাৎ চমকলাগা হেতু পীড়া।

৮৩। আঘাত প্রাপ্তি হেতু পীড়া ও উপসর্গে নিম্ন লিখিত ঔষধ সমস্ত বিশেষ ফলদায়কঃ——

একোনাইট—আঘাত লাগা হেতু ভয়প্রাপ্ত হওয়া। প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া দৃঢ় ভয়। অত্যন্ত অস্থিরতা। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রখর। নাড়ী সূক্ষ্ম এবং কঠিন। আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্য, ইহাতে গাত্রের কাপড় উন্মোচন করিলে শীতবোধ ও তৃষ্ণা এবং মাথা উঠাইলে মূর্চ্ছা। পদদ্বয় শীতল।

এমোনি-কষ্টিকাম্—বর্ণ ফেঁকাশে। নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি দুর্ব্বল এবং শুইয়া থাকিতে চায়।

আর্ণিকা—লোন্ছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা। মস্তিষ্কে আঘাত লাগা ও রক্তপাত। মাথা নিম্নদিক করিয়া রাখিতে চায়। মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞানতা। বমন ভাব। উঠিলে বা বেড়াইয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি, শয়ন অবস্থায় ভাল বোধ। মাথা বালিশ হইতে নিম্নে রাখিতে চায়। ধীর এবং দুর্ব্বল নাড়ী। গরম কাপড়ে গাত্র ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মুখ এবং মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ শীতল

আর্সেনিকাম্—কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা হইবার উপক্রম। চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল ও উজ্জ্বল। নাড়ী সূত্রবৎ। অস্থিরতা। তৃষ্ণা। ঘন ঘন ও অল্প অল্প পরিমাণ জলপান। জলপান মাত্র তৎক্ষণাৎ বমন। শরীরে উত্তাপ ভাল লাগে এবং গরমে থাকিতে চায়। ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। মুখশ্রী মৃত ব্যক্তির ন্যায়।

ক্যালেম্যাস্—রক্তস্রাবের অনতিবিলম্বেই অত্যন্ত মূর্চ্ছা ও অজ্ঞানতা।

ক্যাম্ফোরা—হঠাৎ কোন শক্ত আঘাত লাগা। সমস্ত শরীর শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত। মুখ ফেঁকাশে এবং নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। ওষ্ঠদ্বয় সতেজ। উদরাময়। নাড়ী মৃদু। স্নায়বীয় ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে মানসিক বোধশূন্যতা। দীর্ঘ নিশ্বাস ও অল্প পরিমাণ নিশ্বাস। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

কাপ্‌সিকাম্—শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত চর্ম্ম। নাড়ী সূত্রবৎ। আভ্যন্তরিক জ্বালা এবং বহির্ভাগে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ। জ্বরস্থবের ন্যায় অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুলতা যেন সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

কার্ব-ভেজি—অজ্ঞান অবস্থা। কোন প্রকার উত্তেজক ঔষধে উপশম দেখা যায় না। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির লোপ। দুর্গন্ধময় বহু পরিমাণ মলত্যাগ বা উদরাময়। শীতল ঘর্ম্ম। নিশ্বাস প্রশ্বাসে গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরে রক্তাবর্ত্তন-ক্রিয়া স্থগিত। সূত্রবৎ নাড়ী।

ক্যামোমিলা—মানসিক উদ্বেগ এবং অসহ্য অবস্থা। বেদনায় যেন এলিয়ে পড়িয়াছে, কথা বলিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি। ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম। চর্ম্ম সিক্ত, শীতল এবং ফেঁকাশে। কপালদেশ ও শাখা সকল শীতল। গরম স্বেদ দিলে ভাল বোধ হয়।

চায়না—পুনঃ পুনঃ এবং অনবরত রক্তস্রাব হেতু অবসন্ন ও দুর্ব্বল অবস্থা। স্নায়বীয় অস্থিরতা। ব্যাকুল অবস্থা। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং মৃত ব্যক্তির মুখশ্রীর ন্যায়। নাড়ী বিলুপ্ত হইবার

উপক্রম। বোধ হয় যেন দক্ষিণ দিকের হৃৎপিণ্ড হইতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

কফিয়া—মানসিক এবং শারীরিক বোধশক্তির আধিক্য। কোন প্রকার কার্য্য কিম্বা গাত্রে হস্তাদি প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে চিকিৎসারও অনেক ব্যাঘাত জন্মে ; একাকী থাকিলেই চুপ করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত আলোক কিম্বা কোন গোলযোগপূর্ণ শব্দ রাত্রিতে থাকে সে পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না।

কুপ্রাম্—এনসিফরম্ কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থির পশ্চাদ্দিকে অসাড় অবস্থা বোধ, দীর্ঘনিশ্বাস, এপাশ ওপাশ করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। প্রায়ই সূত্রবৎ নাড়ী। আক্ষেপের লক্ষণ। পাকস্থলী হইতে বমন ভাব, প্রলাপ ও বিকার। এমন কি মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা, তৎসঙ্গে কোল্যাপ্‌স বা অবসন্ন অবস্থা।

ডিজিটেলিস্—মৃদুগতি নাড়ী। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা, তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম। নীলাভযুক্ত ফেঁকাশে বর্ণ। কনীনিকার নিশ্চেষ্ট অবস্থা। দৃষ্টি-বিভ্রম।

জেলসিমিয়াম্—অত্যন্ত ভয়। তৎসঙ্গে ক্লান্তি বোধ। অবসন্নতা ও নিদ্রালু অবস্থা। ব্যাকুলতা ও অজ্ঞান অবস্থায় বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকা। ফেঁকাশে মুখমণ্ডল। পৃষ্ঠদেশ ও শাখাসমূহে বেদনা। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ভয়।

হাইপারিকাম্—সমস্ত শরীর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তৎসঙ্গে মূত্রত্যাগ-ইচ্ছা। মূত্ররোধ। থেঁতলে যাওয়া, ছিন্ন হওয়া, বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ক্ষত এবং তাহাতে নার্ভাস্‌টিসু অর্থাৎ স্নায়ুসূত্রসমস্ত ব্যথিত হইলে। চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ লেছড়া (Laseration) হইয়া গেলে। মেরুদণ্ডের আঘাত। হস্ত পদের আঘাত।

হিপার-সাল্‌ফ—অল্প বেদনাতেই মাথাঘুরিয়া মূর্চ্ছা হয়, তৎপরে মাথা ধরে। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। শরীরের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক কম্প। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত। শাখা সমস্ত দুর্ব্বল এবং লোনছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত।

হাইড্রোসায়েনি-এসি—সমস্ত শরীর শীতল এবং বহুক্ষণস্থায়ী সিনকোপ্ অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা। বক্ষঃস্থলে ব্যাকুলতা এবং চাপ বোধ। হিক্কা। কোঁকান। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এবং শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুগতি। মুখশ্রী বিকৃত। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুর পাতা অসাড়। সূত্রবৎ নাড়ী।

ইপিকাকুয়ানা—শয্যাশায়ী অবস্থা। বমনেচ্ছা। ফেঁকাশে বর্ণ। বমন। শূলবেদনা ও উদরাময়। নিশ্বাস পথে যেন দম্‌বন্ধের ন্যায় বোধ হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। শীত। হস্তপদ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মাক্ত। কনীনিকা প্রসারিত।

ল্যাকেসিস্—হাত পা গুটাইয়া পুটলির ন্যায় পড়িয়া থাকা। নাসিকা কর্ণ এবং কপাল অত্যন্ত শীতল। মাথাঘোরা এবং চক্ষে দেখিতে অক্ষম। চর্ম্ম যোঁচান শীতল ও চক্‌চকে। নাড়ী সূত্রবৎ এবং বিলুপ্ত-প্রায়। ঘন ঘন মুখব্যাদান ও খাবি খাওয়া। অত্যন্ত টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমাময়।

মার্কিউরিয়াস্—হৃৎপিণ্ড যেন ডুবিয়া যাইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ন্যায় ভাব। তন্দ্রা লইতে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন চকিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে হৃৎকম্পন। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর কম্পন। নাড়ী মৃদুগতি। ঘর্ম্ম হইয়া উপশম বোধ হয় না।

নক্স-মস্কেটা—সর্ব্বদা তন্দ্রা। গাত্র শীতল এবং অনাবৃত করিলে কষ্ট বোধ করে। পাকস্থলী হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত চাপনবৎ কষ্ট। মৃদু এবং ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও নিদ্রা যায়। উদরাময়।

নক্স-ভমিকা—শীতল ঘর্ম্ম, ব্যাকুলতা ও শিরোঘূর্ণন। সঞ্চালন এবং গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে ভয় করে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, তৎসঙ্গে ক্রোধযুক্ত নৈরাশ্য। সামান্য কারণেই মূর্চ্ছা। আক্ষেপ। পেটফাঁপা। কাল বর্ণের রক্তস্রাব।

ওপিয়াম্—অতি অল্প শ্বাস প্রশ্বাস। অসামঞ্জস্যভাবে চক্ষু স্থিরদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পীড়া।

ফস্ ফরাস্—বাহ্যদৃষ্টিতে জীবন নাই বলিয়া বোধ হয় কিন্তু, তৎসঙ্গে কখন কখন কন্‌ভাল্‌শন এবং তৎপরে ঈষৎ সবুজবর্ণের বমন। ভুক্ত তরল পদার্থ পাকস্থলীতে গিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইবা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সহজেই বহুপরিমাণে বমন হয়। মৃতের ন্যায় মুখশ্রী। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

সিকেলী—নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা। অত্যন্ত জলবৎ মল। নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মৃদুগতি। হস্ত পদের অঙ্গুলি সমস্ত মৃতবৎ দেখায়। ভার এবং ব্যাকুলতাজনক নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কোঁকান। ফাঁপা, গলাভাঙ্গা শব্দ। অন্ন খাইবাব ইচ্ছা। বস্ত্রাবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, যদিচ চর্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত তথাচ সামান্য গরমও সহ্য হয় না। মূত্রাভাব (Suppression of urine)।

ষ্ট্র্যান্‌শিয়ানা—রক্তস্রাব হেতু পুরাতন উপসর্গ। অত্যন্ত স্মৃতিভ্রম। চক্ষুর সম্মুখভাগে উজ্জ্বল বর্ণ সকল দৃষ্ট হয়। বাতের বেদনা। দুর্ব্বলতা। কম্প। ক্ষীণ শরীব। গরমে থাকিতে ইচ্ছা। কোন বস্তুর দক্ষিণভাগ। মাত্র দেখিতে পায়।

ট্যাবেকাম্—শীতল ঘর্ম্ম। অনবরত মৃত্যুবৎ যন্ত্রণাসহ বমনেচ্ছা বা ওক্কার। সঞ্চালন করিলে বমন, বমনান্তে ভাল বোধ। শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় শীতল। নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র ও মন্দগতি। শিরোঘূর্ণন ও অত্যন্ত শিথিল অবস্থা।

ভিরেট্রাম্-এল্‌বাম্—শীতল ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে)। বমন, উদরাময় ও তৃষ্ণা। অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে প্রলাপ ও বিকার। ভীত এবং বাত্যাচ্ছন্ন, মনে করে যেন উড়িয়া যাইবে। জীবনে নৈরাশ্য। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। হস্ত, পদ শীতল এবং ঝিঁঝিঁ ধরার ন্যায় বেদনা। (সময়ে সময়ে চিড়িক্ মারিয়া উঠে)। পানীয় দ্রব্য সেবনে শীত বোধ হয়। শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা। মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায়। নাড়ী সূত্রবৎ। হাইতোলা। হিক্কা। বাক্‌শক্তিবিহীনতা। আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে রক্তস্রাব। পেট শীতল বোধ হয়।

৮৪। আঘাতাদিজনিত পীড়া ও উপসর্গের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—

কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চমক্ লাগিলে এবং তজ্জনিত পীড়া ও উপসর্গে রোগীকে স্থিরভাবে এক শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় বিশ্রাম একটী প্রধান ঔষধ সন্দেহ নাই। মূর্চ্ছা ইত্যাদি হইলে মুখ ও চক্ষুতে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। গুরুতর আঘাত লাগিয়া চমক্ পাইলে যে পর্যন্ত এই চমক্ এক প্রকার দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পথ্য দেওয়া আবশ্যক করে না। তাহা দিলে অনেক সময় বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ঔষধ ও সামান্য পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। চমক্ লাগা কতক পরিমাণে দূর হইলে এমন পরিমাণ তরল পথ্য দিবে যাহাতে উদর বিশেষরূপ যেন পূর্ণ না হয়; নতুবা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা।

অন্যান্য নানাবিধ কারণজনিত পীড়া।

৮৫। ভ্রমণ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া হেতু পীড়া হইলে——আর্নি, ব্রাই, ক্যাল্কে. চায়না, কফি, ফেরা, ষ্ট্যাস্, থুজা, ভিরাট্।

৮৬। শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগা হেতু——(১) আর্নি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, স্পাইজি; (২) একোন্, বেল্, ক্যাল্কে, সিনা, হিপা, ইগ্নে, নক্স-ভ, ফস্-এসি, ষ্ট্যাস্, রুটা, সাল্ফা।

৮৭। গাড়ি কিম্বা অন্য কোন যানে চড়িয়া গমন এবং দোলান হেতু পীড়ায়——(১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সাল্ফা; (২) কল্চি, ফেরা, নক্স-ম, সিপি, সাইলি; (৩) বোরাক্স, কার্ব-ভ, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, প্ল্যাটী, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৮৮। মানসিক শ্রম হেতু——(১) বেল্, কাল্কে, ল্যাকে, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) এনাকা, আর্নি, অরা, ককিউ, কলচি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ওলিয়েণ্ডা, প্ল্যাটি, স্ট্যাবাড়ি, সাপ।

৮৯। মানসিক উত্তেজনা বা মনের উদ্বেগ হেতু——(১) একোন্,

বেল্, ব্রাই, ক্যাম্মো, কফি, কলোসি, হাইয়স, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) আর্স, অরা, ক্যাল্কে, কষ্টি, ককিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, সিপি, সাল্ফা।

৯০। শারীরিক পরিশ্রম হেতু পীড়ায়——(১) একোন, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্, (২) এলাম্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, রুটা, স্যাবাই, সাল্ফা।

৯১। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু——(১) এন্টি, আর্ণি, ইপিকা, নক্স-ভ, পাল্স; (২) একোন্, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, কফি, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, ষ্ট্যাফি; (৩) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্যাম্মো, হিপা, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৯২। রাত্রি জাগরণ হেতু——(১) কার্ব-ভ, ককিউ, নক্স-ভ, পাল্স; (২) এম্ব্রা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, রুটা, স্যাবাইনা, সিলিনি, সিপি।

৯৩। পাথরের ধূলিজনিত পীড়ায়——ক্যাল্কে-কা, সাইলি, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, সাল্ফা।

৯৪। অত্যন্ত মাতালদিগের পীড়ায়——(১) আর্স, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, কফি, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা, নকস্-ভ, ওপি, পাল্স, সাল্ফা; (২) এগার, এন্টি, কার্ব-ভ, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, র‍্যানা, হুডো, রুটা, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

৯৫। মাদক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায়——(১) এন্টি, কার্ব-ভ, কফি, নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ডাল্কা, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্।

৯৬। রক্ত ও অন্যান্য জীবন-সংরক্ষক জলীয় পদার্থ (Animal fluid) অতিরিক্ত স্রাব হেতু পীড়ায়——(১) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, সিনা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্; (২) আর্স, কোনা, ফেরা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, চায়না, পাল্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি। (দুর্ব্বলতা ২৫৬ পৃঃ দেখ)।

২৭। বিষযুক্তকীটাদির দংশন——লিডাম্ এসম্বন্ধে একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মূল আরক দষ্ট স্থানে দংশন মাত্র প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ১ম শক্তিপ্রায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একোনাইট, আর্ণিকা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস্ এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রধান ঔষধ। যদি কোন কোমল এবং স্পর্শ বোধাধিক্য স্থানে দংশন করে এবং তাহাতে জ্বর ও প্রদাহ জন্মে তবে রোগীকে কর্পূর আঘ্রাণ করিতে দিবে; যদি তাহাতে ফল না হয় তবে একোনাইট খাইতে দিবে। জিহ্বায় বোল্‌তা কামড়াইলে একোনাইট এবং তৎপরে আর্ণিকা দিবে; যদি তাহাতে ফল না দর্শে তবে বেলেডোনা দিয়া পরে মার্কিউরিয়াস্ দিবে। চক্ষে কামড়াইলে একোনাইট ও আর্ণিকা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। একোনাইট একঘণ্টা অন্তর দিবে এবং আর্ণিকা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্ত্তব্য।

হস্ত পদাদিতে বোল্‌তায় দংশন করিলে তৎস্থানে চিনি প্রয়োগ করিয়া আমি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। অভাবে গুড় কিম্বা চিটাগুড় দিতে পারা যায়।

——*——

সপ্তম অধ্যায়।

পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি।

অর্থাৎ

যে যে অবস্থায় রোগাদি ও তৎলক্ষণসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা ও তদনুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন।

অনেক চিকিৎসক রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি করিয়া সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ঔষধ-নির্ব্বাচন-ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হয়।

(ক) বৃদ্ধি

সময়ানুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি।

১। বেদনা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হইলে——(১) এম্ব্রা, এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কষ্টি, কলোসি, ডাল্কা, ইউফ্রে, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, এরেনা, সিকেলী, সিলিনি, সাল্ফ-এসি, থুজা, জিঙ্ক্, (২) এণ্টি, এসাফি, বোরাক্স, কার্ব-এসি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ইগ্নে, লরোসি, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মেজি, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রাম্, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, পডো, রাস্, সেনিগা, সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, টার্টা।

২। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবার সময় এবং শয়ন করিলে (দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) পীড়ার বৃদ্ধি ——(১) আর্স, ব্রাই, ক্যানা, কার্ব, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস্, পাল্স, সিলিনি, সিপি; (২) এলাম্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, অরা, ক্যালাডি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ডাল্কা, ইগ্নে, ইপিকা, ক্যাল্মিয়া, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা-সা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্এসি, র‍্যানা, সাব্সা, সাইলি, ষ্ট্রনশি, সাল্ফা, এসিড্-সালফ, এণ্টি-টা, থুজা, ভিরাট।

৩। রাত্রে বৃদ্ধির পক্ষে——(১) একোন, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, সিপা, কলোসি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রাম্, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্রন্শি, সাল্ফা, থুজা, (২) এণ্টি, অরা, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাম্ফ্, ক্যাম্বা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককি, ক্রোকা, কুপ্রা, এলোজ, হাইয়স্, ক্যাল্মি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মেজি, ন্যাট্রা-সা, নক্স-ভ, প্লাম্বা, র‍্যানা।

৪। নিদ্রাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে——(১) এলাম্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, ল্যাকে, মার্ক, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সেম্বু, সাইলি,

ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা ; (২) একোন, এনাকা, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, সিনা, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, হ্রাস্, রুটা, থুজা।

৫। রাত্রি দুই প্রহরের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধি—— (১) এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্যাল্কে, ল্যাকে, ল্যাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, আর্ণি, অরাম্, ক্যাল্কে, ক্যানা, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, ড্রসি, ক্রোকা, চায়না, ফেরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, র‍্যানা, পডো, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সেম্বু, সাইলি, স্কুইল, সালফ-এসি, ষ্ট্যাফি, থুজা, ও ভিরাট্।

৬। প্রাতে বৃদ্ধি হইলে——(১) এম্ব্রা, এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, এণ্টি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, সিনা, ক্রোকা, ড্রসি, গুয়াই, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, ব্রাই, স্কুইল, সাল্ফা, ভিরেট্রা ; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, অরা, কার্ব্বলি-এসি, ককিউ, কোনা, হিপার, ক্যাল্মি, ল্যাকে, ল্যাইকো, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, স্যাবাইনা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, এণ্টি-টা, থুজা।

৭। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে কিম্বা প্রাতে কিছু আহারের পর বৃদ্ধি—— (১) কার্ব্ব-ভ, ন্যাট্রা-ম্, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, সিপি ; (২) এমোনি, এনাকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ক্যালি, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফিউ-এসি, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৮। দুই প্রহরের পর আহারান্তে বৃদ্ধি——এলাম্, এসাফি, বেল্, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, ফস্, পাল্স, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক, এমোনি-মিউ, এণ্টি, বোবাক্স, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফা, সিকিউ, কল্চি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মস্কাস, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মিউ, সার্সা, সিলিনি, ভ্যালিরি।

৯। নিদ্রাব পর অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলে——এনাকা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, থুজা।

পরিপাক কার্য্যানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি।

১০। প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে যে প্রকার অবস্থা থাকে আহারের পর তাহা ভাল বোধ হয়———ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইয়ড্, নক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যাটী, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

১১। আহারের পর উপশম বোধ——(১) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, ক্যানা, ফেরা, ইগ্নে, আইয়ড, ল্যাকে, ন্যাট্রা, ফস্, স্যাবাডি,, ষ্ট্রন্‌শি, জিঙ্ক্; (২) এলাম্, এম্ব্রা, এনাকা, ব্যারাইটা, ক্যাপ্সি, চায়না, গ্র্যাফা, লবোসি, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

১২। আহারের সময় বেদনা বৃদ্ধি— --এমোনি, ব্যারাইটা, কার্ব্বলি-এসি, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ন্যাট্রা মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, সিপি; (২) এম্ব্রা, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, সিকিউ, কোনা, ম্যাগ্নে মিউ, নক্স-ভ, ফস্-এসি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্।

১৩। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি———এমোনি-মিউ, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, সিপি, সালফা, থুজা, জিঙ্ক্।

১৪। আহারান্তে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা বেদনা বৃদ্ধি হয়——এমোনি, এনাকা, আর্স, ব্রাই, কালকে, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) এমোনি মিউ, এণ্টি, বোরাক্স, কার্ব্ব-এনি, ক্যামো, সিনা, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস্-এসি, পাল্স, র‍্যানা, স্কুইল, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা।

১৫। মদ্যপানের পর বৃদ্ধি—আর্স, বেল্, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ককিউ, ফেরা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, হ্রাস্, সাইলি, ভিরাট্।

১৬। অতিশয়-তামাকের ধূমপানের দরুণ রোগের উৎপত্তি কিম্বা বৃদ্ধি——(১) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি, ব্যারাইটা, কার্ব্ব-

এনি, চায়না, ক্যাল্কে, ক্রেমা, ককিউ, কুপ্রা, ম্যাগে, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, রুটা, সাল্ফা, সাল্ফিউ এসি।

পীড়ার বৃদ্ধি।

(ঋতু এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে)

১৭। বসন্ত কালে বেদনা বৃদ্ধি কিম্বা বেদনা উঠিলে——(১) কার্ব্ব ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরাট্, এম্ব্রা, অরা, বেল্, ক্যাল্কে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ। পাল্স।

১৮। গ্রীষ্মকালে——(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, কার্ব-ভ, ল্যাকে, ডাল্কা, (২) লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, সাইলি, হ্রডো।

১৯। শরৎকালে——(১) ক্যাল্কা, কল্চি, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, পিট্রো, হ্রডো, হ্রাস, ভিরেট্রা, (২) অরা, ব্রাই, চায়না।

২০। শীতকালে——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কল্চি, ডাল্কা, ইপিকা, নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, সালফ্া, ভিরেট্রা; (২) এমোনি, অরা, ক্যাম্ফ, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, ফস্, পাল্স, হ্রডো, সিপি।

২১। কৃষ্ণপক্ষে——(১) এলাম্, ক্যাল্কে, স্যাবাডি, সাইলি; (২) এমোনি, কষ্টি, কুপ্রা, ডাল্কা, গ্র্যাফা লাইকো, ন্যাট্রা, সিপি, সাল্ফা।

২২। নূতন চন্দ্রে——এলাম্, এমোনি, ক্যাল্কে, কষ্টি, কুপ্রা, লাইকো, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি।

২৩। পূর্ণিমা তিথিতে——এলাম্, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা, স্যাবাডি, সাইলি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

২৪। শুক্লপক্ষে অর্থাৎ চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিকালে——এলাম্, ডাল্কা, থুজা।

বায়ুর পরিবর্ত্তনানুসারে।

২৫। গরমের সময় বেদনার বৃদ্ধি হইলে——(১) ব্রাই, হ্রডো, সিপি, সাইলি, (২) কার্ব-ভ, কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্।

২৬। ঝড় বাতাসে——(১) ব্রাই, সাইলি, (২) কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রুডো, সাইলি, ভিরেট্রা, হ্রাস্।

২৭। সামান্য প্রবল বায়ুতে——(১) কার্ব-ভ, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, সাল্ফা, (২)একোন, আর্স, অরা, বেল্, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, থুজা।

২৮। উত্তর-বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে——একোন্, কষ্টি, হিপা, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি।

২৯। পূর্ব্ব বায়ুতে——(১) একোন্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, সাইলি, (২) কষ্টি, নক্স-ভ।

৩০। দক্ষিণ বায়ুতে——ব্রাই, কার্ব-ভ, হ্রুডো, সাইলি।

৩১। পশ্চিম বায়ুতে——ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, হ্রুডো, হ্রাস্, ভিরাট্।

৩২। সায়াহ্নকালীন শীতল বাতাসে——(১) এমোনি, কার্ব্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা, (২) বোরাক্স, মেজি, নক্স-ম, প্ল্যাটী।

৩৩। ভ্রমণ করিবার সময় খোলা বাতাসে——(১) এমোনি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কফি, কোনা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা, নক্স-ম, নক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, (২) এলাম্, ব্রাই, ক্যাম্ফ্, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরাম্, গুয়াই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক,নাইট্রি-এসি, পিট্রো, পাল্স, হ্রাস্, সিলিনি, স্পাইজি, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, ভ্যালিরি, ভিরেট্রা।

৩৪। গৃহে বদ্ধ থাকা হেতু——(১) এলাম্, এনাকি, ক্রোকা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্স-ভ ফস্, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাই; (২) একোন্, এম্ব্রা, এনাকা, এন্টি, ব্যারাইটা, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মিউ, ওপি, প্ল্যাটী, সারসা, সেনিগা, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্রন্শি, থুজা।

সর্দ্দি, ভিজা এবং ঠাণ্ডা লাগা হেতু।

৩৫। শীতল বাতাসে বেদনা হইলে——(১) আর্স, ব্যারাইটা, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ্, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, ডাল্কা, হেলে, নক্স-ম, নক্স-ভ,

হুডো, হ্বাস্, স্যাবাডি, (২) একোন্, এমোনি, এনাক', অবা, বোরাক্স, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব ভ, কল্চি, হিপা, হাইয়স্, ইগে, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগে, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্ এসি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্রনশি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, থুজা।

৩৬। কোন হাত বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে——বেল্, ক্যামো, হিপা, পাল্স, হ্বাস্, সিপি, সাইলি।

৩৭। শরীরের কোন একভাগ অনাবৃত থাকা হেতু——(১) আর্স, অবা, ককিউ, কোন, হিপা, কষ্টি, মার্ক, মস্কাস্, নক্স-ভ, হ্বাস্, সেম্বু, স্কুইল, সাইলি ষ্ট্রনশি, (২) আর্ণ, ব্রাই, ক্যাম্ফ্, কষ্টি, সিকিউ, ক্রেমা, কল্চি, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মিউ, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, ফস্, স্যাবাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৩৮। শীতল এবং ভিজা বায়ুতে——(১) এমোনি, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ম, হুডো, হ্বাস্, ভিরেট্রা, (২ বোরাক্স, কার্ব্ব-এনি, চায়না, কল্চি, লাইকো, ম্যাগে, পাল্স, রুটা, সাব্সা, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৩৯। ভিজা অবস্থায় থাকিলে——(১) আর্স, কাল্কে, কল্চি, ডাল্কা, নক্স-ম, পাল স, হ্বাস, সাব্সা, সিপি, (২) বেল্, ব্রাই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ফস, সাল্ফা।

৪০। জলে থাকিয়া কার্য্য করা অর্থাৎ কাপড় ধোয়া ইত্যাদিতে——(১) এমোনি, এন্টি, বেল্ ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ক্লেমা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস্, পাল্স, হ্বাস, সাব্সা, সিপি, সাল্কা, (২) একোন্।

৪১। প্রত্যেক ঋতুপরিবর্ত্তনের সময়——(১) ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্বাস, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্; (২) গ্র্যাফা, ম্যাগে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হুডো।

[উত্তাপ হেতু ৩৫৬ পৃঃ দেখ]

৪২। উত্তাপের পরিবর্ত্তন হেতু বেদনা জন্মে——আর্স, কার্ব-ভ, ডাল্কা, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, র‍্যানা, হডো, হ্বাস্, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৪৩। সাধারণতঃ গরমে হইলে——এম্ব্রা, আর্স, অবা, ক্যাম্ফ্, ক্যানা,

কার্ব্ব-ভ, ড্রুসি, আইয়ড্, লিডা, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিকেলী, সেনিগা, থুজা।

৪৪। গরম বাতাস বা গরমের সময়——এণ্টি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, কল্‌চি, আইয়ড্, ল্যাকে, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

৪৫। শয্যার গরমে বৃদ্ধি——(১) আর্স, বেল্, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, ড্রুসি, গ্র্যাফা, লিডা, লাইকো, মার্ক, পাল্‌স, হ্রাস্, স্যাবাই, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (২) এম্ব্রা, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, স্পঞ্জি, থুজা।

৪৬। অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি——একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি, সিনা, কল্‌চি, ক্রোকা, আইয়ড্, ন্যাট্রা মিউ, ওপি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্‌স, স্যাবাই, স্পঞ্জি, সাল্‌ফা, থুজা।

৪৭। সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি হইলে——এগার্, এণ্টি, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ্, ইউফর, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি, সিলিনি। গ্লোনইন একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাপন লাগা।

৪৮। পীড়ার স্থানে চাপন লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি——(১) এগার্, এনাকা, ব্যারাইটা, ব্রাই, সিনা, হিপা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, প্ল্যাটী, সাইলি।

সংস্থিতি।

[পোজিসন দেখ]

৪৯। উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি——(১) একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফা, (২) ক্যামো, চায়না, কোনা, লাইকো, ওপি, ভিরাট্।

৫০। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি——বেল, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, এণ্টিমটা, থুজা, ভিরাট্।

৫১। বেদনাযুক্ত অঙ্গ প্রসারণ করিলে বৃদ্ধি——এলাম্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, হিপা, ক্যাল্মি, ম্যাগ্নে, রুটা, সিপি, সাল্ফা, থুজা।

৫২। উপুড় হইলে——একোন্, এলাম্, ব্যাবাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভ্যালিরি।

৫৩। দাঁড়াইলে——এগার্, এমোনি-মিউ, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৪। বসিলে——(১) এগার্, এম্বা, আর্স, এসাফি, ব্যাবাই, ক্যাপ্সি, সিনা, ফেরা, গুয়াই, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা, প্ল্যাটী, পাল্স, রুটা, সিপি ; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, বষ্টি, চায়না, ডাল্কা, ইউফর্, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ওপি, ফস্-এসি, রডো, হ্রাস্, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, এণ্টিম-টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৫। বিশ্রাম অবস্থায়——(১) এগার্, এসাফি, অরা, ক্যাপ্সি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ইউফর ফেরা ল্যাকে, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, সেম্বু, সাল্ফা, ভ্যালিরি, (২) এমোনি-মিউ, চায়না, কলোসি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কাস্, রুটা, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৫৬। শয়ন অবস্থায়——একোন্, এমোনি-মিউ, আর্স, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কলোসি, কুপ্রা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নকস্-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৫৭। একপার্শ্বে শয়ন করিলে——একোন, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, সিনা, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা, ফস্, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৫৮। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে——এমোনি-মিউ কষ্টি, বোরাক্স, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা।

৫৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে——একোন্, এমোনি, কল্চি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, থুজা।

৬০। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে যত বেদনা অনুভব না হয়, বেদনা-শূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহা অপেক্ষা বেদনা অধিক হইয়া থাকে——এম্ব্রা, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কল্চি, ম্যাগ্নে, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যানা।

৬১। অবস্থিতি-পরিবর্ত্তনে——ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি কোনা, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, ব্যানা।

শরীরসঞ্চালন কার্য্য।

৬২। সাধারণ শরীরসঞ্চালন জন্য বেদনার বৃদ্ধি——আর্ণি, বেল্, ব্রাই, কল্চি, ইগ্নে, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, স্পাইজি, স্কুইল্, ষ্ট্যাফি।

৬৩। কেবলমাত্র পীড়িত অঙ্গ সঞ্চালনে——আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ফেরা, গুয়াই, লিডা, মার্ক, মেজি, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৬৪। পীড়িত অঙ্গ উত্তোলন করিলে——আর্ণি, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা, ফেরা, গ্র্যাফা, কেলি, লিডা, ন্যাট্রা, পাল্স, সাইলি।

৬৫। পীড়িত অঙ্গ ঘুরাইলে কিম্বা নোয়াইলে——এমোনি-মিউ, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, ব্রাই, চায়না, সিকিউ, হিপা, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা।

৬৬। কোন প্রকার শকটারোহণ করিয়া ভ্রমণে বা কোন প্রকার দোলায় ঝুলিলে——(১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সাল্ফা, (২) কল্চি, ফেরা, নক্স-ম, সিপি, সাইলি; (৩) বোরাক্স, কার্ব্ব-ভ, ক্রোকা, কল্চি, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৬৭। ভ্রমণে বৃদ্ধি— -আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কল্চি, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লিডা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, সারসা, সিপি, স্কুইল্, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, ভিরাট্।

৬৮। দৌড়াইলে বা দ্রুত ভ্রমণ করিলে———আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যাপ্সি, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, হ্রাস্, সেনিগা, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৬৯। অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে——আর্স, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্ফিউ-এসি।

৭০। কোন উচ্চস্থানে আরোহণ হেতু———একোন্, এলাম্, আর্স, অরা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যানা, মার্ক, নক্স ভ. পিট্রো, হ্রাস্ সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, থুজা।

৭১। অযথা অসাবধানে পাদবিক্ষেপে———আর্ণি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, পাল্স, হ্রাস।

৭২। শারীরিক পরিশ্রম হেতু———একোন্, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, সাইলি, সালফা, ভিরেট্রা।

৭৩। হাস্যকরার দরুণ———আর্স, বেল, বোরাক্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, ফস্, ষ্ট্যানা।

৭৪। কাশিলে———একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে কার্ব-ভ, ড্রসি, হিপা, ইপিকা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৭৫। হাঁচির দরুণ বেদনা হইলে———একোন্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, সিনা, লাইকো, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, নক্স-ম, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি।

৭৬। নাসিকায় আঘাত লাগার দরুণ———আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৭৭। গানকরার দরুণ———এমোনি, ড্রসি, হিপা, ষ্ট্যানা, সাল্ফা।

৭৮। কথাকহার দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে———(১) এনাকা, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস,

হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা ; (২)একোন্, এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি, অরা, ক্যানা, চায়না, ডাল্‌কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্‌স, হ্রাস্, সিলিনি, সাইলি, ভিরেট্রা।

মানসিক গতি ইত্যাদি।

৭৯। মন চঞ্চল হইলে বেদনার বৃদ্ধি——(১) একোন্, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কলোসি ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্‌স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, (২) আস, অরা, কষ্টি, ককিউ, কফি, হাইয়স্ নাইট্রি-এসি, নক্‌স ম, ওপি, প্ল্যাটী, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

৮০। নির্জ্জনে থাকা, হেতু——আর্স, কোনা, ড্রসি, মেজি, ফস্, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক।

৮১। লোকসংসর্গ হেতু——(১) ব্যারাইটা, হাইয়স্ লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্‌স, হ্রাস্, এম্ব্রা, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রাম, পিট্রো, ফস্, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

৮২। মানসিক পরিশ্রমের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে——(১) বেল, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ, নক্‌স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা, (২) এম্ব্রা, এনাকা, আর্ণি, আর্স, অরা, বোরাক্‌স, ককিউ, লাইকো, ন্যাট্রা, ওলিয়েণ্ডা, স্যাবাডি, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৮৩। অধ্যয়নের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি——(১) এগ্নাস্, অরা, ক্যাল্‌কে, সিনা, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্‌স-ভ, ফস্ পাল্‌স, সাইলি ; (২) এসাফি, বেল, বোরাক্‌স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কফি, ডাল্‌কা, ইগ্নে, ন্যাট্রাম্, ওলিয়েণ্ডা, হ্রডো, রুটা, স্যাবাডি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফিউ-এসি।

৮৪। লিখন হেতু——এসাফি, অরা, ক্যাল্‌কে, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক, (২) বোরাক্‌স, ব্রাই চায়না, গ্র্যাফা, লাইকো, নক্‌স-ভ, হ্রাস্, স্পঞ্জি, সাল্‌ফা।

৮৫। প্রচুর আলো হেতু——(১) একোন্, বেল, ক্যাল্‌কে, কল্‌চি,

কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, ফস্, ষ্ট্র্যামো; (২) আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, কফি, হেলে, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রাম্, নক্স-ভ, ফস্-এসি, পাল্স হ্রাস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৮৬। গোলমাল হেতু বৃদ্ধি——(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, কোনা, লাইকো, ন্যাট্রাম, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি, (২) এগ্নাস্, অরা, ব্রাই, কার্ব্ব-এনি, চায়না, কল্চি, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্, পাল্স, জিঙ্ক্।

৮৭। প্রখর গন্ধ হেতু বৃদ্ধি——(১) একোন্, অরা, বেল, ক্যামো, চায়না, কফি, কল্চি, গ্র্যাফা, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্; (২) ব্যারাই, কোনা, হিপা, ইগ্নে, কেলি, ফস-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

(খ) পীড়ার হ্রাস বা উপশম বোধ।

১। কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বেদনার হ্রাস বোধ হয়——বেল্, কার্ব্ব-ভ, কেলি, মার্ক, নক্স-ভ, পডো, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি।

২। বেদনার স্থানে চাপন দিলে উপশম বোধ——(১) এমোনি-মি, কোনা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা, ফস্-এসি, ষ্ট্যানা; (২) এলাম, এনাকা, আর্স, অরাম্,ব্রাই কোকা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ফস্, হ্রাস্, সাল্ফ-এসি।

৩। বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে হ্রাসবোধ——ক্যাম্ফ্। (অন্য বিষয়ে চিন্তা নিবেশিত করিলে বেদনা হ্রাসবোধ——পাইপার-মেথিষ্টিকাম্)।

৪। শকটারোহণে উপশম বোধ—গ্র্যাফা, নাইট্রি-এসি।

৫। ভ্রমণে উপশম—(১) এমোনি-মি, আর্স, ডাল্কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, মস্কাস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি, (২) এগার্, এলাম্, আর্স, অরা, ক্যাপ্সি, কোনা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, স্যাবাডি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভিরাট্।

৬। কাফি খাইলে উপশম——আর্স, ক্যামো, কলোসি।

৭। সঞ্চালনে উপশম বোধ——(বিশ্রাম অবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি, ৩৮০ পৃঃ ৫৫ প্যারা দেখ)।

৮। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম——(৩৭৯ পৃঃ উত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি দেখ)।

৯। পোজিসন্ বা অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম——আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ফস্-এসি, পাল্স, ভ্যালিরি।

১০। শয়নাবস্থায় উপশম——এলাম্, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যান্থা, কার্ব-এনি, কুপ্রা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, স্যাবাডি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

১১। একপার্শ্বে শয়নে উপশম——আর্ণি, আর্স, নক্স-ভ, ফস্, সিপি।

১২। পীড়িত পার্শ্বে শয়নে উপশম——এম্ব্রা, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যানা।

১৩। বিশ্রামে উপশম——(শরীরসঞ্চালন কার্য্য বৃদ্ধি ৩৮১ পৃঃ দেখ)।

১৪। নিদ্রা হইলে উপশম——একোন্, এনাকা, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কল্চি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্কুইল, ষ্ট্যাফি; থুজা।

১৫। দণ্ডায়মান হইলে উশপম——আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, কল্চি, গ্র্যাফা, ইপিকা, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, প্লাম্বা।

১৬। রৌদ্রতাপে উপশম্——কোনা, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রন্শি।

১৭। ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ——৩৭৭ পৃঃ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি দেখ।

অষ্টম অধ্যায়।

পোজিসন্ (Position)

অর্থাৎ

(শয়ন, অবস্থিতি এবং সংস্থিতি ইত্যাদি)

(৩৮০ পৃঃ দেখ।)

সময়বিশেষে রোগীর "পোজিসন্" দ্বারা সুচতুর চিকিৎসক ঔষধ-নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় "পোজিসন্" হইতেও ঔষধ-নির্ব্বাচন করার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। রেমিটেণ্ট ফিবার ও কাশি হইয়া একটী রোগী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া এটী ফস্‌ফরাস্ কেস্ বলিয়া আমার অনুমান হইল; পরে ভৈষজ্যতত্ত্ব সহ মিলাইয়া দেখিলাম ফস্‌ফরাসই ইহার প্রকৃত ঔষধ এবং ফস্‌ফরাস্ দ্বারাই সে রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

১। নিদ্রাবস্থায় বাহু মাথার উপর প্রসারিত করিয়া রাখে——(১) চায়না, নাইট্রি-এসি, প্লাটী, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট্; (২) ষ্ট্র্যামো, ক্যাল্-কা।

২। মস্তকের নীচে বাহু রাখিলে——একোন্, ককিউ, ম্যাগ্নে, ফস্, ফস্-এসি, প্লাটী, টার্টা, ক্যাজুপুটান্।

৩। বাম হস্ত মস্তকের উপরে রাখিলে——ডিজি।

৪। উভয় হাত মস্তকের উপরে রাখিলে——পাল্‌স।

৫। বাম হস্ত মস্তকের পশ্চাৎদিকে রাখিলে——একোন্।

৬। এক হস্ত মস্তকের পশ্চাৎদিকে রাখিলে——কলোসি।

৭। পেটের উপরে হাত রাখিলে——ম্যাগ্নে, প্লাটী, পাল্‌স।

৮। দস্তুরমত পা প্রসারিত করিয়া শয়ন——(১) কার্ব-ভ, প্লাটী, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো; (২) ষ্ট্যানা, পাল্‌স।

৯। এক পায়ের উপরে অন্য পা রাখিয়া শয়ন——হুডোডেন্।

১০। হাঁটু গুটাইয়া শয়ন—এম্ব্রা, ম্যাগ্নে, ভাইওলা-ওডো, মার্ক-কর।

১১। হাঁটু বুকেরদিকে উঠাইয়া শয়ন——কার্ব-ভ, ক্যাম্ফো, মার্ক, ওপি, প্লাম্বাম, পাল্‌স, ভাইওলা-ওডো।

১২। দুই পা প্রসারিত ও ফাঁক করিয়া শয়ন——নক্স ভ।

১৩। সম্মুখদিকে মাথা নোয়াইয়া শয়ন——একোন্, ফস্, পাল্‌স।

১৪। পার্শ্বদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন——সিনা, স্পাঞ্জি।

১৫। পশ্চাৎদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন——বেল্, চায়না, হেলে, হিপা, নক্স-ভ।

১৬। চিৎ হইয়া সাধারণতঃ শয়ন করিলে—(১) ব্রাই, নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্; (২) একোন্, এন্টি, অরা, ক্যাল্‌কে, চায়না, সিকুটা, কলোসি, ডিজি, ডুলি, ফেরা, ইগ্নে, লাইকো, প্ল্যাটি, সাল্‌ফা, (৩) এসিটিক্-এসিড্, এম্ব্রা, আর্স, বিস্‌মাথ, কার্বোলিয়াম-হাইড্রা, ক্যাম্ফো, ক্রোকা, ক্রোটন্-টি, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, হিপা, মার্ক কর, ম্যাগ্নে, মেজি, মিউর-এসি, ওপি, অক্‌জ্যালিক্-এসি, ফস্, সার্‌সা, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক।

১৭। উপুড় হইয়া অর্থাৎ পেটের উপর ভর করিয়া শয়ন——আর্স, বেল্, এসিটিক্-এসি, ককিউ, ক্রোটন, কুপ্রা, ল্যাকে, ফাইটো, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

১৮। না নড়িয়া চড়িয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকলে——লাইকো।

১৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে——একোন্, এমোনি-মি, এট্রোপি, বাক্সো, সেহিটায়েনসিস, জেল্‌স, ন্যাট্রা কার্ব, সোরিনাম, থ্যাবাইনা।

২০। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া থাকিলে——ক্যাম্ফো, আইবিস, ফিটিডি-ফস্।

২১। বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম——কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা, ফস্, সাইলি, কল্‌চি, ভ্যাজা, ট্যাবেকা, থিয়া।

২২। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম——(১) অরা, মার্ক, পাল্‌স; (২) প্রুনাস্-স্পাইনোজা, সোরিনাম্, র‍্যানানকুলাস্-বালবোসাস্, সাল্‌ফা।

২৩। চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষম——একোন্, এলাম্, ব্যাবাইটা, কষ্টি, কল্‌চি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, **ফস, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

২৪। হাত মুট করিয়া শয়ন করিলে——সিপি।

২৫। অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিতি——বার্বেরিস।

২৬। শুইয়া থাকিতে অক্ষম——গ্লোনইন, ট্যারেণ্ট্।

২৭। অত্যন্ত সর্দ্দির দরুণ শুইতে না পারিলে——ম্যাগ্নে-মি।

২৮। কেবল বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারে——একোন্, আর্স, চায়না, সিনা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফস্, পাল্স্, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

---*---

নবম অধ্যায়।

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক স্বধর্ম্ম এবং ধাতু।

১। অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া কতকগুলি ঔষধ একটী রোগের জন্য একত্রে নির্দ্দেশিত হইলে, নির্ব্বাচন-ক্রিয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য শারীরিক স্বধর্ম্মাদি বিবেচনায় ঐ সমস্ত ঔষধ হইতে বিশেষ ঔষধ নির্ব্বাচিত করিয়া লইলে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

বয়স এবং লিঙ্গ।

২। (ক) পুরুষদের জন্য——(১) একোন্, এলাম্, অরা, ব্রাই, ক্যাস্থা, কার্ব-ভ, চায়না, ক্লেমা, কফি, কল্চি, ডিজি, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ক্যাল্মিয়া, ম্যাগ্নে, আর্কটি, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্র-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) এগার, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, আর্স, ব্যারাইটা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কষ্টি, কোনা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, মস্কাস্, মিউর-এসি, পিট্রো, ফস্-এসি, প্লাম্বা, পাল্স, সেনিগা, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্।

(খ) স্ত্রীলোকের জন্য——(১) একোন্, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, এসাফি, বেল, ক্যামো, চায়না, সিমিউ, কোনা, ক্রোকা, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-কা,

ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কাস্, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্‌স, হ্রাস্, স্থাবাইনা, সিপি, ষ্ট্যানা, ভ্যালিরি; (২) এলাম্, এমোনি, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ককিউ, ক্রেমা, গ্র্যাফা, হেলে; হিপার, ক্যাল্‌মি, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, রুটা, স্থাবাডি, সিকেলী, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

(গ) বালকের জন্য,——একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কফি, হিপার, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ম, সাইলি, সাল্‌ফার, (২) এম্ব্রা, আর্স, অরা, ব্যারাইটা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাস্থা, চায়না, সিনা, ড্রসি, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, পাল্‌স, হ্রাস্, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট্।

(ঘ) যুবকদের জন্য——একোন্, বেল্, ব্রাই, ল্যাকে।

(ঙ) বৃদ্ধের জন্য——এম্ব্রা, অরা, ব্যারাইটা, কোনা, ওপি, সিকেলী।

শারীরিক স্বধর্ম্ম।

৩। কোমল শরীর, শুভ্রবর্ণ, নীলচক্ষু, কটা ও পাতলা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—বেল্, ব্রোমি,, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, ক্রেমা, কোনা, ককিউ, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস্, সাইলি, সাল্‌ফা।

৪। দৃঢ় শরীর ও কালবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে——(১) একোন্, এনাকা, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌মিয়া, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৫। পিত্তপ্রধান ধাতুর পক্ষে——(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স. (২) এণ্টি, আর্স, এসাফি, ক্যানা, কল্‌চি, ডেফ্‌নি, ডিজি, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, সিকেলী, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৬। বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে——(১) একোন্, ব্যারাইটা, বেল, চায়না, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি, ভায়লোওড্; (২) এলাম্, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, ডিজি, গ্র্যাফা, হিপার, হাইয়স, লরোসি, লাইকো, ন্যাট্রাম্, নক্স-ম, ফস-এসি, হ্রাস্, স্থাবাইনা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, টিউক্রি।

৭। লিম্ফেটিক্ বা লোমিকাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি। এতাদৃশ পাত্রে

আঁচড়টী লাগিলেই সেস্থান পাকিয়া পুঁজ জন্মে। তাহাদের পক্ষে——বেল, কাল-কার্ব, কার্ব-ভ, চায়না, লাইকো, মার্ক, স্যাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, ফস, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) এমোনি-মিউ, আর্নি, আর্স, ব্যারাইটা, ডাল্‌কা, ফেরা, গ্র্যাফা, পিট্রো, হ্যাস, থুজা, (স্ক্রফিউলা বা গণ্ডমালার বিশেষ চিকিৎসা দেখ)।

৮। অসাড় ও স্ফীত শরীরের পক্ষে——(১) এমোনি, এণ্টি, আর্স, এসাফি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, হেলে, কেলি, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্যাস, সেনিগা, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৯। হাল্‌কা-শরীরী লোকের পক্ষে——এম্ব্রা, নক্স-ভ, ফস, সিপি।

১০। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে——এম্ব্রা, আর্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, ল্যাকে, মার্ক, স্যাট্রাম, নক্স-ভ, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা; (২) এণ্টি, ব্যারাইটা, ক্যামো, ক্রেমা, কুপ্রা, ফেরা, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বা, পাল্‌স, সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা।

১১। মোটা ও বৃহৎকায় ব্যক্তির পক্ষে——এণ্টি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্‌স, সাল্‌ফার।

১২। নিতান্ত ক্ষীণ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে——এম্ব্রা, বেল, ক্যালাডি, সিকিউ, ককিউ, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা।

১৩। কফীয় ধাতুর পক্ষে——বেল, ক্যাপ্‌সি, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, মেজি, স্যাট্রা-মিউ, পাল্‌স, সেনিগা।

১৪। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে——একোন, আর্স, ক্যামো, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ।

১৫। বিষণ্ণচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে——একোন, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, স্যাট্রাম, প্লাটী, পাল্‌স, হ্যাস, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

১৬। সহজে উত্তেজিত স্বভাববিশিষ্ট লোকের পক্ষে——আর্স, এণ্টি, ক্যালকে, ক্যাম্ফা, কফি, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ফস, প্লাটি, স্যাবাডি।

১৭। গত প্রৌঢ় অবস্থা অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের ঋতু অন্তর্দ্ধানের বয়স——কোনা, ইগ্নে, সিপি, সাল্‌ফা।

১৮। ঋতু অন্তর্দ্ধান হেতু রক্তাধিক্য হওয়ার দরুণ পীড়া হইলে——এমোনি-নাইট্রেট, ল্যাকে, সেঙ্গু, সিপি।

১৯। অনেক সময় সিফিলিস্ বা উপদংশ, সোরা, সাইকোসিস্, স্ক্রফিউলা এবং পারদের অপব্যবহারের দরুণ শরীরের রক্ত ও ধাতু বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া যায়। এতাদৃশ শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে কোন রোগ জন্মিলে নিতান্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধও তাহাতে প্রকৃতভাবে কার্য্য করিতে পারে না; তখন সুচিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার রোগীর শরীর যে ভাবে বিকৃত, তাহার প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে তাহার নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। অনেকেই জানেন পূর্ব্বাপর এরূপ একটী নিয়ম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচলিত আছে যে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ কার্য্যকারী না হইলে সাল্ফার প্রয়োগ করিয়া লইবে। সে নিয়মের মূল এই যে, সাল্ফার মোটামোটীরূপে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থাই সংশোধন করিতে সক্ষম। এস্থলে উল্লিখিত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থারই প্রতিষেধক ঔষধ সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবেশিত হইল। এ সমস্ত অবস্থায় এই সকল ঔষধের প্রায়ই ৩০ ডাঃ কখন কখন ২০০ ডাইলিউসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা যথাস্থানে লিখিত হইবে।

ক। স্ক্রফিউলা বা গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু——(১) সাল্ফার, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব; (২) এগ্নাস্, এসাফি, অবা, ব্যাডিএগা, ব্যারাইটা, বেল্, ক্যাল্-কেরিয়া-আর্স, ক্যাল্-ফস্, ক্যাল্-মিউরি, সিষ্টাস্, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, হাই-ড্রষ্ট, আইয়ড, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফাইটো, ত্রাস্, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, থেরিডি, থুজা এই অধিকারের প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ।

খ। উপদংশ এবং সাইকোসিস্গ্রস্ত ধাতু——(১) সাল্ফার, নাইট্রিক্-এসিড্, মার্ক-আইয়ড্, মার্ক-কর, মার্ক-সল্; (২), আর্জেণ্ট-নাইট্রা, আর্নিকা, আর্স, বার্ব্বেরিস্, কার্ব-ভেজি, কেলি-ব্রাইক্র, ল্যাকে, লাইকো, ফস্-এসি, সিপি, সিফিলিনাম্, থুজা।

গ। সোরা অর্থাৎ চর্ম্মরোগবিশেষগ্রস্ত ধাতু——এই অধিকারে সাল্-ফার, সোরিনাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঘ। পারদের অপব্যবহারের দরুণ শারীরিক অবস্থা বিকৃত হইলে——
(১) হিপার্, নাইট্রিক্-এসি, সাল্ফা, এবং ক্যাল্কেরিয়া অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রথমে হিপার দিয়া তৎপরে নাইট্রিক্-এসিড্ দিবে, যদি তাহাতেও মনোমত ফল না পাওয়া যায়, তবে সপ্তাহে ২। ১ মাত্রা সাল্ফার ব্যবহারের পর ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার কবিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

ঙ। কৃমিগ্রস্ত ধাতু——(২১০-২১৬ পৃঃ দেখ)।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

A

PRACTICAL GUIDE

TO THE

DISEASES, AND SELECTION *of* MEDICINES

AND

THEIR POTENCIES

PART. II.

BY

C. S Kali, *L. M. S* (*University Calcutta*)

Second Edition.

রোগপরিচয় ও রোগানুযায়ী

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল, এম্, এস্
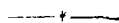
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

১৫০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে সি, কাইলাই এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

উৎসর্গ পত্র।
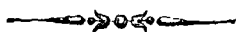
সহোদরোপম, উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলেষু।

জগতের সকলেই শিক্ষালাভ করুক ইহা আপনার হৃদয়ের গাঢ় ইচ্ছা; আপনি সেই ইচ্ছায় জগন্নাথ কালেজ সংস্থাপন করিয়া আপনার পিতা ৺জগন্নাথ বাবুর নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আমিও আপনার সেই ইচ্ছার ফলে আজ জগতে চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত। ডাক্তারি-শিক্ষায় আপনার অমূল্য সাহায্য, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহ এবং ৺পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি না পাইলে, আমার মনোরথ পূর্ণ হইত কিনা সন্দেহ। আমার গ্রন্থ ভাল হউক বা মন্দ হউক আপনার নিকট তাহা অতি মিষ্ট লাগিবে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া অদ্য আমার চিকিৎসা-বিধানের দ্বিতীয় খণ্ড আপনার করকমলে অর্পণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

আপনার

চন্দ্রশেখর।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

রোগপরিচয় ও রোগানুযায়ী

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই পরিচ্ছেদে যে সমুদায় ব্যাধির বিষয় লিখিত হইল তাহা সাধারণ পীড়া, উপসর্গ, অবস্থা বা লক্ষণ বিশেষ। ইহারা কখন বা স্বাধীন রোগ মধ্যে পরিগণিত হয়, কখন বা নানাপ্রকার রোগ সহকারে লক্ষিত হইয়া থাকে, কখন বা সামান্য অবস্থারূপেও প্রকাশ পায়।

প্রথম অধ্যায়।

শিরঃপীড়া বা মাথাধরা।

ইংরাজিতে ইহাকে "হেড্‌এক্" (Headache.) বা "কেফাল্যাল্‌জিয়া" (Cephalalgia) বলে। এই পীড়া, পীড়ানিচয়ের মধ্যে যেমন সামান্য— তেমনি গুরুতর। অন্যান্য অনেক সময় এই পীড়া সামান্য বটে, কিন্তু যখন যন্ত্ররাজ মস্তিষ্ক কিম্বা ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র বিশেষরূপ পীড়িত হইয়া মাথা

ধরে, তখন ইহা অতীব গুরুতর ব্যাধি। অন্যান্য দূরস্থ যন্ত্রের পীড়া হইতেও সহানুভাবক স্নায়ুর প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা মাথাধরার উৎপত্তি হয়। মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইলে তাহাকে "আদ্‌কপালে মাথাধরা" বা "হেমিক্রেনিয়া" কিম্বা "ব্রাউএগু" বলে।

কারণ-তত্ত্ব—১—মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালনগত ব্যাঘাত বা রক্তের অবস্থা পরিবর্ত্তন; জ্বর, পিত্তাধিক্য, শরীরের সাধারণ রক্তাধিক্য বা রক্তক্ষীণতা, দূষিত বায়ু সেবন, মূত্রযন্ত্রের পীড়া হেতু (রক্তে ধ্বংস পদার্থ ইউরিয়া, ইউরিক এসিড্ ইত্যাদির আধিক্যজনিত রক্ত দূষিত হওয়া)। ২—মস্তিষ্কের কিম্বা ইহার কোন আবরকের কোনপ্রকার যন্ত্রগত পীড়া বা ইহাতে আঘাতাদি লাগা; মেনিঞ্জাইটীস্ সেরিব্রাইটীস্, সফেনিং ইত্যাদি। ৩—মস্তিষ্কের অস্থি কিম্বা ইহার সাইনাসাদির পীড়া। ৪—নিউরেলজিয়া বা স্নায়ুশূল। ৫—অন্যান্য কতকগুলি দূরবর্ত্তী কারণ; হৃদ বা ফুস্ফুস্ রোগ; অত্যন্ত কাশি; পাকস্থলী বা অন্ত্রমধ্যে পীড়া; যকৃতগত রোগ; চর্ম্মপীড়া; নানাবিধ জ্বর ও প্রদাহ; ম্যালেরিয়া; বাত; জরায়ুর পীড়া; হিষ্টিরিয়া; স্নায়বীয় অবসাদ উৎপাদক কারণনিচয়—যথা সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া জীবন কর্ত্তন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম; অত্যন্ত সূর্য্যোত্তাপ মধ্যে থাকা; অনিদ্রা; অত্যন্ত দুগ্ধক্ষরণ; অতিরিক্ত রতিক্রিয়া; হস্তমৈথুন; অতিরিক্ত কাফি, চা, মদ্য, তামাক ও অহিফেন সেবন, নানাবিধ ঔষধ খাওয়া। স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের কিম্বা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায়ই সামান্য কারণে সর্ব্বদা মাথাধরা থাকে।

১। শিরঃপীড়াধিকারে—(১) বেল্, চায়না, কলোসি, জেল্স, নক্স-ভ, পাল্স ও সিপি -ার্ব্বপ্রধান ঔষধ। (২) এণ্টি-টা, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, সিমিসি, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস্, সেঙ্গু, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্-এল্ব, ভিরাট-ভি, জিজিয়া; (৩) ইস্কিউ-গ্ল্যাব্রা, ইস্কিউ-হি, আর্ণি, আর্স, এস্ক্লেপিয়াস্, অরা, ব্যাপ্টি, কলোফাই, কার্ব-ভ, সিনা, কলিন্‌জো, কর্ণাস, ককিউ, ডাল্কা, হেমেমে, হেলে, হিপা, ইপিকা, আইরিস্, লেপ্টাণ্ড্রা, লোবি, লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী, ষ্টিক্টা; (৪) এমোনি-মি, এপোসাই, ক্রেমাটি, কোনা, ডায়স্কো, এবিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হাইয়স্, কেলি, ল্যাকে, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, রুস্।

(ক) শিরঃপীড়ার কারণ ও চিকিৎসা—

২। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কফি, জেল্‌স, গ্লোনইন, মার্ক, ল্যাকে, নক্‌স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস্, ভিরাট্-এল্‌ব, ভিরাট্-ভি; (২) ক্যামো, চায়না, সিমিসি, সিনা, ককিউ, ডাল্‌কা, হিপা, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাল্‌ফা, সাইলি ; (৩) এলাম্, এমোনি-কার্ব, এমিল্-নাইট্রা-ইট্, কোনা, হেমেমে, ল্যাকে, লিডা, সেঙ্গু, জিজিয়া।

৩। পাকস্থলীর অসুস্থতা হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) ইস্কিউ-গ্ল্যাব্রা, একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, কলোসি, কর্ণাস্, ইগ্নে, আইরিস্ ল্যাকে, লেপ্‌টাণ্ড্রা, লাইকো, নক্‌স-ভ, পাল্‌স, সেঙ্গু, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা ; (২) বার্বেরিস্, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউপেটো-পাব্‌ফো, নক্‌স-ম।

৪। যদি কোষ্ঠবদ্ধ শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ হয়——(১) ব্রাই, কফি, কলিন্‌জো, নক্‌স-ভ, হাইড্রাষ্টি, ওপি, ভিরাট্, লেপ্‌টাণ্ড্রা।

৫। হিষ্টিরিয়াজনিত শিরঃপীড়ায়——(১) অরা, ককিউ, হেলে, হিপা, ইগ্নে, আইরিস্, মস্কাস্, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, সিপি, ষ্টিক্‌টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্, ক্যামো, ক্যাপ্‌সি, হ্রাস্, কটা।

৬। সর্দ্দিলাগা হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, মার্ক, জেল্‌স, নক্‌স-ভ, সাল্‌ফা ; (২) আর্স, কার্ব-ভ, কলোসি, সিমিসি, সিনা, ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্‌স, লাইকো, মাইবিকা।

৭। নার্ভাস্ অর্থাৎ স্নায়ুজনিত শিরঃপীড়ায়——(১) একোন্, আর্স, বেল্, ক্যাল্‌কে, কলোফাই, সিনা, কলোসি, আইরিস্, পাল্‌স, সেঙ্গু, সিপি, ষ্টিক্‌টা ; (২) ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, ইগ্নে, ইপিকা, নক্‌স-ভ, হ্রাস্, ভিরাট্ ; (৩) আর্ণি, ক্যামো, সিকিউ, ম-ম, হিপা, নাইট্রি-এসি, ওপি, পিট্রো, সাইলি, সাল্‌ফা, থুজা ; (৪) এগার্, এসারাম্, কষ্টি, কোনা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, হেলোনি, হাইবস্, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, স্ট্যাট্রা-মি, প্ল্যাটী, ফস্, স্ক্যাবাইনা, স্পাইজি, জিঙ্ক, (৫) সিমিসি, জেল্‌স, পলিম্, জিঙ্ক-ব্রোমা, জিঙ্ক-ভ্যালি।

৮। রিউমেটিক্ অর্থাৎ বাতজনিত শিরঃপীড়ায়——(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, মার্ক, সিমিসি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা; (২) বেল্, ইগ্নে, ফস্; (৩) কষ্টি, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে-মি, সোডা, সাইলি।

৯। ঋতুকালে রজোজনিত শিরঃপীড়ায়——(১) পাল্স, প্ল্যাটী, সেনিসিও, ইগ্নে, ককিউ, সিমিসি, জেল্স, এট্রোপি। শারীরিক স্বধর্ম্ম সংশোধন জন্য——(২) ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, সিপি ও সাল্ফা দেওয়া উচিত।

১০। ম্যালেরিয়াজনিত শিরঃপীড়া——আর্স, চায়না, চায়নিনাম্-সাল্ফ, চায়নিনাম্-আর্সেনিকাম্, ন্যাট্রা-মি, সিড্রন, জেল্স, কেলি-ফেরো-সায়েনেটাম্।

১১। স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর শিরঃপীড়ায়——(১) একোন্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কলোফাই, সিমিসি, ককিউ, কলোসি, ডাল্কা, হেলোনি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, পাল্স, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, স্পাইজি, ভিরেট্রাম্।

১২। সহজে চঞ্চলমনা ব্যক্তিদের পক্ষে——একোন্, ক্যামো, চায়না, কফি, জেল্স, ইগ্নে, আইরিস্, ইপিকা, স্পাইজি, ভিরেট্রা।

১৩। শিশুদের শিরঃপীড়ায়——একোন্, বেল্, ক্যাপ্সি, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, ইপিকা, জেল্স।

১৪। অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) ক্যাল্কে, ফস্, নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) অরা, ন্যাট্রা-মি, সাইলি, পাল্স; (৩) এনাকা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্।

১৫। শোক এবং অন্যান্য মানসিক চাঞ্চল্য হেতু শিরঃপীড়ায়——ইগ্নে, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

১৬। ক্রোধ হেতু মানসিক চাঞ্চল্যজনিত শিরঃপীড়া——(১) ক্যামো, নক্স-ভ; (২) কলোসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, ষ্ট্যাফি, ভ্রাস্।

১৭। অত্যন্ত উত্তপ্ততা হেতু——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্লোনইন; (২) এমোনি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ইগ্নে, ইপিকা, সাইলি।

১৮। অত্যন্ত কাফি সেবন হেতু শিরঃপীড়া——ক্যাম্মো, ইগ্নে, নক্স-ভ, বেল্, কষ্টি, ককিউ, হিপা, লাইকো, মার্ক, পাল্‌স।

১৯। সাধারণ ধাতুঘটিত দ্রব্য ব্যবহার জন্য শিরঃপীড়ায়——সাল্‌ফার্ সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

২০। তাম্র ব্যবহারজনিত শিরঃপীড়ায়——হিপার্-সাল্‌ফার্।

২১। পারদ্ দোষে শিরঃপীড়ায়——(১) কার্ব-ভ, চায়না, পাল্‌স ; (২) অরা, হিপার, নাইট্রি-এসি, সাল্‌ফা।

২২। রাত্রিজাগরণ হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) ককিউ, নক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) ব্রাই, সাল্‌ফা, ক্যাল্‌কে।

২৩। অত্যন্ত সুরাপান হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) কার্ব-ভ, নক্স ভ ; (২) এণ্টি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস্, সাল্‌ফা।

২৪। অত্যন্ত তামাক কিম্বা নস্য ব্যবহার দরুণ শিরঃপীড়া——একোন্, এণ্টি, ইগ্নে।

২৫। শীত লাগা হেতু——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ডাল্‌কা, নক্স-ভ ; (২) এণ্টি, চায়না, কলোসি, পাল্‌স।

২৬। ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু——একোন্, বেল্, চায়না, কলোসি, নক্স-ভ।

২৭। স্নান করা হেতু শিরঃপীড়া——এণ্টি, ক্যাল্‌কে, পাল্‌স।

২৮। শীতল জলপান হেতু——(১) একোন্, বেল্ ; (২) আর্স, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স।

২৯। মস্তকে কোন প্রকার আঘাত কি চোট লাগা হেতু শিরঃ-পীড়ায়——(১) আর্নি, সিকিউ ; (২) মার্ক, প্টিট্রো, হ্রাস্।

৩০। অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া হেতু শিরঃপীড়ায়——(১) ক্যাল্‌কে, হ্রাস্, এম্ব্রা, আর্নি, ব্রাই, ন্যাট্রাম্, ফস্-এসি, সাইলি (পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা ৩৪৯-৩৭২ পৃঃ দেখ)।

শিরঃপীড়ার গতি—

৩১। অক্ষিগোলক হইতে বেদনা পশ্চাদ্দিকে প্রধাবিত হয়——ক্রোটন্ টি, কমোক্ল্যাড, লিলিযাম্, প্যারিস্-কোযাড্রি, ল্যাকে, ফস্।

৩২। চক্ষু হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বেদনা——ফাইটো।

৩৩। চক্ষুর উপরিভাগস্থ কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত বেদনা—— সিপিয়া।

৩৪। কপাল হইতে পশ্চাদ্দিক পর্য্যন্ত——আর্ণি, ব্রাই, কার্ব্বলি-এসি, কোনা, কুপ্রা, ইউপেটো-পার্ফো, ফর্মিকা, কেলি-বাই, লিলিযাম্, ফাইটো, স্পাইজিযা, থিরিডিয়ান্।

৩৫। গ্রীবার পশ্চাদ্দিগ হইতে উদ্ধ ও সম্মুখভাগে—ক্যাল্ কার্ব্ব, কষ্টি, সিমিসি, ফ্লুওর্-এসি, জেল্স, ল্যাক্নান্থি, সাইলি, এমিল-নাইট্রাইট্।

৩৬। অক্সিপাট্ হইতে বেদনা মস্তকের সম্মুখভাগে প্রধাবিত হয়—— চাযনা, সেঙ্গু, সার্সা, স্পাইজি।

৩৭। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত——ওলিযাম্-এনিম্যালি; (কপাল পর্য্যন্ত—নিকোলাম)।

৩৮। অক্সিপাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত——ক্যাল্ কার্ব্ব, ল্যাক্টিক্-এসি।

৩৯। টেম্পল প্রদেশ হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত——ষ্ট্র্যামো।

৪০। অক্সিপাট প্রদেশ হইতে টেম্পল প্রদেশ পর্য্যন্ত——কোকা।

৪১। অক্সিপাট হইতে কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত——চেলিডো।

৪২। টেম্পল প্রদেশের মধ্য দিয়া একদিক হইতে অন্যদিকে তীব্রবেগে বেদনা ছুটিলে——এলাম্, চায়না, ফস্, সেঙ্গু।

৪৩। বামস্কন্ধ হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত বেদনা ছুটিলে——ইউপেটো-পার্পিউ।

৪৪। বামস্কন্ধ হইতে মাঢী পর্য্যন্ত——অস্মিয়াম্।

৪৫। মস্তক এবং অক্সিপাট হইতে স্পাইন প্রদেশ (মেরুদণ্ড) পর্য্যন্ত—— লিলিযাম, সিমিসি, ষ্ট্র্যামো, পডো।

৪৬। উপর হইতে নিম্নদিকে বেদনার গতি——(১) বেল্, কষ্টি, ক্যামো ; (২) ফস্-এসি, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৪৭। মস্তকের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্দ্দিকে বেদনার গতি——(১) এসাফি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কোনা, ডাল্কা, মার্ক, মেজি, ফস্, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, ভ্যালিবি ; (২) একোন্, এলাম্, কার্ব-ভ, ড্রসি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, নক্স-ভ, ফস্-এসি, স্যাবাডি, সেম্বু, ষ্ট্যাফি, বার্বেবিস্।

৪৮। বহির্দ্দেশ হইতে অন্তর্দ্দিকে গতি——(১) এনাকা, আর্ণি, ক্যাম্ফা, লরোসি, প্লাটী ; (২) ককিউ, ডাল্কা, হেলে, ইগ্নে, প্লাম্বা, স্যাবাইনা, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি।

(গ) শিরঃপীড়ার নির্দ্দিষ্ট স্থান—

৪৯। বাম চক্ষের উপবিভাগে বেদনা——একোন্, আর্স, ব্রোমিন্, ইপিকা, লিলিয়াম্, মার্ক-বিনআইয়ড্, নক্স-জুগ্ল, নক্স-ম, ফস্, সিলিনি, সিপি, স্পাইজি, থিরিডি।

৫০। দক্ষিণ চক্ষের উপবিভাগে বেদনা——কার্বলি-এসি, ক্রোটন্-টি, ইগ্নে, সেঙ্গু।

৫১। টেম্পলপ্রদেশে বেদনা——এগার, এলোজ, আর্জেণ্টা-নাইট্রি, বেল্, আর্ণি, ক্যাক্টা, চেলিডো, চায়না, কোকা, কুপ্রা, জেল্স, ইউপেটো-পার্ফো, ইউপেটো-পার্পি, কেলি-বাই, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, ন্যাজা, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নক্স-ম, ফস্, স্যাবাইনা, সেঙ্গু, সার্সা, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, থিরিডি, থুজা, ট্যারাক্সেকাম্।

৫২। ফ্রণ্ট্যাল অর্থাৎ কপালপ্রদেশে——একোন্, এলোজ, এলাম্, এমোনি-কার্ব, বেল্, ব্রাই, কার্বলি-এসি, চায়নি-সাল্ফ, ক্রোকা, ইউপেটো-পার্ফো এবং পার্পি, হিপার, ল্যাক্টি-এসি, লিলি, ম্যাগ্নে-মি, মিন্যান্থিস্, মার্কিউরিয়ালিস্, মাইরিকা, ন্যাট্রাম্-সাল্ফ, নক্স-ভ, সোরিনাম্, পাল্স, সার্সা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টার-এমিটিক, ভিবার্ট-এল্ব।

৫৩। নাসিকাপ্রদেশে——একোন্, আর্স, ব্যাপ্‌টি, কল্‌চি, ক্রোটন, হিপার, ন্যাট্রা-কার্ব, প্ল্যাটী, সার্সা, সিপি।

৫৪। ব্রহ্মতালু বা ভার্টেক্স স্থানে——এগার্, এলাম্, ব্যাপ্‌টী, ক্যাক্‌টা, ক্যানা-স্যাটা, কার্ব-এনি, কার্বলি-এসি, সিমিসি, কুপ্রা, গ্লোনইন, কেলি-বাই, লিথিয়াম্-কার্ব, ল্যাকে, ওলিয়ম্-এনিম্যালি, ফাইটো, সাল্‌ফা, চেলিডো, ইউপেটো-পার্‌ফো, ল্যাক্‌নান্থি, মার্ক-আইয়ড্, ফস্-এসি, সার্সা, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্‌-এল্‌ব।

৫৫। প্যারাইট্যাল্ অস্থিদেশে——কফি, সার্সা।

৫৬। অক্‌সিপাটপ্রদেশে——ডাল্‌কা, * ইউপেটো-পার্‌ফো, জেল্‌স, বেল্, ইগ্নে, ল্যাক্‌টি-এসি, মার্ক, মার্ক-বিনআইয়ড্, ন্যাট্রা-কার্ব, পিট্রো, সিপি, সাল্‌ফা।

৫৭। সেরিবেলাম্ স্থানে——ক্যাম্ফ, ইলাপ্‌স, আইরিস্।

৫৮। হেমিক্রেনিয়া অর্থাৎ আধকপালে মাথাব্যথা——এনাকা, কষ্টি, বেল্, কল্‌চি, কুপ্রা, ইল্যাপ্‌স, ইউপেটো-পার্‌ফো, পাল্‌স, মার্ক-বিনআইয়ড্, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সেঙ্গু, সার্সা, সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, থুজা।

৫৯। সামান্য অল্পমাত্র স্থানে বেদনা——একোন্, ব্রাই, কাইকো, এম্ব্রা, এনাকা, গ্র্যাফা, হিপা, লরোসি, লিডা, মস্কাস্, নক্‌স-ম, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, স্কুইল।

৬০। মস্তকের ত্বক্‌ভাগে বেদনা——(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্‌কে, চায়না, নাইকো, মার্ক, নক্‌স-ভ, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি ; (২) এলাম্, কার্ব-ভ, কষ্টি, গ্র্যাফা, গুযাই, নাইট্রি-এসি, হিপার, ফস্, পাল্‌স, রুটা, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভিরেট্রা।

৬১। দুই অক্ষিতে বেদনা কিম্বা বেদনা দুই অক্ষি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়——(১) একোন্, ব্যাবাই, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ককিউ, হিপার, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নক্‌স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সিলিনি, সাইলি ; (২) আর্স, বোরাক্‌স, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিকিউ, ইগ্নে, ক্রিযেজো, ফস্, ফস্-এসি, সাল্‌ফ-এসি, স্পঞ্জি।

৬২। কর্ণদেশে বেদনা কিম্বা বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়——

(১) ক্যাম্ফা, লাইকো, মার্ক, মস্কাস্, মিউর-এসি, হ্রাস্, পাল্স, সিপি, সাল্ফা; (২) এনাকো, এলাম্, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, কষ্টি, কোনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, ফস্।

৬৩। নাসিকামূলে বেদনা কিম্বা বেদনা নাসিকামূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়——(১) একোন্, হিপাব, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্; (২) আর্স, ব্যাপ্টি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, ষ্ট্যানা।

৬৪। বেদনা দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়——(১) ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, হ্রাস্, সিপি; (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, সাল্ফা।

৬৫। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা কিম্বা বেদনা গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়——ব্যাবাই, বেল্, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্স, স্যাবাইনা।

(ঘ) মাথার বেদনা স্থানে যে প্রকার ভাবযুক্ত বেদনা অনুভূত হয়——

৬৬। নাড়ীর গতির ন্যায় দপ্দপ্ করে——বেল্, বোভি, ক্যাল্কে, চায়না, গ্লোনইন, চায়নি-সাল্ফ, ইউপেটো-পারফো এবং পার্পিউ, ইগ্নে, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নক্স-ম, ফস্, সার্সা, ষ্টিলিন্জিয়া, থিবিডি।

৬৭। চড়চড় করিয়া ফাটিয়া যাওয়া অথবা কামড়ানবৎ বেদনা —— কফি, ডিজি, পাল্স, সিপি।

৬৮। বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় বেদনা ——হেলে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সার্সা।

৬৯। হাতুড়ির আঘাতের ন্যায়——একোন্, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ক্যাল্কে, কুপ্রা, ড্রসি, ইগ্নে, আইরিস্, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, সার্সা, সিপি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৭০। বারুদে অগ্নি সংযোগে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায়——ডিজি, সোরিনাম্।

৭১। ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ার ন্যায়—এলাম্, ইথুজা, কফি, ম্যাগ্নে।

৭২। ক্ষতস্থানের ন্যায় বেদনা——ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, ফাইটো।

৭৩। কি প্রকার বোধ হয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না——ককিউ, প্লাম্বাম, ষ্ট্র্যামো।

৭৪। কাঁপা বোধ হয়——আর্জেণ্ট-মেটা, ককিউ, কুপ্রা, থুজা।

৭৫। একটী স্তূপের ন্যায় বোধ হয়——কোনা, ভিরেট্রা।

৭৬। একটী গোলার ন্যায় বোধ হয়——ষ্ট্যাফি।

৭৭। ঠাণ্ডাবোধ হয়——ক্যাল্-কার্ব।

৭৮। মাথার ভিতর দুর্ব্বল বোধ হয়——গ্র্যাফা, সিপি।

৭৯। মাথার ভিতর শিথিল বোধ হয়——ব্যারিয়াম্-কার্ব, কার্ব-এনি, সিকিউ, ক্রোকা, ডিজি, হাইয়স্, কেলি, লরোসি, নক্স-ম, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

৮০। কসিয়া বাঁধার ন্যায় বোধ হয়——বেল্, কার্বলি-এসি, আইয়ড্, কেলি-ব্রোমাইডম্, লাইকো, সার্সা।

৮১। মস্তক বিস্তারিত বোধ হয়——এপোসাই, ক্যানা, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, বোভি, কোরাল, ডাল্কা, ইণ্ডিগো, ল্যাক্নাস্থি, ম্যাগ্নে, সিকে, প্ল্যাটী, সাল্ফা, প্যারিস-কোয়াড্রি।

৮২। মস্তকের ভিতরে যেন জল নড়িতেছে——আর্স, বেল্, গ্লোনইন, হিপা, হাইয়স্, নক্স-ম, প্ল্যাটী, স্পাইজি।

৮৩। মাথা দুইভাগ হইয়া ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা——(১) বেল্, ব্রাই, চায়না, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, এমোনি, এণ্টি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কষ্টি, গ্র্যাফা, মার্ক, ন্যাট্রা, প্ল্যাটী, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রেন্শিয়ানা।

৮৪। আক্ষেপযুক্ত বেদনা——(১) একোন্, আর্ণি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কলোসি, ইগ্নে, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো; (২) এম্ব্রা, এগ্নাস্, চায়না, কল্চি, মেজি, মস্কা, নক্স-ম, নক্স-ভ, পিট্রো, সিপি, জিঙ্ক্।

৮৫। চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা——আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, হেলে, লাইকো, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, একোন্, এলাম্, এনাকা, কষ্টি, ক্যাল্কে, সিকিউ, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাল্ফ-এসি।

৮৬। যেন কোন ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সাইক্লে, আইয়ড্, লরোসি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্যানা, সাল্ফা।

৮৭। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা—(১) ক্যাল্কে, ডাল্কা, হিপা, পাল্স, সিপি; (২) এমোনি-মি, বেল্, কফিউ, ইগ্নে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, স্যাবাইনা, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

৮৮। মস্তকে প্রেক বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা—(১) একোন্, আর্ণি, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সাল্ফ-এসি; (২) এসাফি, কার্ব-ভ, কফিউ, কফি, ডাল্কা, হেলে, ক্রিয়েজো, ন্যাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ডা, থ্রাস, থুজা।

৮৯। ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা——(১) আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, চায়না, কোনা, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, পিসি, সাইলি, সাল্ফা; (২) এম্ব্রা, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ফস্, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি।

৯০। চিড়িক মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা——(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কষ্টি, কোনা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা, পিট্রো, পাল্স, ফস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা; (২) এলাম্ আর্ণি, এসাফি, ক্যাল্কে, চেলিডো, চায়না, ল্যাকে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৯১। আঘাত লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা——(১) অরা, বেল, ক্যাম্ফ্, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্স, ভিরেট্রা; (২) এলাম্, আর্স, এমোনি-মি, কার্ব-এনি, কষ্টি, কোনা, হিপা, ইপিকা, মার্ক, মিউর্-এসি, ফস্, ফস্-এসি, থ্রাস, সিপি, সাল্ফা, ষ্ট্যানা, জিঙ্ক্।

৯২। বাণবিদ্ধের ন্যায় বেদনা——(১) এম্ব্রা, আর্ণি, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, ইগ্নে, কেলি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি; (২) এনাকা, কষ্টি গ্র্যাফা, লাইকো, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বাম, সাল্ফা।

৯৩। ব্রহ্মতালু বা মস্তকের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ হয়——(১) বেল্, ক্যাল্কে, ফস, সিপি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) একোন, আর্ণিকা, ডাল্কা, মস্কাস্।

৯৪। মাথার ভিতর জ্বলিয়া যায়——(১) একোন, বেল্, ব্রাই, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, স্যাবাডি, সিপি, (২) এমোনি, আর্জেণ্টাম্, আর্ণি, কার্ব-ভ, কষ্টি,

ককিউ, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হেলে, মিউর্-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, ভিবাট্।

৯৫। মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে——(১) অরা, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ল্যাকে, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) একোন, ব্যারাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, হেলে, মিউর্-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, ভিরাট্।

৯৬। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক আল্গা হইয়া নড়িতেছে এবং পড়িয়া যাইবে——(১) একোন, বেল্, চায়না, সিপি, সাল্ফা; (২) আর্স, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, সিকিউ, কফি, কেলি, লাইকো, পেলাডি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস, স্পাইজি।

৯৭। মাথার ভিতর যেন কোন কীট হাঁটিয়া বেড়াইতেছে—(১) আর্নি, কল্চি, হাইয়স্, লরোসি, ম্যাগ্নে, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস; (২) একোন, ব্যারাই, ক্যাস্থা, ককিউ, সিকিউ, কুপ্রা, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, সাইলি, সাল্ফা।

৯৮। বোধ হয় যেন মাথার ভিতর একটী গোলা উঠিতেছে——একোন, ইগ্নে, ল্যাকে, প্লাম্বা, সিপি।

৯৯। বোধ হয় যেন মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিতেছে——অরা, কল্চি, ম্যাগ্নে, পাল্স, স্যাবাইনা, জিঙ্ক্।

(ঙ) শিরঃপীড়াজনিত উপসর্গ——

১০০। মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ——একোন, বেল্, ইগ্নে, ল্যাকে, স্ট্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী, সাইলি, সাল্ফা।

১০১। বেদনা হেতু বোধ ও বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়া যায়——একোন, এম্ব্রা, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, হেলে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা।

১০২। ভার্টিগো অর্থাৎ মাথাঘোরা উপস্থিত হয়——একোন, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, এনাকা,

ককিউ, চায়না, কোনা, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, স্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, থ্রাস, সিপি।

১০৩। চক্ষে ঘোর দেখে অথবা দুর্ব্বল দৃষ্টিশক্তি——একোন আর্নি, বেল, ক্যাল্কে, ক্যামো, সিকিউ, হাইয়স, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

১০৪। কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ——(১) একোন, আর্স, বোরা-ক্স, চায়না, নক্স-ভ- পাল্স, থ্রাস, ষ্ট্যাফি থুজা।

১০৫। বমনেচ্ছা কিম্বা বমন হয়——(১) এমোনি, আর্নি, বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, কলোসি, ইপিকা, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম, চায়না, ক্যাল্কে, ককিউ, কোনা, ডাল্কা, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

১০৬। শয্যায় পড়িয়া থাকে——(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কোনা, নক্স-ভ, ফস্-এসি, পাল্স, থ্রাস, সিলিনি, সিপি, (২) এলাম, এমোনি, এনাকা, বেল, গ্র্যাফা. চেলিডো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, পিট্রো, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা।

(চ) শিরঃপীড়ার সময়——

১০৭। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেদনা হয়——(১) এলাম, কার্ব-ভ, লরোসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ফস্, পাল্স, সাল্ফা; (২) কলোসি, হিপা, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, থ্রাস, সিপি, সাইলি, ভ্যালি।

১০৮। রাত্রে কিম্বা সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে বেদনা——(১) বেল, চায়না, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, (২) এলাম, আর্স, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সার্সা, কষ্টি।

১০৯। প্রাতে জাগ্রত হইলে বেদনা——(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কেলি, লাইকো, নক্স-ভ, ন্যাট্রা-মি, সাল্ফা; (২) ব্যারাই, বেল, ক্যামো, চায়না, কফি, কোনা, হিপা, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, থুজা।

১১০। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে——(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না,

হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, (২) এমোনি-মি, আর্স, অরা, ব্যারাই, বেল্, কার্ব-এনি, কোনা, আইয়ড্, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ম, মিউর্-এসি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, থুজা, ষ্ট্যাম্।

১১১। আহারের পর——(১) এমোনি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা; (২) এলাম্, আর্ণি, ব্যারাই, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চায়না, সিনা, কোনা, কফি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, পাল্স, নাইট্রি-এসি।

(ছ) শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির অবস্থা——

১১২। মানসিক পরিশ্রম (লেখাপড়া এবং চিন্তা ইত্যাদি) হেতু পীড়ার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি——(১) ক্যাল্কে, চায়না, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি; (২) আর্ণি, অরা, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিনা, ককিউ, কফি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

১১৩। খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি, কিন্তু ঘরের মধ্যে উপশম বোধ হইলে——(১) ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, কফি, কোনা, হ্রাস্, স্পাইজি, সাল্ফা; (২) বেল্, ফেরা, হিপা, ম্যাগ্নে, মার্ক, মিউর্-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি।

১১৪। ঘরের ভিতর থাকিলে পীড়ার বৃদ্ধি, এবং খোলা বাতাসেও পীড়ার বৃদ্ধি——(১) এলাম্, আর্ণি, এসারাম, বোভি, কার্ব-এনি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ফস্, পাল্স, স্যাবাইনা; (২) একোন, এণ্টি, হেলে, সিপি, সাল্ফা।

শিরঃপীড়া সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। }:——

এসিটিক্-এসিড্——বায়ুপিত্তজনিত শিরঃপীড়া। অত্যন্ত খিট্‌খিটে। মানসিক ভাব গোলযোগপূর্ণ। কোন প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু

পীড়ার বৃদ্ধি। মাথাঘোরা, তৎসঙ্গে মাথাভার এবং মাতালের ন্যায় অবস্থা। টেম্পল্ প্রদেশের শিরা সমস্ত পরিপুষ্ট দেখা যায়।

একোনাইট্—আধ-কপালে মাথাব্যথা; ইহাকে কেহ কেহ "সূর্য্য-ব্যথাও বলিয়া থাকে, এই প্রকার ব্যথা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়, মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে উপশম বোধ হয়। চক্ষুকোটরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত মত প্রত্যহ এই বেদনা উপস্থিত হয়; উপুড় হইলে বা শয়ন করিলে এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কপালে পূর্ণত্ব এবং ভাববোধ, যেন সমস্ত মস্তিষ্ক চক্ষের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। মাথার ভিতর আঘাত এবং তীরছুটার ন্যায় বেদনা। এপ্রকার শীরঃপীড়া, বোধ হয়, যেন মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতেছে। চলিয়া বেড়াইতে, জলপান করিতে, কথা বলিতে, এবং সুর্য্যোত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি। এ প্রকার জ্বালাযুক্ত মাথাবেদনা, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক গরম জলে ভাসিয়া যাইতেছে। গরম ঘরের ভিতর যাইলে বোধ হয়, যেন কপালের দিক চাপিয়া ধরিয়াছে। কপালে, টেম্পল প্রদেশে এবং মস্তকের উপরিভাগে চাপনবৎ বেদনা। শিরঃপীড়া এত গুরুতর যে, তাহাতে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায় এবং মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া থাকে। কম্প, শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, রক্তাধিক্য এবং ব্যাকুলতা, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, অথবা রক্তবর্ণ ও উষ্ণ। নাড়ী পূর্ণ এবং বলবান, অথবা ক্ষুদ্র ও দ্রুতগতি। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। ঘ্রাণ-শক্তির অত্যন্ত প্রখরতা। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

ইথুজা-সাইনো—অত্যন্ত শিরঃপীড়া বোধ হয়, যেন মস্তিষ্ক খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। কপাল প্রদেশে এরূপ চাপনবৎ বেদনা, যেন কপাল ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধিসময়ে বমন এবং শেষভাগে উদরাময়। বাতকর্ম্ম হইলে শিরঃপীড়ার লাঘব হয়। মস্তকের ভিতর চিড়িক্ দিয়ে উঠে এবং নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বোধ হয়। অক্সিপ্নাট্ (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ) এবং মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা। পশ্চাদ্দিকে ঘাড় বাঁকাইলে ভাল বোধ হয়। সর্ব্বদা যেন তাহার চুল ধরিয়া কে টানিতেছে এরূপ বোধ করে। আধকপালে মাথাধরা।

এগারিকাস্—যেন বরফখণ্ডের তীক্ষ্ণভাগ কিম্বা অত্যন্ত শীতল সূচিকানিচয় মস্তকে বিদ্ধ হইতেছে। কোরিয়া-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া। জ্বর হইলেই যে ব্যক্তির সহজেই বিকার উপস্থিত হয়—এ প্রকার ব্যক্তির মাথাধরা। অসাড় অবস্থাপন্ন শিরঃপীড়া (বিশেষ কপালপ্রদেশে।) সদা মস্তক এদিক ওদিক সঞ্চালন করে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। মস্তকের বামভাগে ছিন্ন হওয়ার ন্যায় এবং চাপনবৎ বেদনা। মস্তকের দক্ষিণদিকে প্রেকবিদ্ধের ন্যায় বেদনা; বসিয়া থাকিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। হিষ্টিরিয়ার ভাব ও তৎসঙ্গে মাংসপেশীসমূহের ঝাঁকি মারিয়া আক্ষেপ। অত্যন্ত লেখনী-চালনা ইত্যাদি জন্য শিরঃপীড়া।

এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্—জরায়ু, ওভেরি, অণ্ডকোষ, অথবা অন্যান্য সাধারণ জননেন্দ্রিয়ের গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়ায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বপ্নদোষ, শুক্রক্ষরণ, জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা ইত্যাদি এবং অবিবাহিত ব্যক্তির স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। সে (স্ত্রী) সর্ব্বদাই বলে যে, মরিয়া যাইব, এবং সেইজন্য মিলাঙ্কোলিয়া ও হাইপোকণ্ড্রিয়াভাবযুক্তা। দক্ষিণ চক্ষু এবং টেম্পলপ্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা, যেন কেহ ঘুসি মারিয়াছে, স্পর্শমাত্র তাহাতে লাগে, চলিয়া বেড়াইলে এবং সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। অধ্যয়ন-জনিত সঙ্কোচনভাবাপন্ন শিরঃপীড়া। সেঁত্সেঁতে গৃহে বাস হেতু মস্তকের উপরিভাগে বেদনা। এক নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া থাকিলে বেদনার উপশম বোধ হয়।

এলোজ্—কপালপ্রদেশে এক প্রকার অসাড় ভাবের বেদনা, তজ্জন্য কোন পরিশ্রম (বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম) করিতে অপারগ হয়। কপালদেশে শিরঃপীড়া হেতু চক্ষুদ্বয় ভারী এবং বমনেচ্ছা। ব্রহ্মতালুতে ভারবোধ হইয়া চক্ষেরদিকে চাপন দিতে থাকে, ও তৎসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুখমণ্ডলে গরম বোধ ও চক্ষুর সম্মুখে জোনাকী-পোকার ন্যায় জ্বলিতে থাকে। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম বোধ; তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। ভালরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে শিরঃপীড়া ও পেট বেদনা।

এলুমিনা—মাথাধরা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, চুপ করিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। কপালস্থান বেদনায় দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। সিঁড়ি দিয়া উপর তালায় উঠিবার কালে বেদনার বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের ভিতর চিড়িক্ মারিয়া উঠা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা।

এলুমিনিয়াম্ বা এলুমিনিয়াম্-মেটালিকাম্—স্ক্রফুলাধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে (যদি প্রাচীন সর্দ্দি পীড়া থাকে) উপযোগী। শিরঃ-পীড়া সহ বমনেচ্ছা, মস্তকের সম্মুখভাগে যন্ত্রণা। চক্ষু এবং নাসিকায় রক্তাধিক্য। নাসিকা হইতে রক্তপাত। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। রাত্রিতে শয়নের সময়ে মস্তকে এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং প্রাতে উঠিলে পর বেদনা নিবারণ হইয়া যায়। একদিন পর একদিন শিরঃপীড়া। তাহার (স্ত্রী) চক্ষু মেলিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, বাতাসে হাঁটিলে কি সিঁড়ি দিয়া উপরতালায় উঠিতে বৃদ্ধি।

এম্ব্রা—কপালপ্রদেশে চাপনবৎ বোধ ও তাহাতে উন্মাদ হইবার ভয়। ব্রহ্মতালু যেন অত্যন্ত বেদনার সহিত ছিঁড়িয়া গেল এরূপ বোধ হয়। মোটা-মুটি মস্তিষ্কের উপরিভাগের সমস্ত অংশেই বেদনা ও তৎসঙ্গে মুখ ফেঁকাশে এবং বাম হস্ত শীতল। গ্রীবার পশ্চাদ্দিক হইতে বেদনা উঠিয়া কপালের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অক্‌সিপাটের নিম্নভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে।

এমোনি-কার্ব—মস্তিষ্ক যেন আলগা বোধ হয়, যেদিকেই শয়ন করে সেই দিকেই যেন গড়াইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের নানা স্থানে চিড়িক্ মারাবৎ বেদনা। নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, আঘাত করার ন্যায়, এবং চাপনবৎ বেদনা; কপালদেশে এমন বোধ হয় যেন ইহা ফাটিয়া গেল; আহারের পর এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি; গরম ঘরে থাকা এবং চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। স্থূলকায়া এবং প্রায় সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া জীবনযাপন করে এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এনাকার্ডিয়াম্—পাকস্থলী এবং স্নায়ুর দোষে শিরঃপীড়া। যেন বাহির হইতে ভিতরের দিকে চাপনবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া কপালে ও

তৎপরে মস্তকের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। উচ্চৈঃশব্দে গোলমাল এবং তীক্ষ্ণ গন্ধ ও ভ্রমযুক্ত পাদবিক্ষেপ হেতু অক্সিপাট্ প্রদেশে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মস্তকের সম্মুখদিকে চাপনবৎ বেদনা। খিট্‌খিটে স্বভাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেদনার বৃদ্ধি, অত্যন্ত চাপিয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, অবশেষে সমস্ত মস্তকে বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চলিয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি; আহারের পর, অথবা রাত্রে শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। মুখমণ্ডলে ছিড়িয়া যাওয়ার ন্যায় এবং চুলকানভাবের সহিত এক প্রকার বেদনা। নিশ্বাস দুর্গন্ধময়।

এণ্টি-ক্রুড্—কপালপ্রদেশের ব্যথায় যেন অজ্ঞানাপন্ন করে এবং বেদনা এত গুরুতর হয়, যে বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবার সময়েও ব্যাকুলতার সহিত ঘর্ম্ম হয়। নদীতে স্নান করার পর অত্যন্ত মাথাব্যথা, ও তৎসঙ্গে শাখা-সমস্ত নিতান্ত দুর্ব্বল ও আহারে অনিচ্ছা। স্থূলবেদনাযুক্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, ও সিঁড়ি দিয়া উপরতালায় উঠিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি। চুল পড়িয়া যাওয়া। বমনেচ্ছা। আহারে অনিচ্ছা। বমন। চক্ষের উপরিভাগে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা, মধ্যাহ্নে উহার বৃদ্ধি ও রাত্রিতে উপশম (বমনে উপশম বোধ হয় না)। ফ্রণ্ট্যাল্ সাইনাস্ অর্থাৎ নাসিকার মূলদেশ হইতে শ্লেষ্মা-নির্গমন হেতু কপাল প্রদেশে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ও তৎসঙ্গে নাসিকা বদ্ধ। হস্তপদ দুর্ব্বল।

এপিস্-মেলি—মস্তিষ্ক এরূপ ক্লান্ত বোধ হয় যেন অসাড় অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে স্থূল, ভারযুক্ত এবং টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ও তৎসঙ্গে চক্ষুকোটরের ভিতরেও বেদনা। পুরাতন শিরঃপীড়া হেতু কপাল, টেম্পল এবং চক্ষুস্থানে বেদনা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, বমনেচ্ছা ও বমন। জ্বালাযুক্ত এবং দপ্‌দপ্ করিয়া লাফানবৎ বেদনা. উপুড় হইলে কিম্বা চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি; হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে ক্ষণকালের জন্য ভাল-বোধ হয়। শয়ন বা উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং গরম গৃহমধ্যে বৃদ্ধি। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া। আর্টিকেরিয়া নামক ইরাপ্‌শান্ এতৎসঙ্গে দেখা যায়।

আর্জেণ্টাম্-মেটা—মস্তকের ভিতর শূন্য শূন্য ভাবযুক্ত বেদনা। চাপনসহ জ্বালাযুক্ত বেদনা অস্থিভাগে (বিশেষ টেম্পল্ অস্থিতে) বোধ হয়। প্রত্যেকদিন দুই প্রহরের সময় এই বেদনা আরম্ভ হইয়া থাকে, তৎসঙ্গে মস্তকের বহির্ভাগে ক্ষতস্থানের বেদনার ন্যায় বেদনা হয়; চাপিয়া ধরিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং খোলা বাতাসে উপশম বোধ হয়। মস্তকের বামদিকে এ প্রকার বেদনা যে, তাহাতে প্রথমতঃ বোধ হয় যেন অল্প অল্প মস্তিষ্ক টানিতেছে; পরে যেন কোন একটী স্নায়ু একেবারে ছিঁড়িয়া গেল, এবং হঠাৎ বেদনা থামিয়া গেল। পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা এবং মানসিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি হেতু ডিস্‌পেপ্‌সিয়াজনিত-শিরঃপীড়া।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রা—মিগ্রিন নামক এক প্রকার শিরঃপীড়া মস্তকের ও মুখমণ্ডলের পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে, ইহা যকৃৎ, পাকস্থলী অথবা জরায়ুর গোলযোগ হেতু উৎপন্ন হয়। মানসিক চঞ্চলতা অথবা টেম্পারেচার (তাপ) পরিবর্ত্তন হেতু শিরঃপীড়া; তৎসঙ্গে সমস্ত শরীরে কম্পন; বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এবং প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি বন্ধ। বোধ হয় যেন মস্তকের অস্থি সমুদয় পৃথক্ হইয়া গেল, এবং শরীরে বিশেষ মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে যেন প্রসারিত হওয়ার ভাব বোধ। মস্তক চাপিয়া ধরিলে কিম্বা বাঁধিলে ভালবোধ হয়। অত্যন্ত মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি। পড়িবার সময় বোধ হয় যেন একটী বর্ণ অন্যটীর মধ্যে মিলিয়া যায়। মাথাঘোরা, বমন এবং হস্ত কম্পন। ব্রেইনফ্যাগ্ (Brainfag) নামক পীড়া।

আর্ণিকা—চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, তৎসঙ্গে মস্তকের সম্মুখভাগে চাপনবৎ ভার এবং হরিৎবর্ণের বমন। টেম্পল প্রদেশে যেন লৌহশলাকা বিদ্ধ হইতেছে, তৎসঙ্গে নিশীথ সময়ে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা। মস্তক যেন দগ্ধ হইয়া যায় এরূপ জ্বালা। কিন্তু সমস্ত শরীর শীতল। বিশ্রামের সময় উপশম বোধ। ছুরিকা দ্বারা মস্তকে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইয়া পরে মস্তকের অভ্যন্তর শীতল বোধ হয়। বমনেচ্ছাসহ মাথাঘোরা, উঠিলে বা সঞ্চালন করিলেই তাহার বৃদ্ধি। পরিশ্রম, অধ্যয়ন, চিন্তা ও কোন প্রকার চোট লাগামাত্র অস্থির হইয়া যায়। ঐ যন্ত্রণা হেতু কোন কার্য্য করিতে পারে না।

মানসিক চাঞ্চল্য হইবামাত্র পুনবায় শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করে।

আর্সেনিক-এলবাম্—মস্তকের সম্মুখভাগে প্রখর বেদনা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা। মাথা উঠাইলেই ছিঁড়িয়া পড়ে ও তৎসঙ্গে বমন হয়, ঘামের পর শিরঃপীড়া; শীতলজল প্রয়োগে অথবা ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। এরূপ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা; নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া।

এসাফিটিডা—হিষ্টিরিয়াযুক্ত আধকপালি মাথাব্যথা, তৎসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল, মাথা গরম, চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, পাকস্থলীর গোলযোগ, মুখে পচা স্বাদ, পেট ডাকা এবং ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়। শিরঃপীড়া; সন্ধ্যার সময় গৃহের ভিতর বিশ্রামকালে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি। সুবাতাসে চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ। সহজে চঞ্চল হওয়া স্বভাব।

অরাম্-মেটা—গরম না রাখিলে, মাথার ভিতর দিয়া এরূপ বোধ হয় যেন বায়ুস্রোত প্রবিষ্ট হইতেছে। মাথা উষ্ণ এবং রক্তাধিক্য-যুক্ত, তৎসঙ্গে চক্ষের সম্মুখে জোনাকী-পোকা জ্বলিতে থাকে এমন বোধ। মুখমণ্ডল চক্‌চকে, স্ফীত। মানসিক চাঞ্চল্য হেতু বৃদ্ধি। অর্দ্ধ মস্তকে শিরঃপীড়া। চিড়িক্‌মারা ও দাহযুক্ত যন্ত্রণা। কপালের একদিকে আঘাতপ্রাপ্তের ন্যায় বেদনা, বমনেচ্ছা, এমন কি পিত্তমিশ্রিত বমনও হয়।

বেলেডোনা—সমস্ত মস্তকে এরূপ ভার ও চাপনবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন মদ্যপান করিয়াছে, কিম্বা পাথর দ্বারা চাপা লাগিতেছে, অথবা, স্ক্রুদ্বারা এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে, যেন মাথা সংকীর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাইবে। কপালে এরূপ একটি গুরুতর ভারবৎ চাপ বোধ হয় যে, সে তদ্দরুণ চক্ষু মেলিতে পারে না; যেস্থান স্পর্শ করিলে বেদনা লাগে, চলিয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি; ও শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম বোধ, উঠিয়া দাঁড়াইলে বেদনা পুনরুপস্থিত হয়। চক্ষুকোটরে এবং নাসিকার মূলদেশে টানিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা ও তাহাতে চাপনবৎ বোধ। ব্রহ্মতালুতে খননবৎ এবং ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। উপুড় হওয়ামাত্র

বেদনা এত বৃদ্ধি হয় যে, তখন কাশিলে, অথবা হঠাৎ চলিয়া বেড়াইলে তদ্বেগে মস্তকের ভিতর হইতে যেন সমস্ত পদার্থ কপালের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, এরূপ বোধ হয়। হাঁটিয়া বেড়াইবার সময় এবং প্রতিপাদ-বিক্ষেপের সঙ্গে এরূপ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িয়া যাইতেছে। মাথা উঁচু করিয়া শয়ন করিলে বা পশ্চাদ্ভাগে বক্রভাবে থাকিলে ভাল বোধ হয়। সমস্ত শরীর এবং মাথায় একত্রে রক্তবহা নাড়ী সমস্ত দপ্ দপ্ ভাবে স্পন্দন করিতে থাকে।

বার্বেরিস্—যকৃতের রোগসংযোগ অথবা বাতের পীড়ার সঙ্গে শিরঃ-পীড়া। চাপনবৎ, খননবৎ এবং টানিয়া ধরার ন্যায় মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা, উপুড় হইলে বৃদ্ধি এবং সুবাতাসে ভাল বোধ। মস্তকটী যেন স্ফীত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। কপোলদেশ বসিয়া যাওয়া, দেখিতে পীড়িতের ন্যায়।

বিস্মাথ্—পর্য্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া ও পাকস্থলীর বেদনা। আহারের পর তৎক্ষণাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং অপরিপক্ক পদার্থের বমন হইয়া উপশম বোধ হইয়া থাকে। কপালের সম্মুখভাগে চাপনবৎ ভার বোধ; চলিলে উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেকবার আহারের পর পাকস্থলীতে ভার বোধ। পীড়ার প্রত্যেকবার আক্রমণের সঙ্গেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

বোভিস্টা—টেম্পল প্রদেশে অত্যন্ত স্নায়ুশূল, তাহাতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মস্তকের সম্মুখভাগে অত্যন্ত শূলবৎ বেদনা ও লেখাপড়ার সময় বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল এবং উষ্ণ। মাথা সঞ্চালন করিলে শিরো-ঘূর্ণন উপস্থিত হয়। কঞ্জাংটাইভার রক্তাধিক্য এবং তৎসঙ্গে চক্ষে চিড়িক্-মারাবৎ বেদনা।

বোভিস্টা— এরূপ বোধ হয় যেন মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে, রাত্রিতে অত্যন্ত গাঢ় বেদনা, বসিলে পীড়ার বৃদ্ধি। প্রাতে দক্ষিণদিকে ও সন্ধ্যার সময় বামদিকে বেদনা, স্ত্রীলোকের রজোদোষজনিত শিরঃপীড়া, মস্তকের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা, কপালে এবং ব্রহ্মতালুতে অজ্ঞান-ভাবকারী বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মূত্রনিঃসরণ। চাপ লাগিলে ও রাত্রিতে

বসিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। আহারের পর এবং ঘর্ম্ম হইলে শরীর ভাল থাকে।

ব্রোমিয়াম্—দুগ্ধখাবার পর শিরঃপীড়া। বামদিকের আধকপালে বেদনা, তৎসঙ্গে নাড়ীর আয়তন এবং গতি বৃদ্ধি দেখা যায়। রৌদ্রে পীড়ার বৃদ্ধি, ছায়ায় উপশম।

ব্রাইওনিয়া—শিরঃপীড়াতে এরূপ বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া গেল; তৎসঙ্গে মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। সামান্য একটু শরীর সঞ্চালন করিলে এমন কি, চক্ষের পাতা নাড়িলেও পীড়ার বৃদ্ধি বোধ হয়। চক্ষুগোলকে এত বেদনা যে, রোগী তাহাতে হাত দিতে পারেনা। মাথা যেন ফাটিয়া গেল (বিশেষ দক্ষিণদিকে) ঐ বেদনা কপোলদেশ এবং মুখমণ্ডলের অস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। চিড়িক্‌মারা ও দপ্‌দপ্‌করাবৎ বেদনা ললাট হইতে অক্‌সিপাট্‌ পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে। অক্‌সিপাট্‌ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা। প্রাতঃকালে উঠিবামাত্র বেদনা হয় না, কিন্তু জাগ্রত হইয়া কিছুকাল পর এবং মস্তক ও চক্ষুচালনা করিলে বেদনা অনুভব হয়। মাথাবেদনার সঙ্গে বমন, বমনেচ্ছা এবং শয়নেচ্ছা। মধ্যাহ্নে আহারের পর ও কুঁজ হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। ব্যাকুল, খিট্‌খিটে স্বভাব।

বাফো—প্রখর রৌদ্রে এবং গোলমালে পীড়ার বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও পদদ্বয় শীতল। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া। একপার্শ্বে মাথাব্যথা (বিশেষতঃ দক্ষিণে)? নাসিকা হইতে রক্তপাত দ্বারা উপশম বোধ। মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব—একপার্শ্বের মুখ ফেঁকাশে এবং স্ফীত। মস্তকের ভিতর এবং বাহিরে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডাবোধ। প্রত্যেক উদ্গার ও বমনেচ্ছার সঙ্গে শিরঃপীড়া। স্বাদশূন্য উদ্গার এবং বমনেচ্ছাসহ শিরঃপীড়া। অনেক সময় মানসিক চাঞ্চল্য, উপুড় হওয়া, অথবা সুবাতাসে ভ্রমণ করা হেতু বৃদ্ধি। চক্ষু বুজিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে ভালবোধ হয়। অক্‌সিপাট্‌ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাথার ভিতর বেদনা, ঐ বেদনা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকে। অত্যন্ত ভারবস্তু উঠান হেতু শিরঃপীড়া। সিঁড়ি দিয়া উপর তালায়

উঠিলে, ও কথা বার্ত্তা বলিলে পীড়ার বৃদ্ধি। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ভালবোধ হয় ও বমনের সহিত পিত্ত ও মিউকাস্ দেখা যায়।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্—বিদ্যালয়ের বালকদিগের ও বালিকাদিগের শিরঃপীড়া। কখনও কখনও এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (বিশেষ মানসিক পরিশ্রমের পর)। কখনও অস্থিসংযোগস্থলে (Sutures) অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে উদরাময়। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পীড়ার বৃদ্ধি। মাথাব্যথা, কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত অথবা টেম্পলপ্রদেশ হইতে চোয়াল পর্য্যন্ত এবং তৎসঙ্গে ক্ল্যাভিকেল হইতে হাতের কব্জা পর্য্যন্ত এক প্রকার বেদনা অনুভূত হয়।

ক্যাল্কেরিয়া-এসিটিকা—চক্ষুর উপরিভাগ হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, তৎসঙ্গে হাইতোলা ও বমনেচ্ছা। মাথায় অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ, এবং পাকস্থলীতে অতিশয় অম্লবোধ। আধ-কপালে শিরঃপীড়া।

ক্যাম্ফোরা—বেদনার কথা ভাবিলেই বেদনা থামিয়া যায়। মাথা যেন চাপিয়া ধরিয়া আছে। সানষ্ট্রোক বা সূর্য্যাঘাত অর্থাৎ রৌদ্রোত্তাপ হেতু নাড়ী লাফানবৎ (দপ্ দপে) বেদনা, হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় ও তৎসঙ্গে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। আক্ষেপযুক্ত অবস্থার সহিত মস্তক ঘুরিতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে পীড়ার বৃদ্ধি।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডি—যেন ব্রহ্মতালু একবার খুলিতেছে ও একবার বন্ধ হইতেছে। স্থূলভাবাপন্ন, ভার এবং দপ্দপে বেদনাযুক্ত শিরঃপীড়া এবং বোধ হয় যেন মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও গ্রীবাদেশে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

ক্যানাবিস্-স্যাটা—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ভার, সেইস্থান হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ব দিয়া টেম্পলপ্রদেশে এবং ব্রহ্মতালুতে তীরবেগে ধাবিত হয়। মধ্যাহ্নে পীড়ার বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালু একবার উদ্ঘাটিত হইতেছে ও একবার বন্ধ হইতেছে। পেটফাঁপা, কটিদেশে বেদনা, ঋতু অল্প হইলে স্ত্রীলোকের এই বেদনার বৃদ্ধি।

ক্যান্থারিস্—স্নান করা এবং মাথা ধৌতকরা হেতু শিরঃপীড়া।

গ্রীবা হইতে বেদনা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। মাথার ছুইপার্শ্বে জ্বালা বোধ হয়। শিরোঘূর্ণন। প্রাতে এবং ছুই প্রহরের পর দাঁড়াইয়া থাকিলে কিম্বা বসিলে পীড়ার বৃদ্ধি। হাঁটিয়া বেড়াইলে কি শয়ন করিলে উপশম বোধ।

ক্যাপ্সিকাম্—হাঁটিয়া বেড়াইলে এবং মস্তক নাড়িলে মস্তক যেন দ্বিখণ্ড হইয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ। মস্তকের দুই পার্শ্বেই চিড়িক্-মারাবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। টেম্পল-প্রদেশে দপ্ দপে বেদনা।

কার্ব-ভেজি—অত্যন্ত মদ্যপান হেতু শিরঃপীড়া। ব্রহ্মতালুতে বেদনা। মস্তকের চর্ম্মস্পর্শে বেদনা বোধ হয় ও চুলগুলি নাড়াচাড়া করিলে যাতনা বোধ হইয়া থাকে। অক্সিপাট্ প্রদেশ হইতে চক্ষের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয় এই বেদনা স্থূল ও ভার-বোধবৎ। মৌমাছির গুন্ গুন্ শব্দের ন্যায় মস্তকাভ্যন্তরে বোধ হয়। মস্তক সীসক খণ্ডের ন্যায় ভারী। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম। গরম গৃহে থাকিলে মস্তকে রক্তাধিক্য। ব্রহ্মতালু অগ্নিবৎ গরম (ঋতু অন্তর্দ্ধান বয়সে)।

কষ্টিকাম—শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা। উপুড় হইয়া ঊর্দ্ধে বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলে, বামদিকে যেন পড়িয়া যাইবে এ প্রকার বোধ হয়। রাত্রে মাথাব্যথা এরূপ বোধ হয়, যেন মাথা ছিঁড়িয়া গেল, কিম্বা জাঁতার মধ্যে পিশিতেছে, তৎসঙ্গে মাথার ভিতর অনেক গোলমাল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মতালুতে এবং কপালের নিম্নভাগে চিড়িক্ মারিয়া উঠা। বসিয়া থাকিলে অথবা চলিয়া বেড়াইবার সময় মাথার ভিতর পুনঃপুনঃ একাদিক্রমে আঘাত লাগাবৎ কিম্বা ঝাঁকি মারিবার ন্যায় অথবা চিড়িক্ মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা। মস্তকের চর্ম্মগুলি যেন অত্যন্ত কসিয়া বাঁধিয়া আছে এরূপ বোধ হয়। মস্তিষ্ক এবং কপাল এই দুয়ের মধ্যস্থান যেন শূন্য শূন্য জ্ঞান হয়। লিখিবার সময় সম্মুখ-দিকে মস্তক অজ্ঞাতভাবে ঝুলিয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা—মস্তকের একপার্শ্বে এবং চোয়ালের নিকট চিড়িক্মারা

ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। মাথার ভিতর চিড়িক্‌মারা ভাব, এবং আঘাত করার ন্যায় বেদনা। যেমন অগ্নির উত্তাপে থাকিলে মস্তকে চাপবৎ বোধ হয়, সেইরূপ মস্তকের সম্মুখভাগে বোধ হইয়া থাকে। মস্তক উষ্ণ, সন্ধ্যার সময় খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি। অত্যন্ত গরমে ও হাঁটিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। ঘর্ম্ম হওয়া হেতু কপাল এবং মস্তকের উপরিভাগের চর্ম্ম আঠাযুক্ত হয়। নিদ্রাবস্থাতেও মাথার বেদনা।

চেলিডোনিয়াম—গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া অক্‌সিপাট্‌ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়, অক্‌সিপাট্‌ প্রদেশ অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। স্থির হইয়া থাকিলে উপশম এবং চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি। অক্‌সিপাট হইতে বেদনা তীব্রবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। অক্ষিগোলকে বেদনা, উহা স্পর্শ করিলেও বেদনা লাগে। কোষ্ঠবদ্ধ। সময় সময় বমনেচ্ছা। খিট্‌খিটে স্বভাব।

চায়না—সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া হেতু শিরঃপীড়া, কপালের সম্মুখভাগে চাপনবৎ বেদনা যেন মস্তিক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (নক্স, সাল্‌ফ)। রক্ত ইত্যাদি স্রাবের পর মাথায় অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌ করিয়া লাফানবৎ বেদনা। অত্যন্ত জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হস্তমৈথুন হেতু অক্‌সিপাট প্রদেশে বেদনা। এক দিন পর একদিন পীড়ার বৃদ্ধি। বেদনায় শুইয়া থাকিতে পারে না, চলিয়া বেড়ায় কি দাড়াইয়া থাকে। সমস্ত মস্তক যেন আঘাতপ্রাপ্তবৎ বোধ হয়। একটুকু ঝাঁকিও সহ্য করিতে পারে না। সামান্য স্পর্শে, ঠাণ্ডাবাতাসে ও মানসিক পরিশ্রম হেতু পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি। অত্যন্ত চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। চিড়িক-মারাবৎ বেদনা, এক টেম্পলপ্রদেশ হইতে অন্য টেম্পল পর্য্যন্ত ধাবিত। বোধ হয় যেন মস্তকের অস্থি মধ্যে মস্তিষ্কের আঘাত লাগিতেছে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, তন্নিমিত্ত রোগী চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ করে।

সিনা—এপিলেপসী অর্থাৎ অপস্মার রোগের পরে কিম্বা পূর্ব্বে ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরের অন্তে শিরঃপীড়া। বক্ষঃস্থলে এবং পৃষ্ঠে বেদনা (ইহা সেলাই ইত্যাদি কার্য্য করার জন্য একদিকে চাহিয়া থাকা হেতু ঘটিয়া থাকে)। সহজে ত্যক্ত হয়। রক্তস্রাব হেতু শিরঃপীড়া, মুক্ত হইলে উপশম বোধ,

এবং মানসিক পরিশ্রমের পর পীড়ার বৃদ্ধি। মস্তকের সম্মুখভাগে এবং টেম্পল প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। শিরঃপীড়া হেতু চক্ষু ও চক্ষুর পত্রদ্বয় এবং নাসিকার মূলদেশ ও মুখমণ্ডল বেদনাময় (স্নায়ুশূল)।

সিনেবারিস্—মাথায় এত বেদনা যে বালিশ হইতে মাথা উঠাইতে পারে না। মস্তকের বামভাগে বেদনার বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে লালাক্ষরণ এবং অত্যন্ত মূত্রত্যাগ। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করার পর মাথা ঘুরিতে থাকে।

ককিউলাস্—নৌকায় চড়িলে কি গাড়িতে ভ্রমণ হেতু শিরঃপীড়া (বেল্); (গাড়িতে চড়িলে পীড়া উপশম বোধ হয়—নাইট্রি-এসি); সন্ধ্যার সময় মাথায় দপ্ দপ্ করিয়া লাফানবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা। অত্যন্ত শিরঃপীড়া হেতু বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; কথা বলিলে, হাসিলে ও গোলমাল করিলে এবং প্রখর আলোকে পীড়ার বৃদ্ধি। গাড়িতে চড়িয়া ভ্রমণ করিলে মাথাঘোরা ও বমন। বাধক-বেদনা ও অর্শ থাকিলে এই পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে। ককিউলাসের শিরঃপীড়ায় মস্তকের ভিতর শূন্য শূন্য বোধ হয়।

কফিয়া—সহজে উত্তেজিত স্বভাব, সামান্য বিষয়েই চঞ্চল হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের ভিতর যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ। খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্নে)। বেদনায় মাথা যেন ফাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া উড়িয়া গেল। মস্তক অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়, (অত্যন্ত বৃহৎ বোধ—গ্লোনইন্, নক্স-ভ)। অত্যন্ত অনিদ্রা, উদ্গার অম্ল ও জ্বালাযুক্ত (আইরিস্)।

গ্লোনইন্—রক্তাধিক্য এবং স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে পৈত্তিকের কি পাকস্থলীর কোন গোলযোগ দেখা যায় না। মাথার ভিতর অত্যন্ত দপ্ দপ্ শব্দ ও নাড়ীর স্পন্দনবোধ, তৎসঙ্গে ঊর্দ্ধদিকে চাপনবৎ বেদনা। মাথার ভিতর যেন ঢেউ খেলাইতেছে। বমন ও মূর্চ্ছাপন্ন হইবার ন্যায় ভাব-বোধ, পাকস্থলীপ্রদেশ হইতে এই ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মস্তক অত্যন্ত বড় বোধ হয়, হৃৎকম্পন। সূর্য্যাঘাত বা সান্‌ষ্ট্রোক্।

গরমের সময় পীড়া আরম্ভ হইয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল পীড়া বর্ত্তমান থাকে; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রত্যহ পীড়া আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকে। রজোজনিত শিরঃপীড়া। সূর্য্যের উত্তাপ ও মস্তক-আবরণ সহ্য হয় না। মস্তিষ্ক বসিয়া পড়িবে ভয়ে মস্তক নাড়িতে ভীত হয়। আধকপালে মাথাব্যথা কোন বস্তুর অর্দ্ধভাগ পরিষ্কার ও অর্দ্ধভাগ অন্ধকার দেখে। কপালপ্রদেশে স্থূলভাবাপন্ন বেদনা। তৎসহ উষ্ণ ঘর্ম্ম। ঝাঁকি লাগিলে, উপুড় হইলে, পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে, শয়ন করিয়া থাকিলে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে, রৌদ্রোত্তাপে, গ্যাসের আলোকে থাকিয়া কার্য্য করিলে ও অত্যন্ত গরম হইলে, শীতলজলে ভিজা, অধ্যয়ন, পঠন ও মদ্যপান ইত্যাদি হেতু পীড়ার বৃদ্ধি।

হাইয়সায়েমাস্—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, তৎসঙ্গে প্রলাপ, সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর প্রকৃতরূপে দিতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। মুখমণ্ডল বেগুনে-রংবিশিষ্ট। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। চক্ষে ঘোর দেখে। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক অথবা মাসিক)। মস্তকে প্রেকবিদ্ধের ন্যায় বেদনা। মস্তকের সম্মুখ-ভাগে শলাকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, শয়ন করিলে তাহা উপশম বোধ হয়। এপ্রকার মাথাব্যথা, যেন বোধ হয় কোন শক্ত পদার্থ মস্তকের উপর চাপা রহিয়াছে। শোকপূর্ণ হৃদয় ও তৎসঙ্গে পাকস্থলী শূন্যবোধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে হালিশ বা হাবিশ বাহির হওয়া।

ইপিকাকুয়ানা—পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়া ও তৎসহ বমনেচ্ছা ও বমন প্রধান লক্ষণ (ভিরাট্)। এপ্রকার শিরঃপীড়া যেন বোধ হয় মস্তিষ্ক এবং মস্তকের অস্থি, জিহ্বার মূলদেশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেটমুখ হইলেই বমন হইতে থাকে। ঘাসের বর্ণবিশিষ্ট মলযুক্ত উদরাময়।

আইরিস্-ভার্সি—পাকস্থলীর অসুখ হেতু শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মিষ্টস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মাবমন (অধিক মসলাদি মিশ্রিত ও ঘৃতাদিযুক্ত খাদ্য হেতু—এণ্টি, ইপিকা, নক্স ভ, পাল্স)। বসিয়া থাকা হেতু বৃদ্ধি (আর্স)।

কেলি-বাই—অত্যন্ত শিরঃপীড়া হেতু চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, শয়ন

অবস্থায় না থাকিলে, থাকিতে পারেনা। আলো এবং গোলযোগ ভালবাসে না। পীড়ার বৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির পুনরাবির্ভাব হয়। প্রাতে জাগরিত হইলে কপালে এবং মস্তকের উপবিভাগে বেদনা পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মধ্যাহ্ন আহারের পর এত শিরঃপীড়া হয়, যেন মাথা ফাটিয়া গেল। শয়ন করিলে, ও মাথা চাপিয়া ধরিলে কিম্বা খোলা বাতাসে পীড়ার উপশম বোধ হয়। চলিয়া বেড়াইলে এবং কুঁজো হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। বমনেচ্ছা, উদ্গার ও বমন।

ক্যাল্মিয়া—"সূর্য্য বেদনা" অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের সময় শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হয় এবং সূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস—শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। গ্রীবাদেশ শক্তবোধ হইয়া বেদনা উপস্থিত হয়। চক্ষের উপরে বা টেম্পল্ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। কপালে এরূপ বেদনা যে, দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যায়। একদিকের মস্তকে বেদনা হইয়া গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কটিদেশে কসিয়া কাপড় পরিতে পারে না। নিদ্রার পর পীড়ার বৃদ্ধি।

লিডাম্—মাথাধরার দরুণ বুদ্ধির গোলযোগ। মস্তক একটু আবৃত করিলেই অসহ্য বেদনা বোধ হয়। পারদ ব্যবহার হেতু, এবং উপদংশ রোগজনিত শিরঃপীড়া।

লিথিয়াম্-কার্ব্ব—আহারের সময় মাথার বেদনা নিবারিত হইয়া যায়, কিন্তু আহারের পর এবং পুনর্ব্বার আহারের সময় পর্য্যন্ত বেদনা পুনরায় উপস্থিত হইয়া প্রবল থাকে।

মস্কাস্—হিষ্টিরিয়াযুক্ত শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা এবং বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ।

ন্যাট্রা-মি—ম্যালেরিয়াজনিত শিরঃপীড়া। মাথাভার, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে মাথাব্যথার বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পা ঠাণ্ডা। অধ্যয়ন হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। সামান্য পরিশ্রমসহ শরীরসঞ্চালনে উপশম বোধ হয়।

নক্স-মস্কেটা—সমস্ত মস্তিষ্ক যেন শিথিল বোধ হয়। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া ও তৎসহ নিদ্রালুতা। মাথা পূর্ণ এবং প্রসারিত বোধ হয়। গাত্রভিজিলে, বায়ুপরিবর্ত্তনে, শকটারোহণে, মদ্যপান ও আহারের পর ইরাপশান্ বসিয়া গেলে, রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বে ও গর্ভাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি।

নক্স ভমিকা—রক্তাধিক্য এবং উদরের গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন, কাশিলে এবং উপুড় হইলে বৃদ্ধি হয়। প্রেক্-বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, প্রাতে উহার বৃদ্ধি। চক্ষুসঞ্চালন করিলে মাথা অত্যন্ত ভার বোধ হয়। মাথা দ্বিখণ্ড হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, প্রাতরুত্থানের পর, আহারান্তে এবং খোলাবাতাসে বেদনার বৃদ্ধি। কাফি খাইতে অনিচ্ছা, কাফি খাওয়ার পর বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শ। বসিয়া থাকা অভ্যাস। বেশ্যা-গমন, মদ্যপান ইত্যাদিজনিত। মস্তিষ্কে দুষ্ট বা আঘাতপ্রাপ্তবৎ বেদনা।

ফস-এসি—মস্তকের উপরিভাগে এমন বেদনা, যেন মস্তিষ্ক দলিত হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। তৎসহ যকৃতের বেদনা। সাদা মল।

পেলাডিয়াম্—এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত মস্তকের উপরি-ভাগে অত্যন্ত বেদনা। নিদ্রার পর উপশম বোধ হয়। বৈকালে বৃদ্ধি।

সোরিনাম্—শিরঃপীড়ার সময় সর্ব্বদাই ক্ষুধা পাইয়া থাকে। কোন ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু শিরঃপীড়া। চক্ষে ঘোর দেখা। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল লাল। অক্সিপাট প্রদেশে এক প্রকার আশ্চর্য্য বেদনা তাহাতে বোধ যেন মস্তকের পশ্চাদ্দিকে একখণ্ড কাষ্ঠ বামে ও দাক্ষিণে লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় ইরাপ্শান্ উঠে ও শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

পাল্‌সেটিলা—ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। মাথাঘোরা বিশেষতঃ উর্দ্ধদিগে চাহিলে কি উপুড় হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। শীতল বাতাস সেবন ইচ্ছা। ঘরের ভিতর থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। বমনেচ্ছা ও বমন-

সহ আহারে অনিচ্ছা। ঋতু বিলম্বে ও অতি অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে (বেল, ক্যাল কা)। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। হৃৎকম্পন। পিপাসা শূন্যতা। মাথা বাঁধিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়। কান্না ও কষ্ট ব্যক্ত করা (ইগ্নে সিপি)।

হ্রাস্-টক্স—বাতজনিত শিরঃপীড়া। স্নানকরা হেতু মাথাবেদনা।

সিপিয়া—ঘোরতর বেগে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। রক্তাধিক্যজনিত পুরাতন শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে আলোকভীতি এবং চক্ষু পর্যন্ত উন্মীলন করিতে পারে না। স্নায়ুজনিত অথবা গাউট্পীড়া হেতু শিরঃপীড়া। শলাকা-বিদ্ধ বা হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় দক্ষিণ চক্ষুস্থানে অথবা পার্শ্বের টেম্পল প্রদেশে এমন ভয়ানক বেদনা যে, সে (স্ত্রী) চীৎকার করিতে থাকে, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন। অন্ধকারে ও নিদ্রা অবস্থায় উপশম। আহারে অনিচ্ছা। আধকপালে মাথাব্যথা। প্রস্রাবের অত্যন্ত দুর্গন্ধ, তাহাতে মেটে রঙ্গের রেণুচয় দৃষ্ট হয়। ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেতপ্রদর রোগ। একবার রজস্বলা হইয়া পুনরায় ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেতপ্রদর।

সাইলিসিয়া—স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হইতে শিরঃপীড়া। উত্তাপ-প্রয়োগে উপশম বোধ হয়, কিন্তু চাপ দিলে সরূপ বোধ হয় না। নিদ্রা-বস্থায় মাথাব্যথা থাকে না। প্রাতে অত্যন্ত গুরুতর, দুর্দ্দম্য শিরঃপীড়া, ও তৎসঙ্গে কম্পন ও বমনেচ্ছা। আধকপালে মাথাব্যথা হেতু চীৎকার করে এবং চক্ষে ঘোর দেখে। প্রতি সপ্তাহে শিরঃপীড়া। মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া।

স্পাইজিলিয়া—প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে আস্তে আস্তে অবনত সূর্য্যের সঙ্গে উপশম হইয়া সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ বিরাম প্রাপ্ত হয়, এমন কি মেঘাচ্ছন্ন দিবসেও এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মাথা চাপিয়া রাখিলে উপশম হয়। চিন্তা করিলে এবং গোলমাল শুনিলে বেদনার বৃদ্ধি। তীব্রবেগে বেদনা বামচক্ষু ও টেম্পলপ্রদেশ দিয়া ছুটিতে থাকে। অক্ষিগোলকে বেদনা।

স্পাঞ্জিয়া—মাদকদ্রব্য সেবন, এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু শিরঃ-পীড়া। অত্যন্ত আনন্দময় স্বভাব। গান করার নিতান্ত ইচ্ছা। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—মস্তকের সম্মুখভাগে বোধ হয় একটী গোলা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। সময় সময় কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে। অত্যন্ত হাই উঠিয়া বেদনার উপশম বোধ হয়। অক্সিপাট্ মধ্যে ফাঁপা, বোধ হয় যেন তাহার ভিতর উপযুক্ত পরিমাণে মস্তিষ্ক নাই।

সাল্ফার—মস্তকের সম্মুখভাগে এবং টেম্পলপ্রদেশে বেদনা। ব্রহ্মতালু এত গরম, যেন তাহা হইতে আগুন উঠিতেছে (ঠাণ্ডা বোধ হইলে—সিপি, ভিরাট্)। প্রাতে গাত্রোত্থানমাত্র তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, প্রতঃকালীয় উদরাময়। ইবাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া। অর্শ। হাল্কা ব্যক্তি সম্মুখে বক্র হইয়া চলিয়া থাকে। উপরতালায় উঠিতে মাথা ঘোরে।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম—নিউর‍্যাল্জিয়া অর্থাৎ স্নায়ুশূল ও তৎসঙ্গে অপরিপাক বা অজীর্ণ। বেদনায় কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া যায়, সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়। মস্তকের উপরিভাগ শীতল (সর্ব্বদা উষ্ণ থাকিলে—গ্র্যাফা, সাল্ফা)। দুর্ব্বলকারী উদরাময়। প্রত্যেক ঋতুর সময়েই শিরঃপীড়া। ঠাণ্ডা জল খাইতে ইচ্ছা।

জিঙ্ক-মেটা—লৌহঘটিত ঔষধ অত্যধিক পরিমাণে সেবন হেতু শিরঃ-পীড়া। ঋতুর অভাব। অরুচি। কোষ্ঠবদ্ধ, মলের আয়তন ক্ষুদ্র, কঠিন ও শুষ্ক। ব্রেইনফেগ্ নামক পীড়া।

শিরঃপীড়া সম্বন্ধে ঔষধসমূহের বিশেষ পরীক্ষিত গুণাবলী-সংগ্রহ।

একোনাইট্—এপ্রকার মাথা-ব্যথা যেন গরমজলে মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতেছে (গ্লোনইন্—যেন গরম জলের ঢেউয়ের মধ্যে)। কোন সীমাবদ্ধ স্বল্পায়তন স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে কর্ণ-লতিকা রক্তবর্ণ।

এগারিকাস্—স্নায়বীয় অথবা হিষ্টিরিয়াজনিত শিরঃপীড়া। অতি-রিক্ত লিখনকার্য্য হেতু স্নায়বীয় শিরঃপীড়া।

এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্—জননেন্দ্রিয়ের অসুস্থ অবস্থা ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া। (পাল্স, কোনা—সঙ্গমেচ্ছা উত্থিত হইয়া পুনঃ বসিয়া যাওয়া হেতু)। (সিপিয়া—সঙ্গমেচ্ছা।

এলিয়াম্-সিপা—রজোনিঃসরণ সময় শিরঃপীড়া থাকে না, এবং রজো-বন্ধ হইলে পুনরায় মাথার বেদনা উপ-স্থিত হয়।

এলাম্—শীতল জল পান করিলে মাথার বেদনা উপশম বোধ হয়।

এলোজ—বেদনাযুক্ত অর্শজনিত শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে কটিদেশ ও মস্তকে বেদনা। মস্তকের সম্মুখভাগে একপ্রকার স্থূল বেদনা এবং তজ্জন্য কার্য্য করিতে অক্ষম। কোষ্ঠ ভালরূপ পরিষ্কার না হইলে পেটের বেদনা ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

এমোনি-কার্ব—খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিলে অত্যন্ত শিরঃপীড়া। মস্তিষ্ক যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। নিতান্ত স্থূলকায়া ও মেদপ্রধান-শরীর-বিশিষ্টা ও সর্ব্বদা বসিয়া-থাকা-স্বভাবাপন্না স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া; দন্তে দন্তে কামড় দিয়া রাখিলে বৃদ্ধি।

এণ্টি-ক্রুড্—(ক্যান্থারিস্) স্নানের পর মাথাব্যথা।(ল্যাক্টিক্-এসিড্—স্নানের পর শিরঃপীড়ার উপশম বোধ হয়)।

এপিস্-মেলি—নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মাথাবেদনা। মস্তিষ্কে এরূপ বোধ হয় যেন উহা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আর্জেণ্ট মেটা—কপালের সম্মুখে বেদনা। নিতান্ত কার্য্যে-লিপ্ত লোকের ডিস্পেপ্সিয়া। মাথার ভিতর বেদনা

এবং শূন্য বোধ। প্রত্যেকদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বেদনা উপস্থিত হয়।

আর্ণিকা—সমস্ত শরীর শীতল, কিন্তু মস্তক অগ্নির ন্যায় উত্তাপে জ্বলিতে থাকে। মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা হেতু সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যকীয়।

এস্ক্লেপিয়াস্—ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ মাথার বেদনা।

বেলেডোনা—হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ উগ্র হইতে হইতে হঠাৎ ছাড়িয়া যায় (প্ল্যাটী, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রনশিযানা—ইহাদের লক্ষণ বেলেডোনার ন্যায়; কিন্তু বেদনা কমিবার সময় আস্তে আস্তে কমিতে থাকে; স্যাবাইনা—হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং আস্তে আস্তে কমিয়া যায়) বেলেডোনার শিরঃপীড়া শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় (গ্লোন্‌ইন্, হেলে, ইগ্নে—শয়ন করিলে পীড়ার উপশম)। পশ্চাদ্দিকে মস্তক বক্র করিলে বেদনার উপশম বোধ হয়; (ক্রেমা, অস্‌মিয়াম্—মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে বেদনার বৃদ্ধি)। মস্তক বস্ত্রাবৃত করিলে বেদনার উপশম (আর্স, সাল্‌ফা, থুজা)। সমস্ত দিবারাত্রই মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। (ফস্, আর্স সাইলি)। (গ্লোনইন্, লিডা—বস্ত্রাবৃত করিলে পীড়ার বৃদ্ধি।

বোরাক্স—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পর পীড়ার বৃদ্ধি (মেলিলোটাস্—উপশম বোধ)।

ব্রোমিযাম্—দুগ্ধপানের পর শিরঃপীড়া।

বাফো—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পর শিরঃপীড়ার উপশম। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব—মস্তকের ভিতরে এবং বাহিরে বরফের ন্যায় শীতল (এগার্—যেন তীক্ষ্ণধার বরফখণ্ডের অগ্রভাগ বিদ্ধ হইতেছে। ল্যাক্‌ডিফ্লোর, ভিরাট্-এল্‌ব—বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা) শিরঃপীড়া চক্ষু বুজিলে ভাল বোধ হয় এবং উন্মীলন করিলে বৃদ্ধি বোধ হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্—বিদ্যালয়ে শিশুদিগের শিরঃপীড়া। অস্থি সকলের সংযোগস্থলে বেদনা অত্যন্ত অধিক (স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ সমস্ত স্থান স্পর্শ করিলে সহজে বেদনার অনুভব হয়)।

ক্যাম্ফোরা—শিরঃপীড়ার বিষয় চিন্তা করিলেই ভাল বোধ হয় (অক্‌জ্যালি-এসি—মলত্যাগের পর বৃদ্ধি।

হেলোনি—অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিলে ভাল বোধহয়। পাইপার-মিথি—যতক্ষণ সে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ সুস্থ থাকে)।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডি—ব্রহ্মতালু একপ বোধ হয়, যেন ইহা একবার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে আবার বদ্ধ হইতেছে (কষ্টি—অনবরত মস্তকে যেন ঝাঁকি এবং চোট লাগিতেছে।

ক্যান্থারিস্—স্নান করার পর গাত্রধৌত করা হেতু শিরঃপীড়া।

কার্ব্বরিটাম্—মলত্যাগের পর শিরঃপীড়া (অক্‌জ্যালি-এসি—মলত্যাগের পর আরাম-বোধ। কোনা—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত মলত্যাগ হেতু বেদনা। কোকা—মলত্যাগের সময় কোঁথ দিতে এবং কাশিবার সময় কপালের বামভাগের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা)।

চেলিডো—গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেদনা উঠিয়া অক্‌সিপাট্ প্রদেশে যায় এবং তৎস্থানে জলবৎ বোধ হয়।

চায়না—মস্তক ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সঞ্চালিত করিলে ভাল বোধ হয়। রক্তক্ষীণতা হেতু শিরঃপীড়া। মস্তক সঞ্চালিত করিলে উপশম বোধ হয়।

সিকুটা—সোজা হইয়া বসিলে অথবা বাতকর্ম্ম করিলে ভাল বোধ হয়।

সিমিসিফিউগা—বালক এবং মাতালদিগের শিরঃপীড়া। রজো-জনিত মাথার বেদনা।

সিনা—মৃগীরোগ আক্রমণের পর মাথার বেদনা (কুপ্রাম্)।

কোবাল্ট—উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাবেদনা, মলত্যাগের সময় বোধ হয় যেন মাথা অত্যন্ত বড় হইয়াছে, তৎসঙ্গে শিরো-ঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা।

ককিউলাস্—শিরোঘূর্ণন ও বমনেচ্ছা-সহ রজোজনিত শিরঃপীড়া, মাথার ভিতর যেন শূন্য বোধ হয়।

কল্‌চিকাম্—সেরিবেলামের আভ্যন্তরিক প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও মানসিক পরিশ্রমে তাহার বৃদ্ধি।

কলোসিন্থ—দূষিত পিত্তজনিত ও ইণ্টারমিটেণ্ট শিরঃপীড়া।

ক্রোকাস্—রজস্বলা হওয়ার বয়স উত্তীর্ণ হইবার সময়ে শিরঃপীড়া। রজো দেখা দিলে তৎসঙ্গে বেদনা-বৃদ্ধি হয়।

কুপ্রাম্—অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগের আক্রমণের পর শিরঃপীড়া।

মস্তকে যেন ঠাণ্ডাজল ঢালার স্থায় শীতল বোধ হয়। হস্ত পদ শীতল।

ডায়েডেমা-এরেনিয়া— ঠিক নিয়মিত ঘণ্টায় শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং তখন শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। উঠিলে মস্তক এবং হস্তদ্বয় যেন স্ফীত বোধ হয়।

ইউপেটো-পারফো —কথাবার্ত্তা বলিলে উপশম বোধ হয় (পাইপার্-মিথি)।

জেলসিমিয়াম্——শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না, এবং শিরঃপীড়ার সময় কথা শুনিতে কিম্বা বলিতে চায় না। শিরাতে রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া। পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ হেতু অথবা নিদ্রার পর রোগী উপশম বোধ করে।

গ্লোনইন্——স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় *মাথাব্যথার বৃদ্ধি, এমন কি মাথা* বাঁধিয়া রাখিতে হয়। সঞ্চালনে বৃদ্ধি। পদ শীতল। রৌদ্রজনিত তরুণ মাথা-বেদনা। অনেকদিনব্যাপী অক্সি-পাট-প্রদেশের শিরঃপীড়া। উত্তাপে উপশম বোধ হয় (সিমিসি, স্থাট্রা-কার্ব, নক্স-ভ, ভ্যালিরি)।

হেলোনিয়াস্——জরায়ু এবং হিষ্টিরিয়াজনিত শিরঃপীড়া। শারী-রিক এবং মানসিক পরিশ্রম ও বেড়া*ইয়া বেড়াইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য বোধ* হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় হইতে ক্ষান্ত হওয়া মাত্র পুনরায় বেদনা দেখা দেয়।

হিপার্——এ প্রকার মাথাব্যথা যেন চক্ষু দুইটি মস্তকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

আইরিস্-ভার্স—পাকস্থলী কিম্বা যকৃতের পীড়া হেতু মাথার বেদনা। চক্ষের সম্মুখভাগে কাল কাল দাগ উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

কেলি-বাইক্রমিকাম্—অন্ধের ন্যায় অবস্থা হইয়া তৎপর শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় (ল্যাকে—মাথাধরার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ দেখে। ন্যাট্রা-মি—চক্ষুদ্বয়ে অন্ধাবস্থার ন্যায় হইয়া তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। সোরিনাম্—মাথাধরার পূর্ব্বে কোয়া-শার ন্যায় দেখিতে পায়; চক্ষের সম্মুখ-ভাগে একপ্রকার চিহ্নের নৃত্য দেখিতে পায়। ষ্ট্র্যামো—মাথাধরার পূর্ব্বে চক্ষে দেখিতে কি কর্ণে শুনিতে পায় না)।

ক্যাল্মিয়া—সূর্য্যোত্তাপে কিম্বা স্নায়ুশূলজনিত শিরঃপীড়া (গ্লোনইন—রক্তাধিক্যজনিত অবিরত স্থায়ী শিরঃ-পীড়া।

ল্যাক্-ডিফ্লোরেটা—শরীর বরফবৎ

শীতল, এমন কি অগ্ন্যুত্তাপেও গরম হয় না, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

ল্যাকেসিস্—ব্রহ্মতালুতে অগ্নিবৎ জ্বালাযুক্ত শিরঃপীড়া। মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা, দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা হয়; মানসিক এবং শারীরিক অবসন্নতা।

ল্যাক্‌নান্থিস্—মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়। যেন বাহির হইতে ভিতরে একটী খিল প্রবিষ্ট হইয়া ফাটিয়া যাইবে। শয়নে বৃদ্ধি।

লিডাম্—মস্তক সামান্য আবৃত করিলেই অসহ্য বোধ হয়। মুখ এবং চক্ষুদ্বয় যেন টোসা টোসা স্ফীত বোধ হয়।

লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা—পিত্তজনিত শিরঃপীড়া।

লিলিয়াম টি—চাপনভাবাপন্ন এক প্রকার শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে কম্প এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব (ইউজিনিয়া, সিলিনিয়া—শিরঃপীড়া সহ গ্রীবাশক্ত এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব)।

লিথিয়াম্-কার্ব—আহারের পর শিরঃপীড়া নিবারণ হইয়া যায়, কিন্তু পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া পুনরায় আহারের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

লাইকোপোডিয়াম্—হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় বেদনা কপালের মধ্যস্থানে বোধ হয়। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া ভাল বোধ হয়—নাইট্রাম্—গোমাংস ভক্ষণের পর বৃদ্ধি। নক্স ম এবং লিথিয়াম্—আহারের পর উপশম বোধ। ব্রাই এবং নক্স-ভ—আহারের পর অবস্থা মন্দ। সোরিনাম্—শিরঃপীড়ার সময় ক্ষুধা পায়। মেলিলোটাস্—নাসিকা হইতে রক্তপাত হেতু উপশম বোধ)।

ন্যাজা-ট্রি—ললাটদেশে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে অন্তঃকরণের অবসন্নাবস্থা।

ওলিয়েণ্ডার—টের্‌চাভাবে দৃষ্টি করিলে শিরঃপীড়ার উপশম বোধ হয়।

প্যারিস্-কোয়াড্রি—সামান্য একটু সঞ্চালন করিতেই অক্ষিগোলকে বেদনা বোধ হয়। এরূপ বোধ হয় যেন, বহির্গত চক্ষু পশ্চাদ্দিকে মস্তিষ্ক মধ্যে এক সূত্র দ্বারা আকর্ষিত হইতেছে (হিপার)।

পলিনিয়া-সর্ব্বি—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে স্নায়বীয় পরিপোষণ ক্রিয়ার দুর্ব্বল অবস্থা।

পেলাডিয়াম্—মস্তকের উপরিভাগে এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা। নিদ্রার পর ভাল বোধ।

ফিলাণ্ড্রিয়াম্—ব্রহ্মতালুতে চাপন-

বোধবৎ ও তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ও চক্ষে বেদনা।

ফস্-এসি—স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হেতু গ্রীবাতে এবং অক্‌সিপাট্ প্রদেশে বেদনা।

ফস্ফরাস্—সর্ব্বদা চক্ষুর অত্যন্ত পরিচালন ও মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু শিরঃপীড়া। এক দিন অন্তর এক দিন শিরঃপীড়া (সেঙ্গু, সাইলি, সাল্ফা—প্রতি সপ্তাহে)।

ফাইটোলেকা—উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া।

পিক্রিক্-এসিড্—সাহিত্য পর্য্যালোচক অথবা বিষয়ী-ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া। সামান্য মানসিক কি শারীরিক পরিশ্রমেই মাথাবেদনা উপস্থিত হয়।

পাইপার্-মিথি—অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

ফর্মিকা—পাকস্থলীর বেদনা মস্তকে প্রধাবিত হয়)।

সোরিনাম্—শিরঃপীড়ার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। অক্‌সিপাট্ প্রদেশে যেন একখণ্ড কাষ্ঠ রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

পাল্সেটিলা—এক দিকের কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে অত্যন্ত বেদনা যেন প্রেক্-বিদ্ধ হইতেছে। হৃৎকম্পন। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, মস্তকে রক্তাধিক্য।

সেঙ্গুইনেরিয়া—প্রতি সপ্তাহে শিরঃপীড়া। আধকপালে মাথাব্যথা। এরূপ মাথার বেদনা যে, জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক দুই হস্তে মাথা চাপিয়া না ধরিলে কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না।

সিলিনিয়াম্—চা খাওয়ার পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (এরূপ দেখা যায় এক পেয়ালা ষ্ট্রং চা সেবন করিয়া স্নায়বীয় অবসন্নতাজনিত শিরঃপীড়ার উপশম বোধ হয়)।

সিপিয়া—পর্য্যাপ্ত নিদ্রার পর উপশম বোধ (জেলস্, প্যালাড্, ল্যাকে, ককিউ—নিদ্রার পর বৃদ্ধি। ক্যামো—নিদ্রার সময় শিরঃপীড়া বোধ হয়)।

নক্স-ম—মস্তকের ভিতর নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, তাহাতে কোন বেদনা নাই, তৎসহ নিদ্রা যাইতে ভয়-বোধ হয়।

সাইলিসিয়া—স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু শিরঃপীড়া। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে উপশম বোধ হয়।

স্পাইজিলিয়া—স্নায়ুশূল ও বাতজনিত শিরঃপীড়া ও অক্ষিগোলকদ্বয়ে

বেদনা। উপুড় হইলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়াব আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে উপশম হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের মাংসপেশীব সঞ্চালন কবিলে বোধ হয় যেন মাথা ফাটিযা গেল।

প্লাম্বাম্—গলা হইতে যেন মস্তিষ্কে একটী গোলা উঠিতেছে।

পডোফাইলাম্—পর্য্যায়ক্রমে শিরঃপীডা এবং উদরাময় (ব্রাম্—পেটবেদনা হইয়া তৎপরে শিরঃপীড়া।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—বোধ হয় যেন একটী গোলা ললাটে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ষ্ট্রন্শিয়ানা—মাথা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে উপশম বোধ হয।

সাল্ফার—গাউট এবং বাতের পীড়াজনিত শিবঃপীড়া। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীডা।

ট্যারেণ্টুলা—শিরঃপীড়া এরূপ বোধ হয় যেন, মস্তকে বহুপরিমাণে শীতল জল ঢালিতেছে। চাপিয়া ধরিলে কিম্বা বালিশে মস্তক ঘর্ষণ করিলে উপশম বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডস্থানে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে।

থিরিডিয়ন্—বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালু তাহার আপনার নহে, ইহা শরীর হইতে যেন পৃথক, ইচ্ছা করিলে উঠাইতে পারা যায়। সূর্য্যাঘাত। সামুদ্রিক পীড়া (বমন) ইহাকে দেশীয় ভাষায় "নৌকা বা জাহাজ-ঢুলানি-লাগা" বলিয়া থাকে।

ভিস্কাম্-এল্বাম্—অনবরত এমন কি শয়নাবস্থাতেও মাথা ঘুরিতে থাকে। এরূপ বোধ হয় যেন মাথাটী উর্দ্ধে উঠিয়া গেল।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—১। জ্বর কিম্বা সর্দ্দি ইত্যাদি লাগিবা যে সামান্য মাথাব্যথা হয়, তাহাতে ফুট-বাথ্ (Footbath) অর্থাৎ গরম জল (যতদূর সহ্য হয় এরূপ গরম) গামলায় রাখিয়া তন্মধ্যে পা ডুবাইয়া রাখিবে। তাহাতে শরীরে ঘর্ম্ম হইয়া শিরঃপীডা এবং জ্বর উভযেরই উপকার হয়।

২। অনেক সময় রক্তাধিক্য হেতু যে শিরঃপীডা হইয়া থাকে, তাহাতে মস্তকে শীতল জলের পটী প্রয়োগ অথবা শীতল জল দ্বারা মস্তক ধৌত কবিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। অনেকসময় পিত্তজনিত শিরঃপীড়ায় গলায় অঙ্গুলি প্রদান-পূর্ব্বক বমন করিয়া পিত্ত উঠাইয়া

দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

৪। স্নায়বীয় অর্থাৎ বায়ুপ্রাধান্য হেতু শিরঃপীড়ায় মস্তকে পুরাতন ঘৃত কিম্বা তিল তৈল ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ হয়।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা—মাথাধরা পীড়ায় আমরা উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারাই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অধিকাংশ গ্রন্থকর্ত্তা ইহার উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। উচ্চ ডাইলিসন মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময় আমরা ৩০ ডাঃ ব্যবহার করি। কোন কোন স্থলে ১০০০ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি। নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া যে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি তৎসম্বন্ধে একটী রোগীর কথা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

* * * বসাকের পুত্র, নিবাস সালগাড়িয়া, বয়স প্রায় ২০ বৎসর, বহুদিন পর্য্যন্ত জ্বর রোগে (ম্যালেরিয়া) আক্রান্ত ছিল। প্রতিদিন জ্বর আসিবার সময় তাহার অক্সিপাট প্রদেশে (*অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে*) অত্যন্ত বেদনা ও যাতনা উপস্থিত হইত। নানা প্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধ ও কুইনাইন ব্যবহার করিয়া কোন ফল পায় না। আমার চিকিৎসাধীন হইলে আমি তাহাকে ইউপেটোরিয়াম্—পারফোলিয়েটাম্ ১ম ডাইলিউসন প্রতি চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। প্রথম দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া, পর দিন জ্বরের বেগ অনেক কম হইল, মাথাধরা প্রায়ই টের পাইল না। সপ্তাহকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্তস্রাব।

সম-সংজ্ঞা—সেঙ্গুইফ্লাক্সাস্, হিমোরিয়া বা হিমরেজ।

রোগ-পরিচয়—কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইলে তাহাকে রক্তস্রাব বলা যায়। স্থানবিশেষে এই রক্তস্রাব বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা নাসিকা হইতে রক্তস্রাবকে এপিস্ট্যাক্সিস্ বলে। পাক-

স্থলী হইতে রক্ত উঠিলে হিমাটিমেসিস্ বলে। ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত পড়িলে হিমপ্‌টিসিস্, অন্ত্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে মেলিনা; মূত্র যন্ত্র হইতে রক্তস্রাবকে হিমাচুরিয়া; জরায়ু হইতে রক্তস্রাবকে মেন্নরেজিয়া এবং কোন যন্ত্রের শরীরাভ্যন্তরে রক্তপাত হইলে তাহা সেই যন্ত্রের এপোপ্লেক্সি নামে অভিহিত হয়।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব——(১) আঘাতজনিত বা ট্রমেটিক্ রক্তস্রাব—রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীর আঘাতবশতঃ ছিন্ন হইয়া বা টুবার্কল, ক্যান্সার, গ্র্যাংগ্রিণ, কিম্বা বিশেষ কোন প্রকার ক্ষত দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব হয়। (২) উত্তেজনা বা ইরিটেশন্ জনিত রক্তস্রাব—যথা মূত্রস্থলীতে পাথরী থাকা সত্ত্বে মূত্রসম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল হইতে উত্তেজনার দরুণ রক্তপাত হয়। (৩) রক্তবহা নাড়ী প্রসারিত হইয়া রক্তস্রাব—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি কিম্বা অতিরিক্ত বেগ, কন্‌জেস্‌শন্, অত্যন্ত কোঁথপাড়া ইত্যাদি জন্য রক্তবহা নাড়ী বা আর্টেরী অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া ফাটিয়া রক্তস্রাব হয়। যকৃতের সিরোসিস্ নামক পীড়া হেতু পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য হইয়া রক্তপাত। (৪) ভাইকেরিয়াস্ বা প্রতিনিধি রক্তস্রাব অর্থাৎ কোন স্থানের স্বাভাবিক রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর দিয়া সেই রক্তস্রাব হয়। যথা ঋতু বন্ধ হওয়াতে অনেক সময় গলাদিয়া কিম্বা নাসিকা বা অন্য কোন স্থান দিয়া অনেক স্ত্রীলোকের রক্ত পড়ে। (৫) রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীরের পীড়া হেতু রক্তস্রাব—ফ্যাটি-ডিজেনারেশন বা মেদত্ব প্রাপ্ত, ক্যাল্‌কেরিয়াস্-ডিজেনারেশন বা প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত (প্রস্তরাপজনন) ইত্যাদি পীড়া জন্য রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীর ভঙ্গ-প্রবণ হইয়া তাহা হইতে রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। (৬) রক্তের পরিবর্ত্তিত অবস্থা—প্রাচীনপীড়া, দূষিতজ্বর, স্কার্ভি ইত্যাদি রোগহেতু রক্তক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব হয়, রক্তস্রাব-প্রবণ ধাতু।(বা হিমরেজিক ডায়েথেসিস্) হইলে রক্তের ফাইব্রিণ কমিয়া যায় তাহাতে সহজে সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়।

১। আর্টারী অর্থাৎ ধমনী হইতে যে রক্তস্রাব, তাহাকে আর্টিরিয়েল কিম্বা একটিভ্-হিমরেজ বলে; * ২। শিরা বা ভেইন্ হইতে রক্তস্রাবকে

* ইহাতে পিচকারীবেগে রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

—ভেনাস বা প্যাসিভ-হিমরেজ বলে; * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক রক্তবহা নাড়ী সমস্ত হইতে রক্তস্রাবকে ক্যাপিলেরী-হিমরেজ কহিয়া থাকে।

রক্তস্রাবাধিকারে——(১) চায়না; (২) আর্ণি, হেমেমে, ফস্, স্যাবাইনা; (৩) একোন, এপিস্, বেল্, ক্যাল্কে, ক্রোকা, এরিজি, ফেরা, ইপিকা, মার্ক, মিলিফোলী, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সেঙ্গু, সিপি, সাল্ফা, ট্রিলি; (৪) এল্নাস এণ্টি, এপোসাই, আর্স, ক্যানা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্রিযেজো, সিমিসি, ক্যামো, কলিন্জো, কুপ্রা, ড্রসি, জেল্স, জিরান্, গ্র্যাফা, হেলে, হাইয়স, আইয়ড্, আইরিস্, ল্যাকে, লিডা, লাইকোপোডিয়াম, লাইকোপোস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, সিকেলী, সাইলী, সাল্ফ-এসি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্ ও জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। বলবান যুবকদিগের "একটিভ্-হিমরেজ" (Activehæmorrhage) অর্থাৎ রক্তস্রাবে——(১) একোন্, বেল্; (২) ক্রোকা, ফেরা, হাইয়স্, পাল্স; (৩) চায়না, আর্ণি, ক্যাল্কে, ক্যামো, এরিজি, জেল্স, জিরান্, ইপিকাক, লাইকো, লাইকোপাস্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সেঙ্গু, সিপি ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ট্রিলি, ভিরাট্-ভি।

৩। রক্ত বা অন্য প্রকারের জীবন সংরক্ষক তরল পদার্থ স্রাব হেতু দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের "প্যাসিভ্-হিমরেজ" অর্থাৎ রক্তস্রাবে——(১) চায়না; (২) আর্স, কার্ব-ভ, ফেরা, হেলে, হেমেমে, ইপিকা, আইরিস্-ভ, মার্ক, ফস্, হ্রাস্, সিকেলী।

৪। শিরা হইতে কৃষ্ণমিশ্রিত লাল রক্তস্রাবে——(১) ক্যামো, কলিন্জো, ক্রোকা, হেমেমে, হেলে, আইরিস্-ভ, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, (২) এমোনি, এণ্টি, আর্ণি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস্-এসি, সাল্ফা।

৫। ধমনী হইতে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাবে——একোন্, বেল্, ডাল্কা, হাইয়স্, স্যাবাইনা, ক্যাল্কে কার্ব-ভ, ফেরা, জেল্স, ইপিকা, লিডা, লাইকোপাস্, মার্ক, ফস্, হ্রাস্, সেঙ্গু, সিকেলী, ট্রিলিয়াম।

৬। কটাবর্ণের রক্তস্রাবে——(১) ব্রাই, কার্ব-ভ, (২) ক্যাল্কে, কোনা, পাল্স, হ্রাস।

*ইহাতে কালচেপানা রক্ত চুয়াইয়া পড়িতে থাকে।

৭। জমাট রক্তস্রাবে——(১) বেল্, ক্যামো, প্ল্যাটী, হ্রাস্, (২) আর্ণি, চায়না, ক্রোকা, ফেরা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্-এসি, স্যাবাইনা, সিকেলী-ক, ষ্ট্র্যামো।

৮। দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবে——(১) বেল্ ব্রাই, কার্ব-এনি, স্যাবাইনা, (২) কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ক্রোকা, ইগ্নে, কেলি, মার্ক, ফস্, প্ল্যাটী, সিকেলী, সাইলি, সাল্ফা।

৯। আঠাযুক্ত রক্তস্রাবে——ক্রোকা, কুপ্রা, ম্যাগ্নে-কা, সিকেলী।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে
বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব }:——

একোনাইট্—রক্তস্রাব (বিশেষতঃ রাত্রে), অথবা ক্রোধ কিম্বা ভয় হেতু রক্তস্রাব। দুই পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না,—উঠিয়া বসিলে রোগীর পীড়ার বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বদার তরে রক্তস্রাব, এবং তাহা জমাট বাঁধিয়া এক চাপ হইয়া উঠে। তৃষ্ণা। চর্ম্মশুষ্কতা। অস্থিরতা। কৃষ্ণকেশ। শরীরে রক্তাধিক্য; (বিশেষ যুবকদিগের)। মানসিক লক্ষণের মধ্যে—মৃত্যুভয়, অথবা উঠিতে কিম্বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন কি অঙ্গ সঞ্চালন করিতে এতাদৃশ ভয় উপস্থিত হয়, যেন কোন বিপদ ঘটিবে। মনে শান্তি নাই।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রি—উদ্গারের সঙ্গে বায়ু বহির্গত হইয়া গেলে অতি আরাম বোধ হয় (হিমপটিসিস সহ এই লক্ষণ দেখা যায়)।

আর্ণিকা—যদি কোন আঘাত, থেৎলে যাওয়া, অথবা শ্রান্তি হেতু রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবের স্থানে যদি রোগী বেদনা অনুভব করে। মস্তক উষ্ণ এবং শরীর শীতল। বেদনা হেতু মস্তকে রক্ত প্রধাবিত হয় ও রোগী তজ্জন্য তাহার আপন মস্তক অত্যন্ত গরম বোধ করে। অবিরত রক্তস্রাব। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। মাথাধরা।

বেলেডোনা—জরায়ুতে বেদনা এবং বেগ সহ রক্তস্রাব, এবং ঐ বেগে এমন বোধ হয় যেন উদরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত পদার্থ যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। সহজেই রক্ত জমিয়া যায়, এবং যে দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয় তাহা উষ্ণ বোধ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে, চক্ষে, এবং চক্ষু যন্ত্রের অভ্যন্তরে

রক্তাধিক্য। চক্ষু লালবর্ণ এবং মুখ উজ্জ্বল। রোগী কোন প্রকার ঝাঁকি সহ্য করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জল পান করে। গরম কাপড়ে আবৃত থাকিতে চায়, কিন্তু ঐ প্রকারে আবৃত থাকিলে তাহাতেও শীত বোধ হয় এবং সন্ধ্যার সময় কিম্বা দুই প্রহরের পর বাতাস বহমান হইলেও তাহা গাত্রে লাগিলে পীড়ার বৃদ্ধি। মুখ রক্তবর্ণ এবং সতেজ শরীর।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব—কফীয় ধাতু। রোগী পা ঝুলাইয়া রাখিলে অবস্থা মন্দ বোধ করে, এমন কি শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও পা গুটাইয়া থাকিতে চায়। অন্ধকার গৃহে, গরম থাকিতে, এবং গরম বস্ত্রে আবৃত থাকিতেও ঢোলা পোষাক পরিধান করিতে ভাল বোধ করে।

ক্যান্থারাইডিস্‌—শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব, এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব করিতে কর্তনবৎ এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা অনুভব হয়।

কার্ব-ভেজি—কোল্যাপস্‌ অর্থাৎ অবসন্ন অবস্থা। অনবরত পাখা দিয়া বাতাস করিতে বলে। চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল এবং নীলাভ। হৃৎপিণ্ডের অস্থিরতা। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। নিশ্বাস শীতল। নাড়ী দুর্ব্বল এবং অসম।

চায়না—কর্ণে ঘণ্টা বাদ্যের ন্যায় শব্দশ্রবণ। মূর্চ্ছা। নাড়ী অসম, ও প্রায় অনুভব হয় না। গাত্র ঠাণ্ডা এবং তাহাতে আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম। অজ্ঞান অবস্থা।

ক্রোকাস্‌—রক্ত কাল রজ্জুর ন্যায় হইয়া অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হয়। পেটের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন একটী সন্তান নড়িতেছে। প্রাতে এবং উপবাসের অবস্থায় গৃহের ভিতরে এবং গর্ভাবস্থায় অবস্থা মন্দ। আহারের পর এবং খোলা বাতাসে ভালবোধ করে।

ফেরাম্‌—মুখ রক্তবর্ণ। নাড়ী পূর্ণ। রক্তের কিয়দংশ জলবৎ ও কতকভাগ জমাট ও কাল এবং তৎসঙ্গে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা। রাত্রে (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রের পর), চর্ব্বিযুক্ত বস্তু আহার ও অত্যন্ত সিঙ্কোনা সেবন হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। যদিচ মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নাড়ী পূর্ণ, তত্রাচ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করিয়া থাকে।

হাইয়সায়েমাস্—অবিরত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে মুখ রক্তবর্ণ ও চক্ষুতে রক্তাধিক্য। মাংসপেশীর মোচড়ান আক্ষেপ। ডিলিরিয়াম্। অজ্ঞান অবস্থা। সন্ধ্যার সময় মানসিক চাঞ্চল্য। বিদ্বেষ বুদ্ধি ও অশুভকর প্রণয়। ঠাণ্ডা লাগা হেতু অবস্থা মন্দ। উপুড় হইলে কিম্বা সম্মুখভাগে বেঁকিলে অবস্থা ভালবোধ করে।

ইপিকাকুয়ানা—অবিরত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। সর্ব্বদা বমন ইচ্ছা। নাভিস্থলে বেদনা। শরীর ও ঘর্ম্ম শীতল। দমবন্ধের ন্যায় ভাব। কোন ইবাপ্‌শান্ বসিয়া যাওয়া, কাশি, বমন, গোমাংস ভক্ষণ, ইত্যাদি কারণে সময় সময় আপন হইতেই অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। সিঙ্কোনা অধিকদিন সেবন হেতু রক্তস্রাব।

কেলি-কার্ব—প্রসবের পর রক্তস্রাব। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ও তৎসহ পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হইয়া নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। উদ্গার উঠিলে এবং দস্তুর মত গরম অবস্থায় থাকিলে ভালবোধ। ত্যক্তৃতা, অত্যন্ত গরম ও একপার্শ্বে শয়ন ইত্যাদি কারণে পীড়ার বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্—জরায়ু, অন্ত্র নাসিকা, পাকস্থলী, ফুসফুস্ অথবা কোন ক্ষত যাহা হইতেই রক্তস্রাব হউক না কেন ঐ রক্ত স্পষ্ট কাল খড়ের ন্যায় সেডিমেণ্ট অর্থাৎ তলানিরূপে দৃষ্ট হয়। যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাবহেতু দক্ষিণ ওভেরি অর্থাৎ ডিম্বকোষের বেদনার লাঘব হয়।

লাইকোপোডিয়াম্—রক্তস্রাবের সময় এরূপ বোধ হয় যেন গলা পর্য্যন্ত রক্তপূর্ণ হইয়া আছে। সামান্য আহার কিম্বা পান করিলেই এই প্রকার পূর্ণতাবোধ বৃদ্ধি হয়। পেট সর্ব্বদা গড় গড় করিয়া ডাকে, এবং তাহার ভিতর বায়ু জন্মে। অত্যন্ত গরম বোধ, ক্রমাগত দিবারাত্র পাখা দিয়া বাতাস করিতে বলে। অত্যন্ত বায়ু সেবনের ইচ্ছা। হৃৎকম্পন এবং শ্বাস-কষ্ট। তলপেটের দক্ষিণদিক হইতে বামদিক পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না।

মার্কিউরিয়াস্—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের

রজস্বলা হওয়ার বয়স অতীত হওয়ার পর রক্তস্রাব। টাইফস্ ইত্যাদি রোগে রক্তস্রাব। মাংস ও চর্ম্ম শিথিল, কেশের বর্ণ কটা। মুখ এবং জিহ্বা সিক্ত, অথচ তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। পায়ের ঘর্ম্মে কোন গন্ধ নাই। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ব্যাকুলতা পূর্ণ। রক্ত পাতলা। দন্তের মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রি-এসি—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া ঐ বেদনা উরুদেশ দিয়া পা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, বেদনা এরূপ বোধ হয় যেন, জরায়ু বেগের সহিত যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। নাসিকা ও ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। মাংসপেশী ও চর্ম্ম দৃঢ়, ঘোর কাল কেশ, এমন ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। পিপাসাপূর্ণ। পায়ের ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। মানসিক অবস্থা অবিশ্বাস পূর্ণ। রক্ত কাল। প্রস্রাব ঘোড়ার চোনার ন্যায়।

নক্স-ভমিকা—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা এবং বোধ করে যেন, গুহ্যদ্বারের ভিতর মল বাঁধিয়া রহিয়াছে, রোগী তাহা টানিয়া বাহির করিতে চাহে। গরম বাতাসে থাকিলে, ঢোলা পোষাক ব্যবহার করিলে এবং বাতকর্ম্মের পর আরাম বোধ করে।

ফস্ফরাস্—ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব, পেটের ভিতর শূন্য এবং দুর্ব্বল বোধ। সুদীর্ঘ এবং পাতলা কেশ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। বামপার্শ্বে অথবা চীৎহইয়া শয়ন ও গরম খাদ্য বা পানীয় দ্বারা অবস্থা মন্দ হয়। নিদ্রার পর একটুকু ভাল বোধ হয়। শিরাপূর্ণ কোন টিউমার বা অর্ব্বুদ (ইরেক্টাইল টিউমার)।

প্ল্যাটীনা—রক্ত কতক পাতলা ও কতক চাপ্‌চাপ্ অথবা গাঢ়কাল আল্‌কাতরার ন্যায়, এবং মৃত্যুভয়ে ভীত। বোধ করে যেন তাহার শরীরের প্রত্যেকদিকই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

পাল্‌সেটিলা—ক্রন্দনশীল এবং সৎস্বভাব। রক্ত কতক পাতলা ও কতক চাপ্‌চাপ্। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেনা, বাতাসে থাকিতে অত্যন্ত ইচ্ছা। পিপাসা ভাব। অল্প প্রস্রাব।

স্যাবাইনা—জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পিউবিস নামক স্থানে বেদনা জন্মিয়া সেক্রাম্ অস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। রক্ত তরল ও চাপ চাপ, কাল, লাল, অথবা, পিংশেবর্ণ। খোলা বাতাসে ভালবোধ। গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিলে অবস্থা মন্দ।

সিকেলী—প্যাসিভ রক্তস্রাব। রক্তকাল, অথবা লাল (দুর্ব্বল এবং শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের)। হস্তপদ রি রি করে। বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা। গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না। পা ছড়াইয়া থাকিতে চায়। গাত্র ঠাণ্ডা।

সিপিয়া—যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, সেস্থানে অত্যন্ত ভার বোধ হইয়া থাকে। পাকস্থলী শূন্য বোধ, সন্তানকে স্তন্যপান করানের পর মাতার অবস্থা মন্দ। পা গুটাইয়া থাকিলে অবস্থা ভালবোধ হয়।

সালফার—যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, সেস্থানে গরমবোধ হইতে থাকে। অগ্নির উত্তাপে, অথবা শয্যার গরমে অবস্থা মন্দ। হঠাৎ নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে ও পুনরায় হঠাৎ সুস্থতালাভ করে। (গুহ্যদ্বার, চক্ষু, ফুস্ফুস্, মুখ, জরায়ু এবং মূত্রযন্ত্র ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব সম্বন্ধে যথাস্থানে লিখিত হইল।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও অন্যান্য উপদেশ।

১। কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে বিবেচনা করিবে যে, এই স্রাব বন্ধ করা বিহিত কি না? কারণ, অনেক সময় এক স্থানের নৈসর্গিক স্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর দিয়া সেই স্রাব হইতে থাকে এইরূপ স্রাবকে প্রতিনিধি বা ভাইকেরিয়াস্ (Vicarious) রক্তস্রাব কহে; এই-রূপ স্থলে, রক্ত বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; তবে যদি মনে কর কোন স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণ বন্ধ হইয়া স্থানান্তর অবলম্বনে সেই রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখিবে, জরায়ু হইতেও এইরূপ পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে জীবনের বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেইস্থল ভিন্ন অন্যস্থলে এইরূপ রক্তস্রাব বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

সংক্ষেপতঃ এই প্রকার প্রতিনিধি রক্তস্রাব যথোপযুক্ত পরিমাণে হইলে তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। কিন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলে উহা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে "নাসাভাঙ্গা" বলে, এইরূপ রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ করা বিহিত নহে।

২। যেস্থলে রক্তস্রাব বন্ধ করা বিহিত হয়, তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এবং অন্য যে কোন প্রকারেই হউক তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৩। রক্তস্রাব হেতু যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা চিকিৎসকের আর একটী গুরুতর কার্য্য।

রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে কি কি করা কর্ত্তব্য।

(১) উপযুক্ত আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ— যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

(২) শারীরিক এবং মানসিক সম্পূর্ণ বিশ্রাম যাহাতে হইতে পারে তাহা করিবে। রোগীকে শয়ন অবস্থায় রাখিবে। কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব যেন উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। হিমপ্টিসিস্ অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাবে রোগীর যাহাতে কাশি বারণ থাকে এবং হিমাটিমেসিস্ অর্থাৎ পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে যাহাতে বমন না হইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য।

(৩) যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সে স্থানের অবস্থিতিও একটী গুরুতর বিষয়। পদের ভেরিকোজ অর্থাৎ স্ফীত শিরা হইতে রক্তস্রাবে, পদকে শরীর হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে বালিশ কিম্বা তাকিয়ার উপরে রাখিয়া দিবে। তাহাতে রক্ত ক্ষত দিকে ভার হইতে পারিবেক না। এইরূপ অবস্থিতি হেতু শিরার রক্ত শীঘ্র শীঘ্র গড়াইয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে চলিয়া আসিবে, এবং ধমনীর রক্ত-প্রক্ষেপণী-শক্তি ঐ ক্ষত স্থানের দিকে অপেক্ষাকৃত মন্দবেগ ধারণ করিবে। এপিসট্যাকসিস্ অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শরীরের

সমসূত্র হইতে মাথা উচ্চ করিয়া বালিশের উপর রাখিবে, এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মস্তকের দুইপার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে। নিম্নশাখাও সটান ভাবে প্রসারিত করিয়া রাখিবে।

(৪) শারীরিক উত্তাপের কতক লাঘব করিতে পারিলে রক্তস্রাব নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এজন্য বরফ সেবন বিধেয়। রোগীকে পুরু, কোমল এবং তুলাপূর্ণ বা অন্যান্য প্রকারের গরম বিছানায় শয়ন করিতে না দিয়া একখানি তক্তপোষের উপর মাদুর কিম্বা শতরঞ্চ বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া রাখিবে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই রজস্বলার সময় এইরূপ ভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। এই প্রকার শয়নে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের আশঙ্কা থাকে না।

(৫) কোন ধমনী অর্থাৎ আর্টারীর মুখ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা লিগেচার (Ligature) অর্থাৎ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। যদি তাড়াতাড়ি বন্ধন করিতে না পার, তবে অঙ্গুলি দ্বারা বিশেষরূপ টিপিয়া ধরিয়া রাখিবে। যদি বৃহৎ ধমনী কাটিয়া থাকে, তবে যে প্রকারে হউক "আর্টারী-ফরসেপ্" দ্বারা ধরিয়া রেশম নির্ম্মিত (মোটা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় স্থূল) সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। যে স্থলে ঐপ্রকার ছিন্ন ধমনী নিতান্তই বন্ধন না করা যায়, সেস্থলে পাতলা নেকড়া ছিন্ন করিয়া শীতলজলে কিম্বা ট্যানিক্-এসিড্ (Tanic-acid) অথবা এলাম্ (Alum) অর্থাৎ ফিট্‌কারি কিম্বা টিংচার ষ্টিল্ ইত্যাদি কষায় দ্রব্য শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঐ নেকড়া ভিজাইয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা রক্তস্রাব মুখে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেন, এবং এই নেকড়া যাহাতে পড়িয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য আটিয়া ব্যাণ্ডেজ্ করিয়া দিতে হয়। এপ্রকার চিকিৎসা, কৌশল-প্রয়োগমাত্র (Mechanical treatment) সন্দেহ নাই। (এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রবেশিকায় দ্রষ্টব্য)।

(৬) সাধারণ রক্তস্রাব সামান্য শীতল জলপটী প্রয়োগেই বন্ধ হইয়া যায়। স্থানীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে বরফও একটী প্রধান সহায়। হেমেমেলিস কিম্বা তাহার বীর্য্য হেজিলিন্ ২৫ ফোটা ১ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ্ করায় বিশেষ ফল

লাভ করা গিয়াছে। ট্যানিক্-এসিড্, লাইকর-ফেরি-পারক্লোরাইড্ সময় বিশেষে উৎকৃষ্ট স্থানীয় প্রয়োগ।

(৭) অত্যন্ত রক্তস্রাবের দরুণ রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তখন তাহার মস্তক আর বালিশের উপর না রাখিয়া শয্যার উপর রাখিবে এবং হৃৎপিণ্ডের রক্ত যাহাতে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত না হইয়া মস্তিষ্কের দিকে যাইতে পারে তাহা করা উচিত। তজ্জন্য ব্রেকিয়েল ও ফিমারেল্ আর্টারীতে চাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। নেক্‌ড়া কিম্বা তদ্রূপ কোন পদার্থ দ্বারা একটি গদি প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত আর্টারীদ্বয়ের উপর স্থাপনপূর্ব্বক কসিয়া বাঁধিলে তদুদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দরুণ যে অজ্ঞান অবস্থা হয়, তাহা কেবল মস্তিষ্কের ও হৃৎপিণ্ডের রক্তশূন্যতা হেতুই ঘটিয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায় অজ্ঞান হইলে তাহাকে ইংরাজীতে "সিন্‌কোপ্" (Syncope) বলে।

(৮) রক্তস্রাবের রোগীর কোল্যাপ্‌স্ বা অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডি ইত্যাদি ষ্টিমুল্যাণ্ট অর্থাৎ উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া বিহিত বোধ হয় না; তাহাতে অনেক সময় অপকারই দর্শিয়া থাকে; কারণ উত্তেজনা, রক্তস্রাবের বিশেষ সহায়তা করে।

(৯) রক্তস্রাবের রোগীকে সুপথ্য প্রদান করিয়া যাহাতে সে শীঘ্র বল লাভ করিতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য। শীতল দুগ্ধ এবং ব্রথ্ (Broth) উৎকৃষ্ট পথ্য, সন্দেহ নাই। যথেষ্ট পরিমাণে কাগ্‌জি লেবুর রস বার্লি সংযোগে দেওয়া যাইতে পারে।

রোগী জল কিম্বা লিমোনেড্ খাইতে চাহিলে তাহা বরফ সংযুক্ত করিয়া দিলে অতি উপাদেয় পানীয় হয়।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে ডাইলিউসন্ ব্যবস্থা। } :—

একোনাইট্ ১, ৩, ৩০ ডাঃ। আর্ণিকা প্রায়ই ১, ৩ ডাঃ। বেলেডোনা ৩ ডাঃ। ক্যাল্‌কে-কার্ব ৩০ ডাঃ। ক্যান্থারাইডিস্ ৩, ৩০ ডাঃ। কার্ব্ব-ভেজি ৬, ৩০, ২০০ ডাঃ। চায়না ১, ৩, ৩০, ২০০ ডাঃ। ফেরম্ ৬, ৩০ ডাঃ।

হেমেমেলিসφ, ৩. ৩০ ডাঃ। হাইয়সায়েমাস্φ, ৩, ৩০ ডাঃ। ইপিকাক ৩, ১২ ডাঃ। ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০ ডাঃ। লাইকো ৬, ১২। মার্ক ৬, ১২, ৩০। এসিড্-নাইট্রি ১, ৩, ১২। নক্স ৩, ৬, ৩০। ফস্ ৩, ৩০। প্ল্যাটী ৬, ৩০। পাল্সφ, ৩, ১২। স্যাবাইনা ১, ৩, ৩০। সিকেলী ৩, ৩০। সিপি ৬, ৩০। সাল্ফার্ ৬, ৩০, ২০০। ইত্যাদি ডাইলিউসন সচরাচর ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধের সাধারণতঃ নিম্ন ডাইলিউসন, বিশেষ প্রয়োজন হইলে উচ্চ ডাইলিউসন দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

সমসংজ্ঞা——এপিস্ট্যাক্সিস্; হিমরেজিয়া-ন্যারিনাম; রাইনোরেজিয়া।

রোগ-পরিচয়——নাসিকা হইতে এক প্রকার সামান্য রক্তস্রাব সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায়, তাহাকে "নাসাভাঙ্গা" বলে; ইহা বিশেষ কোন অনিষ্টকর নহে। বৃদ্ধবয়সে ও নিতান্ত জরাজীর্ণ পীড়িতাবস্থায় এপিস্ট্যাক্সিস্ হইলে তাহা নিতান্ত ভয়প্রদ। যে সমস্ত ব্যক্তির এপোপ্লেক্সি রোগের সম্ভাবনা আছে সেই সময় তাহাদের পক্ষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব মঙ্গল দায়ক। কিন্তু যকৃতের পীড়া, স্কার্ভি, পারপিউরা, হিমোফিলিয়া বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া, নানাপ্রকার জ্বরপোণ ইত্যাদিস্থলে এপ্রকার রক্তস্রাব দেখা দিলে নিতান্ত বিপদের সম্ভাবনা। অনেক স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে "প্রতিনিধি রক্তস্রাব" নাসিকা হইতে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা——এই রোগের উপস্থিত কারণানুসারেই চিকিৎসা করিতে হইবে। ডাক্তার বেয়ার বলেন, মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য থাকিলে বেলেডোনা, একোনাইট, নক্স-ভমিকা, জেল্সিমিয়াম, ভিরেট্রাম-ভিরিডি বিশেষ উপযুক্ত। কোন উৎকট তরুণ রোগের প্রথম অবস্থায় এরূপ রক্তপাতে ব্রাইওনিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; এবং ইহা মস্তিষ্কস্থ শিরা সমস্তের রক্তাধিক্যে ও প্যাসিভ্-হিমরেজ বা শিরা ও কৈশিক রক্তবহা নাড়ী সমস্ত হইতে রক্তস্রাবে বিশেষ

উপকারী। জ্বর না থাকিলে ক্রোকাস্ বা চায়না দিবে; (দুর্ব্বল ও রক্তহীন ব্যক্তির পক্ষে চায়না নিতান্ত উপযোগী)। উৎকট তরুণ রোগ কতকদিন ভোগ করিলে এবং তৎসঙ্গে রক্তের পরিবর্ত্তিত ও পচনশীল অবস্থা উপস্থিত হইলে আর্সেনিক, ল্যাকেসিস্, সিকেলী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার হার্টম্যান বলেন, রক্তস্রাব হেতু মাংসপেশী সমস্তে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া কম্পন হইলে, তিনি মস্কাস্ প্রয়োগ করিয়া অতি শীঘ্র ফল পাইয়াছেন। কোনায়াম, মিউরিয়াটিক সালফিউরিক-এসিড্ ও আর্ণিকা বিশেষ বিশেষ স্থলে নিতান্ত দরকারী; ইপিকাক শিশুদের জন্য বিশেষ উপকারী। যদি স্বভাবসিদ্ধ রক্তস্রাব হয়, তবে শারীরিক স্বধর্ম্ম-শোধক ঔষধ প্রয়োগদ্বারা শরীরের অবস্থা সংশোধন করিলেই সহজে তাহা আরোগ্য হইতে পারে। রক্তস্রাব প্রধান লক্ষণ থাকিলে সাল্‌ফার, লাইকোপোডিয়াম্, নাইট্রি-এসিড্, ফেরাম্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১। এই অধিকারে——(১) একোন, এলোজ, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, চায়না, ক্রোকা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্, সাল্‌ফা, (২) এম্ব্রা, এনাকা, কার্ব-ভ, সিনা, ইল্যাপ্‌স, এবিজি, ফেরা, ক্রিয়েজো, মিলিফোলী স্যাবাইনা, সিকেলী, সিপি, সাইলি, এবং টেরিবিস্থ প্রধান ঔষধ।

২। নাসা রোগ হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——(১) একোন; (২) আর্ণি, বেল্, চায়না, ইল্যাপ্‌স, মার্ক, পাল্‌স, হ্রাস্, সিকেলী।

৩। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু রক্তস্রাবে——(১) একোন, চায়না, বেল্, ক্রোকা, (২) এলাম্, কোনা, গ্রাফা, হ্রাস্।

৪। শীতের সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——আর্স, পাল্‌স।

৫। কৃমি ধাতু বিশিষ্ট বালকের নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——সিনা, মার্ক, টেরিবিস্থ।

৬। স্ত্রীলোকের অল্প ঋতু হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——সিকেলী, পাল্‌স, সিপি।

৭। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব অত্যধিক হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——একোন, ক্যাল্‌কে, ক্রোকা, স্যাবাইনা।

৮। স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——ব্রাই, সিপি, পাল্‌স।

৯। অত্যধিক পরিমাণে শরীরের রক্তস্রাব ইত্যাদি হেতু, দুর্ব্বল ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——চায়না, সিকেলী, কার্ব-ভ, সিনা, ফেরা।

১০। মদ্যপান হেতু উত্তেজিত হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——নক্স-ভ, একোন্‌. বেল্‌, ব্রাই।

১১। শারীরিক পরিশ্রম হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——আর্ণি, হ্রাস্‌, ব্রাই, ক্যাল কে, পাল্‌স, সাল্‌ফার।

১২। কোন স্থানে আঘাতজনিত থেঁৎলে যাওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে——আর্ণি, ইল্যাপ্‌স।

১৩। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের স্বভাব থাকিলে—কার্ব-ভ, ক্যাল্‌কে, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :——

একোনাইট্‌—নাসিকা হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে মাথাভার ও পূর্ণবোধ।

এমোনি-কার্ব—যখনই শীতল জলে মুখ ধৌত করা যায়, তখনই নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে ; এবং আহারের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে।

আর্জেণ্টাম্‌—নাসিকার ভিতর বিড়্‌বিড়্‌ করে ও রক্তপাত হয়। কপালে এবং নাকের ভিতর শুড শুড করিয়া পরে রক্তস্রাব হয়।

বেলেডোনা—উভয় নাসারন্ধ্র হইতে দরদরিত ধারায় এবং ফোঁটা ফোঁটা হইয়া রক্তস্রাব হইলে।

ব্রাইওনিয়া—অত্যন্ত গরম ও উত্তেজিত হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

কার্ব-ভেজি—সর্ব্বদা, বিশেষতঃ প্রাতে ও দুই প্রহরের পূর্ব্বে, অথবা মলত্যাগ সময় কোঁথ দেওয়া হেতু নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব।

চায়না—ক্ষীণ-রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা।

কক্কিউলাস্—গর্ভাবস্থায় এবং তৎসঙ্গে অর্শের পীড়া থাকিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

কোনায়াম্—হাঁচি দেওয়ার পর রক্তস্রাব।

ক্রোকাস্—নাসিকা হইতে স্রাবিত রক্ত, কাল, গাঢ়, আঠাযুক্ত এবং জমাট ও সূত্রবৎ খণ্ড খণ্ড। বয়স্ক ও কোমলাঙ্গ শিশুদের পুরাতন রক্তস্রাবের পীড়া এবং তৎসঙ্গে অবসন্নতা ও মূর্চ্ছা।

এরিজিরণ—জ্বর। মুখের বর্ণ লাল এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

কেলি-কার্ব—প্রত্যেক দিন বেলা ৯ টার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ইণ্ডিগো—শুষ্ক কাশির সহিত রক্ত পড়া।

মার্ক—নাসারন্ধ্রের ভিতর কাল রক্ত জমিয়া বজ্জুর ন্যায় বাহির হইয়া পড়ে। এই লক্ষণে মার্ক ৬ষ্ঠ প্রয়োগ দ্বারা আমি দুইটী রোগীতে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

ফস্—নাসিকার রক্তস্রাবের সঙ্গে হরিদ্রা বর্ণের মিউকাস্ দেখা যায়। *নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ জমাট রক্ত অবাধে নির্গত হয়, কিন্তু তজ্জন্য নাক চুলকায় না।*

পাল্সেটিলা—স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব অত্যল্প পরিমাণ কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হওয়াতে এপিস্ট্যাসিস।

রাস্—রাত্রে, কিম্বা উপুড় হইলে রক্তস্রাব।

সিপিয়া—গর্ভাবস্থায় পোটাল বিধানে রক্তাধিক্য এবং অত্যন্তদুর্ব্বলতাজনিত রক্তস্রাব।

সিকেলী—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায় (সাধারণ রক্তস্রাব, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, সর্দ্দি ইত্যাদি পীড়া দেখ)।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—মস্তকে এবং নাসিকার উপর শীতল জল ও বরফ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। রক্তস্রাবের সময় নাসা-পান

বিহিত নহে, তাহাতে রক্ত জমাট বাঁধিতে পারে না। রোগীর মস্তক একটি তাকিয়া কিম্বা উচ্চ বালিশের উপর রাখিয়া শয়ন অবস্থায় থাকিতে বলিবে, এবং তাহার দুইখানি হাত মস্তকের দুইপার্শ্ব দিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে মস্তকের শিরা-নিচয়ের শোণিত শীঘ্র শীঘ্র নিম্ন দিকে চলিয়া আসিবে ও তৎস্থানের রক্তাধিক্যের লাঘব হইয়া পড়িবে। (এনাটমি শাস্ত্রের ধমনী ও শিরা-বিধান স্মরণ করিয়া দেখিলে এ প্রক্রিয়ার কার্য্য কৌশল অনায়াসে উপলব্ধ হইবে)।

চতুর্থ অধ্যায়।

কন্জেচশন বা রক্তাধিক্য।

সম-সংজ্ঞা——হাইপারিমিয়া।

রোগ-পরিচয়——কোন স্থানে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত স্থিত হইলে তাহাকে সেই স্থানের কন্জেচশন্ বলে। ইহা তিন প্রকার ১—একটিভ্, আর্টিরিয়েল বা ধামনিক; ২—মিকানিকেল, ভিনাস্ বা শৈরিক; ৩—প্যাসিভ্, ক্যাপিলারী বা কৈশিক কন্জেচশন্।

কারণ-তত্ত্ব——উত্তেজনা, ঠাণ্ডা লাগা, কিম্বা আঘাত লাগাজনিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যে কোন কারণে হউক রক্তবহা নাড়ীর মধ্যে রক্ত অধিক প্রবিষ্ট ও স্থিত হইয়া কন্জেচশন্ উৎপন্ন হয়। কোন স্থানের অগ্রে উত্তেজনা হইয়া পশ্চাৎ সে স্থানের কন্জেচশন্ উৎপত্তি হয়। কন্জেচশন অধিক হইলে প্রদাহ জন্মিতে পারে। প্রাচীন কন্জেচশন্ যুক্ত স্থান স্ফীত ও শক্ত হইয়া থাকে।

১। কন্জেচশন্ অধিকারে——(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, চায়না, ফেরা, জেল্স, হাইয়স্, ল্যাক্নেন্, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা; (২) এলাম্, এমোনি, এসাফি, অরা, ক্যাণ্-কা, কার্ব-ভ, সিমিসি, কফি, গ্রাফা, হিপা, আইরিস্, কেলি, লেপ্টা, লাইকো, মস্কাস, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফাইটো, প্লাম্বা, পডোফা, হ্রাস্, সেঙ্গু, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিরাট-এলব ও ভিরাট-ভি ঔষধগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন।

সমসংজ্ঞা——ফ্লগোসিস্; ফ্লেগমেসিয়া; হাইপার-হিমাটোসিস্; হাই-পারএওস্‌মোস্ ইত্যাদি ইহার আর কয়েকটী ইংরাজি নাম আছে।

রোগ-পরিচয়——কোনস্থানের প্রদাহ হইলে সে স্থান রক্তবর্ণ, স্ফীত, বেদনা ও সন্তাপযুক্ত হইয়া উঠে। এই চারিটী লক্ষণ প্রদাহের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। প্রথমে ইরিটেশন বা উত্তেজনা হইয়া কোন স্থান কন্‌জেচ্‌শন্ যুক্ত হয়, পরে সেই স্থানে প্রদাহ হইয়া এই চারিটী লক্ষণ দেখা যায়। কোন প্রদাহ সহজে সুস্থতা প্রাপ্ত হয়; কোন প্রদাহ স্থানে পূঁজ সঞ্চার হইয়া উঠে, কোন স্থান বহুকাল পর্য্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত হইয়া থাকে; কোন স্থান ক্ষত হইয়া উঠে বা পচিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ প্রদাহ তাহাদের যথাস্থানে লিখিত হইবে।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদানতত্ত্ব——ঠাণ্ডা লাগা, বিষাক্ত-পদার্থ সংস্পৃষ্ট, নানাবিধ পীড়ার উপসর্গ ও অন্যান্য বহুপ্রকার কারণে কোন স্থানে প্রথমতঃ—ইরিটেশন্ জন্মে; দ্বিতীয়তঃ—তাহাতে কন্‌জেচশন্ বা রক্তাধিক্য হয়; তৃতীয়তঃ—প্রদাহ জন্মে; চতুর্থতঃ—পূঁজ সঞ্চার হয়। চতুর্থ অবস্থা অনেক সময়, সুচিকিৎসা হেতু উপস্থিত হইতে পারে না। প্রদাহান্তে কোন স্থান শক্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—একোনাইট্—রোগী অস্থির; এপাশ ওপাশ ও ছটফট্ করে; জ্বরের অত্যন্ত তাপ; বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধি। নিতান্ত তরুণ রোগে এবং রোগের প্রথম অবস্থায় একোনাইট্ নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ।

এণ্টিমোনিয়াম্—প্রাচীন প্রদাহ হেতু স্থানটী শক্ত ও চক্‌চকে এবং নির্ম্মল বোধ হয়, যেন তাহাতে বার্ণিস করা হইয়াছে। বেদনা অত্যন্ত ও ছুরিকা বিদ্ধবৎ; কোন সময় বেদনা কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। মিউকাস্ ঝিল্লী স্থান সাগুর ন্যায় সাদা লেপ দ্বারা আবৃত।

এপিস-মেলি—তরুণ প্রদাহে স্থানটী স্ফীত এবং যেন শোথযুক্ত, শরীরের উর্দ্ধভাগে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে প্রদাহ হইলে অত্যন্ত শোথযুক্ত হয়। চুলকান, দংশনবৎ বেদনা ও অত্যন্ত জ্বর সত্ত্বেও তৃষ্ণা অনুভূত হয় না ইহা একটী এপিসের প্রধান লক্ষণ।

আর্সেনিকাম্—স্ফীতস্থান যেন শোথযুক্ত (বিশেষতঃ নিম্ন শাখায়)। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায়, এবং কাল কিম্বা মৃত শরীরের ন্যায় ফেঁকাশে সাদা সাদা ভাবাপন্ন বর্ণ। অত্যন্ত অস্থিরতা। স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায়, কখন বা বিছানায় শুইয়া পড়ে, অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং অল্প অল্প জল পান, কারণ জল খাইতে বিস্বাদ লাগে ও খাইলে বমন হইয়া যায়। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা (শীঘ্র শীঘ্র); উত্তাপে সমস্ত কষ্টের উপশম।

বেলেডোনা—প্রদাহ স্থান নির্ম্মল, চক্‌চকে ও লালবর্ণ; এই লালবর্ণ চতুর্দ্দিকে রেখাকারে প্রসারিত ও অত্যন্ত স্ফীত ও তাপযুক্ত বোধ হয় যেন উনন হইতে তাপ উঠিতেছে। অত্যন্ত বেদনা, তাহাতে নাড়ীর গতির ন্যায় দপ্ দপ্ করে। জ্বর ও অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ প্রবল। যে স্থলে প্রদাহ অতি সত্বর সত্বর জন্মে, অল্প স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা, কিন্তু অধিক চাপ দিলে আরাম বোধ হয় সেইস্থলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব—ক্ষীণকায় ব্যক্তির প্রাচীন প্রদাহ; বেদনাশূন্য পাঙ্গাশ বর্ণের লাল, অথবা সাদা, তৎসঙ্গে লিম্ফেটিক গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত ও প্রদাহ স্থানে অসম্পূর্ণ পূঁজ সঞ্চার। জ্বর টের পাওয়া যায় না।

ক্যান্থারিস্—চর্ম্ম বা মিউকাস্ (ঝিল্লী) প্রদেশ প্রদাহ ও ফোস্কাযুক্ত, এবং উপরিভাগেই প্রসারিত, লবণ মাখিয়া রাখিলে যেমন চিটমিট করে উহাতে সেইরূপ চিট্‌মিট্ বেদনা। ফোস্কা সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঘন বিশিষ্ট অথবা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্য হইতে পরিষ্কার জলের ন্যায় নির্গত হয়। এই সমস্ত ফোস্কা শুষ্ক হইলে, সচরাচর ইহাদের উপর সাদা অথবা হরিদ্রাভ-সাদা চটা পড়িয়া যায়।

হ্রাস্-টক্স—চর্ম্ম স্থানে মাত্র প্রদাহ কিন্তু ক্যান্থারিস্ অপেক্ষা কিছু

গভীরতর, ফোস্কা সমস্তও বৃহত্তর তন্মধ্যে হরিদ্রাভ বা কটাভ বর্ণের জল থাকে; যখন ইহারা শুষ্ক হয় তখন হরিদ্রা বর্ণের চটা পড়িয়া যায়; ঐ চটা উঠাইলে তন্নিম্নে ঘা দেখা যায়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, বাতের বেদনাব ন্যায়। শারীরিক অন্যান্য উদ্বেগ বিশেষ ভয়াবহ. প্রায়ই টাইফয়েড্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্থিরতা সর্ব্বদা নড়িয়া বেড়ান (আর্সেনিকের ন্যায় নহে); নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম।

সালফার—প্রাচীন প্রদাহ, জল লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, তৎস্থানে খোঁচান ও ঝেঁজিধরাবৎ বেদনা।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—তুলাদ্বারা বেগুজ করিয়া বাঁধিলে প্রদাহ অনেক সময় আপনা হইতে অপসারিত হয়। ঠাণ্ডা জলপটী দিলে অবস্থা বিশেষে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রযোজন হইলে এক্ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনার প্রলেপ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। আমবা এইক্ষণ বেলেডোনার এতাদৃশ বাহ্য প্রয়োগ না করিয়া কেবল শক্তীকৃত বেলেডোনা খাইতে দিযাই উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকি। গরম জল দ্বারা ফ্ল্যানেল কাপড় সহ ফোমেণ্ট করিলে কিম্বা মসিনা বা ভুসীর পুলটিস্ প্রয়োগ কবিলে অনেক সময প্রদাহ ও তজ্জনিত বেদনার উপশম হয।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা।

সম-সংজ্ঞা——(রক্তাল্পতা), এক্সিমিয়া, স্পেনিমিয়া, হাইড্রিমিযা, ও লিজিমিয়া, সজল বক্ততা। রোগপরিচয——

স্বাভাবিক শরীরে ১০০০ অংশ বক্তমধ্যে ১৩০ অংশ পরিমাণ লাল কণা থাকে। তাহা হ্রাস হইযা ৮০ কিম্বা ৬০ মধ্যে পরিণত হয় এবং রক্তের দ্রবণীয় লবণ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তখন এই অবস্থাকে এনিমিযা বলে। ইহাতে শরীর পাণ্ডাশ বর্ণ হয়; মুখমণ্ডলে ও চক্ষের কণীায রক্ত দেখা যায় না, নাড়ী মৃদু ও দ্রুত; শোথের ভাব; হৃৎকম্পন; হৃদ্স্থানে হুস্ হুস্ শব্দ, মূর্চ্ছা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, পীড়া কঠিন হইলে চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কারণ-তত্ত্ব——অসংখ্য কারণ ; অত্যন্ত রক্তস্রাব ; অনুপযুক্ত আহার ; অজীর্ণদোষ ; শরীরের অন্যান্য জীবন সংরক্ষক তরল পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষরণঃ—যথা অতিরিক্ত দুগ্ধ নিঃসরণ ; উদরাময় ; অত্যন্ত পূঁজ উৎপত্তি ; অতি শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি। বহুকাল ম্যালেরিয়া জ্বর ও প্লীহাতে পীড়িত; নানাবিধ প্রাচীন রোগঃ—ক্যানসার, যক্ষা ; হৃদরোগ, পাকস্থলী মধ্যে ক্ষত ইত্যাদি। সীসক, পারদ ও অন্যান্য ধাতু কর্ত্তৃক শরীর বিষাক্ত।

২। ক্ষীণরক্তাধিকারে——(১) আর্স, চায়না, হেলোনি, হাইড্রাষ্ট, পাল্স, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা ; (২) আর্নি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, সিনা, কোনা, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, সল্‌ফা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্, সিপি, সাইলি ও * ভিরেট্রা প্রধান ঔষধ।

২। যদি নিতান্ত রক্তস্রাব অথবা অন্য কোন জলীয় ভাগ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাওয়ার দরুণ এই রোগ উপস্থিত হয় তবে——(১) * চায়না; এলাম্, * নক্স-ভ, সাল্ফা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, সিনা, হাইড্রাষ্ট, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। উৎকট কোন তরুণরোগ হেতু এই রোগ জন্মিলে—— ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ ও ভিরেট্রাম্।

বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:——

আর্সেনিক—শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং শয্যাগত হইয়া পড়া। নিতান্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয়। শীর্ণতা। গরম ঘরে থাকিতে ইচ্ছা।

চায়না—রক্তস্রাব। শুক্র পতন। উদরাময়। শ্বেতপ্রদর ; কিম্বা অত্যন্ত দুগ্ধক্ষরণ ইত্যাদি কারণে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে * চায়না একটী মহৌষধ।

হেলোনিয়াস্—মাথায় ভারবোধ ও তৎসঙ্গে দৃষ্টিহীনতা, মূর্চ্ছা, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, রাত্রে অনিদ্রা থাকিলে ও মূত্র-জননেন্দ্রিয়ের যন্ত্র সমুদায়ের পীড়া হইতে "এনিমিয়া" হইলে এই ঔষধ প্রশস্ত।

ফেরাম্—"এনিমিয়া" ও তৎসঙ্গে মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় পাংশুবর্ণ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ঝিল্লী সমুদায়ে (মিউকাস্‌মেম্ব্রেণে) বিশেষতঃ মুখগহ্বরে রক্তশূন্যতা। হৃৎপিণ্ডে কর্ম্মকারদের ভাতির অর্থাৎ জাতাকলের শব্দের ন্যায় হুস্‌ হুস্‌ শব্দ; ধমনী এবং শিরাতে একপ্রকার হুস্‌ হুস্‌ শব্দ কর্ণ কিম্বা বক্ষোবীক্ষণ-যন্ত্র (ষ্টেথিস্‌কোপ্‌) দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়। মাংসপেশী সকল ক্ষীণ। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ন্যাট্রা-মিউ—ম্যালেরিয়াজনিত ক্ষীণকায়। পাংশুবর্ণ। উদর বিস্তৃত। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারের সংকীর্ণতা। নিতান্ত বিষন্নভাব।

ন্যাট্রাম্‌-সাল্‌ফ—কফীয় ঢোস্কাশরীর। রক্ত জলময়।

নক্স-ভমিকা—নিতান্ত বসিয়া থাকিয়া জীবননির্ব্বাহ কিম্বা নানা প্রকার অত্যাচার অর্থাৎ মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, বেশ্যাগমন, ইত্যাদি হইতে পরিপাক যন্ত্রের পীড়া ও তাহা হইতে "এনিমিয়া" হইলে।

(এই সঙ্গে ক্লোরোসিস্‌; দুর্ব্বলতা; স্কার্ভি, ইত্যাদি ক্ষীণ-রক্তকারী পীড়ার বিষয় অধ্যয়ন করিয়া দেখ)।

সপ্তম অধ্যায়।

শোথ বা ড্রপ্‌সি।

সম-সংজ্ঞা—হাইড্রপ্‌সি।

রোগ-পরিচয়—শরীরের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ভাবে জল সঞ্চয় হইলে তাহাকে শোথ বলে। সমস্ত শরীরের বা শরীরের কতক অংশের সেলুলার টিস্যুনামক নির্ম্মানবিধান-সূত্র সমূহ মধ্যে এইরূপ জল সঞ্চয় হইলে তাহাকে—"এনাসার্কা" কহে; এনাসার্কা সীমাবদ্ধ কতক পরিমাণ স্থানে হইলে তাহাকে "ইডিমা" বলে: ফুস্‌ফুস্‌াদি যন্ত্র মধ্যে জল সঞ্চয়কেও ইডিমা বলা যায়। বক্ষস্থলে প্লুরা মধ্যে জল সঞ্চয়—হাইড্রথোরাক্স; পেরিকার্ডিয়াম্‌ মধ্যে জল হইলে—হাইড্রোপেরিকার্ডিয়াম্‌; পেটে, পেরিটোনিয়াম্‌ নামক

সিরাস্-ঝিল্লী-গহ্বব মধ্যে জল সঞ্চয়—"য়্যাসাইটিস্"; মস্তিষ্কের সিরাস্-ঝিল্লী গহ্বর মধ্যে জল সঞ্চয়কে—"হাইড্রোকেফেলাস্" বলা যায়। যদি উভয় সিবাস্ ঝিল্লী-গহ্বর এবং সেলুলার টিসু মধ্যে শোথ হয় তবে তাহাকে জেনারেল্ বা সাধারণ অর্থাৎ সার্ব্বাঙ্গিক শোথ বলে।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব—১—শিরা এবং কেপিলারীসমূহ নানা কারণে নিতান্ত অত্যধিকরূপে পরিপূর্ণ হইলে তাহাদের গাত্র হইতে জল চুয়াইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের চতুর্দ্দিকে জল সঞ্চয় হয় যথা:—টিউমার, বিবৃদ্ধিযুক্ত গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডসমূহ, গর্ভযুক্ত জরায়ুর চাপ ভেইন বা শিবাব উপর পড়া; যকৃতের যন্ত্রগত পীড়া হেতু পোর্টাল বিধানের রক্ত সঞ্চালন কার্য্যের ব্যাঘাত; হৃৎপিণ্ডের ভাল্ভ বা কপাটদিগের পীড়া এবং ব্রংকাইটীস্, এম্ফিজিমা ইত্যাদি ফুস্ফুসের পীড়া হেতু শিরা সমস্তের রক্ত অগ্রসর হইতে না পারা বিধায় শিরা সমস্ত পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রাচীন প্রদাহজনিত রক্তাধিক্য (হাইড্রোসিল্ বা জল দোষের পীড়া)। ২—দূষিতরক্ত; কিড্নীর পীড়া হেতু মূত্রাল্পতা জন্য অত্যধিক জলীয় ভাগ ও ইউরিয়া ইত্যাদি দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া শোথ। ৩—ক্ষীণ রক্ত বা এনিমিয়া। ৪—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা দরুণ আভ্যন্তরিক কঞ্জেচ্শন্। ৫—চর্ম্মরোগ ইত্যাদি হঠাৎ বসিয়া গেলে। ৬—স্নায়বীয় দোষ হেতু শোষক কার্য্যের হীনক্ষমতা। ইত্যাদি কারণে শোথের উৎপত্তি হয়। শোথ একটী বিশেষ রোগ নহে ইহা কতকগুলি রোগ ও অবস্থার উপসর্গ বিধায় এই ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

১। শোথাধিকারে——(১) * এপিস্, * এপোসাই, * আর্স, চায়না, * কল্চি, ডাল্কা, হেলে, আইরিস্, লিডাম্, * লাইকো, মার্ক, সাল্ফা; (২) এস্কেল্পি, * ব্রাই, ক্যান্ফ্, ক্যান্থা, চিমাফি, ফেরা, হিপা, ল্যাকে, মিউর-এসি, ফস্, হ্রাস্, সেম্বু, * ফ্লুওরি-এসি, সোলেনাম-নাইগ্রা, স্কুইল্; (৩) এণ্টিমোনিয়াম্, অরা, ব্যারাইটা, কার্ব-ভ, চেলিডো, কোনা, হাইয়স্, র‍্যানান্-বাল্বো, স্যাবাডি, স্যাবাইনা, * টেরিবিস্থ, টার্টা, ভিরাট্র-ভি প্রধান ঔষধ।

২। একৃজ্যান্থিমেটা অর্থাৎ হাম ইত্যাদি ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু শোথ হইলে——(১) * এপিস্, এপোসাই, * আর্স, এস্কেল্পি, ডিজি,

হেলে, হ্রাস্, সাল্‌ফা ; (২) অরা, ব্রাই, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ল্যাকে, মার্ক, টেরিবিস্থ, ভিরাট্-ভি।

৩। পর্য্যায় জ্বর চাপা দিয়া থাকা হেতু শোথে——* আর্স, চিমাফি, ডাল্‌কা, * ফেরা, মার্ক, সোলেনাম-নাইগ্রা, * সাল্‌ফার।

৪। এনিম্যালফ্লুইড্ অর্থাৎ রক্ত অথবা জীবন সংরক্ষক জলীয় পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে স্রাব হেতু শোথে——* চায়না, * ফেরা, হেলোনি, লাইকো, মার্ক, সাল্‌ফা, এপোসাই।

৫। অত্যন্ত মদ্যপায়ীদিগের শোথে——আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সেনি-কাম্, কার্ডুয়াস্, চায়না, ফ্লুওরিক্-এসিড্, হেলে, লিডা, নক্স-ভ, হ্রাস্, সাল্‌ফার।

৬। অতিরিক্ত পারদ্ ব্যবহারের দরুণ শোথে——চায়না, ডাল্‌কা, হেলে, ফাইটো, সাল্‌ফা।

৭। যকৃৎ অথবা প্লীহা হেতু শোথ হইলে——*অরা, কার্ডুয়াস্ *চিমাফি, *চায়না, কুপ্রা, * ফ্লুওরিক-এসি, আইরিস, ল্যাকে, * লাইকো, মার্ক।

৮। ঠাণ্ডা লাগিয়া শোথ হইলে——* এপিস্, এপোসাই, আর্স, ডাল্‌কা, টার্টা।

৯। স্ত্রীলোকের ঋতুর অবস্থা নিয়মিতরূপ না হইলেও তাহা হইতে শোথ হইয়া থাকে, তাহাতে——এপিস্, আর্স, হেলোনি, ক্যাল্-কার্ব, গ্র্যাফা, মার্ক, সেনিসিও।

১০। এনাসার্কা অধিকারে——(১) আর্স, বেল্, (২) ব্রাই, চায়না, ডিজি, ডাল্‌কা, ইউপেটো, হেলোনি, হাইড্রাষ্ট, মার্ক, সাল্‌ফা, এপিস্ ক্যাম্ফ্, কন্‌ভল্, আইরিস্-ভা, ল্যাক্‌টু, লাইকো, হ্রাস ও সেম্বু দেওয়া যায়।

১১। হাম এবং স্কার্লেটিনা পীড়ার পর শোথ রোগ হইলে——হিপা, হেলে, আর্স, দেওয়া যায়।

১২। হৃৎপিণ্ডের পীড়া হেতু শোথে——(১) এপিস্, *আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাক্‌টা; কার্ব-ভ, ডিজি, ফ্লুওরিক-এসি, হেলে, * লাইকো, স্কুইল, টেরিবিস্থ ; ক্যানাবিস্, ক্রোটেলাস্। (ক)—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হেতু শোথ

হইলে—আর্স, ডিজি, লাইকো। (খ)—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের পীড়া হেতু শোথ হইলে—ফস, ফস্-এসি।

১৩। মূত্রপিণ্ড (কিড্নী) যন্ত্রের পীড়া হেতু শোথে——এমোনি-বেঞ্জো, এপিস, আর্জেণ্টাম, আর্সেনিকাম্, অরাম, বার্বেরিস্, ক্যান্থা, ডিজি, হেলোনি, ফস্-এসি, প্লাম্বান্, সিকেলী, টেরিবিন্থিনা, ইউরেনিয়াম্।

ড্রপসি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :——

এসেটিক্-এসিড—চর্ম্মের বর্ণ মোমের ন্যায় ফেঁকাশে। সমস্ত শরীরে শোথ ভাব ও তৎসঙ্গে উদরাময়, অম্ল উদ্গার ইত্যাদি। শরীর শুষ্ক হইয়া যাওয়া।

এপিস্-মেলিফিকা—প্রায় সমস্ত শোথ রোগেই প্রস্রাব অল্প পরিমান হয়, ও তৎসঙ্গে অনিদ্রা এবং তৃষ্ণা রহিত অবস্থা। শরীরের নানাস্থানে হুল ফোটা ও জ্বালাসহ যন্ত্রণা থাকিলে। বক্ষঃগহ্বরের ভিতর শোথ ও তাহাতে হুল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা। নিশ্বাস কষ্ট, এমন কি একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নিশ্বাস লইতে পারিবে কি না তাহাতে আশঙ্কা। জলোদরীর পীড়ায় পেট বেদনাযুক্ত। না বসিলে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না, এমন কি চীৎ হইয়া হেলান দিয়া থাকিলেও দম্ বন্ধ হইয়া যাইবার ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে স্কার্লেটিনা পীড়া হইলে তাহার উপসর্গাদিতে এইটী উপযুক্ত ঔষধ। অন্ত্র সমূহের প্রদাহ এবং জরায়ুর ভিতর কোন টিউমার বা অর্ব্বুদ হইলে।

এপোসাই-ক্যানা—এসাইটিস্ (Ascites) অর্থাৎ উদরী। পাকস্থলীর উত্তেজনা, এমন কি এক বিন্দু জলও পেটে থাকে না, বমি হইয়া উঠিয়া যায়। প্রস্রাব ঘোলা। উদরাময়। শয়ন করিলে মুখ ফুলা ফুলা বোধ হয়; এবং বসিলেই তাহা থাকে না। বক্ষঃস্থলে শোথ। কথা কহিতে অক্ষম; দম্ বদ্ধ হইয়া আইসে। মূত্রাভাব। অত্যন্ত তৃষ্ণা। স্কার্লেটিনা রোগের পর শোথ। টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরের পর শোথ। পেরিকার্ডিয়ামের অভ্যন্তরে জল সঞ্চয় হেতু কথা বলিতে ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট। কাশি; সাঁই সাঁই শব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অনুভব করা যায় না। মুখ

ফুলা ফুলা এবং ব্যাকুলভাবাপন্ন দৃষ্টি। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল। অঙ্গুলীর নখ (চাড়া) সীসকের ন্যায় নীলাভ-বর্ণ বিশিষ্ট। শয়ন করিতে কষ্ট; বসিয়া থাকিলে কোন বস্তু বা মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। নিম্ন শাখাদ্বয়, পুরুষাঙ্গ, স্ক্রোটাম্ অর্থাৎ পোতা এবং উদর স্ফীত। এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীরে অল্প অল্প ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইলে জানিতে পারিবে ঔষধে ফল দর্শিবে। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে প্রস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে হইবে।

আর্সেনিক—সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ। উদরী। নিম্নশাখায় শোথ। সমস্ত শরীরের বর্ণ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল দেখিতে ফেঁকাশে, মেটে এবং ঈষৎ সবুজ বর্ণের আভাযুক্ত। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শয্যাগত অবস্থা। সামান্য সঞ্চালনেই মূর্চ্ছা। জিহ্বা শুষ্ক। অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু প্রত্যেক বারেই অধিক পরিমাণে জল পান করে। নিশ্বাস-কষ্ট, বিশেষ রাত্রে চীৎ হইয়া শয়ন করিলে। অত্যন্ত ব্যাকুলতা। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শরীর ঠাণ্ডা, কিন্তু অভ্যন্তর জ্বলিয়া যায় (অন্তর্দাহ)।

এস্ক্লেপিয়াস্—স্কার্লেটিনা পীড়ার পর শোথ। মূত্রপিণ্ড বা কিড্নীর পীড়া অথবা ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ শোথ।

এস্প্যারেগাস্—হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল। বামস্কন্ধে বেদনা। নাড়ী দুর্ব্বল।

অরাম্—উদর গহ্বরস্থ যন্ত্র-সমূহের ক্রিয়াগত অবস্থার ব্যত্যয় হেতু উদরী।

ব্রাইওনিয়া—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, পদদ্বয় স্ফীত, দিবাভাগে স্ফীতির বৃদ্ধি ও রাত্রে তাহার হ্রাস হয়। বক্ষঃস্থলে জল-সঞ্চয়। পার্শ্ববেদনা। কাশি ও তৎসঙ্গে ডায়েফ্রাম্ পেশীর সঙ্কোচন অবস্থা। বমন। অত্যন্ত মাথাবেদনা ও নড়িলেই উহার বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও অল্প অল্প ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়। উদরী। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। উপুড় হইলে শিরোঘূর্ণন হয়। একটু চলিয়া বেড়াইলেই নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। চক্ষের নিম্নপাতা শোথযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অল্প প্রস্রাব। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। স্কার্লেট জ্বরের পর শোথ।

ক্যাক্‌টাস্‌—হস্তদ্বয়ের বিশেষ বামহস্তের শোথ; নিম্নশাখার শোথ; চর্ম্ম চক্‌চকে; অঙ্গুলি দ্বারা টিপি দিলে সেই স্থান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গর্ত্ত-পানা হইয়া থাকে; হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

ক্যান্থারিস—মূত্রযন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু শোথ ও তৎসঙ্গে মূত্রাভাব; মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশের উত্তেজিত অবস্থা ও বেদনা; হস্তপদ-বেদনা; পুরাতন সর্দ্দি।

চিমাফাইলা—উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার পাতলা প্রস্রাব হইতে থাকে, তাহাতে কোন মিউকাস দেখা যায় না।

চায়না—রক্তস্রাবের পর যকৃৎ এবং প্লীহার পীড়া হেতু উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; বৃদ্ধ বয়স।

কলচিকাম্‌—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বক্ষঃগহ্বরে শোথ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা, যেন মূত্রস্থলীতে কোন প্রকার আক্ষেপ হইয়াছে, কিন্তু অত্যল্প পরিমাণে প্রস্রাব অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়; শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট; তরুণ বাতের পীড়া হেতু হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

কন্‌ভলভিউলাস-আর্ভেন্‌সিস—শোথ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুধা এমনকি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিয়াও যদি আর কিছু পায় তাহাও আহার করিতে চায়, পেট জলপূর্ণ, সম্পূর্ণ মূত্রাভাব।

ডিজিটেলিস্‌—সমস্ত প্রকারের শোথ; মূত্রকৃচ্ছ্র; মুখ ফেঁকাশে, নাড়ী পর্য্যায়শীল অর্থাৎ ইণ্টারমিটেণ্ট; স্ফীত স্থান মথিত ময়দার ন্যায় অঙ্গুলির টিপিতে বসিয়া যায়; হৃদ্রোগ, তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা ও সমস্ত শরীর পিংশেবর্ণ ও নীলাভ-বর্ণ বিশিষ্ট।

ইউপেটো-পারপি—ইন্‌সিপিড্‌ডায়েবেটিস্‌ অর্থাৎ শর্করাবিহীন বহুমূত্র। এল্‌বুমিনুরিয়া। মূত্রপিণ্ডের পীড়া হেতু শোথ ও তৎসঙ্গে শরীর ফুলিয়া যায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

ফ্লুওরিক্‌-এসিড্‌—হুইস্কি (Whisky) মদ্যপান হেতু যকৃৎ প্রবর্দ্ধিত ও শক্ত। বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়।

হেলেবোরাস্‌—তরুণ শোথ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। কোন বিষয় বুঝিতে হইলে কিছু বিলম্বে তাহা বুঝিয়া থাকে। আস্তে উত্তর করে। মুখ ফেঁকাশে, মণ্ডের ন্যায় মলযুক্ত উদরাময় ও পেটে বেদনা। রোগী শয়ন করিয়া সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে (আর্স—বসিয়া থাকিলে) মূত্রাভাব অথবা মূত্রে অত্যন্ত এল্‌বুমেন। মূত্রের বর্ণ গাঢ় কিন্তু তাহাতে কোন সেডিমেণ্ট (Sediment) অর্থাৎ তলানি পড়া দৃষ্ট হয় না।

হেলোনিয়াস্‌—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। এলবুমিনুরিয়া। জননেন্দ্রিয়ের শিথিল অবস্থা। বস্তিঃকৃচ্ছ। ক্লোরোসিস্‌। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হেতু শোথ।

হিপার-সাল্‌ফ—ব্রাইটস্‌ডিজিজ অর্থাৎ মূত্রপিণ্ডের পীড়া হইতে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বিশেষ স্কার্লেটিনা রোগের পর।

আইরিস-ভার্স—উদরী এবং যকৃৎ স্থানের শোথ অবস্থা।

কেলি-কার্ব—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয় ও তৎসঙ্গে সাঁই সুঁই শব্দযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস। চক্ষুর ভ্রূ ও পাতার মধ্যস্থান শোথযুক্ত। মাইট্রাল-ভাল্‌ভ অসম্পূর্ণ। চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক। রাত্রি ৩ টার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ড এবং যকৃতের পীড়া হেতু উদরী, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে।

ল্যাকেসিস—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়, তৎসঙ্গে সময় সময় নিশ্বাস বন্ধ হওয়ারূপ ফিট্‌ (Fit) হয় এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত নিক্ষেপ করিতে থাকে ও নিদ্রাহইতে জাগিয়া উঠে। ফেঁকাশে মুখশ্রী। প্রস্রাব গাঢ় বর্ণ। মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। স্কারলেট্‌ জ্বরের পর যকৃৎ, প্লীহা এবং হৃদ্রোগ ইত্যাদির সঙ্গে শোথরোগ জড়িত হইয়া উঠে।

লিডাম্‌—শোথ ও তৎসঙ্গে হস্তপদে বেদনা ও চর্ম্ম শুষ্ক।

লেপ্‌টাণ্ড্রা—পোর্ট্যাল বিধানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

লাইকোপোডিয়াম্‌—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হইতে শোথ। বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়; চীৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধ।

বাম ইলিয়াক্ প্রদেশে গল্ গল্ করিয়া ডাকা। প্রস্রাবে লাল গুড়া গুঁড়া সেডিমেণ্ট দেখা যায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত খামখেয়ালী ভাবাপন্ন হয়। যকৃতের পীড়া এবং অত্যন্ত সুরাপান হেতু উদরী। রক্তস্রাবের পর ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর। নিম্ন শাখায় ক্ষত হইলে পুঁজ নিঃসৃত না হইয়া জল নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প ও তাহাতে লাল বর্ণের সেডিমেণ্ট দেখা যায়। শরীরের ঊর্দ্ধভাগ শুষ্ক হইয়া নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে। এক পদ শীতল, অন্য পদ উষ্ণ। অস্থির নিদ্রা।

ম্যান্‌গাম্-অক্‌সাইডাম্—ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর হইতে উদরী। কৃশতা। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত বলের সহিত অনিয়মিত ভাবে কম্পন অবস্থাযুক্ত প্যাল্‌-পিটেশান্ অর্থাৎ উল্লম্ফন অবস্থা, অথচ তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক শব্দের কোন প্রকার গোলোযোগ শুনা যায় না।

মার্কিউরিয়াস্—নূতন এবং পুরাতন সার্ব্বাঙ্গিক শোথ। যকৃৎ এবং উদর গহ্বরের অন্যান্য যন্ত্রের পীড়া হেতু উদরী। পেট স্ফীত, শক্ত এবং সটান; বিশেষতঃ তৃষ্ণা নাই। স্কার্লেটিনার পর বক্ষঃস্থলের উদ্বেগ। শরীর গরম এবং ঘর্ম্মযুক্ত। সর্ব্বদা ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে উৎকাশি।

সিলা—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয় ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অল্প পরিমাণ গাঢ় বর্ণের প্রস্রাব। সর্ব্বদার জন্য কাশি এবং তাহার সঙ্গে পাতলা একটু একটু মিউকাস্ উঠে। শরীরে সামান্য ভাবে শোথ।

সেনিসিও—পেট অত্যন্ত সটান; নিম্ন শাখা অল্প অল্প শোথযুক্ত। প্রস্রাব অল্প এবং গাঢ়বর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে অল্প বা অধিক প্রস্রাব। কটি-দেশ ও ওভেরিতে অর্থাৎ অণ্ডাধারে বা ডিম্বকোষে বেদনা।

সেনিগা—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়। সামান্য একটু পাতলা কাশি।

স্পাইজিলিয়া—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়। বিছানায় থাকিয়াও একটু নড়াচড়া করিলে কষ্ট বোধ হয়। বক্ষঃস্থল বিছানা হইতে শূন্য করিয়া কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে। সামান্য নড়াচড়া করিলেই দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব হয়। হাত ঊর্দ্ধে উঠায় ও তৎসঙ্গে ব্যাকুলতা এবং হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেশান হইতে থাকে।

সালফার—বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয় ও তৎসঙ্গে হঠাৎ রাত্রে শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেই নিশ্বাসবন্ধ এবং উঠিয়া বসিলেই তাহা আর থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধ অথবা প্রাতঃকালে উদরাময়। ইরাপ্‌শান্‌ বসিয়া যাওয়ার দরুণ চর্ম্ম কর্কশ, নীলাভ এবং তৎসঙ্গে শোথ। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান। নাড়ী দ্রুতগতি ও পদদ্বয় শীতল। সহজেই ঘর্ম্ম হয় বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে। পেটবেদনাশূন্য উদরাময়। স্থিরভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা। অত্যন্ত স্মৃতি-বিভ্রম।

টার্টার্‌-এমিটিক্‌—বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় এবং তৎসঙ্গে বক্ষের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। যে পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, সে পরিমাণে নির্গত হয় না। ঝিমিতে ঝিমিতে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করে।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—সর্ব্বদা গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখা উচিত; কারণ ঠাণ্ডা লাগাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। যখন জ্বর ইত্যাদি উৎকট ব্যাধি ইহার সহিত থাকে তখন সাগু, মসূরীর ক্বাথ, (যুস্‌) কিম্বা বার্লি ইত্যাদি লঘু পথ্য বিধেয়। জ্বরাদি না থাকিলে অন্ন বা রুটী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। 'মান' তরকারী এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট। অবস্থা-বিশেষে বহু-পরিমাণ দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্দেশে কবিরাজেরা এক প্রকার মার্কিরিয়াস্‌ (স্বর্ণ সিন্দুর) খাইতে দিয়া কেবল দুগ্ধ পথ্য দিয়া থাকেন, একবিন্দু জলও রোগীকে খাইতে দেন না; ইহার নাম "দুগ্ধবটী করা" বলে, ইহাতে কেবল দুগ্ধই পথ্য। আমি স্বচক্ষে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মানচূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া এক প্রকার মানমুণ্ড প্রস্তুত হয় তাহা সুপথ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—সচরাচর, ϕ ১, ৬, ১২, ৩০ ডাইলিউসন দ্বারা ফল লাভ করা যায়। আর্স ইত্যাদির ১০০০ কিম্বা ২০০ ডাইলিউসন দ্বারা অনেক সময় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

কর্ণমূল।

সম-সংজ্ঞা—প্যারোটাইটিস্, মাম্প, কর্ণমূল-প্রদাহ, পাষাণগর্দ্দভ, কর্ণ-মূল ফুলা।

রোগ-পরিচয় ও কারণ তত্ত্ব—ঠাণ্ডালাগা, আপনা আপনি অলক্ষিত কোন কারণ বিশেষ, অথবা কোন দূষিত জ্বর হেতু কর্ণমূল হইয়া থাকে। এক প্রকার সামান্য প্যারোটাইটিস্ বা মাম্প কোন এক সময় বহুসংখ্যক বালকদিগের হইতে দেখা যায়; জ্বর বিশেষে কোন ভয়প্রদ নহে। ম্যালি-গ্ন্যাণ্ট বা দূষিত প্যারোটাইটিস্ নামক এক প্রকার কর্ণমূল আছে তাহা নিতান্ত ভয়ানক; তাহার প্রকাশ মাত্র তৎসঙ্গে জ্বর ও সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অনেক সময় কর্ণমূল বসিয়া গিয়া তৎপশ্চাৎ অর্কাই-টিস্ বা অণ্ডকোষের বিচির প্রদাহ জন্মিয়া থাকে।

১। দূষিত অর্থাৎ ম্যালিগ্ন্যাণ্ট প্যারোটাইটিস্ রোগে——(১) এন্থ্রাসিন, ব্রাই, হিপার, ক্রিয়েজো দেওয়া হয়।

২। সাধারণ প্যারোটাইটিস্ হইলে—বেল্।

বেলেডোনা—উজ্জ্বল লালবর্ণ স্ফীত অবস্থা (বিশেষ দক্ষিণ কর্ণমূলে)। এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা দ্বারা উপরে প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে।

হ্রাস্—কৃষ্ণাভ লালবর্ণ (বিশেষ বাম দিকে)।

মার্ক—ফেঁকাশেবর্ণ।

কার্ব-ভ এবং ককিউ—কর্ণমূল সহ জ্বর থাকিলে।

পাল্‌স্—প্যারোটাইটিস্ হইয়া স্তনের প্রদাহ হইলে।

কার্ব ভ এবং আর্স—অণ্ডকোষে মেটাষ্ট্যাসিস্ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ প্যারোটিড্ গ্রন্থির প্রদাহ বিলুপ্ত হইয়া উহা অণ্ডকোষে প্রকাশিত হইলে।

আর্স, ফস্ এবং সাইলি—পূঁজ জন্মিবার উপক্রম হইলে।

লাইকো, নাইট্রি-এসি ও ফাইটো—দুড়ি ঘা জন্মিলে।

ব্যারিয়াম্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কোনা, ক্রেমা, কেলি-কার্ব, সাইলি—কর্ণমূল শক্ত হইয়া থাকিলে।

ব্যারিয়াম্‌মি, হিপা, কেলি-কার্ব, হ্রাস্—স্কার্লেট্ জ্বরের পর কর্ণমূলে।

আর্স, চায়না, ল্যাকে, ক্রিয়েজো—দূষিত প্যারোটাইটিস্ এবং তাহাতে অসুস্থ পূঁজ জন্মিলে, বিশেষ উপকারী।

ঔষধ দ্বারা উপকার না পাইলে মসিনার পুল্টিস্ প্রয়োগ করিবে। তাহাতে প্রদাহ ও পূঁজভাগ শোষিত হইয়া ভাল হইতে পারে। পূঁজ জন্মিলে তাহা কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, অস্ত্রবিদ্যাতে নিজে পারদর্শী না হইলে পারদর্শী ব্যক্তি-দ্বারা কাটিয়া লইবে। ঘা শুকান জন্য সাইলিসিয়া ৩০শ, দুই এক মাত্রা বিশেষ উপকারী, হিপার সাল্ফ ৩০শ ও বিশেষ ফলপ্রদ।

নবম অধ্যায়।

টিনিটাস অরিয়াম

ও

কর্ণের অন্যান্য কয়েকটী উপসর্গ বা পীড়া।

রোগ-পরিচয়—টিনিটাস্ অরিয়াম্ বা কর্ণ-নাদ; ইহাতে কর্ণ মধ্যে ঝন্ ঝন ভোঁ ভোঁ কিম্বা শোঁ শোঁ ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

কারণ-তত্ত্ব—এই উপসর্গ কঠিন জর ইত্যাদির সঙ্গে অথবা কোন মাদক দ্রব্য সেবনে, মস্তিষ্কের কোনরূপ পীড়া অথবা কর্ণের পটহের অভ্যন্তরে পীড়া জন্মিলে অনুভূত হয়। অতিরিক্ত কুইনাইন ও সিংকোনা সেবনেও এই লক্ষণ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা:—

১। কর্ণের অভ্যন্তরস্থ নির্ম্মাণ-বিধানসমূহের পুরু ও কঠিন অবস্থা হেতু এই পীড়া হইলে—কোনা, গুয়াই, আর্স, মার্ক, আইয়ড্, সাল্ফা।

২। শারীরিক রোগ হেতু এই পীড়া হইলে তাহার প্রতিবিধান তদনুসারে করিবে।

৩। হিসিং অর্থাৎ হিস্ হিস্ শব্দ কর্ণে শুনিতে থাকিলে——গ্র্যাফা, ক্রিয়েজো, মিউর-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, টিউক্রি।

৪। মৌমাছির ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ——বেল্, এমোনি, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, আইয়ড্, ষ্ট্যাটু-মি, পাল্স, সাল্ফা।

৫। ঝন্ ঝন্ এবং শোঁ শোঁ বা কাঁশির বাদ্যের ন্যায় শব্দ—(১) একোন্, এম্বা, এলাম্, অরাম্, এনাকা এন্টি, আর্স, ব্যরাইটা, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যাল্কে, কোনা, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ক্রেমা, কফি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, লাইকো, মার্ক, ষ্ট্যাটু-মি ফস, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সিপি, সালফা, থিরিডি ; (২) আর্জেন্টাম্, ক্যাপ্সি, চেলিডো, ককিউ, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, প্ল্যাটী, হ্রডো, ষ্ট্যাবাডি, সেঙ্গু, সাইলি, স্পাইজি, ভ্যালি, জিঙ্ক্।

৬। দেব গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ——(১) ক্যাল্কে, গ্র্যাফা প্ল্যাটী, (২) অরা, কষ্টি, চেলিডো।

৭। কর্ণে কম শুনিলে——(১) একোন্, এম্বা, এমোনি-মি, এনাকা, আর্স, এসাফি, অরা, বেল্, ক্যাল্কে, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স্, আইয়ড্, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, ষ্ট্যাটু-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, পালস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সালফ-এসি, ভিরাট্ ; (২) অর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্ণি, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাপ্সি, চেলিডো, চায়না, ককিউ, ডাল্কা, ড্রসি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস, সিকেলী, স্পাইজি।

৮। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি——একোন্, আর্ণি, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, লাইকো, ষ্ট্যাম্, নক্স-ভ, ফস-এসি, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি।

৯। কর্ণের ভিতর চুলকাইলে——(১) এমোনি, এনাকা, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফা ; (২) এগার, এলাম্, আর্জেন্টা, ব্যারাই, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্, সার্সা, সিপি, স্পাইজি।

১০। কর্ণের ভিতর লৌহশলাকাবৎ অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা——এমোনি, অরা, ব্যারাই, বেল্, ম্যাগ্নে-মি, ল্যাকটী-এসি, প্লাম্বা, হ্রডো, সাইলি, স্পাইজি, জিঙ্ক্।

১১। ঝাঁকি মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা——এমোনি-মি, এগ্নাস্, সিনা, পিট্রো, পাল্স, সাইলি, ভ্যালিরি।

১২। চিড়িক্মারা বেদনা——(১) বেল্, ক্যাল্কে, ক্যামো, কোনা, ড্রসি, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, পাল্স, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক্. (২) হিপা, ইগ্নে, কেলি-বাই ম্যাগ্নে-মি, মিস্থাস্থি, ন্যাট্রা, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, প্লাম্বা, সেম্বু, সার্সা, ট্যাবাক্সেকাম্, বার্বেরিস্।

১৩। ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা——(১) একোন্,আর্ণি, বেল্, ক্যামো, চায়না, কল্চি, কোনা, মার্ক, নক্স ভ, প্ল্যাটী, পাল্স, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) এগার, এলাম্, এম্বা, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাল্কে ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, চেলিডো, কুপ্রাম্, ডাল্কা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্-এসি, প্লাম্বা, সার্সা, ষ্ট্র্যামো, টার্টার-এমিটিক্।

১৪। বেদনায় কর্ণের ভিতর দপ্ দপ্ করিতে থাকে——(১) একোন্, এলাম্, এমোনি-মি, ব্যারাই, বেল্, ক্যাল্কে, চায়না, ডিজি, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ফস্, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা, ভিরাট্।

১৫। কর্ণের ভিতর হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্ষরণ হইলে——(১) বাই-সাল্ফেটঅব্কার্বণ, স্যালিসাইলিক-এসিড্, স্যালি-সাইলিন।

১৬। কাণ পাকা অর্থাৎ কাণের ভিতর হইতে পূঁজ ও জল নির্গত হয়——(১) এসাফি, অরা, বেল্, বোভি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, গ্র্যাফা, হিপা, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা; (২) কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, সিকুটা, কল্চি, কোনা, হাইয়স্, লাইকো, পিট্রো, সিপি, থিবিডি।

১৭। কর্ণ-মূল অর্থাৎ কর্ণের ভিতর থৈল বা তৈলাক্ত ময়লা অধিকরূপে জন্মিলে——(১) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে,

লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, সাল্ফা, (২) এগার, অরাম-মেটা, এনাকা, বোভি, হিপা, মস্কাস্, সিলিনি, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক্।

১৮। "কর্ণে নানা প্রকার শব্দ" বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার উপসর্গে, হইতে থাকিলে——বেল্, কার্ব-ভ, মিন্যান্থি, মার্ক, ফস্, পালস্, সাল্ফা।

১৯। ঐ—ইরাপ্শান অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে তদ্ধেতু উপসর্গে—এণ্টি, কষ্টি, গ্র্যাফা, ল্যাকে, সাল্ফা।

২০। ঐ—জ্বরের উপসর্গ হেতু—আর্ণি, ফস্, ফস্-এসি, ভিরাট্।

২১। কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ অত্যন্ত সিঙ্কোনা ব্যবহারের দরুণ হইলে——আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, হিপা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা।

২২। ঐ—পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হেতু উপসর্গে—এসাফি, অরা, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৩। ঐ—টন্সিলের প্রদাহ হেতু —অরা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ষ্ট্যাফি।

২৪। ঐ—বাতের পীড়া হেতু——ক্যাল্কে, ফেরা, গুয়াই, মার্ক, হ্রাস্।

২৫। ঐ—উপদংশ পীড়া হেতু——আর্স, অরা, গুয়াই, কেলি-আইয়ড্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস।

২৬। আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা——কর্ণে থৈল হইলে সাবধানে বিচক্ষণ ও পারদর্শী হস্তের সাহায্যে তাহা বাহির করাইতে হইবে। যখন পূঁজ ইত্যাদি স্রাব হয়, তখন অনেকে পিচকারী দ্বারা ধৌত করিয়া থাকেন কিন্তু এরূপ করা আমাদের সম্পূর্ণ অমত। কারণ, তাহাতে কর্ণাভ্যন্তর অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া প্রদাহাধিক্য হইতে পারে অথবা পটাহে পিচকারী-নিঃসৃত জলদ্বারা বেগে আঘাত লাগিতে পারে এবং তদ্ধেতু অনেকের বধিরতা জন্মিয়াছে এমন ঘটনাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে অথচ পিচকারী দ্বারা ধৌত করিয়াই যে, বিশেষ ফল লাভ করা যায় তাহা নহে; সুতরাং একপ স্থলে কর্ণের পীড়ায় পিচকারী ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পূঁজ ইত্যাদি জন্মিলে কি প্রকারে পরিষ্কার করা যাইতে পারে? উৎকৃষ্টরূপে ধুনিত তুলা দ্বারা তুলি প্রস্তুত করিয়া দিবসে

তদ্দ্বারা ৩।৪ বার কর্ণের পূঁজ পরিষ্কার করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তুলি প্রস্তত সম্বন্ধে একটী সাবধানতার কথা এই বলিতেছি যে, যেন তুলাগুলি এরূপভাবে আটকান হয় যে, উহা কর্ণের ভিতর গিয়া খসিয়া না পড়ে। তজ্জন্য সূচিকা তুল্য পাতলা একটী বংশ-শলাকার মধ্যভাগে তুলা জড়াইয়া লইয়া পরে শলাকাটীর সেই মধ্যস্থানে ভাঙ্গিয়া দোভাঁজ করিলেই ঈপ্সিত তুলিকা প্রস্তত হইল।

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উষ্ণ প্রধান স্থান ও যে যে দেশ মক্ষিকা অর্থাৎ মাছি প্রধান, সেই সেই দেশে, কর্ণ হইতে পূঁজ ইত্যাদি নিঃসৃত হইলে তাহাতে একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাবধানতা আবশ্যক, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই তিন মাসে বিশেষ অসাবধানতা হেতু অনেক কাণপাকা রোগীর কর্ণে মাছি পড়িয়া তন্মধ্যে পোকা জন্মিয়া থাকে। তাহাতে রোগী যে কি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব এই জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তুলা, ঘৃত বা তৈলাক্ত করিয়া কর্ণকুহরে দিয়া রাখা উচিত। এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তুলা দিবে।

দশম অধ্যায়।

এলোপেশিয়া (Alopecia)

সম-সংজ্ঞা—চুল উঠিয়া যাওয়া, টাক্‌পড়া, ইন্দ্রলুপ্ত।

১। শরীরের নানা প্রকার অবস্থা ও পীড়া হইতে এই উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। এই অধিকারে—এলাম্, এম্ব্রা, আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাল্-কার্ব, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কল্‌চি, কোনা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইয়ড্, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, সার্সা, সিপি, সিলিনি, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-থুজা, এসি, ট্যাবেকাম্, জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। অত্যন্ত উৎকট পীড়ার পর এই অবস্থা হইলে——চায়না, ফেরা, কার্ব-ভ, হিপা, লাইকো।

৩। সন্তান প্রসবের পর——ক্যাল্কে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সাল্ফা।

৪। বহুকালব্যাপী শোক হেতু——ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, ইগ্নে, ল্যাকে।

৫। স্নায়বীয অথবা হিষ্টিরিয়াযুক্ত শিরঃপীড়া হেতু——ক্যাল্কে, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৬। পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম হওয়া হেতু——মার্কিউরিযাস্।

৭। উপদংশ রোগ হেতু——থুজা।

৮। মস্তক স্পর্শে বেদনা থাকিলে——ক্যাল্কে, ব্যারাইটা-কার্ব, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, ন্যাট্রা-মি, সাইলি, সাল্ফা।

৯। মস্তক অত্যন্ত চুলকাইলে (বিশেষ কোন ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু)——গ্র্যাফা, লাইকো, সাইলি, সাল্ফা।

১০। মাথায় অত্যন্ত খুস্কি হওয়া হেতু——ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে, ষ্ট্যাফি।

১১। যদি চুল পাকিয়া উঠিয়া যাবার স্বভাব থাকে তবে——গ্র্যাফা, লাইকো, ফস্-এসি ও সাল্ফ-এসি দিবে।

১২। কেশ অত্যন্ত রুক্ষ হইলে——ক্যাল্কে, ফস্-এসি।

১৩। কেশ আঠাযুক্ত ঘর্ম্মাবৃত হওয়া হেতু——চায়না, মার্ক।

১৪। চক্ষুর ভ্রূ পড়িয়া যাওয়া হেতু——এগার্, বেল্, কষ্টি, কেলি।

১৫। মস্তকের এক পার্শ্ব হইতে চুল পড়িয়া যাওয়া হেতু——গ্র্যাফা, ফস্।

১৬। কপালের উপরিভাগের কেশ পড়িয়া যাওয়া হেতু——আর্স, ন্যাট্রা মি, ফস্।

১৭। ব্রহ্মতালুর কেশ পতন হেতু——ব্যারাইটা, গ্র্যাফা, লাইকো, হিপা, জিঙ্ক।

১৮। গ্রীবার উপরিভাগের কেশ পতন হেতু——কার্ব-ভ, পিট্রো, ফস্।

১৯। টেম্পল অর্থাৎ শঙ্খ প্রদেশের কেশ পতন হেতু——কেলি-কার্ব, ন্যাট্রা-মি।

২০। কোন স্থানে টাক্ পড়িলে——ক্যাম্ফা, আইয়ড, ফস্।—বাহ্য প্রয়োগ জন্য স্পিরিটাস্ ফস্ফরাই ১ বিন্দু এক পাইণ্ট পরিশ্রুত অর্থাৎ চোয়ান জলের সঙ্গে মিশ্রিতকরতঃ ঐ স্থান ভিজাইয়া রাখিবে, অথবা চা-খাবার চামচের এক চামচ পূর্ণ লবণ এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া টাক্ স্থানে প্রয়োগ করিবে।

২১। শ্মশ্রু পড়িয়া যাইতে থাকিলে——ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা-মি।

২২। গোঁফ পড়িয়া গেলে——কেলি, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বাম্।

২৩। জননেন্দ্রিয় স্থানীয় কেশ পতনে——হেলে, ন্যাট্রাম্-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস্, সাইলি।

চুলউঠা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :——

এসিড্ ফ্লুওরিক্—মস্তকে চুলকানি ও কেশ পতন, নবকেশ শুষ্ক হইয়া উঠে এবং ভাঙ্গিয়া যায়।

এলোজ—গোছায় গোছায় চুল উঠিয়া আইসে এবং সেইস্থান পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে; চক্ষুর পাতার কেশ পড়িয়া যায়, কপালের স্থানে বেদনা।

এমোনি-মিউ—মাথায় ময়দার ভুসীর ন্যায় খুস্কি এবং কেশ উঠিয়া যাওয়া; মাথায় চুলকানি ও মাথার চুল যেন মৃত ও চাকচিক্য হীন।

আর্সেনিক—কপালের নিকট টাক্ পড়া; শুষ্ক চটা অথবা মৎস্যের শল্কের ন্যায় পদার্থ দ্বারা মস্তক আবৃত এমন কি এই সকল শল্কবৎ পদার্থ কপাল, মুখ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কার্ব-ভ—উৎকট পীড়া কিম্বা প্রসবের পরি কেশ উঠিয়া যাওয়া।

হেলেবোরাস্—জননেন্দ্রিয় এবং চক্ষুর ভ্রূর চুল উঠিয়া যাওয়া।

কেলি কার্ব—মাথায় অত্যন্ত খুস্কি; শীঘ্র শীঘ্র চুল উঠিয়া যায়।

ম্যান্সিনেলা—উৎকট পীড়ার পর চুল উঠিয়া যাওয়া, বহু দিনের শিরঃপীড়ায় চুল উঠিয়া যাওয়া।

সাইলিসিয়া—অপরিপক্ক বয়সে চুল উঠিয়া যাওয়া; স্ত্রীলোকের ঋতুর পূর্ব্বে মস্তক এবং জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি।

ভিন্‌কা-মাইনব—কোন এক স্থানের চুল পড়িয়া গিয়া সেইস্থানে সাদা চুল জন্মে; মস্তকে চাকা চাকা হইয়া তৎস্থান হইতে জলের ন্যায় এক প্রকাব পদার্থ নির্গত হইয়া চুল জড়াইয়া ফেলে।

—*—

একাদশ অধ্যায়।

খুস্কী Dandruff।

সম-সংজ্ঞা—বুসিকা, ড্যাণ্ড্রাফ, মবামাস উঠা, পিটিরিয়েসিস্ কেপাটিস্, যখন চুল উঠিয়া ক্ষুদ্র সাদা সাদা খোসার ন্যায় উঠিয়া যায় তখনঃ—ক্যাল্‌মি, ন্যাট্রা-মি, দেওয়া যায়।

ক্যান্থারিস্—চুল আঁচড়াইলে সাদা সাদা খোসা উঠে এবং তৎসঙ্গে কেশ বহু পরিমাণে উঠিয়া যায।

ব্যাডিয়েগা—মস্তক চর্ম্মরোগ সংযুক্ত ও অনেক পবিমাণ খুস্কী উৎপন্ন হয়।

এলিয়াম্-স্যাটা—খুস্কী এবং কেশ পতন।

কেলি-সাল্‌ফ—পীতবর্ণের খুস্কী এবং চিরুনী দ্বারা আঁচড়াইলে সহজে কেশ পড়িয়া যায়।

দ্বাশদ অধ্যায়।

শয্যাক্ষত Bedsore।

সম-সংজ্ঞা—বেড্‌সোব।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া শয্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকলে সেক্রাল অস্থির উপরে এবং কোমরের যে যে স্থানে অস্থিনিচয় উচ্চ উচ্চ হইয়াছে, ও 'হিপ্' অস্থিব মস্তকের উপরিভাগের চর্ম্মে এই ক্ষত অনেক সময় জন্মিয়া থাকে। উৎকটজ্বর ও ওলাউঠার পর টাইফয়েড্ অবস্থায় ও পাইমিয়া, যক্ষ্মা এবং

অন্যান্য প্রকারের যে সমুদায় পীড়ায় রোগী উত্থান শক্তি রহিত হইয়া সর্ব্বদা শয্যায় পড়িয়া থাকে, তাহাতেই এই প্রকার ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত দেখিয়া চিকিৎসকেরা অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন। ক্ষত হওয়ার কোন চিহ্ন দেখিবা মাত্র সুচিকিৎসক অতি কোমল বিছানার বন্দোবস্ত করিবেন। উত্তম ধুনিত তুলা উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া পাতলা বস্ত্রাবৃত করিলে একটী উৎকৃষ্ট গদির ন্যায় প্রস্তুত হইবে তাহা রোগীর কটীদেশের নীচে রাখিলে রোগী অতি আরাম বোধ করে। যে প্রকার পার কৌশল করিয়া এপ্রকার করিবে, যেন ক্ষততে কঠিন চাপন বা ঘর্ষণ না লাগিতে পারে। আবার এই তুলাগুলি শক্ত হইয়া গেলে পুনবায় নূতন তুলা দ্বারা গদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যে যে স্থানে ক্ষত হইবার উপক্রম দেখিবে, সেই সেই স্থানে একটু ব্রাণ্ডি জল-মিশ্রিত করিয়া ধুইয়া দিলে তথায় ভালরূপ রক্ত চলাচল হইয়া ঐ স্থান শক্ত হইয়া উঠে। তৎপরে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত তুলার গদি ব্যবহার করিলে আর ক্ষত জন্মিতে পারে না। ক্ষতের উপক্রমে স্থানটী হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় দৃষ্ট হইবে, কিম্বা কখন কখন রোগী ঐ সব স্থানে বেদনা অনুভব করে, তখন হইতেই চিকিৎসকের সাবধান হওয়া উচিত; নতুবা শয্যাক্ষতের পরিণাম অতি বিপদ জনক।

(১) আর্ণিকা, সাল্‌ফ-এসি; (২) কার্ব-ভ, চায়না, হেমেমে, পাল্‌স; এই কয়েকটী ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, উপরোক্ত ঔষধ-গুলির যে যে ডাইলিউসন আভ্যন্তরিক ব্যবহার করিবে, সেই সেই ডাই-লিউসনের ১০। ১৫ ফোঁটা ঔষধ কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত হইবার উপক্রমে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। প্রায়ই আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়োগ জন্য ৩০শ ও ৩য় ডাইলিউশন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্বর।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্ব প্রকার জ্বর সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

জ্বর যাবতীয় পীড়ার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা স্বয়ং স্বাধীনভাবে আমাদিগকে যেমন আক্রমণ করে, তেমনি অনেকানেক রোগের সহযোগী হইয়া সেই সব রোগকে বিশেষ গুরুতর করিয়া উঠায়। অস্মদ্দেশে সচরাচর আমরা যে সকল রোগী দেখিতে পাই তাহার তিন চতুর্থাংশ জ্বর রোগাক্রান্ত। অতএব জ্বর যে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান রোগ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। জ্বরের নিদান, ভোগ, উপসর্গ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষরূপ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। কোন চিকিৎসক অন্যান্য যাবতীয় চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও তিনি যদি জ্বর চিকিৎসায় অপটু থাকেন, তাহা হইলে এই জ্বর প্রধান বঙ্গদেশে, সুপ্রতীষ্ঠ চিকিৎসকের যশ লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে হইয়া উঠিবে না। অতএব এতদ্দেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রেরই জ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করা বিধেয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ভাবে জ্বরের উৎপত্তি হয়।

১। প্রদাহ-জনিত-জ্বর (Infiamatory fever)।

২। বিশেষ-বিষ জনিত জ্বর (Specific fever)।

প্রদাহ-জনিত-জ্বর—বিশেষ কোন স্থানের বা যন্ত্রের প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন স্থান ভগ্ন হইলে বা কাটিলে কিম্বা স্ফোটকাদি হইলে এই জ্বর প্রকাশ হয়—ফুস্‌ফুস্ এবং যকৃতাদি যন্ত্রের প্রদাহ হইতে যে জ্বর জন্মে তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত।

কোন বিশেষ বিষ-রক্তস্থ হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহাকে বিশেষ

বিষ-জনিত জ্বর (Specific fever) বলে। ম্যালেরিয়া, বাতজ্বর, টাই-ফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি বিষ-জনিত-জ্বর মধ্যে পরিগণিত।

জ্বরের নিদান-তত্ত্ব (Pathology),—জ্বর এবং জ্বরানুষঙ্গিক লক্ষণ সমস্ত কিরূপে উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রক্ত কোন বিশেষ বিষে দূষিত হইলে কিম্বা কোন স্থানের প্রদাহ জন্মিলে তাহা হইতে জ্বর জন্মিয়া থাকে। অনেক নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন বিষের শক্তিতে সাধারণ স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রীক্ এবং সিম্প্যাথিটিক্ অর্থাৎ সম-বেদক স্নায়ু (Pneumogastric, sympathetic nerves) আক্রান্ত হইয়া ভাসোমোটর-স্নায়ু (Vaso-motor nerves) অর্থাৎ ধমনী পোষক স্নায়ুর স্বাভাবিক কর্য্যের অনেক বিকৃতি হইয়া যায়; তজ্জন্য রক্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থকে।

আবার অনেকে বলেন রক্ত ও টিসু (Tissue) * সমস্ত একেবারে (Directly) বিষাক্ত হইয়া জ্বর জন্মে।

প্রদাহজনিত জ্বরসম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি এই যে স্থানীয় প্রদাহে যে বিষের (Poison) উৎপত্তি হয় তাহা সাধারণ রক্তের সঙ্গে (With the general circulation) মিশ্রিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। প্রদাহ-জনিত জ্বর সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে স্থানীয় প্রদাহের উত্তেজনা, বোধোৎপাদক স্নায়ু সমুদায়ের (Sensory nerves) উপর প্রকাশিত হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, জ্বরের নিদান সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন অধিকাংশ পণ্ডিতেরই এই সিদ্ধান্ত যে, যে কারণেই হউক স্নায়ু মণ্ডলই যখন আমাদের শরীর পোষক ও টিসু রক্ষক, তখন তাহাদের (স্নায়ুমণ্ডলের) অবস্থা অপ্রকৃতিস্থ হইলেই শরীরের টিসু সমস্ত অধিকতর রূপে ধ্বংস প্রাপ্তহইতে থাকে; † এতাদৃশ অবস্থায় যে পরিমাণ টিসুর ধ্বংস হয় তাহার পূরণ ঠিক সেই সংখ্যা

* টিসু—"শরীর সংগঠন-পদার্থচয়" অর্থাৎ মাংস পেশী, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ গুলির নাম টিসু।

† স্বাভাবিক স্বস্থাবস্থায় ও শারীরিক টিসুর ধ্বংস যেমন প্রতি ঘণ্টায়ই হইতেছে তেমনি

দ্বারা হয় না ; এবং এই ধ্বস্তটিস্থ গুলি শরীর হইতে ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না তজ্জন্য জ্বর পরিত্যাগ হইতে কাল বিলম্ব হয়, এবং টিসু-ধ্বংস-জনিত লক্ষণচয় ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে।

আমরা সুস্থাবস্থায় যাহা আহার করি, তাহা রক্তে পরিণত হইয়া পরে শরীরের টিসুরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু জ্বরের অবস্থায় তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি নিকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উৎকট জ্বরপীড়া হেতু মৃত শরীরে স্নায়ু-গ্রন্থি ও মাংসপেশী বিকৃত হইয়া দানা দানা বিশিষ্ট হইয়া যায়। অস্থি সমস্ত অপেক্ষাকৃত অধিক পাতলা হইয়া পড়ে। রক্তের লাল কণার সংখ্যা কমিয়া যায়। কিন্তু প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি যন্ত্র গুলি রক্তাধিক্য বশতঃ বড় হইয়া উঠে। শরীরস্থ টিসুগুলির ধ্বংস হইয়া ইউরিয়া (urea), ইউরিক্ এসিড্ (uric acid) ও কর্ব্বণিক এসিড্ (carbonic acid) ইত্যাদি পদার্থে পরিণত হয়। অনেকে বলেন টিসুগুলির য়্যালুবুমেন (Albumen) বা অণ্ডলাল হইতেই ইউরিয়া ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। আধুনিক এক মতে "ব্যাক্‌টিরিয়া" নামক উদ্ভিদাণু, অন্য মতে "ব্যাসিলাস" নামক জীবাণু পদার্থচয় হইতে জ্বরাদি ব্যাধির উৎপত্তি মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও স্থির নিশ্চয় নহে বিধায় এই থিয়রি বা মতদ্বয় বাহুল্য ভাবে লিখিত হইল না।

জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে, ধ্বস্তটিসু হইতে নিম্ন লিখিত অবস্থাচয় প্রকাশ পায়।—— } :——

১। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি। ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে জীব মাত্রেরই শরীরাভ্যন্তরে নিশ্বাস-গৃহীত অক্‌সিজেন্ (Oxygen) সহযোগে যে রাসায়নিক এবং জীবনী-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইতেই শরীরস্থ স্বাভাবিক উত্তাপের উদ্ভব হয়। যদি কোন কারণে এই উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অধিকতর হইয়া উঠে, তবে তাহাকেই জ্বর বলা যায় ; অনেক

নূতন টিসুর উৎপত্তি হইয়া আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে। ধ্বস্ত টিসুগুলি মল, মূত্র, ঘর্ম্মের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ধ্বস্ত টিসু শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক জন্মিলে জ্বরাদি নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সময় ঘর্ম্ম ও শরীরের অন্যান্য স্রাবদ্বার বন্ধ প্রায় হইয়া উত্তাপকে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। খ্যাত নামা অণুবীক্ষণবিৎ ডাক্তার বিল (Beal) বলেন যে রক্তবহা নাড়ী সকল এবং অন্যান্য সমস্ত টিসু মধ্যে বায়োপ্লাজম্ (Bioplasm) নামক পদার্থ জন্মিয়া উত্তাপের বৃদ্ধি করে। তিনি আরও বলেন শরীরের অক্সি-জেনের কার্য্য নিতান্ত অসম্পূর্ণাবস্থায় হওয়াতে শরীরস্থ রক্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ সমূহে পূর্ণ হইয়া উঠে। শরীরস্থ স্রাবদ্বার সমূহ (Excretory ducts) সেই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ সকল বহিষ্করণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাহাতেই রক্তে বায়োপ্লাজম্ নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়।

২। প্রস্রাব এবং ঘর্ম্মের সঙ্গে ধ্বস্তটিসুগুলি নির্গত হয়; জ্বরের প্রখরতার সময় ঐ ধ্বস্তটিসু সকল যথা বিহিতরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না। জ্বর দীর্ঘকাল ভোগ করিলে বা জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে ধ্বস্তটিসু-গুলি শরীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ হইতে থাকে, সেইজন্যই জ্বরে নিম্ন লিখিত বিকৃত অবস্থাচয় প্রাপ্ত হয় :—————

(১) টাইফয়েড্ বা বিকার অবস্থা—এই অবস্থায় ধ্বস্তটিসুগুলি জীবনী-শক্তির মূল স্নায়ু-কেন্দ্র সমূহে এবং প্রধান প্রধান যন্ত্র সকলে বদ্ধ হয়। তাহাতে রোগীর অবস্থা ক্রমে "লো" (Low) বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। জ্বর ক্রমে প্রখরতর হইতে থাকে।——(২) স্থানে স্থানে যন্ত্র সকলের প্রদাহ লক্ষিত হয়।——(৩) রোগীর আহারে অনিচ্ছা জন্মে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হওয়া সত্ত্বেও সমীকৃত (Assimilated) হইতে পারে না। ——(৪) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া জ্বরের প্রথমাবস্থায় উত্তেজিত থাকে, তৎপরে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।——(৫) ফুসফুসাদি যন্ত্র সকলের শিরামধ্যে রক্ত অচল হইয়া তৎপ্রদাহ-জনিত নানা প্রকার কাশির উদ্ভব হয়। কোন কোন উৎকট জ্বরে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অতিরিক্ত বাহ্যি ও প্রস্রাব এবং ঘর্ম্ম হইয়া, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণে ধ্বস্তটিসু নির্গত হইয়া, হঠাৎ জ্বর ত্যাগ পাইয়া যায়; রোগী হিমাঙ্গ হইয়া অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়। টাইফয়েড্ জ্বর ইত্যাদি কয়েকটী রোগে মৃত্যুর পরেও শরীরের উষ্ণতা ৫।৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। যে সমস্ত জ্বরে শরীরের ধ্বস্তটিসু যথাবিহিত প্রকারে নির্গত হইতে থাকে তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন ভয় নাই।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ (৪৭৮-৪৭৯ পৃঃ দেখ):——

১। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি। যে কোন জ্বরই হউক তাহাতেই উত্তাপের বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে; এইটীই জ্বরের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। উত্তাপ সম্বন্ধে প্যাথলজি বা নিদান ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গাত্রে হাতদিবা উষ্ণ বোধ করিলে সাধারণ স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত বলিতে পারে যে জ্বর হইয়াছে। তাপমান-যন্ত্র (Thermometer) দ্বারা সূক্ষ্মরূপে জ্বরের তাপ পরিমাণ করা যায়। শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮·৬°। কিন্তু ১০০° ডিগ্রী শরীরের তাপ হইলে স্পষ্ট জ্বরের মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ জ্বর ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে কখন কখন ১০৬ হইতে ১১০ পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে, এতাধিক উত্তাপ নিতান্ত বিপদ জ্ঞাপক। আজকাল অনেক চিকিৎসকের এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, তাহারা রোগীর গাত্রে হাত দিলেই বলিতে পারেন যে জ্বর কত ডিগ্রী হইয়াছে। অভ্যাস করিলে সর্ব্বদা ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখা ও তাপমান দিয়া জ্বর দেখার কোন প্রয়োজন থাকেনা। এপ্রকার অভ্যাসে অভিজ্ঞ হইলে বিশেষ সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। যিনি বহুসংখ্যক শিশুর চিকিৎসা করিয়াছেন তিনিই জানেন খিট্‌খিটে স্বভাব ও অস্থিরতার জন্য অনেক বালকের ঘড়ি কি তাপমান যন্ত্র দ্বারা রোগ পরীক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। তখন যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্পর্শমাত্র নাড়ী ও উত্তাপের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই সহজে এরূপ স্থানে রোগের অবস্থা জানিয়া যশঃলাভ করিতে পারেন।

২। শরীরের নিঃসৃত পদার্থ (Secretions) সমূহের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণতঃ জলীয় ভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থসহ শরীরে বদ্ধ থাকা হেতু ভালরূপে নিঃসৃত হইতে পারেনা, তজ্জন্য প্রায়ই গাত্রের চর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ বোধ হয়; কখন কখন বিশেষ কারণে গাত্রে জ্বরের উত্তাপ ও অনবরত ঘর্ম্ম একত্রে দেখা যায়। পরিপাকযন্ত্র সকলের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হয়; লালাযন্ত্র, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রসনিঃসরণ কমিয়া যায়; সেই জন্যই জিহ্বা শুষ্ক, মুখ আঠা আঠা, অত্যন্ত তৃষ্ণা আহারে অনিচ্ছা,

কোষ্ঠবদ্ধ, বমন ও বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। প্রস্রাব অল্প, গাঢ়বর্ণ, অম্ল বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ওজনে গুরু হইয়া উঠে। ইহাতে ইউরিয়া (Urea) ইউরিক এসিড্ (Uric acid) বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সময়ে সময়ে ফস্‌ফেট, সাল্‌ফেট এবং হিপিউরিক এসিড্ (Hippuric acid) প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। ক্লোরাইডযুক্ত ক্ষার পদার্থ (Alkaline chlorides) প্রস্রাবে আর দেখা যায় না। কিম্বা তাহাদের পরিমাণ অতি অল্প হইয়া পড়ে।

৩। নাড়ী দ্রুতগতি হয় ; এমন কি (ইহার স্বাভাবিক অবস্থা ৬০।৭০) ১২০ হইতে ১৪০ পর্যান্ত হইয়া থাকে। জ্বর অনেক দিনস্থায়ী হইলে, নাড়ী দুর্ব্বলা, অসমগতি অথবা ভেকগতি বিশিষ্টা হইয়া পড়ে। (১৩৪ পৃঃ দেখ।)

৪। এক্ষণে দেখা যাউক রক্তে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথমতঃ রক্তের ক্ষারভাগ (Alkalies) কমিয়া যায়। কিছুদিন পরে লোহিত কণিকা ও অণ্ডলাল কমিতে থাকে এবং শ্বেত কণিকা সকল বৃদ্ধি পায়। কোন কোন জ্বরে ফাইব্রিণ (Fibrin) নামক রক্তসংযমক পদার্থ রক্তে জন্মিয়া থাকে। আবার কোন কোন জ্বরে রক্তের ফাইব্রিণ উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়।

৫। জ্বরে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারও অবস্থান্তরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শ্বাস ঘন বহিতে থাকে এবং নিশ্বাসের সহিত অধিক কার্ব্বণিক-এসিড গ্যাস (Garbonic acib gas) নির্গত হয়।

৬। মস্তিষ্ক ও সাধারণ স্নায়ু বিধানে (Nervous sytem) জ্বরের অনেকানেক প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাইবে। শিরঃপীড়া, শীত, কম্প, বেদনা, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে অনিচ্ছা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর কঠিন হইলে অসংলগ্ন কথা বলা, আপনা আপনি বকা, অনিদ্রা, ভয়ানক অস্থিরতা বা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকা, হাতের পাতা ও অঙ্গুলীর কম্পন (Subsultus tendinum), বিছানা হাতড়ান ইত্যাদি দেখিতে পাইবে। অনেক রোগীর বিশেষতঃ শিশুদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ বা আক্ষেপ হইয়া থাকে। (৪৭৮-৪৭৯ পৃঃ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দেখ)

জ্বরের নিদান ও লক্ষণ বলা হইল এক্ষণে দেখা যাউক জ্বর কি প্রকারে পরিত্যাগ পায়। } :——

১। ক্রাইসিস্—দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিতে করিতে হঠাৎ এমন হয় যে, ২।৩ ঘণ্টা মধ্যে শরীর শীতল হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ঘর্ম, প্রস্রাব বা জলবৎ মল হইতে থাকে। অনেক সময় নাসিকা ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবও হয়। এইরূপ হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ পাইলে তাহাকে ক্রাইসিস্ (Crisis) বলা যায়। ক্রাইসিস্ ভাবে জ্বর পরিত্যাগ সময় চিকিৎসক বিশেষ সতর্ক হইবেন ; কারণ এমন সময় অনেক রোগীর অলক্ষিতে প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

২। লাইসিস্—কখন জ্বর ধীরে ধীরে অর্থাৎ ২।৩ দিন ব্যাপিয়া পরিত্যাগ হয় ; তৎসঙ্গে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম হইতে থাকে। প্রস্রাব অধিক না হইয়া স্বাভাবিক মত হয় ; এইরূপে জ্বর ত্যাগ পাওয়াকে লাইসিস্ (Lysis) বলে।

৩। উপরোক্ত ক্রাইসিস্ ও লাইসিস্ উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থাতেও কখন কখন জ্বর পরিত্যাগ হইতে দেখা যায়।

৪। কখন কখন জ্বর পরিত্যাগের কোন নিয়মই দেখা যায় না।

জ্বরের গতি ও ভোগ অনুধাবন করিলে সাধারণতঃ জ্বরের ৪ প্রকার অবস্থা দেখা যায় :—

১। অবিরাম জ্বর বা একজ্বরী (Contiued fever)। জ্বর হওয়া অবধি দিবা রাত্রি সমভাবে ভোগ করিতে থাকে, কোন প্রকার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বসন্ত ও আরক্ত জ্বর ইত্যাদিতে এবং কোন যন্ত্রের প্রদাহ-জনিত জ্বরেও এই একজ্বরী অবস্থা দেখা যায়।

২। স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent fever)। এই জ্বর উপরোক্ত জ্বরের ন্যায় ২৪ ঘণ্টা সমানভাবে থাকে না। কতক সময়ের জন্য উত্তাপ কিছু কম হইয়া পরে আবার তাহার বৃদ্ধি হয়। আমাদের উষ্ণপ্রধানদেশে এই জ্বর প্রায়ই দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজিতে রেমিটেন্ট বলে।

৩। সবিরাম জ্বর, (Intermittent fever)। জ্বর শরীরে কতক সময়ের জন্য ভোগ হইয়া পরে একেবারে পরিত্যাগ হইয়া যায়। এই সময়ে জ্বর কিছু মাত্রও থাকে না। রোগী প্রায় স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় সুস্থ বোধ করিতে থাকে। আবার প্রায়ই কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর আইসে এবং কিছু-কাল ভোগ করিয়া পুনরায় মগ্ন হইয়া যায়।

৪। রিল্যাপ্সিংফিবার (Relapsing fever) অর্থাৎ পৌনঃপুনিক জ্বর। এই জ্বর একজ্বরীর ন্যায় হইয়া কয়েক দিন ভোগ করে; পরে আরোগ্য হইয়া কতক দিন রোগী ভাল থাকে। আবার কিছু দিন পরে পুনরায় জ্বর হয়।

জ্বরের উগ্রতা ও লক্ষণ অনুসারে বহুদর্শী চিকিৎসকেরা বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছেন। } :—

১। * সামান্য (Simple fever) জ্বর; এই জ্বর আপনা হইতে ২।৩ দিন মধ্যে পরিত্যাগ পায়। প্রায়ই কোন ঔষধ ব্যবহারের প্রযোজন হয় না।

২। প্রদাহজনিত জ্বর (Inflamatory fever) ইহার নামোল্লেখ করিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন স্থান বিশেষের প্রদাহ হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কখন কখন বিশেষ কোন স্থানের প্রদাহ না হইয়া কোন কোন টিসুর অস্বাস্থ্যাবস্থা হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। এই জ্বরের প্রারম্ভে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। শরীরের তাপ অত্যন্ত থাকে, নাড়ী বলবতী ও পূর্ণা, জিহ্বা সিক্ত ও সাদা, মুখে দুর্গন্ধ, অক্ষুধা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং হাতে পায়ে বেদনা হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর হয়।

৩। অত্যুগ্র জ্বর (Hyper-Pyrexia)। ইহাতে তাপ (Temperature) ১০৭ হইতে ১১২ পর্য্যন্ত দেখা যায়। সূর্য্যাভিঘাত (Sunstroke) ও তরুণ বাত রোগে এইরূপ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। লো-ফিবার (Low fever) বা নিস্তেজক সান্নিপাতিক জাতীয় জ্বর। ইহা তিন প্রকার অবস্থাপন্ন হয়।

—(ক) নির্জীব বা অসাড় অবস্থা (Adynamic fever) ইহাতে রোগী সহজেই দুর্ব্বল ও শয্যাগত হইয়া পড়ে। উত্তাপ বেশী থাকে না, নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র অথচ দ্রুতগতি বিশিষ্ট হয়, জিহ্বা সিক্ত থাকে; সামান্য পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। মস্তিষ্কের অবস্থা প্রায়ই স্বাভাবিক থাকে। রাত্রিকালে প্রলাপ বকে।

(খ) টাইফয়েড্ অবস্থা (Typhoid state) (টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া ইহার সঙ্গে ভ্রম করিওনা) ইহা এক প্রকার বিকার অবস্থা; টাইফয়েড্ ও অন্যান্য দূষিত জ্বরের শেষভাগে এই টাইফয়েড্ অবস্থা প্রকাশ পাইতে

দেখা যায়। ইহাতে জিহ্বা শুষ্ক, বিশ্রী কাল বা মেটে বর্ণ ও খরস্পর্শ হয়। দন্তে ও ওষ্ঠে শুষ্ক (Sordes) চটার ন্যায় পড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, নমনীয, অসম বা ইণ্টারমিটেণ্ট হয়। কৈশিক নাড়ীসমূহে রক্তনিশ্চল ভাবে থাকে ও তৎকর্ত্তৃক যন্ত্র সমুদায়ের প্রদাহ জন্মে। হস্ত পদের কম্পন হয়। প্রলাপ বকিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জ্ঞানের অভাব হইযা অচেতন হইয়া পড়ে।

(গ) বিশেষ দূষিত বা সাংঘাতিক সান্নিপাতিক (Malignant) অবস্থা; ইহা দুই প্রকার:—

(১) পূর্ব্বোক্ত টাইফয়েড্ অবস্থায় উল্লিখিত লক্ষণসমূহ, তৎসহ নাসিকা, মুখ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব ও গাত্রে সরক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা চর্ম্মোৎপাত, (Potechiae) দেখা যায়।

(২) রোগীর জ্বর হওয়া মাত্র প্রাণসংশয় হইযা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৫। হেক্‌টিক্ অবস্থা (Hectic state) অত্যন্ত পূঁজ জন্মা ও পূঁজ ক্ষরণ হইলে এই অবস্থা দেখা যায। যক্ষ্মাদি রোগে ফুসফুসাদির ক্ষতে প্রায়ই হেক্‌টিক্ অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে কপোলদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে "হেক্‌টিক্ ফ্লাস" বলে। নাড়ী সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠে, সচরাচর নাড়ী কোমল ও নমনীয় থাকে, স্পর্শ করিলে, ঝাঁকী দেওয়ার মত গতি অনুভূত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়। রাত্রিকালে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়। ইহাতে যে জ্বর হয় তাহা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। প্রায়ই রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি। রোগী ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর সম্বন্ধে সাধারণ সংক্ষিপ্ত লক্ষণনিচয় (৪৭৪ পৃঃ জ্বরের লক্ষণ দেখ)।:—

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। তাপমান যন্ত্র দ্বারা এই তাপের পরিমাণ নিশ্চয় প্রকার জানা যায়। ৯৯ হইতে ১০৩; ১০৪ ডিগ্রি তাপ সচরাচর দেখা যায়। তদূর্দ্ধতাপ কঠিন পীড়া বা বিপদজনক অবস্থা প্রকাশক। প্রায়শঃ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় হাত পায় বল পায় না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়; অত্যন্ত অক্ষুধা হইয়া থাকে। কখন শীত শীত বোধ হয়।

শরীরস্থ টিস্থ সমূহের অতিরিক্ত ধ্বংস হইতে থাকে। নাড়ী বেগবতী হয়। টাইফয়েড্ অবস্থা প্রাপ্ত রোগীতে নাড়ী নিতান্ত ক্ষীণা হইয়া যায়। মূত্রের বর্ণ নিতান্ত গাঢ় হয় ও মূত্র অল্প অল্প পরিমাণে হইতে থাকে। কোন কোন রোগীতে বহুপরিমাণ মূত্রস্রাব হইতে দেখা যায়। অনেক রোগীতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। পীড়া কঠিন হইলে বহুপরিমাণে তরল মল দেখা দেয়; পেট ফাঁপে। প্রায়ই চক্ষু ও মুখ উজ্জ্বল চক্‌চকে হয় ও রসপূর্ণবৎ টস্‌টসে দেখা যায়। কোন জ্বরে মুখমণ্ডলে তৈলবৎ পদার্থ ক্ষরণ হইতে থাকে; রোগী বহুদিন ভুগিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও সেই তৈলবৎ পদার্থ ক্ষরণ ক্ষান্ত হয় না (এপ্রকার হইলে কঠিন অবস্থা জানিবে) জিহ্বা নানাপ্রকার ক্লেদপূর্ণ হয় ও প্রায়ই সিক্ত থাকে। কখন কখন জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ দেখা যায়। কোন জ্বরে জিহ্বা সংকীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়ে, কোন জ্বরে পাতলা ও বৃহদাকার হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। স্বাদ ভাল লাগে না। খাদ্যবস্তুতে অরুচি জন্মে। তাম্রকূটের গন্ধে ত্যক্ত বোধ করে। (জ্বরান্তে অনেক সময় তামাক ভাল লাগে; ইহাকে জ্বর আরোগ্যের লক্ষণ মধ্যে অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু সকল সময় একথা ঠিক হয় না)। জ্বরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকিলে জিহ্বা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠে, দোষিত অবস্থার জ্বরে দন্তে ও ওষ্ঠে সর্ডিস নামক ময়লা দেখা যায়। শীত ও ঘর্ম্ম জ্বরের অন্য দুইটী প্রধান লক্ষণ। কোন জ্বরের উত্তাপ-সঙ্গে সর্ব্বদা কিছু কিছু শীত থাকে, সে জ্বর একটু কঠিন বলিয়া জানিবে। অনেক সময় জ্বরান্তে ঘর্ম্ম দেখা যায়, তাহাই বিধিযুক্ত। আবার অনেক সময় ঘর্ম্ম ও উত্তাপ একত্রে দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে; শিশুদের জ্বরে প্রায়ই এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা, অনেক সময় লক্ষিত হয়। কোন কোন কঠিন জ্বরে মাথা ঘুরিতে থাকে। যে জ্বরের প্রথম হইতে কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে, তাহা নিতান্ত সহজ মনে করিও না। জ্বরের অত্যন্ত বেগের সময় কিম্বা রাত্রিতে ভুল বকা, তন্দ্রা, নানাবিধ স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি দুর্লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে দেখা যায়। অনেক জ্বরে নিদ্রা হয় না, রোগী সর্ব্বদা যেন জাগ্রত অবস্থায় থাকে। গাত্রদাহ, অস্থিরতা, পিপাসা ও বমন জ্বরের আর কয়েকটী প্রধান লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ জ্বরের স্বধর্ম্ম জ্ঞাপক লক্ষণসমূহ সেই সেই জ্বরে লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তরুণ জ্বরে রোগীর কি কি অবস্থার উপর চিকিৎসকের অনুধাবন রাখা কর্ত্তব্য।—

১। দেখিবে রোগী বসন্ত ইত্যাদি কোন প্রকার Contagious কণ্টেজাস্ অর্থাৎ স্পর্শাক্রমক রোগীর নিকট সম্প্রতি গিয়াছিল কিনা? নিকটে সেই সময় কোন সংক্রামক (infectious) বা স্পর্শাক্রামক রোগ দেখা গিয়াছে কিনা? তাহা হইলে তোমার রোগীর প্রতি সেই প্রকার রোগের সন্দেহ রাখিবে, এবং তদনুসারে কোন প্রতিকূল চিকিৎসা প্রয়োগ না হইতে পারে তাহা করিবে। অনেকে টাইফয়েড্ জ্বর ও বসন্ত ইত্যাদি চিনিতে না পারিয়া জোলাপ দিয়া অনুতাপিত হইয়াছেন।

২। রোগের কারণ অনুসন্ধান করা আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রোগী ম্যালেরিয়া স্থানবাসী কিনা? কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা আঘাত লাগিয়া রোগ জন্মিয়াছে কিনা? আহারাদি সম্বন্ধে কোন অত্যাচার হইয়াছে কিনা? এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিবে। অনেক সময় ভয়, শোক, মনস্তাপ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্রে ও অগ্নির উত্তাপে থাকা পীড়ার কারণ হইয়া থাকে।

৩। জ্বর কখন্ এবং কোন দিবস প্রথম হইয়াছে? তাহাতে জ্বরের ভোগ ও বৃদ্ধির দিবসানুসারে সাবধানতা নিতে পারিবে ও জ্বর পরিত্যাগের দিবস অনুমান করিতে সমর্থ হইবে। ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১ ইত্যাদি দিনে কিম্বা ইহাদের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ দিনে অনেক জ্বর ক্রমে পরিত্যাগ পায়, কখন বা রোগীর প্রাণ নষ্ট করে। অনেক সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কতকগুলি জ্বরের আক্রমণের তিথি ও নক্ষত্র অনুসারে তাহাদের ভোগ হইয়া থাকে। যদিচ একথা শুনিয়া অনেকে উপহাস করিবেন কিন্তু প্রত্যক্ষের আর প্রমাণ আবশ্যক করে না। এইক্ষণ হইতে নিজচক্ষে ইহার সত্যতা কতদূর ঠিক তাহা দেখিলেই হইতে পারে।

৪। জ্বরের আনুষঙ্গিক সমস্ত লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিবে। যদি বক্ষের পশ্চাৎ, সম্মুখ বা পার্শ্বদিকে কোন বেদনা থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা

পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস, কি হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়া উপস্থিত কিনা? যদি ঐরূপ কোন পীড়া দেখ, তবে তদনুসারে চিকিৎসা না হইলে ফল পাইবে না। যকৃত প্লীহাদি উদরস্থ যন্ত্র সমস্ত পরীক্ষা করিবে। গলাতে কোন বেদনা থাকিলে বা স্বরের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিলে গলার মধ্যে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, কারণ অনেক সময় ডিপ্থিরিয়া ইত্যাদি সান্নিপাতিক পীড়া সমস্ত জ্বরের আবরণ সহ গুপ্তভাবে উপস্থিত হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এই সমস্ত রোগীকে অদূরদর্শী চিকিৎসক জ্বর বলিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, পরে মৃত্যুর সময় সময় কালে অনেকের প্রকৃত পীড়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ এরূপ হওয়া নিতান্ত পাপ ও লজ্জাকর।

৫। শরীরে কোন "শস্ত্র-ক্রিয়া" বা সার্জ্জিকেল অপারেশনের (Surgical operation) পরে অথবা অন্যান্য পীড়ার সহ যখন জ্বর উপস্থিত হয়, তখন জ্বরের হ্রাস্ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; কারণ তদ্দ্বারাই রোগীর প্রকৃত অবস্থার উন্নতি বা অবনতি জানিতে পারা যায়। যে কোন রোগ হউক তৎসঙ্গে জ্বর উপস্থিত হইলে প্রায় জ্বরই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, এবং রোগীর যাবতীয় অবস্থা জ্বরের অনুগমন করিতে থাকে, সুতরাং এতাদৃশ স্থলে জ্বরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা সুচিকিৎসকের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৬। প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবেলা (রোগী বিশেষে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর বা ততোধিক বার) তাপমান যন্ত্র দ্বারা জ্বরের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

—*—

তৃতীয় অধ্যায়।

"শারীরিক তাপমান যন্ত্র" বা "ক্লিনিকেল-থার্ম্মোমেটার" সম্বন্ধে ব্যবহার প্রণালী।ঃ—

তাপ পরিমাণার্থ ফারেণহেইটের থার্ম্মোমেটার আমাদের দেশে প্রচলিত। আমাদের শারীরিক উত্তাপ (টেম্পারেচার) যে ৯৮·৬ ডিগ্রী বলিয়া থাকি; তাহা ফারেণহেইটের যন্ত্রানুযায়ী ডিগ্রী-গণনানুসারে। ইহা ব্যতীত আরোও

দুই তিন প্রকার থার্মোমেটার আছে; তন্মধ্যে "সেন্টিগ্রেড" নামক থার্মো-মেটার ইউরোপের অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। আকাশের উত্তাপ পরিমাণ জন্য এক প্রকার থার্মোমেটার আছে তদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপ পরিমাণ করা সুবিধাজনক নহে, এইজন্য "ক্লিনিকেল্ থার্মোমেটার" নামক তাপমান যন্ত্র শারীরিক উত্তাপ পরিমাণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেল্‌ফ রেজিষ্টার ক্লিনিকেল্ থার্মোমেটার সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহার ইণ্ডেক্স (Index) অর্থাৎ ডিগ্রী-প্রদর্শক পারদ স্তম্ভটী কখনও নষ্ট হয় না।

প্রত্যেকবার টেম্পারেচার লইবার পূর্ব্বে ইণ্ডেক্সটী (Index) ঝাঁকাইয়া ৯৮ ডিগ্রীর নীচে নামাইয়া লইবে। থার্মোমেটারের মস্তকের দিকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া উহার বাল্‌ব অর্থাৎ পারদ-কোষটী অপরদিকে রাখিয়া বহির্বেগ-উৎ-পাদক ভাবে (producing centrifugal force) কয়েকবার ঝাঁকি দিলেই সহজে ইণ্ডেক্সটী নামিয়া যাইবে। সাবধান, ঝাঁকি দিবার বেলায় নিকটে কোন বস্তু না থাকে, কারণ তাহাতে লাগিয়া যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অনেকে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে থার্মোমেটারটী ধরিয়া বাম হস্তের তালুকার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ইণ্ডেক্সটী নামাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা বিশেষ সুবিধাজনক নহে।

মুখাভ্যন্তরে, বগলে এবং গুহ্যদ্বার মধ্যে থার্মোমেটার রাখিয়া তাপ পরি-মাণ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে বগলের ভিতর বিশেষ সুবিধাজনক। বগলের স্বাভাবিক সুস্থাবস্থার উত্তাপ পরিমাণই ৯৮·৬ ডিগ্রী এবং ইহার একটু বিশেষ ন্যূনাতিরিক্ত হইলেই (অর্থাৎ ৯৭ ডিগ্রীর নিম্নে অথবা ৯৯·৫ ডিগ্রীর উপর হইলে) অসুস্থ অবস্থা বলিয়া জানিবে। টেম্পারেচার লই-বার সময় নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গতি গণনা করিয়া দেখিবে, কারণ কেবল মাত্র তাপই যে শারীরিক অবস্থানিচয়ের বিশেষ প্রকাশক তাহা নহে। তৎসঙ্গে অন্যান্য অবস্থা জানা চাই। কঠিন রোগীতে দিবসে ৩।৪ বার থার্মোমেটার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

টেম্পারেচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যক:——(১) উত্তাপ অত্যন্ত অধিক (১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ইত্যাদি

প্রকার) হইলে কিম্বা নিতান্ত অল্প (৯৭, ৯৬ ইত্যাদি) হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা জানিবে; এই দুই অবস্থার যে কোন একটীর অত্যধিক হইলে রোগীর রক্ষা পাওয়া কঠিন।——(২) হঠাৎ উত্তাপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইলে প্রায়ই বিপদজনক হয়।——(৩) যখন তাপ ক্রমে কম হইতে থাকে, অথবা কিছু দিন এক অবস্থায় আছে, এমত সময় হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি হইলে কোন উপসর্গ অথবা অন্য কোন নূতন পীড়ার উৎপত্তি বলিয়া জানিবে।——(৪) হঠাৎ অসম্ভবনীয় ভাবে উত্তাপ নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িলে প্রায়ই রক্তস্রাব, প্লুরা বা পেরিটোনিয়াস ছিন্ন হওয়া, অথবা জীবন নাশক উদরাময়েরর লক্ষণ বুঝায়।——(৫) মৃগী, কোরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, (টিটেনাস্), ক্যান্সার ইত্যাদি পীড়া যাহাতে সাধারণতঃ জ্বর আনুষঙ্গিক থাকে না, তাহাতে যদি শারীরিক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয় তবে তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অনেক সময় অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত গৃহ (যথা পাকশালা, টীনের ঘর ইত্যাদি) মধ্যে জ্বরাবস্থায় বাস করিলে টেম্পারেচার অত্যন্ত অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে এবং শীঘ্র জ্বর ছাড়িতে চায় না। অতি যত্নবান চিকিৎসকও এমত অবস্থায় অকৃতকার্য্য হইয়া পড়েন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে একটী বালকের জ্বর চিকিৎসায় স্বচক্ষে ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বালকটী যে গৃহে বাস করিত তাহা একটী খড় নির্ম্মিত বন্ধনশালা; বেলা দুই প্রহরের সময় সেই গৃহ মধ্যে ক্লিনিকেল্ থার্ম্মোমেটার একদিন খুলিবা মাত্র দেখিলাম ইহার পারদ শলাকা ত্বরিত গতিতে ১০২ ডিগ্রী পরিমাণ উঠিল। (প্রতি দিনই বালকের শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর উপর হইত) সেইদিন বালকের শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হইল, তখন আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইল গৃহাভ্যন্তরের এতাদৃশ উত্তাপ অবস্থাই বালকের জ্বর আরোগ্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছে; আমি সেই দিন তাহাকে গৃহান্তর করিয়া হাতে হাতে ঈপ্সিত ফল লাভ করিলাম। এই গৃহ পরিবর্ত্তন দ্বারা সহজেই রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিশেষ বিশেষ জ্বর-নির্ব্বাচন-শিক্ষা।

জ্বরের সাধারণ প্রকৃতি বর্ণিত হইল; এতদ্দারা জ্বর ব্যাধিকে অনায়াসে চিনিতে পারিবে। এইক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিশেষ জ্বর কি প্রকারে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—মনে কর রজ্জুবৎ শরীর, তাহার একদিকে লাঙ্গুল অন্য দিকে দ্বিখণ্ড জিহ্বা ও দন্তযুক্ত বদন আছে, এইক্ষণ এই লক্ষণনিচয় দ্বারা তোমার সাধারণ সর্পজ্ঞান জন্মিল; কিন্তু ইহাতে এমত কোন লক্ষণ পাইলে না যদ্দারা এই সর্প ঢোরা, কি জাতি, কি গোক্ষুর, কি বোড়া ইহা চিনিয়া লইতে পার। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ সর্প নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যথানামে চিনিতে হইলে তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি জানা কর্ত্তব্য। আমি যদি বলি একটি সর্পের ফণা আছে, তাহার শরীর ঈষৎ লালাভ মেটেবর্ণ, ফণাপৃষ্ঠে দুই খানি পদচিহ্ন আছে; এই তিনটী লক্ষণ দ্বারা ইহা যে গোক্ষুর সর্প তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবে। সেইরূপ প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ প্রধান লক্ষণচয় দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্বর বর্ণিত হইল। ইহা স্মরণ রাখিতে পারিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে তোমার রোগীর জ্বরের মধ্যে কোনটী গোক্ষুর, কোনটী ঢোরা, এবং কোনটীই বা বোড়া অর্থাৎ কোন জ্বর টাইফয়েড্ কোন জ্বর রেমিটেণ্ট ইত্যাদি। নিম্নে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ জ্বরের এক লিষ্ট প্রদর্শিত হইল। ইহার আগাগোড়া শ্রেণী অনুসারে স্মরণ রাখিতে পারিলে বিশেষ বিশেষ জ্বর-নির্ব্বাচন-শিক্ষা অতি সহজ হইবে। জ্বরের এই তালিকাটী নিতান্ত প্র্যাক্টিক্যাল্ অর্থাৎ ব্যবহারিক; নানাবিধ জ্বরবিচার ইহা হইতে সহজে উপলব্ধ হইবে।——

প্রথম শাখা।

১। নির্ব্বিচ্ছেদ জ্বর বা অবিরাম জ্বর

কণ্টিনিউড্-ফিবার (Continued fever)।

(১) সাধারণ জ্বর বা সিম্পল কণ্টিনিউড্-ফিবার।

(২) টাইফয়েড্ জ্বর। (রেমিটেণ্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ +)

(৩) টাইফাস্ জ্বর।

(৪) রিল্যাপ্সিং বা পৌনঃপুনিক জ্বর।

(৫) ইয়েলো ফিবার বা পীত জ্বর।

(রেমিটেণ্ট ফিবার—দ্বিতীয় শাখা দেখ)

(ইন্‌ফেনটাইল রেমিটেণ্ট জ্বর Infantile remittent fever টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর মাত্র এবং শিশুদিগেরই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শাখা।

২। ম্যালেরিয়াজনিত জ্বর।

(Malaria fever.)

ক। তরুণঃ—

(১) ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর।

(২) রেমিটেণ্ট ফিবার বা স্বল্পবিরাম জ্বর। (টাইফয়েড্ জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ)।

[গ্যাসট্রিক জ্বর এবং বিলিয়াস ফিবার বা পিত্তজ্বর—টাইফয়েড ও রেমিটেণ্ট জ্বর দেখ।

(ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট বা দূষিত স্বল্পবিরাম জ্বর। (টাইফয়েড্ জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ)।

(৪) জ্বরাতিসার—ইহা অতিসারযুক্ত স্বল্পবিরাম জ্বর।

(৫) টাইফো ম্যালেরিয়েল্ ফিবার। (রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড জ্বর দেখ)

অত্র লিষ্টে যে জ্বরসহ "(অমুক অমুক অপর অপর রোগ দেখ)" এই প্রকার আছে সেই স্থলেই বুঝিবে যে সেই সেই রোগেরসহ ইহার ভ্রম হওয়া সম্ভব।

খ। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর ঃ—

(১) জীর্ণ জ্বর।——(২) প্রাচীন সবিরাম বা বিষম জ্বর।——(৩) প্রাচীন লগ্ন জ্বর (ব্যাপক লগ্ন জ্বর) ইহাকেও কোন কোন কবিরাজ বিষমজ্বর বিশেষ বলিয়া থাকেন।

তৃতীয় শাখা।

৩। বিশেষ চর্ম্মোৎপাত জনিত জ্বর বা স্পেসিফিক্ ইরাপ্‌টিভ-ফিভার (Specific Eruptive fever)। কিম্বা তৎসদৃশ বিষজনিত জ্বর।

(১) বসন্ত বা স্মলপক্স।
(২) জল বসন্ত বা চিকেন্‌পক্স।
(৩) গো-বসন্ত বা ভ্যাক্‌সিনেশন-পক্স।
(৪) হাম বা মিজলস্।
(৫) স্কার্লেটিনা বা স্কার্লেট জ্বর।
(৬) ডেঙ্গু জ্বর।
(৭) মিলিযারি ফিবার।
(৮) ইরিসিপেলাস্।
(৯) প্লেগ।

চতুর্থ শাখা।

৪। বিশেষ প্রদাহ জনিত জ্বর বা স্পেসিফিক্ ইন্‌ফ্ল্যামেটরী-ফিবার (Specific Inflamatory fever)।

(১) নিউমোনিয়া ও তৎসংক্রান্ত জ্বর বা ফুসফুস প্রদাহ জনিত জ্বর। (রেমিটেন্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর ও টাইফয়েড্ ফিবার দেখ)

(২) তরুণ সূতিকা জ্বর বা পিউয়ারপারেল্ ফিবার Puerperal-fever।

(৩) হ্রিউমেটিক ফিবার বা বাত জনিত জ্বর।

(৪) সেরিব্রো-স্পাইনেল্ ফিবার বা মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জীয় জ্বর।

(৫) ইনফ্লুয়েঞ্জা।

পঞ্চম শাখা।

৫। সাধারণ প্রদাহ জনিত জ্বর। (Ordinary inflamatory fever)

ষষ্ঠ শাখা।

৬। সাধারণ পূঁযজ্বর বা হেক্টীক্ ফিবার।

যক্ষাদি রোগ বা কোনস্থান হইতে প্রকৃতরূপে পূঁজ ক্ষরণ না হইলে এই জ্বর হয়।

সপ্তম শাখা।

৭। দূষিত পূঁজ বা দূষিত ক্ষতস্থ রস রক্তে সংমিশ্রিত হইয়া এক প্রকার ভয়ানক জ্বর জন্মে।

(১) সেপ্টিসিমিয়া (Septicæmia)।—(২) পায়িমিয়া (Pyæmia)।

অষ্টম শাখা।

৮। ক্ষত ও আঘাতাদি হেতু প্রদাহজনিত জ্বর বা ট্রমেটিক ফিবার (Traumatic Fever)।

নবম শাখা।

৯। নানাবিধ ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট বা স্বাভাবিক-দুষ্ট ক্ষতানুষঙ্গিক জ্বর। (ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদির আনুষঙ্গিক জ্বর)

দশম শাখা।

১০। সুতিকা-ক্ষেত্রজ জ্বর।

(১) তরুণসুতিকা-জ্বর বা পিউয়ারপারেল্‌ ফিবার—ইহা প্রাচীন হয় না (চতুর্থ শাখা (২) দেখ)

(২) প্রাচীন সুতিকা-জ্বর—ইহা উপরোক্ত পিউয়ারপারেল্‌ ফিবারের প্রাচীন অবস্থা নহে, ইহা স্বতন্ত্র জ্বর।

একাদশ শাখা।

১১। ভয়াদিজনিত জ্বর; অর্থাৎ ভূতাদি হইতে ভয়-প্রাপ্তি হেতু জ্বর।

দ্বাদশ শাখা।

১২। কালাজ্বর (আসামদেশস্থ)। পেটে একপ্রকার কৃমি জন্মিয়া এই পীড়া জন্মে; ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর নহে, ইহা পৌনঃপুনিক জ্বরের রূপান্তর মাত্র। এই জ্বর সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মত আছে।

নিম্নলিখিত জ্বরনিচয় প্রশাখা রূপে "অবিরাম জ্বর" নামক শাখার অন্তর্গত; এই শাখাস্থ জ্বর সমুদয়ের বিচ্ছেদ নাই, সেইজন্য এই শাখার সাধারণ নাম নির্ব্বিচ্ছেদ বা অবিরাম জ্বর।

অবিরাম জ্বরের প্রথম প্রশাখা।

সামান্য অবিরাম জ্বর Febricula।

সম-সংজ্ঞা—সিম্পল কন্টিনিউড্-ফিবার; এফিমারেল্-ফিবার ফেব্রিকিউলা; সামান্য জ্বর।

রোগ-পরিচয়—জ্বরের উত্তাপাদি কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়। ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর দুই তিন দিন বা সামান্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র ভোগ করিয়া আরোগ্য হয়। জ্বর প্রকাশ মাত্র অতি অল্প সময় মধ্যে উত্তাপের পরিমাণ যে পর্য্যন্ত প্রখর হওয়া সম্ভব তাহা হইয়া পড়ে। (টাইফয়েড্ জ্বরে উত্তাপ প্রতিদিন ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়)। জ্বর-পরিত্যাগ সময় ২৪, বা ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে ক্রাইসিস্ ভাবে জ্বর ছাড়িয়া যায় (৪৭৬ পৃঃ দেখ)। ৪৭৪ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠায় সাধারণ লক্ষণ দেখ)

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব—এ জ্বরের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। সর্দ্দি, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম লাগা (অগ্ন্যুত্তাপ, সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা), শ্রান্তি, অত্যন্ত আহার ও পান, কখন কখন এ জ্বরের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা—এই জ্বরে ক্যাম্ফর, একোনাইট, বেলেডোনা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, পাল্‌সেটিলা, হ্রাস-টক্স, ডাল্‌কামেরা, খোনইন প্রধান ঔষধ। অনেক সময়ে এই জ্বর আপনা হইতে আরোগ্য হয়; বিশেষ কোন ঔষধের আবশ্যক হয় না। পশ্চাদুক্ত জ্বর-চিকিৎসা (৫) এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ, আবশ্যক হইলে জ্বর-চিকিৎসা (১)—(২)—(৩) দেখিতে পার।

অবিরাম জ্বরের দ্বিতীয় প্রশাখা।

টাইফয়েড ফিবার Typhoid Fever।

ইহা "সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে জ্বরাতিসার" বিশেষ।

সম-সংজ্ঞা—এণ্টেরিক ফিবার, পাইওজেনিক্ ফিবার; য়্যাবডোমিনেল-টাইফাস্, টাইফিয়া, আন্ত্রিক জ্বর।

রোগ-পরিচয়—কোন বিশেষ বিষ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়, এবং ইহা স্পর্শাক্রমক, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। ডাক্তার মার্চ্চিসন্ বলেন পায়খানার গলিত ও পচা বিষ্ঠা, নর্দ্দমা এবং গলিত জান্তব পদার্থ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতেই টাইফয়েড্ ফিবার জন্মে। অতি শিশুর ও ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব্যক্তির এই পীড়া প্রায় হয় না। গর্ভ হইলে কিম্বা অন্য কোন পীড়া থাকিলে এই জ্বরের আক্রমণ ভয় অতি কম। কিশোর এবং যুবা বয়সে, বিশেষ ৩০ বৎসরের নীচে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিকতর লক্ষিত হয়। জ্বরের ষ্টেজ বা অবস্থাচয় (১)—বিষাক্ত হওয়া অবস্থা—বিষ সামান্য হইলে এই অবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না; খরতর বিষ প্রবেশ করিলে ভেদ ও বমন হয়। (২)—পীড়ার বিকাশ অবস্থা—এই অবস্থার প্রথমভাগে বিশেষ কোন ভয়াবহ লক্ষণ দৃষ্ট হয়না। জ্বর দিন দিন অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। রোগী তদবস্থায় স্ব স্ব কার্য্য কর্ম্ম করিতে অপারগ হয় না, রোগের বিকাশ তারিখও বলিতে পারেনা, ফলতঃ বিকাশাবস্থার প্রথমভাগ নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতকের চরিত্রের ন্যায় অবস্থা পুর্ণ। পীড়ার আক্রমণ বুঝিবার যো নাই, শিরঃপীড়া, গাত্রবেদনা, সময় সময় শীত, ইত্যাদি থাকে বটে, কিন্তু বিশেষ পীড়াপীড়িজনক নহে। রোগ পূর্ণরূপে বিকাশিত হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভে কিম্বা তাহার ২।৩ দিন পুর্ব্বেই নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়ঃ—

উদর সম্বন্ধীয় লক্ষণ—পেট-বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা, দক্ষিণ ইলিয়াক্ প্রদেশে অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে বেদনা বোধ করে ও তন্মধ্যে গল গল

শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পেটফাঁপা ও উদরাময়। অন্ত্র সকল হইতে কখন২ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মল ডাইলের যূসের ন্যায়, ইহা কোন পাত্রে ধরিলে জলীয়ভাগ উপরিভাগে ও তলানি নীচে পড়ে। মল, মূত্র এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে এক প্রকার খারানি গন্ধ (ammonical smell) উদ্ভূত হয়।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় লক্ষণ—ললাটদেশে শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, অস্থির নিদ্রা ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে শিরঃপীড়া ও সাধারণ গাত্রবেদনা আর থাকে না ; কিন্তু মাথা-ঘোরা ও বধিরতার বৃদ্ধি হয় ; এই অবস্থায় তন্দ্রা এবং ডিলিরিয়াম্ আরম্ভ হইতে থাকে। রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্ এবং দিবসে তন্দ্রা অত্যন্ত হয়। রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে ; কখন বা নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সকল কথাই যেন বুঝিতে পারে, কিন্তু কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, এইরূপ ভাবাপন্ন হয়। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত হয়।

টাইফয়েড্ ইরাপ্শন্—ইহা এই জ্বরের অতি প্রধান লক্ষণ। প্রথম সপ্তাহের শেষভাগ হইতে ১২। ১৪। ২৮ দিন পর্য্যন্ত এই ইরাপ্শন্ উঠিতে থাকে। উদর, বক্ষস্থল এবং পৃষ্ঠদেশে ইরাপ্শন্ উঠে ; কদাচিৎ হস্তপদে এবং মুখে দেখা যায়। প্রতিবারে ইহাদের সংখ্যা ১২। ২০। ৩০ পর্য্যন্ত হয়। টাইফয়েড্ ইরাপ্শান্ দেখিতে আল্তার দাগের বা ফোটার ন্যায় ছোট ছোট চিহ্ন ; কখন কখন এই দাগগুলি স্পষ্টভাবে কিঞ্চিৎ উচ্চ ২ লক্ষিত হয় ; ইহাদের চতুর্দ্দিক স্পষ্টরূপে সীমাবদ্ধ ; তাহাদের উপর অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে রক্তগুলি সম্পূর্ণ সরিয়া যায়। দুই চারি দিন থাকিয়া ইহারা মিলিয়া যায় ; এবং তৎপরেও ঝাঁকেঝাঁকে চারি পাঁচবার এই ইরাপ্-শান্ হইয়া থাকে। নিতান্ত শিশু কিম্বা ৩০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে এই টাইফয়েড্ ইরাপ্শান্ বা চর্ম্মোৎপাত প্রায়ই দেখা যায় না। মৃত্যুর পর ইরাপ্শান্ মিলিয়া যায়। পেটিকিয়া নামক রক্তপিত্তবৎ ইরাপ্শান্ এই জ্বরে কখন হয় না। নাড়ী ১০০, ১২০ পর্য্যন্ত গতি-বিশিষ্টা।

টেম্পারেচার বা উত্তাপ—টাইফয়েড জ্বরে উত্তাপের-গতি বিশেষ

ধর্ম্মাক্রান্ত দেখা যায়। প্রথম চারি পাঁচদিন পর্য্যন্ত যে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা ঠিক নিয়মিত মত; প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ২ ডিগ্রী পরিমাণ জ্বর বৃদ্ধি পায়; ও পরদিন প্রাতঃকালে গত সন্ধ্যার উত্তাপ অপেক্ষা ১ ডিগ্রী পরিমাণ ন্যূনতর উত্তাপ হইয়া থাকেঃ—প্রথম দিন প্রাতে ৯৮·৬ ও সন্ধ্যার সময় ১০০·৫; দ্বিতীয় দিন প্রাতে ৯৯·৫ এবং সন্ধ্যার সময় ১০১·৫; তৃতীয় দিন প্রাতে ১০০·৫ এবং বৈকালে ১০২·৫ হয়। চতুর্থ দিন প্রাতে ১০১·৫ এবং বৈকালে ১০৩·৫ হয়। এই প্রকার প্রথম চারি পাঁচ দিন উত্তাপের ক্রমশঃ নিয়মিত বৃদ্ধি, টাইফয়েড্ জ্বরের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। পরে এই উত্তাপ ১০৪,১০৬, কখন কখনবা ১০৭ পর্য্যন্ত হইয়া প্রায় সমভাবে ২ সপ্তাহ বা ৩ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত থাকে; তৎপশ্চাৎ কোন বিঘ্ন না ঘটিলে প্রতিদিন ২।৩ ডিগ্রী পরিমাণ কমিয়া স্বাভাবিক উত্তাপে উপস্থিত হয়। আবার কোন বিঘ্ন বা উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই অবনত-মুখ উত্তাপের পুনর্বৃদ্ধি দেখা যায়। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ সপ্তাহে সুডামিনা নামক সাদা ঘামাচির ন্যায় চর্ম্মোৎপাত দেখা দেয়।

এই জ্বরে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া পেরিটোনাইটিস হওযার নিতান্ত ভয় থাকে। তখন মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুস্‌জনিত গোলযোগসহ সমস্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন মাত্র; দরিদ্রদিগের অপেক্ষা ধনীদিগের মধ্যে ইহার মৃত্যুসংখ্যা অধিকতর। প্রায়ই নিতান্ত অবসন্ন অবস্থা, ইউরিমিয়া পেরিটোনাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা ইরিসিপেলাস হইয়া মৃত্যু ঘটে। জিহ্বা—সচরাচর প্রথম অবস্থায় সরস, পাতলা, সাদা মলযুক্ত, ক্ষুদ্রায়তন ও সূক্ষ্মাগ্র। ইহার অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ; তৎসহ প্যাপিলীগুলি প্রবর্দ্ধিত। কখন কখন জিহ্বা বৃহদায়তনযুক্ত হয়। পীড়ার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ভাব ধারণ করে। ও ওষ্ঠে সর্ডিস নামক মলের শুষ্ক চটা পড়িয়া থাকে।

দন্তে (৪৭৪ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠায় জ্বরের সাধারণ লক্ষণ দেখ)।

টাইফয়েড্ ফিবারের সহিত টাইফাস্ ফিবারের অনেক সাদৃশ্য থাকা হেতু রোগ নির্ব্বাচনে ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত টেবল্‌টীর প্রতি দৃষ্টি করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।

টাইফয়েড্ জ্বর।	টাইফাস্ জ্বর।
১। বয়স——১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে অধিক দেখা যায়।	১। বয়স—সর্ব্বপ্রকার; বিশেষ মধ্য বয়সের অতীত অবস্থায় অধিক সংখ্যা দেখা যায়।
২। পীড়ার প্রকাশ অতি ধীরে ধীরে হয়।	২। হঠাৎ পীড়ার প্রকাশ।
৩। পীড়ার ভোগকাল ৩ সপ্তাহের ন্যূন নহে।	৩। পীড়ার ভোগ অতি অল্প সময়, এমনকি ২ সপ্তাহের অধিক প্রায়ই যাইতে পারে না।
৪। মৃত্যু ২ সপ্তাহের পূর্ব্বে কখনই ঘটে না।	৪। প্রায়ই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।
৫। অচৈতন্যাবস্থা, প্রলাপবকা, অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।	৫। প্রায়ই পীড়ার প্রথম হইতে ডিলিরিয়াম্ অথবা অচৈতন্য অবস্থা বর্ত্তমান থাকে।
৬। বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত ডায়েরিয়া বা উদরাময় দেখা যায়।	৬। উদরাভ্যন্তরে বিশেষ কোন প্রকারের লক্ষণ দেখা যায় না। প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।
৭। যে ইরাপ্শান্ উঠে তাহা অতি পাতলা ও লালদাগ বিশিষ্ট; কখনও শাখা সমস্তে প্রকাশ পায় না	৭। ইরাপ্শান্ কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্ব-শরীর ব্যাপী।
৮। অন্ত্র সমূহের পেয়ার প্যাচেস্ নামক গ্রন্থিসমূহ রুগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে ক্ষত জন্মে ও প্লীহা বড় হয়।	৮। অন্ত্রসমূহে বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্লীহা অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে।

টাইফয়েড্ জ্বরের কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব (Pathology) এবং দেহগত পরিবর্ত্তন—এই জ্বর সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। পচা পায়খানা ও নর্দ্দমা ইত্যাদি হইতে উদ্গত বাষ্পগ্রহণ ইহার প্রধান কারণ। রোগীর গাত্র ও নিশ্বাসোদ্গত বাষ্প বিশেষ সংক্রামক নহে। রোগীর মল হইতে উদ্গত বাষ্প ভয়ানক সংক্রামক। পূর্ব্বোক্ত পচা পায়খানা ও নর্দ্দমা-জনিত বিষাক্ত পদার্থ মৃত্তিকাস্তরের অভ্যন্তর দিয়া চুয়াইয়া কিম্বা অন্য

কোন প্রকারে কূপ, পুষ্করিণী, এবং ওয়াটারপাইপ (water pipe) অর্থাৎ জলের কলের চুঙ্গী ইত্যাদির জলসহ মিশ্রিত হইলে, সেইজল সেবন দ্বারা এপিডেমিক বা মহামারীভাবে অনেকের টাইফয়েড জ্বর হইয়া থাকে।

অন্ত্রস্থ পেয়ার প্যাচেস্ এবং সলিট্যারী গ্ল্যাণ্ডস্ (Peyer's Patches and solitary glands) সমূহে ক্ষতোৎপাদিত হওয়াই একটী অতি প্রধান নিদান-লক্ষণ (Pathological change)। ইহা হইতে অনেক সময় রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ক্ষত নিতান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ২, ৩, ৩০ বা ৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত ক্ষত হয়। রোগী আরোগ্যপথে আসিলে এই সমস্ত ক্ষত ক্রমে সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুকাইয়া যায়। অন্ত্র ছিন্ন হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা।—এতৎসঙ্গে পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ জন্মে। মেসেণ্টিক্ গ্ল্যাণ্ড (Mesenteric glands) সমস্তে প্রদাহ জন্মে ও পূঁজ সঞ্চার হইয়া ক্ষত হয়; অবশেষে তাহারা শুষ্ক হইয়া সংকীর্ণ আকার ধারণ করে।——প্লীহা নিতান্ত বড় ও নরম হইয়া যায়।——যকৃৎ ও কিড্নী কন্জেচশনযুক্ত হয়।—পিত্ত কোষাভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া থাকে।——রক্ত পাতলা ও কালবর্ণ হয়; রক্তপাত হইলে তাহা জমাট বাঁধেনা।—ফুস্ফুস্, শ্বাসনালী (ব্রংকিয়েল টিউবস্), প্লুরা ইত্যাদির প্রদাহ জন্মে।

টাইফয়েড্ জ্বর নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার দেখা যায়ঃ—
(১) মৃদু স্বভাবাপন্ন——ইহা অঙ্কুরে নিস্তেজ হইয়া দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে সহজে আরোগ্য লাভ করে; অনেক সময় সামান্য জ্বর অপেক্ষা উহা অধিক গুরুতর হয় না। (২)—উগ্র স্বভাবাপন্ন—ইহাতে নানাপ্রকার প্রদাহ, উপসর্গ, ইরিটেশন বা উত্তেজনা, রক্তস্রাব, পেটের পীড়া, বক্ষঃস্থলের পীড়া ইত্যাদি দেখা যায়। (৩) —অপ্রকাশিত বা এম্বুলেটরী——ইহাতে রুগ্নাবস্থায় রোগী সহজে চলিয়া বেড়ায় কিন্তু হঠাৎ রক্তস্রাব বা অন্ত্রছিন্ন (ছেদা) হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ডাঃ মারচিসন্ বলেন ইন্ফেণ্টাইল রেমিটেণ্ট (Infantile remittent) এবং গ্যাসট্রিক (Gastric) অথবা বিলিয়াস জ্বর (Bilious fever)

টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ তিনি ইহাদিগকে মডিফাইয়েড্ টাইফয়েড্ (modified typhoid) বলেন।

টাইফয়েড্ জ্বরের উপসর্গ ও ভাবীফল——নিউমোনিয়া, প্লিউরিসি, ক্ষয়কাশ। অন্ত্র ছিন্নহওয়া ও পেরিটোনাইটিস্, শয্যাক্ষত (bed-sore) বিশেষ ভয়াবহ। অবশেষে ফ্লেগমেসিয়া-ডোলেন্স, যক্ষ্মা, মানসিক দুর্ব্বলতা, সমস্ত শরীরের অথবা কোন অংশের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, কানপাকা, রক্তক্ষীণতা ও শরীরের নিতান্ত শীর্ণাবস্থা উপস্থিত হয়। অন্ত্রস্থ গ্ল্যাণ্ড ও ভিলাই সমস্ত ধ্বংস ও মেসেন্টিক গ্ল্যাণ্ডসমূহ শুষ্ক হওয়াই শরীর-শীর্ণতার প্রধান কারণ।

রোগনির্ণয় বা ডায়েগ্নোসিস্——টাইফয়েড্ জ্বরের সঙ্গে রেমিটেণ্ট বা স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফাস্ ও রিল্যাপ্সিং ফিবার; য্যাকিউট টুবারকিউলোসিস, পাইমিয়া, টুবারকুলারমেনিঞ্জাইটিস্, নিউমোনিয়া, গ্যাষ্ট্রো-এণ্টিরাইটিস্, ক্রনিক পেরিটোনাইটিস্, রিনালপীড়াযুক্ত ইউরিমিয়া ইত্যাদি পীড়ার সঙ্গে সচরাচর ভ্রম হইয়া থাকে। রেমিটেণ্ট জ্বরে একপ্রকার জ্বরাতিসার হয় বটে, কিন্তু তাহা এতাদৃশ নহে; টাইফয়েড্ বিষের প্রধান স্বধর্ম্ম এই যে, এতদ্দ্বারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে, কখন কখন বা বৃহৎ অন্ত্রে টাইফয়েড্ নামক ক্ষত জন্মিয়া থাকে, কিন্তু রেমিটেণ্ট জ্বরে প্রায়ই দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে টিপি দিলে গল্ গল্ শব্দ হয় না।

টাইফয়েড জ্বরের ভোগ ও ভাবীফল——সচরাচর এই জ্বর তিন সপ্তাহ কি চারি সপ্তাহ ভোগ করে। দুই একটী রোগীতে ৬০ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইতে দেখা গিয়াছে।——ইহার মৃত্যু সংখ্যা প্রতি ৫ | ৬ টী রোগীতে ১টী মাত্র। এই রোগেতে অনেকে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে, আবার অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব দুর্ব্বলতা হেতু এই রোগ, বিশেষ কোন অপকার করে না। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং নবাগত ব্যক্তির পক্ষে এই পীড়া কিছু বিপদজনক। এই জ্বরে অধিক ইরাপ্শন্ উঠায় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।— অন্ত্র ছিন্ন হওয়াই ইহার বিপদকর অবস্থা। এই জ্বরের আক্রমণ প্রায় দ্বিতীয় বার হয় না।

থার্মোমেটার, টাইফয়েড্ জ্বরে—এই জ্বরের ভাবীফল সম্বন্ধেও

থার্ম্মোমেটার একটী অমূল্য পদার্থ। দ্বিতীয় সপ্তাহে তাপমান যন্ত্র দ্বারা দেখা যাইবে রোগীর অবস্থা ভাল কি মন্দ। মৃদু স্বভাবাপন্ন জ্বরে প্রায়ই প্রাতঃকালে রেমিশন্ থাকে ও বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কঠিন রোগীতে তাহার বিপরীত, প্রাতঃকালে সামান্য রেমিশনও পাওয়া যায়না। গাত্রো-ত্তাপ অত্যন্ত প্রখর; হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি কিম্বা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়া বিশেষ বিপদজনক। হঠাৎ তাপ কমিয়া গেলে অন্ত্র হইতে রক্তপাত জানিবে। উত্তাপ একভাবে চলিতে চলিতে যদি তাহার হঠাৎ ব্যতিক্রম হয়, তবে কোন উপসর্গের আগমন জানিবে।

চিকিৎসা ঃ——(জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখ)

টাইফয়েড্ জ্বরে—ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, রাস্-টক্স, আর্সেনিক্, এসিড্-ফস্ফরিক ও এসিড্-মিউরিয়েটিক বিশেষ কার্য্যকারী। (২) আর্নিকা, একোনাইট, বেলেডোনা, ডিজিটেলিস্, কুপ্রাম, সিকেলী, ক্রিয়ে-জোট, ষ্ট্রামোনিয়াম, হাইয়সায়েমাস্, হেলেবোরাস্, ওপিয়াম্, ক্যাম্ফরাদি কয়েকটী ঔষধ এই চিকিৎসায় অনেক সময় প্রয়োজনীয়। সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।——১। জ্বরের প্রথম আক্রমণ অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া।—— ২। বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকিলে ব্যাপ্টি, আর্স, রাস।——৩। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় আর্স, এসিড্-মিউর।——৪। অত্যন্ত উদাবাময় বা ডায়ে-রিয়া থাকিলে আর্স, ভিরাট্-এল্ব; (অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগে) ইপিকাক, কার্ব্ব-ভেজি, এসিড্-মিউর।——৫। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে টেরিবিন্থ, এসিড্-নাইট্রি, ইপিকাক।——৬। মস্তিষ্কের গোলযোগে (Brain symptoms) বেল, হাইয়স্, জিঙ্ক্, ওপিয়াম্, রাস্।——৭। কাশি, সর্দ্দি ও বক্ষঃস্থলের পীড়ায় ফস্, আইয়ড্।——৮। পরিপাক না হইলে নক্স-ভ, কার্ব্ব-ভ, ইগ্নে, মার্ক।——৯। কর্ণ বধিরতায় ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হেতু হইলে, এসিড্-ফস্, চায়না, চায়নি-সাল্ফ।——১০। পীড়ান্তে দুর্ব্বলতায় এসিড্-ফস্, ইগ্নে, এন্টোনি-কার্ব্ব, ফেরা, সাল্ফা, চায়না, নক্স-ভ।

পশ্চাদুক্ত "জ্বর-চিকিৎসা (৫)" এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ।——"জ্বর চিকিৎসা (১)—(২)—(৩)" দেখ।

টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরাধিকারে—(১) ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, হ্রাস-টক্স, আর্সেনিক, এসিড্-মিউরিয়েটিক, এসিড্-ফস্ফরিক্, ফস্ফরাস্, সর্ব্ব প্রধান ঔষধ।——তদ্‌পশ্চাৎ (২) আর্ণিকা, বেলেডোনা, ওপিয়াম্, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস, ককিউলাস, জেল্সিমিনাম্, ল্যাকেসিস্, নক্স-মস্কেটা, সাল্-ফার, এণ্টি-টার্ট, টেরিবিন্থিনা, ভিরেট্রাম্-এল্‌ব, ডিজিটেলিস্, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, হেলেবোরাস, ক্যাম্ফর, কুপ্রাম, মার্কিউরিয়াস্, নক্স-ভ, পাল্সেটিলা, এগারিকাস্, একোনাইট্ সিকেলী, হাইওসায়েমাস্, ক্রিয়েজোট্ প্রধান।——এই ঔষধ সমূহের ব্যবহারার্থে কয়েকটী বিশেষ মন্তব্য যথা :——

ব্রাইওনিয়া-এলবাম্—মৃদু স্বভাবাপন্ন টাইফয়েড্ আদি জ্বরে ইহার অতি চমৎকার ক্ষমতা দেখিতে পাইবে। পীড়ার প্রথমভাগে টাইফয়েড্ স্বভাব টের পাওয়া যায়না বটে, কিন্তু যখন এই টাইফয়েড্ স্বভাব টের পাইবে, তৎক্ষণাৎ ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা উচিত।——*হ্রাস-টক্স—উগ্রস্বভাবাপন্ন টাইফয়েড্ আদি জ্বরের প্রথম হইতেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্যাপ্টিসিয়া—টাইফয়েড্ আদি জ্বরের ইহা একটি স্পেসিফিক্ (Specific medicine) অর্থাৎ স্বভাবগত মহৌষধ। এমন কি, অনেকে বলেন টাইফয়েড্ জ্বরের প্রথমভাগে উপযুক্তরূপে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কখনই রোগ মারাত্মকরূপে পরিণত হইতে পারিবেক না।

আর্সেনিক—ইহা টাইফয়েড্ আদি জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি, যে রোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সে রোগীও এতদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। হ্রাস্-টক্সের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে (বিশেষ পীড়ার প্রথম অবস্থায়)।—*ফসফরাস, এসিড্-ফস্ফরিক, এসিড্-মিউরিটিক্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইল্যান্‌টাস্, আর্স, আর্ণিকা, বেল্, চায়না, জেল্স, হাইয়স্, ওপি, ডাক্তার হেল্ ও ডাঃ কাউপার থোয়েটের মতে এই কয়েকটীও উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। ডাঃ হিউজ এগারিকাস্, বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ হাইও-সায়েমাস্,ও ওপিয়াম্‌দ্বারা স্নায়বীয় ও মস্তিষ্কগত লক্ষণে (বিকারাদিতে) অনেক ফল পাইয়াছেন। ষ্ট্যাট্রাপিয়া, ইউক্যালিপ্টাস্, আইরিস্ ল্যাক্‌নান্থি,

লেপ্টাণ্ডা, ওলিয়েম্-ক্যাজুপুটাই, ইনোথিরা, পডোফাইলাম্, মার্ক-প্রোটো-সাল্ফাইট্, হ্রাস্-ভেনিনেটা, স্কুটিলেরিয়া, সোলেনাম্, সাম্বুল, টাই-অট্রিয়াম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, জ্যান্থজিলাম্, ডাং হেল্ এই সমস্ত ঔষধকে টাইফয়েড্ ফিবারের উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত ডাক্তার পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় দুর্লক্ষণ জন্য এইল্যান্টাস্, জেল্সিমিনাম্, ভিরেট্রাম্-ভি, প্রয়োগ জন্য উপদেশ করেন। অন্ত্র সমূহের কঞ্জেচশন্ এবং উদরাময় জন্য ডাং হিউজ আর্সেনিক, মিউরিয়েটিক্-এসিড দিতে বলেন। তিনি আরোও বলেন আইয়ডিয়াম্, ও মার্কিউরিয়াস অন্ত্রস্থ গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিদিগের ক্ষতাদি সম্বন্ধে বিশেষ উপকার করে। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (রক্ত বাহির হওয়া)—টেরিবিন্থ, ক্রিয়েজোট এই দুইটী ঔষধকে তিনি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন।——বিকারাদি অবস্থা জন্য হেলেবোরাস্, ষ্ট্রামোনিয়াম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি। (২৮২ হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় বিকার দেখ)।

টাইফয়েড্ আদি জ্বরের নানাবিধ উপসর্গ।:——

২। (ক) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—*একোন্ (প্রথম অবস্থায়); *মার্ক (বিশেষতঃ রাত্রিতে, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইলে), ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, হেমেমে, এসিড্-ফস্, *ফস্, পাল্স, *হ্রাস্, সালফা, (৪৪২ পৃঃ দেখ)।——(খ) অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব—*এসিড্নাইট্রি, ফস্-এসি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইপিকাক, ফস্। (১৫৯ পৃষ্ঠায় রক্তময় মল দেখ)।——(গ) পেরিটোনাইটিস্ জন্য—আর্স, বেল, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ওপি।——(ঘ) কর্ণমূল জন্য——একোন্ বেল্, ক্যাল্কে (৪৬০ পৃষ্ঠা দেখ)।——(ঙ) টন্সিলের বিবৃদ্ধি—একোন্, বেল্ (কৃষ্ণাভ লালবর্ণ), ব্রাই (পিংশে ভাবাপন্ন লালবর্ণ এবং টন্সিলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দেখা যায়)।——(চ) ফোড়া বা স্ফোটক—আর্স, বেল্, লাইকো, সাইলি সাল্ফা।——(ছ) বধিরতা——আর্ণি, ফস্, ফস্-এসি, ভিরাট্।——(শ্রুতি কঠোরতা——ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস্); (অত্যন্ত শ্রুতি প্রখরতা——ব্রাই)।——(জ) নাকের ভিতর কাল চটা পড়িয়া থাকা——হাইয়স্, জিঙ্ক।

৩। (ক) খিট্খিটে স্বভাব—বেল্, ব্রাই, লাইকো——(খ) মন নিতান্ত

ভার ও বিমর্ষ—বেল্, পাল্‌স।——(গ) কথা বলিতে অনিচ্ছা—ফস্-এসি।——(ঘ) কোন কার্য্য বা কথায় সহানুভূতি নাই——এপিস্, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, হাইওসায়েমাস্, ওপি, ফস্-এসি, ষ্ট্র্যামো।——(ঙ) তন্দ্রা ও অলসতা——এপিস্, * আর্স, * কার্ব্ব-ভ, ককিউ, ল্যাকে, ওপি।——(চ) বিকারে নানাপ্রকার স্বপ্ন ও বিভীষিকা দর্শন করে——বেল্, হাইয়স্, হ্রাস্।——(ছ) ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, দৌড়াইয়া পলাইতে চায়——আর্স, *বেল্, ব্রাই, *হাইয়স্, মার্ক, ষ্ট্র্যামো ——(জ) অতি উগ্র স্বভাবাপন্ন ডিলিরিয়াম—বেল্, ওপি, ষ্ট্র্যামো। (ঝ) স্মৃতি বিভ্রম—এনাকার্ডিয়াম। (বিকার ২৮২ হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

৪। (ক) বক্রগতিতে দৃষ্টি——হাইয়স্।——(খ) দৃষ্টির দুর্ব্বলতা—হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক। (গ) চক্ষু কোটরে বসিয়া যাওয়া—আর্স, ভিরাট্।——(ঘ) দুই চক্ষু নিতান্ত বড় বড় করিয়া চাউনি—বেল্, ওপি।——(ঙ) মুখ রক্তবর্ণ—বেল্, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্।——(চ) চক্ষু ও মুখ বসিয়া যাওয়া ও তাহাতে পিংশে বর্ণ—আর্স, ফস্ এসি, জিঙ্ক, ভিরাট্।——(ছ) ওষ্ঠ কাল, কটা, অথবা ফাটা ফাটা—আর্স, ল্যাকে, ফস্ এসি, জিঙ্ক।——(জ) নিম্নমাড়ী শ্লথ হইয়া পড়া (মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা হওয়ার লক্ষণ)—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, * জিঙ্ক, * ওপি, লাইকো।

৫। (ক) জিহ্বার অসাড় অবস্থা—হাইয়স, মিউর এসি। (খ) জিহ্বা শুষ্ক—আর্স, * হ্রাস্, মিউর-এসি, ফস্, ফস্-এসি।——(গ) জিহ্বা পুরুরূপে ক্লেদাবৃত—ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, হ্রাস্, (প্রায় পরিষ্কৃত—ককিউ। জিহ্বা ৬১ হইতে ১১৬ পাত)—(ঘ) মুখে ঘ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত—মিউর-এসি, সাল্‌ফা।——(ঙ) ন্যক্কার এবং বমন—আর্স, * ব্রাই, হাইয়স্, ভিরাট্।——(চ) পাকস্থলী মধ্যে বেদনা——আর্স, * ব্রাই, হ্রাস্, ভিরাট্।——(ছ) যকৃতের গোলযোগ—মার্ক।——(জ) প্লীহার বিবৃদ্ধি—আর্স, * ককিউ, * ফস্-এসি, হ্রাস।——(ঝ) পেটে কলিক বা শূল বেদনা: স্নায় বেদনা—আর্স, * মার্ক, ফস্-এসি, হ্রাস, ভিরাট্।——(ঞ) পেট ফাঁপা—আর্স, * কার্ব্ব-ভ, * ফস, * ফস্-এসি, হ্রাস্, টেরিবিন্থ——(ট) কোষ্ঠ বদ্ধতা—এপিস, * ব্রাই, ককিউ।——(ঠ) উদরাময়—এপিস্, আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ফস্-এসি, হ্রাস,

(অসাড়ে মল ত্যাগ)—এপিস্, আর্ণি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস্, জিঙ্ক।—৪৯৬ পৃষ্ঠা দেখ) অনবরত ডায়েরিয়া বা উদরাময়—আর্স, বেল্, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, সাল্ফা।——(ড) রক্তময় মল—মিউর-এসি, ফস্, * নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, ফস্-এসি, আর্স,কার্ব্ব-ভ, ইপিকা।——(ঢ) পূঁজময় মল (অন্ত্রে ক্ষত হেতু)—এপিস্, আর্স, কার্ব্ব-ভ, * নাইট্রি-এসি, ফস্, হ্রাস্, সাল্ফা।——(ণ) পচা মল—এপিস্, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ফস্।

৬। (ক) মূত্রে য়্যাল্বুমেন বা অণ্ডলাল পাওয়া গেলে—ফস-এসি, হ্রাস্, —(খ) প্রস্রাব জলবৎ বর্ণ বিশিষ্ট —ব্রাই, মিউর-এসি।——(গ) অসাড়ে মূত্রত্যাগ —এপিস্, আর্ণি, আর্স।

৭। (ক) ফুস্ফুসের পীড়ায়—এপিস্, আর্স, *ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ল্যাকে, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, * ফস্, হ্রাস্, সেনিগা।——(খ) ফুস ফুস্ যকৃতের ন্যায় শক্ত হইলে—ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, ফস্ হ্রাস্।——(গ) কাশি দ্বারা শ্লেষ্মা উঠিলে —আর্স, ল্যাকে, ফস্, হ্রাস।——(ঘ) ফুস্ফুস্ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে —কার্ব্ব-ভ, মস্কাস্, এণ্টিমোনিয়াম্।

৮। (ক) শাখাসমস্তে বেদনা—ক্যাম্ফ, হ্রাস,। (খ) হাত পায়ে অসাড় বোধ—ককিউ, হ্রাস্।——(গ) আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালন—বেল, হাই-য়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, জিঙ্ক।——(ঘ) পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন—আর্ণি, ব্রাই, হ্রাস।——ঙ) অস্থিরতা—ব্রাই, ষ্ট্র্যামো, হ্রাস্।——(চ) অত্যন্ত শয্যাগত অবস্থা—এপিস্, মিউর-এসি, জিঙ্ক, মার্ক, ফস্, ফস-এসি, হ্রাস্।

৯। (ক) শরীরে সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপশনে—ব্রাই, ক্যাল্কে, লাইকো, (এই ইরাপ্শনে চুলকানী থাকিলে লিডাম)। —(খ) ঐ লাল লাল—ফস্-এসি, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো ; ঐ সাদা—এপিস্, ব্রাই, মিউর-এসি, সাল্ফা, ভ্যালিরি ; ঐ নীলাভ—কার্ব্ব-ভ, ভিরাট্।—(গ) রক্ত জমার ন্যায় ইরাপ্শন—আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ফস্-এসি, জিঙ্ক।—(ঘ) রক্ত পিত্তবৎ বা আর্টিকেরিয়ার ন্যায় চাপচাপ ইরাপশন—সাল্ফা, মার্ক, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, লাইকো, নাইট্রি-এসি।

১০। (ক) শয্যাগত—আর্স, ফস-এসি, জিঙ্ক, ফ্লুওরিক-এসিড্ দিতে

ডাঃ হেরিং উপদেশ করেন।——(খ) অধোশাখায় শোথ—আর্স, চায়না, লাইকো, সালফা।

টাইফয়েড্ জ্বরের এই ঔষধ সমস্ত দ্বারা রেমিটেণ্ট-জ্বর ও টাইফাস্ আদি সদালম্ব জ্বরের চিকিৎসাতে অনেক সাহায্য পাইবে।

অবিরাম জ্বরের তৃতীয় প্রশাখা।

টাইফাস্ ফিবার (Typhus fever)

("বিকার-প্রমুখ সান্নিপাতিক জ্বর" বিশেষ)

সম-সংজ্ঞা——পুরাকালে বৃদ্ধ ডাক্তার হিপক্রেটিস ইহাকে "বজ্রাঘাতবৎ জ্ঞান বিলোপক জ্বর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৫০ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে ইহা পিউট্রিড, পেষ্টিলেনসিয়েল, জেইল, জাহাজীয় বা হাঁসপাতাল জ্বর বলিয়া কথিত হইত, পরে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও মীমাংসার পর ভিষগ্বুধগণ ইহার নাম টাইফাস জ্বর রাখিয়াছেন।

রোগ-পরিচয়—এই জ্বর ভারতবর্ষে বড় দেখা যায় না। ইহা স্পর্শাক্রামক ও সংক্রামক উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। দুর্ভিক্ষের সময় এই জ্বর দেখা দিয়া এপিডেমিক ভাবে বা মহামারীতে অনেক গ্রাম নগরাদি উৎসন্ন করে। বহুজনাকীর্ণ ও অনষ্কালিত-বায়ু-পূর্ণ গৃহাদিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। রোগীর গাত্রোদ্গত বাষ্প ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত বিষযুক্ত, তাহা শরীরস্থ হইলেই পীড়ার উদ্ভব হয়। পশমী ও কৃষ্ণবস্ত্র মধ্যে এই বিষ জড়ীভূত হইয়া স্থানান্তরে যায়। এই জ্বরের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায় হয় না।

এই জ্বরের ভোগকাল সচরাচর ১৪ হইতে ২১ দিন; কঠিন উপসর্গযুক্ত হইলে অধিকতর দিন হইয়া থাকে। গাত্রোত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী; সাংঘাতিক অবস্থায় ১০৭, ১০৮ বা ১০৯ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

টাইফাস্ জ্বরের বিষ শরীরে প্রবেশ করার পর ১ হইতে ১২ দিনের মধ্যে জ্বর প্রকাশিত হয়। জ্বরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিকার ভাব লক্ষিত হয়। তখন শরীর উষ্ণ, চর্ম্ম রুক্ষ, মুখ ও চক্ষু ভার ভার, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ, অজ্ঞানতা, শয্যাগত অবস্থা ইত্যাদি আসিয়া পড়ে। সন্ধ্যার সময় অস্থিরতা ও রাত্রিতে অনিদ্রা।

টাইফাস্ জ্বরের ইরাপশন——সাধারণতঃ চতুর্থ দিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই ইরাপ্শন সকল দেখা দেয়। ইহা দুই প্রকার—(১) মালবেরী র‍্যাস—(২) সবকিউটিকিউলার মট্লিং। (১) প্রথমোক্ত র‍্যাসগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা চিহ্ন বিশেষ; ইহাদের প্রান্তভাগ সুস্পষ্টরূপে সীমাবদ্ধ নহে; ইহারা অসমভাবে বৃত্তাকার। প্রথমে ইহাদের বর্ণ লাল থাকে, পরে মালবেরী ফলের রসের ন্যায় বর্ণ হয়। অঙ্গুলী-চাপন দ্বারা এই দাগ সকল কিছুকাল অদৃশ্য হইয়া পুনরায় দেখা দেয়। কিছু দিন মধ্যে ইহাদের উক্তবর্ণ বেগুণে রং ধারণ করে; পরে পেটিকিয়া নামে রক্তপিত্তবৎ আকার প্রাপ্ত হয়; সকল ইরাপশনের বর্ণ সমানরূপ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। শেষ অবস্থায়, অঙ্গুলী চাপে ইহাদের বর্ণ সরিয়া যায় না। র‍্যাসগুলি মিলিয়া গেলেও তাহাদের দাগ থাকে। সমস্ত গাত্র ব্যাপিয়া এই র‍্যাস উঠে, এবং প্রায়শঃ ১৪ হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল ইরাপ্শন পৃষ্ঠদেশে ও শরীরের যে ভাগ শয্যার দিকে থাকে তাহাতেই অধিক দেখা যায়।——(২) দ্বিতীয় প্রকার ইরাপ্শন চর্ম্মের এক পরদা নীচে হয়, তাহাতে গাত্রের চর্ম্ম ধূম্রবর্ণবৎ অথবা কাল ছায়ার ন্যায়, কখন কখন কাল জামের রং বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রথম সপ্তাহে শ্রবণ শক্তির হ্রাস অথবা কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, অনিদ্রা কিম্বা নিদ্রা সত্ত্বেও রোগীর নিদ্রা অনুভব নাহওয়া, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হইয়া যাওয়া, ইউরিয়ার আধিক্য, ক্লোরাইড্ সমূহের অভাব, কখন কখন য়্যাল্বুমিনুরিয়া, কখন কখন সম্পূর্ণ মূত্রাভাব ও তৎসঙ্গে ইউরিমিয়া হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা, মাংসপেশীর আক্ষেপ, ডিলিরিয়াম, নিউমোনিয়া, অথবা প্লিউরিসি হইয়া অনেক সময় বিশেষ সংকটাপন্ন অবস্থা হইয়া পড়ে। কখন কখন ঘোর তন্দ্রা, ঘর্ম্ম, উদরাময় অথবা বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ হইয়া রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। রোগী আরোগ্য পথে আসিলে ১৩।১৪ দিন মধ্যেই সুস্থ হইতে আরম্ভ হয়। এই জ্বরে মৃত্যু ১২ এবং ২০ দিনের মধ্যে দেখা যায়। গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ৫ টীর মধ্যে ১ টী মাত্র। বয়স অধিক হইলে বিপদের অধিক সম্ভাবনা। প্রায়ই ক্রাইসিস্ দ্বারা জ্বর ত্যাগ পায়।

চিকিৎসা ঃ——

টাইফাস্ এবং টাইফয়েড্ জ্বরের চিকিৎসায় প্রায় অধিকাংশ স্থলে একই প্রকার ঔষধাবলীর ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং তজ্জন্য উপরোক্ত টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসার শিরোভাগে যে ঔষধাবলীর লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। টাইফাস্ জ্বরের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা——

১। গাত্রোত্তাপ জন্য ব্রাই, জেল্‌স, ব্যাপ্‌টি কখন বা একোন। মস্তিষ্কের গোলযোগ জন্য হাইয়স্, বেল্, ভিরাট্-ভি, ষ্ট্র্যামো, টেরিবিন্থ (ইউরিমিয়া হেতু)।——৩। অনিদ্রায় বফিয়া, বেল্, জেল্‌স।—৪। অচৈতন্য অবস্থার জন্য ওপিয়াম, হ্রাস্।——৫। অবসন্নতা জন্য এসিড্-মিউ, আর্স, এসিড-ফস্।——৬। ফুস্ফুসের উপসর্গ জন্য ফস্, ব্রাই, একোন (কঞ্জেচ্‌শন্)।- —৭। আংশিক পক্ষাঘাতে হ্রাস্, ষ্ট্রিক্নিয়া——৮। শরীরে পচনশীল লক্ষণ প্রকাশে কার্ব-ভ, হ্রাস্, আর্স, ব্যাপ্‌টি।——৯। রোগী আরোগ্য পথে উপস্থিত হইলে, এসিড্-ফস্, এসিড্-নাইট্রি, চায়না, সাল্ফা, জেল্‌স, একোনাইট, এগারিকাস্, ব্যাপ্‌টি, হাইয়স্, বেলেডোনা, ভিরাট্-ভি, এপিস, ওপিয়াম্, এসিড্-মিউরিয়েটিক, ফস্ফরাস্, ল্যাকেসিস্, হ্রাস্-টক্স, এসিড্-নাইট্রি, ব্রাইওনিয়া, ব্রোমিয়াম, আর্সেনিক প্রসিদ্ধ ঔষধ মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বোক্ত টাইফয়েড্ জ্বরবিকার ২৮২ হইতে ৩৭৪ পৃষ্ঠা দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

অবিরাম জ্বরের চতুর্থ প্রশাখা।
পৌনঃপুনিক জ্বর বা
রিল্যাপ্‌সিং ফিবার (Relapsing fever.)

সম-সংজ্ঞা।—ফেমিন বা দুর্ভিক্ষ জ্বর। ইহার অনেক নাম আছে, তাহার বিশেষ প্রচার নাই, যথা সাত-দিনে জ্বর, পাঁচ-দিনে জ্বর, আইরিস্ ফেমিন-ফিবার, লঘু পিত্তজ্বর ইত্যাদি।

রোগ পরিচয়—এই জ্বর বিশেষ বিষজনিত এবং সংক্রামক। আরোগ্য

হইবার অবস্থায় ইহার রিলেপ্‌স্‌ অর্থাৎ পুনঃ প্রকাশ হয়, দুর্ভিক্ষের সময় মহামারীরূপে এই জ্বর দেখা দেয়। অনেকে ইহাকে টাইফাস্‌ জ্বরের রূপান্তর বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু ইহা টাইফাস্‌ নহে। পীত জ্বরের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বড় হইয়া উঠে। হঠাৎ অত্যন্ত কম্প হইয়া জ্বর প্রকাশ হয়; তৎসহ শিরঃপীড়া (ললাট দেশে) থাকে; দুর্ব্বলতা, কটিদেশে ও হস্তপদে বেদনা যারপর নাই কষ্টদায়ক হয়। কতক সময় পরে শরীরের তাপ প্রকাশ পায; ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ এবং ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপের পরিমাণ হইয়া থাকে; এই অবস্থায় মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়; চর্ম্ম রুক্ষ ও খস্‌খসে হয়। দুই তিন বা কিছু অধিক দিন পর্য্যন্ত অবিরামভাবে এই জ্বর ভোগ করে; তৎপরে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয়; তাহাতে বিশেষ কোন উপকার শীঘ্র লক্ষিত হয় না; ইহার মাঝে মাঝে কম্প ও শীত হয়। অনেকের নিদ্রা হইতে প্রাতে জাগ্রত হওয়ামাত্র জ্বর আরম্ভ হয়। শিশুদের জ্বর হইবার আরম্ভে অত্যন্ত অস্বাভাবিক গাঢ় নিদ্রা দেখা যায়। সাধারণতঃ জ্বর হইবার পূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কখন কখন পীত, হরিৎ কিম্বা কাল বর্ণের বমন হয়, ও পেটে বেদনা থাকে। কখন কখন কামল বা নেবা হইয়া শরীর ও চক্ষু পীতবর্ণ ধারণ করে। ত্বক্‌ কখন বা ধূম্রবর্ণ হইয়া যায়। গাত্রে কোন প্রকার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ইরাপ্‌শন্‌ দেখা দেয় না, তবে পেটিকিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ইরাপ্‌শন্‌ হয়। গলার ভিতর বেদনা ও টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও পিপাসা থাকে। জিহ্বা প্রায়ই সিক্ত হয়; কখন কখন শুষ্ক হইয়া যায়। জিহ্বাতে সময় সময় ক্ষত দৃষ্ট হয়। নাড়ী ১২০, ১৩০, ১৪০, কিম্বা ১৬০ পর্য্যন্ত হয়। ললাট প্রদেশে বেদনা ইহার এক বিশেষ লক্ষণ। জ্বর পরিত্যাগের ক্রাইসিস্‌—৩য়, ৫ম, ৭ম বা ১০ম দিনে হইয়া থাকে। অনেক সময় এতৎসঙ্গে রক্তস্রাবাদি দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে শতকরা পাঁচটী মৃত্যু সংখ্যা সচরাচর দেখা যায়। জ্বরের পুনঃপুনঃ প্রকাশ ইহার স্বনাম স্বার্থকর ধর্ম্ম। জ্বরের পুনঃ প্রকাশ হইলেই ইহা পূর্ব্ববৎ অবিরাম ভাব ধারণ করে। ইহার পুনঃ প্রকাশ ১২শ, ১৭শ,

সাধারণতঃ ১৪শ দিনে হইয়া থাকে। দুই তিন চারি বা পাঁচ বার পর্য্যন্ত ইহার পুনঃপ্রকাশ দৃষ্টি করা গিয়াছে।

নিম্ন লিখিত তুলনা-স্তম্ভটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহা যে টাইফাস্ হইতে পৃথক জ্বর তাহা বুঝিতে পারিবে:———

পৌনঃ পুনিক জ্বর।

১। প্রথম অবস্থাতেই অতি দ্রুত নাড়ী ও শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর থাকে।

২। কটিদেশে ও হাত পায় অত্যন্ত বেদনা।

৩। কামল বা নেবা (জণ্ডিস্ Jaundice)।

৪। বমন ও পেটে বেদনা।

৫। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি।

৬। বিশেষ শয্যাগত অবস্থা হয় না।

৭। এপিষ্ট্যাক্সিস্ ও অন্যান্য প্রকার রক্তস্রাব।

৮। হৃৎপিণ্ড স্থানে রক্তক্ষীণতা হেতু হুস্‌হুস্ শব্দ শুনা যায়।

টাইফাস্ জ্বর।

১। নাড়ী মৃদু।

২। অতি দুর্ব্বলতা বোধ।

৩। টাইফাস নামক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কাল বর্ণের ইরাপ্‌শন্।

৪। অত্যন্ত স্নায়বীয় ও বিকার-লক্ষণ।

৫। মুখ ধূম্রবর্ণ ও শয্যাগত অবস্থা।

৬। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর Softening অর্থাৎ নরম বা থকথকে অবস্থাযুক্ত লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।:———

রিল্যাপ্‌সিং জ্বরে——(১) একোনাইট, ব্রাইও, আর্স, ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রধান ঔষধ। কখন কখন জেল্‌স, চায়না, পডো ব্যবহৃত হয়,——ইহার আরোগ্য অবস্থায় ফস্ বা এসিড্-ফস্।——প্রতিষেধকজন্য ঔষধ ক্যাম্ফর, নক্স-ভ এবং যাহাতে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস শরীরে প্রবেশ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

"জ্বর-চিকিৎসা (৫)" মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

অবিরাম জ্বরের পঞ্চম প্রশাখা।

ইয়েলো ফিবার বা পীতজ্বর।

Yellow fever.

সম-সংজ্ঞা—পেষ্টিলেন্‌সিযা-হিমাগ্যাষ্টিকা ; বুলেন ফিবার ; ম্যাল্-ডি-সায়েম্ ; টাইফাস্-ইক্টেরোড্‌স্, বিলিয়াস্-রেমিটিং, পীতজ্বর ; ব্ল্যাক্-বমিট্ ; ইয়েলো জ্যাক্।

রোগ-পরিচয়—ইহা তরুণ এবং অত্যন্ত গুরুতর পীড়া। এতৎসঙ্গে কামল (নেবা), অত্যন্ত শিরঃপীড়া, এবং কাল বর্ণের পদার্থ বমন হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রায়ই উষ্ণ প্রধান দেশে দেখা যায়। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকলেও ইহা অনেক সময় দৃষ্ট হয়। স্পোরাডিক্‌ভাবে, কিম্বা এপিডেমিকরূপে (মহামারীভাবে) ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সংক্রামক, সন্দেহ নাই।—লক্ষণ—হঠাৎ শরীর ও মন দুর্ব্বল, ক্ষুধামান্দ্য, মাথাঘোরা, মাথাধরা কিম্বা স্পষ্ট কম্প ও শীত হইয়া জ্বর আইসে।

কখন কখন অজ্ঞানতা, তন্দ্রা ও কন্‌ভাল্‌শন দেখা যায়। রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি, নাড়ী দ্রুতগতি। গাত্র উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও বেদনাযুক্ত। কপালের এক পার্শ্বে বেদনা। হাত পায়ে, বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থানে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা। পাকস্থলী উত্তেজনাযুক্ত। হস্তের চাপ দিলে পেটে বেদনা বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডে আটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। বমনোদ্রেক বা বমন। তৃষ্ণা ও শীতল পানীয় খাইতে ইচ্ছা। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ। কোষ্ঠবদ্ধ। মলে পিত্তের ভাগ দেখা যায়না। অনিদ্রা ও ডিলিরিয়াম্ ক্রমে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিবসের শেষভাগে সমস্ত উগ্র লক্ষণগুলি কিঞ্চিৎ শিথিল হয় ; রোগীও কিছু ভাল বোধ করে, মুখে কামল বা নেবা দেখা যায় ; গাত্রে ঘর্ম্ম হয়, বহু পরিমাণ পিত্ত মিশ্রিত মল নির্গত হয় ; রোগী এই অবস্থায় অনেক উপশম বোধ করে। শেষে পেটে বেদনা ; সর্ব্বাঙ্গে কামল ; অজ্ঞানভাবপূর্ণ ; নাড়ী দুর্ব্বল, অসম, ধীর (মিনিটে ৩০ সংখ্যা)। জিহ্বা অপরিষ্কৃত ও রুক্ষ। হিক্কা, তৃষ্ণা, বমন, শেষাবস্থায় কাল বর্ণের বমন হয় ; শরীরের ত্বক মেটে বা ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠে। নাসিকা, দন্তের মাড়ী, গুহ্যদ্বার বা যোনিদ্বার হইতে কাল রক্তস্রাব হয়। মল আলকাতরার ন্যায় দেখায়। নাড়ী

প্রায় অদৃশ্য হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস অতিধীরে হইতে থাকে। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। আহার করিতে ও কথা বলিতে অক্ষম। মূত্রাভাব বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব। মৃত্যুর পূর্ব্বে কোমা অথবা কন্‌ভালশন্ হয়, অথবা সজ্ঞান অবস্থা থাকে। কোন কোন স্থানে গ্যাংগ্রিণ হয়। জ্বরের ভোগ ৩ হইতে ৯ দিবস। মৃত্যু সংখ্যা ৩টীর মধ্যে ১টী। শরীর জ্বরের বিষে অত্যন্ত বিষাক্ত হইলে অবসন্নতা, ইউরিমিয়া অথবা এপোপ্লেক্‌সি হেতু মৃত্যু হয়।

পীত জ্বরের চিকিৎসাঃ———

১। শীত ও কম্পন জন্য ক্যাম্ফর।——২। অত্যন্ত প্রখর উত্তাপ ও শিরঃ পীড়া জন্য একোনাইট সহ বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে (Alternately) এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিবে; যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর পরিত্যাগ না পায়, তবে জেল্‌সিমিনিয়াম সহ ব্রাইওনিয়া উক্ত প্রকারে দিবে।——৩। মস্তকে, হস্তপদে ও পৃষ্ঠে বাতজনিত বেদনা থাকিলে, সিমিসিফিউগা।——৪। ন্যকার ও বমন জন্য ইপিকাক ও এণ্টিমোনিয়াম দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের দ্বারা শীঘ্র বিশেষ কোন ফল লাভ হয়না।——৫। রক্তস্রাব জন্য দুর্ব্বলতায় চায়না।——৬। স্নায়বীয় এবং রজনী কালীয় অস্থিরতায় কফিয়া।——৭। আর্স এবং মার্ক, কিম্বা আর্স ও ক্রোটেলাস, প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর পর্য্যায়ক্রমে দিলে, এই প্রকার জ্বরের অনেক বিপদজনক অবস্থায় ফল পাওয়া যায়।——৮। বমন জন্য, ক্রিয়েজোট ৩য় অথবা ১ম শক্তি আর্জেণ্ট-না ৩য় শক্তি; প্রত্যেকবার বমনের পর ইহাদের ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।——৯। প্রস্রাব গাঢবর্ণ অথবা রক্তময় হইলে ক্যান্থ; প্রস্রাব ঘোলা হইলে অথবা মিউকাস্ আট্‌কিয়া অবরুদ্ধ হইলে ক্যানাবিস্-স্যাটাইভা; রক্ত প্রস্রাব হইলে এসিড্-সাল্‌ফ; মূত্রের অন্যান্য উপসর্গে বেল্, এপিস্, ডিজি।——১০। রক্ত বাহ্যি ও গুহ্যদ্বারে বেদনা জন্য মার্ক।——১১। পেট বেদনা হইলে ভিরেট্রাম্-এল্‌ব।——১২। কাল পাতলা মল জন্য পডোফাইলাম।——১২। নিশ্বাস, বমন ও বাহ্যি দুর্গন্ধময় হইলে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্।——১৩। উদরাময়ে এসিড্-ফস্।——১৪। গর্ভস্রাব অথবা

গর্ভ হইতে রক্তস্রাব জন্য স্যাবাইনা, সিকেলী, হেমেমেলিস।——১৫। মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও নিস্তেজ হইলে ইগ্নে।——১৬। ডিলিরিয়াম্ জন্য হাইয়স্, ষ্ট্রামো।——১৭। রোগী আরোগ্য অবস্থায় উপস্থিত হইলে চায়না।——১৮। পীত জ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ একোন, ; সিমিসিফিউগা, ব্যাপ্‌টিসিয়া।

ডাক্তার বেযার——ক্যাম্ফর, একোন, বেল্, ইপিকাক্, আর্স, ল্যাকেসিস্, ভিরাট্, এণ্টি-টার্ট, ক্যামো, মার্ক, ক্যান্থারিস্, ফস্, কলোসি, নক্স-ভ, স্যাবাইনা, সিকেলী, হ্রাস, ব্রাই ও, মিলিফোলিয়াম্, আর্জেণ্ট-না, কার্ব্ব-ভ, হাইড্রোসায়েনিক-এসিড পীতজ্বরের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন।

"জ্বর চিকিৎসা (৫)" মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

জ্বরের দ্বিতীয় শাখা

ম্যালেরিয়েল্ জ্বর Malarial fever

সম-সংজ্ঞা—ইহাকে কেহ কেহ প্যালিউডাল্-ফিবার, ম্যালেরিয়া-ফিবার, লাইটোরাল্-ফিবার, কেহ বা মার্শ-ফিবার নামে অভিহিত করেন। জঙ্গল ফিবারও এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর।

এদেশে অন্যান্য জ্বর অপেক্ষা ম্যালেরিয়া জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব। }:——

টাইফাস্ জ্বর, পীত জ্বর, রিল্যাপ্‌সিং জ্বর, এই তিনটী জ্বর ঠিক প্রকৃত ভাবে আমাদের দেশে বিশেষ দেখা যায়না। ম্যালেরিয়া জনিত একপ্রকার পীত-জ্বর এদেশীয় দুই তিনটী বালকের দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি কঠিন পীড়া। টাইফয়েড্ নামক জ্বর আমাদের দেশে অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই। ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণলোকে জ্বর বলিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। ম্যালেরিয়াজ্বরের প্রতাপে বঙ্গদেশের বহুস্থান শ্মশান তুল্য হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া জ্বর-বিষয়ের শিক্ষা, বিশেষ প্রকারে ও যত্ন সহকারে লাভ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়াজ্বরের উৎপত্তি ও তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিয়রি বা মত।:—

ম্যালেরিয়া নামক বিষ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। এই ম্যালেরিয়া বিষ যে কি পদার্থ, এপর্য্যন্ত তাহা স্থির নিশ্চয় হয় নাই; তজ্জন্য নানাপ্রকার থিয়রি বা মত প্রচলিত আছে।:—(১) গলিত উদ্ভিদ হইতে উদ্গত বাষ্প এই জ্বরের প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতের প্রতিপোষক পণ্ডিতেরা বলেন, পচা উদ্ভিদ আদি পরিপূর্ণ জলাশয় নিকটে থাকিলে প্রায়ই সেইস্থান ম্যালেরিয়া রোগের আবাস হয়। তাঁহারা আরও বলেন, ম্যালেরিয়া বিষের উৎপত্তি জন্য কতকগুলি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা অবস্থার নিতান্ত আবশ্যক—গলিত উদ্ভিদ, বিশেষ নির্দ্দিষ্ট তাপ, তৎসহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প এই তিনটী একত্র হইলে এই বিষের উৎপত্তি হইতে পারে। ৬০ ডিগ্রী (ফারণ হেইটের) পরিমাণ উত্তাপের নীচে কখনও ম্যালেরিয়া দেখা যায়না। এতদধিক উত্তাপে বহুল এবং কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইলে, ম্যালেরিয়া বিষ তন্মধ্যে শোষিত হইয়া থাকে; এবং তাহাতে ম্যালেরিয়ার ক্রিয়া অনেক মন্দীভূত হইয়া পড়ে। বায়ুশুষ্ক ও জলশূন্য থাকিলে তাহাতে ম্যালেরিয়া হওয়া অসম্ভব।—(২) ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দ্বিতীয়মত সাব্‌সইল ওয়াটার থিয়রি (Subsoil water theory) অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের অন্তঃস্থ স্তর সমূহের জল সম্বন্ধীয় মত। এই মত অধ্যয়নে জানা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের স্তর সমূহ জলপূর্ণ হইয়া সেই জল কতকদিন বাদে কমিয়া যায়, তাহাতে ঐ জলশূন্য স্তর সমস্ত হইতে এক প্রকার বাষ্প উদ্গত হয়, তাহা ম্যালেরিয়া-বিষময়, তদ্দ্বারা জ্বর ও ওলাউঠা উভয়ই উৎপাদিত হইতে পারে।——(৩) তৃতীয় মতে অনেকে ব্যাক্‌টিরিয়া (Bacteria) নামক উদ্ভিদাণু;——(৪) চতুর্থ মতে ব্যাসিলাস্ (Bacillus) নামক জীবাণুকে অন্যান্য পীড়ার কারণের ন্যায়, ম্যালেরিয়া জ্বরেরও কারণ বলিয়া থাকে।——(৫) পঞ্চমমতে ইলেক্‌ট্রিক বা বৈদ্যুতিক মত (Electric theory); স্থান বিশেষে বিশেষ-বিদ্যুৎ শক্তি প্রভাবে এই

জ্বরের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই মতের মীমাংসা। যাহা হউক, ইহার কোনও মতই সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসহ স্থির ও নিশ্চিত নহে। তবে এইমাত্র দেখা যায় যে, যদি জান্তব-পদার্থ গলিত-উদ্ভিদ পদার্থের সহিত একত্র মিশ্রিত হয়, তবে তাহা হইতে যে বিষ উদ্গাত হয় সে বিষ অতি ভয়ানক ম্যালেরিয়া উৎপাদক।

নিম্নলিখিত অবস্থানিচয়ে এবং অবস্থান্বিত স্থান সমূহে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। }:—

(১) পচা খানা, ডোবা এবং বিল, ঝিল ইত্যাদি।——(২) যে সমস্ত নদীতট উদ্ভিজ্জ পদার্থযুক্ত নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।——(৩) উদ্ভিজ্জ পদার্থাবৃত স্থান সামান্যতঃ কতকদিনের জন্য জল প্লাবিত হইলে।——(৪) পুষ্করিণী কিম্বা হ্রদ ইত্যাদি হইতে জল নির্গত হইয়া শুষ্ক হইবার সময়।——(৫) প্রস্তর ও বালুকাময় স্থান উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে পূর্ণ থাকিলে।——(৬) কোনও কোনও পর্ব্বতভূমি যাহার প্রস্তরাদি বিশ্লিষ্ট এবং তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থে পরিপূর্ণ।——(৭) নব কর্ষিত ভূমি এবং নূতন খাল খনন ইত্যাদি।——(৮) গভীর বন ভূমির বৃক্ষচয় প্রথম কর্ত্তিত হইয়া আবাদ হইলে ম্যালেরিয়া জ্বরের আরম্ভ ও প্রকোপ দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া বিষের কতকগুলি প্রকৃতি বা স্বভাবঃ— }:—

(১) ঋতু,—গ্রীষ্মের শেষভাগে এবং শরৎকালে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বহুদিন আকাশের অবস্থা শুষ্ক ও গরম থাকিয়া বৃষ্টি হইলে তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়। —(২) জল ম্যালেরিয়া বিষকে শোষণ করিয়া লয়, এইজন্য বহুপরিমাণ বৃষ্টি ও বর্ষা হইলে ম্যালেরিয়া কতকপরিমাণে নষ্ট হয়। গভীর জলাশয় এবং সচল স্রোতস্বতী ম্যালেরিয়া নিবারক। দেখা গিয়াছে নদীর একতীরে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া আছে, কিন্তু তাহা অন্যতীরে যাইতে পারে না। নদীর মধ্যভাগে বৃহৎ তরণী বা অর্ণবযান নঙ্গর করিয়া থাকিলে তাহাতে তীরস্থ ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্র জলেও ম্যালেরিয়ার অধিকার নাই।—(৩) বায়ু,—কোনও প্রদেশে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইলে তাহা, বায়ুদ্বারা স্থানান্তরে নীত হয়,

এবং অত্যন্ত ঝড় হইলে এই বিষ সম্পূর্ণরূপে স্থান-ভ্রষ্ট হইতে পারে।—(৪) উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাদুর্ভাব। অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রায় ম্যালেরিয়া দেখা যায় না। "টেরাই" অর্থাৎ পর্ব্বতের পাদদেশে ম্যালেরিয়া প্রায়ই অনেক সময় বিশেষ বিক্রমশালী হয়। ভূপৃষ্ঠস্থ সজল বাতাস এই বিষদ্বারা পূর্ণ থাকে। দ্বিতল গৃহের নিম্নতলস্থ গৃহ সকলে ম্যালেরিয়ার অধিক শক্তি দেখা যায়।——(৫) বৃক্ষ—একপ্রদেশে বহুসংখ্যক বৃক্ষ একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান থাকিলে অপরপার্শ্বস্থ ম্যালেরিয়া তাহা ভেদ করিয়া আসিতে পারে না; তেমনি এতাদৃশ প্রদেশ যদি ম্যালেরিয়াযুক্ত হয়, তবে সে ম্যালেরিয়াও স্থানান্তরিত হইতে পারে না।——(৬) অতি প্রাতঃকালীয় এবং সন্ধ্যা সময়ের শিশির নিতান্ত অনিষ্টকারী; কারণ, সম্ভবতঃ এই দুই সময়ের শিশির বিন্দুচয় ঘনীভূত ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ থাকে।——(৭) বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে ম্যালেরিয়া বিশেষ মৃদু-ভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়, এমন দেখা গিয়াছে, নগরের বহির্দ্দেশস্থ প্রদেশ-সমূহে ম্যালেরিয়ার নিতান্ত অত্যাচার, কিন্তু নগরের অন্তর্ভাগে ইহা কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।——(৮) বহু পরিমাণে প্রজ্বলিত অগ্নি ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট করে।——(৯) বিশেষ শারীরিক-প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন লোক অতি সহজেই এই পীড়াক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে বহু অত্যাচার সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া কোন কোন লোকের কিছুই করিতে পারে না।——(১০) ম্যালেরিয়া-পূর্ণ-স্থানে নবাগমন, নানাকারণে ক্লান্তি ও শান্তি, খরতর রৌদ্রে থাকা, হঠাৎ তাপ পরিবর্ত্তিত হইয়া শীত প্রকাশ, অবৈধ রূপে মদ্যাদি পান, অনাহারে শূন্য উদরে থাকা, অথবা অতিরিক্ত ভোজন, মানসিক শ্রান্তি এবং বহুজনপূর্ণ গৃহে বাস ইত্যাদি নানাকারণে ম্যালেরিয়া সহজে আক্রমণ করে। অতি শিশু এবং অতি বৃদ্ধ এই উভয় অবস্থাতেই এই পীড়া প্রায় দেখা যায় না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা শুভ্রবর্ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই পীড়া অধিকতর দেখা যায়।——(১১) বসন্ত, হাম, টাইফাস্‌জ্বর, ডিফ্‌থিরিয়া ইত্যাদি বিষের একবার ব্যতীত প্রায়ই দ্বিতীয়বার আক্রমণ এক শরীরে দেখা যায় না; কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিষের সে স্বভাব নহে; ইহার এক একবার আক্রমণ ভবিষ্যতে বহু বহুবার আক্রমণের কারণ হইয়া উঠে।

ম্যালেরিয়া বিষ কি উপায়ে শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তদ্দ্বারা কি কি ফল উৎপাদিত হয় :— } :—

ম্যালেরিয়া বিষ নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জলাদি সহ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া, তৎপশ্চাৎ যথারীতি শরীরাভ্যন্তরস্থ হয়। লোমকূপ দ্বারাও এ বিষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া বিষের ক্রিয়া স্নায়ুবিধানের উপর প্রকাশিত হইলে ম্যালেরিয়া নামক জ্বরের উৎপত্তি হয় ও এতৎসঙ্গে যকৃত ও প্লীহা-যন্ত্রের শরীর-গত-পরিবর্ত্তন, নানা প্রকার স্নায়ুশূল, আমাশয়, উদরাময়, পাকস্থলীর অসুখ, শরীর-শীর্ণতা ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। এই পীড়া সর্ব্বত্র দেশব্যাপীভাবে প্রকাশিত হইলে জাতীয় অবনতির একতমকারণ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জনিত যে কোন পীড়া হউক, তাহাতে "নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ-স্বভাব" (Periodical nature) অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে ; একবার কোন পীড়ায় এই "সাময়িক" স্বভাব প্রকাশিত হইলে তাহা বিশেষ কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, বহুদিন পরেও পুনরায় প্রকাশিত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-প্রধানস্থানে কি কি সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক :— } :—

ম্যালেরিয়া নিম্নভূমিতে বিচরণ করে, বায়ুসহ স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। পচা খানা, ডোবা, বিল, ঝিল, ইত্যাদি ইহার অত্যন্ত প্রিয় বাসস্থান। সুবৃহৎ জলাশয় বা স্রোতস্বতীর উপর দিয়া ইহা গমন করিতে পারেনা। গ্রীষ্মকালের শেষে এবং শরতে ইহার পরাক্রম বৃদ্ধি পায়। ইহা অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি উঠিতে পারে না ; প্রধান নগরী সমূহে নিতান্ত নির্জ্জীব অবস্থায় থাকে। সন্ধ্যা, অতি প্রত্যুষ ও রাত্রিকাল ইহার বিচরণ সময় ; তখন যাহাকে পায় তাহাকে ধরে। দিবা-নিদ্রিত ব্যক্তির উপর ইহার অধিক আক্রমণ। মশারি খাটান থাকিলে তাহার মধ্যে ইহা প্রবেশ করিতে পারে না। কোনস্থানে ঝড় বা দাবানল সদৃশ অগ্নিকাণ্ড হইলে সেস্থান হইতে ইহা পলাইয়া প্রস্থান করে। প্রায়ই নিতান্ত অপোগণ্ড শিশু ও অতি বৃদ্ধকে "কিছুই বলে না" (যেন তাহাদের প্রতি ইহার একটু কৃপা আছে)।

স্ত্রীলোকের প্রতি ইহার আক্রমণ অতি অল্প। কৃষ্ণকায় অপেক্ষা শ্বেত-কায় ব্যক্তিদিগের প্রতি ইহার অত্যাচার অধিকতর লক্ষিত হয়। ম্যালে-রিয়ার অধিকার হইতে নবাগত ব্যক্তি প্রায়ই সুস্থ শরীরে ফিরিয়া যাইতে পারে না। আদেশ যে "ম্যালেরিয়ার রাজ্যে কেহ মাতাল হইওনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিওনা, খরতর সূর্য্যোত্তাপে ক্লান্ত হইওনা, অতিরিক্ত আহার করিওনা কিম্বা অভুক্ত উদরে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইও না"। সংক্ষেপে ম্যালেরিয়ার এই সমস্ত প্রকৃতি বর্ণিত হইল; এইক্ষণ এতদনুসারে যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যেন কোন প্রকারে ম্যালেরিয়া বিষ অলক্ষিতে তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট না করিতে পারে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেহ-গত পরিবর্ত্তনঃ—যাবতীয় যন্ত্র-মধ্যে প্লীহার পরিবর্ত্তন সর্ব্ব প্রধান; ইহা কঞ্জেচশেন্ হেতু প্রথমে বড় (বর্দ্ধিত আয়তন) হইয়া উঠে, ইহাকে প্লীহার বিবৃদ্ধি কহে। এই বিবৃদ্ধি হইতে কালে প্লীহা শক্ত হইয়া যায়। অনেকের প্লীহা, এমন দেখা গিয়াছে যে, উহা কঞ্জেচশনের সহ বিবৃদ্ধিযুক্ত ও নরম থল্‌থলিয়া প্রায় হইয়া উঠে; এপ্রকার প্লীহার বিবৃদ্ধি নিতান্ত ভয়াবহ; সামান্য আঘাতেই ইহা ফাটিয়া যায় এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে; কিন্তু এ প্রকার প্লীহা-রোগীর সংখ্যা বড় অধিক নহে।—জ্বরের শীতাবস্থায় বহির্দ্দিকস্থ রক্ত বহুপরিমাণে অন্তর্দ্দিকে ও যন্ত্রসমূহে বিশেষতঃ প্লীহা মধ্যে প্রধাবিত হয়। এতৎকারণে এবং রক্তের অবস্থা ম্যালে-রিয়া বিষ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, প্লীহার কঞ্জেচশন্ হইয়া আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রাচীন বৈদ্যেরা ও অভিজ্ঞা গৃহিণীরা দুই প্রকার প্লীহার কথা উল্লেখ করেন——(১) সুপ্লীহা ও (২) কুপ্লীহা। সুপ্লীহার আকৃতি মুদ্গর বা শীলের নোড়ার ন্যায়; ইহাকে "মুদ্গর-প্লীহা" বলা যায়। এই প্লীহা ও এতৎসঙ্গে যে জ্বরাদি হয় তাহা সাধ্য। কুপ্লীহার আকৃতি হস্তি-কর্ণ সদৃশ; এইজন্য ইহাকে "হস্তি-কর্ণ প্লীহা" বলা যায়। এই দুই জাতীয় প্লীহারই ধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া আর এক প্রকার প্লীহা হয়, তাহাকে "কচ্ছপাকৃতি" প্লীহা বলা যায়। প্লীহা অতি বর্দ্ধিত হইলে উহা দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের উপরিভাগ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া উভয় ইলিয়াক প্রদেশ পর্য্যন্ত

প্রসারিত হয়। হস্তের অঙ্গুলী-চয় দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রকার প্লীহার দক্ষিণ ও নিম্নদিকে এক খণ্ড অতি পুরুচর্ম্মের ন্যায় দেখিতে পাইবেক, উহা আকর্ষণে কতকদূর পর্য্যন্ত অঙ্গুলীচয়সহ গুটাইয়া আইসে। এ প্লীহা বড় ভাল নয়; প্রায়ই আরোগ্য হয় না। এই দুই প্রকার প্লীহা (হস্তি-কর্ণ প্লীহা ও মুদ্গর-প্লীহা) সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল তাহার সত্যতা আমি অনেক রোগীতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যদিচ এপ্রকার প্লীহার কথার উল্লেখ কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে পাই নাই, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বিজ্ঞদিগের ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। স্বচক্ষে কয়েকটী রোগীতে ইহা দর্শন করিলে এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। অঙ্গুলীচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা আস্তে আস্তে টিপিয়া টিপিয়া প্লীহা পরীক্ষা করিতে হয়; তখন নিতান্ত সুস্থির, সাবধান ও অনুসন্ধান-তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। যকৃৎ,—প্লীহার ন্যায় যকৃতেরও কন্‌জেচ্‌শন্ এবং বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যকৃতে অনেক সময় বেদনা হয়। প্লীহাতে বেদনা অতি অল্প সংখ্যক রোগীতে দেখা যায়। পাকস্থলী—ইহাতে কঞ্জেচশন্ হয়, কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দেখা যায়। রক্ত—বহুদিন ম্যালেরিয়া স্থানে বাস৷ করিলে ও ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইলে রক্তের লালকণা কমিয়া যায় ও বহু পরিমাণে শ্বেত কণার ভাগ অধিক হইয়া উঠে, এইজন্য ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের বর্ণ পিংশে বা পাঙ্গাশবর্ণ হইয়া যায় (বিশেষতঃ প্লীহা-বিবৃদ্ধিযুক্ত রোগীতে)। রক্তে অঙ্গারবৎ একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণের উদ্ভব হয়, তাহাকে "ব্ল্যাক-পিগ্‌মেণ্ট (Black pigment) বলে। এই পিগ্‌মেণ্ট অনেক সময় চর্ম্ম মধ্যে আবদ্ধ হইয়া শরীর কৃষ্ণ বর্ণ হয়। কিড্‌নী, যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে এই পিগ্‌মেণ্ট দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের আনুষঙ্গিক অন্যান্য পীড়া ও উপসর্গ,:——যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি উপরে লিখিত হইল। শোথ, উদরী, আমাশয়, উদরাময়, কাশি, স্কার্ভি বা শীতাদ, ক্যাঙ্ক্রাম্‌ওরিস্ (প্লীহা-ঘা বা প্লীহা-মামুড়কী ; কোন স্থানে এই ঘাকে প্লীহা-ছোটা বলে) ; যকৃতের সঙ্কীর্ণাকৃতি বা য়্যাট্রোফি, নানাবিধ স্নায়ুশূল, মানসিক নিস্তেজতা বা রক্তক্ষীণতা, হৃৎপিণ্ডের, প্যাল্‌পিটেশন ইত্যাদি পীড়া বা উপসর্গ ম্যালেরিয়া জ্বরের

অনুগমন করে। ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ ও চিকিৎসা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য :— }:——

ইহা বিশেষ গুরুতর। মনোযোগসহ পাঠ কর।

তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বর ঃ———

(১) সবিরাম জ্বর (ইন্টার মিটেণ্ট ফিবার) এবং (২) স্বল্প বিরাম জ্বর (রেমিটেণ্ট ফিবার)। উভয় জ্বরই ম্যালেরিয়া জনিত। তবে অবস্থাভেদে কখন সবিরামভাবে কখন বা স্বল্পবিরাম ভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে এই উভয় প্রকার জ্বরের রোগী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, কোন ব্যক্তির প্রথম প্রথম কয়েকদিন সবিরাম জ্বর হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই জ্বর গুরুতর হওতঃ একজ্বর বা লগ্নজ্বর হইয়া রেমিটেণ্ট ফিবার অর্থাৎ স্বল্প বিরামজ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।——পক্ষান্তরে স্বল্পবিরাম জ্বর অনেক সময় ক্রমে আরোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়; (পশ্চাৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে)। এইক্ষণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, উভয় জ্বরই একজাতীয়, কেবল কয়েকটী লক্ষণ ও অবস্থা ভেদমাত্র। আবার অনেক সময় সবিরাম জ্বর, শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়ই সবিরাম থাকে, এবং স্বল্প বিরাম জ্বর কতকদিন (স্বভোগকাল পর্য্যন্ত) নির্ব্বিচ্ছেদ অবস্থা যুক্ত থাকিয়া, যথাকালে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়; তাহার আর কখনও সবিরাম অবস্থা দেখা যায় না। এইরূপ হওয়ার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল জ্বরের বিকাশ-গত ক্ষেত্র ও অবস্থার পার্থক্য। যকৃৎ এবং প্লীহাদির কঞ্জেচশন্ ও বিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপসর্গ এই উভয় প্রকার জ্বরের সঙ্গে প্রায় লক্ষিত হয়। সেই জন্য বহুদর্শী ও প্র্যাক্‌টিকেল্ বা ব্যবহার-জ্ঞানযুক্ত চিকিৎসকগণ (Practical Physicians) ইহাদের উভয়ের চিকিৎসা একই স্থানে লিখিয়াছেন; রেমিটেণ্ট জ্বরের চিকিৎসার সময়, ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরের চিকিৎসার তাপাবস্থাগত লক্ষণচয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ও অন্যান্য প্রকার লক্ষণ সহ যথাবিধি ঐক্য করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত জ্বর গুলিকে কেহ টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর মাত্র, কেহবা উপসর্গযুক্ত রেমিটেণ্ট ফিবার বলেনঃ——(৩) গ্যাসট্রীক্-ফিবার——এক-জ্বর অবস্থায় বমনাদি অত্যন্ত হইলে তাহাকে গ্যাসট্রিক্ জ্বর বলে। (৪) বিলিয়াস-ফিবার বা পিত্তজ্বর—নির্ব্বিচ্ছেদ জ্বরে বমন ও রেচনসহ পিত্ত নির্গত হইলে তাহাকে পিত্তজ্বর বলে। (৫) ম্যালিগ্ন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট ফিবার——ইহা রেমিটেণ্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর বিশেষ; রক্তস্রাবাদি নানা-প্রকার দুর্লক্ষণ এতৎসহ থাকে। (৬) জ্বরাতিসার—ইহা অতিশয় অতি-সারযুক্ত স্বল্প বিরাম জ্বর বিশেষ। সময় সময় অনেক পিত্ত জ্বরে, অধিক পরিমাণ ভেদ হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলে; ফলতঃ পিত্তজ্বর ও জ্বরা-তিসার একই পীড়া, কেবল নাম বিশেষ দ্বারা পৃথকরূপে পরিচিত। (৭) টাইফো ম্যালেরিয়েল ফিবার——রেমিটেণ্ট জ্বরে টাইফয়েড্ জ্বরের লক্ষণ-চয় দেখিতে পাইলে তাহাকে এতন্নামে অভিহিত করা যায়। কখন কখন এই জ্বরে অন্ত্রমধ্যে ক্ষতাদিও দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশের গল্ গল্ শব্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। ম্যালেরিয়া বিষযুক্ত রোগীর শরীরে টাইফয়েড্ জ্বরের বিষ প্রবেশ করিলে, টাইফো ম্যালেরিয়েল জ্বরের উৎ-পত্তি হয়। ইহাতে টাইফয়েড্ জ্বরের সম্পূর্ণ প্রকোপ বিকাশিত হইতে পারে না।

পুরাতন ম্যালেরিয়া ঃ——

(১) জীর্ণ জ্বর——এই জ্বর প্রতিদিন প্রায়ই রাত্রিযোগে, কখন কখন দিবসে অতি যৎসামান্য উত্তাপসহকারে শরীরে প্রকাশ পায়, কখন বা বিশেষ কোন উত্তাপ লক্ষিত হয় না; কেবল নাড়ী একটু চঞ্চলা বোধ হয়; মুখ বেতার লাগে; ভাল ক্ষুধা হয় না; প্রায়ই শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল দেখা যায়। রোগী আপন আপন কার্য্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম থাকে; স্নান আহারে পীড়ার প্রায়ই ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয় না, কখন কখন এই পীড়া তরুণ হইয়া তরুণ-সবিরাম-জ্বর বা একজ্বর অবস্থায় পরিণত হয়। বালক ও বৃদ্ধদিগের মধ্যে জীর্ণজ্বর দেখা যায়; যুবা অবস্থায় জীর্ণজ্বর অল্প সংখ্যাকর হইয়া থাকে।

(২) প্রাচীন সবিরাম জ্বর——ইহাকে প্রাচীন বিষম জ্বরও বলে। ইহা তরুণ সবিরাম জ্বরের ন্যায় ছাড়িয়া ছাড়িয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে স্নান আহার সহ্য হয়, এই একমাত্র প্রকৃতি দ্বারা ইহা তরুণ সবিরাম জ্বর হইতে ভিন্ন; নতুবা অন্যান্য লক্ষণ একই দেখা যায়। এই জ্বর কখন তরুণ হইতে প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কখন বা প্রথম হইতেই প্রাচীন অবস্থার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) প্রাচীন-লগ্নজ্বর (ব্যাপক লগ্ন জ্বর) ইহা সন্তপ্তবিষম জ্বর বিশেষ ঃ——আমাদের বঙ্গদেশে প্লীহাযুক্ত * অথবা যকৃৎ, প্লীহা উভয়যুক্ত অনেক রোগীতে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। অতি কদাচিৎ যকৃৎ ও প্লীহা ব্যতীতও এপ্রকার জ্বর দৃষ্টি গোচর হয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত রোগী স্বল্পবিরাম জ্বরে অত্যন্ত ভুগিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই জ্বর দেখা যায়। ইহা নিতান্ত সহজ জ্বর নহে। অনেক সময় সুচতুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার ভাবে কুইনাইন ফাইলে ফাইলে প্রয়োগ করিয়াও ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন না। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে হইলে অতি ধীরভাবে ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ এই যে, সর্ব্বদাই গাত্রে উত্তাপ লগ্ন রহিয়াছে; কোন সময়ই সম্পূর্ণ বিরাম নাই; পেটের উপর হস্ত প্রদান করিলে উহা সর্ব্বদাই অত্যন্ত গরম বোধ হয়, শরীরের অন্যান্য স্থান শীতল বোধ হইলেও উদরের উষ্ণতা সকল সময়ের জন্য স্পষ্টই বর্ত্তমান থাকে। (মূল কথা শরীরের ভেইন অর্থাৎ শিরা-প্রধান প্রদেশে উত্তাপ অধিকতর লক্ষিত হয়)। এই পীড়া, কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইলে দেখিতে পাইবে যে, জানু প্রদেশ উদরের ন্যায় সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। এই জ্বরে জিহ্বা প্রায়ই অপরিষ্কৃত দেখা যায় না। কখন কখন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। কখন কখন উদরাময় বা আমাশয় হয়। শিরঃপীড়া প্রায়ই দেখা যায় না। কদাচিৎ

(১) প্লীহাযুক্ত বা যকৃৎযুক্ত রোগী বলিলে প্লীহার বিবৃদ্ধি বা যকৃতের বিবৃদ্ধিযুক্ত রোগী বুঝিতে হইবে।

প্রথমাবস্থায় অল্প পরিমাণ শোথ লক্ষিত হয়। এই জ্বরে কখন স্নান আহার সহ্য হয়, কখনবা সহ্য হয় না। অনেক সময় সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই জ্বর তরুণত্ব ধারণ করিয়া স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হয়, এবং তজ্জনিত যে লক্ষণচয়, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় এই জ্বর স্পষ্ট আরোগ্য হয়, কিন্তু কতকদিন পর পুনরায় সামান্য কারণেই ইহার পুনরাবির্ভাব হয়। দেখা গিয়াছে, একটু সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকা হইতে দুই একদিন সামান্য সজল শ্লেষ্মা পড়িতে পড়িতে এই জ্বর পুনর্ব্বার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিতান্ত তরুণভাবে রোগীকে আক্রমণ করিল, এমনকি তাহাতে রোগী শয্যাগত হইয়া পড়িল। এই প্রকার জ্বরের পুনঃ পুনঃ নূতন আক্রমণ হেতু রোগী ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া উঠে, প্লীহা ও যকৃৎ অধিকতর রূপে বাড়িয়া যায়, ক্রমে শোথ, উদরাময়, আমাশয়, কাশি, ইত্যাদি উপসর্গ-পীড়া অনুগমন করিতে থাকে। কখন কখন ক্যাঙ্ক্রামওরিস্ অর্থাৎ প্লীহাজনিত 'মুখে-ঘা' হইয়া রোগী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে; এই সমস্ত উপসর্গ গুরুতর হইয়া উঠিলে রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। আমি এক প্রকার স্নায়ুশূল (Neuralgic pain) নিউরেলজিক্ পেইন এই প্রকার জ্বরাক্রান্ত রোগীতে দেখিয়াছি; মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এই বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ও দেখিতে দেখিতে এত উৎকট ও কষ্টদায়ক হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। চারিটীমাত্র রোগীতে এতাদৃশ "সাংঘাতিক স্নায়ুশূল" হওয়া আমি জানি, তন্মধ্যে তিন জনের উদরে ও চতুর্থের জঙ্ঘা প্রদেশে এই বেদনা হইয়াছিল। তরুণ রেমিটেণ্ট জ্বরে বিকার, লো (Low) বা নিস্তেজক অবস্থা কিম্বা অন্য কোন তরুণোপসর্গ হঠাৎ উদ্ভব হেতু মৃত্যু ঘটে; কিন্তু এই প্রাচীন লগ্নজ্বরের মৃত্যু প্রায়ই শোথ, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, কাশি, ক্যাঙ্ক্রামওরিস্ ইত্যাদি হইতে উপস্থিত হয়। যদি এই লগ্নজ্বর তরুণত্ব ধারণ করিয়া কখন রেমিটেণ্ট জ্বরে পরিণত হয়, তখন তাহার অনেক উপসর্গ উক্তজ্বরের উপসর্গের মতই হইয়া থাকে। উপরোক্ত তিন জাতীয় প্রাচীন ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে সাধারণ লোকে "ম্যালেরিয়ায়-ভোগা" "কুইনাইন-আটকান-জ্বরে-ভোগা" ইত্যাদি প্রকারে বলিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের প্রথম প্রশাখা।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।

Intermittent fever

সম-সংজ্ঞা—বিষম-জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, এগু (Ague), অবকাশ প্রাপ্ত-জ্বর, নির্দ্দিষ্ট-সাময়িক-জ্বর, পর্য্যায়-জ্বর, সবিরাম-ম্যালেরিয়াজ্বর।

রোগ-পরিচয়—শীত ও কম্প হইয়া শরীর উষ্ণ হইলে ইহাকে লোকে বলে জ্বর আসিল——ঘর্ম্ম হইয়া শরীর শীতল ও স্বাভাবিক হইল, লোকে জানিল জ্বর ছাড়িল। এই প্রকার প্রতিদিন একবার মাত্র জ্বর হইলে তাহাকে (Quotidian) কোটিডিয়ান্ ফিবার বা ঐকাহিক জ্বর বলে ; ইহার নামান্তর দৈনিক, অন্যেদ্যুস্ক বা মাংসগত জ্বর। ৪৮ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হইলে তৃতীয়ক, ত্র্যহিক, ত্র্যক্ষ, মেদোগত জ্বর পালাজ্বর বা টার্সিয়ান (Tertian) জ্বর বলে। ৭২ ঘণ্টা অন্তর জ্বরকে চতুর্থক অস্থিমজ্জাগত বা কোয়ার্টন (Quartan) জ্বর কহে। দিবা রাত্রি মধ্যে "দুইবার জ্বরকে" দ্ব্যেকালীন বা সততক জ্বর বলে, ইংরাজি নাম ডবল কোটিডিয়ান ফিবার ; ইহা বৈদ্যক মতে রক্তাশ্রিত। দ্ব্যেকালীন জ্বর অতি কঠিন জ্বর, ইহার আরোগ্য অতি কৃচ্ছসাধ্য ; এলোপ্যাথিকভাবে কুইনাইন প্রয়োগে এ জ্বর কখনও আরোগ্য হয়না, বরং আরও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। হোমিওপ্যাথিকমতে ইহার ভাল ভাল ঔষধ আছে। ডবল টার্সিয়ান, ডবল কোয়ার্টান ইত্যাদি কতক গুলি নাম বিশেষ গুরুতর নহে, তজ্জন্য উল্লেখ করিলাম না। কখন দিবা রাত্র মধ্যে তিন চারিবার জ্বর দেখা যায়। পিত্তাশ্রিত জ্বরে একদিন জ্বর অধিক ও একদিন অল্প পরিমাণ হয়। এই জ্বর ঠিক সপ্তাহে সপ্তাহে, পক্ষে, পক্ষে মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে হইতেও দেখা যায়। কাহারও প্রতি বৎসর শরতে, কাহারও বসন্তে এই জ্বর হয়। অনেক সময় এই জ্বর এত "নির্দ্দিষ্ট সাময়িক" যেন ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় চুলমাত্র এদিক ওদিক না হইয়া যথাকালে প্রত্যেক বার উপস্থিত হয়। কখন বা বিশেষ কোন নিয়ম বা সময় সম্বন্ধে

বাধাবাঁধি দেখা যায় না, একদিন দুই প্রহরে, অন্যদিন প্রাতে, কোন দিন বা রাত্রিতে জ্বর হইয়া থাকে। জ্বর প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় আগুড়ি হইয়া আসিলে তাহাকে অগ্রোপসারক বা এণ্টিসিপেটিং (Anticipaiting) বলে; এ ভাবে জ্বর আসা ভাল নহে। পক্ষান্তরে জ্বর যদি দুই এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে পিছিয়ে আইসে, তবে তাহাকে পশ্চাদপসারক বা পোষ্টপোনিং (Postponing) বলে; ইহা শুভলক্ষণ মধ্যে গণ্য। কখন কখন জ্বরের সময়কালে জ্বর না আসিয়া ঠিক সেই সময় কেবলমাত্র ঘর্ম্ম, ভেদ, বমন, রক্তভেদ, স্নায়ুশূল বা অন্য কোন প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, ইহাকে গুপ্তজ্বর (Masked Fever) বলে; কেহ কেহ ইহাকে ছদ্মবেশী জ্বরও বলিয়াছেন। শীত না হইলে তাহাকে শীত বিহীন জ্বর বা ডাম্বএগু (Dumb ague) বলে।

সবিরাম জ্বর কখন কখন প্রথম হইতেই সবিরাম ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া প্রকাশ পায়। কখন বা স্বল্পবিরাম জ্বর আরোগ্য পথে উপস্থিত হইলে সবিরামভাব ধারণ করে। প্রথম কতকদিন পর্য্যন্ত সবিরাম জ্বরের তরুণ স্বভাব থাকে, তৎপর ইহা প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হয়; কখন বা আরম্ভের প্রথম হইতেই প্রাচীন ভাবাপন্ন থাকে। ইহার তরুণাবস্থায় অনিয়ম বা স্নান আহার সহ্য হয় না। অনেক সময় তরুণ অবস্থা হইতে ইহা সহজেই স্বল্প বিরাম জ্বরে পরিণত হয়। প্রাচীন হইলে স্নান ও আহার সহ্য হয়।

রোগ পরিচয়ের শিরোভাগে এক প্রকার বলা হইয়াছে যে এই জ্বরের তিনটী অবস্থা——(১) শীত,——(২) তাপ,——(৩) ঘর্ম্ম:———

১। শীতাবস্থা——এই অবস্থায় রোগীর শীত ও কম্প হয়; হস্ত, পদ শীতল হইয়া যায়। মুখ মণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করে। রোগী লেপ বা কম্বলে আবৃত হইয়া থাকিতে চায়। এতৎসঙ্গে কখন কখন গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশির ভাব হয়। কখন বা জ্ঞানহারা হয়; কিম্বা কোল্যাপ্স্ উপস্থিত হইয়া থাকে; কখন বা কন্‌ভাল্‌শন্ দেখা যায় ও অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ করে। শীতাবস্থার স্থায়িত্বকাল সামান্য কয়েক মিনিট কিম্বা ৩।৪।৫ ঘণ্টা। কোন কোন সময় এই অবস্থায় জল তৃষ্ণা পায়। অঙ্গুলীর

অগ্রভাগ, ওষ্ঠ, কখন বা সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়। নাড়ী প্রায়ই ক্ষুদ্র ও ঘন গতি বিশিষ্ট, এবং সময় সময় অসম হয়।

২। উষ্ণ বা তাপাবস্থা——এই অবস্থায় প্রায়ই মাথা বেদনা থাকে। মুখ উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে। চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ ও খস্‌খসে প্রায় হয়। গাত্রোত্তাপ ১০১।১০২।১০৩।১০৫।১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সচরাচর হয়; কখন কখন ১০৮ ও ১১০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার সঙ্গে কখন কখন শীতও বর্ত্তমান থাকে। বমন ও গাত্রদাহ দুইটি প্রধান লক্ষণ। নাড়ী বেগবতী, বলবতী ও পূর্ণা। কন্‌ভাল্‌শন্‌ ও ডিলিরিয়াম্‌ দেখা যায়। প্রায়ই তৃষ্ণা থাকে। উষ্ণাবস্থার স্থায়িত্ব ৩ হইতে ৮ কিম্বা ১৮ ঘণ্টা। কখন কখন একদিন তাপ অধিক হয় ও একদিন কম হয়।

৩। ঘর্ম্মাবস্থা——কপালে এবং সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়। প্রায়ই শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতৎসঙ্গে বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ ও উদরাময় হইয়া থাকে।

বিজ্বর অবস্থায়, যদি কোন যান্ত্রিক পীড়া না থাকে, তবে প্রায়ই সুস্থ শরীরের ন্যায় বোধ করে। ইহার আনুসঙ্গিক যান্ত্রিক পীড়া গুলীর মধ্যে, প্লীহার বিবৃদ্ধিই সর্ব্ব প্রধান। তৎপর যকৃতের কঞ্জেচশন্‌, প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি, কন্‌ভাল্‌শন্‌, মেনিঞ্জাইটিস্‌, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য; ব্রঙ্কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া, রিউমেটিজম্‌, পেরিকার্ডাইটিস্‌ এবং হাঁপানি রক্তক্ষীণতা ইত্যাদি কয়েকটী উপসর্গ প্রধান।

রোগ-নির্ব্বাচন-তত্ত্ব—হেক্‌টিকজ্বর সহ ভ্রমসম্ভব। সেস্থানে যক্ষ্মাদি রোগ আছে কি না? কিম্বা কোন প্রকার পূঁজ এই প্রকার জ্বরের মূল কারণ কিনা? তাহা তত্ত্ব করিলেই এ ভ্রম সহজে দূর হইতে পারে।

চিকিৎসা——সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা জন্য—(১) * এপিস্‌ ** আর্স, * চায়না, ** চায়নি-সা. ** ইউপেটো-পার্‌ফো, এল্‌ষ্টোনিয়া, ইগ্নে, ** ইপিকা, * জেল্‌স, ল্যাকে, ** ন্যাট্রা-মি, ** নক্স-ভ, * পাল্‌স, * রাস্‌, এরানিয়া-ডা, সাল্‌ফা, * ভিরাট্‌-এল্‌ব; (২) একোন্‌, ইস্কিউ, ** এণ্টি-মোনিয়ম্‌-টার্টওক্রুড্‌ * আর্ণি, ** বেল্‌, * ব্রাই, ক্যাল্‌কে, * ক্যাপ্‌সি

* কার্ব্ব-ভ, * সিড্রন, ক্যামো, * সিনা, সাইমেক্স, * ফেরাম্, ওপি, পডো ; (৩) এপোসাই, ক্যাম্ফা, কর্ণাস্-ফ্লো, * ককিউ, কফিয়া, ড্রসিরা, হিপার হাইড্রাষ্ট, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, মেজি, নক্স ম, * স্যাবাডি, স্যাম্বু, সাইলি, সিপি, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভ্যালিরি ; (৪) এঙ্গুষ্ট্, ক্যাক্টাস্, চেলিডো, সিমিসিফি, কুপ্রা, ডিজি, হেলে, ফস্, ট্যারাক্সে, ভিবার্ট-ভি ইত্যাদি ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় ।

সবিরাম জ্বরের ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন জন্য জ্বর চিকিৎসা—(১) (২)—(৩)—(৫) দেখ। বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব "জ্বর চিকিৎসা (৫)" মধ্যে অতি মনোযোগসহ দেখ।

ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের দ্বিতীয় প্রশাখা ।

রেমিটেণ্ট ফিবার বা স্বল্প বিরাম জ্বর ।

(Remittent fever)

সম-সংজ্ঞা—সন্তত-জ্বর, লগ্নজ্বর, তরুণ লগ্নজ্বর, একজ্বর, অবিচ্ছেদ-ম্যালেরিয়া জ্বর, নির্ব্বিচ্ছেদ-ম্যালেরিয়া জ্বর, স্বল্পবিরাম-ম্যালেরিয়া জ্বর।

রোগ-পরিচয়—ইহা তরুণ জ্বর ও সদালগ্ন থাকে এবং দিবসের কতক সময় তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরাম দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই ইহার নাম স্বল্প-বিরাম জ্বর। এই কিঞ্চিৎ বিরাম অবস্থাকেই ইংরাজিতে রেমিশন বলে। (ইহা ইণ্টারমিশন নহে ; ইণ্টারমিশন অর্থে সম্পূর্ণ বিরাম, যাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বরের নাম-করণ হইয়াছে)। এই জ্বর উষ্ণ প্রধান দেশের পীড়া। ইহা প্রায়ই প্রথম হইতে রেমিটেণ্ট বা একজ্বর ভাবে প্রকাশিত হয় ; কখনবা সবিরাম জ্বরের অবস্থা খারাপ হইয়া স্বল্প বিরাম জ্বরে পরিণত হয় ; ইহা পূর্ব্বেই দুই তিনবার বলা হইয়াছে। সবিরাম ও স্বল্প বিরামজ্বর উভয়ই ম্যালেরিয়া হইতে উদ্ভূত ; তবে বিশেষ কারণ ভেদে এই প্রকার অবস্থার ভেদমাত্র হয়। আমাদের দেশে রেমিটেণ্ট ফিবার প্রায়ই কঠিন ও গুরুতর আকার ধারণ

করে। জ্বর না ছাড়িলে চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; কারণ জ্বর না ছাড়িয়া ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে নানা প্রকার উপসর্গ ও বিকার-লক্ষণ, কিম্বা নির্জ্জীব-অবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন সংশয় করিয়া তোলে। অতএব বিশেষ অবধানতা সহ যাহাতে সহজে জ্বর পরিত্যাগ হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পাবে, তাহা করা কর্ত্তব্য। লক্ষণ——প্রায় জ্বরেই ইহার পূর্ব্বলক্ষণচয় প্রকাশিত হয়। কখন কখন হঠাৎ জ্বরের আক্রমণ লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথমে জ্বরের আরম্ভে পাকস্থলীব উত্তেজনা জনিত লক্ষণ (ওক্কার, বমন, তৃষ্ণা, অরুচি) তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অলসতা, মুখশ্রী উজ্জ্বল ও চক্ষু ছল্‌ছলে হইয়া থাকে। কখন কখন শীত ও কম্প হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই স্পষ্ট শীতবস্থা না হইয়া একবাবেই উত্তাপেব উদ্ভব হয়। উষ্ণাবস্থাই এই জ্বরের প্রধান অবস্থা। ইহাতে জ্বর সর্ব্বদা দিবারাত্রি লগ্ন থাকে। দিবাবাত্রি মধ্যে শরীব কখনও ঠাণ্ডা হয় না; তবে দিবসের কোন এক সময় উত্তাপের কতকটা ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়েনা। এই লক্ষণটীকে রেমিশন বা স্বল্পবিরাম বলে। উত্তাপের বৃদ্ধি অবস্থায় ১০২। ১০৩। ১০৪ কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সচরাচব জ্বর দেখা যায়। কখন কখন, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চর্ম্ম রুক্ষ ও খস্‌খসে, মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কখন ডিলিরিয়াম হইয়া থাকে। অনেক সময় ওক্কার ও বমন এবং তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত ও অপরিষ্কৃত থাকে। পীড়ার মন্দ অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে।——নাড়ী কোমল, নমনীয়, ঘনগতি, পূর্ণ, অথবা ক্ষুদ্র হয়। প্রায়ই ৬। ১২। ২৪ ঘণ্টা কখন বা ৩৬। ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে জ্বরের উগ্রতার কিঞ্চিৎ রেমিশন বা স্বল্পতা হয়; এবং তাহাতে কখন কখন ঘর্ম্ম দেখা যায়। প্রায়ই জ্বর প্রাতঃকালে রেমিশন্ এবং মধ্যাহ্ন কালে বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় শেষরাত্রে মৃদুভাব ধারণ করে। প্রাতর্ভাগে জ্বরের বৃদ্ধি অথবা ২৪ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরের বেগ দিলে তাহা কঠিন জ্বর বলিয়া জানিবে। আরোগ্য অবস্থা আরম্ভ হইলে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জ্বরে চর্ম্ম হলুদপানা হইয়া

এবং কখন কখন রক্তস্রাব ও তৎসহ কালবমন হইয়া পীতজ্বর সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং নেবা (পাণ্ডু বা কামল) হয়। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, সময় সময় এই যন্ত্রদ্বয়ে বেদনা; এবং প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ ও অল্প পরিমাণ হয়; ইহাতে ইউরিয়ার ভাগ অধিক এবং ইউরিক্-এসিডের ভাগ কম হয়। (জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ৪৭৪ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রায়শঃ ঘর্ম্ম হইয়া ও ক্রাইসিস্ দ্বারা, কখন বা আস্তে আস্তে জ্বর পরিত্যাগ পায়। কখন বা ইহা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ ইহার ভোগ-কাল ৫। ৭। ৮। ১০। ১২। ১৪। ১৫। ১৭। ১৮। কিম্বা ২১ দিন। পীড়া কঠিন হইলে এই সমস্ত দিনের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ সময় লাগে। প্রায়ই দেখা যায় যে, এই সমস্ত দিনে জ্বর পরিত্যাগ পায়, বা মৃদুভাব ধারণ করে, কিম্বা বিকারাদি নানা প্রকার উপসর্গযুক্ত হয়, অথবা রোগীর মৃত্যু ঘটে।

সুচিকিৎসা হইলে প্রায় রোগীই আরোগ্য লাভ করে। ম্যালেরিয়া বিষ-জনিত বিকার, অথবা বলক্ষয় হইয়া নিস্তেজাবস্থা, বা হঠাৎ কোন উৎকট উপসর্গ (অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, প্রস্রাব কিম্বা অতিসার) ইত্যাদি হইতে এই জ্বরে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

* আমাদের দেশে ভয়-জনিত এক প্রকার রেমিটেণ্ট জ্বর জন্মে; তাহার দুই একটী রোগীতে নিতান্ত ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়াছি। অনেকের এই ভয়জনিত জ্বর মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় রোগাভিজ্ঞ ডাক্তার মুরহেড রেমিটেণ্ট জ্বরের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ অনুসারে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকার ভেদ করিয়াছেন।} :—

(১) সাধারণ রেমিটেণ্ট জ্বর—ইহার লক্ষণ এক প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহাতে বিশেষ কোন উৎকট উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। ক্ষেত্র ও অবস্থানুসারে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ইহার বিভিন্ন প্রকারে হ্রাস বৃদ্ধি হয়;—(ক) কোন জ্বরের, বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ও তৎপর পুনঃ বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সামান্য বিরাম; তাহা মন্দ নহে। (খ) অন্য প্রকার জ্বরে, দুই প্রহর রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি তৎপশ্চাৎ অবশিষ্ট সময় রেমিশন।—(গ) অন্য আর এক প্রকার জ্বর; বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি, তৎপশ্চাৎ রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রেমিশন;

আবার পুনরায় রাত্রি দুই প্রহর হইতে বৃদ্ধি হইয়া আগামী প্রাতে রেমিশন হয়, এই রেমিশন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকে এবং পূর্ব্ব দিনবৎ বেলা দুই প্রহরে পুনঃ জ্বরের বেগ দিয়া এতাদৃক রূপে প্রত্যহই দুইবার করিয়া জ্বরের বেগ-বৃদ্ধি হয়; এই প্রকার দিবসে দুইবার বেগযুক্ত জ্বর সহজ নহে, ইহা কঠিন পীড়া। ইহা সবিরাম দ্বৌকালীন জ্বরের রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ ইহা স্বল্প বিরাম অবস্থায় দ্বৌকালীন, এই মাত্র প্রভেদ।—অন্য আর এক প্রকার জ্বরের এক দিন পর এক দিন বৃদ্ধি; বৃদ্ধির কাল এক দিন সকালে এবং অন্য দিন গৌণে।

(২) ইনফ্ল্যামেটরি-রেমিটেণ্ট জ্বর (সাইনোকা Synocha বা প্রচণ্ড জ্বর; অত্যুগ্র স্বল্পবিরাম জ্বর)—ইহাতে কোন প্রকার স্থানীয় প্রদাহ থাকে না; কেবল রেমিটেণ্ট জ্বর অত্যুগ্রভাবে প্রকাশ হইলেই, তাহাকে এই নামে ডাকা যায়। এই প্রকার জ্বর সতেজ রক্তশীল কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে নূতন আসিলে তাহার হইয়া থাকে। (See Page 61, Morehead's diseases of India.)

(৩) অবিরাম ভাব-ধারণ-স্বভাবযুক্ত স্বল্পবিরাম জ্বর—ইহা অবিরাম ভাব ধারণ করিয়া রোগীকে নিতান্ত নির্জ্জীব করিয়া ফেলে। যে সমস্ত স্বল্পবিরাম জ্বরে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার দিবসে ও একবার রাত্রে এই দুই-বার করিয়া বেগের বৃদ্ধি হয়, তাহা প্রায়ই দুই চারি দিন মাত্র স্বল্পবিরাম অবস্থায় থাকিয়া অবিরাম অবস্থায় পরিণত হয়, অর্থাৎ তখন দিবা রাত্রি জ্বর সমভাবে লগ্ন থাকে, এবং কিছু মাত্র ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয় না। (অবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ব্যাখ্যা ৪৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)।—এই প্রকার হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে,ম্যালেরিয়া বিষ ক্রমে শরীরে প্রবলরূপে বিকাশিত হয়, অথবা ক্রমে রোগীই নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায়, কিম্বা প্রথমে সুচিকিৎসার অভাব থাকে এবং নানা প্রকার দুর্ব্বলতা উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ হয়, সেই জন্য স্বল্প বিরাম জ্বরের এই প্রকার অবিরামাবস্থা হইয়া উঠে।—অবিরাম অবস্থায় পরিণত হওয়ার পরে (প্রায়ই অষ্টাহ পরে, কখন কখন রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইলে ইহার পূর্ব্বেই) নানাবিধ স্থানীয়

প্রদাহের ও অন্যান্য প্রকারের নূতন নূতন উৎকট লক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। নাড়ী নিতান্ত দুর্ব্বল ও ঘনগতি-বিশিষ্ট; এবং জিহ্বা শুষ্ক ও মেটেবর্ণ হয়। এবং জিহ্বা বাহির করিবার সময় কাঁপে। হস্ত এবং কর সমস্তই কম্পিত হইতে থাকে। এতৎসঙ্গে প্রলাপ বকা, তন্দ্রা, অজ্ঞান অবস্থা, ইত্যাদি বৈকারিক লক্ষণচয় আরম্ভ হইয়া রোগী নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে; ও অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

(৪) কঞ্জেচ্শন যুক্ত রেমিটেণ্ট ফিবার—ইহাতে জ্বরের প্রথম বা শীতাবস্থায় স্নায়ু বিধান এবং রক্তাবর্ত্তনচক্রস্থ-যন্ত্রনিচয়ের (Circulatory system) অবসাদ অবস্থা হয়। তাহাতে নাড়ী ক্ষীণ ও গাত্রশীতল হইয়া যায়; দীর্ঘভাবে এবং টানিয়া টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতে থাকে; সিক্রিসন্স্ অর্থাৎ ক্ষরণ পদার্থ সমস্ত দূষিত হইয়া নানাবিধ অবস্থা জন্মে। আলস্য এবং তন্দ্রা এতৎসহ দেখা যায়। এই জ্বরের সঙ্গে ওলাউঠার অনেক সাদৃশ্য আছে; ওলাউঠার কোল্যাপ্স বা অবসান অবস্থা ইহার কঞ্জেচ্টিভ্ বা শীতাবস্থার প্রায় তুল্য, ওলাউঠার প্রতিক্রিয়ার অবস্থা হইতে উদ্ভূত জ্বর, কঞ্জেচ্টিভ্ ষ্টেজের পরবর্ত্তী জ্বরের সঙ্গে অনেকাংশে ঐক্য হয়। এই জ্বরের কঞ্জেচ্শন্ বা শীত অবস্থাতেই সত্বরে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়; তাহাতে শীতান্তের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তাপাবস্থা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে অবসর পায় না। শীতকালে, ক্ষীণকায় এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে এই প্রকার জ্বর দেখা যায়। ম্যালেরিয়া বিষের অতি প্রখরতাই ইহার কারণ। কখন কখন এই জ্বরের শীতাবস্থার পর উষ্ণাবস্থার প্রকাশ হইতে সময় পায়; এরূপ হইলে অনেক রোগী সুচতুর ও মনোযোগী চিকিৎসকের হস্তে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, এমন দেখা গিয়াছে। কখন কখন এই জ্বর ইতঃপূর্ব্বোক্ত অবিরাম অবস্থাও প্রাপ্ত হইতে পারে।—এতাদৃশ অবিরাম জ্বরে-পরিণত স্বল্প-বিরাম-জ্বর সম্বন্ধে এইক্ষণ যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইল, কখন কখন তদপেক্ষাও বহু পরিমাণে অধিকতর "সাংঘাতিক" সান্নিপাতিক বা ম্যালিগ্ন্যাণ্ট লক্ষণ-নিচয় দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—গাত্রে পেটিকিয়া নামক দূষিত রক্তপিত্তবৎ চর্ম্মোৎপাত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং দন্তের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, বমনে রক্ত অথবা কাল মেটে বর্ণের তরল পদার্থ বমন, কিম্বা রক্ত বাহির হইয়া থাকে।

এই সমস্ত কঠিনতর রক্তস্রাবাদি লক্ষণযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বরকে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট জ্বর বলে। (৪৭৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

(৫) ছদ্মবেশী বা গুপ্ত-স্বল্পবিরামজ্বর——ছদ্মবেশী-সবিরাম জ্বরের কথা বলা গিয়াছে! এজ্বরও প্রায় তাদৃশ স্বভাবাপন্ন। জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময়, বিশেষ উত্তাপ লক্ষিত হয়না, তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত অস্থিরতা, খিট্‌খিটে-স্বভাব, অসংলগ্ন মানসিক অবস্থা, হস্তকম্পন, জিহ্বার মধ্যভাগ ক্লেদাবৃত, ন্যক্কার বমন ও উদরাময় দেখা যায়। রেমিশন স্পষ্ট। প্রত্যেক দিন এই প্রকার বেগ বৃদ্ধির সময়কালে ক্রমে ক্রমে নাড়ী দুর্ব্বল হইতে থাকে; জিহ্বা কম্পনযুক্ত ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। হস্ত কম্পন, ও বিকারে বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা ও ডিলিরিয়াম দেখা যায়। এবং অসম্ভবনীয়রূপে হঠাৎ দশম কিম্বা দ্বাদশ দিবসে ডিলিরিয়াম, কোমা বা অচৈতন্য অবস্থায় পরিণত হয় ও তাহাতেই মৃত্যু ঘটে।———আবার অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে যে, জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময় অত্যন্ত কোল্যাপ্‌স্ বা পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(৬) স্বল্পবিরাম জ্বরের আকস্মিক কোল্যাপ্‌স্ বা পতন অবস্থা—— জ্বরের রেমিশন সময়েতে হঠাৎ নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষীণ এবং শরীর শীতল হইয়া শেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। জ্বরের সাত, আটদিন মধ্যে এই প্রকার হইতে দেখা গিয়াছে।

(৭) অনেক রেমিটেণ্ট জ্বরে, জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

ভাবীফল—প্রায়ই সুচিকিৎসা হইলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহা কঠিন পীড়া।

রোগ-নির্ব্বাচন-তত্ত্ব—টাইফয়েড্ জ্বর, ইয়েলো জ্বর, এবং নিউমোনিয়া ইত্যাদিসহ রেমিটেণ্ট জ্বরের ভ্রম হওয়া নিতান্ত সম্ভব। স্থির চিত্তে প্রত্যেকের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের কয়েকটী উপসর্গ
এবং বিপদজনক অবস্থাঃ— } ঃ——

(১) জ্বর-পরিত্যাগ কালে হঠাৎ অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, প্রস্রাব কিম্বা অতিসার হইয়া রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে; সে জন্য চিকিৎসক বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

(২) বিকার ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় উপসর্গ।——নিদ্রালুতা, তন্দ্রা ও আলস্য বিকার বা ডিলিরিয়ামাদি (২৮২ পৃঃ দেখ), ভ্রম ও মোহ, এবং তৎ-পশ্চাৎ কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা ইত্যাদি উপসর্গ প্রধান——ডিলিরিয়াম সচরাচর দুই প্রকার অবস্থায় দেখা যায়।——(ক) জ্বরের প্রথম ভাগে সপ্তাহ পূর্ণ না হইতেই ডিলিরিয়াম আরম্ভ হয়; অত্যন্ত শিরঃপীড়া উজ্জ্বল মুখশ্রী, চক্ষু রক্তবর্ণ, বিকারে বল প্রকাশ সহ নানাভাবে ক্রিয়াশীল হইতে থাকা—যথা লম্ফ, ঝম্ফ, পদাঘাত ও করাঘাত করা কামড়ান ইত্যাদি। বিকারের প্রথম প্রথম হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয় না; এই প্রকার ডিলিরিয়াম প্রায় সবল ব্যক্তিদিগের হইয়া থাকে। রোগী নিতান্ত সবল না হইলে কখন সামান্য শিরঃপীড়া, নাড়ী দুর্ব্বল ও অসংলগ্ন প্রলাপ, ডিলিরিয়ামে দেখা যায়। এই প্রকার ডিলিরিয়ামের প্রথম ভাগে রোগীর অবস্থা বিশেষ নির্জ্জীব বোধ হয় না। জ্বরের-বেগ বৃদ্ধির সময়ে ডিলিরিয়ামের, আধিক্য লক্ষিত হয়। রেমিশন বা বিরাম অবস্থায় ডিলিরিয়াম মৃদুভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিরাম পায় না, এবং পুনরায় জ্বর-বেগের বৃদ্ধিসহকারে ডিলিরিয়াম প্রবল বেগে প্রকাশিত হয়। যদি সুচিকিৎসা দ্বারা এই জ্বর এবং ডিলিরিয়ামের যথাকালে উপশম না হয়, তবে ঐ ডিলিরিয়াম হইতে ক্রমে ক্রমে মোহ, তৎপশ্চাৎ কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ-সংশয় করে। এই শেষ দশা প্রায়ই জ্বর-বেগের অবনত অবস্থায় আরম্ভ সময়ে দেখা যায়; ইহাতে হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা হইয়াই রোগীর অন্তিম অবস্থা ঘটিয়া থাকে।—(খ) দ্বিতীয় প্রকারের ডিলিরিয়াম প্রায়ই জ্বরের ৮ | ১০ | ১২ দিনে দেখা যায়, কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা ভাল থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক দিনে এবং

তদ্বিপরীতে অপেক্ষাকৃত অল্প দিবস মধ্যেই ডিলিরিয়াম প্রকাশ পায়; রোগী আস্তে আস্তে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে; ইহাতে উজ্জ্বল মুখশ্রী বা মাথা বেদনা হয় না; রোগী নিতান্ত নির্জ্জীবাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে এবং তল্লক্ষণ সমস্ত যথা—হস্ত ও অঙ্গুলীর কম্পন, খিলধরা বা টাঁস, জিহ্বা শুষ্ক ও কম্পনযুক্ত, নাড়ী চঞ্চল ও দুর্ব্বল ইত্যাদি হতাশকর অবস্থা প্রকাশ হইতে থাকে। পীড়ার উপশম না হইলে এবং কোল্যাপ্‌স্ দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট না হইলে ডিলিরিয়াম ক্রমে মোহ অবস্থায় পরিণত হইয়া তৎপর ক্রমে ক্রমে অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং রোগীকে শমন সদনে প্রেরণ করে। পূর্ব্বে যে মোহ অবস্থা বলিলাম, তাহাতে মোহ, তন্দ্রা, আলস্য এই তিনটীই থাকে; ——এই মোহ-অবস্থা, ডিলিরিয়াম বা বিকারের পূর্ব্বভাগে থাকিলে তাহা নিতান্ত ভয়াবহ ও দোষকর নহে কিন্তু ডিলিরিয়ামের পর এই মোহ বা তন্দ্রা দেখা দিলে তাহা গুরুতর লক্ষণ; মস্তিষ্কের নিম্নভাগে জলসঞ্চয় হইলে এ প্রকার মোহ হইয়া থাকে। ডিলিরিয়ামের পূর্ব্বভাগের তন্দ্রা ও আলস্য পেসিভ কন্‌জেচশন (Passive Congestion)জন্য হয়।

(৩) কখন কখন ডিলিরিয়াম ও অচৈতন্যাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কন্‌ভাল্‌শন হইতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের কন্‌জেচ্‌শন বা কোন প্রকার প্রদাহ জন্য-ডিলিরিয়ামে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজনা থাকিলে ইহার উৎপত্তি হয়।

(৪) পাকস্থলীর উত্তেজনাজনিত উপসর্গ;—যে স্বল্পবিরাম জ্বরে পাকস্থলী-স্থানে অসুখ ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে, কখন কদাচিৎ বমন হয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগ অথবা পার্শ্ব-দেশ লাল দেখা যায়, তাহাকে গ্যাস্‌ট্রিক রেমিটেণ্ট বলে——এবং যে স্বল্পবিরাম জ্বরে পুনঃ পুনঃ বমন হয়, বমিত পদার্থে পিত্ত মিশ্রিত থাকে এবং জিহ্বাটী হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদাবৃত, কিন্তু তাহার পার্শ্ব-দ্বয় এবং অগ্রভাগ লাল নহে, সেইজ্বরকে বিলিয়াস রেমিটেণ্ট বলে। ডাঃ মারচিসন এই দুই জ্বরকে টাইফয়েড্‌ জ্বরের রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করেন।

(৫) সেরা বা কামলাজনিত উপসর্গ——ইহাতে চক্ষু, ত্বক ও প্রস্রাব

হরিদ্রাবর্ণ হয়; মল ফেঁকাশে, সাদা কিম্বা হরিদ্রাক্ত; যকৃৎ স্থানে টিপিলে বেদনা; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ; সমস্ত গাত্রে বেদনা।

(৬) প্লীহা ও যকৃতের কঞ্জেচ্‌শন বা বিবৃদ্ধি হয়, কখন কখন এই সমস্ত যন্ত্রের অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

(৭) নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিস্——স্বল্পবিরাম জ্বরের এই দুইটী নিতান্ত-গুরুতর উপসর্গ। এই জ্বর চিকিৎসার সময় ষ্টেথস্‌কোপ দ্বারা বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা, এবং এই উপসর্গ দ্বয় বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১। রেমিটেণ্ট-জ্বর চিকিৎসা জন্য এই অধ্যায়ে উপরোক্ত টাইফয়েড ও টাইফাস্ আদি জ্বরে যে ঔষধাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ ও পশ্চাদুক্ত "জ্বর-চিকিৎসা (৫)" এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। উপরে ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর জন্য যে ঔষধাবলী সংগৃহীত হইয়াছে তাহারা এই রেমিটেণ্ট ফিবারেরও অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; তাহাদিগকে রেমিটেণ্ট ফিবারে প্রয়োগ করিতে হইলে জ্বরের অবস্থাত্রয়ের মধ্যে বিশেষ তাপাবস্থার লক্ষণচয়ের সহিত † ঐক্য করিয়া ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন সহজেই হইতে পারে। জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ, তাহাতে বিশেষ সাহায্য পাইবে।

২। স্বল্পবিরাম জ্বরাধিকারে—*বেলেডোনা, **জেল্‌সিমিনাম্, একোনাইট্, **ন্যাট্রা-মি **ইউপেটোরিয়াম্-পারফো, **হ্রাস্-টক্স, **ব্রাইওনিয়া, ব্যাপ্‌টিসিয়া, *নক্স-ভমিকা, * ইপিকাক, ** আর্সেনিক, ** চায়না, *চায়নি-সা, চায়নি-আর্স, সিনা, ওপিয়াম্, *মার্কিউরিয়াস্, **এণ্টি-টার্ট, **এণ্টিক্রুড্, * এমোনি-মি, * গ্লোনইন্, কর্ণাস্-ফ্লোরি, ইউক্যালিপ্টাস্, স্যাণ্টোনিন্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, এরানিরা, চেলোনি, কর্ণাস্-সার্সি, * ককিউ, লেপ্টাণ্ড্রা, এপোসাইনাম্, ক্যাক্‌টাস্, সিমিসিফি, ডিজিটেলিস্, হেলেবোরাস্, *আর্ণিকা, * পডোফাইলাম্, ইলাটিরিয়াম্, এপিস্, * লাইকোপোডিয়াম্, ল্যাকেসিস্,

† রেমিটেণ্ট-ফিবার ও টাইফয়েড্ আদি সদালগ্ন জ্বর মাত্রেই—তাপের বৃদ্ধি বা অতি বেগকে "তাপাবস্থা" বলিয়া জানিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্, * ক্যামোমিলা, * পাল্‌সেটিলা, * হাইয়সায়েমাস্, * ফস্‌ফরাস্, সিড্রন, * ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, এন্টিফাইব্রিন বা এসিটানিলাইড্ (১ম ট্রিটুরেসন), * সাল্‌ফার, এলোজ, ইগ্নেসিয়া ইত্যাদি ঔষধ বহুসংখ্যক রোগীতে নিজহস্তে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদাই আমরা ফল পাইয়া থাকি। জ্বরেব স্বল্পবিরাম বা অবিরাম অবস্থা ভঙ্গ করিতে অর্থাৎ জ্বর ছাড়াইবার জন্য আমাদের হোমিওপ্যাথিকমতে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধাবলী রহিয়াছে, অন্য কোনমতে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমার চিকিৎসক-জীবনের প্রথমভাগে এলোপ্যাথিকমতে ফিবার মিক্‌চার দিয়া জ্বর ছাড়াইবার চেষ্টা দেখিতাম কিন্তু তাহা বিশেষ সন্তোষকর বলিয়া বোধ হইত না। এইক্ষণ হোমিওপ্যাথিকমত গ্রহণের পব দেখিতে পাই যে, ইহাতে জ্বরের জন্য যে যে উৎকৃষ্ট ঔষধ রহিয়াছে তাহা অন্য মতে নাই; তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। যাঁহারা বলেন যে, হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের ভাল ঔষধ নাই, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম।—— আমি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না, যে, নিতান্ত কঠিন জ্বরে সুধীর হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক যেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন তেমন আর কেহই পাবিবেন না। হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য-তত্ত্ব রত্নাকব সমুদ্র বিশেষ; ইহাকে মন্থন করিলে যে রত্ন চাও তাহাই উদ্ধার করিতে পারিবে। সামান্য সামান্য জ্বর ঔষধে আরোগ্য হয়, কি উহা স্বভাবে আপনি আরোগ্য হয়, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রত্যক্ষ ফলের পরিচয় নানাবিধ উপসর্গযুক্ত কঠিন জ্বরেই দেখিতে পাইবে, তাহা না হইলে কে হোমিও-প্যাথিতে বিশ্বাস করিত?

৩। পাকস্থলীর উপসর্গাদিযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বরে (৫১৬ ও ৫২৯ পৃষ্ঠা দেখ) অর্থাৎ বিলিয়াস্ ও গ্যাষ্ট্রিক্ রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদিতে—*ব্রাই, এলোজ, *একোন্, *ক্যামো, চেলিডো, *চায়না, *আর্স, এণ্টি-ক্রুড্, * ক্রোটেলা, * জেল্‌স, হাইড্রাষ্টি, ইগ্নে, বেল্, * এণ্টি-টার্ট, ইপিকা, আইরিস্, ল্যাকে, ক্যাপ্‌সি, * মার্ক, * নক্‌স-ভ, ফস্, *পডো, হ্রাস্-টক্‌স, সৈন্ধু, সাল্‌ফা, ভিরাট্-ভি, ব্যাপ্‌টি, কাড্যুয়াস্, কর্ণাস্-ফ্লোরি, লেপ্‌টাণ্ড্রা, ট্রাইঅষ্টিয়াম্। (৯২ পৃষ্ঠাতে পিত্তময় মল দেখ)।

বিলিয়াস্ ও গ্যাষ্ট্রিক্ জ্বরে ডাং বেয়ার মার্ক-ভ, ব্রাই, পাল্‌স, এণ্টি-ক্রুড, ভিরাট্-এল্‌ব, ডিজি, কুপ্রাম, এসিড্-ফস্, চায়না, নক্স-ভ, এমোনি-মি, সেনিগা, আর্স, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি ইত্যাদি ঔষধকে প্রধান মনে করেন।

৪। (ক) জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ক্যাম্ফ, জেল্‌স।—(খ) উষ্ণাবস্থায় একোন্, বেল্, জেল্‌স, এণ্টি, ব্রাই, হ্রাস্, ইউপেটোরিয়াম্, ব্যাপ্‌টি, মার্ক ইত্যাদি।—(গ) জ্বরের টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত হইলে (১) বেল্, ব্রাই, ককিউ, হ্রাস্, আর্স, এসিড্-মিউ, ফস্, (২) ব্যাপ্‌টি, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কর্ণাস্, হাইয়স্, আইরিস্, লেপ্‌টাণ্ড্রা।——(ঘ) জ্বরে ডিলিরিয়াম্ আদি বিকার উপস্থিত হইলে—হাইয়স্, বেল্, ষ্ট্র্যামো, ওপি, হ্রাস্ এবং (২৭৬ হইতে ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ)।——(ঙ) অনিদ্রা জন্য—(২৭৭ পৃষ্ঠা ও ২৮৩ পৃষ্ঠা দেখ)।——(চ) নেবা বা কামল থাকিলে ফস্, মার্ক।——(ছ) অত্যন্ত বমন বা কাল বমন থাকিলে——আর্জেণ্ট-না, ভিরাট্।——(জ) রেমিশন সময়ে অনেকে আর্স, নক্স-ভ, ন্যাট্রাম্, কুইনাইন অথবা চায়না ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন——(ঝ) জ্বরের পূর্ব্ব হইতে প্রতিষেধক অর্থাৎ জ্বর না আসিতে পারে তজ্জন্য—জেল্‌স, অনেকে চায়না ৩০শ শক্তি ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।—এইহ জ্বরসহ শরীর পচনশীল অবস্থাপন্ন (putrid) হইলে—আর্স, ব্যাপ্‌টি, কার্ব্ব-ভ, চায়না, জেল্‌স, মার্ক, মিউর্-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস্, সাল্‌ফ-এসি।——(ট) এতৎসহ কৃমির উপসর্গ থাকিলে সিকুটা, সিনা, মার্ক, সাইলি, স্পাইজি, সাল্‌ফা, নক্স-ভ, শ্বাবাড়ি, টিউক্রি, ভ্যালিরি।——(ঠ) অজীর্ণ জন্য গ্যাষ্ট্রিক জ্বর—(১) ইপিকা, পাল্‌স, (২) এণ্টি, ব্রাই, নক্স-ভ, সাল্‌ফা।——(ড) ক্রোধজনিত জ্বর——(১) ক্যামো, কলোসিন্থ,—(২) একোন্, ব্রাই, চায়না, নক্স-ভ, ষ্ট্যাফি।——(ঢ) ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর—একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ইপিকাক, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা,——(ণ) শীতলজল, বরফ, কি অম্ল খাওয়া হেতু জ্বর——(১) আর্স, পাল্‌স, (২) ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, সাল্‌ফার, সাল্‌ফ এসি।—(ত) যকৃৎ ও প্লীহাজনিত উপসর্গ যথাস্থানে দেখ।

জ্বর-চিকিৎসা।

(১)

জ্বরের প্রকৃতি-ভেদানুসারে ঔষধ-মনোনয়ন-শিক্ষা।
[এই মনোনীত ঔষধ নিশ্চয় হইতে, পশ্চাল্লিখিত বিশেষ-ভৈষজ্য-তত্ত্ব সাহায্যে, চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটী নির্ব্বাচন সহজেই করা যায়।

১। অগ্রোপসারক বা এণ্টিসিপেটিং জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আইসে)—এণ্টি-টার্ট, **আর্স বেল, ** ব্রাই, চায়নি-সা, ** চায়না, ইউপেটো-পারফো, * গ্যাম্বো, ইগ্নে, **ষ্টাট্রা-মি, **নক্স-ভ।

অগ্রোপসারক, প্রতি দিন দুই ঘণ্টা করিয়া—ক্যামো।

„ এক দিন পর একদিন—ষ্টাট্রাম, নক্স-ভ।

„ প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া—**আর্স।

„ প্রতিদিন বহুসংখ্যক ঘণ্টা করিয়া—এণ্টি-টার্ট।

„ প্রত্যেকবার আক্রমণে এক হইতে তিন ঘণ্টা করিয়া—চায়নি-সাল্ফ, চায়না।

অগ্রোপসারক, অতি কদাচিৎ—বেল্ ইগ্নে, মার্কিউরিয়াস্।

অগ্রোপসারক, বা পশ্চাদপসারক—**ব্রাই, গ্যাম্বোজ, ** ইগ্নে।

২। পশ্চাদপসারক বা পোষ্টপোনিং (যে জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে হয়)—এলষ্টোন্, সিনা, সিঙ্কোনা, **গ্যাম্বোজ ইগ্নে, *ইপিকাক।

৩। জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি অনিয়মিত—** আর্স, ইউপেটো-পারফো, ইগ্নে, *ইপিকাক, মিনিয়াম্স, **নক্স-ভ, **পাল্স, স্যাম্বু।

জ্বরের আক্রমণেরও কোন নিয়ম নাই এবং শীত, তাপ, ঘর্ম্মাবস্থাও অনিয়মিতভাবে দেখা যায়—**নক্স-ভ **আর্স, *ইপিকাক।

জ্বর অনিয়মিতভাবে হয় এবং তাহাতে দীর্ঘকাল শীত ভোগ, সামান্য উত্তাপ, তৃষ্ণা নাই—**পাল্স।

„ „ „ এবং তাহাতে সামান্য শীত, দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ, তৃষ্ণা নাই—**ইপিকাক।

„ „ „ এবং তাহাতে জ্বরের অবস্থাত্রয়ের একতম অবস্থার অভাব—

*এপিস্, এরানিয়া, **আর্স, বোভিস্ট, ক্যাম্ফার, ড্রসিরা, মিনিয়াম্থ, মেজি, ভিরাট্।

৪। জ্বরাক্রমণ-সময় নিয়মিত—চায়নি-সা, চায়না, সিনা।

,, ,, কিন্তু অবস্থাত্রয় অনিয়মিত—*ওপিয়ম্।

,, ,, এবং অবস্থাত্রয়ও নিয়মাবদ্ধ—**চায়নি-সা।

জ্বর, ক্রমে কঠিনভাব ধারণ করে—আর্স, ব্রাই, ইউপেটো-পারফো, *হ্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, **পাল্স।

৫। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ নিতান্ত স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইস্কিউ, এঙ্গাস্টুরা, **এরানিয়া, ক্যাক্টাস্, ক্যাপ্সি, **সিড্রন, *সিনা, **জেল্স, পডো, স্পাইজি।

৬। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ লক্ষিত, হয় না—একোন্, এম্ব্রা, এমোনি-মি, বেল্, ক্যামো, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-ভ, কার্ব্ব এনি, কষ্টি, চেলি, সিকুটা, কলোসি, ম্যাগ্নে-কা, সোরি।

৭। জ্বর, প্রতিদিন একই সময়ে-** এরানি ** সিড্রন, ** জেল্স, * স্পাইজি, * স্থাবাডি, এনাকা, *এঙ্গাসটুরা, ক্যাক্টা, ষ্ট্যানা, (সোরি)।

জ্বর প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে—ইউপেটো-পারফো।

,, একদিন পর একদিন—**এরানি, **সিড্রন, হ্যাট্রা-মি, *চায়নি-সাল্ফ, চায়না, এণ্টি-ক্রুড্।

,, একদিন পর একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময়—**লাইকো।

৮। জ্বর, সপ্তাহান্তর—*এমোনি-মি, *চায়না, *লাইকো, ক্যাম্ফা, মিনিয়াম্থ, প্ল্যাণ্টেগো।

৯। জ্বর, পক্ষান্তে—** আর্স, *এমোনি-মি, ** ল্যাকে, ক্যাল্কে * চায়না, চায়নি-সাল্ফ, প্ল্যাণ্টেগো, পাল্স।

১০। জ্বর, একুশ দিন পর—*চায়নি-সাল্ফ, ম্যাগ্নে-কা।

১১। জ্বর, পরিবর্ত্তন শীল—**ইগ্নে, **পাল্স, * ইলাট্, মিনিয়াম্থ, ইউপেটো-পারফো।

,, ,, অথবা কুইনাইন ব্যবহারের দরুণ—ইলাট্, **ইউপেটো-পারফো, *ইপিকা, আর্স, আর্ণি, ইগ্নে।

,, পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল, এমন কি দুইটী দিনের জ্বরও এক রকম হয় না—*পাল্স, *ইলাট্, ইগ্নে।

১২। জ্বর, তরুণ ইণ্টারমিটেণ্ট অর্থাৎ

সবিরাম বা পর্য্যায়যুক্ত—*আর্স, *ব্রাই, ** চায়নি-সাল্ফ, * জেল্স, **ন্যাট্রা-মি, *নক্স-ভ, ইগ্নে, ব্যাপ্টি, চায়না।

জ্বর, ক্রনিক (প্রাচীন) ইণ্টারমিটেণ্ট—ক্যাল্কে, এলাম্, এপিস্, কার্ব-ভ, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, সোরি, সিপি, গ্র্যাফা, সিলিনি, সাল্ফা, হিপার, কেলি-কা।

সবিরাম জ্বর, বালকদের—**আর্স, **ক্যামো, **ল্যাকে, *জেল্স, *ওপি, ক্রোটেলাস্, সিনা।

সবিরাম জ্বর বৃদ্ধদের—এলাম্, **ওপি, ব্যারাইটা।

১৩। কোটিডিয়ান অর্থাৎ ঐকাহিক জ্বর (প্রতিদিন)—একোন্, ইস্কিউ, এনাকা, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টি-টার্ট, এপিস্ *এরানিয়া-ডা, * আর্স, ব্যাপ্টি, ব্যারাই-কার্ব্ব, বেল্, ব্রাই *ক্যাক্টা, ক্যাল্কে, * ক্যাক্প্সি, কেলি-কা, কার্ব-ভ, *সিড্রন, ক্যামো, সিকুটা, *সিনা, চায়না, **কুরারী, ড্রসি, ইগ্নে, গ্র্যাফা, * জেল্স, হিপা, ইপিকাক লাইকো, ইলাট্, কেলি-বাই, গ্যাম্বোজ, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ** নক্স-ভ, পিটে্রাসিলি, ফস্, প্ল্যাণ্টেগো, ল্যাকে, পলিগো, * পডো, * পাল্স, * হ্রাস্, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্যাফি, স্যাবাডি, লোবিলিয়া, সাল্ফা, ভিরাট্।

দ্বৌকালান বা ডবল কোটিডিয়ান জ্বর (অহোরাত্রের মধ্যে বা ২৪ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বর আইসে)—*বেল্, এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, ব্যাপ্টি, * চায়না, ডাল্কা, **ইলাট্, *গ্র্যাফা, লিডাম্, ষ্ট্র্যামো, *সাল্ফা, আর্স, নক্স-ম, পাল্স, হ্রাস্।

১৪। টার্সিয়ান (পালাজ্বর) অর্থাৎ একদিন অন্তর এক দিন জ্বর আসিলে—ইস্কিউ, এলাম্, এনাকা, এণ্টি-ক্রুড্ * এপিস্, ** এরানিয়া-ডা, আর্ণি, **আর্স ব্যারাইটা-কার্ব, **বেল্ ** ব্রাই, ক্যাল্কে, ** ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, **সিড্রন, ক্যামো, ** চায়নি-সাল্ফ, সিকুটা. সিনা, ** চায়না, ড্রসি, ডাল্কা, ইলাট্, **ইউপেটো-পারফো গ্যাম্বো, জেল্স, হাইয়স, ইগ্নে, আইয়ড্, ** ইপিকাক, ল্যাকে, **লাইকো, ** মেজি, ** ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ** নক্স-ভ, প্ল্যাণ্টেগো, পিটে্রাসিলি, * পডো, * পলিগো, *পাল্স, **হ্রাস্, *স্যাবাডি, সাল্ফা, স্যারাসি, ভিরাট্।

ডবল টার্সিয়ান (জ্বর প্রত্যহ হয় কিন্তু একদিন অন্তর একদিন পরাক্রম অধিক :— ইস্কিউ, আর্স, চায়না, ডাল্কা, ইলাটি, ইউপেটো-পারপি, গ্যাম্বো, লাইকো, নক্স-ভ, হ্রাস।

১৫। কোয়ার্টানজ্বর (চতুর্থকজ্বর, ৭২ ঘণ্টা অন্তর)—একোন্, এনাকা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্ণি, ** আর্স, বেল্, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, সিনা, ক্লেমা, কফি, ইলাটি, **হাইয়স্, ইগে, **আইয়ড্, ইপিকাক, ল্যাকে, লাইকো, **মিনি-য়াস্থ, *ন্যাট্রা-মি, * নক্স-ভ, নক্স-ম, পডো, **পাল্স, হ্রাস্, প্ল্যাণ্টেগো, ** স্যাবাডি, **ভিরাট।

ডবল কোয়ার্টান জ্বর (ইহা একদিন যে জ্বর হয়, পর দিন, তাহা অপেক্ষা কম হয়, তৎপর দিন জ্বর হয় না)—*আর্স, চায়না, **ডাল্কা, গ্যাম্বো, *ইউপেটো-পারপি, লাইকো, ইউ-পেটো-পারফো, নক্স-ম, পাল্স, হ্রাস্।

১৬। রেমিটেণ্ট অর্থাৎ স্বল্পবিরামজ্বর —**আর্স, ব্যাপ্টি, এণ্টি-টার্ট, কার্ব্ব-এসি, চায়নি-সাল্ফ, সিড্রন, পডো।

„ বালকদের হইলে—এণ্টি-ক্রুড্, জেল্স।

„ জ্বর হইবার উপক্রম হইলে—এণ্টি-টার্ট, ইউপেটো-পারফো, ফস্-এসি, ফস্।

ইণ্টারমিটেণ্ট-জ্বর রেমিটেণ্ট-রূপে পরিণত হইলে—ইউপেটো-পারফো, *গ্যাম্বো, পডো।

রেমিটেণ্ট-জ্বর ইণ্টারমিটেণ্ট রূপে পরিণত হইলে—জেল্স, ফস্।

„ „ ইণ্টারমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ আকারে পরিণত হইলে—এণ্টি-টার্ট, ফস্-এসি।

„ „ ইণ্টারমিটেণ্ট অথবা টাই-ফয়েড্ আকারে পরিণত হইবার উপ-ক্রম হইলে—*এণ্টি-টার্ট, ** আর্স, **ব্যাপ্টি, **কার্ব্ব-এসি, মেজি, ফস্, **হ্রাস্, * সিকেলী।

১৭। রিল্যাপ্সিং জ্বর অর্থাৎ আরোগ্য হইয়াও পুনরায় যে জ্বর বার-ম্বার হয়—আর্স, ইউক্যালিপ্টাস্।

„ অত্যন্ত কুইনাইন সেবনের পর —**আর্স, ইপিকাক।

১৮। জ্বর শারদীয় (শরৎকালে)—*ইস্কিউ, *আর্স, ব্যাপ্টি, ** ব্রাই, ** কল্চি ** চায়না, * নক্স-ভ, ** সিপি, ভিরাট্, কার্ব্ব-এসি, **ন্যাট্রা-মি।

,, শরৎকালে (দিবাভাগে গ্রীষ্ম ও রাত্রিতে শীত)—একোন্, কল্‌চি, মার্ক।

১৯। শীতকালীয় জ্বর—এণ্টি-টার্ট, ষ্ট্যাট্রা-মি, পলিপো, সোরি, (কাশি থাকিলে)।

২০। গ্রীষ্মকালীয় জ্বর—ক্যাপ্‌সি, ক্যাম্ফ, সিড্রন, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পলিপো।

,, জ্বরে শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ হইলে—**ব্যাপ্‌টিসিয়া।

২১। বসন্ত কালীয় জ্বর—*আর্স, *কার্ব্বো, কার্ব-ভ, *জেল্‌স, **ল্যাকে সিপি, সাল্‌ফা।

বসন্ত কালের প্রথম ভাগে জ্বর—**এণ্টি-টার্ট, *ল্যাকে, সাল্‌ফা।

২২। প্রতি বৎসর অন্তর জ্বর——*আর্স, *কার্ব্ব-ভ, **ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, সোরি, *সাল্‌ফা, থুজা।

২৩। প্রতি অর্দ্ধবৎসর (ছয়মাস) অন্তর জ্বর—ল্যাকে, *সিপি।

২৪। জ্বর, প্রতিমাসে— নক্স-ম, **নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি।

২৫। এপোপ্লেক্‌টিক (মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্তস্রাব জনিত) জ্বর—ওপি, নক্স-ভ, ল্যাকেসি।

২৬। জ্বর, কঞ্জেচ্‌শন বা যান্ত্রিক রক্তাধিক্য সহ—**আর্ণি, বেল্, **নক্স-ভ, **ভিরাট, ওপি, এপিস, *ক্যাম্ফর, ইলাটি, ক্যাক্‌টা, হাইয়স্।

২৭। জ্বর, এপিডেমিক্ (স্থানীয় ও বহুকালব্যাপী পীড়া)—আর্স, **সিড্রন, চায়নি-সালফ, চায়না, ইউপেটো-পারফো, জেল্‌স, *নক্স-ভ।

২৮। জ্বর, এপিডেমিক (দ্রুতব্যাপী)—** ন্যাট্রা-মি, * আর্স, ইপিকা, *চায়নি-সাল্‌ফ, এণ্টি টার্ট, ** ইউপেটো পারফো, হ্রাস, ভিরাট।

২৯। জ্বর, এপিলেপ্‌টিক (অপস্মার বায়ুযুক্ত,)—** ওপিয়াম্, * ল্যাকে, হাইয়স্।

৩০। জ্বর, ম্যালেরিয়া জনিত—এলষ্টোন, **আর্ণি, *ক্যাল্‌কে কার্ব-এসিড্, **চায়নি-সাল্‌ফ, **চায়না, কর্ণাস্-ফ্লো ইউক্যালিপ্‌টাস্, ইউপেটো-পারফো।

৩১। জ্বর, স্ত্রীলোকের ঋতু স্নানের পর—**নক্স-ভ, সিপি।

৩২। জ্বর, প্রাণধ্বংসকারী—*এপিস, *আর্ণি, **ক্যাম্ফ, কুরারী, *নক্স-ভ, **ভিরাট, ওপি।

৩৩। আক্ষেপযুক্ত কাশির সহিত জ্বর—ড্রসি, কেলি-কার্ব, হাইয়স্।

জ্বর-চিকিৎসা।

(২)

জ্বরের সময় অনুসারে ঔষধ মনোনয়ন।

[এই মনোনীত ঔষধ নিচয় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব-সাহায্যে, চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটী নির্ব্বাচন সহজেই করা যায়।]

— জ্বরের সময় একটী অতি গুরুতর ও ফলপ্রদ বিষয়, এমন কি কেবল একমাত্র সময়েরই উপরে নির্ভর করিয়া, ঔষধ প্রয়োগে আমরা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

সন্ধ্যাকালে, শয়নাবস্থায়—*এলাম্, *হিপার, এমোনি-মি, আর্স, বোভি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, ড্রসি, চায়নি-সা, মার্ক, নক্স-ভ, ** ফস্, ফেরা, লরোসি, সাইলি, সাল্ফা।

প্রাতে শয্যায় থাকিতে—চায়নি-সা, গ্র্যাফা, নক্স-ভ।

রাত্রিতে শয়নাবস্থায়—কাঞ্চালেগুয়া।

সমস্ত দিবা—*এলাম্, **সাইলি।

দিবার কোন সময়—** আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যাল্কে কেলি-কার্ব্ব, *প্ল্যান্টেগো, সার্সা।

দিবসে এবং রাত্রিতে—সার্সা।

সন্ধ্যার সময়—একোন, ইস্কিউ, এগার, ** এলাম্, এমোনি-কার্ব্ব, *এমোনি-মি, ** আর্ণি, ** এরানিয়া-ডা, আর্স, বেল্, ব্রাই, কেলি-বা, কার্ব্ব-ভ, কার্ব্ব-এ, *ক্যালাডি, *বোভি, *ক্যাল্কে, চেলি, **সিনা, *গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ক্যামো, সিড্রন, **হিপা, ইগ্নে, * কেলি-কার্ব্ব, *ল্যাকে, হাইড্রাষ্ট, চায়নি-সা, ল্যাক্নান্থি, *লাইকো, *ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, মেজি, মার্ক, ম্যাগ্নে-কা, ডাল্কা, ফেরা, * পিট্রো, **ফস্, **পাল্স, **ষ্ট্রাম, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, নক্স-ভ, **সিপি, ** সাল্ফা, স্যাম্বু, ষ্ট্যাবাডি, সোরি, সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি।

সন্ধ্যা সূর্য্যাস্তকালে—*ইগ্নে, পাল্স, থুজা।

রাত্রির প্রথমভাগে—**ড্রসি,**ফস্, *সাল্ফা।

সন্ধ্যাকালে বেদনার সহিত—ইগ্নে, *সাইক্ল্যা, **পাল্স।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বভাগে—এলষ্টোন,এঙ্গু, এম্ব্রা, *আর্ণি, ** ষ্ট্যাট্রা-মি, কোনা, লিডা, ইউপেটো-পার্ফো, ক্যালকে, ইউফে্র, ষ্ট্যানা, **নক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্রেন্শি।

মধ্যরাত্রে—আর্স, **সাল্ফা, কষ্টি, ক্যাম্ফা।

মধ্য রাত্রের পরভাগে—আর্স, ওপি, থুজা।

প্রাতঃকালে—এঙ্গুষ্টুরা, এপিস্, আর্ণি, ** ব্রাই, ক্যাল্কে, কোনা, সাইক্ল্যা, *ড্রাস্-র‍্যাডি, ইউফর, ড্রসি, **ইউ-পেটো-পারফো, ফেরা, জেল্স,গ্র্যাফা, *হিপা,হাইড্রাষ্ট,কেলি-কা, *লাইকো, লিডা, মার্ক, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, ফস্, **পডো, **সিপি, সাইলি, থুজা, * স্পাইজি, * সাল্ফা, ভিরাট্।

অতি প্রত্যুষে—আর্ণি,*চায়নি-সাল্ফ, গ্র্যাফা, লাইকো, *ন্যাট্রা-মি **নক্স-ভ, **ভিরাট্।

প্রাতঃকালহইতে দুই প্রহরের মধ্যে—*ইউপেটো-পারফো, **ন্যাট্রা-মি।

রাত্রিকালে—*এলাম্, এম্ব্রা, **এপিস্ বেল, বোভি, কষ্টি, ফেরা, কার্ব-ভ, আর্জেণ্ট, গ্যাম্বো, হিপা, আইগ্নিস্-ভা, কেলি-আইয়ড্, ম্যাগ্নে-সা, ** মার্ক, ন্যাট্রা-সা, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, **নক্স-ভ, ওপি, **ফস্, *সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, *সাল্ফা, থুজা।

রাত্রে কখনও জ্বর হয় না—চায়না।

মধ্যাহ্ন কালে—*এণ্টি-ক্রুড্, *ইলাটি, ইল্যাপস্, *ইউপেটো-পারফো, মার্ক, * লোবি, *ল্যাকে, নক্স-ভ, সাইলি, * সাল্ফা।

মধ্যাহ্ন কালের পরভাগে—এলাম্, এনাকা, এণ্টি-ক্রুড,আর্জেণ্টা,*আর্ণি, ** আর্স, ব্যাপ্টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, *বোরাক্স, চেলিডো, সিকেলী, সিনা, চায়নি-সাল্ফ, কফিউ, ক্রোকা, ডিজি ইউপেটো-পারফো, জেল্স, গ্র্যাফা, ল্যাকে, **লাইকো, মার্ক, *ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, ফস, ফস্-এসি, **পাল্স, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সাইলি,ষ্ট্যাফি, সালফা, কেলি-বাইক্রো, রোবিনিয়া, স্যারাসিনিয়া, থুজা, *র‍্যানান্-বাল্বো।

জ্বরের বিশেষ সময় অর্থাৎ জ্বর আসিবার কিম্বা জ্বরের বেগের অথবা বৃদ্ধির সময় ঘণ্টানুসারে }:—

পূর্ব্বাহ্নঃ——

,, ৬টা—*আর্ণি, * বোভি, গ্র্যাফা, *হিপা, স্যাট্‌া-মি, *নক্‌স-ভ, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, **ভিরাট্‌।

,, ৭টা—*বোভি, ড্রসি, ফেরা, **ইউপেটো-পারফো, গ্র্যাফা, *হিপা, স্যাট্‌া-মি,নক্‌স-ম, *নক্‌স-ভ, **পডো, *সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

,, ৭ হইতে ৯টার মধ্যে—ন্যাট্‌া-মি *পডো, **ইউপেটো-পারফো।

,, ৭ হইতে ৯টার মধ্যে একদিন, এবং ১২টার সময় অন্যদিন—**ইউপেটো-পারফো।

,, ৮টা—*বোভি, **ইউপেটো-পারফো, ড্রসি, ককিউ,লাইকো মেজি, স্যাট্‌া-মি, পডো, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

,, ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে—এসাফি, *ইউপেটো-পারফো।

,, ৯টা—এলষ্টোন, এণ্টি-টার্ট,**ইউ-পেটো-পারফো, ইপিকা, কেলি-কার্ব, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস-এসি, মেজি *স্যাট্‌া-মি, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

,, ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে—*এলষ্টোন, **ন্যাট্‌া-মি, পলিপো, *ষ্ট্যানা।

,, ১০টার সময়—*এলষ্টোন, আর্স, ব্যাপ্‌টি, ক্যাক্‌টা, কার্ব-ভ, চায়নি-সাল্‌ফ, কল্‌চি, লিডা, ইউপেটো-পারফো, পিট্রো, **ন্যাট্‌া-মি, ফস্-এসি, *পলিপো, হ্রাস, সিপি, *ষ্ট্যানা-সাল্‌ফা, থুজা।

,, ১০½ টার সময়—ক্যাক্‌টা,ক্যাপ্‌সি *লোবি, *ন্যাট্‌া-মি।

,, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত—আর্স, **ন্যাট্রা-মি, নক্‌স-ভ।

,, ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—মার্ক, সাল্‌ফা।

,, ,, ,, ৩টা পর্য্যন্ত—সাইলি, সাল্‌ফা।

,, ১১টার সময় জ্বর—*ব্যাপ্‌টি, ** ক্যাক্‌টা, কার্ব-ভ, ক্যামো, *চায়নি-সা, হাইয়স্, *ইপিকা, লোবি, ** ন্যাট্‌া-মি, **নক্‌স-ভ, ওপি,*পলিপো, পাল্‌স, *সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

,, ১১টার সময় একদিন, ৪টার সময় অন্যদিন—ক্যাল্‌কেরিয়া।

,, ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে—কেলি-কার্ব, কোবাল্‌ট।

,, ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—জেল্‌স।

,, ১১টা এবং ৪টার সময়—**ক্যাক্‌টাস্।

,, ১২টার সময়—*এণ্টি-ক্রুড্‌,ইলাটি,

ইল্যাপ্স, ইউপেটো-পার্ফো, ফেরা, *কেলি-কার্ব, *ল্যাকে, লোবি, মার্ক, নক্স-ভ, * সাইলি, *সাল্ফা।

,, ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—*আর্স, *ল্যাকে।

অপরাহ্নঃ——

,, ১টার সময়—**আর্স, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফা, * সিনা, ইলাটি, * ল্যাকে, ইউপেটো-পার্ফো, মার্ক, ফস্, নক্স-ম, পলিপো, ** পাল্স, সাইলি, সাল্ফা।

,, ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—**আর্স, ইউপেটো-পার্ফো, ন্যাট্রা-মি।

,, ২টার সময়—**আর্স,*ক্যাল্কে, ক্যাম্ফা, সিকুটা, কুরারী, * ইউপেটো-পারফো, জেল্স, প্ল্যান্টেগো, সাইলি, সাল্ফা।

,, ২½ টার সময়—লিডাম্।

,, ৩টার সময়—**এঙ্গুষ্টুরা,**এণ্টি-টার্ট, ** এপিস্, আর্স, এসাফি, *ক্যাম্ফা, **সিড্রন, **চায়নি-সাল্ফ, সিকুটা, কফি, কোনা, কুরারী, ফেরা, পিট্রো, পলিপো, লাইকো, ** ষ্ট্যাফি, * থুজা, স্যাবাডি, স্ট্যাম্বু, সাইলি।

,, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—এপিস্, এসাফি, পলিপো।

,, ,, ,, ৬ টা পর্য্যন্ত—আর্স, ইউপেটো-পারফো।

,, ৪টার সময়—ইস্কিউ, এনাকা, *এপিস্, ক্যাম্ফা, কষ্টি, এসাফি, বোভি, **সিড্রন, হেলে, ক্যামো, কোনা, *হিপা, ইপিকা, কেলি-আইয়ড্, ফস্-এসি, পলিপো, পিট্রো, ** লাইকো, ** পাল্স, ন্যাট্রা-মি, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ভ, জেল্স, গ্র্যাফা, গ্যাম্বো, ফেলাণ্ড্রি, স্যাম্বু, সিপি, সাইলি।

,, ৪ টা হইতে ৭টা—ন্যাট্রা-মি।

,, ,, ,, ৮টা পর্য্যন্ত—বোভি, গ্র্যাফা, কেলি-বাই, * হিপা, হেলে, **লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, * স্যাবাডি।

,, ,, ,, ১০টা পর্য্যন্ত—ফেলাণ্ড্রি-য়াম্।

,, ৫ টার সময়—এলাম্, এপিস, এমোনি-মি, আর্স, বোভি, ক্যাপ্সি, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-এনি, * সিড্রন, *চায়না, কোনা, ইউপেটো-পার্ফো, গ্যাম্বো, হেলে, জেল্স, গ্র্যাফা, হিপা,**কেলি-কা, কেলি-আই, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, নক্স-ভ, হ্রাস্, স্যাবাডি, সাল্-ফার্, স্যাম্বু, সিপি, সাইলি, ** থুজা।

,, ৫টা হইতে ৬টা—ক্যাপ্সি, থুজা, কেলি কা, ফস্, সাল্ফা।

,, ৫টা হইতে ৮টা—এলাম্, কার্ব্ব-এনি, ন্যাট্র-মি, গ্যাম্বো।

,, ৬টা—*এণ্টি-টার্ট, এমোনি-মি, আর্স, বেল্, বোভি, ক্যাম্ব্বা, **হিপা, ** কেলি-কার্ব, লাইকো, কার্ব্ব-এনি, হেলে, ন্যাট্র-মি, * হ্রাস্, ক্যাপ্সি, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, *সিড্রন, * সাইলি, ফস্-এসি, ফেলাণ্ড্রি, ফস্, থুজা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, পিট্রো, স্ট্যাম্ব্র, কেলি-আই, সিপি, সাল্ফা।

,, ৬টা হইতে ৮টা রাত্রি—কেলি-আইয়ড্, সাল্ফা।

,, ৭টার সময়—এলাম্, এমোনি-মি, * বোভি, ক্যাল্কে, ক্যাম্ব্বা, হেলে, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, *সিড্রন, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-কা, **হিপা, কেলি-আইয়ড্, ফস্-এসি, ফস্, ** লাইকো, ন্যাট্র-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, নক্স ম, সাল্ফা, থুজা, ** হ্রাস্, ফেলাণ্ড্রি, সাইলি, সাল্ফা।

রাত্রিঃ—

,, ৭½ টার সময়—থুজা।

,, ৮ টার। সময়—এলাম্, আর্স, ব্যারাই-কা, *বোভি, ইল্যাপ্স্, হেলে, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, কেলি-আই, ক্যাম্ব্বা, কার্ব্ব-এনি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, **হ্রাস্, ফেলাণ্ড্রি, ফস্-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, থুজা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, সাল্ফা।

,, ৯ টার সময়—* বোভি, আর্স, ক্যাম্ব্বা, কার্ব্ব-এনি, গ্যাম্বো, জেল্স, হাইড্রাষ্ট, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ম, নক্স-ভ, ফেলাণ্ড্রি, ফস্-এসি, পলিপো, স্ট্যাবাডি, সাল্ফা।

,, ১০ টার সময়—আর্স, ইল্যাপ্স্, * বোভি, ক্যাম্ব্বা, কার্ব্ব-এসি, চায়নি-সাল্ফ, হাইড্রাষ্ট, কেলি-আইয়ড্, ম্যাগ্নে-কা, স্ট্যাবাডি, * পিট্রো, ফস্-এসি, ফেলাণ্ড্রিয়া।

,, ১১টার সময়—আর্স, **ক্যাক্টা, ক্যাম্ব্বা, কার্ব্ব-এনি, সাল্ফা।

,, ১২ টার সময়—*আর্স, ক্যাম্ব্বা, কষ্টি, সাল্ফা।

,, ১টা—**আর্স, ক্যাম্ব্বা, পাল্স, সাইলি।

,, ২টা—** আর্স, ক্যাম্ব্বা, হিপা, ল্যাকে, পাল্স, সাইলি।

,, ৩টা— ** এমোনি মি, ক্যাম্ব্বা, সিড্রন, লিডা, ন্যাট্র-মি, সাইলি, থুজা।

,, ৪টা—**এলাম্, এমোনি-মি, আর্নি, **সিড্রন, কোনা, ন্যাট্র-মি, সাইলি।

,, ৫টা—*বোভি, * চায়না, কোনা,

ড্রসি, * স্যাট্রা-মি, * পলিপো, সিপি, সাইলি।

নিম্নলিখিত সময়ে শীত না হইয়া জ্বর হয়ঃ—

পূর্ব্বাহ্নঃ—

,, ৬টা হইতে ১০টা—হ্রাস্-টক্স।

,, ৭ টার সময়—পডো।

,, ৯ টার সময়—কেলি-কার্ব।

,, ৯ টা হইতে ১২টা—ক্যামো।

,, ১০টার সময়—ন্যাট্রা-মি।

,, ১০টা হইতে ১১টা—**ন্যাট্রা-মি, থুজা।

,, ১১টারসময়—*ব্যাপ্টি,ক্যাক্টা, ক্যাল্কে, ** ন্যাট্রা-মি, থুজা।

,, ১২টার সময়—*ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

,, ১২ টা হইতে ১টা অপরাহ্ন—সাইলি।

অপরাহ্নঃ—

,, ১টা হইতে ২টা—**আর্স।

,, ২টার সময়—**পাল্স্।

,, ২টা হইতে ৩টা—কুরারী।

,, ৩টার সময়—কফি, কুরারী, ফেরা, লাইকো, নিকোলাম।

,, ৩টা হইতে ৪টা—**এপিস্, ক্লেমা, লাইকো।

,, ৪টা—**এনাকা, *এপিস্, আর্স, গ্র্যাফা, হিপা, ইপিকা,কেলি-বাইক্রো।

,, ৪টাতে জ্বর আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়—আর্স, হিপা, পাল্স।

,, ৫টা—কোনা,কেলি-বাই, পিট্রো, কেলি-কার্ব, স্যাবাইনা।

,, ৫টা হইতে ৫½ টা পর্য্যন্ত জ্বরে জিহ্বায় সূঁচ বিদ্ধের ন্যায় বোধ—সিড্রন।

,, ৫টা হইতে ৬টা—কোনা।

৬টা—ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, *কেলি-কার্ব, **নক্স-ভ, পিট্রো।

,, ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা—ল্যাক্-নাস্থি।

,, ৬টায় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে—*নক্স-ভ, লাইকো, হ্রাস।

,, ৬টা হইতে রাত্রি ৭টা—ক্যাল্কে, নক্স-ভ।

,, ৬টা হইতে ৮টা—কষ্টি, এণ্টি-টার্ট।

,, ৭টা—ইস্কিউ, বোভি, লাইকো, *ক্যাল্কে, ** নক্স-ভ, * হ্রাস।

,, ৭টা হইতে ৮টা রাত্রি—এম্ব্রা।

৭টা হইতে ১২টা রাত্রি—ইস্কিউ।

রাত্রিঃ—

,, ৮টা—কফি, ফেরম, হিপা, সাল্ফা

,, ১০টা—*আর্স, হাইড্রাষ্ট, ল্যাকে, পিট্রো, স্যাবাডি।

,, ১১টা—**ক্যাক্টাস্।

১২টার সময়—ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

,, ১২টা হইতে ৩টা——**আর্স, কেলি-বাই।

,, ,, হইতে ২ টা—আর্স।

,, ১টা হইতে ২টা—আর্স।

,, ২টা হইতে ৪টা—কেলি-কার্ব।

,, ৩টার সময়—এস্কুই, থুজা।

,, ৪ টার সময়—আর্ণি।

জ্বর-চিকিৎসা।

(৩)

জ্বরের ১। পূর্ব্বাবস্থা, ২। শীত, ৩। তাপ, ৪। ঘর্ম্ম, ৫। তৃষ্ণাদি উপসর্গানুসারে ঔষধ মনোনয়ন শিক্ষা।
[এই মনোনীত ঔষধ নিচয় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিশেষ-ভৈষজ্য-তত্ত্ব-সাহায্যে, চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটী নির্ব্বাচন সহজেই করা যায়।]

১। পূর্ব্বরূপ বা উপক্রমাবস্থায়——

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—কার্ব্ব-ভ, * ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, ** পডো, ষ্ট্রাস্।

,, ,, কটী স্থানে—*ইস্কিউ, ** পডো।

শরীরে বেদনা—**ইউপেটো-পারফো চায়না, ন্যাট্রা-মি।

পেটে বেদনা—আর্স, ইলাটি, ইউপেটো-পারফো, চায়না।

কাশি—এপিস্, **হ্রাস, রুমেক্স্, স্যাম্বু।

উদরাময়—আর্স, সিনা, পাল্স্, ভিরাট্, জেল্স্, (পাল্স্ রাত্রিতে), (ফেরা, সাল্ফা—অতি প্রাতে)।

চরণ শীতল—কার্ব্ব-ভ।

শিরঃপীড়া—*ইস্কিউ, আর্স, **ব্রাই, চায়না, সিড্রন, ইলাটি, ইপিকা, *ন্যাট্রা-মি, হ্রাস, থুজা।

ক্ষুধা, অত্যন্ত—চায়না, ফস্, সিনা, ইউপেটো-পারফো, **ষ্ট্যাফি।

অলস বোধ—আর্স, *ব্যাপ্টি, ন্যাট্রা-মি, পলিপো।

শাখানিচয়ে বেদনা—নক্স-ভ, আর্স, আর্ণি।

বমনেচ্ছা—আর্ণি, সিনা, *চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, ** ইপিকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, স্যাম্বু।

নিদ্রালুতা—**আর্স, পাল্স্, কর্ণাস-ফ্লোরি, ** চায়না।

তৃষ্ণা।—এলোষ্টন, ** এমোনি-মি-**ইউপেটো-পারফো, আর্ণি, আর্স, *ব্রাই, সিনা, **চায়না, ল্যাকে, **পাল্স্, স্যাম্বু, *সাল্ফা, (ন্যাট্রা-মি ইউপেটো-পারফো, আর্ণি;—শরীরে বেদনাসহ)।

মূত্রত্যাগ—জেল্স।

বমন—এপিস্, সিনা, **ইউপেটো-পারফো, *ফেরা, *ন্যাট্রা-মি, পাল্স্, সিকেলী। (লাইকো—টক্ বমন)।

হাই তোলা—ইস্কিউ, এণ্টি টা, আর্ণি, আর্স, *ইউপেটো-পারফো, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, *নক্স-ভ, হ্রাস।

২। জ্বরের শীতাবস্থা।

জ্বরের সময় শীত না হইলে অর্থাৎ শীতাবস্থার অভাব—এনাকা, এপিস্, *আর্স, *ক্যাল্কে, * জেল্স্, *থুজা ইপিকা, নক্স-ভ,।

জ্বরে শীতাবস্থাই অধিকতম প্রবল—** এণ্টি-ক্রুড্, ** এরানিয়া, আর্ণি, * বোভি, ** ক্যাম্ফ, ** কাল্পা, **চায়নি সা, *চায়না, সিড্রন, *লাইকো, **নক্স-ভ, * স্যাবাডি, **ষ্ট্যাফি, সিকেলী, **ভিরাট্।

ঐ দুই প্রহরের পর—**আর্স, পাল্স্, ** লাইকো, হ্রাস।

ঐ—দুই প্রহর সময়—*এণ্টি-ক্রু, ইলাটি, **সাল্ফা।

ঐ—প্রাতে—*ব্রাই, ** ইউপেটো-পারফো, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, **পডো। *সিপি, ভিরাট্।

ঐ—সন্ধ্যার সময়—* সিনা, * ফস্, **পাল্স, আর্ণি, **হ্রাস্, *সাল্ফা, হিপা।

ঐ—রাত্রিতে—এপিস্ *মার্ক, ফস্।

শীতাবস্থার উপস্থিত সময় কালীয় লক্ষণচয়। }ঃ——

উদর স্ফীতি—সিনা, *কেলি-কা।

মানসিক অস্থিরতা—একোন্, **আর্স' ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, নক্স-ভ, পাল্স, ভিরাট্।

ক্ষুধা অত্যন্ত—চায়নি-সা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ক্যাপ্সি, *চায়নি-সা, ইউপেটো-পারফো, * নক্স ভ, *পলিপো, পাল্স।

গাত্র ও অস্থিতে বেদনা—এরানি, আর্ণি, আর্স, * ব্যাপ্টি, ইউপেটো-পারফো ও পারপিউ, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, স্যাবাডি।

অজ্ঞান বা চেতনাশূন্য—(১) হিপা, বেল্, (২) ন্যাট্রা-মি।।

কন্ভাল্শন—ল্যাকে, নক্স-ভ, মার্ক।

কাশি—এপিস, **ব্রাই, ক্যাল্কে, সিনা, ক্রিয়েজো, ফস, *সোরি,**হ্রাস্, **স্যাবাডি, *স্যাম্বু, সাল্ফা।

„ জল পানের পরে—** সোরি।

ডিলিরিয়াম্—(২৮৮ পৃষ্ঠার ৮৫ পেরা দেখ।)

উদরাময়—আর্স, *ইলাটি, ফস, হ্রাস ভিরাট্।

নিশ্বাসে কষ্ট—** এপিস্, আর্ণি, সিনা, * থুজা, * ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স্, জেল্স্।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ক্রিয়ে-জোট্।

উর্দ্ধ ও নিম্নশাখা শীতল—**ক্যাম্ফ, *ক্যাম্বা, কার্ব্ব-ভ, *সিড্রন, কল্চি, কোনা, হিপা ইপিকা, লাইকো, ** মিনিয়াম্থ, *ন্যাট্রা- মি, নক্স-ম, **নক্স-ভ, **ফস্, *ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

পায়ের পাতা দুখানি অত্যন্ত শীতল—

এণ্টি-ক্রু, **মিনিয়াম্থ, **ফস্, বেল, * এপিস্, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, * চায়না, * হিপা, হাইযস্, লাইকো, * ওপি, সোরি, থুজা, * ইউপেটো, **সিপি, **ভিরাট্, মার্ক, জেল্স, ক্যাম্বা।

হাতের পাতা শীতল—(১) ক্যাম্বা, কার্ব্ব-ভ, মিনিয়াম্থ, *ফস্, সিকেলী.

ভিরাট্; (২) আর্ণি, ক্যাক্টা, চেলি, ফেরা, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, লিডা, লাইকো, মার্ক, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পলিপো, পাল্স্, হ্রাস্, সিপি, থুজা, **ক্যাম্ফ।

মস্তক উষ্ণ—একোন্, ** আর্ণি, *বেল, চায়না, ইউপেটো, নক্স-ভ, *ষ্ট্র্যামো, *ওপি ভিরাট্।

ক্ষুধা—**সিনা, নক্স-ভ, ফস্, ** সাইলি, ষ্ট্যাফি।

যকৃৎমধ্যে বেদনা—আর্স, * চায়না, ব্রাই, নক্স-ভ, **পডো, *ভিরাট।

কটিতে বেদনা—আর্স, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, নক্স-ভ, ইস্কিউ।

শব্দাদি কর্ণে সহ্য হয় না—*হাইয়স্, **ক্যাপ্সি, *বেল্।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—আর্স, জেল্স্, ** এপিস, * কেলি-কা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স্, *থুজা, জিঙ্ক্।

নিদ্রা—এণ্টি-ক্রু, এণ্টি-টা, **এপিস্, সাইমেক্স, জেল্স, *কেলি-আইয়ড্, লাইকো, মার্ক, *মেজি, ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ম, নক্স-ভ, **ওপি, সাইলি পডো, সোরি।

প্লীহাস্থানে বেদনা—*ব্রাই, **চায়নি-সা, *ইউপেটো-পারফো, **পডো, *বার্বেরিস্।

তৃষ্ণা—'২৩৯ পৃষ্ঠা ১৫ পেরা হইতে ১৪ পেরাগ্রাফ দেখ।

ঐ—অভাব—(২৪৪ পৃষ্ঠা দেখ)।

পুনঃপুনঃ প্রস্রাবোদ্বেগ—*ক্যান্থা, মার্ক, **পিট্রোসি।

বমনেচ্ছা—(১) *আর্স, * লাইকো, ন্যাট্রা-মি, * স্যাবাডি, ইউপেটো-পারফো, (২) ইপিকা, বেল্, পাল্স, ব্রাই, সিনা, হ্রাস্, ভিরাট্।

বমন—এলাম্, *আর্ণি, আর্স, এসা-ফি, **ইউপেটো-পারফো, গ্যাম্বোজ, ইগ্নে, *ইপিকা, ল্যাকে, **লাইকো, (অম্ল বমন), *ভিরাট্, **ফেরা।

হাইতোলা—আর্স, *ব্রাই, *ক্যাপ্সি-কষ্টি, সিমিসিফিউ, *সিনা, ** ইলাটি, ** ইউপেটো-পারফো, * গ্যাম্বোজ, লাইকো, ম্যারাম-ভি, মেজি, মার্ক, *মিনিয়াস্থ, এসিড্-মিউ, **ন্যাট্রা-মি, ফস্, সাইলি, *ওলিয়েণ্ডা, থুজা।

৩। জ্বরের তাপাবস্থা।*

উদর-স্ফীতি—আর্স।

পেটের মধ্যে বেদনা—আর্স, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্ব-ভ, সিনা, ইলাটি, ইগ্নে, নক্‌স-ভ, হ্রাস্‌।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—আর্ণি, ক্যাপ্‌সি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়নি-সা, ইউপেটো-পারফো, সাল্‌ফার, হাইয়স্‌, লাইকো, ইগ্নে, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, **নক্‌স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস।

শরীরের ভিতর যেন জ্বলিয়া যায়—*আর্স, হাইয়স্‌, *বেল্‌, **হ্রাস্‌।

শিরায় শিরায় যেন শীত প্রবাহিত হয়—ভিবাট্‌।

শিরাগুলি পুষ্ট এবং প্রকাশিত—*এগার, *বেল্‌, **ক্যাম্ফ, **চায়না, *চায়নি-সাল্‌ফ, **হাইয়স্‌, **লিডা, *পাল্‌স, **ডিজি।

শরীরে বেদনা—আর্স, *ইউপেটো-পারফো এবং পারপিউ ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, *আর্ণি, ব্যাপ্‌টি।

,, ,, এমন কি স্পর্শ করা যায় না—পাল্‌স, স্পাইজি, ** ষ্ট্র্যামো, **নক্‌স-ভ।

কোমরে বেদনা—ক্রোটন, কেলি-কার্ব্ব।

যকৃতে বেদনা—আর্স, চায়না, ইলাটি, *নক্‌স-ভ।

প্লীহাতে বেদনা—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইউকেলিপ্‌টাস্‌, নক্‌স-ভ, পডো, বার্ব্বেরিস্‌।

শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও অস্থিরতা—এপিস্‌, আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ক্যাক্‌টা, সিনা, সিমিসিফিউগা, ইল্যাপ্‌স, ইপিকা, কেলি-কা।

কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা—আর্ণি, ক্যাক্‌টা, ইগ্নে, ওপি, লরোস, ফস্‌-এসি।

কন্‌ভাল্‌শন্‌—কুরারী, * হাইয়স্‌, **নক্‌স-ভ, ওপি, **ষ্ট্র্যামো।

কাশি—**একোন, *ব্রাই, চায়না, ড্রসি, ইউপেটো-পারফো, **ইপিকা, লোবি, সাল্‌ফা।

কাশিবার সময় বুকে বেদনা—**ব্রাই, একোন।

কাশিতে কাশিতে বমন—ইপিকা।

ডিলিরিয়াম্‌—(২৮৮ পৃষ্ঠায় ৮৪ হইতে

* থার্মোমিটার দ্বারা দেখিতে তাপের বৃদ্ধি হইলে তাহাকে তাপাবস্থা বুঝিবে।

৮৯ পেরাগ্রাফ পর্য্যন্ত দেখ।)

উদরাময়—**সিনা, কোনা, ইলাটি, পাল্‌স, হ্রাস্‌, থুজা, (** আইয়ড্‌, যেদিন জ্বর নাই সেইদিন উদরাময়)।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—একোন্‌, ** এপিস্‌, *আর্ণি, আর্স, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব-ভ, ক্রোটন, সিমিসিফি, ইগ্নে, ইপিকা, * কেলি-কা, লাইকো, ফস্‌, পাল্‌স, সিপি।

চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিতে পারে না—*জেল্‌স।

„ ঊর্দ্ধ পত্র স্ফীত—এপিস্‌, ** কেলি-কা।

„ পিউপিল সংকুচিত——ওপি, ভিরাট্‌, লরোসি।

„ „ প্রসারিত—*বেল্‌, *হেলে, ষ্ট্র্যামো।

মূর্চ্ছা—এনাকা, **একোন্‌, **আর্ণি বেল, ক্যাল্‌কে, কুরারী, ইউপেটো-পারফো, মার্ক, **ন্যাট্রা-মি, ফস্‌, ওপি, নক্স-ভ।

ভয়—*একোন্‌, জেল্‌স।

কপালে ঘর্ম্ম—এণ্টি-টার্ট, ইপিকা, ম্যাগ্নে-সা, সারসা, ষ্ট্যাফি, **ভিরাট্‌।

শয্যা কঠিন বোধ হয়—* আর্ণি, ব্যাপ্‌টী, এসিড্‌-মিউর।

চরণদ্বয় শীতল—এনাকা, এণ্টি-ক্রুড্‌, *আর্ণি, এসাফি, বেল্‌, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, ল্যাকে, মিনিয়াস্থ, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস-এসি, পাল্‌স, স্থাবাডি, *ষ্ট্যাম্বু, ** ষ্ট্র্যামো, ** সাল্‌ফা।

„ জ্বালাযুক্ত—ইস্কিউ, ক্যাম্থা, কুপ্রাম, *ফেরা, গ্র্যাফা, *ল্যাকে, **সাল্‌ফা।

হস্তদ্বয় শীতল——*আর্ণি, এসাফি, ক্যাম্থা, ক্যাপ্‌সি, ইপিকা, এসিড-না-ইট্রি, পাল্‌স, *থুজা।

„ উষ্ণ—ইস্কিউ, এনাকা, ক্যাম্থা, *ফেরা, **ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ** সাল্‌ফা।

নিম্ন শাখা শীতল—কার্ব্ব-এনি, সিপি, **ষ্ট্র্যামো।

শিরঃপীড়া——একোন্‌, ইস্কিউ, ** আর্ণি, *আর্স, **বেল্‌, ব্রাই, ক্যাক্‌টা ল্যাকে, কার্ব্ব-ভ, চায়নি-সা, **চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, কেলি-বাই, ন্যাট্রা মি, * পডো, *হ্রাস্‌ ** সাইলি, ** নক্স-ভ।

ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো বা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় ওষ্ঠের উপরি দেখা যায়—হিপা, ইগ্নে, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, হ্রাস, (উপর ওষ্ঠে)।

যকৃৎ স্থানে বেদনা—আর্স, চায়না, ইলাটি, * নক্স-ভ, বার্ব্বেরিস্।

অত্যন্ত কথা বলা—*কার্ব্ব-ভ, ** ল্যাকে, ** ম্যারাম্, ** পডো।

শুষ্কার বা বমনেচ্ছা——এণ্টি-টার্ট, এরানিয়া, *আর্স, ব্রাই, * কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, *ইলাটি, ইউপেটো-পারফো, *ইপিকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, স্যাবাডি, থুজা, ভিরাট্।

অস্থিরতা, বিছানায় ছট ফট্ করা কিম্বা সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—*একোন, এমোনি-কা*আর্ণি, **আর্স, ব্যাপ্টি, ব্যাবাইটা, বেল্, ক্যাপ্সি, *ক্যামো, সিনা, চায়না *জেল্স, ইপিকা, ম্যাগ্নে-মি, **হ্যস্। *পাল্স, স্যাবাইনা, ভিরাট্, * সিকেলী।

নাড়ী পূর্ণ—একোন্, ক্যাম্ফ, চায়নি-সা, হ্যস্, সিকেলী, ভ্যালিরি।

গাত্রাবরণ উন্মোচনে অত্যন্ত কম্প—এপিস্, আর্ণি, ** নক্স-ভ, ষ্ট্যামো।

নিদ্রা—**এণ্টি-টার্ট, এপিস্ সিড্রন ক্যাপ্সি, * চায়না, ইউপেটো-পারফো জেল্স, ইগ্নে, ল্যাকে, লরোসি, লাইকো, **মেজি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, **ওপি, ** পডো, ** রোবিনিয়া, হ্রাস্, ষ্ট্যামো, স্যাম্বু।

নিদ্রালুতার ভাব—এপিস্, সিড্রন, চায়না, *জেল্স হিপা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-কা, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, হ্রাস্, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

অনিদ্রা——একোন্, আর্ণি, আর্স, এসাফি, কফি, কোনা, গ্র্যাফা, হাই-য়স্, ন্যাট্রা-কা, পাল্স, ষ্ট্যাফি।

হাঁচি—চায়নি-সা।

প্লীহাতে বেদনা—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইউকেলিপ্টাস্, * নক্স-ভ, পডো, হ্রাস্, রোবিনিয়া, বার্ব্বেরিস্।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ——ল্যাকে, ক্যাপ্সি।

গাত্র অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা অর্থাৎ গায়ে কাপড় রাখিতে চাহেনা—একোন্ এপিস্, আর্ণি, * আর্স, বার্ব্বেরিস্, ক্যাল্কে, *চায়না *ইউপেটো-পারফো ফেরা, * হিপা, আইয়ড্, * ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ** ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *ওপি, *পিট্রো, ষ্ট্যাফি, **পাল্স, স্পাইজি, ভিরাট্।

গাত্রবস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে চায় অর্থাৎ গায়ে কাপড় রাখিতে চাহে—এপিস্, আর্স, * বেল্, ক্লেমা, কফি,

কলোসি, কোনা, হিপা, *ম্যাগে-কা, মার্ক, নক্স-ম, **নক্স-ভ, ফস-এসি, পাল্স, হ্রাস, *স্যাম্বু, *ষ্ট্র্যামো, *ষ্ট্রন্শি।

গাত্র অনাবৃত করিলেই শীত বোধ—আর্ণি, *চায়না, ** নক্স-ভ, পাল্স।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—এগার, বেল্, লাইকো, মার্ক, ফস্-এসি, হ্রাস্ ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

মূত্রে সাদা সাদা সেডিমেণ্ট—ফস্ সিপি।

প্রস্রাব বহু পরিমাণে—এণ্টি-টার্ট, আর্জেণ্টাম্, **সিড্রন, ক্যামো, ডাল্-কা, * ইউপেটো-পারপিউ, এসিড্-মিউ, * ফস্, ষ্ট্র্যামো।

আর্টিকেরিয়া——এপিস, ** ইগ্নে, * হ্রাস্।

বমন—এস্‌ট্রোন, এণ্টি-ক্রুড, আর্স, (জল বমন), ব্রাই, ক্যাক্টা, *ক্যামো, *সিনা, কোনা, ইলাটি, ** ইউপেটো-পারফো এবং পারপিউ, ফেরা, ইগ্নে, * ইপিকা, ল্যাকে, *লাইকো, (অম্ল বমন) **ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, থুজা।

„ পিত্ত—*ক্যামো, *সিনা, *ইউ-পেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি, থুজা।

„ অজীর্ণ পদার্থ—সিনা, ইউপেটো-পারফো, ফেরা, ইগ্নে, নক্স-ভ।

ক্রন্দন—স্পঞ্জি।

হাইতোলা——ইস্কিউ, ক্যাল্কে, **চায়নি-সা, সিনা, কেলি-কার্ব্ব, * হ্রাস, স্যাবাডি।

জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর——* একোন্, *এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, **আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, চায়নি-সা, ডিজি, কল্চি, হিপা, লাইকো, ** মেজি, ** ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, *নক্স-ভ, * ওপি, পাল্স, ** হ্রাস, ** সিকেলী, **সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

জ্বরের তাপে শরীর জ্বলিয়া যায়—* একোন, * আর্ণি, এণ্টি-টার্ট, ** এপিস, ** আর্ণি, *বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্যাক্টা, চেলি, কুবাবী, ডাল্-কা, *ইল্যাপ্স্, হেলে, * হিপা, *হাই-য়স্, ল্যাকে, লরোসি, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মস্কাস্, নক্স-ভ, ** ওপি, (ঘর্ম্ম সহিত), **পাল্স, স্যাবাডি, সিকেলী, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যানা, **হ্রাস্।

তাপসঙ্গে শীত—**এপিস্, **আর্ণি, *কষ্টি, *ইল্যাপ্স, *কেলি-বাইক্র, ল্যাকে, ল্যাক্নান্থি, মার্ক্, **নক্স-ভ, পিট্রো, ফস, *পডো, **পাল্স, হ্রাস,

*সিকেলী, *সাইলি, ** সাল্‌ফা, *জেল্‌স।

,, ,, লেপের ভিতর হইতে হাত বাহির করিতে—**নক্‌স-ভ, আর্ণি, *ষ্ট্র্যামো।

তাপ ও তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম—**এলাম্‌ এমোনি-মি, **এণ্টি-ক্রু, **কোনা, ক্যাম্ফ, ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, *কেলি-আই, ** মেজি, ** ওপি, **ফস্‌, **পডো, ** সোরি, *হ্রাস্‌ **পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, **ভিরাট্‌।

তাপের পর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক—**সিমিসিফি, ডাল্‌কা, **ইউপেটো-পারফো, ইগ্নে।

তৃষ্ণা—(২৩৯ পৃষ্ঠার ১৪ পেরা হইতে ৪ প্যারা পর্য্যন্ত তৃষ্ণা দেখ)।

তৃষ্ণার অভাব—(২৪৪ পৃষ্ঠার ১ পেরা হইতে ৫ পেরা পর্য্যন্ত দেখ)।

তাপের পর তৃষ্ণা—এনাকা, এমোনি-মি, *চায়না, কফি, নক্‌স ভ, ওপি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো।

৪। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থা।

ঘর্ম্ম—(২৬২ পৃঃ হইতে ২৭৪ পৃঃ পর্য্যন্ত দেখ। বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থ ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ হইতে ৬০ পেরাগ্রাফ, পর্য্যন্ত দেখ।

ঘর্ম্মের পর ক্ষুধা—**সিনা (অত্যন্ত) ষ্ট্যাফি।

,, ,, উদরাময়—পাল্‌স।

,, ,, কাশি—ইউপেটো-পারফো, সাইলি।

,, ,, তৃষ্ণা—বেল, বোরাক্‌স, **লাইকো, নক্‌স-ভ, স্যাবাডি।

ঘর্ম্মের অভাব—(২৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

ঘর্ম্মাবস্থায় শীত—এণ্টি-ক্রুড্‌, ব্রাই, * ইউপেটো-পারফো এবং পার্পিউ, *ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্‌, **নক্‌স-ভ, (নড়া চড়া করিলে বা বাতাস লাগাইলে)।

ঘর্ম্ম কতক সময়, পুনঃ তাপ ও শরীর শুষ্ক খস্‌খসে, আবার কিছুকাল পরে

ঘর্ম্ম, এই প্রকার হইতে থাকে—এণ্টি-ক্রুড্।

পিপাসা, ঘর্ম্মাবস্থায়—(২৪০ পৃষ্ঠায় ১৮, ১৯ পেরাগ্রাফ দেখ)।

পেট ফাঁপা—ষ্ট্র্যামো।

গাত্র-বেদনা—ইউপেটো-পারফো।

পেটে বেদনা—নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো।

কন্‌ভাল্‌শন্ বা আক্ষেপ—নক্স-ভ।

কাশি—*আর্স, ব্রাই, ** ড্রসি, ইপিকা।

গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখিতে ইচ্ছা—* একোন্, ইথু, অরাম্, ক্রেমা, কলোসি, কোনা, নক্স-ম, **নক্স-ভ, *স্যাম্বু, *ষ্ট্র্যামো, *ষ্ট্রন্‌শি।

গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চায় না—*একোন্, ক্যাল্‌কে, *ইউপেটো-পারফো, ফেরা, আইয়ড্, লিডা, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, * ওপি, স্পাইজি, ভিরাট্, ষ্ট্যাফি।

গায়ের কাপড় ফেলিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করে—ইথু, ষ্ট্র্যামো।

ডিলিরিয়াম—থুজা।

উদরাময়—একোন্, চায়নি--সা, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

মূর্চ্ছা—এনাকা, * এপিস্, আর্স, চায়না, ইগ্নে, সাল্‌ফা।

শিরঃপীড়া—আর্ণি, ইউপেটো-পারফো ন্যাট্রা-মি, হ্যাস্, থুজা।

ক্ষুধা—*সাইমেক্স, ** সিনা।

ঊর্দ্ধ ও নিম্নশাখা শীতল—*সিকেলী,

অত্যন্ত কথা বলা—**পাল্‌স।

নখ নীলবর্ণ—নাইট্রি-এসি।

নিদ্রা—আর্ণি, আর্স, বেল্, সিনা, চায়না, হাইয়স্, নক্স-ম, ** ওপি (নাক ডাকিয়া গাঢ় নিদ্রা) ফস্, ফস্-এসি, ** পডো, সোরি, * পাল্‌স, **হ্যাস্, স্যাবাডি, সাল্‌ফা।

প্লীহাস্থানে বেদনা—ট্যারাক্সেকাম্।

ঘর্ম্মাবস্থায় জ্বরের সকল লক্ষণ ও উপসর্গের বৃদ্ধি—ফেরা, ** ইপিকা, * মার্ক, ** ওপি।

প্রস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণ—একোন্, ডাল্‌কা, ফস্, এণ্টি-টার্ট।

প্রস্রাব ঘোলা—*ইপিকা, ফস্।

শীত, তাপ, ঘর্ম্ম,

জ্বরের এই তিনটী অবস্থার পরস্পর প্রকাশ ও সম্বন্ধানুসারে ঔষধ মনোনয়ন:—

১। শীত ও কম্প প্রধান জ্বর—(১)

ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, নক্স ভ, পাল্‌স, স্যাবাডি, ভিরাট্‌; (২) কফি, হাইয়স্‌, ইপিকাক, ফস্‌, রুটা, ষ্ট্যাফি।

২। কেবল মাত্র শীত ও উষ্ণাবস্থা কিন্তু ঘর্ম্ম নাই—(১) আর্ণি, আর্স, বেল্‌, ক্যামো, ডাল্‌কা, ইগ্নে, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, হ্রাস্‌, সাল্‌ফা; (২) একোন্‌, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এসি, হেলে, লাইকো, মার্ক, ফস্‌, ফস্‌-এ, পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, স্পাইজি, সাল্‌ফা, এন্টি-টার্ট, ভ্যালি।

৩। শীত ও ঘর্ম্মাবস্থা মাত্র থাকে কিন্তু উষ্ণাবস্থা মাত্র নাই—(১) কষ্টি, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, হ্রাস্‌, ভিরাট; (২) এমোনি-মি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, লাইকো, স্যাবাডি, সাল্‌ফা, থুজা।

৪। কেবলমাত্র উষ্ণাবস্থা, কিন্তু ঘর্ম্ম ও শীত নাই—(১) একোন্‌, বেল্‌, ব্রাই, ইপিকাক, নক্স-ভ, স্যাবাডি, ভ্যালি, ভিরাট্‌; (২) আর্স, ক্যাল্‌ক-কা, কফি, কলোসি, ডাল্‌কা, ল্যাকে, লাইকো, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৫। উষ্ণ এবং ঘর্ম্মাবস্থা কিন্তু শীত নাই—(১) আর্স, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, কফি, লিডা, নক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, হ্রাস্‌, ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, এমোনি-মি, বেল্‌, ব্রাই, কার্ব-এনি, চায়না, সিনা, হেলে, হিপা, ইগ্নে, ইপিকা, পাল্‌স, স্যাবাডি, ষ্ট্যাফি, টার্টা-এ, ভ্যালি, ভিরাট্‌।

৬। ঘর্ম্ম সর্ব্বপ্রধান—বেল্‌, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, হিপা, মার্ক, হ্রাস্‌, স্যাম্বু, সিপি, সাল্‌ফা ভিরাট্‌, একোন্‌, আর্স, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, স্ট্যাট্রা-মি, পাল্‌স।

৭। শীত, তাপ, ঘর্ম্ম প্রায় সমতুল্য—একোন্‌, আর্স, বেল্‌, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, হ্রাস্‌, স্যাবাডি, স্পঞ্জি, ভিরাট্‌; (২) চায়না, সিনা, হেলে, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্‌, পাল্‌স, স্যাবাইনা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের পূর্ব্বাপর প্রকাশানুসারে ঔষধাবলী।—

১। অগ্রেশীত পশ্চাৎতাপ—(১) একোন্‌ আর্ণি, বেল্‌, সিনা, হিপা, স্ট্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্‌, স্পাইজি, সাল্‌ফা; (২) ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, হাইয়স্‌, ইগ্নে, ইপিকা, স্ট্যাট্রা-মি, ফস্‌, ফস-এসি, স্যাবাডি, ভিরাট্‌।

২। অগ্রে তাপ পশ্চাৎ শীত—ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, নক্স-ভ, সাল্‌ফা,

(২) বেল্, লাইকো, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৩। কিছুকাল তাপ পুনঃ কিছুকাল শীত, ক্রমান্বয়ে এতাদৃশভাব—(১) আর্স ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, মার্ক, নক্স-ভ; (২) এসারাম, ব্যারাইটা, বেল্, ককিউ, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ফস, ফস্-এসি, স্যাবাডি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪। শীত এবং তাপ একত্রে এক সময়ে—(১) একোন্, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যামো, হেলে, ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সিপি; (২) এগ্নাস্, এসারা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, লাইকো, নাইট্রি-এ, ওলিয়েণ্ড্রা, স্যাবাডি, স্পাইজি, সাল্ফা, ভিরাট্!

(ক)—বাহিরে তাপ অভ্যন্তরে শীত—একোন, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মিনিয়ান্থ, নক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাইলি, স্কুইল, সাল্ফা।

(খ)—অভ্যন্তরে তাপ বাহিরে শীত—আর্ণি, ব্রাই, চায়না, হেলে, মার্ক, মস্কা-স, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাডি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৫। ঘর্ম্ম এবং শীত একত্রে এক সময়ে উপস্থিত—(১) লাইকো, পাল্স, স্যাবাডি, সাল্ফা; (২) আর্স, ক্যাল-কে, লিডা, নক্স-ভ, থুজা।

৬। শীতের পরে ঘর্ম্ম কিন্তু তাপ নাই—(১) কার্ব্ব-এনি, কষ্টি, লাইকো, হ্রাস্, থুজা, ভিরাট্; (২) ব্রাই, ক্যাপ্সি, ম্যাগ্নে, স্যাবাডি।

৭। তাপ ও ঘর্ম্ম একত্রে—(১) বেল্, ক্যাপ্সি, ক্যামো, হিপা, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্; (২) একোন্, ব্রাই, চায়না, সিনা, হেলে, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, ফস্, স্যাবাডি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি, ভিরাট্!

৮। তাপের পশ্চাৎ ঘর্ম্ম—(১) আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ইপিকা, হ্রাস্, ভিরাট্; (২) ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, সিনা, কফি, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ওপি, পাল্স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

জ্বরের উপসর্গ।

পূর্ব্বোক্ত উপক্রমাবস্থা, শীত, তাপ ও ঘর্ম্মাদির মধ্যে যে যে লক্ষণ ও উপসর্গাদি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখ।

তৃষ্ণা—২৩৯ পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠার ২৪ প্যারা দেখ। ৫৫২ পৃঃ দেখ।

ক্ষুধা শীতাবস্থায়—**সিনা, নক্স-ভ, ফস্, **সাইলি, ষ্ট্যাফি।

ক্ষুধা উষ্ণাবস্থায়—**সিনা, **চায়না, কুরারী, ইউপেটো-পারফো, **ফস্।

ক্ষুধা উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত (কিছুতেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়না অর্থাৎ রাক্ষসে ক্ষুধা) **চায়না।

ক্ষুধা ঘর্ম্মাবস্থায়—* সাইমেক্স, ** সিনা।

ক্ষুধা জ্বরের পর অর্থাৎ বিজ্বর অথবা জ্বরের বিরাম অবস্থায়—এন্টি-ক্রুড, আর্ণি, ব্যারাইটা, *কার্ব্ব এনি, কার্ব্ব-ভ, **সিনা, চায়না, ডিজি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, **আইয়ড, লাইকো, *মিনিয়াস্থ, নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, সিপি, ** ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভিরাট্।

ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে পারে না—ব্যারাইটা, ইল্যাপ্স, ইগ্নে।

ক্ষুধা, খাইলেও তৃপ্তি হয় না—এন্টি-ক্রুড্।

ক্ষুধার অন্যান্য লক্ষণ জন্য ২৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

জ্বরের সময় চক্ষু দিয়া জল পড়ে—ইউপেটো-পারফো।

শাখা সমস্তে বেদনা—আর্স, চায়না, বেল্, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, হ্রাস, ভিরাট্।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—আর্স, চায়না, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, ফেরা।

শোথ ও জলসঞ্চয়—আর্স, চায়না, ফেরা, হেলে, ষ্ট্র্যামো।

তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা—বেল্, কার্ব্ব-ভেজি, *হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, ওপি, হ্রাস্, এন্টি-টার্ট।

অত্যন্ত স্নায়বীয় ও মানসিক উত্তেজনা—আর্স, একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য-প্রবণতা, তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা, প্রলাপ, ডিলিরিয়াম্ চেতনাশূন্যতা ইত্যাদি—একোন্, বেল্,

ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব-ভেজি, কলোসি, হাইয়স্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, হ্রাস্, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালেরি।

অত্যন্ত শিরঃপীড়া—আর্ণি, আর্স, বেল্, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি।

পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণচয়—(বমন ইত্যাদি)—এণ্টি, আর্স, এসাফি, বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ডিজি, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, এণ্টি-টার্ট।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়—আর্ণি, আর্স, ক্যামো, চায়না, কলোসি, ইপিকা, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, ভিরাট।

যকৃতের অসুখ—আর্স, চায়না, মার্ক, নক্স-ভ।

প্লীহা সম্বন্ধে পীড়া—আর্স, ক্যাপ্সি, ফেরা, ক্যামো, চায়না, মেজি, নক্স-ভ।

সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ক্ষরণ)—একোন্, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা, হিপা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, স্থাবাডি, স্পাইজি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ—একোন্, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, চায়না, ফেরা, হিপা, ইপিকাক্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সিপি, সাল্ফা।

উপরোল্লিখিত উপসর্গ সমূহ জ্বরের শীতাবস্থার পূর্ব্ব সময়ে উপস্থিত হইলে (১) আর্ণি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, হ্রাস, (২) বেল্, ক্যাল্কে, সিনা, হিপা, ইগ্নে, নক্স-ভ, ফস্, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

„ উপসর্গ শীতাবস্থার সমকালে হইলে—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্সি, চায়না, হিপা, ইগ্নে ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, ভিরাট্; (২) আর্ণি, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, সিনা, হেলে, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, মেজি, নক্স-ম, স্থাবাডি, সিপি।

„ উপসর্গ উষ্ণাবস্থায়—(১) একোন্, আর্স, বেল্, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, হ্রাস্, (২) ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, চায়না, কফি, ড্রসি, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, ফস্-এসিড্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্।

„ উপসর্গ ঘর্ম্মাবস্থায়—একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যামো, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাল্ফা, ভিরাট্, জিঙ্ক।

„ উপসর্গ জ্বরান্তে হইলে—আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, সিকুটা, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, প্লাম্বা, হ্রাস্, পাল্স, স্টাবাডি, সিলা ব্যবহৃত হয়।

প্লীহার বিবৃদ্ধি – এরানি, আর্স, বেল্, *চায়না, *ইউপেটো-পারফো, ফেরা, ** আইয়ড, মার্ক, মেজি, পডো, পাল্স, নাইট্রি-এসি।

প্লীহা স্থানে বেদনা—এপিস্, আর্স, চেলি, চায়না, ফেরা, **স্যাট্রা-মি, ** নক্স-ভ, পডো, ট্যারাক্সে, কার্ব্ব-ভ।

জ্বর-চিকিৎসা।

(৪)

জ্বরের বিশেষ-ভৈষজ্য তত্ত্ব

অবিরাম জ্বরাদি ও ম্যালেরিয়া জ্বরাদির লক্ষণগত অনেক সাদৃশ্য থাকা হেতু তাহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব (বিশেষ সুবিস্তার ও সুবিধা জন্য) একই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল। কারণ; দেখিবে, যে সমস্ত সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রত্যেক জ্বরের হেডিং মধ্যে তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভৈষজ্য-তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জন্য তাহা বিশেষ সুবিধাজনক নহে, বরং অসুবিধাকর; যথার্থ প্র্যাক্‌টিকেল্ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রেই এ কথার মর্ম্ম বিলক্ষণভাবে বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এলোপ্যাথিক ও অন্যান্য প্রকার চিকিৎসার জন্য এপ্রকার ভৈষজ্য-তত্ত্ব পৃথক লেখা সুবিধাকর হইতে পারে বটে কিন্তু হোমিওপ্যাথির জন্য তাহা নহে; কারণ বহুস্থলে এমন হয় যে, লক্ষণের ঐক্য হইলে কোন এক হেডিং বা প্যারার ঔষধ-লক্ষণ অন্য জ্বরে এমন কি অন্য রোগেও প্রযুক্ত হইতে পারে এ কথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। তুমি ও আমি হইতে যেন মহাত্মা হানিমানের সুপ্রশস্ত

চিকিৎসা-পথ সংকীর্ণাকার প্রাপ্ত না হয়; সেই ভয়ে পুনঃ পুনঃ একথা স্মরণ করিয়া দিতেছি।

* প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা থাকিলে, এই জ্বর বেলেডোনার
** জ্বর, এই জ্বর রাস্-টক্সের জ্বর, এই জ্বর ব্রাইওনিয়ার জ্বর এতাদৃশ প্রকারে শিক্ষা করিতে যত অভ্যাস করিবে ততই উৎকৃষ্ট। পীড়ার নাম অনুসারে ঔষধে সীমাবদ্ধ থাকিলে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত জ্বর চিকিৎসা (১) (২) (৩) দ্বারা ঔষধ মনোনয়নে বিশেষ সাহায্য পাইবে। অত্রস্থ বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বে জ্বরের ঔষধ ও লক্ষণাদির বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তৃপ্তিমত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে।

[আবশ্যক হইলে ৮৮ পৃষ্ঠায় জিহ্বা ২১০ পৃষ্ঠায় কৃমি, ১৬৮ পৃষ্ঠায় ঘর্ম্ম, ৩০৬ পৃষ্ঠায় নানাবিধ বিকার ইত্যাদির ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ; তাহাতে ঔষধ নির্ব্বাচনে অনেক সহায়তা পাইবে; কারণ হোমিওপ্যাথির ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্য গণিতের অতিরিক্ত-কষার ন্যায় (As to Solve mathametical problems); ইহাতে যে কোন লক্ষণ অবলম্বনে ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে সাহায্য পাইতে পার; তাই এইকথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।]

——ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখার পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানা থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত জ্বর সমূহের ঔষধ নির্ব্বাচনার্থ নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ সকল দেখ। আবশ্যক হইলে অন্য প্যারাও দেখিবে:——

জ্বরের নাম	প্যারা দেখ।
(১) সামান্য জ্বর জন্য …	… ১। ২।
(২) টাইফয়েড্ জ্বর জন্য	… ৩। ১। ২।
(৩) টাইফাস্ জ্বর জন্য	… ৩। ২।
(৪) পৌনঃপুনিক জ্বর জন্য	… ৪। ১। ৫।
(৫) পীত জ্বর জন্য	… ৫। ১। ২।
(৬) সবিরাম জ্বর জন্য	… ১।

(৭) স্বল্পবিরাম জ্বর

অত্যুগ্র স্বল্পবিরাম জ্বর

বিলিয়াস ফিবার

গ্যাস্‌ট্রিক ফিবার

ইত্যাদি জন্য ... ১। ২। ৩। ৫।

অতএবঃ ———

" ১ম প্যারাতে"—সবিরাম জ্বর (ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার), সামান্য জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড্‌জ্বর ও বিলিয়াস্‌ ইত্যাদি জ্বর-জন্য দেখিবে।

" ২য় প্যারাতে"—স্বল্পবিরাম জ্বর (রেমিটেণ্ট ফিবার), অত্যুগ্র স্বল্পবিরাম জ্বর (সাইনোকা Synocha—প্রচণ্ড-জ্বর, প্রচণ্ড-স্বল্পবিরাম-জ্বর বা ইন্‌ফ্লামেটরি রেমিটেণ্ট জ্বর—৫২৫ পৃষ্ঠা ২ প্যারাতে) সামান্য জ্বর, বিলিয়াস্‌ জ্বর (বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার বা পিত্তজ্বর), গ্যাস্‌ট্রিক জ্বর (গ্যাস্‌ট্রিক ফিবার), টাইফয়েড্‌ জ্বর ইত্যাদি জন্য দেখ।

" ৩য় প্যারাতে"—টাইফয়েড্‌ জ্বর, টাইফাস্‌ জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, ইত্যাদি জন্য দেখ।

" ৪র্থ প্যারাতে" – পৌনঃপুনিক জ্বর ইত্যাদি জন্য দেখ।

" ৫ম প্যারাতে" – পীতজ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, ইত্যাদি জন্য দেখ।

_ এস্থলে ব্যবহারতঃ ১,২, ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা প্রত্যেক ঔষধকেই প্রধান প্রধান প্যারাতে বিভক্ত করা হইল, অত্র প্যারা শব্দে ঐ প্রধান প্যারাই বুঝিবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত প্যারা সকল, অঙ্ক-চিহ্নিত প্রধান প্যারার গর্ভস্থ জানিবে। আর একটী কথা বলিয়া রাখিঃ – মনে কর " ১। প্যারা " সবিরাম জ্বর জন্য দেখিতে হইবে – তখন জানিবে প্রত্যেক ঔষধেরই " ১। " এই চিহ্নিত প্যারা মধ্যে সবিরাম জ্বর চিকিৎসা জন্য বিষয় সকল লিখিত আছে; কোন কোন ঔষধে " অঙ্ক চিহ্নিত প্যারাদিগের মধ্যে " দুই একটী প্যারা নাই এমন দেখিতে পাইবে, কিন্তু সে স্থলে জানিবে যে, ঐ ঔষধ

সেই সেই "প্যারা-নির্দ্দিষ্ট জ্বরে" সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না।—নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ দেখ।

একোনাইট।

—(১)—

জ্বরের সময়।—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকাল॥ জ্বরের কারণ——শুষ্ক ও শীতল বাতাস; দিবাভাগ গরম ও রাত্রিভাগ শীতল; গাত্র ভিজিয়া গেলে (ডাল্‌কা, হ্রাস,) ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচন করা হেতু ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া; ভয় হেতু জ্বর; বাতরোগ॥ শীতাবস্থা—পা হইতে শীত হইয়া মস্তকের দিকে প্রবাহিত হয়; তৎসহ মস্তক অভ্যন্তরে গরম-জলবৎ উষ্ণতা বোধ; গাত্রস্পর্শে বা নড়াচড়া করিলে শীত ও কম্প বোধ (নক্স-ভমিকা); শীতের সময় একদিকের কপোল লাল ও উষ্ণ অন্য দিকের কপোল পিংশে (ক্যামো, ইপিকাক); পায়ের দিকে শীত ও মস্তকের দিকে তাপ অথবা তাহার বিপরীত॥——তাপাবস্থা——তৃষ্ণা; সন্ধ্যাকালে জ্বর অত্যন্ত প্রখর; গাত্র জ্বালাযুক্ত; শুষ্ক উত্তাপ; অস্থিরতা ও ছট্‌ফটি; উত্তাপে মুখ পুড়িয়া যায়; জ্বরের বৃদ্ধি বা তাপাবস্থায় কাশি ও তৎসহ প্যাল্‌পিটেশন্; বক্ষঃস্থলে চিড়িকমারা বেদনা (শীত ও তাপাবস্থায় কাশি,—ব্রাইও। শীত এবং শীতের পূর্ব্বে কাশি—হ্রাস্)। শয়নাবস্থায় থাকিলে মুখ লালবর্ণ ও উঠিয়া বসিলে উহা পিংশে ও তৎসহ মূর্চ্ছা। অতিতৃষ্ণা (সদা-ব্রাই, ন্যাট্রা-মি। কেবলমাত্র তাপাবস্থায় তৃষ্ণা—ইপিকাক) গাত্রে কাপড় রাখিতে অনিচ্ছা অথচ গায়ের কাপড় ফেলিতে ভয় বোধ করে (ক্যাম্ফ, সিকেলী)॥—ঘর্ম্মাবস্থা—ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে সমস্ত শরীর শীঘ্র ঘর্ম্মাবৃত হইয়া পড়ে। আবৃতস্থানে অথবা যে পাশে শুইয়া থাকে তাহাতে ঘর্ম্ম—(এণ্টি-টার্ট, চায়না, নাইট্রি-এসি) উষ্ণ ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মদ্বারা উপসর্গের উপশম (ন্যাট্রা-মি)॥——নাড়ী—অতি পূর্ণ ও উল্লম্ফন

যুক্ত (তাপাবস্থায়)—শীতাবস্থায় নাড়ী সূত্রবৎ ও পর্য্যায়যুক্ত। বিজ্বর অবস্থা—প্রায়ই হয় না ; আরোগ্যাবস্থায় অতি ব্যাকুলতা।

*** এই সমস্ত লক্ষণ জন্য সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, সামান্য জ্বর, ইত্যাদিতে একোনাইট প্রদত্ত হয়।

(২)

জ্বরে পিত্তাধিক্যজনিত লক্ষণ যথা—জিহ্বার উপরিভাগে হলুদ বর্ণের কোটিং। জল ব্যতীত অন্যান্য পানীয় পদার্থে, খাদ্যে ও মুখে তিক্ত আস্বাদ। দাহ উৎপাদক তৃষ্ণা ; উদ্গার তিক্ত, বমন তিক্ত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট (বমনে কৃমি পড়ে)। পঞ্জরাধোদেশ স্ফীত। যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও ভারবোধ। মল অপরিষ্কৃত কিম্বা অত্যন্ত বেগ দিলে অল্পমাত্র মল হইয়া থাকে। প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও অল্প পরিমাণ। শরীর উষ্ণ ও ঘর্ম্মশূন্য তৎসহ নাড়ী পূর্ণ ও চঞ্চল গতি বিশিষ্ট। অনিদ্রা এবং অস্থিরতা। কোঁকান, খিট্‌ খিটে স্বভাব। (ব্রাইওনিয়া ও ক্যামোমিলার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে) জ্বরের প্রথম ভাগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

"জ্বরের তাপে শরীর যেন জ্বলিয়া যায় ; কোন কোন সময় তাপাবস্থা শীত ও কম্প হইয়া উপস্থিত হয়। চর্ম্ম শুষ্ক এবং যেন জ্বালার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে থাকে।

মুখ লালবর্ণ। চক্ষে প্রদাহ ও বেদনা। অনিদ্রা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, মৃত্যুভয়, চীৎকার করা। নাড়ী কঠিন ও পূর্ণ। জিহ্বা পরিষ্কৃত ও সিক্ত। মাথাধরা, মাথাঘোরা (মাথা উঠাইলে)। রাত্রিভাগে ডিলিরিয়াম্‌। প্রস্রাব গাঢ় লালবর্ণবৎ। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণাবোধ ; ব্যাকুলতার সহিত শ্বাস প্রশ্বাস, স্বল্পকাশি, পার্শ্ববেদনা, হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন বা প্যাল্‌পিটেশন। হস্তপদে বেদনা (বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো দেখ)।

*** এই সমস্ত লক্ষণ জন্য একোনাইটকে রেমিটেণ্ট জ্বর, বিলিয়াস জ্বর, সামান্যজ্বর——গ্যাস্‌ট্রিকজ্বর——টাইফয়েড জ্বর——প্রদাহজনিত জ্বর ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যায়।

→(৩)←

ইহা টাইফাস্ কিম্বা টাইফয়েডজ্বরে বিশেষ কার্য্যকারী নহে; তবে ডায়েগনোসিস্ অর্থাৎ রোগ পরিচয় না হওয়া কাল পর্য্যন্ত ইহার দুই চারি মাত্রা এতাদৃশ জ্বরাদিতে দেওয়া হইয়া থাকে। সামান্য ও অন্যান্য জ্বরে ইহা দ্বারা অনেক ফল পাওয়া যায়।

→(৪)←

রিল্যাপ্সিং জ্বরের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত কম্প থাকিলে একোনাইট দিবে।

→(৫)←

পীত জ্বরে পিত্তবমন; অস্থিরতা; দ্রুত নাড়ী; অতি প্রখর তেজযুক্ত জ্বর।

একোনাইট সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ——

*** একোনাইট প্রায়ই তরুণ রোগেতে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণটী অতি গুরুতর ও ফলপ্রদ বিষয়। কখন একোনাইটকে অন্য ঔষধের সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত নহে। যে জ্বর একোনাইট দ্বারা আরোগ্য হয় তাহা কেবল মাত্র একোনাইট প্রয়োগেই আরোগ্য লাভ করিবে। তজ্জন্য অন্য ঔষধ প্রয়োজন হয় না। ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে একোনাইট দ্বারা কোন ফল না পাইলে ঔষধান্তর অবলম্বন করিবে।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা—ডাক্তার স্মল ইহার ৩x শক্তি ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। আমরা ১ম, ২য়, ৩০ শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা ফল প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়—আকাশের সামান্য পরিবর্ত্তনেই পীড়া জন্মে। উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। ভীরু স্বভাব। মন ও শরীরের অস্থিরতা; কিছুতেই এই অস্থিরতা দূর হয় না।

বেলেডোনা।

—ঃ(১)ঃ—

কফ ও পীত্তাধিক্য ধাতু ; জ্বর প্রকাশ মাত্র বিকারের ভাব হওয়া স্বভাব। জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ৬ টা সন্ধ্যা এবং রাত্রে॥ শীতাবস্থা——তৃষ্ণা ; বাহুদ্বয়ে শীত বোধ, ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত ; পেটের ভিতর শীত বোধ ; ললাট-দেশে অত্যন্ত শিরঃপীড়া। আলোক ও শব্দভীতি। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল কোন মতেই উষ্ণ হয় না, কিন্তু মস্তক এবং মুখ লালবর্ণ (আর্ণি)॥—উষ্ণাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জল খাইলে তাহা নিতান্ত কষ্টদায়ক রূপে ঠাণ্ডা বোধ হয়। জ্বরের উত্তাপে অন্তর্দ্দেশ ও বহির্দ্দেশ জ্বলিয়া যায়। শিরা সমস্ত পুষ্ট, বেদনায় মস্তক ফাটিয়া যায়। গায়ের কাপড় ফেলিতে চায় না। আলোক ও শব্দভীতি॥ ঘর্ম্মাবস্থা—আবৃত ভাগে ঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমে বা নড়া চড়ায় ঘর্ম্ম (ব্রাই, ক্যাম্ফ) ॥—জিহ্বা—লাল ও শুষ্ক, পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্যভাগ ক্লেদাবৃত ; প্যাপিলী-গুলি উজ্জ্বল ও পুষ্ট ; মুখ ও গলার ভিতর পচা বোধ কিন্তু খাদ্যাদি বস্তুর স্বাদ স্বাভাবিক লাগে॥ নাড়ী-পূর্ণ ও মোটা অথবা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র।

একোনাইট ও বেলেডোনায় অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বেলেডোনায় ঘর্ম্ম হওয়ার স্বভাবই অধিকতর লক্ষিত হয়। শয়নাবস্থায় থাকিলে মুখমণ্ডল পিংশে-বর্ণ ও উঠিয়া বসিলে উহা লাল (তদ্বিপরীত—একোনাইট)।

*** এই সমস্ত লক্ষণ জন্য বেলেডোনা সবিরাম জ্বর—সামান্য জ্বর—স্বল্পবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে প্রদত্ত হয়।

—ঃ(২)ঃ—

জিহ্বা হরিদ্রাভ অথবা সাদা কোটিংযুক্ত। খাদ্য ও পানীয় প্রতি অরুচি। বমন টক্, তিক্ত বা বিজ্‌লে। মল পাতলা ও পিচ্ছিল। ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ (বিশেষতঃ মস্তকে) তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে তৃষ্ণা ও শীত। অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, সন্দেহ, খামখেয়ালী স্বভাব, অত্যন্ত শীরঃপীড়া তাহাতে এমন বোধ হয় যেন ললাট দিয়া সমস্ত ফাটিয়া পড়িবে। মুখের ভিতর শুষ্ক, কিছু গিলিতে কষ্ট ;

দিবাভাগে তন্দ্রা, রাত্রে অনিদ্রা (ক্যামো এবং মার্ক) পীড়ার প্রথমভাগে ইহা উপযুক্ত ঔষধ।——সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীত হইয়া প্রখর জ্বর হয় এবং রাত্রিতেই ক্রমে জ্বরের বৃদ্ধি। ইহা বালক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

অন্তর্দ্দেশে ও বহির্ভাগে তাপ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। তৃষ্ণায় অন্তর জ্বলিয়া যায় তথাপি জলপানে অনিচ্ছা,———অথবা সর্ব্বদা জলপানে ইচ্ছা কিন্তু জলপান করিতে পারে না। গাত্রের চর্ম্ম কিছু কিছু ঘর্ম্মযুক্ত। দিবাতে নিদ্রা ও রাত্রিভাগে অনিদ্রা। অস্থিরতাযুক্ত নিদ্রা এবং তাহাতে হঠাৎ চমকিয়া উঠা। হাত পা মোচড়ান। অজ্ঞান অবস্থা। বিড় বিড় করিয়া বকা। আকাশের ভিতর যেন কিছু ধরিতে চায়। চেঁচান এবং কন্‌ভাল্‌শন্। উগ্রতাযুক্ত ডিলিরিয়াম্। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন। বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইতে চায়। অবাধ্য ও হিংসা পূর্ণ। মস্তক উষ্ণ। পিউ-পিল প্রসারিত; এবং ক্রুদ্ধ লোচনে চাহিয়া দেখে। আলোক ভীতি; মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। ওষ্ঠের কোণে ক্ষত। দ্রুত এবং অস্পষ্ট বাক্য। গলা বেদনা, কাশি, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া ও মুখ রক্তবর্ণ। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ। হাত পায়ে বেদনা। গায়ে লাল দাগ (একোন্, ক্যামো, মার্ক, ইহাদের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে)। * * এই সমস্ত লক্ষণজন্য বেলেডোনা রেমি-টেণ্ট জ্বর,—বিলিয়াস্ জ্বর,—গ্যাস্‌ট্রিক জ্বর,—সামান্য জ্বর—প্রদাহজনিতজ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

(৩)

বেল্, টাইফাস্ আদি জ্বরের প্রথমসপ্তাহে দেওয়া বিবেচিত হয়, কারণ ইহা পীড়ার উগ্রতা নষ্ট করে ও বিশেষতঃ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইতে দেয় না এবং ব্রংকাইটিস্ সম্বন্ধেও অনেক উপকার করে।

মস্তিষ্কের কঞ্জেচ্‌শন্, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, তাহাতে মস্তকের পশ্চাতে বা উর্দ্ধভাগে অস্ত্রাঘাতের ন্যায় বেদনা, কিম্বা ললাট যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং মাঝে মাঝে পিংশে বর্ণ ধারণ করে। চক্ষু উজ্জ্বল এবং স্থির; পিউপিল বা কনীনিকা প্রসারিত। নিদ্রাবস্থায় ছট্‌ফট্

করে এবং কোঁকায়; ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন, উগ্রতাযুক্ত ডিলিরিয়াম্, অথবা রাত্রিকালে ডিলিরিয়াম্, তাহাতে কেবল সামান্য দুই চারিটা অসংলগ্ন কথা বলে। জিহ্বা রক্তবর্ণ, শুষ্ক, কম্পমান, এবং ফাটাফাটা। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা পুনঃপুনঃ অল্প অল্প পাতলা মল পরিত্যাগ। প্রস্রাব সেডিমেণ্ট বা তলানিযুক্ত, অথবা বহুপরিমাণ এবং পরিস্কৃত। নাড়ী মোটা ও পূর্ণ। পীড়ার শেষভাগে রোগী অজ্ঞানাবৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিছুই চায়না, কোন কষ্টের কথা বলে না, কেবল কখন কদাচিৎ জল প্রার্থনা করে মাত্র। গলাধঃকরণে কষ্ট। নিম্ন-মাঢ়িটী শিথিল হইয়া পড়ার দরুণ মুখ হাঁ করিয়া থাকে। জিহ্বা চর্ম্মবৎ শক্ত হওয়াতে উহা মুখের বাহির করিতে পারে না। বধিরতা। পেট ফাঁপা; অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ। বিছানার পৈথানের দিকে সরিয়া যাওয়ার অভ্যাস। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয় এবং দুইটী পা আছড়ায়। নিদ্রা নাই অথচ তন্দ্রা। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট। শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ও তৎসহ ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মুখে শীতল ঘর্ম্ম। প্রত্যেকবার নড়া চড়ায় পীড়ার বৃদ্ধি। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত টাইফয়েড্ জ্বর, টাইফাস্ জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদিতে বেলেডোনা, ব্যবহৃত হয়।

(৪)

চক্ষু রক্তবর্ণ, পিউপিল বা কনিনীকা প্রসারিত, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মুখ লাল, বিকার হওয়া স্বভাব। মূত্র ঘোলা, গাঢবর্ণ বা পীতবর্ণ। পাকস্থলীতে, কটিদেশে এবং পৃষ্ঠে ভারবোধ ও বেদনা। মেনিঞ্জিয়াম্ অর্থাৎ মস্তিষ্কাবরক মেম্ব্রেণের প্রদাহ-লক্ষণ; ললাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, হেলান দিয়া বসিলে গ্রীবাতে বেদনা, মুখ উজ্জ্বল লালবর্ণ অথবা পাংশে এবং শীতল। নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন এবং বেগযুক্ত, অথবা পূর্ণ, মোটা, ধীর গতি এবং কোমল। অস্থিরতা এবং প্রলাপাদি বকা; মানসিক-কল্পনা হইতে ভীতি। মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত। শ্বাস কৃচ্ছ্র। শরীর গরম, এবং চরণদ্বয় শীতল। টেম্পল এবং ক্যারোটিড্ ধমনীদ্বয় উল্লম্ফনযুক্ত। আলো এবং শব্দে ত্যক্ততা। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। পাকস্থলীতে পূর্ণতা এবং গরম বোধ হয়। কফীয় ও স্থূলকায় ধাতু বিশিষ্ট লোকে, বিশেষতঃ অধিক বাক্যব্যয়ী সুস্থাবস্থায় কিন্তু ক্রুদ্ধ ও খিট্ খিটে পীড়িতাবস্থায় এমন ব্যক্তিতে বেল্ নিতান্ত উপযোগী।

বেলেডোনা সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ——

ডাইলিউসন—অনেকে ইহার ১ম শক্তি ব্যবহারে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ৩য় ও ৩০শ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ৩০শ ও ২০০শত শক্তি দ্বারা বিকারাদি অবস্থায়, আমরা আশ্চর্য্য উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—সুস্থাবস্থায় হাসি খুসি ও আমোদপ্রিয়; কিন্তু পীড়া হইলে নিতান্ত অত্যাচারী ও ডিলিরিয়ামযুক্ত হইয়া উঠে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে, বিশেষতঃ মাথা খোলা রাখিলে কিংবা চুল কাটিলে (হিপার)। শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সহজেই ত্যক্ত ও উত্তেজিত; কন্‌ভালশন্ সহজেই হয়। বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয় ও হঠাৎ উপশম হয়। চোখ মুখ লাল বর্ণ; ক্যারোটিড্ ধমনী উল্লম্ফনযুক্ত; মুখের অভ্যন্তর শুষ্ক; মূত্রাভাব বা অনুৎপাদিত মূত্র। ইহার পর ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ফলপ্রদ।

আর্সেনিক।

জ্বর চিকিৎসায় আর্সেনিককে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কুইনাইন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধই তৎকালীয় চিকিৎসকদিগের এক প্রধান সম্বল ছিল। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহাকে শক্তিবীর্য্য বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

(১)

আর্সেনিক-জ্বরের আক্রমণ অতি প্রখর এবং অধিককাল স্থায়ী। ইহাতে শীতাবস্থা প্রায়ই অপ্রকাশ থাকে। উষ্ণাবস্থা অত্যন্ত তেজোযুক্ত দেখা যায়। ঘর্ম্মাবস্থা কখন একবারেই দৃষ্টি হয় না, কখন বা বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। উষ্ণাবস্থার বহুক্ষণ পর ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয় এবং অধিককাল স্থায়ী থাকে। বহু প্রকার সবিরাম জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।—এণ্টিসিপেটিং বা অগ্রোপসারক জ্বর (ব্রাই, চায়না, নক্স-ভ); পাক্ষিক জ্বর; বাৎসরিক

জ্বর (ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি) ; অসম কিম্বা অনির্দ্দিষ্ট অবস্থাযুক্ত জ্বর (নক্স-ভ) ইত্যাদি জ্বরের পুনঃ পুনঃ রিল্যাপ্‌স বা আক্রমণে; ও ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর রেমিটেণ্ট আকার ধারণ করিয়া টাইফয়েড অবস্থায় পরিণত হইলে (বিশেষতঃ কুইনাইন ব্যবহারের পর) আর্সেনিক এক মহৌষধ। সময়—প্রায়ই সকল সময় ; বিশেষতঃ বেলা দ্বিপ্রহরের পর ১টা হইতে ২টা ; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা ; বেলা ৩টা হইতে ৬টা ; বেলা ৫টা ; বেলা ১২টা ; পাক্ষিক জ্বর (ক্যাল্‌কা, চায়না, পাল্‌স) ; প্রতি পরশ্ব দিনে এক ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসারক জ্বর ; প্রতি বৎসর বৎসর প্রায় একই সময় জ্বর (কার্ব্ব-ভ, সাল্‌ফা, থুজা)। জ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, হাইতোলা, এবং হস্তপদ প্রসারিত করিয়া (আলস্য ভাঙ্গা) ; শরীরের গ্লানি, দুর্ব্বলতা, শিরঃপীড়া, শরীর ক্লান্ত, এবং শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা। তৃষ্ণা এবং জলপানের অত্যল্প সময় পরেই শীত বোধ।

শীতাবস্থায়—তৃষ্ণার অভাব, অসমভাবে শীত, শীত স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় না, উষ্ণাবস্থার সঙ্গে একত্রে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে শীত। বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে এই সমস্ত লক্ষণের উপশম বোধ (ইগ্নে)—(বাহ্য উত্তাপ লাগিলে বৃদ্ধি,—এপিস্, ইপিকা)। খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময় কম্প। যদিচ তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করে। জল পানে শীত এবং বমন (ইউপেটো-পারফো)—(শিরঃপীড়া, সাইমেক্স ;—প্রত্যেকবার জল পানের পর শীত এবং কম্প, ক্যাপ্‌সি)। বক্ষঃস্থলে কষ্ট বোধ (এপিস্)। আহারে স্বাদ বোধ হয় না, আভ্যন্তরিক শীত এবং তৎসহ বহির্ভাগে উষ্ণতা ও কপোলদ্বয় লাল ; পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ও মূত্রত্যাগে ইচ্ছা। ক্ষুধা। ডাক্তার গারেন্‌সি বলেন শীতাবস্থায় যদি তৃষ্ণা থাকে (গরম জলের তৃষ্ণা ব্যতীত) তবে আর্সেনিক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

উষ্ণাবস্থা——শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ; অধিক কাল স্থায়ী, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত উত্তাপ, স্পর্শ করিলে অগ্নির উত্তাপের ন্যায় বোধ হয় ; গাত্রাবরণ রাখিতে চায় না (এপিস্, সিকেলী)। শীতল জল জন্য অনিবার্য্য তৃষ্ণা ;

অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলপান কিন্তু বার কতক জল খাইলেই বমন হইয়া যায়। শরীরের অভ্যন্তরে এত জ্বালা বোধ হয় যেন শরীর দগ্ধ হইয়া গেল কিম্বা উষ্ণজল যেন শিরা ও ধমনী সমস্তে প্রবাহিত হইতেছে (ব্রাই, হ্রাস্)। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট; অত্যন্ত অস্থিরতা। প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে জ্বালা বোধ। পেটের ভিতর জ্বালা। শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ ও উপসর্গ সমস্তের বৃদ্ধি। টক খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা। মাথাধরা, মাথা ঘোরা, এমন কি তাহাতে ডিলিরিয়াম হয়। শীতল জলপানে শীত বোধ। আভ্যন্তরিক শীত ও বহির্ভাগে অত্যন্ত উষ্ণতা।

ঘর্ম্মাবস্থা—শীতাবস্থার ন্যায় এই অবস্থাও নানাপ্রকার লক্ষণপূর্ণ। অধিক পরিমাণ শীতল জল পানেচ্ছা। (চায়না), এবং তদ্দরুণ বমন।

ঘর্ম্মসহ সমস্ত লক্ষণের উপশমতা (ন্যাট্রা-মি) (কিন্তু মাথাধরা, অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ইউপেটো-পারফো)। কখন কখন ঘর্ম্ম ত্যক্তজনক ও অম্লগন্ধযুক্ত। নিদ্রার প্রথম অবস্থায় ঘর্ম্ম। শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম। কখন বা ঘর্ম্ম একেবারেই দেখা যায় না। সমস্ত রাত্রি শরীর শুষ্ক খস্‌খসে। কর্ণে ভোঁ ভোঁ।

জ্বরান্তে—শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাফি, মদ্য কিম্বা অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ খাইতে স্পৃহা। (উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকিলে—ন্যাট্রা-মি)।

বিজ্বর-অবস্থা—সম্পূর্ণ বিজ্বর অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না। অত্যন্ত দুর্ব্বল। শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা (আর্নি)। মুখমণ্ডল পিংশে, ফুলোফুলো ও মেটেবর্ণ। মুখ চোক বসিয়া যাওয়া। প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে বেদনা, বোধ হয় যেন বিবৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্গন্ধময় জলবৎ মল, এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। টক্ ও ঠাণ্ডা বস্তু খাইতে ইচ্ছা। দেখিতে রক্তশূন্য অবস্থার ন্যায় বোধ হয় (ইউপেটো, চায়না, ফেরা)। জ্বরের পর কামল। সমুদ্র তীরে বাস হেতু জ্বর। শরৎ ও শীতকালীয় জ্বর, বসন্ত সময়ের জ্বর, (জেল্‌স)। ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক, দ্বৈকালিক ইত্যাদি নানাবিধ জ্বরে আর্সেনিক মহৌষধ।

ডাক্তার ডান্হাম বলেন আর্সেনিক-অধিকার-জ্বরে একটী অবস্থা (বিশেষতঃ শীতাবস্থা) প্রায়ই দেখা যায় না। ডাক্তার ওয়ারঘ আর্সেনিক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান।ঃ—"শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্র ইহার স্বায়ত্তাধীন, যখন প্রায় সমস্ত গুলি যন্ত্র এমনকি স্নায়ু বিধান পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন আর্সেনিক মহৌষধ"। ইহা একটি উৎকৃষ্ট এণ্টিপিরিয়ডিক্ অর্থাৎ পর্য্যায় নষ্ট কারক ঔষধ। দুর্ব্বল, ক্ষয়প্রাপ্ত ও প্রায় বিকৃত যন্ত্র সমূহে যখন পুনর্ব্বার স্নায়বীয় এবং রক্তজনিত উত্তেজিত অবস্থা হয় তখন আর্সেনিক একমাত্র বন্ধু। ম্যালেরিয়া বিষ হেতু যখন অতি উৎকট দূষিত জ্বর উপস্থিত হয়, তখন আর্সেনিক অতি উৎকৃষ্ট। আক্ষেপ, বেদনা, প্রলাপাদি বৈকারিক লক্ষণ, পক্ষাঘাত, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ইত্যাদি উপসর্গ যদি জ্বরের সঙ্গে উপস্থিত হয়, তখন আর্সেনিক ব্যতীত ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। বিজ্বর অবস্থায় অনিদ্রা, অস্থিরতা, অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা ইহার এক বিশেষ ধর্ম্ম। গাত্রদাহ, অনিদ্রা তৎসহ এপাশ ওপাশ করা, ছট্ফটি, মৃত্যুভয় এবং জীবনে নৈরাশ অতি প্রধান লক্ষণ।

আর্সেনিক এবং চায়না উভয়েই প্রায় সদৃশ ঔষধ; এমন স্থলে নিম্নলিখিত টেবল দ্বারা বিচার করিলে জানিতে পারিবে তোমার রোগীর ঔষধ চায়না কি আর্সেনিক হইবে।ঃ——

আর্সেনিক।	চায়না।
১। সময়—বিশেষ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। রাত্রি ১২ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত। এণ্টিসিপেটিং। জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রে অত্যন্ত নিদ্রা।	১। সময়—বিশেষ স্বভাবগত ধর্ম্ম নহে; প্রাতঃকালে ৫টা হইতে শেষ বেলা ৫টা পর্য্যন্ত। পোষ্টপোনিং বা এণ্টিসিপেটিং। জ্বর আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রে অস্থিরতা সহ নিদ্রা।
২। জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ।— তৃষ্ণা হয় না, মাথাধরা মাথাঘোরা, মুখমণ্ডল পিংশে, পেটে বেদনা, এবং জলবৎ মল।	২। জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ।— অত্যন্ত তৃষ্ণা, অত্যন্ত ক্ষুধা, শিরঃপীড়া, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন্ বা উল্লম্ফন।

৩। শীতাবস্থা।——

অনিয়মিত; শীতসহ শরীর উষ্ণ। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উত্তাপ; বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে উপশম বোধ; অত্যন্ত তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান।

৪। উষ্ণাবস্থা।——

শুষ্ক, জ্বালাবোধ এতাদৃশ হয়, যেন শিরা সমস্তে উষ্ণজল প্রবাহিত হইতেছে। অত্যন্ত অস্থিরতা; শরীর অনাবৃত থাকিলে উপশম বোধ। অনিবার্য্য তৃষ্ণা; অল্প পরিমাণে এবং পুনঃপুনঃ জলপান।

৫। ঘর্ম্মাবস্থা।——

বহু শীতল জলপান জন্য অদম্য তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে জলপানের পর বমন। প্রায়শঃ ঘর্ম্ম হয়না; ঘর্ম্ম শীতল ও চট্‌চটে।

৬। জিহ্বা।——

"জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ক্লেদাবৃত মধ্যস্থলে লাল ডোরা। আহারে অনিচ্ছা। জিহ্বায় কটা রং ও নীলবর্ণ। টক্ খাইতে ইচ্ছা। আহারে অনিচ্ছা।

৭। নাড়ী।—

সহজে চাপ্য, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। প্রত্যহ প্রাতে চঞ্চল ও রাত্রিতে ধীর গতি বিশিষ্ট।

৩। শীতাবস্থা।——

সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শীত তৎসহ হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল, বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে শীত অধিকতর অনুভূত হয়। শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

৪। উষ্ণাবস্থা।——

প্রায়ই প্রলাপ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও শিরা সমস্ত স্ফীত; গায়ে কাপড় রাখিতে চায়না; কিন্তু গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই শীত বোধ; প্রায়ই তৃষ্ণা থাকেনা; তৃষ্ণার পরিবর্ত্তে ক্ষুধা পায়; ক্ষুধা অধিক বোধ হয়। যদিচ তৃষ্ণা হয় তাহা উষ্ণাবস্থার পর।

৫। ঘর্ম্মাবস্থা।——

দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম; অত্যন্ত ঘর্ম্ম। গাত্রে কাপড় দিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। তৃষ্ণা পুনঃপুনঃ কিন্তু জল অল্পমাত্রায় সেবন করে।

৬। জিহ্বা।——

সাদা; হরিদ্রাবর্ণ; পুরু ময়লাযুক্ত কোটিং; অত্যন্ত আস্বাদন ক্ষমতা। খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত লবণযুক্ত বা তিক্ত বোধ হয়; ক্ষুধা বোধ।

৭। নাড়ী।——

কঠিন; পূর্ণ ও দ্রুতগামী। রক্ত, বহা নাড়ী সমস্ত অত্যন্ত প্রসারিত।

৮। বিজ্বর অবস্থা——

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন; মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ। দুর্গন্ধ ও জলবৎ মল; উদর স্ফীত, শুইয়া থাকিতে নিতান্ত ইচ্ছা।

৮। বিজ্বর অবস্থা——

সহজেই ঘর্ম্ম; অবসন্নকারক নিশা ঘর্ম্ম, হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা, ক্ষুধা কিছুই বোধ হয় না।

ডাক্তার বেয়াব বলেন, যে প্রখর ম্যালেরিয়া জ্বরে জিহ্বা পরিষ্কৃত; শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়া, এবং মুখমণ্ডল পিংশে হইয়া যাওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক নিতান্ত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। আর্সেনিক ৩০ ত্রিশ শক্তি এক মাত্রা ব্যবহার করিয়া তিনি অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছেন। আর্সেনিক কুইনাইনের প্রতিষেধক অর্থাৎ দোষ সংশোধনকারী এক প্রধান ঔষধ। আমরাও ৩০ শক্তি ব্যবহার দ্বারা বিস্তর উপকার পাইয়াছি; কদাচিৎ ৩য় শক্তি ব্যবহার করিয়াও অনেকে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রতীরে বসতি জন্য এই জ্বর হইলে, আর্সেনিক নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ।

(৩)

ইহা নানা প্রকার কঠিন জ্বরের নিতান্ত অমূল্য ঔষধ। ইহা প্রয়োগে অত্যন্ত জীবন সংশয় রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত রোগীতে বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায় হ্রাস্-টক্স উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় তাহাতে আর্সেনিক ও প্রয়োগ হইতে পারে। অত্যন্ত জ্বর ও রোগী যাতনায় ছট্ ফট্ করে; পেটে,ইলিওসিকাল্ প্রদেশে ও প্লীহা স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা সামান্য চাপন দিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় রক্তে বিকৃত লক্ষণচয়, যথা—নাসিকা-রক্তস্রাব, রক্তমিশ্রিত উদরাময়, বিকৃতবর্ণ, রক্তময় থুথু, ত্বকে পেটিকিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত দৃষ্ট হয়; মল নিতান্ত দুর্গন্ধ; রোগীর গাত্র হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয় তাহাও দুর্গন্ধময়। নিতান্ত অজ্ঞান অসাড় অবস্থা না হইয়া নিতান্ত অবসন্নাবস্থা ও তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনা লক্ষিত হয়। প্রায়ই পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই শয্যাক্ষত (বেড্সোর) হয়; এই ক্ষতে কাল শঙ্কের ন্যায় মৃত চর্ম্ম দেখা যায় ও ক্ষতের চতুঃপার্শ্বে লালাভ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নাড়ী চঞ্চল ও দৃঢ়। অদম্য পিপাসায় ছট্ ফট্ করিতে

থাকে। সাধারণতঃ অনেকে টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ ভাগে অথবা তৃতীয় সপ্তাহে আর্সেনিক ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন; কিন্তু এই মহোপকারী ঔষধ, ডাক্তার ফ্লেইস্‌ম্যান ইত্যাদি বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মতে এত গৌণে ব্যবহার করা ধর্ম্মতঃ উচিত হয় না; কারণ সংক্রামক এবং ম্যালিগ্ন্যান্ট পীড়া সমূহে আর্সেনিকের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হওয়া জন্য বৃথা কাল গৌণ অন্যায়; যেহেতু পচনশীল ও প্রদাহশীল টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরের যে লক্ষণ তাহা আর্সেনিকের অধিকারভুক্ত, তখন কাল গৌণ না করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি কতক কতক দেখিলে আর্সেনিক দিতে বিলম্ব করিবে না।ঃ—জ্বরে রেমিশন কিম্বা স্পষ্ট ইণ্টারমিশেন্ অর্থাৎ স্বল্প-বিরাম বা সম্পূর্ণ বিরাম অবস্থা; উদরাময় নাই অথচ পেট ফাঁপা ও তৎসহ পেট গল্ গল্ শব্দে ডাকা। ফুস্‌ফুসের হাইপোষ্টাটিক্ কঞ্জেচ্‌শন্, ব্রংকাইটিস এবং অত্যন্ত স্বরভঙ্গ। হৃৎপিণ্ডের অসম ক্রিয়া এবং তাহার দ্বিতীয়-শব্দের অভাব। রাত্রি দুই প্রহর সময় কালে কোল্যাপ্‌স্ বা পতন অবস্থার আবির্ভাব। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। পুনঃ পুনঃ ওয়াক পাড়া এবং জল খাইয়া পরক্ষণেই বমন (জ্বরের দ্বিতীয় ও তাহার পরবর্ত্তী সপ্তাহে অথবা আরোগ্য অবস্থায় এপ্রকার হইলে)। প্লীহা অত্যন্ত বিবৃদ্ধিযুক্ত। আর্সেনিক টাইফাস্ ও অন্যান্য দূষিত জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ একদিন বাদে একদিন পীড়ার বৃদ্ধি হইলে; রোগী ব্যাকুলতাসহ অস্থির, সামান্য পথ্যের পরেই ওয়াক এবং বমন, অথচ জিহ্বা পরিষ্কৃত, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক দ্বারা স্পষ্ট উপকার পাইবে। যতই গাঢ়তর রূপে এপিডেমিক হইয়া টাইফাস্ ইত্যাদি জ্বর প্রাদুর্ভূত হয় ততই আর্সেনিকের ব্যবহার বিশেষ দরকারী। অনেকে ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, বা চতুর্থ ট্রিটুরেসন্ ঘন ঘন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার বেয়ার——আর্সেনিক অষ্টাদশ শক্তি ব্যবহার করিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে একটী নিতান্ত দূষিত পচনশীল টাইফাস্ জ্বরের নিম্নলিখিত একটী রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।ঃ————রোগীর অবস্থা নিতান্ত ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও শয্যাগত, দন্ত দেখিতে কাল; জিহ্বা স্ফীত কাল এবং রক্তস্রাব যুক্ত, দন্তের মাটী হইতে রক্ত চুয়াইতে থাকা; চর্ম্মে

পেটকিয়া এবং তাহা হইতে কাল দুর্গন্ধময় বিকৃত রক্ত চুয়াইয়া পড়া ; অসাড়ে রক্তময় দুর্গন্ধ মল।

জীবনী শক্তির অবসন্নাবস্থায় আর্সেনিক টাইফয়েড্ আদি জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ দুর্ব্বল ও অবসন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ এবং শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বহুদিন যাবৎ রোগ ভোগ করিতেছে ও তৎসহ ডিলিরিয়াম্। চৈতন্যশূন্য ; অত্যন্ত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, অনবরত হস্তপদ সঞ্চালনে প্রকাশিত হয়, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু শরীরের কাণ্ডভাগ না নড়িয়া চড়িয়া স্থিরভাবে থাকে। বিছানা খোঁটা, তন্দ্রা ; মুখশ্রী বিকৃত, ব্যাকুল ও বসিয়া যাওয়া। কপোলদেশ উষ্ণ ও লালবর্ণের দাগে চিহ্নিত। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, উজ্জ্বল অথবা কোটরস্থ, ভাবশূন্য এবং সজল। শ্রুতি কাঠিন্য। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ফাটা, দন্তের মাঢ়ী কটাবর্ণ অথবা কাল ক্লেদাবৃত। জিহ্বা লাল, শুষ্ক, ফাটা ফাটা, একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত। কাল জিহ্বা, অপরিস্ফুট অর্দ্ধ উচ্চারিত তোতলা স্বভাবাপন্ন বাক্য যেন জিহ্বা নিতান্ত ভারি হইয়াছে। অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু অল্প অল্প জলপান। তরল বস্তু আহার করিবার সময় গড়গড় শব্দে ডাকিয়া পাকস্থলীতে পড়ে। ওয়াক পাড়া ও বমন। পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহে জ্বালা এবং চাপন দিলে বেদনা। পেট ফাঁপা। দুর্গন্ধময় বায়ুনিঃসরণ। অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ ; কটা বর্ণের বা জলবৎ দুর্গন্ধময় মল ; অধিক পরিমাণে পাতলা বর্ণের রক্ত বাহ্যি। স্বর ক্ষীণ, কম্পনযুক্ত,অথবা স্বর ভঙ্গ। নিশ্বাস-প্রশ্বাস খর্ব্ব এবং ব্যাকুলতাযুক্ত। শুষ্ক, ঘড়্ঘড়িযুক্ত অথবা যাতনাযুক্ত কাশি। দুর্গন্ধ নিশ্বাস, সদা ঘামাচির ন্যায়। ইরাপ্শন্। ঘর্ম্মসহ ব্যাকুলতা ও কম্পন। শীতল ঘর্ম্ম। রুক্ষ ও শুষ্ক ত্বক। অস্থির ও ভয়াবহ স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। প্রত্যেকবার অস্থিরতার পর পুনঃ তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। নিতান্ত কাতর অবস্থা, শীঘ্র শীঘ্র যেন শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। (৩০৩ ও ৩০৮ পৃষ্ঠা বিকারে আর্স দেখ)।

(৪)

জলবৎ ভেদ এবং বমি, হাত পায়ে শোথ ; (জ্বরাবস্থায় আর্সেনিক

এবং এক আক্রমণ হইতে অন্য আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী বিরামকালে নক্স-ভমিকা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে)।

(৫)

বমনেচ্ছা তৎসহ মূর্চ্ছা এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা বোধ ; ওয়াক্‌পাড়া ; হিক্কা ; তৃষ্ণাসহ ভুক্তদ্রব্য এবং কাল অথবা কটাবর্ণের বমন হইয়া যায়, পাকস্থলীর ভিতর গরম ও জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ভারবোধ ; স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং চাপনে নিতান্ত কষ্ট, এই সমস্ত বেদনা সন দুগ্ধ খাইলে উপশম বোধ হয়। প্লীহা, যকৃৎ ও উদরে বেদনা। দুর্গন্ধময়, সবুজ বর্ণ অথবা রক্তময় মল ও পেট বেদনা। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ হয় এবং তাহাতে জ্বালা। ঘাড় নাড়িতে অক্ষম, দম্ বন্ধবৎ বোধ,অতি ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রস্রাবে রক্ত এবং পুঁজ মিশ্রিত।

আর্সেনিক সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ—

আর্সেনিকের ডাইলিউসন ব্যবস্থা—ডাক্তার ব্রাউন ইহার ৩য় শক্তি দ্বারা জ্বর আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার "গ্রৌ" ৩০শ শক্তি ; ডাক্তার জস্‌লিন্, ফ্রিবার এবং ডান্‌হাম ২০০ শত শক্তি ব্যবহার দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন। আমরা এতদ্দেশে ৩য় এবং ৩০শ ২০০ শক্তি দ্বারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ফললাভ করি ; কদাচিৎ এতদূর্দ্ধে যাইতে হয়। জ্বরের তরুণ অবস্থায় ৩য়, ৬ষ্ঠ, কিম্বা তন্নিম্নের ট্রিটুরেশন দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য হয়। বহু দিনের এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা ও প্লীহা বর্দ্ধিত থাকিলে ৩০০ শক্তি উপকারী। চাইনিনাম্-আর্স বা কুইনি-আর্স নামক ঔষধের ১ম এবং ৩য় ট্রিটুরেশন দ্বারা আমরা দুর্লক্ষণাক্রান্ত উৎকট জ্বরে (বিশেষতঃ রক্ত কোন পচনোৎপাদক বিষে দূষিত হইয়া জ্বর উৎপাদিত হইলে তাহাতে) আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—স্বল্প কাল মধ্যে বলক্ষয় ; অত্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা ; মূর্চ্ছা। দমে যাওয়া, ক্ষুব্ধচিত্ততা, নৈরাশ্য, গ্রাহ্যশূন্যতা। ভীরুতা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, উদ্বিগ্নতা। সহজে উত্যক্ত এবং বিচলিত হওয়া স্বভাব। মৃত্যুভয়।

অগ্নিবৎ অঙ্গদাহ ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অল্প অল্প জল পান, অত্যন্ত তৃষ্ণা বটে কিন্তু জল খাইতে বিশেষ ইচ্ছা নাই কিংবা জল খাইবা মাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। দন্তোদ্গম সময়, খিট্‌খিটে শিশু, কোলে উঠিয়া দ্রুতবেগে ভ্রমণ ইচ্ছা। পান আহারের পর উদরাময়। মল অত্যল্প, মেটেবর্ণ, দুর্গন্ধ। এত অস্থির যে চুপ করিয়া এক স্থানে থাকিতে পারে না, সদা এপাশ ওপাশ করে, শয্যা হইতে শয্যান্তরে যায়। শীঘ্র শীঘ্র শরীর ক্ষয় তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম ও অতি দুর্ব্বলতা। সামান্য শ্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়া।

চায়না।

চায়না (সিঙ্কোনা) হইতেই হোমিওপ্যাথির উদ্ভব। "চায়নাতে জ্বরের উৎপত্তি হয় সেই জন্যই চায়না জ্বর নাশক" এই সিদ্ধান্ত হইতে মহাত্মা হানিমান "সমঃ সমং শময়তি" ("Similia Similibus Curantur") হোমিওপ্যাথির এই মহামূল-সূত্র শ্লোক বদ্ধ করিলেন।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়।—অতি রক্তস্রাব ও অতি দুগ্ধ ক্ষরণ, অতি শুক্রপাতাদি হেতু দৌর্ব্বল্য বিশেষতঃ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তির। তরুণ পীড়া হইতে শোথ। সমস্ত অস্থিতে ও গ্রন্থিতে বেদনা, পুনঃপুনঃ নড়াচড়াতে উপশম বোধ (হ্রাস)। অতীব দুর্ব্বলতা, তদ্ধেতু শরীর কম্পন, অতৃপ্তিকর নিদ্রা। পেটফাঁপা উদ্গারেও উপশম বোধ হয় না (লাইকো,পডো)— (উদ্গারে উপশম, কার্ব্ব-ভ)। পেটেশূল বেদনা প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়। মস্তক হাটুর দিকে নোয়াইলে পেট বেদনার

উপশম। মুখ, নাক বা মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব। টক বস্তু খাইতে স্পৃহা। রক্তস্রাব হেতু মূর্চ্ছা ও হস্ত পদাদি শীতল।

—(১)—

জ্বরের পূর্ব্বভাগে—বমনেচ্ছা, ক্ষুধা, শিরঃপীড়া, ব্যাকুলতা, এবং হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন বা উল্লম্ফন॥ জ্বর নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে বা পরে আইসে।—জ্বরের বৃদ্ধি—একদিন অন্তর একদিন। জ্বরের বৃদ্ধির কারণ—শীতল বাতাস, দুগ্ধ সেবন, রাত্রি কাল, মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি। উপশম—উত্তাপ এবং বিশ্রাম দ্বারা। জ্বরের স্বভাব ও জাতি নানাবিধ।—দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক, এবং একদিন অন্তর একদিন বৃদ্ধিযুক্ত পালাজ্বর, প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসারক জ্বর (কুইনাইনজনিত); সাপ্তাহিক জ্বর; পাক্ষিক জ্বর (আর্স, পাল্‌স)।—সময়—সময়ের কোন স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ মধ্যাহ্নে জ্বর। কখন রাত্রিতে জ্বর হয় না। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—*অত্যন্ত তৃষ্ণা, (ক্যাপ্‌সি, ইউপেটো, পাল্‌স), (তৃষ্ণা এবং অস্থিতে বেদনা—ইউপেটো-পারফো) জ্বর আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রে অস্থিরতাযুক্ত নিদ্রা; রাক্ষসে ক্ষুধা; বমনেচ্ছা। শীতাবস্থা—তৃষ্ণার অভাব (তৃষ্ণা থাকিলে—ক্যাপ্‌সি, ইগ্নে, কুইনাইন); শীত আরম্ভ মাত্র পূর্ব্বাবস্থায় যে জল তৃষ্ণা হইয়াছে, তাহা আর থাকে না। * সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া শীত হয়, জল খাইলে শীতের বৃদ্ধি (মাথাধরা ও অন্যান্য লক্ষণের বৃদ্ধি—সাইমেক্স)। অগ্ন্যুত্তাপ ভাল লাগে, কিন্তু ইহাতে শীতের বৃদ্ধি হয় (ইপিকাক্)। গরম গৃহ মধ্যে থাকিয়াও হস্ত পদদ্বয় শীতল, পর্য্যায়ক্রমে শরীর একবার উষ্ণ এবং একবার শীতল। আভ্যন্তরিক শীত অত্যন্ত। হস্তপদ শীতল। প্রত্যেকবার জলপান ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে শীত বোধ।

উষ্ণাবস্থা—সাধারণতঃ তৃষ্ণার অভাব। সর্ব্ব শরীর উষ্ণ। শিরা সমস্ত প্রসারিত (মোটা)। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া। গাত্রে বস্ত্র রাখিতে অনিচ্ছা কিন্তু গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিলে শীত বোধ (যে কোন অবস্থা হউক না কেন, গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিলে শীত বোধ, নক্স-ভ)। অত্যন্ত ক্ষুধা,

অথবা অরুচি। যকৃৎস্থানে, হস্তপদে, বক্ষঃ ও পৃষ্ঠে বেদনা। মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং প্রায়ই ডিলিরিয়াম্। বহুক্ষণব্যাপী উষ্ণাবস্থা ও তৎসঙ্গে নিদ্রা। শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি, তৎসঙ্গে হাইপোকণ্ড্রিয়া ও পাকস্থলী স্থানে বেদনা (তৎসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে—ব্রাই)। সমস্ত শরীর উষ্ণ (অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে) তৎসঙ্গে হস্তের ও বাহুদ্বয়ের শিরা সমস্ত স্ফীত; এবং কোন প্রকার ঘর্ম্ম বা তৃষ্ণা নাই। সমস্ত শরীরের উষ্ণতা ভ্রমণ দ্বারা বৃদ্ধি (ভ্রমণ করিলে উপশম—ক্যাপ্সি)। উদরের অভ্যন্তরে গরম বোধ যেন উষ্ণ জল প্রবাহিত হইতেছে। কপোলদ্বয় কার্য্যতঃ যদিচ উষ্ণ নহে তত্রাচ উহা রোগীর নিকট উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। উষ্ণ অবস্থায় আহার করিলে আহারান্তে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। কিঞ্চিৎমাত্র নড়াচড়া করিলেই মস্তকে এবং পাকস্থলীতে নিতান্ত অসুখ উৎপাদক উষ্ণতা অনুভূত হয়। ডাঃ লিপি বলেন জ্বরের প্রকৃত-প্রকাশাবস্থায় কিছুমাত্র তৃষ্ণা না থাকা চায়নার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ স্বধর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থা—*অত্যন্ত তৃষ্ণা (যদি শীতাবস্থায় ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে তবে নিশ্চয়ই সেস্থলে "চায়না" কোন কার্য্যকারী হইবে না)। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। গাত্র আবৃত থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। অত্যন্ত নিদ্রালুতা। ঘর্ম্ম শীতল, এবং যেন তৈলাক্ত। ঘর্ম্ম অত্যন্ত অধিক ও দুর্ব্বলকারক (পরিমাণে অধিক কিন্তু দুর্ব্বলকারক নহে—"স্যাম্বু")। পৃষ্ঠে ও যে পার্শ্বে শয়ান থাকে সেইদিকে ঘর্ম্ম (যে পার্শ্ব উপর দিকে থাকে তাহাতে ঘর্ম্ম—"বেঞ্জিনাম্")। শীতল বাতাসে ভ্রমণকালে অত্যন্ত ঘর্ম্ম—("ব্রাই")। নড়াচড়াতে ঘর্ম্ম—(ব্রাই)। (নড়াচড়াতে ঘর্ম্মের উপশম—"ক্যাপ্সি")। ডাঃ হানিমান বলেন যে, নিদ্রাবস্থায় সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া চায়নার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ; পুরু ও অপরিস্কৃত ক্লেদযুক্ত। অত্যন্ত আস্বাদন-শক্তির বৃদ্ধি। মুখের স্বাদ তিক্ত। কোন প্রকার খাদ্য ভাল বোধ হয়না; এমন কি খাদ্যের কথা মনে করিলেও ভাল বোধ করে না। দন্তের বেদনা (বালকদের দুগ্ধ খাবার সময়)।

নাড়ী—কঠিন, দ্রুত ও অসম (অত্যন্ত জ্বরাবস্থায়)। বিজ্বরাবস্থায় নাড়ী মৃদু ও দুর্ব্বল।

বিজ্বরাবস্থা—সহজে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বলকারক। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। শরীরের উপরার্দ্ধ ভাগের চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট (চেলিডো)। সিঙ্কোনা-শীর্ণতা (Cinchona cachexia) একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে। যকৃৎ ও প্লীহাস্থানে বেদনা। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত। অরুচি। তিক্ত উদ্গার এবং তিক্ত বমন (অম্ল উদ্গার এবং অম্ল বমন—"লাইকো")। প্রস্রাব ঘোলা ও অল্প পরিমাণ, তাহার নীচে হরিদ্রাবর্ণ বা পাটকেলে বর্ণের সেডিমেণ্ট (তলানী) দেখা যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক শোথ লক্ষণ। উদর স্ফীত ভাবাপন্ন। শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃৎ শক্ত; তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা (যদি ঘর্ম্ম অধিক না হয় তবে,—"আর্স")।

চায়নার প্রকৃত লক্ষণ লেখা হইল, কিন্তু ইহা ব্যতীত কদাচিৎ অন্য প্রকার লক্ষণও দেখা যায়, তাহাও এস্থলে নিম্নে দেওয়া গেল। কদাচিৎ শীতাবস্থায় তৃষ্ণা (সাধারণতঃ তৃষ্ণা থাকেনা); দিবসের সময় সময় সমস্ত শরীরে তাপযুক্ত শীত (বিশেষতঃ ললাটে, তৎস্থানে শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়)। শীতাবস্থার ১৫ মিনিট পরে অত্যন্ত তৃষ্ণা। এক হাত শীতল, অন্য হস্ত উষ্ণ; পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল, সমস্ত শরীর উষ্ণ। কদাচিৎ উষ্ণাবস্থায় —তৃষ্ণা (সাধারণতঃ তৃষ্ণা থাকেনা)। শরীর উষ্ণ তৎসঙ্গে সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ গলার ভিতর হুল বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা এবং শীতল জলপান জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা। মাঝেং এক একবার তাপ বোধ। মুখমণ্ডল তাপযুক্ত কিন্তু শরীরের অন্যান্যভাগ শীতল। তাপসহ তৃষ্ণা ও ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বালা বোধ। শীত, তাপ, ঘর্ম্ম ও বিজ্বর অবস্থা সকল সময়ই জল তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়। জ্বরসহ শরীরে চিট্‌মিট্ করা বা হুল ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।

ডাক্তার বেয়ার বলেন——"রক্ত ক্ষীণতা, পিংশে বর্ণ; সময় সময় উদরাময়; হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেশন্; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও পৃষ্ঠে বেদনা; জ্বর আসিবার সময়টী নিতান্ত অনিয়মিত এবং শীতাদি অবস্থাত্রয় অতি বিলম্ব

গতিতে উপস্থিত হয়, এবং স্পষ্ট বিকাশিত হইতে দেখা যায়না। জ্বর সম্বন্ধে চায়নার এই কয়েকটী প্রধান লক্ষণ। তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্যাস্‌-ট্রিক ও বিলিয়াস্ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে চায়না নিতান্ত কার্য্য-কারী হয়।"

চায়নার ব্যবহার গত ফল সংগ্রহ }:——

(১) ডাঃ পিয়ারসন লিখিয়াছেন ২০ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের অত্যন্ত শীত হইয়া বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিত; জ্বরের সময় ভয়ানক শিরঃপীড়া, তন্দ্রা ও শরীর জড়ভাবাপন্ন এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইত; ত্যক্ততা ভালবাসিত না; তাহার শরীর তখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত; নিদ্রাগত হইয়া থাকার নিতান্ত ইচ্ছা ও সময় সময় ডিলিরিয়াম্ দেখা যাইত; চলিয়া যাইতে নিতান্ত শ্রান্তি ও অবসন্নতা বোধ করিত। তিনি এইরূপ একটী রোগীতে ১০০শত শক্তি চায়না প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়া দুই দিনের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন।

(২) ৪৫ বৎসর বয়স্ক একটি পুরুষের প্রকৃতি ও ধাতুর স্বভাব পিত্তশ্লেষ্মা-যুক্ত, প্রতিদিন রাত্রি ১২ টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসিত, এই রোগীতে ডাঃ সারশেট ১০০ শত শক্তি চায়না ক্রমে ব্যবহার করেন তাহাতে সামান্য ফল (বিশেষ সন্তোষদায়ক নহে) পাইলেন, কিন্তু পরে ২০০ শত শক্তি চায়না ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ করিলেন। (৩) এক দিন পর একদিন জ্বর; অত্যন্ত ঘর্ম্ম সহ তৃষ্ণা; শিরঃপীড়া, এই কয়েকটী লক্ষণ-যুক্ত জ্বরে চায়না ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর, জ্বরান্তে ব্যবহার করিয়া "ডাঃ" স্কেব কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

—(২)—

রেমিটেন্ট জ্বরের রেমিশন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে যদি অত্যন্ত হীনবল অবস্থা থাকে ও জিহ্বা নিতান্ত অপরিষ্কৃত নাহয় তবে ইহা অবশ্য দেয়। বিলিয়াস্ রেমিটেন্ট ও মিউকাস্ ক্ষরণযুক্ত জ্বর সমূহে ইহা একটি গুরুতর ঔষধ, কিন্তু কোন জ্বরেই নিতান্ত প্রথম অবস্থাতে ইহার কার্য্যকারিতা তত উৎকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয় না। বিলিয়াস্ রেমিটেন্টজ্বরের কিম্বা

মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বর নিচয়ের অন্য সমস্ত ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল লক্ষিত নাহইলে (এমন কি যদি ভেদে পিত্ত না থাকে তত্রাপি) চায়না দেয়। যে জ্বরে ন্যূন্যাধিক সবিরামভাব লক্ষিত হয় এবং তাহাতে যদি তাপ ও উপসর্গাদি কেবলই বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে তাহাতেও চায়না উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাড়ীতে প্রায়ই নানাপ্রকার অবস্থা লক্ষিত হয়; ইহা জ্বরের সময় মোটা এবং চাপ্য; রেমিশনের সময় দুর্ব্বল এবং সূত্রবৎ ক্ষীণ। কর্ণে ভোঁ ভোঁ এবং তৎসহ এমন বোধ হয় যেন রজ্জু দ্বারা মস্তক আঁটিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

(৩)

টাইফাস, টাইফয়েড, রেমিটেণ্ট ইত্যাদি জ্বর প্রথম অবস্থা হইতে নিতান্ত ঘুস্ঘুসে অর্থাৎ মৃদুগতি বিশিষ্ট; তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল পিংশে, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যত্যয়, কর্ণে নানাবিধ শব্দ শ্রবণ, শ্রুতি কঠোরতা, অপরিষ্কৃত জিহ্বা, মুখের ভিতর শুষ্ক, বিস্বাদ, তৃষ্ণা, ন্যক্কার, পাকস্থলীর উপর চাপে বেদনা বোধ, উদর বৃহৎ, অন্ত্রে বেদনা, জলবৎমল, অল্প অল্প প্রস্রাব, শ্বাস—প্রশ্বাসে কষ্ট, হাত পায়ে থেঁত্লে যাওয়া বা ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, ব্যাকুলতা, অনিদ্রা, শীত, কর ও চরণ শীতল, বুকের ভিতর ঘড়ঘড়, এবং কোঁকানবৎ শব্দ, সজোরে নাসিকা ডাকা, প্লীহা কঠিন ও বৃদ্ধিযুক্ত। পীড়ার শেষ অবস্থায় নিশা ঘর্ম্ম এবং দ্রুত বলক্ষয় অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। রোগীর আরোগ্যাবস্থা ধীরগতি; অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও পরিষ্কার জিহ্বা, ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ফল খাইলে সহ্য হয় না। রক্তস্রাবান্তে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত। নিতান্ত দুর্ব্বলাবস্থা, এমন কি অনৈচ্ছিকরূপে চক্ষের পত্র দুইটী মুদ্রিত অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা এবং মুখমণ্ডল তাপযুক্ত।

চায়না সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

চায়নার ডাইলিউসন ব্যবস্থা—আমরা সচরাচর ৩০শ, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০০শত শক্তি ব্যবহার দ্বারা ফল পাইয়া থাকি।

ডাক্তার বেয়ার ইহার ১ম শক্তি ব্যবহার করিতে বলেন (স্বল্পবিরাম জ্বরে)।

কুইনাইন।

বা

চাইনিনাম্-সাল্ফিউরিকাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তাধিক্য ধাতু। মাথা ঘোরা, কর্ণে বিশেষতঃ বামকর্ণে ভোঁ ভোঁ (দক্ষিণ কর্ণে, চায়না)।— ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর রেমিটেণ্ট এবং একজ্বরীতে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে টাইফয়েড অবস্থা এবং নিউ-মোনিয়ার উৎপত্তি হয়। অতীব দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ দুইটী নিম্নশাখায়।

(১)

ইহাকে চিনিনাম্ বা চাইনিনাম্ শব্দেও অনেকে অভিহিত করেন। ইহা সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, সামান্য অবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, প্রতি পাক্ষিক জ্বর, জ্বরের আক্রে-মণ প্রতিবারেই এক হইতে তিন ঘণ্টা অগ্রোপসারক হইয়া থাকে (আর্স, ব্রাই, চায়না, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ)। একদিন অন্তর একদিন জ্বরে কুইনাইন ১ম ট্রিটুরেশন ৫ গ্রেন মাত্রায় ৫।৬ বার প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। ডাক্তার "বে" এইরূপ বলেন আমিও ইহার সফলতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সাময়িক আক্রমণ ইহার নির্ব্বাচক লক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রধান লক্ষণ। সময়——বেলা ১০টা বা ১১টা; বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের ইহা একটী প্রধান ঔষধ।।—শীতাবস্থা—তৃষ্ণা। * বেলা ৩টার সময় অত্যন্ত কম্পসহ শীত (এপিস্, সিড্রন)। মুখমণ্ডল পিংশে, ললাট ও তাহার উভয়পার্শ্বে শিরঃপীড়া। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। অত্যন্ত শীত হইয়া পশ্চাৎ উষ্ণাবস্থা ও পরে অতি ঘর্ম্ম। ভয়ানক শীত হইয়া দুই পা কাঁপিতে থাকে, কোন প্রকারে চলিয়া বেড়াইতে পারে না। শয্যায়

শয়ন মাত্র শরীর ভয়ানক উষ্ণ হয়, তৎসঙ্গে হাইতোলা, ও হাঁচি পুনঃপুনঃ; তৎপশ্চাৎ বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম অত্যন্ত শীত ও কম্পসহ বামকোঁকে বেদনা নখের চাড়া ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। (চায়না, নক্স-ভ)। মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে বেদনা। ক্ষুধার বৃদ্ধি ও অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ।

উষ্ণাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। গাত্র অতি উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। মুখ ও গলার ভিতর শুষ্ক ভাবাপন্ন। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম,বিশেষতঃ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলে (ষ্ট্যাফি)। উষ্ণাবস্থায় ডিলিরিয়াম। মুখমণ্ডলে যেন অগ্নির ঝলকের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। বাহু এবং পায়ের শিরা সমস্ত (veins) স্ফীত দেখা যায়।

ঘর্ম্মাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম, এমন কি নিস্তব্ধভাবে থাকিলেও ঘর্ম্ম হয়। সামান্য নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম (ব্রাই)। শেষ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম এত অধিক হয় যে তাহাতে শয্যা ভিজিয়া যায়। রাত্রিতে উদরাময় (জ্বরাক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে উদরাময়—পাল্স)। উষ্ণাবস্থার শেষভাগে তৃষ্ণা আরম্ভ হইয়া মস্তকের এবং বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকলের উপশম হয়। (থ্যাটা-মি—ঘর্ম্ম হইয়া শিরঃপীড়া ব্যতীত সমস্ত উপসর্গের উপশম, কিন্তু শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হইলে—ইউপেটো-পারফো)। জলপান করিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হয়। বস্ত্রাবৃত হইলে অতি ঘর্ম্ম বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, বগলে ও পেরিনিয়াম প্রদেশে।

জিহ্বা——পাতলা, মধ্যস্থলে সাদা অথবা হলুদবর্ণের ক্লেদযুক্ত এবং পার্শ্বদ্বয়ে ফেঁকাশে বং (তদ্বিপরীতে এণ্টি-টার্ট)। আস্বাদ তিক্ত ও জিহ্বা পরিষ্কৃত।

নাড়ী——মোটা ও পূর্ণ (শীত এবং উষ্ণাবস্থায়) জ্বরের মধ্যাবস্থায় দুর্ব্বল ও কম্পমান।

বিজ্বরাবস্থায়——সর্ব্বদা তৃষ্ণা, আক্রমণাবস্থায় স্বল্পবিরাম জ্বর বা অবিরাম জ্বরের ন্যায়। জ্বর অল্পই হউক বা অধিক হউক কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (আর্স); অবসন্নকারক ঘর্ম্ম (সমস্ত স্রাবই দুর্ব্বলতা উৎপাদক—কার্ব্বি-এনি)। অত্যন্ত ক্ষুধা। সামান্য পরিশ্রমেই হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়। পোর্টাল্ সারকুলেশনের Portal circulation ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি। কর্ণে ভোঁ ভোঁ ও জ্বালা, তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা এবং মস্তক বড় বোধ। হিক্কা, সকল অবস্থায় বিশেষতঃ বিজ্বরের সময় অত্যন্ত ত্যক্তজনক। প্রস্রাবে তৈলবৎ পদার্থ এবং ইষ্টক চূর্ণবৎ চূর্ণ সকল দেখা যায়, মেরুদণ্ডে চাপনদিলে অত্যন্ত বেদনা (জ্বরের সকল অবস্থাতেই)।

চায়না এবং কুইনাইনের ব্যবহার ও লক্ষণগত পার্থক্য। ঃ——

চায়না।	চাইনিনাম্ সালফ বা কুইনাইন।
সময়—রাত্রি ব্যতীত সকল সময়। বিভিন্ন জাতীয় জ্বর। পাক্ষিক জ্বর। প্রতিদিন ১ হইতে ৩ ঘণ্টা এণ্টি-সিপেটিং।	সময়—প্রাতে ১০ টা, বৈকালে ৩ টা এবং রাত্রি ১০ টা। জ্বর নিয়মিত সময়ে হয়। দ্ব্যহিক জ্বর। প্রতিদিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা এণ্টিসিপেটিং।
আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। মাথা ধরা ও দুর্ব্বলতা।	আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা—বিশেষ কোন পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়না।
শীতাবস্থা—তৃষ্ণা হয় না। জলপানে শীতের বৃদ্ধি। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শীত।	শীতাবস্থা—তৃষ্ণা, তৎসহ মুখমণ্ডল পিংশে ও ওষ্ঠদ্বয় এবং অঙ্গুলীর চাড়া নীলবর্ণ।
উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা হয়না। শিরা সমস্ত স্ফীত। কন্‌জেচ্‌শনজনিত মাথাধরা, গাত্র অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা, কিন্তু অনাবৃত করিলে শীত বোধ হয়।	উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা, শুষ্ক চর্ম্ম, শরীর উষ্ণ, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, প্রলাপ ও বিকার ভাবাপন্ন। মেরুদণ্ডে চাপন দিলে বেদনা।
ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা। গাত্রাবৃত করিলে বহুল ঘর্ম্ম। অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম।	ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, শান্ত ও স্থির ভাবে থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। কটিদেশে ও তন্নিম্নে বেদনা।

বিজরাবস্থা—তৃষ্ণা হয় না ; সহজে ঘর্ম্ম হয়। পঞ্জরের নিম্নপ্রদেশে বেদনা (যকৃৎ প্লীহাস্থানে)। তিনটী অবস্থাই নিয়মিত মত উপস্থিত হয়।

ব্যবহারে, নিষেধ বিধি—অত্যন্ত ঘর্ম্ম না থাকিলে অথবা শীত ও উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলে চাযনা প্রয়োগ বিধি সঙ্গত নহে।

বিজরাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা। বিজরাবস্থা অল্প সময় স্থায়ী। পুনঃ শীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম নিবৃত্ত হয়না। প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনা। চাপন দিলে মেরুদণ্ডে অতি বেদনা।

ব্যবহারে, নিষেধ বিধি—শীত ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা না থাকিলে এবং উষ্ণাবস্থার পরে ঘর্ম্মাবস্থা নিয়মিত মত না হইলে চাইনিনাম্ সাল্ফ ব্যবহারে কোন ফল পাইবে না।

যদি কোন স্থলে বিশেষ কোন ঔষধ অনুযায়ী লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ না থাকে, আর জবেব অবস্থাত্রয়ের দুইটী কিম্বা একটী অবস্থা অপ্রকাশ থাকিয়া প্রতিদিন ঠিক নিয়মিত সময়ে জর আইসে, তবে ৩০ কিম্বা ২০০ শক্তি কুইনাইন প্রয়োগ কবিলে জ্বরের লক্ষণ সমস্ত স্পষ্ট বিকশিত হয় অথবা জ্বর আরোগ্য লাভ করে। তরুণ সবিরাম জ্বরে শীত না হইয়াও যদি কেবল তাপ ও অত্যন্ত ঘর্ম্মসহ জ্বর হয় তবে কুইনাইন নিতান্ত উপকারী, অন্যথা কুইনাইন দ্বারা কোন ফল পাইবে না। ডাক্তার "বার্ট" বলেন পুরাতন ও বহুকাল স্থায়ী সবিরাম জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করিলে প্রায়শঃ জ্বর প্রবল হইয়া উঠে।

অধিক মাত্রায় বহুকাল ব্যাপিয়া কুইনাইন খাইলে "শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পিংশে, (যেন শরীরে রক্ত নাই), উদরাময়, শোথ ও বাত হইয়া থাকে; যকৃৎ ও প্লীহা ইত্যাদির বিবৃদ্ধি হয়, এই প্রকার অবস্থাকে "কুইনাইনজনিত ক্যাকেক্সিয়া" বলে। এমন স্থলে, আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ফেরা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, পাল্স যথা লক্ষণে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিউইয়র্কবাসী ডাক্তার সোয়ান, কুইনাইনের অতি উচ্চ উচ্চ শক্তি ব্যবহারে কুইনাইনের দোষজনিত জ্বর ও ক্যাকেক্সিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। এ কথা আমাদের বিরুদ্ধ মতের কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, স্বয়ং সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা হানিমান তাঁহার নিজকৃত "প্রাচীন পীড়া" নামক গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাঙ্কণের প্রথম খণ্ডে ১৯৫—১৯৬ পৃঃ

এবিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলে ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়াছি।

পক্ষান্তরে ডাক্তার হিউজ্, ডাক্তার সার্জ প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তরুণ ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে কুইনাইনের শক্তি ও ট্রিটুরেশন দ্বারা বিশেষ ফল না পাওয়া হেতু আদত কুইনাইন (Crude quinine) ব্যবহার করা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে এপ্রকার বলিয়া থাকেন; শক্তিতে ফল না পাইলে আদত কুইনাইন ব্যবহার যে উচিত, তাহাও বলিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক ও লেখালেখি হইয়াছে (হিউজ্ কৃত থিরাপিউটিকৃস্ গ্রন্থ ১০০ পৃঃ দেখ) ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় কুইনাইন আবশ্যক মত প্রয়োগ করিতে বলেন; ডাক্তার হিউজ তাঁহার উক্ত থিরাপিউটীক্ নামক গ্রন্থে ডাক্তার সরকার মহাশয়ের কথা দ্বারা নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। যদি নিতান্তই কুইনাইন ব্যবহার করিতে হয় তবে এক চতুর্থ গ্রেণ হইতে তিন গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় দিতে পার। কুইনাইন ব্যবহারকালে অনেকে ডাইলিউট নাইট্রিক-এসিড, ডাইলিউট্ নাইট্রো-মিউরিয়াটিক এসিড কিম্বা সালফিউরিক এসিড্ (ডাইলিউট) সহ কুইনাইন দ্রব করিয়া রোগীকে খাইতে দেন। উক্ত এসিডের (ডাইলিউট) দুই ফোঁটাতে সচরাচর এক গ্রেণ কুইনাইন দ্রব হইয়া থাকে। কুইনাইনের লক্ষণের সহিত ঐক্য না হইলে কদাচ কুইনাইন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি লক্ষণের সহ ঐক্য হয় তবে অতি অল্প মাত্রা কুইনাইন, অথবা ইহার দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বিচূর্ণ (ট্রিটুরেশন) ব্যবহার করিয়া প্রায়ই অতি সহজে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়; উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক স্থলে অভাবনীয় উপকার পাইয়াছি। আদত কুইনাইন ব্যবহারে অনেক সময় জ্বর প্রকৃত আরোগ্য না হইয়া যেন আশু চাপা খাইয়া থাকে; এবং কতক দিন পরে পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইয়া রোগীর অবস্থাকে নিতান্ত শোচনীয় করিয়া তোলে। যদিচ আশু ফললাভে ইহার অত্যন্ত ব্যবহার হয় বটে কিন্তু তেমনি ইহার অপব্যবহারজনিত কুফল প্রযুক্ত ইহার প্রতি অনেকের বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিয়াছে; এতদ্দেশে এত শীঘ্র শীঘ্র হোমিওপ্যাথির বহুল প্রচারের কারণনিচয়ের মধ্যে কুইনাইনের প্রতি বিদ্বেষভাব একটী অন্যতম বিশেষ কারণ।

ম্যালেরিয়া জ্বরে (বিশেষতঃ ইহার তরুণ অবস্থায়) কুইনাইন অনেক সময় কার্য্যকারী, সেইজন্য এইস্থানে একথাও বলা আবশ্যক যে, কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কুইনাইন প্রয়োগ করিলেই যে, তিনি অচিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইবেন এমন নহে; কারণ, পূর্ব্বেও বলিয়াছি সম-লক্ষণ-সূত্রে ঐক্য হইলেই কুইনাইন প্রয়োগ কর, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না, বরং তাহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি। যে স্থলে সম-লক্ষণ-সূত্রের ঐক্য হয়, সেস্থলেও কুইনাইন কোন প্রকারে স্পর্শ করিব না এপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া নিতান্ত গোঁড়ামি বিশেষ;——সম-লক্ষণ অবলম্বনে যৎকালে আমরা এলোপ্যাথির সেই প্রাচীনকালীয় বেলেডোনা,—সেই প্রাচীনকালীয় হাইয়সায়েমাস ব্যবহার করিতেছি, তখন কুইনাইন কি অপরাধ করিল? সম-লক্ষণ পাইলে আমরা যে কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারি—ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। কারণ, ঐ সমস্ত ঔষধ এলোপ্যাথি চিকিৎসায় এতকাল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যে এত বহুগুণ আছে তাহা তাহারা জানিতে পারেন নাই, আর জানিবার কোন প্রশস্ত ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ও এপর্য্যন্ত ছিলনা। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মহাত্মা হানিমানের দ্বারা এখন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ সম-লক্ষণ-সূত্র জগতে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অবলম্বন করিয়া যে কোন ঔষধের প্রকৃত গুণ চিনিয়া লওয়া যায় এবং তাহা ব্যবহারতঃ পীড়ারোগ্য জন্য: প্রয়োগ করিয়া হাতে হাতে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। এমন অবস্থায় হুজুকে পড়িয়া কুইনাইনকে একবারে অশ্রদ্ধা করিও না। কুইনাইনের উৎপাদক সিঙ্কোনা ত্বক্ হইতেই হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র "সমঃ সমং শময়তি" সৃষ্ট হইল। অতএব সাবধান! সত্যের ও হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের যেন অপমান না হয়; অকারণ নিন্দাভয় জন্য তোমার রোগী যেন কষ্ট না পায়; তাহা হইলে ভগবান্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। তবে এইক্ষণ এইমাত্র জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইহার উচ্চ ডাইলিউশন, নিম্ন ট্রিটুরেশন কিম্বা ক্রূড্ (আদৎ) কুইনাইনের-খণ্ড-গ্রেণমাত্রা অথবা অল্প দুই এক গ্রেণ মাত্রা ইত্যাদি প্রয়োগ রূপের কোন্ প্রকারে কুইনাইন প্রয়োগ করা যাইতে পারে? প্রকৃত বিজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক

ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন যে, ব্যবহার দেখিয়া এই কয়েকটি প্রয়োগরূপের যে কোন ভাবে কুইনাইনের প্রয়োগ হইলে তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূলসূত্রের কোন হানি হইবে না। তবে কথা এই যে, সম-লক্ষণ-সূত্রের ঐক্য না হইলে কখনই কুইনাইন দিবে না। জ্বর মাত্রেরই যে কুইনাইন ঔষধ, তাহা যেন না হয়; তাহা হইলে অনেক এলোপ্যাথি চিকিৎসকের যে জন্য নিন্দনীয় তুমিও সেই অপরাধে অপরাধী হইবে।

আবার ইহাও বলি, আমাদের হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য-তত্ত্ব, রত্নাকর বিশেষ,——সিড্রন, আর্সেনিক, নক্স-ভ, জেল্স, ইউপেটোরিয়াম্, ইউকেলিপ্টাস্, ন্যাট্রা-মি, স্যালিসিন্, ইত্যাদি ঔষধ সকল সম-লক্ষণ-সূত্রে ঐক্য করিয়া প্রযোগ করিলে, অনেক সময় ইহারা কুইনাইন হইতেও উৎকৃষ্ট-তর ফলপ্রদ হয়। কুইনাইন আমাদের তৎসদৃশ বহু ঔষধের একটি ঔষধ মাত্র। অতএব প্রকৃত কথা এই যে, ক্রুড্ কুইনাইন ব্যতীত জ্বর যে আরোগ্য হইবে না এ কথা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, আমার চিকিৎসা জীবনের প্রথম ভাগে এমন ঘটনা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, যে স্থানে তিন শত গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাই নাই, পরে শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছি। এইক্ষণ এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী রোগীর কথা উল্লেখ করিব:—

আমেরিকার ডাক্তার ডাফিল্ড্ Duffield ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের Transactions of the American Institute নামক রিপোর্টপুস্তকে "কুইনাইনের প্রয়োজন নাই" বলিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "আমি দশ বৎসর যাবৎ অতি ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে চিকিৎসা করিতেছি, এইস্থানে ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরের সংখ্যা অতীব অধিক; আমার এপর্য্যন্ত একগ্রেণ খাঁটি কুইনাইনও ব্যবহার করিতে হয়নাই; শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হইতেই ফল পাইয়াছি। যখন আমি দক্ষিণ প্রদেশ ভ্রমণে যাই তখন এক বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সহ সাক্ষাৎ হয় তাহাতে তিনি বলিলেন "ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে দুই গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করি," তিনি আমাকে ক্যালোমেলও দিতে বলেন। আমি বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি সেখানে ক্যালো-

মেলের নামও শ্রুত হই নাই। শক্তীকৃত ঔষধেই ম্যালেরিয়েল ইণ্টারমিটেণ্ট এবং রেমিটেণ্ট ও টাইফোম্যালেরিয়েল জ্বর নিশ্চয় শীঘ্র আরোগ্য। কোন ঔষধের ১ম দশমিক শক্তির নিম্নে আমা কর্ত্তৃক কোন ঔষধই ব্যবহৃত হয় না; অনেক সময় ২০০ দুইশত শক্তির একডোজমাত্র ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। কুইনাইন লক্ষণানুসারে প্রয়োজন হইলে ৩য় দশমিক শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।"

(১) শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ নিয়োগী উকীল, পাবনা জজকোর্ট, ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত জ্বরে অত্যন্ত কষ্টপ্রাপ্ত হয়েন। এলোপ্যাথি মতে তাঁহাকে প্রতিদিন যথেষ্ট বিরেচক ঔষধ ও কুইনাইন খাইতে দেওয়া হয়। কিছুতেই জ্বর নিবারণ হয় না। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর (১০৪, ১০৫ ডিঃ), পিপাসা নাই, কিন্তু গাত্রের জ্বালাপোড়া অতি ভয়ানক; এই কয়টী লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া হ্রাস্ ৩য় শক্তি প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম, তৎপর দিন জ্বর সামান্য হইল এবং তিন দিন মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিলেন। পঞ্চম দিনে ঝড় ও বৃষ্টি অত্যন্ত হয়, তিনি যে গৃহে ছিলেন তাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া গৃহান্তরে দৌড়িয়া যান; তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদি তাহাতে ভিজিয়া গেল, কিন্তু এত অত্যাচারের পরও তাঁহার জ্বর আর পুনরায় হয় নাই। এস্থলে হ্রাস-টক্সের ধ্রুব ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করিতে পারি না।

(২) পাবনা রাধানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করাতে তাঁহার উদরাময় আরম্ভ হইল, জ্বরও নিবারণ হইল না। মল দৃষ্টে আমার প্রতীতি জন্মিল যে, কুইনাইন এ উদরাময়ের কারণ। তখন কুইনাইন পরিত্যাগে প্রতি দিন কেবল এক মাত্রা চায়না ৩০শ শক্তি ব্যবহার করাতে জ্বর পরিত্যাগ পাইল ও উদরাময়ও আরাম হইয়া গেল। পূর্ব্বে যে নিউইয়র্কবাসী ডাক্তার সোয়ানের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছি "তিনি চায়নার অতি উচ্চ উচ্চ শক্তি দ্বারা কুইনাইন-জনিত কুফল আরোগ্য করিয়াছেন"। আমরা নিজ হস্তে কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত অনেক রোগীকে চায়নার উচ্চ শক্তি দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। এই প্রকার প্রত্যেক চিকিৎসক যখন নিজহস্তে এতাদৃশ ফল দর্শন করিবেন "তখন

কুইনাইনের রোগী, চায়নার উচ্চ শক্তি দ্বারা যে আরোগ্য হয়" একথা প্রাণের সহিত অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

কুইনাইন সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ—

মহাত্মা হ্যানিমান তাহার "অর্‌গেনন" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এক মাত্রা উচ্চ শক্তির চায়না সেবন কবিয়া উপযুক্ত আহার ও সুবাসস্থানে বাস কবিলে ম্যালেরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ম্যালেরিয়া আরম্ভ সময়ে কিম্বা কোন ম্যালেরিয়া প্রধানস্থানে গমন সময়ে ৩০শ অথবা ২০০ শত শক্তির চায়না এক ডোজ সেবন কবা উচিত; তাহাতে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ কবিতে পারে না; অথবা যদিচ আক্রমণ করে, তবে তাহা অতি লঘু হয়।

মাথাঘোরা; কর্ণে ভোঁ ভোঁ বিশেষতঃ বাম কর্ণে (দক্ষিণ কর্ণে ভোঁ ভোঁ—চায়না); ইণ্টারমিটেণ্ট অথবা রেমিটেণ্ট জ্বর অবিরাম জ্বরে পরিণত হইলে কিম্বা তাহারা টাইফয়েড্ অথবা নিউমোনিয়া গ্রস্ত হইলে; এবং নিম্ন শাখার নিতান্ত দুর্ব্বলাবস্থা থাকিলে চাইনিনাম্-সাল্ফ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার লিপি দশ বৎসর ঘোর ম্যালেরিয়া প্রদেশে থাকিয়া চিকিৎসা করেন। তিনি অতি দম্ভের সহিত চিকিৎসা-জগতের নিকট প্রকাশ করেন যে, "তিনি কখনও আদৎ কুইনাইন, কোন বোগীতে কখনও ব্যবহার করেন নাই; অথচ তাঁহার হস্তে বহুবোগী আরোগ্য লাভ কবিয়াছে। আরো তিনি বলেন যে, যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইবেন তিনি শক্তি-ক্রিয়া দ্বারা শক্তীকৃত (Potentiated) ঔষধ প্রয়োগে কৃতকার্য্যতা লাভ অবশ্য করিবেন; কারণ ওলাউঠার ন্যায় বিকট বীর্য্যশালী রোগ যখন এপ্রকার শক্তীকৃত ঔষধে প্রশমিত হয, তখন জ্বরাদি বোগের কথা আর কি"!!

ডাক্তার মিলার বলেন কুইনাইন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার আদৎ বা অশক্তীভুত-অবস্থা হইতে শক্তীকৃত-অবস্থাতেই অধিকতর পরিমাণ ফল পাওয়া যায। তিনি ২০০ শত শক্তি একমাত্রা ব্যবহার করিয়া কয়েকটী রোগী এবং ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহাবে অনেক আবোগ্য করিয়াছেন।

কুইনাইন সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা——জ্বব বোগে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত শক্তি সচরাচব ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা

তৃতীয় বিচূর্ণ বিশেষ-ফলপ্রদ। ম্যালেরিয়া রোগে আদৎ কুইনাইন সম-লক্ষণ-সূত্রে ব্যবস্থা হইলে, ইহার সিকি গ্রেণ বা অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়। অনেকে বিজ্বরাবস্থায় বা জ্বরের স্বল্পতাবস্থায় কুইনাইন ব্যবহার করিতে বলেন; কিন্তু লক্ষণ ঐক্য হইলে জ্বর কিংবা বিজ্বর সকল অবস্থাতেই ফল পাইবে। তবে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় রোগের স্বল্পতরাবস্থায় অর্থাৎ জ্বররোগে জ্বরের অবনতি অবস্থায় কুইনাইন দিলে সুন্দর ফল হইতে পারে। মিশ্রি বা সুগার-অব্-মিল্ক সহ এই প্রকার কুইনাইন সদা ট্রিটুরেশন (খল্ মর্দ্দন) করিয়া প্রয়োগ করিলে অধিকতর কার্য্যকারী হয়।

ডাক্তার বেয়ার সবিরাম জ্বরে ইহার দ্বিতীয় বিচূর্ণ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাক্তার হেম্পল অতি অল্প মাত্রায় আদত কুইনাইন, ম্যালেরিয়া জ্বরের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যে জ্বরে রক্ত পচনাবস্থা-উৎপাদক-বিষে বিষাক্ত হয়, তাহাতে "কুইনি-আর্স" নামক ঔষধের ৩য়, ও ১ম ট্রিটুরেশন ব্যবহার করিয়া অনেকস্থলে আশ্চর্য্যফল পাইয়াছি; সম্প্রতি এতাদৃক একটী *নিতান্ত হতাশ-কর রোগীতে কোন প্রকারেই জ্বর বেগ হ্রাস করিতে না পারিয়া* পশ্চাৎ এই ঔষধ-প্রয়োগে আমরা অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।—কুইনাইনের অপব্যবহার হইলে উচ্চ শক্তি চায়না, ইপিকাক, ন্যাট্রাম-মি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ।

হ্রাস-টক্স।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়—বাতাক্রান্ত ধাতু। জলে ভিজা হেতু পীড়া, বিশেষতঃ উত্তপ্ত হওয়ার পর। শিক্তস্থানে বাস। মাংসপেশীদের অতিরিক্ত চালনা হেতু পীড়া। বেদনা কিংবা শারীরিক যন্ত্রণাহেতু কোন অবস্থায়ই সুস্থির হইতে পারে না; উপশম আশায় সর্ব্বদা অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করে (মানসিক অস্থিরতাহেতু অস্থির—আর্স)। বামদিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের পীড়ায় বিশেষ উপযোগী। বামদিকের সায়েটিকা (কলোসিন্থ), বামদিকের বাহুতে বেদনা ও তৎসহ হৃদ্‌রোগ। খোলা বাতাসে পীড়ার এত প্রবণতা যে গাত্রবস্ত্রের নিম্ন হইতে হস্ত বাহির করা মাত্র কাশিতে থাকে (ব্যারাইটা, হিপার)। দাঁড়াইলে

বা হাঁটিতে মাথা ঘোরা ; শুইলে মাথাঘোরা অধিক হয় (শুইলে মাথা ঘোরা কমে—এপিস)। সন্তরণাদি পরিশ্রমের স্বপ্নদেখা। মুখের কোণে ক্ষত। মুখের চতুর্দ্দিকে জ্বরঠুঁট।

—঳(১)঳—

প্রায়ই অপরাহ্ন ৫, ৬, ৭ এবং ৮টার সময় জ্বর ; পূর্ব্বাহ্নে ৬টা ও ১০টার সময় শীত না হইয়া জ্বর আইসে। সন্ধ্যাকালীয় জ্বরের বেগ, বিশেষ প্রবল হয় ; সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে (লাইকো, নক্স-ভ, পাল্‌স)॥—জ্বরের কারণ——সজল আকাশ অথবা সিক্ত স্থানে বাস হেতু জ্বর॥ ঐকাহিক, দ্ব্যহিক ইত্যাদি জ্বরে "গ্রাস্" ব্যবহৃত হয়।—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা —জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এক প্রকার উত্যক্তজনক কাশি উপস্থিত হয়, তাহা শীতাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে (স্যাম্বু) ; ডাক্তার ডান্‌হাম্ এই কাশিকে একটী বিশেষ পথ-প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত করেন। চক্ষুর জ্বালা, ও মুখ হইতে অধিকতর লালা নিঃসরণ, শাখা সমস্তে দুর্ব্বলতা, হাইতোলা প্রধান লক্ষণ।।

শীতাবস্থা——কাশি ত্যক্তজনক (পার্শ্ব-বেদনাসহ ঐরূপ কাশিতে—ব্রাই। তাপাবস্থায় কাশি হইলে—একোন্)। অত্যন্ত অস্থিরতা (সকল অবস্থায় অস্থিরতা—আর্স)। জ্বর আরম্ভের সঙ্গে হস্ত পদ বেদনা ও তাহা সটানে প্রসারণ করিতে থাকা। কম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম একত্রে এক সময় (শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে অথবা একত্রে—এণ্টি-টার্ট, ক্যাল্‌কে)। ৭টা অপরাহ্নে অত্যন্ত শীত, যেন বরফজল গায়ে ঢালিয়া দিতেছে (এণ্টি-টার্ট)। শুইয়া গাত্র বস্ত্রাবৃত করিলে গরম বোধ করে॥—উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা, পূর্ব্বাহ্ণ ১০ টার সময় হাইতোলা, তন্দ্রা, অবসন্নতা বোধ ও তৎসহ উত্তাপ। উত্তাপে গাত্র দাহ এত অধিক বোধ হয় যেন ধমনী ও শিরা দিয়া উষ্ণজল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তৃষ্ণাভাব। শিরঃপীড়া, পেট বেদনাসহ উদরাময়। তাপাবস্থায় কাশি-থাকেনা। অত্যন্ত চুলকাইতে চুলকাইতে গাত্রে চাকা চাকা লালবর্ণ রক্তপিত্তবৎ আর্টিকেরিয়া উঠে তৎসহ তাপ ও তৃষ্ণা, এপাশ ওপাশ করা ও অস্থিরতা। অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থা——অত্যন্ত ঘর্ম্ম, প্রাতে ঘর্ম্ম, আর্টিকেরিয়া। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম, কিন্তু মুখে নাই (সাইলি)। ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা। জিহ্বা——জিহ্বা শুষ্ক, লাল; বিশেষতঃ অগ্রভাগ ত্রিভুজাকৃতি-লাল। শীতল দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা। শীতল জল পানেচ্ছা। পুনঃপুনঃ এপাশ ওপাশ করা ও ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

(৩)

ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের সঙ্গে হ্রাস্‌-টক্‌সের লক্ষণগুলির কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ, নিতান্ত কঠিন ও উগ্র অবস্থার টাইফয়েড্‌ আদি জ্বরেই হ্রাস্‌-টক্‌স প্রশস্ত। জ্বরের বেগ, শীতসহ আরব্ধ হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। একটীভ্‌ ডিলিরিয়াম্‌ অর্থাৎ ডিলিরিয়ামে নানাপ্রকারে ক্রিয়াশীল ভাব প্রকাশ। অত্যন্ত শয্যাগত অবস্থা। কপোলদ্বয় চক্‌চকে ও গাঢ়বর্ণ বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ; জ্বরের স্বভাব প্রকাশ হওয়া মাত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অত্যন্ত উদরাময় উপস্থিত হয়। ধীর গতি বিশিষ্ট জ্বরে (১৭ দিনের পূর্ব্বে যাহাতে ক্রাইসিস্‌ হইবার সম্ভাবনা নাই এই প্রকার জ্বরে) হ্রাস্‌-টক্স নিঃসন্দেহে প্রয়োগ হওয়া উচিত। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মলসহ রক্ত, অত্যন্ত ব্রংকাইটিস্‌সহ কাশি; গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকিলে এবং এতৎসঙ্গে নিউমোনিয়া থাকা টের পাইলে হ্রাস্‌-টক্স অবশ্যই দেয়। ইরাপ্‌শন্‌-সহ জ্বরের অত্যন্ত প্রখরতা থাকিলে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা হ্রাস্‌-টক্স অধিকতর কার্য্যকারী। স্নায়ু মণ্ডলে উত্তেজিত অবস্থা থাকিলে হ্রাস্‌-টক্সের সহায়তা গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। ডাক্তার বেয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে হ্রাস্‌-টক্‌স প্রয়োগ করিয়া কতকদিন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যের উপর নির্ভর করিতে পারিলে নিশ্চয় জ্বরের ভোগকাল খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে।

উত্তেজিত ও অত্যধিক কার্য্যশীল অবস্থা শারীরিক কার্য্যে যেমন দৃষ্ট হয়, তেমন সেই একই সময়ে মানসিক অবস্থার নিতান্ত নিস্তেজ ভাব হইয়া পড়ে। পুনঃপুনঃ এবং অনবরত সঞ্চালন ইচ্ছা এবং তাহাতে উপশম বোধ হয়। নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা, তৎসহ বোধ হয় যেন শরীর পেষিত

হইয়াছে এবং সর্ব্বদা বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা। মস্তিষ্কের ভিতর বেদনা ও স্থূলভাব লক্ষিত হয়। শরীর ঘর্ম্মশূন্য ও উত্তাপে গাত্রদাহ। অত্যন্ত শিরঃপীড়া, তৎসহ গ্রীবাদেশ যষ্টির ন্যায় অনমনীয় বোধ হয়, এবং সমস্ত উপসর্গ, শরীর সঞ্চালন করিলে ও সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রীবাদেশে এবং কিড্নী (মূত্র পিণ্ড) স্থানে সচল বেদনা ও তৎসহ হস্ত পা নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়; এই অবস্থা জ্বরের প্রথমভাগে লক্ষিত হয়; তখন পেটে গল্‌গল্ ডাকসহ উদরাময়। জিহ্বা সমল দেখা যায় ও তৎসহ বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে শীত ও মাথাঘোরা, মুখবর্ণ পরিবর্ত্তিত, গলা শুষ্ক, ভুক্তবস্তু বমন, হাইতোলা। অক্ষিদ্বয়ের উপর চাপ বোধ, আলো দেখিতে ও গোলযোগ শুনিতে অক্ষমতা। নিদ্রালুতা। স্মৃতি বিভ্রম; ডিলিরিয়াম্ বা বিকারেরসূচনা; অধর এবং জিহ্বা নীলবর্ণ। জ্বরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় তন্দ্রা, অবসন্ন হইয়া পড়া, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এমন কি, একটুকু নড়াচড়া করিতেও অসমর্থ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু অতি ধীরে; সময় সময় অত্যধিক তাড়াতাড়িসহ উত্তর করে; আপনা আপনি অসংলগ্নভাবে অত্যন্ত পচাল পাড়ে। (নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর)। ওষ্ঠ শুষ্ক ও কটা রঙ্গের চটা দ্বারা আবৃত। জিহ্বা সিক্ত থাকা সত্বেও শুষ্ক, যেন মৃত চর্ম্মাবৃতের ন্যায় বোধ হয়, জিহ্বা শুষ্ক, সমস্তভাগ লালবর্ণ, অথবা অগ্রভাগ ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ, শুষ্ক ও তৎসহ জল পানেচ্ছা। সর্ব্ব প্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা, পেট ফাঁপা ও বেদনা। বাতকর্ম্ম দুর্গন্ধময়। উদরাময় (রাত্রিতে বৃদ্ধি) এবং অসাড়ে নিদ্রাবস্থায় মলত্যাগ। রাত্রিকালীয় উদরাময়ের সঙ্গে অত্যন্ত পেট বেদনা। অত্যন্ত কাশি, তৎসহ রক্তমিশ্রিত খণ্ডখণ্ড গয়ের উঠে। ব্রংকাইটিস্ এবং ফুসফুসের নিম্নখণ্ডে নিউমোনিয়া। হাত ও পায়ে অত্যন্ত বেদনা, এবং বিশ্রাম অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি। অস্থিরতা, ত্যক্তকর ও স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়া, অথবা অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা, তৎসহ নাসিকা ডাকা, পচাল পড়া, এবং বিছানার কাপড় খোটা। উত্তাপ অবস্থায় শরীর শুষ্ক থাকুক বা ঘর্ম্মযুক্ত হউক রোগী বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিতে চায়। মস্তিষ্ক ভয়ানক অসুখ অবস্থাপন্ন হয়,

তৎসঙ্গে হস্ত ও পদের আপনা আপনি সঞ্চালন হইতে থাকে। রোজিওলা ও মিলিয়ারী নামক ইরাপ্শন্, অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা, এবং নিস্তেজ ও নৈরাশ্য-পূর্ণ মানসিক ভাব।

(৫)

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ডিলিরিযাম্; দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়। শুষ্ক জিহ্বা, তৃষ্ণা, এবং নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ হ্রাস্-টক্সের প্রধান ধর্ম্ম। অত্যন্ত উত্তাপ, অস্থিরতা; চর্ম্ম রুক্ষ, শিরঃপীড়ায় অজ্ঞান; ডিলিরিয়াম ও তৎসহ পালাইতে চেষ্টা, মুখ রক্তবর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক ও খস্খসে এবং লাল। বিকারে হাতড়ান। মেনিঞ্জাইটিস্-জ্বরে ব্রাইওনিয়া দিয়া তৎপরে হ্রাস্-টক্স অবশ্য দেয়। গ্রীবা শক্ত, পৃষ্ঠে এবং স্কন্ধে থেঁথ্লিয়া যাওয়াব ন্যায় বেদনা, কোমবে বেদনা, কিন্তু কঠিন স্থানে শয়ন কবিলে উপশম বোধ। বেদনায় অনিদ্রা, বাতের বেদনাবৎ বেদনা। অল্প অল্প ডিলিরিয়াম আস্তে আস্তে উপস্থিত হয়। অজ্ঞানতা। প্রাতে ও আহারান্তে মুখের স্বাদ পচা; খাদ্যে তিক্ত বোধ। জিহ্বা, দন্তের ছাপযুক্ত। জলবৎ বা রক্তবৎ মল, অসাড়ে মলত্যাগ।

হ্রাস্-টক্স সম্বন্ধে শক্তি ব্যবস্থা:——ডাক্তার সেজিন্ ৬ শক্তি ব্যবহার কবেন। ডাক্তার স্কিল্স ২০০ শত শক্তি দেন। আমরা সচরাচর ৩য়, ৩০শ ও ২০০ শত শক্তি দ্বারা অনেক ফল পাইয়া থাকি। ইহা টাইফয়েড্জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর ও সবিরাম জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৩১৪ পৃঃ দেখ)।

ব্রাইওনিয়া।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়——বাত প্রধান ধাতু; খিট্খিটে স্বভাব। নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি, বিশ্রাম অবস্থায় উপশম বোধ। ক্রোধের পর পীড়ার বৃদ্ধি, শীত কিংবা মাথা গরম ও মুখ লাল। ডিলিরিয়াম, সর্ব্বদা বিষয়

কর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা, বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চায়, বাটী যাইতে চায় (সিমিসিফি, হাইয়স্)। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথা বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধতা। ঋতুস্রাবের সময়কালে নাসিকা দিয়া প্রতিনিধি-স্রাব। মূর্চ্ছা এবং বিবমিষা হেতু বসিতে পারে না। স্তনদ্বয় প্রদাহান্বিত হইয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। তৃষ্ণা ও বহুক্ষণ পরে বহু পরিমাণে জলপান। পীড়া শীতান্তে গরম পড়া হেতু। গরমকালে বরফ ও ঠাণ্ডা পানীয় সেবন হেতু পীড়া। গ্রীষ্মকালে গরম হওয়া বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া।

—(১)—

জ্বরের সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে প্রায় সকল সময়ই হইতে পারে ; বিশেষতঃ প্রাতে॥—জ্বরের কারণ—জলে ভিজা, শুষ্ক বাতাসে (উষ্ণ কিম্বা শীতল)॥—পূর্ব্বাবস্থায়—অত্যন্ত তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া॥—শীতাবস্থায়—অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে তৃপ্তি প্রদান করে (ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি)। অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি ও তৎসহ বক্ষঃস্থলে ও প্লীহাতে বেদনা (কিন্তু হ্রাস্-টক্সের কাশিতে বেদনা থাকেনা এবং তাহা উপক্রম অবস্থায় ও শীতাবস্থায় লক্ষিত হয়, উষ্ণাবস্থায় আর ঐ কাশি থাকে না)। ওষ্ঠদ্বয়ে ও অঙ্গুলীচয়ের অগ্রভাগ হইতে শীত আরম্ভ হয়।—উষ্ণাবস্থায়—তৃষ্ণার বৃদ্ধি, শীতাবস্থার আরব্ধ কাশি ও তৎসহ পার্শ্ব-বেদনা (কেবল মাত্র উষ্ণাবস্থায় কাশি হইলে—ইপিকা,একোন্) বর্ত্তমান। হস্ত পদে বেদনা ; গাত্রদাহ অত্যন্ত—(আর্স, হ্রাস্)। তাপাবস্থায় সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, কোন অবস্থাতেই নড়াচড়া করিতে চায় না।—ঘর্ম্মাবস্থায়—অত্যন্ত টক্ ঘর্ম্ম (রাত্রিতে এবং প্রাতে) ; সহজেই ঘর্ম্ম হয়।—ভোজন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় মুখ তিক্ত।

—(২)—

ব্রাইওনিয়া মার্কিউরিয়াস সদৃশ ঔষধ কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্র রেমিটেন্ট, অবিরাম, গ্যাষ্ট্রিক ও বিলিয়াস জ্বরাদিতে অনেক প্রশস্ত। ঠাণ্ডা লাগা, অনুচিত আহার, ক্রোধ এবং গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপ ইত্যাদি পীড়ার কারণ হইলে ব্রাইওনিয়া অবশ্য দেয়। ব্রাইওনিয়া এবং মার্কিউরিয়াসে যে পার্থক্য

তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।ঃ——ব্রাইওনিয়ার জ্বর প্রায়ই দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি পায়, বা আরম্ভ হয়, ইহার বেমিশন অতি সামান্য এবং জ্বরও তত প্রখর নহে। মস্তকে বেদনা ও ভার বোধ অথবা যেন ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বোধ, এবং শয়ন করিলে উহার কতক পরিমাণে উপশম হয়। ঝাল কিম্বা অম্ল দ্রব্য আহারে ইচ্ছা থাকে না। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, মুখ বিস্বাদ কিন্তু তিক্ত নহে। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা কখন কখন ডায়েরিয়া বা উদরাময় (মলে অধিক পরিমাণে মিউকাস থাকে ও মলের বর্ণ কটা হয়)। জ্বরের অষ্টাহ পর্য্যন্ত ব্রাইওনিয়া প্রয়োগে উৎকৃষ্ট উপকার লক্ষিত হয়। জিহ্বা পীতাভ কটাবর্ণ ও শুষ্ক। মুখে পচাগন্ধ। নিদ্রার পর মুখ তিক্ত। মদ্য, অম্লপানীয় ও কাফি খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অদ্রব পদার্থে অরুচি। বমন বিশেষতঃ কোন তরল পদার্থ ভোজনে। মস্তকে, পাকস্থলীতে, পার্শ্বে কিম্বা হস্ত পদে চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ কাশিতে বা চলিয়া বেড়াইতে। পাকস্থলীর অভ্যন্তরে বেদনা ও চাপবৎ বোধ বিশেষতঃ আহারান্তে। প্রস্রাব জলবৎ পরিষ্কার অথবা হরিদ্রাভ ও তৎসঙ্গে হরিদ্রাভ তলানি থাকে। অত্যন্ত তৃষ্ণা হেতু যেন জ্বলিয়া যায়, কিম্বা সমস্ত শরীরে কম্প ও শীত বোধ হয়, মুখ রক্তবর্ণ। খামখেয়ালি স্বভাব। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরাসহ শিরঃপীড়া (একোন্, ক্যামো, নক্স-ভমিকা দেখ)।

অত্যন্ত তাপ, অথবা শীত ও তৎসঙ্গে দন্ত ঠিট্‌ঠিড়ী। মুখমণ্ডল ও মস্তক অত্যন্ত গরম বোধ হয়। নিশাঘর্ম্ম বিশেষতঃ অতি প্রত্যূষে। দুর্দ্দম্য তৃষ্ণা ও সময় সময় বমন। তন্দ্রা; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই চমকিয়া উঠে, চেঁচায়, এবং ডিলিরিয়াম প্রকাশ পায়। খিট্‌খিটে স্বভাব; মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত ছট্‌ফট; দুর্ব্বলতা। নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, এবং দ্রুতগতি। মাথা ধরায় যেন অজ্ঞান করিয়া ফেলে। মাথা উঠাইলেই ঘুরিতে থাকে। দৃষ্টিহীনতা ও শ্রুতিকঠোরতা। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, পেটে চাপ বোধ। কোষ্ঠবদ্ধতা। পার্শ্বে অথবা বক্ষে বেদনা। হস্ত পদে বেদনা। (একোন্, বেল্, নক্স-ভমিকা দেখ)।

—৺(৩)৺—

সামান্য কিম্বা মধ্যম প্রকারের উগ্রতাসম্পন্ন জ্বরে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

যখন জ্বরের টাইফয়েড্-প্রকৃতি প্রকাশিত দেখিবে তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত লক্ষণচয় থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র কাল বিলম্ব করিবে না। অত্যন্ত উৎকট চাপনবৎ শিরঃপীড়া, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, এবং সাধারণ স্পর্শাদি জ্ঞানের খর্ব্বতা কিন্তু রোগী জ্ঞান শূন্য নহে। জিহ্বা হরিদ্রাভ, গাঢ় সাদা ক্লেদযুক্ত; ইহার পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু কখন শুষ্ক বোধ হয় না। পেটের ইলিওসিকাল্ প্রদেশে ও প্লীহাস্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা। প্রত্যেকবার আহারের পর বমনেচ্ছা বা বমন। কোষ্ঠবদ্ধতা। অন্ত্র সমস্তের কখন কখন স্তম্ভিত ভাব, বা কখন কখন উদরাময়। নাড়ী পূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতি নহে। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ব্রাইওনিয়া প্রদত্ত হইলে, যদিচ দুই, চারি, দশ দিনে টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর স্পষ্টভাবে না ছাড়ুক, তত্রাচ ইহার প্রয়োগে অনেক ফল পাইবে; তাহাতে জ্বরের ভোগকাল অপেক্ষাকৃত অনেক সংক্ষিপ্ত হইবে (হোমিওপ্যাথিব প্রত্যেক নির্ব্বাচিত ঔষধে এই প্রকার কিছুনা কিছু কার্য্য দেখিবে)।

জ্বরের প্রথম হইতে ছিন্নভিন্ন হওয়ার ন্যায়, দপ্দপ্ ভাবযুক্ত অথবা ঝাকি মারিয়া উঠার ন্যায় মাথা বেদনা। বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গে জিহ্বা ঈষৎ সাদা। মুখের স্বাদ তিক্ত, গলার ভিতর শুষ্ক, জল তৃষ্ণা। ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী। পাকস্থলীতে মোচড়ানবৎ বেদনা। এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে অঙ্গুলী চাপনে বেদনা। উদরের সমস্ত ভাগে বেদনা। পেট ফাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প এবং ঘোলা। স্বর দুর্ব্বল অথবা গলা ভাঙ্গার ন্যায়। প্রাতঃকালে কাশি। দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অথবা কাশিতে পঞ্জর সমস্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। শরীর অস্থির ও বলশূন্য। মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম। শরীরের চর্ম্ম রুক্ষ ও শুষ্ক। জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় মস্তিষ্কের এবং স্নায়বীয় লক্ষণচয়; ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি (বিশেষতঃ রাত্রিযোগে)। সাধারণ কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে অথবা পূর্ব্বদিনের ঘটনা সম্বন্ধে ডিলিরিয়াম; অথবা তৎসঙ্গে দৌড়াইয়া যাওয়ার স্বভাব থাকিলে ব্রাইওনিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানা প্রকার বিভীষিকা ও স্বপ্নদর্শন। খিট্খিটে এবং চিড়চিড়ে স্বভাব, ও অতি তাড়াতাড়ি কথা বলা।

চক্ষু উন্মীলন করিলে এবং নড়াচড়া করিলে শিরঃপীড়ায় বৃদ্ধি। চক্ষুদ্বয় সজল ও স্ফূর্ত্তি শূন্য। শ্রুতি কাঠিন্য। অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত জ্বর। বহুপরিমাণে জলপানেচ্ছা (কিন্তু দীর্ঘ সময় ব্যবধানে)। মুখ শুষ্ক এবং তন্মধ্যে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী। আহারে অনিচ্ছা। সজল শ্লেষ্মার ন্যায় অথবা পিত্ত পূর্ণ বমন। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময়। অসাড়ে দুর্গন্ধময় পচা মলত্যাগ। বহুদিনের ছানা-পচা-গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইলে (বিশেষ রাত্রিযোগে এবং প্রাতঃকালে)। দিবাভাগে নিদ্রালুতা। রাত্রিতে অস্থিরতা। নাড়ী কোমল এবং ক্ষুদ্র। চট্‌চটে ঘর্ম্ম। হস্ত কম্পন। পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়—অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অবসন্নাবস্থা; চুপ্‌চাপ্‌ থাকিতে ইচ্ছা। হস্ত ও পদ সঞ্চালন করিলে বেদনা। মুখের ভিতর আঠা ও ফেণাযুক্ত থুথু পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাতে রোগীর দম্ বন্ধের উপক্রম হয়। জিহ্বা শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা ফাটা এবং মেটে রং বিশিষ্ট। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকা এবং কোঁকান। অস্থির নিদ্রা, তৎসঙ্গে মুখের এরূপ চালনা হইতে থাকে বোধ হয় যেন কিছু চিবাইতেছে। হৃৎপিণ্ড স্থলে চাপবৎ বোধ এবং অস্থিরতা। মানসিকক্ষুব্ধতা ও তৎসঙ্গে উগ্রতাপূর্ণ ডিলিরিয়াম। স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রা। হামের ন্যায় ইরাপ্‌শন্। অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ। গাত্রে এক প্রকার টক্ গন্ধ তৎসঙ্গে কখন ঘর্ম্ম দেখা যায়, বা কখন ঘর্ম্ম থাকেনা। স্বভাব নম্র হইলেও কিন্তু পীড়িতাবস্থায় ক্রোধযুক্ত হইয়া পড়ে।

—৪(৪)৪—

শিরঃপীড়ায় অজ্ঞান অবস্থা, নড়াচড়া করিলে বৃদ্ধি। কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ। জিহ্বা পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত। বমনেচ্ছা। কোষ্ঠবদ্ধতা। শাখা সমস্তে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

—৪(৫)৪—

সর্ব্বদা তন্দ্রা, ডিলিরিয়াম এবং নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা ইত্যাদি জন্য বেল্‌ অথবা আর্জেণ্টা-নাইট্‌্ অগ্রে দিলে তৎপর ইহা নিতান্ত ফলপ্রদ হয়। মস্তকের পশ্চাৎদিকে গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা। গ্রীবাস্থ মাংস

পেশিতে (বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকস্থ) বেদনা। বক্ষে প্লিউরার বেদনা, তৎসঙ্গে কখন কাশি থাকে, কখনও বা থাকে না। পৃষ্ঠদেশ এবং শরীরের প্রত্যেকভাগে বেদনা।

ব্রাইওনিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

জলে ভিজা হেতু জ্বর ; মস্তকের পশ্চাৎদেশে বেদনাসহ সমস্ত শরীরে বেদনা। বিকারে বিছানা হইতে চলিয়া যাইতে চায়। বিকারে বিষয় ও কার্য্য কর্ম্মাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা (সিমিসিফি)। অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্থানের উপর শয়ন করিলে ভালবোধ করে ; সামান্য একগ্রাস আহারেই তৃপ্তি ; মাথা ঘোরা ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ; অবস্থাত্রয়েই তৃষ্ণা থাকে। ডাঃ হিগিন্‌স্ ইহাদিগকে ব্রাইওনিয়ার সিদ্ধিপ্রদ উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

ব্রাইওনিয়া টাইফয়েড্ ও রেমিটেণ্ট জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সবিরাম জ্বরে, টাইফাস্ জ্বরে, রিল্যাপ্‌সিং জ্বরে, পীত জ্বরে, গ্যাস্‌ট্রিক্ ও বিলিয়াস্ জ্বরে, সাইনোকা বা অত্যুগ্র রেমিটেণ্ট জ্বরে, সামান্য অবিরাম জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা নানাবিধ জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি—সচরাচর ৩য়, ১২শ, ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়। কেহ সবিরাম জ্বরে ১৮শ শক্তি উপকারী বলেন। ডাঃ টোরার ২১ শ শক্তি ব্যবহারে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন।

ব্যাপ্‌টিসিয়া।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়—কফ প্রধান ধাতু। টাইফয়েড্ অবস্থা। (মুখের মধ্যে ক্ষত ; শরীরের সমস্ত স্রাবাদি মধ্যে যথা, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদি দুর্গন্ধ। কথা বলিতে বলিতে সমাধা না হইতেই ঘুমাইয়া পড়ে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ ডিলিরিয়াম দেখা দেয়

(আর্ণি) তরল বস্তু খাইতে সক্ষম ; অতরল বস্তুতে বমন আইসে। যেদিকে শয়ন করিয়া থাকে তাহাতে অতীব বেদনা বোধ (আর্ণি)।

→(১)←

শরীর দুর্ব্বল ও কাঁপিতে থাকে। নাড়ী দ্রুতগতি, পূর্ণ এবং কোমল। তৃষ্ণাসহ অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে তাপ। সমস্ত দিন শীত। সমস্ত শরীরে বেদনা। (আর্ণি) বিশেষতঃ বাহিরে গেলে। রাত্রিতে উত্তাপ বৃদ্ধি ও তজ্জন্য অনিদ্রা। শিরঃপীড়া এবং ডিলিরিয়ামের উপক্রম। জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাভ, কটাবর্ণ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল। কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে। অক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ।

জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে দিবার শেষার্দ্ধ॥ পৃষ্ঠদেশে শীত বোধ (জেল্‌স)॥— —তাপাবস্থা——গাত্র দাহ অত্যন্ত ; মুখমণ্ডলে ও পায়ে জ্বালা ; সমস্ত শরীর শুষ্ক ও খস্‌খসে তৎসহ সময় সময় শীত ; রেমিটেণ্ট জ্বর ও যে জ্বর টাইফয়েড্‌ অবস্থায় পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা থাকে, তাহাতে ব্যাপ্‌টিসিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রয়োগ হইলে রোগের উগ্রতা অনেক খর্ব্ব হয়।

→(৩)←

টাইফয়েড্‌, উৎকট রেমিটেণ্ট এবং মস্তিষ্কের গোলযোগপূর্ণ কঠিন জ্বরাদি রোগে ইহা এক বিশেষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা স্বচক্ষে বহু রোগীতে ইহার কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও ইহার নিতান্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে জ্বরে স্নায়বীয় লক্ষণচয়ের আধিক্য থাকে তাহাতে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রথম অবস্থায় জিহ্বা সাদা, তাহার পার্শ্বদ্বয় লাল, কিম্বা মধ্যভাগ কটা বা হরিদ্রাভ কটাবর্ণ। মুখের আস্বাদ তিক্ত। আহার জীর্ণ হয় না। পুনঃপুনঃ হরিদ্রাবর্ণের মলত্যাগ। দক্ষিণ ইলিয়াক্‌ প্রদেশে গল্‌গল্‌ শব্দ ও বেদনা। নাড়ী জ্বরের বৃদ্ধির সঙ্গে অত্যন্ত বেগবতী। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় তাহাতে অত্যন্ত বেদনা।——পীড়ার

শেষভাগে— –বিশ্রী মুখাকৃতি। শিরঃপীড়ায় অজ্ঞান প্রায়। মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা। শয্যাগত অবস্থা। নিতান্ত কষ্ট ও বেদনা অনুভব করে। মানসিক নিস্তেজতা। সমস্ত শরীর জ্বরে যেন দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে জ্বালাবোধ করে। বিশেষতঃ মুখমণ্ডল যেন পুড়িয়া যায় এমন বোধ করে। জিহ্বা শুষ্ক, যেন ভর্জ্জিত, পুরুক্লেদযুক্ত। কথা ভার, গলাভাঙ্গা, কাশি, এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশ খাল দিয়া নিম্ন হইয়া পড়ে,তৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা। "সেক্রাম" মধ্যে বেদনা। অত্যন্ত অস্থিরতা, রোগী এমন একটি আশ্চর্য্যভাব বোধ করে যাহাতে তাহার এই প্রতীতি হইতে থাকে, যেন তাহার দ্বিতীয় নিজ মূর্ত্তি তাহার শরীরের বাহিরে রহিয়াছে। সে (স্ত্রীলোক) এমন বোধ করে যেন তাহার মস্তকটী চতুর্দ্দিকে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছড়িয়া পড়িয়াছে এবং সে তাহা সংগ্রহ জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। শ্রুতি কাঠিন্য। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে দিতে সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত গভীর নিদ্রা এমন কি উচ্চৈঃস্বরে না ডাকিলে কিম্বা ধাক্কা না দিলে জাগরিত হয় না। মুখে এত দুর্গন্ধ যে তাহাতে ন্যক্কার উঠে। মল তরল, হরিদ্রাবর্ণ, অথবা কাল কিন্তু বড় দুর্গন্ধময়। প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম নিতান্ত দুর্গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাগত অবস্থা। বিছানা ছাড়িয়া যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা। সমস্ত দিবা শীত, কিন্তু রাত্রি কাল উত্তপ্ত। শীত ও তৎসঙ্গে শরীরের বেদনা। ক্ষত হওয়া স্বভাব (ulcers)।

ব্যাপ্‌টিসিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

ব্যাপ্‌টিসিয়ার কয়েকটী গুরুতর লক্ষণ ঃ——কফীয় ধাতু, বৃদ্ধ ব্যক্তির আমাশয়, শিশুদিগের দুর্গন্ধমলযুক্ত উদরাময়, অত্যন্ত শয্যাগত অবস্থা, তৎসহ শরীরস্থ রক্তাদি জলীয়ভাগের পচনশীল অবস্থা ; মিউকাস্ মেম্ব্রেণে ক্ষত। নিশ্বাস, মল, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ইত্যাদি অতি দুর্গন্ধযুক্ত। অজ্ঞানতা ; কথা বলিতে বলিতে সমাপ্তির পূর্ব্বেই নিদ্রাভূত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ডিলিরিয়ামে অভিভূত হয় (আর্ণি)। যে পাশে শয়ন করে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (আর্ণি)। ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড্‌ ও

রেমিটেন্ট জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে জিহ্বার লক্ষণটী গুরুতর (৭২ পৃষ্ঠা দেখ)।

শক্তি—ϕ, ১ম, ৩য় শক্তি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ৩০শ শক্তি অতি উপকারী।

জেল্সিমিনাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়।—স্নায়বীয় ধাতু, হিষ্টিরিয়া স্বভাব, খিট্খিটে। চুপ করিয়া একক থাকিতে চায়, কথা কয় না, কেহ চুপ করিয়া নিকটে বসিয়া থাকিলেও তাহা ভাল বাসে না (ইগ্নে)। দুর্ঘটনার সংবাদে পীড়া। গ্রীষ্মে ও সূর্য্যোত্তাপে অতীব দুর্ব্বলতা। মাথা ঘোরা, দ্বিত্বদৃষ্টি, কোয়াসাময় দৃষ্টি, দৃষ্টিহারা। চলিতে চেষ্টা করিলে মাতালের ন্যায় বোধ হয়। শিশুর পড়িয়া যাওয়ার ভয় ও তজ্জন্য ধাত্রীকে জড়িয়া ধরে। মস্তক যেন রজ্জু দ্বারা বাঁধা আছে। তামাক খাইলে মাথাধরা বৃদ্ধি।

(১)

জ্বর বৃদ্ধির কারণ——সিক্ত বায়ু, বিদ্যুৎপাতের পূর্ব্ব সময়, দুঃসংবাদ, তামাকের ধূম সেবন॥—জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ২টা, ৪টা ও সন্ধ্যার সময়, রাত্রি ৯টা। শীত না হইয়া জ্বর বেলা ১০টায় (ব্যাপ্টি, ন্যাট্রা-মি)॥ জ্বরের উপক্রমাবস্থায়——হঠাৎ মানসিক চঞ্চলতা ; তৃষ্ণা অথচ জল খায় না ; জল খাইতে কষ্ট ও গলায় লাগে॥— —শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা, মেরুদণ্ড বাহিয়া পৃষ্ঠদেশে শীত (ইউপেটো-পারফো) ; হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত আরম্ভ ; শীতান্তে নিদ্রা (এপিস্)। কম্প সহ্য করিতে না পারিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বলে (ল্যাকে)॥——উষ্ণাবস্থা—অতৃষ্ণা, অত্যন্ত গাত্রদাহ। নিদ্রিত বা অর্দ্ধ জাগরিত। ডিলিরিয়ামে বিড়বিড় করিয়া বকা। অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্থিরতা, অথবা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা। শিশু পতন ভয়ে চীৎকার করে, চমকিয়া

উঠে এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়িয়া ধরে। তন্দ্রাচ্ছন্নতা ; চক্ষু মেলিতে পারে না ; মাতালের ন্যায় অবস্থা। শব্দ ও আলোতে কষ্ট বোধ (বেল্‌, ক্যাপ্‌সি)। দীর্ঘস্থায়ী এবং রাত্রিতে অনেক কালব্যাপী তাপ অর্থাৎ রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি। এক পায়ে বেদনা।

ঘর্ম্মাবস্থা——অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও তাহাতে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ নিচয়ের উপশম (ষ্ট্যাট্‌-মি) ; সামান্য শ্রমেই ঘর্ম্ম (সোরি) ; সময় সময় ঘর্ম্মসহ দুর্ব্বলতা ও শয্যাগত অবস্থা। জননেন্দ্রিয়ের স্থানাদিতে ঘর্ম্ম॥—জিহ্বা—হরিদ্রাভ, সাদা, অথবা প্রায় পরিষ্কৃত ; কিম্বা মধ্যস্থলে সাদা, পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ। ক্লেদাবৃত জিহ্বা সহ মুখে দুর্গন্ধ থাকে। স্বাদ তিক্ত, পচা, তৎসহ রক্তসংযুক্ত লালা॥——নাড়ী—অসম, পর্য্যায়যুক্ত এবং পূর্ণ (ডিজি), দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, এমন কি স্পর্শাতীত॥—-বিজ্বর অবস্থা—প্রায়ই হয় না বা অতি অল্প হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; মাথা ধরার বৃদ্ধি তামাক সেবন হেতু (ইগ্নে) তামাক সেবনে উপশম (এরানিয়া)। খিট্‌খিটে স্বভাব। তরুণ, সরল এবং উপসর্গ রহিত সবিরাম জ্বরে ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

—(২)—

শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। রাত্রিতে জ্বরের বিশেষ বৃদ্ধি ও প্রাতে বেগের ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু ঘর্ম্ম দেখা যায় না, দুই চক্ষু প্রায়ই বুঁজিয়া থাকে। মাথা ভার। মাথা ঘোরা। চক্ষে দেখিতে অক্ষম, চতুর্দ্দিকে কোয়াসাপূর্ণ দেখে। চক্ষু ভার। সজল নেত্র। অক্ষুধা। মুখে তিক্ত স্বাদ, অধিক পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত ভেদ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা। পৃষ্ঠে এবং হস্ত পদে বেদনা।

—(৩)—

শরীর নিতান্ত নির্জ্জীব অবস্থাপন্ন ও তৎসঙ্গে মস্তক মধ্যে এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব কষ্ট বোধ ও মাংসপেশীর নৃত্য। হস্ত পদ কম্পন। তন্দ্রা ও মাথা ঘোরাসহ দৃষ্টি ঝাপসা। মত্ততাজনক অবস্থা। নাড়ী মৃদু কিম্বা পার্শ্ব-

পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা রোগীকে উঠাইয়া বসাইলে দ্রুতগতি যুক্ত হয়। মস্তকে, পৃষ্ঠে, শাখা সমস্তে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসহ অত্যন্ত জ্বর, শীত এবং নিস্তেজ অবস্থা॥ মুখ বিস্বাদ। জিহ্বা পরিষ্কৃত কিম্বা সামান্য ক্লেদাবৃত অথবা দেখিতে রক্তবর্ণ; অথবা কাঁচা মাংস খণ্ডবৎ ও বেদনাযুক্ত, মধ্যস্থলে প্রদাহ, কষ্টে জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে বটে, কিন্তু তখন ইহা কাঁপিতে থাকে॥ উদর স্ফীত তৎসঙ্গে বেদনা ও বমনেচ্ছা। স্নায়বীয়-লক্ষণের প্রাধান্য।

—ঃ(৪ | ৫)ঃ—

পীত জ্বর ও রিল্যাপ্‌সিং জ্বর জন্য উপরোক্ত ১ম, ২য়, ৩য়, প্যারা দেখ।

জেল্‌সিমিনাম্‌ সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

হস্তমৈথুন স্বভাবযুক্ত; খিট্‌খিটে লোক; বৃদ্ধ; স্নায়বীয় ও হিষ্টিরিয়া ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক; বিশেষতঃ শিশুদিগের ধাতুতে জেল্‌স অতি কার্য্যকারী।—একাকী থাকিতে ইচ্ছা। কথা কহিতে নিতান্ত অনিচ্ছা। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও তাহাকে নিকটে থাকিতে দেয় না (ইগ্নে)।—কুসংবাদ, সূর্য্যোত্তাপ ও গ্রীষ্মের যন্ত্রণা হেতু পীড়ার বৃদ্ধি।——দুর্ব্বলতা হেতু মত্ততার ন্যায় অবস্থা, চলিয়া যাইবার কালে উপলব্ধি হয়; স্বেচ্ছাধীনে পদনিক্ষেপ করিতে পারে না। শিশু পড়িয়া যাইবে বলিয়া নিতান্ত ভয় খায়। হৃৎপিণ্ড কার্য্যে অক্ষম হইবে ভয়ে অনবরত নড়িতে চড়িতে থাকে (তদ্বিপরীতে—ডিজি)।

* * * ইহা রেমিটেণ্ট জ্বরের (বিশেষতঃ বালকদের হইলে) অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েড্‌ আদি জ্বরেও ইহা নিতান্ত উপকারী।

শক্তি-ব্যবস্থা——ডাক্তার পোল্‌হেমাস ৩য় শক্তি; ডাং উইলিয়ম্‌ ১ম শক্তি ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা ১ম, ৩য়, ১২শ, শক্তি ব্যবহার দ্বারা সচরাচর উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকি। স্নায়বীয় লক্ষণেরপ্রাধান্যে ইহার ৩০শ শক্তি দ্বারা অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়।

এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—অত্যধিক আহার হেতু পাকস্থলীর অসুখ, সামান্য কারণে পেটের অসুখ জন্মে; জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত। যৌবনাবস্থায় শরীরে মেদাধিক্য (ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব)। উদরাময়যুক্ত বৃদ্ধদিগের হঠাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা (নক্স-ভ)। শিশু এত খিটখিটে যে তাহার দিকে তাকাইতে কিম্বা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় না, সে কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে চায় না (এণ্টি টা, ব্রাইওড, সাইলি)। ব্যাকুলতা, সহজেই ক্রন্দন, সামান্য বিষয়েও কষ্ট বোধ (পালস্); পদ্যে কথা বলা ও শ্লোক বলা জন্য অদম্য ইচ্ছা। থেঁৎলেযাওয়া! হস্তাঙ্গুলির চাড়া বৃদ্ধি হাতে কাটিয়া যায়; আঁচিলের মত এবং শৃঙ্গের গাত্রবৎ হয়। চর্ম্মোপরি নানাবিধ টিউসায়ালি জন্মে। পায়ের পাতার নীচে বড় বড় শালঘড়া (আঁচিল বা বরণ্ বিশেষ) হয় এবং চলিবার সময় উহারা বড় কষ্টদায়ক হয়। লক্ষণাদি পুনঃ দেখা দিলে তাহারা স্থানান্তরে যাইয়া দেখা দেয়।

(১)

বালকদিগের রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ;——জ্বরের সময়——বেলা ১২টা অথবা অপরাহ্ণ। ঘর্ম্ম, একদিন অন্তর একদিন ঠিক একই সময়ে॥——জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা——পাকস্থলীর অসুখ, অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত, দুঃখিত অথবা ক্রন্দনশীল॥ শীতাবস্থা——অতৃষ্ণা (এপিস্, পাল্‌স্, চায়না)। শীত ও ঘর্ম্ম একই সময়। পা দুখানি বরফের ন্যায় শীতল; শীতের দৌরাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (মিনিয়াস্থ)॥—তাপাবস্থা——ঘর্ম্ম ও তাপাবস্থা একত্রে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। তাপাবস্থায় বক্ষঃস্থলে বেদনা ও বমন॥—ঘর্ম্মাবস্থা—ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকল চুপ্‌সে যায়॥—জিহ্বা—দুগ্ধের ন্যায় সাদা পুরু ক্লেদাবৃত (জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদাবৃত হইলে—এমোনি-মি উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ স্বল্পবিরাম জ্বরে)। মুখের আস্বাদ তিক্ত। লোণা মৎস্যাদি

খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণের প্রাধান্ত দেখা যায় (ইপিকা, পাল্স, নক্স-ভ)। খাদ্যে অরুচি, টক্ খাইতে ইচ্ছা, অম্ল ও জলের প্রতি বিতৃষ্ণা। ঘর্ম্মের পর তাপ; অথবা শীত এবং ঘর্ম্ম একত্রে, অথবা ঘর্ম্ম এবং তাপ পর্য্যায়ক্রমে। কিম্বা শীত এবং ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে; অথবা শীতের পর ঘর্ম্ম। এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ।

(২)

যে স্থলে প্রায় সমস্ত মিউকাস্ মেম্ব্রেণ হইতে মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইতে থাকে, সেস্থলে এই ঔষধ নিতান্ত কার্য্যকারী; বিশেষতঃ জ্বর যদি স্বল্প বেগাপন্ন থাকে। গলার ভিতর বিশেষতঃ মুখে ও জিহ্বার পশ্চাদিকস্থ গহ্বরে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে, ও ঢোক গিলিতে কষ্টকর হয়। মল আঠাযুক্ত ও শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে; প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে পিচ্ছিল তলানি পড়িতে দেখা যায়। কাশিতে আঠাপানা গয়ের উঠে; রোগী নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শীত। জিহ্বা ক্লেদাবৃত। রুচি নাই অথচ ক্ষুধা; প্রত্যেকবার কিছু আহারের পরই পেট ফাঁপা বোধ হয়। বমনেচ্ছা; অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা। অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা। রোগী নিতান্ত শয্যাগত ও নির্জ্জীব অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত ও নানাস্থান হইতে মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বরে এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধে সত্বর ফল না পাইলে নিরাশ হইও না; কারণ এ প্রকার জ্বরে রোগী প্রায়ই দীর্ঘকাল ভুগিয়া থাকে। এণ্টিমোনিয়াম্-টার্টারিকাম্ এই প্রকার মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বরে এণ্টি-ক্রুডের ন্যায় তত কার্য্যকারী নহে; কারণ, এণ্টি-টার্টের লক্ষণে এতাদৃক শয্যাগত ও নিস্তেজ অবস্থা লক্ষিত হয় না, বরং তদ্বিপরীতে যন্ত্র সমস্তকে উত্তেজিত করিবার ক্ষমতাই ইহাতে অধিকতর লক্ষিত হয়। অধিকন্তু এণ্টি-টার্টের শ্লেষ্মাক্ষরণে প্রায়ই প্রদাহ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে ও শ্লেষ্মাতে বিশেষ আঠা থাকেনা ও সর্ব্বাগ্রে শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মোদ্গম হয়, তৎপর অন্ননালী প্রদেশে শ্লেষ্মার ক্ষরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু এণ্টি-ক্রুডের শ্লেষ্মাক্ষরণের সঙ্গে তৎস্থানীয় অসাড় অবস্থাই অধিকতর দেখা যায়।

এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম্ সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

অত্যধিক।আহার হেতু পাকস্থলীর গোলযোগ। মন্দাগ্নি, জিহ্বা সাদা, ও গাঢ় ক্লেদাবৃত। খিট্‌খিটে স্বভাবান্বিত শিশু, এমন কি তাহার নিকট কথা বলিলে কি তাহার পানে তাকাইলে কিম্বা তাহাকে স্পর্শ করিলে চটিয়া উঠে ও কাঁদে (এণ্টি-টা, আইয়ড্, সাইলি)।—শরীরে মেদাধিক্য (ক্যাল্‌কে)। আহারের একটু গোলযোগ হইলেই জ্বর পুনঃ প্রকাশিত হয়। গ্যাস্‌ট্রিক্ লক্ষণে অর্থাৎ বমন, অরুচি, হুক্কার, পেটেবেদনা, উদরাময়ে; অথবা কোষ্ঠবদ্ধতাসহ ঐকাহিক; ত্র্যাহিক জ্বরে, ও স্বল্পবিরাম জ্বরে (বিশেষতঃ শিশুদিগের) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেস্থলে পালস্ এবং ইপিকাক নির্দ্দেশিত হয়, অথচ তাহাদেব দ্বারা বিশেষ ফল না পাইলে এণ্টি-ক্রুড্ অবশ্য দেয়।

শক্তি ব্যবস্থা——ইহার ৩য় বিচূর্ণ বা টিট্রুরেশন ও ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ফল-লাভ হয়, ৩০শ ও ২০০ শত শক্তি অনেক সময় সুন্দর কার্য্য করে।

এণ্টিমোনিয়াম্-টার্টারিকাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—কফীয় ধাতু; শরীরটি জড়বৎ, স্যাঁৎসেঁতে গুদাম ঘরের ন্যায় নিচের তালায় বাস হেতু ইণ্টারমিটেণ্ট্ জ্বর (আর্স, টেরিবিন্থ)। শিশু নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়িয়া ধবে এবং কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে; তোমাকে হাত দেখিতে দিবে কিংবা স্পর্শ করিতে দিবে না, স্পর্শ করিলে কাঁদিতে থাকে। বক্ষঃস্থলে যত ঘড়্‌ঘড়ী কাশীতে তত শ্লেষ্মা উঠে না। ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে বিবমিষা, বমন ও অক্ষুধা। রেমিটেণ্ট জ্বরে বিবমিষা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা (এণ্টি-ক্রুড্)। প্রত্যেক পীড়াসহ অতীব এমন কি অদম্য নিদ্রালুতা।

—(১)—

ইহা রেমিটেণ্ট জ্বর ও সবিরাম জ্বর ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।—জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ন ৯টা, তখন শীত হইয়া থাকে অথচ কম্প থাকে না; অপরাহ্ন ৩টা, সন্ধ্যার সময়, সমস্ত সময়, বা অনিয়মিত॥—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হাইতোলা ও হস্তপদ প্রসারণ (চায়না, ইউপেটো-পারফো)। হাই তুলিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত হা করিয়া থাকে॥—শীত এবং তাপাবস্থা—অতৃষ্ণা। শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় শীত বোধ (হ্রাস, ওপি) তৎসহ রোমাঞ্চ, হাইতোলা, ও অতৃষ্ণা। তন্দ্রা ও আবল্য তাপের অনুগমন করে। কম্প ও ঝাঁকান সহ শীত; পৃষ্ঠদেশে বেদনা (শীত সহ); ঘর্ম্ম শীতল। শীত ও কম্পন অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্দ্দেশে যায়; স্বল্প শীত ও বহুক্ষণস্থায়ী তাপসহ আবল্য এবং ললাটদেশে বহুল ঘর্ম্ম। শীতের পর বমন, শিরঃপীড়া, তাপ এবং তৃষ্ণা। জল পানের পর ওয়াকৃপাড়া॥—তাপাবস্থা—দীর্ঘকাল শীতের পর ভয়ানক তাপ, তাহা নড়াচড়া করিলেই বৃদ্ধি পায়। নড়াচড়া করিলে শীত (নক্স-ভ, এপিস্)। তাপাবস্থায় সমস্ত সময় তৃষ্ণা থাকে না, কিন্তু তাপ ও ঘর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী সময় স্পষ্টভাবে তৃষ্ণা হইয়া থাকে। কখন কখন ত্র্যহিক জ্বরে তাপ প্রচণ্ড ও অধিকক্ষণস্থায়ী তৎসহ অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ভয়ানক পিপাসা ও ডিলিরিয়াম্॥—ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম তৎসহ বহুল পরিমাণ প্রস্রাব। শরীরের অসুস্থভাগে অধিক ঘর্ম্ম (এম্ব্রা)। ঘর্ম্মাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি, ঘর্ম্মান্তে উপশম (ইপিকাক)। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

জিহ্বা—পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং সাদা ডোরা। জিহ্বার প্যাপিলীগুলি পুষ্ট, উন্নত ও লাল। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল, এবং মধ্য-ভাগ শুষ্ক ও সাদা পুরু ক্লেদাবৃত। খাদ্যে বিস্বাদ। তামাকে কোন স্বাদ পাওয়া যায়না। আতা খাইতে ইচ্ছা, সরস ফল আহারে ইচ্ছা (ভিরাট্)।

নাড়ী——সামান্য নড়া চড়ায় চঞ্চল; শীতাবস্থায় সবল এবং পূর্ণ; তাপান্তে দুর্ব্বল, মৃদু গতি ও ক্ষীণ।

এন্টি-টার্ট সম্বন্ধে মন্তব্য।:——কফীয় ধাতু। শিশু সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়, নিকটে যে থাকে তাহার গলা জড়িয়া ধরিয়া থাকে। ক্রন্দনশীল ও খিট্‌খিটে এমন কি, তোমাকে হাত দেখিতে দিবেনা কিম্বা তোমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবে না। কাশিবার সময় বোধ হয় যেন বহু কাশ উঠিবে কিন্তু কিছুই উঠে না॥ "জ্বরের আক্রমণ অবস্থায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিতে পারে না; অনিবার্য্য নিদ্রা; নিদ্রায় যেন অজ্ঞানাভিভূত; নিদ্রান্তে হতাশ ও ভরসাশূন্য॥ দীর্ঘকালশীত, সামান্য সময় অতি উগ্র তাপ (নড়াচড়ায় বৃদ্ধি); পক্ষান্তরে সামান্য শীতের পর বহু সময় ব্যাপী তাপ ও তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও ললাটে ঘর্ম্ম" (ডাক্তার হেরিং)।

পাকস্থলীজনিত গোলযোগ, বাত ও আবল্য থাকিলে এন্টি-টার্ট অবশ্য দেয়। শরৎ ও শীতকালে, বিশেষতঃ শিশুদিগের রেমিটেন্ট জ্বরসহ বমন, বমনেচ্ছা ও নিদ্রালুতা থাকিলে এন্টি-টার্ট দিতে কখন ক্ষান্ত থাকিবেনা। ইহার গ্যাষ্ট্রিক্ লক্ষণ অতি প্রবল। মানসিক নিস্তেজাবস্থা জনিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি। অক্ষুধা। শীতকালে ও বসন্তের প্রথমভাগে বিশেষতঃ গ্যাষ্ট্রিক ও টাইফয়েড্ জ্বর অধিকতর হইলে অথবা জ্বরের স্বভাব যদি রেমিটেন্ট অথবা টাইফয়েড্ আকারে পরিণতশীল হয়, তবে এন্টি-টার্ট তাহার অতি উত্তম ঔষধ।

শক্তি-ব্যবস্থা—সচরাচর ৩য়, ট্রিটুরেশন্ ও ৬ষ্ঠ শক্তি অতি ফলপ্রদ; ৩০শ ও ২০০শত শক্তি অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পালসেটিলা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—কার্য্যে অমীমাংসা, ঢিলা স্বভাব; কফীয় ধাতু। সহজে হাসি ও কান্না। ভালবাসাযুক্ত হৃদয়, মৃদু ও নম্র স্বভাব, ভদ্র, ভীরু, ত্যাগশীল। এত ক্রন্দনশীল যে না কাঁদিয়া নিজের রোগের কথাও

বলিতে পারে না। বেদনা সর্ব্বদা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায় (কেলি-বাইক্রোম্)। বেদনা সহ সদা শীত বোধ; যত বেদনা তত শীত; হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং ধীরে যায়; সামান্য নিদ্রান্তে বেদনার উপশম (দন্ত বেদনা, নিউর‍্যাল্‌জিয়া) লক্ষণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, দুই বারের মল, দুইবারের শীত, কিংবা দুইবারের তাপাবস্থা এক প্রকার হয় না; কিছুকাল ভাল আছে তৎ-পরক্ষণেই বলে ভাল নাই। কোন পীড়াতেই প্রায় তৃষ্ণা থাকে না। মাংস, ঘৃতপক্ক, তৈলযুক্ত পদার্থ ভোজন হেতু পীড়া, বা পীড়ার বৃদ্ধি। যৌবনে ঋতু-স্রাব বন্ধ; অত্যন্ত গৌণে থাকিয়া থাকিয়া ঋতুস্রাব, তৎসহ সন্ধ্যার সময় শীত। প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; শেষ রাত্রিতে গাত্রোত্থানের সময় গাঢ় নিদ্রা হয়; আলস্য ও অতৃপ্তিকর নিদ্রাসহ জাগরিত হয় (তদ্বিপরীতে নক্‌স-ভ)। উপর অক্ষি পত্রে আঞ্জন (লাইকো) (নিম্নঅক্ষিত পত্রে হইলে, ষ্ট্যাফি)। গর্ভস্রাব শঙ্কা; রক্তস্রাব থামিয়া পুনঃ দ্বিগুণ বেগে হইতে থাকে; বেদনাতে দমবন্ধ ও মূর্চ্ছা। খোলা বাতাসে থাকিতে চায়। ক্যামো, কুইনাইন, মার্কিউরি, সাল-ফার অতিরিক্ত ব্যবহারের পর দেয়। কেলি-বাই, সিপিয়া, সালফার, এবং লাইকো, ইত্যাদি ঔষধের পর উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

—(১)—

জ্বরের সময়——বেলা ১টা হইতে ৪টা। সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রিভোগ করে (লাইকো, নক্‌স-ভ, হ্রাস্)॥ জ্বরের কারণ—নানাবিধ মাংস ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য হেতু পীড়ার উৎপত্তি কিম্বা বৃদ্ধি॥ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে সমস্তদিন তন্দ্রা ও মিউকাস্‌যুক্ত উদরাময়॥—শীতাবস্থায়—তৃষ্ণা শূন্যতা; শ্বাস কষ্ট; মিউকাস্ বমন। এক সময় শরীরের একস্থানে শীত বোধ, সময়া-ন্তরে অন্যস্থানে শীত। উষ্ণ গৃহমধ্যে থাকিয়াও শীত বোধ; শীতে একদিক যেন অসাড়বৎ হয় (দক্ষিণ দিক—ব্রাই, ষ্ট্রা-মি। বামদিক—কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, কষ্টি)। উদরে শীত হইয়া কটিদেশে প্রসারিত হয়; শীতে হস্ত ও চরণদ্বয় ঠাণ্ডা এবং মৃতবৎ (লাইকো, সিপি)। (সমস্ত শরীর অসাড় হইলে—সিড্রন)। শীত অপরাহ্ণ ৪টার সময়॥ উষ্ণাবস্থা—মুখমণ্ডলে তাপ, এক হস্ত উষ্ণ, অন্য হস্ত শীতল। সমস্ত শরীর উষ্ণ, হস্ত পদ শীতল; আভ্যন্তরিক তাপ সহ বাহ্যিক তাপ লক্ষিত হয় না। প্রসব বেদনার ন্যায় পেট

বেদনা ; নিদ্রালুতা এবং নিদ্রার আবেশ মাত্র চম্‌কিয়া উঠা। গরমজল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় অত্যন্ত গাত্র-জ্বালা বোধ (হ্রাস্)। রাত্রে অত্যন্ত গাত্র জ্বালা। শরীর রুক্ষ ও তাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরা সমস্ত স্ফীত এবং হাতের জ্বালা ও তজ্জন্য ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে ইচ্ছা (ওপিয়াম্)। তাপ বোধ ও গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা (এপিস্, ক্যাম্ফ, সিকেলী)। কোঁকায় ও ওষ্ঠদ্বয় পুনঃপুনঃ চাটিতে থাকে কিন্তু জল খায়না। বাহ্য তাপ অসহ্য। শিরা সমস্ত স্ফীত ; জ্বর এবং জলতৃষ্ণা ২ টার সময় হইয়া পরে ৪টার সময় শীত হয়। তখন কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না ; তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল ও হস্ত শীতল ; বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ, শয়ন করিলে পৃষ্ঠদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ-দিক্ দিয়া সম্মুখে (ললাট ও টেম্পল্ প্রদেশে) প্রবাহিত হয়। গাত্র যেন জ্বলিয়া যায়, কিন্তু মুখমণ্ডলে বড় বড় শিশির বিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্ম দেখা দেয় ; নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয়না ; অস্থিরতা উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে। কিন্তু ডাক্তার ডানহাম্ বলেন "তাপাবস্থার সঙ্গে রোগী যদি তাপ বিশেষরূপে অনুভব না করে, তবে সেস্থলে তৃষ্ণাও থাকেনা আর যদি সেই তাপ রোগী অনুভব করে, তবে সেখানে তৃষ্ণাও বর্ত্তমান থাকে ; এই দুইটী লক্ষণ পাল্‌সেটিলার বিশেষ ধর্ম্ম। যদিচ তৃষ্ণা না থাকা পাল্‌সেটিলা জ্বরের একটি ধর্ম্ম কিন্তু শেষোক্তস্থলে তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও পাল্‌স নিশ্চিত ফলপ্রদ।" মহাত্মা হানিমান বলেন "শীতাবস্থায় কিম্বা শীতাবস্থার পূর্ব্বে বা তাপাবস্থার পরে প্রায়ই তৃষ্ণা থাকেনা, কেবল স্থল বিশেষে তাপাবস্থাতে (কিন্তু শীতাবস্থাতে নহে) তৃষ্ণা লক্ষিত হয়। যে স্থানে রোগীর গাত্রে স্পষ্ট তাপ দেখা যায় না কিন্তু রোগী নিজে কেবল সামান্য তাপ কিঞ্চিৎমাত্র বোধ-শক্তিতে অনুভব করে সেইস্থলে তৃষ্ণা প্রায় হয় না"॥ ঘর্ম্মাবস্থা—ঘর্ম্ম একপার্শ্বে মাত্র (দক্ষিণ কিম্বা বামদিকে), মস্তক ও মুখমণ্ডলের একদিকে মাত্র ঘর্ম্ম। সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্ম ও অচৈতন্যাবস্থাযুক্ত নিদ্রাতে পচাল পাড়া॥ বিজ্বরাবস্থায়—শিরঃপীড়া ; গুঙ্কার ; অক্ষুধা ; স্নায়বীয় উদরাময় ; প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনা ; ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগ। ঐকাহিক জ্বর ; শীতাদি অবস্থাত্রয় বিশেষ স্পষ্ট লক্ষিত হয় না ; এক অবস্থা অন্য অবস্থার সহিত মিলিত হইয়া যায়। জ্বরের স্বভাব প্রতিদিন এক প্রকার থাকে না। মুখ

তিক্ত। জিহ্বা পরিষ্কৃত। গর্ভের প্রথমাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা। বিজ্বর অবস্থায় সর্ব্বদা গাত্রে যেন শীত লগ্ন আছে। ডাক্তার ওয়ারন্ত ইহা দ্বারা প্রায় ২৭টী রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন; তিনি বলেন রক্ত ক্ষীণ ও জলবৎ, ক্লোরোসিস্‌ ইত্যাদি অবস্থা ম্যালেরিয়া জনিত হইলে নিশ্চয়ই পাল্‌সেটিলা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। পাল্‌সেটিলার পর ইগ্নেসিয়া ব্যবহার করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ হইতে পারে না।

—(২)—

অত্যন্ত পিত্ত নিঃসরণ হইলে পাল্‌স উপযুক্ত ঔষধ বটে, কিন্তু তাহাতে জ্বরের গতি মৃদু ভাবাপন্ন থাকা আবশ্যক (প্রখর থাকিলে নহে)। পুরুষাপেক্ষা শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগেরই ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। তিক্ত উদ্গার; তিক্ত আস্বাদ; শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন; মাংসাদিতে অরুচি; অতৃষ্ণা; কখনও বা টক্‌ ও ঝালে রুচি; পাকস্থলী ও যকৃৎস্থানে বেদনা; উদরাময় (মলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ; বা মল দেখিতে ঘোলান ডিমের ন্যায়), সন্ধ্যাকালে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি; তৎসহ সমস্ত দিন শীত-ভাবাক্রান্ত; অস্থিরতা; কোঁকান ইত্যাদি পাল্‌সের অতি প্রধান লক্ষণ। জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত; কিছু গিলিতে তিক্ত স্বাদ, ঢেকুরে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ; মুখে জল উঠা; ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন ও তৎসঙ্গে পাকস্থলীতে চাপ বোধ ও শ্বাস কষ্ট; আধকপালি মাথাব্যথা; পুনঃপুনঃ শীত কিন্তু অতৃষ্ণা; অথবা তৃষ্ণা এবং ঘর্ম্ম না হইয়া রুক্ষ তাপ; বিষণ্ণাবস্থা; (ক্যামো, ইপিকা, নক্স-ভ দেখ)।

রাত্রিতে ঘর্ম্মশূন্য তাপ বিশেষ মুখমণ্ডলে। ডিলিরিয়াম্‌, কোঁকান, তৃষ্ণার অভাব বা অত্যন্ত তৃষ্ণা।

—(৩)—

খিট্‌খিটে, বিমর্ষ, অসন্তুষ্ট স্বভাব। পেট ডাকিয়া, পেটে বেদনা হইয়া পশ্চাৎ মলত্যাগ। বাহ্য উত্তাপ অসহ্য; তত্রাচ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে তৎক্ষণাৎই শীত বোধ হয়। ঠিক বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে, অক্ষম। মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহা মনে লাগিয়া থাকে। মাথা ঘোরা,

ও আলোক দর্শনে কষ্ট। পিউপীল প্রথম সংকুচিত পশ্চাৎ প্রসারিত। শ্রুতি কঠোরতা। জিহ্বা শুষ্ক যেন দগ্ধ প্রায় কিন্তু তত্রাচ তৃষ্ণা লক্ষিত হয়না। মুখে দুর্গন্ধ, তন্দ্রা, আবল্য, ডিলিরিয়াম্‌, ভয়পূর্ণ স্বপ্ন, ছট্‌ফটি ও অস্থিরতা। জ্বালাতে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়। দুর্ব্বলতায় শাথা সমস্ত ভার বোধ হয় ও কাঁপিতে থাকে। রাত্রে অজ্ঞাত অবস্থায় বিছানায় মলত্যাগ করে।

পাল্‌সেটিলা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

ক্যামোমিলা, কুইনাইন, মার্কিউরিয়াস, সালফার ইত্যাদি ঔষধের অপ-ব্যবহার হইলে তাহাদের প্রতিবিধানার্থ পাল্‌সেটিলা অবশ্য দেয়। লাইকো ও এসিড্‌-সাল্‌ফ ব্যবহারের অগ্রে পাল্‌স প্রয়োগে অথবা সিপিয়া, সাল্‌ফার ও কেলি-বাইক্রমিয়ামের পশ্চাৎ পাল্‌স ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। স্ত্রীসুলভ-স্বভাব, ক্রন্দনশীল, নম্র, ভীত, সভ্য, হাসি ও কান্নায় সহজে উদ্বেলিত ইত্যাদি-স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পাল্‌স উপযুক্ত। প্রায় সমস্ত পীড়াতেই তৃষ্ণার অভাব একটী ইহার প্রধান লক্ষণ ॥

মাসিক (নক্‌স-ভ; সিপি), পাক্ষিক (আর্স, চায়না, প্ল্যাণ্টেগো), নিয়মিত, অনিয়মিত, ঐকাহিক; ত্র্যহিক, চতুর্থক ইত্যাদি জ্বর; সামান্য জ্বর, দুই বার আক্রমণশীল স্বভাবযুক্ত জ্বরাদিতে পাল্‌স উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিবৃদ্ধি ও বেদনাযুক্ত প্লীহা; বিজ্বর অবস্থায় সর্ব্বদা শীত; গ্যাষ্ট্রিক ও বিলিয়াস লক্ষণ প্রধান; অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার হেতু পীড়া ও তাহাতে জিহ্বা পরিষ্কৃত এবং মুখ তিক্ত; অনিয়মিত রজঃ অথবা রজোবদ্ধ (সিপিয়া); উদরের সামান্য গোলযোগেই পীড়ার পুনরাবির্ভাব (ইপিকাক); পীড়ার আক্রমণ প্রত্যেকবারেই গুরুতর এবং পরিবর্ত্তনশীল এমন কি দুইটী আক্র-মণেও সম-স্বভাব থাকে না।

শক্তি-ব্যবস্থা—পাল্‌সের শক্তি অনেকে অনেক প্রকার ব্যবহার করেন। ইহার ৩য়, ৩০শ শক্তি অধিক কার্য্যকারী এবং এই দুই শক্তিই আমরা সর্ব্বদা ব্যবহারে ফল পাইয়া থাকি। ১২শ, ২০০শত শক্তি দ্বারাও অনেক সময় উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। কেহ কেহ ১ম, ও ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতে

উপদেশ করেন॥—একটী জ্বর রোগী ছয়মাস কাল বহু কুইনাইন সেবন করিয়া তৎপশ্চাৎ অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধও ব্যবহার করেন; কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয় না; এই রোগীর একদিনের জ্বরের অবস্থাসহ অন্য দিনের জ্বরের অবস্থার সমতা ছিলনা এবং রোগীর চক্ষু বৃহৎ ও নীলাভ বর্ণ; স্বভাব অতি উত্তম ছিল। এই লক্ষণাবলম্বনে পাল্‌সেটিলা ৩য় শক্তি কেবল একমাত্রা ব্যবহার করিয়াই ডাক্তার পল্‌ হিমাস্‌ তাহার জ্বর আরোগ্য করেন।

নক্স-ভমিকা।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়—পাতলা চেহারা, পিত্ত কিংবা বায়ু প্রধান ধাতু, কলহ, ক্রোধ এবং হিংসাপূর্ণ স্বভাব। মদ্যপায়ী,বেশ্যারত,উশৃঙ্খল স্বভাব। নিতান্ত ব্যস্তবাগীশ। গোলযোগ, গন্ধ, আলো, গানবাদ্য ইত্যাদিতে ত্যক্তত্য বোধ করে; সামান্য কষ্ট অসহ্য বোধ হয়; অতি নির্দ্দোষী কথাতেও ক্রুদ্ধ হয়। কাফি, তামাক, মদ্যাদি পান, গরমমসলা, অত্যন্ত আহার, অতীব মানসিক শ্রম, বসিয়া দিন কর্ত্তন স্বভাব, অনিদ্রা, ঠাণ্ডা প্রস্তর উপর উপবেশন ইত্যাদি কারণজনিত পীড়ায় নক্স-ভ বিশেষ উপকারী। এলোপ্যাথি ও কবিরাজী ঔষধাদির পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথম নক্স-ভ দিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। নড়াচড়াতে ও অন্য সংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। অতি সন্ধ্যার সময়ই ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি ৩টা | ৪টার সময় জাগরিত হয়; প্রাতে ঘুমাইয়া পড়ে, সে অবস্থা হইতে তাহাকে জাগরিত করা কঠিন; নিদ্রাতে দুর্ব্বল বোধ করে। প্রতিদিন প্রাতে বিবমিষা এবং বমন; তিক্ত এবং অম্ল উদ্গার; ভোজনের পর উদ্গার। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মলত্যাগে নিষ্ফল চেষ্টা, সামান্য মল হয় বটে কিন্তু তাহাতে বেগ নিবৃত্ত হয় না; রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে এই ঔষধ দিলে ভাল হয়। সালফার সহ এই ঔষধের বিশেষ সখ্য আছে। ইপিকাকের পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

বাবু রাধাবল্লভ দে সেরেস্তাদার, সবজজ কোর্ট, পাবনা। ইনি পূর্ব্বদিবস খিচুরি ইত্যাদি নানা উত্তেজক খাদ্য আহার করিয়াছিলেন। পর দিন বেলা দশটার সময় কম্প দিয়া জ্বর আসিবার উপক্রম হইল। ঐ আহার দোষই জ্বরের কারণ বলিয়া তাঁহাকে নক্স-ভ ৩০ শক্তি একমাত্র ডোজ খাইতে দিলাম, তাহাতেই তাহার জ্বর আর বৃদ্ধি না হইয়া আরোগ্য হইয়া গেল।

—❊(১)❊—

ইহা চায়না ও আর্সেনিকের ন্যায় একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যত প্রকার জ্বর আছে প্রায় প্রত্যেক জ্বরেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে॥—জ্বরের সময়——বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই কিন্তু প্রায়ই রজনীতে কিম্বা অতি প্রত্যূষে জ্বর আইসে। বেলা ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা, ১২টা ৪টা, ৫টা ; সন্ধ্যা ৬টা, ৭টা এবং ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত জ্বরের সময়। ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে শীত না হইয়া জ্বর হয়। সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে (লাইকো, পাল্স, হ্রাস্)॥—জ্বরের কারণ—গৌণে আহার, গৌণে শয়ন; কাফি, তামাক ও নানা প্রকার উত্তেজক দ্রব্য আহার ; ত্রস্ত আহার করা, অতি কর্ম্মশীল, উদ্ধত স্বভাব, স্নায়বীয় ধাতু, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তা কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম-বিহীনতা, ইত্যাদি কারণে জ্বর জন্মিলে নক্স-ভমিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—জ্বরের অগ্রে উরু এবং পায়ে এমন বেদনা যে, পা প্রসারিত না রাখিলে কষ্ট বোধ হয়। সময় সময় শীত না হইয়া প্রায়ই শীতের পূর্ব্বে গাত্র উষ্ণ হয়। কখন বা শীতাবস্থার পূর্ব্বে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

শীতাবস্থা——তৃষ্ণা শূন্যতা, প্রাতে গাত্রোত্থানের পর শীত বোধ। অত্যন্ত শীত ও কম্প তৎসঙ্গে মুখ এবং হস্তদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং তৎপর অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি পায়। গাত্রে সামান্য ঘর্ম্মোদ্রেক হয়। অগ্রোপসারক (এন্টিসিপেটিং) ; এবং প্রাতঃকালীয় জ্বর। হস্তপদে বেদনা (আর্ণিকা)। নখ সমস্ত নীলবর্ণ। বহুক্ষণস্থায়ী তাপ ও তৎসহ তৃষ্ণা। পৃষ্ঠে এবং হস্তপদে বেদনা হইয়া সামান্য ঘর্ম্ম দেখা দেয় (প্রাতে) ও তৎসহ বরফ-স্পর্শবৎ বেদনায় গাত্র ব্যথিত হয়, এবং হস্তপদ "ঝি-ঝি" করিতে থাকে। অপরাহ্ণিক জ্বর। প্রায়

চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত শীত থাকে ও তৎসঙ্গে নখ সমস্ত নীলবর্ণ হয়; তৎপরে শরীরের তাপ, হস্ত পদের জ্বালা ও জলতৃষ্ণা উপস্থিত হয় কিন্তু তৎপশ্চাৎ আর ঘর্ম্ম দেখা যায় না। জল খাইলে শীত ও কম্প (ক্যাপ্সি, ইউপেটো) ও সময় সময় তাহাতে বমন। সমস্ত শরীর শীতল ও নীলবর্ণ। অগ্ন্যুত্তাপে অথবা লেপ দ্বারা আবৃত থাকিলেও শীতের উপশম বোধ হয় না। (ফস্—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে শীত বৃদ্ধি; এপিস্—উত্তাপযুক্ত গৃহে বা অগ্ন্যুত্তাপে শীত বৃদ্ধি; ইপিকাক্—বাহ্য উত্তাপ প্রযোগে শীত অধিকতর হয়)। গাত্রে বাতাস লাগিলে শীত (ক্যাম্ফ—সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত শীত; ক্যাস্থা—একখানি পা কিম্বা হাত শয্যার বাহিরে নীতে বা উঠাইতে চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প হয়)। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীত ও শয়ন করিলে নিদ্রা, তৎপশ্চাৎ তাপ, শিরঃপীড়া এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ। শীতাবস্থায় কটিদেশে বেদনা (পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে বেদনা—চায়নি-সাল্ফ)। কঞ্জেচশন সহ শীত ও তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, ডিলিরিয়াম, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল; মুখমণ্ডল, হস্ত ও নখ নীলবর্ণ; স্বপ্নদর্শন ও পেটফাঁপা; গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে বা গাত্র সঞ্চালন করিলে এই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। শীতান্তে নিদ্রা (নক্স-ম, পডো) (এপিস্—উষ্ণাবস্থায় নিদ্রা)।

উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা; অত্যন্ত বেগযুক্ত ও অধিককাল স্থায়ী তাপ, সামান্য শরীর সঞ্চালনে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে (ক্যাপ্সি—শরীর সঞ্চালনে তাপের উপশম); সমস্ত দিবা রাত্রি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনিচ্ছা, যদি কখন ইচ্ছা সত্ত্বে গাত্রাবরণ উন্মোচন করে, তবে তৎক্ষণাৎ শীত হয় (একোন) (বেল্—গায়ের কাপড় ফেলিতে অনিচ্ছা; ব্যারাইটা-কার্ব—লেপের বাহিরে হাত নিলে শীত বোধ; আর্ণিকা—যদি কিঞ্চিৎমাত্র শরীর সঞ্চালন অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচন করে, তবে নিতান্ত শীত বোধ হয়)। হস্ত পদের তাপ সত্ত্বেও তাহা আবৃত না রাখিলে তাহাতে অসহ্য শীতজনিত বেদনা হয় (ট্রামো)। সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত তত্রাচ রোগী লেপ দ্বারা বিশেষরূপে গাত্র আবৃত না রাখিয়া পারে না। (সিকেলী—গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দেয়)। তাপসহ মুখমণ্ডল, কপোল, ও হস্তদ্বয় রক্তবর্ণ, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা,

ডিলিরিয়াম্ ও কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ ; বক্ষে, পার্শ্বে ও উদরে, বেদনা ; পদদ্বয় শীতল ; কম্পন। ডাক্তার লিপি বলেন "জ্বরের সময় পাকস্থলী প্রদেশের উপরিভাগে দুই ইঞ্চ পরিমাণ একখান গোলাকার দাগ হয় ও সেইস্থানে রোগী উষ্ণতা বোধ করে কিন্তু তুমি তাহা স্পর্শ করিলে শীতল বোধ করিবে" এই লক্ষণ দৃষ্টে নক্স-ভমিকা দ্বারা তিনি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

ঘর্ম্মাবস্থা——তৃষ্ণা শূন্যতা (অত্যন্ত তৃষ্ণা——আর্স, চায়না) ; ঘর্ম্মাবস্থা অতি সামান্য ; ঘর্ম্মসহ শীত (শরীর সঞ্চালন করিলে বা বাতাস গায়ে লাগিলে)। ঘর্ম্ম হইলে হস্ত পদের বেদনার লাঘব হয় (ইউপেটো-পারফো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি) ; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্ম (এণ্টি-ক্রুড্)। ঘর্ম্ম এক দিকে (দক্ষিণ), অথবা কেবলমাত্র উর্দ্ধভাগে (একোন্, চায়না, নাইট্রি-এসি পাল্স)। (ঘর্ম্ম শরীরের কাণ্ডভাগে কিন্তু পায়ের দিকে নহে—লাইকো)। অত্যন্ত প্রখর জ্বরের পর, অথবা কম্পেচ্ছনযুক্ত শীতাবস্থার পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম (ইউপেটো—সামান্য শীতাবস্থা কিন্তু অত্যন্ত ঘর্ম্ম ; অথবা অত্যন্ত কম্প ও সামান্য ঘর্ম্ম)। ঘর্ম্ম কেবল দক্ষিণ দিকে মাত্র। মুখের আস্বাদ তিক্ত এবং পচা, পুনঃপুনঃ মুখের ভিতর প্রক্ষালন না করিলে থাকিতে পারে না (থুজা)। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু ভাত, জল, কাফি, তামাক ইত্যাদিতে অরুচি ; তৈলাক্ত পদার্থে এবং ব্রাণ্ডিতে রুচি।

বিজ্বর অবস্থা——পাকস্থলীয় এবং পিত্তজনিত লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়। পদদ্বয় অবশ। মাথাভারি, শিরঃপীড়া, এবং মাথাঘোরা। মুখ ফেঁকাশে দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে বেদনা, এমন কি সামান্য চাপও সহ্য হয় না। অক্ষুধা। কদাচিৎ অত্যন্ত ক্ষুধা এবং উদরাময়। পেট-ফাঁপা। ভুক্তদ্রব্য, তিক্ত অথবা টক্‌যুক্ত তরল পদার্থ বমন। শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ। ঠাণ্ডা দ্রব্যে অথবা ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত বিদ্বেষ। রাত্রে শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কাশি।

—※(২)※—

প্রায় সকল জ্বরেই ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণ গ্যাস্ট্রিক

জ্বরের অবস্থা যখন কিছু সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়, তখনই ইহা দেওয়া উচিত। যখন কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়; বেদনা আস্তে আস্তে কমিতে থাকে; ভেদবন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা সময় সময় ভেদ হয়; এবং যদি পীড়ার রিল্যাপস্ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ প্রকাশ হওয়ার স্বভাব বর্ত্তমান থাকে, তখন নক্‌স-ভমিকা সেস্থলে অতি আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইবে। পিত্তজনিত বহুসংখ্যক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ইহা বিলিয়াস্ ফিবারের প্রধানতম ঔষধ। ব্রাইওনিয়ার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।——ব্রাইওনিয়াতে—মুখের বর্ণ পিংশে ও মুখ বিস্বাদযুক্ত;—নক্‌স-ভমিকাতে—জিহ্বা কিছু শুষ্ক কিন্তু ক্লেদাবৃত ও তৎসহ ইহার পার্শ্বদ্বয় লাল; এবং মুখ তিক্ত ও পচা আস্বাদযুক্ত।——নক্‌স-ভমিকাতে—কোন কোন খাদ্যের প্রতি অরুচি থাকে; কিন্তু—ব্রাইওনিয়াতে—সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা।—নক্‌স-ভমি-কাতে—গাত্র রুক্ষ, ঘর্ম্মশূন্য ও উত্তাপযুক্ত; কিন্তু—ব্রাইওনিয়াতে—অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া স্বভাব লক্ষিত হয়। গ্যাস্‌ট্রিক আদি জ্বরে চায়নার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে॥

নক্‌স-ভমিকা—পরিপাক কার্য্যাধ্যক্ষ যন্ত্রাদির জড়তা যুক্ত অবস্থা দূর করে এবং অন্ত্র সমূহকে মল নিঃসরণ ক্ষমতা প্রদান করে, তাহাতে প্রায়ই দুই একটী দাস্ত হয়। খিট্‌খিটে ও উগ্রস্বভাব। অর্শ অনেকদিন পর্য্যন্ত; পরিপাক যন্ত্রাদির গোলযোগ; ক্রোধ বা মানসিক কষ্টহেতু পীড়ার উৎপত্তি। মদ্যপান, ভোগ-বিলাস, মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা ইত্যাদি অবস্থায় নক্স-ভমিকা নিতান্ত উপযোগী ঔষধ। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষে এতদ্দ্বারা অধিক ফল দেখা যায়।

নক্স-ভমিকার আরও কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ :—জিহ্বা—শুষ্ক, সাদা, অথবা পীতাক্ত ক্লেদাবৃত (বিশেষতঃ মূল প্রদেশে)। তৃষ্ণায়-দাহ ও তৎসহ গলার ভিতর জ্বালা। তিক্ত উদ্গার; সর্ব্বদা বমন বমন ভাব। অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য বমন; বুক জ্বালা; পাকস্থলী ও হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে কিছু কিছু বেদনা কিম্বা চাপ দিলে বেদনা বোধ। আক্ষেপযুক্ত শূল। নাভির চতুর্দ্দিকে চিম্‌টি কাটাবৎ

বেদনা ও পেট ডাকা। কোষ্ঠবদ্ধতা তৎসঙ্গে বাহিরে পুনঃ পুনঃ বেগ হয় বটে কিন্তু তাহাতে সামান্য মল নির্গত হয়, কিম্বা অল্প অল্প ডায়েরিয়া থাকে। মাথা-ধরা; মাথা ঘোরা; মুখমণ্ডল উষ্ণ, উজ্জ্বল, লাল বর্ণ কিম্বা পীতাভ। উত্তাপসহ শীত ও কম্প। হস্ত পদাদিতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। প্রাতে এই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি (একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ইপিকা, ক্যামো এবং পাল্‌সেটিলার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে)।

সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত তৎসঙ্গে সময় সময় শীত। গাত্র শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। নাড়ী কঠিন। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছা। হৃৎ-পিণ্ডের প্যাল্‌পিটেশন সহ ব্যাকুলতা ও মৃত্যুভয়। অনিদ্রা অথবা নিদ্রায় অজ্ঞান প্রায়। উপুড় হইলে মাথাঘোরা, ও মাথাধরার বৃদ্ধি।

—(৩)—

টাইফয়েড্‌ ও টাইফাস্‌ ইত্যাদি জ্বরের প্রথমাবস্থায় পিত্তভেদ, পিত্তবমন, পীত জিহ্বা; তিক্ত ও আঠাযুক্ত মুখ; পেটে বা পাকস্থলীতে জ্বালা, কলিক বা শূল বেদনা; পুনঃপুনঃ নিস্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, পাকস্থলী ও পিত্ত সম্বন্ধীয় লক্ষণাধিক্য ইত্যাদি জন্য নক্স-ভমিকা অতি উপকারী। প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও পরিমাণে অল্প তৎসহ পুনঃ পুনঃ বেগ দেওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহজেই উত্তেজিত অবস্থা। খোলা বাতাস সহ্য হয়না; তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা। শয়ন অবস্থায় থাকিতে নিতান্ত উপশম বোধ করে।

—(৪)—

মস্তকের অক্সিপিটেল্‌ অর্থাৎ পশ্চাৎদেশে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, চক্ষুদ্বয়ে বেদনা ইত্যাদি পাকস্থলীর অসুস্থ-অবস্থাজনিত লক্ষণচয়। মুখ শুষ্ক, অত্যন্ত তৃষ্ণা, আহারে অরুচি, মূর্চ্ছা, হস্ত পদ অবসন্নভাবযুক্ত ও তাহাতে বেদনা (চলিয়া বেড়াইলে রাত্রিতে বৃদ্ধি), অত্যন্ত দুর্ব্বল। অম্ল ও ত্যক্তজনক ঘর্ম্ম।

—(৫)—

মূত্রাবরোধ অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ (ক্যাম্ফ)। রোগের উপশম অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিতান্ত কার্য্যকারী।

নক্সভমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ—

অতিরিক্ত বিরেচক বা অবসাদ-উৎপাদক ঔষধ এবং নানাপ্রকার মসলা, এল্‌কোহল জনিত ষ্টিমুলেণ্ট (উগ্র ঔষধ), তামাক, কাফি, সুগন্ধি ইত্যাদি দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায় নক্স-ভমিকা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

অম্ল উদ্গার; প্রাতঃকালে বমন; উগ্র ধাতু; উদ্যোগী, ঝগড়াটে ও হিংসাপূর্ণ স্বভাব; কোষ্ঠবদ্ধতা; রাত্রি জাগরণ; ইত্যাদি অবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ।

শিশুদিগের সবিরাম জ্বর, কম্পসহ শীত ও গাত্রে নীলাভ চিহ্ন সকল (বিশেষতঃ আবৃত স্থানে) (দক্ষিণ দিকে নীলাভ চিহ্ন হইলে—ক্রোটেলাস্); শীতান্তে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ শীত ও তাপ; কন্‌ভাল্‌শন হওয়া প্রকৃতি; কোষ্ঠবদ্ধতা; প্রায়ই নিস্ফল বাহ্যিবেগ, ক্ষুধামান্দ্য; প্রস্রাব দুর্গন্ধময় ও লাল; শুষ্ককাশি প্রধান লক্ষণ (ডাক্তার হিগিন্)।

প্রত্যেক প্রকার জ্বর যথা ঃ——সরল জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যহিক ত্র্যাহিক, মাসিক, প্রত্যেক বসন্ত কালীয় জ্বর (ল্যাকে, সাল্‌ফা), কঞ্জেচ্‌শনজনিত জ্বর, প্রাতঃকালীয় জ্বর (ন্যাট্রা-মি), সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড্ জ্বর ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। অনেকে বলেন তাঁহারা নক্স-ভমিকাসহ ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

শক্তি-ব্যবস্থা ঃ——ইহার ৩য়, ৩০শ, সর্ব্বদা আমরা ব্যবহার করি; ইহার ২০০ শত শক্তি অনেক সময় ফলপ্রদ। ডাক্তার সোয়ান্ ইহার ১০০ শক্তি দ্বারা কয়েকটী রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ইহার পঞ্চদশ (১৫) শক্তি দ্বারা একটী অতি কঠিন জ্বররোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে (Anu IV P. 445.)

ফস্‌ফরাস্‌।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়।—সুদীর্ঘ পাতলা চেহারা, ক্রুদ্ধ স্বভাব, কটাচুল, বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রাহ্যশূন্যতা, কথা বলিতে অনিচ্ছা, ধীরে ধীরে কথা বলা, ধীরে ধীরে চলা, জীবনে ভারবোধ, ভবিষ্যৎ বিপদ চিন্তায় পূর্ণ। অতীব স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, শরীর কম্প। শয্যাশায়ী অবস্থা; জীবন রক্ষক রসাদির ধ্বংস। পেটের মধ্যে শূন্য শূন্য বোধ। পীত জল পাকস্থলীতে গরম হইবা মাত্র বমন হইয়া যায। কষ্টে শুষ্ক মলত্যাগ (কষ্টি, ঞ্নাম)। পাতলা মল বেগে নির্গত। গুহ্যদ্বার সদা হা কবিয়া থাকে (এপিস)। অসাড়ে মলত্যাগ। গর্ভাবস্থায় জলপান করিতে অক্ষম; জলেব প্রতি দৃষ্টি গেলেও বমনের উপক্রম হয়; স্নানের সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্নান করে। সহজে রক্তস্রাব স্বভাব; স্বল্প ক্ষত হইতে বহু রক্তস্রাব (ল্যাকে)। লেরিংস মধ্যে বেদনা জন্য কথা বলিতে অক্ষম। গরম গৃহ হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে যাইবা মাত্র কাশি হইতে থাকে (ব্রাই); হাসি, কথা বলা, পড়া, খাওয়া, বাম পার্শ্বে শয়ন ইত্যাদি হইতে কাশির আক্রমণ বা বৃদ্ধি। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, উহা চাপনে এবং বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন উদরাময় থাকিলে উপকারী। ইহা প্রয়োগ করে আর্সিনিকের সুকার্য্য বিকশিত হয়।

—(১)—

জ্বরের সময়—অপরাহ্ন ১টা হইতে প্রত্যেকদিন ৭টা, একই সময় জ্বর॥—শীতাবস্থা——অতৃষ্ণা। শীত অগ্নির উত্তাপে কিম্বা কম্বল বা লেপ আবরণে উপশম হয় না (নক্স-ভ)। প্রত্যহ কম্পসহ সন্ধ্যার সময় শীত। শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে (আর্স)। কর ও চরণ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা॥—তাপাবস্থায়—অত্যন্ত তৃষ্ণা। রাত্রিতে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম তৎসহ ভয়ানক রাক্ষসে ক্ষুধা তাহা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না (শীতের পূর্ব্বে ক্ষুধা—চায়না; জ্বর ছাড়িলে ক্ষুধা—ইউপেটো, জ্বরের অবস্থাত্রয়েই ক্ষুধা—সিনা)॥ প্রাতঃ সময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম (এপ্রকাব ঘর্ম্ম নিদ্রাবস্থায়—চায়না); সামান্য শবীব সঞ্চালনেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

কর, চরণ ও মস্তক প্রদেশে ঘর্ম্ম। প্রস্রাব ঘোলা। রাত্রিতে তাপ ও ঘর্ম্ম, তৎসহ রাক্ষসে ক্ষুধা।

—(৩)—

টাইফয়েড, টাইফাস্ ও রেমিটেণ্ট জ্বরসহ নিউমোনিয়া হইলে ফস্‌ফরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ার ফার্ষ্ট ষ্টেজে বা প্রথমাবস্থায় (ফুস্‌ফুস্ রক্তবৎ পদার্থচয় দ্বারা পূর্ণ) কিম্বা নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় বা থার্ড ষ্টেজে ফুস্‌ফুস্ যকৃতের ন্যায় কঠিনত্ব প্রাপ্ত ও তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, ব্যাকুলতা ও শুষ্ক কঠিন কাশি এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে কসিয়া ধরার ন্যায় বোধ গলার ভিতর আল্‌গা কফ ঘড় ঘড় করে, ও তাহা উঠিলে শক্ত, স্বচ্ছ, পুরু, হরিদ্রা অথবা লালাভ বর্ণ দেখায়। সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। শয্যাশায়ী অবস্থা, এবং শরীরে চট্‌চটে ঘর্ম্ম। নাড়ী অসাড়; শ্রুতি কঠোরতা (বিশেষতঃ মনুষ্যের কথায়); নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকার পাখাদ্বয় অত্যন্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে।—জিহ্বা—কাল বর্ণের চটা দ্বারা আবৃত। উহা ফাটা ফাটা ও কর্কশ, শুষ্ক বা নির্ম্মল। শীতল জলাদি পানেচ্ছা। অক্ষুধা; বমনের সঙ্গে পিত্ত দেখা যায়। ডায়েরিয়া বা ভেদ; পেট অত্যন্ত ডাকা, প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর শরীর দুর্ব্বল। প্রস্রাব ক্ষার গন্ধযুক্ত ও তাহার নীচে এক প্রকার সাদা ঘোলা সেডিমেণ্ট দেখা যায়। শরীরের কাণ্ডভাগ উষ্ণ, তৎসহ মস্তকে এবং শাখা সমূহে শীতল ঘর্ম্ম। যকৃৎ এবং পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা। অত্যন্ত পেটফাঁপা। জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভে বমন; বমনে জলবৎ পিত্ত এবং আঠার ন্যায় চটচটে পদার্থ থাকে। নিউমোনিয়া, অত্যন্ত ডায়েরিয়া, এবং রতি ক্রিয়ার উত্তেজনা। অজ্ঞানতা, ডিলিরিয়াম্, শূন্যে হাতড়ান, মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা। চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; ইহা টাইফয়েড্ আদি জ্বরের একটি প্রধান ঔষধ। ইহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত অবস্থায় নিতান্ত ফলপ্রদ (আর্সেনিক অথবা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সাধারণ অবস্থার ঔষধ নহে)। নিউমোটাই-

ফাস সহ ব্রংকাইটিস্‌, যকৃতের বিবৃদ্ধি, লেরিঞ্জাইটিস্‌ ও হাইপোষ্টেটিক কঞ্জেচ্‌-শনে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন ঔষধই এতাদৃশাবস্থায় ইহার তুল্য নহে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক বার আহারের পর, পুনঃপুনঃ পাতলা মলত্যাগ, তাহা দেখিতে কালবর্ণ, অথবা কাল মিশ্রিত সাদাবর্ণ; এতৎসহ কখন কখন মিউকাস্‌ মিশ্রিত বিকৃত রক্ত পাড়িয়া থাকে। গাত্রে রোজি-ওয়ালা, সুডামিনা আদি ইরাপ্‌শন্‌ ও স্থানে স্থানে রক্ত জমা লক্ষিত হয়। শরীর দগ্ধকারী-উত্তাপে উত্তপ্ত; এবং মস্তকে ও হস্তপদাদিতে শীতল ঘর্ম্ম। নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও চঞ্চল। নাসিকা হইতে পুনঃপুনঃ অত্যন্ত রক্তস্রাব। নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখ এবং গলার অভ্যন্তর শুষ্ক, জল খাইলেও তাহা দূর হয় না। দন্তের মাঢীর মাংস সকল দন্ত হইতে প্রায়ই পৃথক হইয়া উঠে; জিহ্বা শুষ্ক ও তাহা সঞ্চালনে নিতান্ত কষ্টকর; ক্ষুধা নাই; শীতল জলপানেচ্ছা। পেটফাঁপা এবং বাতকর্ম্ম সহ বেদনা-শূন্য ডায়েরিয়া কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত উচ্চশব্দে পেট ডাকিয়া থাকে; প্রাতে বৃদ্ধি।

—(৫)—

বৃক্ত পিত্তবৎ চর্ম্মোৎপাত হইতে রক্তস্রাব। পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই রক্তস্রাব। হুল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা; মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ার আধিক্য।

ফস্‌ফরাস্‌ সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

ফস্‌ফরাস্‌ দ্বারা উৎকট রেমিটেণ্ট জ্বর ও টাইফয়েড্‌ জ্বর ইত্যাদিতে (বিশেষতঃ তাহাদিগের সহিত নিউমোনিয়া বর্ত্তমান থাকিলে) উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ইহা অবশ্য দেয়। রক্তস্রাব-শীল-প্রকৃতি। কিছু আহারের পরক্ষণেই ভেদ; জল খাইলেই তাহা পেটের ভিতর গরম হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। দীর্ঘ ও পাতলা শরীর; স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ও হস্তাদি কম্পন ফস্‌ফরাসের প্রকৃতি-গত লক্ষণ। আর্সেনিক, ব্রাই, চায়না কিম্বা ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারের পর ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

কোন জ্বর ক্রমে ক্রমে রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্‌ অবস্থায় পরিণত হইলে, অথবা রেমিটেণ্ট জ্বর ইণ্টারমিটেণ্ট আকার ধারণ করিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শক্তি-ব্যবস্থা—প্রায়ই ইহার ৩০শ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি অনেকে ব্যবহার করেন। ৩য় শক্তি সাধারণতঃ অধিক সময়ই ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া হইলে ২য়, ৩য় শক্তি বিশেষ ফলপ্রদ।

ফসফ্‌রিক-এসিড্‌।

(১)

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—পূর্ব্বে শরীরে বিশেষ বল ছিল কিন্তু রক্ত-স্রাব, অত্যন্ত রতিক্রিয়া, হস্তমৈথুন ইত্যাদি কারণে অতি দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত (চায়না)। শোক, দুঃখ, উৎকট বিষয় চিন্তা, নৈরাশ্য ইত্যাদি জনিত রোগ। দুর্ব্বলতা, গ্রাহ্যশূন্যতা, জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও কোন দৃক্‌পাত করা নাই। বয়স বিবেচনায় অধিক বারন্ত (ক্যাল্‌ক)। পৃষ্ঠে এবং শাখা সমস্তে প্রহার করাবৎ বেদনা। স্ক্রুফুলাধাতু, উপদংশ, পারদের অপব্যবহার, অস্থি এবং তাহার আবরকে প্রদাহজনিত বেদনা জ্বালা ইত্যাদি; অস্থ্যস্থি, কেরিজ কিন্তু নিক্রোসিস নহে। মূত্র দুগ্ধবৎ তৎসহ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ ও রক্ত-মিশ্রিত; মূত্র সহজে বিশ্লিষ্ট হয়; রাত্রিতে বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ, মূত্র নির্গমন সময় অতি জলবৎ পরিষ্কৃত থাকে কিন্তু কিছুকাল পাত্রে থাকিলেই ঘোলা হইয়া যায়।

মৈমনসিংহান্তর্গত করোটিয়ার জমিদার মৌলবী শ্রীযুক্ত মুজাফর খাঁ সাহেবের জ্বর হইয়াছিল, প্রথম দুইটী ঔষধে কোন ফল পাই না; এই সময় তাঁহার কতকগুলি বৈষয়িক অতি গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত ছিল; উৎকট বৈষয়িক চিন্তা হেতু পীড়া এই সূত্র ধরিয়া ফস্‌-এসিড্‌ ৩০শ শক্তি দুই মাত্রা দেওয়াতেই জ্বর বন্ধ হইল। তাঁহার জ্বর দুই প্রহরের সময় হইতে বৃদ্ধি পাইত।

জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে ১০টা, অপরাহ্ণ ১০টা। এই জ্বরে নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ, বিশেষ লক্ষিত হয় না। সবিরাম জ্বর, রেমিটেণ্ট অথবা টাইফয়েড্ স্বভাবে পরিণত হয় এবং তৎসহ মস্তিষ্কের গোলযোগজনিত লক্ষণের প্রাধান্য হইয়া উঠে॥—শীতাবস্থায়—অতৃষ্ণা। সমস্ত শরীর শীতে কম্পান্বিত; হস্তের অঙ্গুলীচয় শীতল (সিড্রন, সিপি)॥—উত্তাপাবস্থায়—প্রায়ই অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ে। তাপ সত্বেও গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না (বেল্)। (কিন্তু গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলে—ইগ্নে, পাল্স)।।—ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম। তৃষ্ণা কেবলমাত্র ঘর্ম্মাবস্থায় দৃষ্ট হয়। ঘর্ম্মসহ অত্যন্ত স্বপ্ন দর্শন।

(৩)

রেমিটেণ্ট, টাইফয়েড্ ও টাইফাস্ আদি জ্বরে ইহা নিতান্ত কার্য্যকারী। এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরাও এই প্রকার জ্বরে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন ও বলেন যে, ইহা উক্ত জ্বরাদির এক প্রকার স্পেসিফিক্ ঔষধ। জ্বর অত্যন্ত উগ্র এবং স্নায়ু সমস্ত উত্তেজিত হইলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ অবস্থাপন্ন কিন্তু অজ্ঞানাবৃত নহে। মুখমণ্ডল পিংশে। জিহ্বা বিশেষ শুষ্ক নহে, কিন্তু ইহা রক্তবর্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল। অত্যন্ত তৃষ্ণা। সামান্য উদরাময়। বিশেষ স্পষ্ট পেটফাঁপা বোধ হয় না। কোন প্রকার অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়না এবং জ্বরের স্পষ্ট রেমিশন্ খর্ব্বতা অনুভব করা যায় না, কিন্তু মোটামুটি ভাবে ক্রমশঃ জীবনী শক্তির ধ্বংস লক্ষিত হয়। আরোগ্য অবস্থা অতি ধীর-গতি-বিশিষ্ট।

শারীরিক ও মানসিক শক্তি যুগপৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে (প্রায়ই পীড়ার প্রথমভাগে); এতৎসহ সামান্য উত্তেজনা দৃষ্ট হইলেও তাহা অতি স্বল্প সময়ের জন্য; কারণ, অবিলম্বেই নিতান্ত অসার অবস্থা উপস্থিত হয়। সর্ব্ব বিষয়ে অনিচ্ছা ও সহানুভূতি-শূন্যতা। কথা বলিতে চায় না। স্থির ভাবাপন্ন ডিলিরিয়াম্ ও তৎসহ অত্যন্ত অজ্ঞানতা; ডিলিরিয়ামে বিড় বিড় করিয়া বকা; মাথাঘোরা এত প্রবল যে, উঠিয়া বসিলে পড়িয়া যায়; বিছানায় শয়নাবস্থায়

থাকিয়া এরূপ বোধ হয়, যেন পা দুখানি উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং মস্তকটী স্থির রহিয়াছে। ললাটের সম্মুখে অজ্ঞানকারী বেদনা। আবল্য ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা। চক্ষু তেজোহীন; বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া থাকা। শ্রুতি কঠোরতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নিস্তেজ মুখশ্রী। ওষ্ঠ এবং জিহ্বা পিংশে বর্ণ। লালা চট্‌চটে। পেটফাঁপা, তৎসহ অত্যন্ত পেটডাকা ও গল্‌গল্ করা এবং জলবৎ ও সামান্য সাদা বর্ণের ভেদ, অথবা অনৈচ্ছিক ভাবে মলত্যাগ। প্রস্রাব ঘোলা কিন্তু উত্তাপ সংযোগে পরিষ্কাররূপ প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, চর্ম্ম শিথিল ও স্থানে স্থানে রক্ত জমা; রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহাতে কাল্‌চে পড়ার ন্যায় দেখায়। গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর। ঘর্ম্ম বহুল, কিম্বা অল্প অল্প আঠার ন্যায়। প্লীহা বি ‌দ্ধিযুক্ত। নাড়ী দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, ইণ্টারমিটেণ্ট বা পর্য্যায়যুক্ত।

এসিড্-ফস্‌ফরিক সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

ইহা উৎকট রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে বিশেষ উপকারী। হস্ত-মৈথুন ও অত্যন্ত লম্পটতা (চায়না) ইত্যাদি দরুণ বলক্ষয়; হস্ত পদাদি কম্পন, অস্থি ইত্যাদিতে কেরিজ ও অন্যান্য ক্ষত; এই সমস্ত ইহার প্রধান লক্ষণ॥— জিহ্বার মধ্যভাগে লালবর্ণ ডোরা। সরস ফল খাইতে ইচ্ছা। বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল দিগের জন্য ইহা মহোপকারী।

শক্তি-ব্যবস্থা——ইহার ৩০শ শক্তি উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। অনেকে ৩য়, ১২শ শক্তি ব্যবহার জন্য অনুমোদন করেন।

মিউরিয়েটিক্-এসিড্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়— নিস্তেজ টাইফয়েড্ অবস্থায়; মুখে দুর্গন্ধ; রোগী পৈথানের দিকে সরিয়া আইসে। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। দন্তে সর্ডিস্। মুখে ক্ষত; গলার মধ্যে ডিপ্‌থিরিয়ার ন্যায় সাদা ক্ষত। টাইফয়েড্ অবস্থাসহ উদরাময়, আমাশয় এবং ডিলিরিয়াম। কার্‌বাংকল্ ও পানসে দস্ত।

(২। ৩)

ইহা নিস্তেজাবস্থাপন্ন রেমিটেন্ট জ্বর ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে নিতান্ত কার্য্যকারী। প্রায়ই প্রস্রাব করিবার সময়ে অসাড়ে মলত্যাগ করে; বাতকর্ম্ম করিবার সময় প্রস্রাব করিয়া ফেলে। রোগী শয্যার পৈথানের দিকে গড়িয়া যায় এমনকি প্রায় পুনঃপুনঃ তাহাকে চেষ্টা দ্বারা যথাস্থানে আনিয়া রাখিতে হয় (টাইফয়েড্ আদি জ্বরে)।

ইহা ফস্‌ফরিক্ এসিডের সমতুল্য; কেবল ইহাতে জ্বরের উগ্রতা অধিকতর হইয়া থাকে; এবং অস্থিরতা অধিক দেখা যায়; কিন্তু পচনশীলত্ব অপেক্ষাকৃত ধীরতর গতিতে উপস্থিত হয়। পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে পাত্‌লা মল এবং মলের মধ্যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মিউকাস্ ও সাদা বড় বড় মিউকাস্ খণ্ড দেখা যায়। অত্যন্ত পেটফাঁপা, অসাড়ে মলত্যাগ। অন্ত্রের স্থানে স্থানে ক্ষত হয়। যে বেড্‌সোর (Bedsore) জন্মে তাহা অসার, পিংশে বর্ণ, বেদনাশূন্য ও অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতি দুর্গন্ধ। অরুচি কিন্তু শীতল জলপানে স্পৃহা।

অনবরত ডিলিরিয়াম হেতু রোগীর নিদ্রা নাই, এবং বিশ্রাম ও নাই। সে সর্ব্বদা কল্পনা পথে গত বিষয় এবং উপস্থিত ঘটনাবলী ক্রমাগত দর্শন করিতেছে; চক্ষে আলো সহ্য হয় না। সামান্য গোলমাল কর্ণে অত্যন্ত লাগে। গন্ধ এবং আস্বাদ শক্তি নিতান্ত প্রখর হয়। চক্ষুর জ্যোতি উজ্জ্বল; কনীনিকা সঙ্কুচিত। কপোলদেশ লাল বর্ণ। নাসিকা, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক। টাইফয়েড্ জ্বরের মলের ন্যায় কখন কখন দেখা যায় অথবা কখন দেখা যায় না। প্রস্রাব পরিষ্কৃত এবং ঝাল-গন্ধযুক্ত। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস। ত্বক রুক্ষ ও অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত। নিদ্রা হয় না এবং নিদ্রা যাইতে পারে না। শরীর বিশেষ দুর্ব্বল নহে অথচ অসুখ পূর্ণ (ব্রাইওনিয়ার পর)। পীড়ার তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ অজ্ঞাতাযুক্ত জ্বরাবস্থায় নিতান্ত শয্যাগত; শিরঃপীড়া; নিদ্রাবস্থায় কোঁকান; এবং জাগ্রত হইলেও জ্ঞান শূন্যতা ও পচাল পাড়া। মুখ এবং জিহ্বা নিতান্ত শুষ্ক, জিহ্বা ভারি, অসার ও ইচ্ছামত সঞ্চালন করিতে অক্ষম (এমন কি

সজ্ঞান অবস্থাতে ও পারে না)। নাড়ী প্রত্যেক তিন বার লম্ফন করিয়া তৎপশ্চাৎ বিশ্রাম করে। জলবৎ ও বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। জলবৎ মল। অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ। নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা ও গুহ্যদ্বার অসার হইয়া যায় ও রক্তময় মল নির্গত হয়।

শক্তি-ব্যবস্থা——ইহার ৩য় ও ৩০শ শক্তি বিশেষ ফলদায়ক।

ইউপেটোরিয়াম্-পারফোলিয়েটাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। মাদক দ্রব্যাদি অতিরিক্ত সেবন হেতু শীর্ণ শরীর। হাড়ে হাড়ে বেদনা, সমস্ত শরীরের বেদনাই যেন হাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে; পিত্ত বমন; কোষ্ঠবদ্ধ যকৃত স্থানে বেদনা (ব্রাই)। ঘর্ম্ম অল্প অথবা ঘর্ম্মাভাব; বেদনায় ছট্‌ফটী; বামদিকে শুইতে সম্পূর্ণ অক্ষম (ব্রাইওনিয়াতে ইহার বিপরীত)। মাথা ঘুরাইয়া বামদিকে পড়া। এই ঔষধের পর ন্যাট্রাম্-মি ও সিপিয়া অতি উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

—(১)—

জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা; ৭টা হইতে ৯টা; একদিন ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে শীত হইয়া জর, অপরদিন বেলা ১২ টার সময় সামান্য শীত হইয়া জ্বর; ১০ টা, ২টা, ৫টা বেলা॥——পূর্ব্বাবস্থা—প্রায়ই জ্বরের দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে অদম্য তৃষ্ণা। জল পানের পর বমন। পৃষ্ঠে, শাখা সমস্তের অস্থি মধ্যে ও দক্ষিণ ইলিয়াক্ প্রদেশের উপরিভাগে বেদনা। চক্ষুর গোলকদ্বয় বেদনাযুক্ত। শীতের সময় ও তৎপূর্ব্বে গাত্র লেপ দ্বারা আবৃত করিয়া থাকিতে চায়। ক্ষুধা॥——শীতাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা; জলপানের পর তিক্ত বমন। প্রাতে শীত, সমস্তদিন তাপ, কিন্তু ঘর্ম্ম হয় না। হাড়ে হাড়ে বেদনা, তৎসহ কোঁকান। পাকস্থলীতে ও প্লীহাতে বেদনা। হাইতোলা। যত কম্প তত শীত নহে; পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ হয়। শীতান্তে পিত্ত বমন (উহা জল পানে বৃদ্ধি)।

উষ্ণাবস্থা——শীতান্তে তৃষ্ণা তৎপশ্চাৎ তাপ। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান। শিরঃপীড়া, মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বিশেষতঃ অস্থিদেশে ভয়ানক বেদনা (আর্ণি)॥——পিত্ত বমন, তাপ এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া। তাপে গাত্রদাহ। তাপ সহ কম্প। একটু জল খাইলেই শীত ও কম্প। জ্বর দুই প্রহরের পূর্ব্ব ভাগে ও জ্বরের পূর্ব্বে কাশি ও তৃষ্ণা কিন্তু প্রায়ই পরভাগে ঘর্ম্ম হয় না।

ঘর্ম্মাবস্থা——ঘর্ম্মাভাব কিম্বা সামান্য ঘর্ম্ম। জ্বরান্তে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি কিন্তু অন্যান্য বেদনাদির উপশম। অত্যন্ত শীত প্রধান জ্বরে প্রায়ই ঘর্ম্ম থাকে না কিম্বা তদ্বিপরীতে সামান্য শীত হইলে অত্যল্প ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম না হইলে বা অল্প হইলে জ্বরান্তেও বহুকাল পর্য্যন্ত শিরঃপীড়া থাকে (আর্স); ঘর্ম্ম হইলে সমস্ত কষ্টের উপশম হয় বটে কিন্তু কেবল এক শিরঃপীড়া মাত্র উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (ঘর্ম্মসহ শিরঃপীড়াদি যাবতীয় উপসর্গের বিরাম হইলে ন্যাট্রাম-মি অতি উৎকৃষ্ট)।

(২)

ইহা পিত্তজনিত জ্বর জন্য প্রধান ঔষধ। পিত্ত বমন, পিত্তভেদ, ন্যক্কার, পেট বেদনা, শয্যাগত অবস্থা। প্রস্রাব রক্তবর্ণবৎ ও অল্প। শিরঃপীড়া বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাৎভাগে। যকৃৎ স্থানে বেদনা ও ভার বোধ। কাশিতে ও নড়িতে চড়িতে যকৃৎ মধ্যে লাগে।

(৩)

পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহের উপসর্গসহ বিলিয়াস্ ও রেমিটেণ্ট ফিবার টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত। অত্যন্ত ঘর্ম্ম, তৎসহ বমনেচ্ছা বা বমন। অত্যন্ত উত্তাপসহ নিশাভাগে ঘর্ম্ম। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ। উদরাময় সহ গুহ্য স্থানে বেদনা ও উত্তাপ বোধ।

(৪)

অস্থি প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ শাখাপ্রদেশে ও কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা। ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। আক্ষেপ বা স্প্যাজম্।

ইউপেটোরিয়াম্ সম্বন্ধে মন্তব্য ।ঃ———

জিহ্বা সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ দ্বারা আবৃত। গাত্র ও চক্ষু হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত। খাদ্যে স্বাদ রহিত। বরফ খাইতে ইচ্ছা। ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য-রেখা ফাটা। কাশি। তিক্ত দ্রব্য খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। বৃদ্ধ বয়স; শরীরে অত্যন্ত বেদনা; বামপার্শ্বে শুইতে কখনই সক্ষম হয় না; পিত্ত বমন; একদিন প্রাতে ও অন্য দিন দুই প্রহরে জ্বরের বৃদ্ধি এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ।

বিজ্বর অবস্থা স্পষ্টলক্ষিত হয় না। রেমিশন্ অতি অল্প সময় থাকে। জ্বর, স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট আকারে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানের রেমিটেণ্ট ও ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে ইহা এক মহৌষধ: জলাভূমি, সমুদ্রতীর, নদীর কূল, এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এপিডেমিক ভাবে যে জ্বর হয়, তাহার প্রত্যেক রোগীতে ইউপেটোরিয়ামের আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে (ডাঃ ডগলাস্ ও হেম্পল)। শরৎকালের প্রত্যেক এপিডেমিক জ্বরই এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। ইহা আর্সেনিক, চায়না ও ন্যাট্রামের সম-তুল্য ঔষধ বলিয়া ডাঃ এলেন বলেন। অনেক সময়ে প্রথমে ইহা প্রয়োগ করিয়া তৎপর ন্যাট্রা-মি ৩০শ শক্তি এক ডোজ ব্যবহার করিলে জ্বর আর হয় না।

শক্তি-ব্যবস্থা—ডাক্তার এলেন বলেন, ইহার মাদারটিংচার হইতে সহস্র শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইহার ১ম, ৩য়, ও ৩০শ, শক্তি ব্যবহৃত হয়। আমরা ৩য়, ও ১ম শক্তি দ্বারা বিস্তর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।

অনেক সময় এমন হয় যে, রোগের প্রকৃত ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে কিন্তু উপযুক্ত শক্তিতে তাহা প্রয়োগ না হওয়া হেতু ঔষধে কোন ফল দর্শে না, তখন শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা আব-শ্যক। এস্থলে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করি, তদ্দ্বারা এসম্বন্ধে বিশেষ উপ-দেশ পাইবে:—জেলা ঢাকা, শ্রীপাট পল্লী গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্য কুলোদ্ভব আমাদের কুলগুরু পরমারাধ্য শ্রীযুক্তেশ্বর নীলকমল ঠাকুর মহাশয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। এই জ্বর একদিন বেলা ৭।৮টার সময় আসিত, অপর দিন প্রায় দুই প্রহর বেলার সময় আসিত, জ্বরে অত্যন্ত শীত ও কম্প হইত; কম্পান্তে জল-তৃষ্ণা হইয়া তৎপশ্চাৎ স্পষ্টভাবে তাপ প্রকাশিত হইত, ঘর্ম্ম ছিলনা,

এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্টে ইউপেটোরিয়াম্-পারফোলিয়েটাম্ নামক ঔষধের ১ম শক্তি দিলাম, কিন্তু তদ্দারা দুই দিবস মধ্যে কোন ফল পাইলাম না। কিন্তু ঔষধ যে ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং উহার ১ম শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া ৩য় শক্তি ব্যবহার করিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য ফল দর্শিল; দুইটি পুরিয়া (৩য় শক্তি) খাওয়ার পরেই ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িল, আর জ্বর হইল না; জ্বর ছাড়িয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শরীর ঘর্ম্মাক্ত ছিল, তাহাতে তিনি নিতান্ত সুস্থতা প্রাপ্ত হইলেন।

☞ মহৎ হইতেই মহৎ বিষয় লাভ হয়। এই ঘটনা হইতেই শক্তি মীমাংসা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বিষয় তাহা প্রাণের সহিত বুঝিলাম। প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই শক্তি মীমাংসা সংগ্রহে যত্নবান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই ঘটনার পর হইতেই আমি পৃথিবীর সর্ব্বদেশস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দের নিকট হইতে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতানুসারে শক্তি মীমাংসা সংগ্রহ জন্য বিশেষ ও অধিকতর যত্নবান হইয়াছি। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। যে পর্য্যন্ত শক্তি মীমাংসা সংগ্রহ হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

ক্যামোমিলা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—শিশুদিগের জন্য অতি প্রশস্ত; স্নায়বীয় ধাতু; অতিরিক্ত কাফি ও মাদক সেবন জন্য খিট্‌খিটে। স্বভাবতঃ অত্যন্ত খিট্‌খিটে কাহাকেও সৎভাবে উত্তর দিতে পারে না। সর্ব্বদা ক্রোড়ে উঠিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা; অধৈর্য্য, ইহা চায়, উহা চায় কিন্তু তাহা দিলে নিতে চায় না। কার্য্যকর। কাহার কথা ভাল লাগে না; কাহাকে নিকটে আসিতে দেয় না। খোলা বাতাস ভাল লাগে না। ক্রোধহেতু পীড়া।

(১)

ইহা ত্রৈকাহিক জ্বর; প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসারক জ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়॥—জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা; বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে শীত না হইয়া জ্বর॥—শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা। গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত (হিপার)। পৃষ্ঠদেশে শীত ও সম্মুখ ভাগে তাপ।

সমস্ত শরীরে শীত কিন্তু উত্তাপে যেন চোখ মুখ পুড়িয়া যায়॥—উত্তাবস্থা——অত্যন্ত দীর্ঘকালস্থায়ী তাপ। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। শীত এবং তাপ একত্রে; তৎসহ এক দিকের কপোল লাল অন্যদিকের কপোল পিংশে (এই লক্ষণটী বঙ্গদেশে কোন রোগীতে প্রায় দেখা যায় না)। অত্যন্ত ব্যাকুলতা। খিট্‌খিটে স্বভাব; কখন ভদ্রতাসহ কাহাকে কোন উত্তর দিতে পারে না (ব্রাই, এনাকা)॥—ঘর্ম্মাবস্থা——ঘর্ম্ম উষ্ণ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে। আবৃত স্থানে অত্যন্ত ঘর্ম্ম॥—বিজ্বর অবস্থা—পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না।

(২)

জিহ্বা হরিদ্রাভ ক্লেদযুক্ত অথবা লাল এবং ফাটা ফাটা। জিহ্বাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। মুখ এবং খাদ্য তিক্ত; মুখে দুর্গন্ধ। অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, তিক্ত অথবা টক্ উদ্গার এবং বমন। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং পেটের ভিতর অস্থিরভাব, পেটফাঁপাজনিত শূল, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময়; পীতবর্ণ মল; অম্লযুক্ত ভেদ; ডিম্ব ঘুলিয়া গেলে যে প্রকার হয়, মল সেই প্রকার দেখায়। প্রস্রাব পীতবর্ণ ও তাহাতে তুলার মত খণ্ড খণ্ড সেডিমেণ্ট। আধ কপালে মাথা ব্যথা। হাত পায়ে বেদনা। অস্থিরতা, কোঁকান, খাম খেয়ালী স্বভাব। হাঁপানির ন্যায় শ্বাস কষ্ট। তাপসহ শীত এবং রোমাঞ্চ। অনিদ্রা, অস্থিরতা, স্বপ্ন পূর্ণ নিদ্রা, চমকিয়া উঠা। (একোন্, বেল্, নক্স-ভ, ও পাল্‌সেটিলার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে)।

অন্তরে ও বাহিরে তাপ, কখন বা তৎপূর্ব্বে শীত। তৃষ্ণায় জ্বলিয়া যায়, তাহাতে মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বালা। মাথা উঠাইতে মাথা-ঘোরা, তৎসহ চক্ষে অন্ধকার দেখে। প্রস্রাব করিতে জ্বালা। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

(৩)

টাইফয়েড্ আদি জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় অপরাহ্নে মুখ রক্তবর্ণ ও উত্তাপযুক্ত, তৎসঙ্গে প্যারোটিড্ গ্রন্থির স্ফীতি। মুখের অভ্যন্তর শুষ্ক ও লাল। জিহ্বা ফাটাফাটা ও ক্লেদাবৃত। মুখ পচা ও তিক্ত। অত্যন্ত তৃষ্ণা। তিক্ত বমন। পাকস্থলীতে ভার বোধ। পেটে বেদনা। কোন প্রকার চাপন

সহ্য হয় না। পিত্তময় ভেদ। গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ; গলা খুস্‌খুস্‌ করিয়া কাশি। যন্ত্রণা বোধ, তিন্দ্রালুতা, আবল্য, স্বপ্ন দর্শন, উন্মাদের ন্যায় ডিলিরিয়াম, টানিয়া ২ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা ও কোঁকান।

ক্যামোমিলা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——ইহা শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রোধ ও ত্যক্ততা হেতু জ্বরে জ্বরের তাপ প্রকাশ না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত পেট বেদনা, পিত্ত বাহ্যি ও বমন। (সিনা এবং আর্সেনিককে শিশুদিগের পর্য্যায় জ্বরে, এই ঔষধ তুল্য সম-উপকারী অনেকে মনে করেন)।

শক্তি-ব্যবস্থা ——৩য়, ১২শ, ৩০শ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ডাং ফিসার ২০০ শত শক্তি ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

ইপিকাকুয়ানা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—জ্বরে এবং অন্যান্য সমস্ত রোগে অবিরত বিবমিষা। সাদা শ্লেষ্মা বমন। মলের বর্ণ ঘাসের ন্যায় সাদা, রক্ত ও সাদা আম; পেট কামড়ান অত্যন্ত। সমস্ত দ্বার হইতে লালবর্ণ রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে লাল রক্তস্রাব তৎসহ শ্বাসকষ্ট। বক্ষস্থলে ঘড় ঘড়ে কাশি কিন্তু তত উঠে না (এণ্টি-টা)। মাঝে মাঝে বা একদিন বাদে একদিন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। ঠাণ্ডা ও শীত দুইই কষ্টকর। কুপ্রামের পর ফলপ্রদ।

(১)

যেস্থানে ম্যালেরিয়া জ্বর এপিডেমিক, সেস্থানে যদি একটি রোগী ইপিকাক দ্বারা আরাম হয় তবে নিশ্চয় জানিবে আরও বহুসংখ্যক রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। সে জন্য কোন কোন সময় ইহার প্রশংসা অত্যাশ্চর্য্য-রূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। পুনরায় ইহার তেমনি অপযশ শুনা গিয়াছে। কারণ সকল ম্যালেরিয়া এপিডেমিকেই ইহা সম কার্য্যকারী হয় নাই। ইপিকাক মৃদুস্বভাবাপন্ন ম্যালেরিয়া জ্বরে, সবিরামজ্বরে এবং দ্ব্যহিক পালাজ্বরে

নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ। জ্বরের অবস্থাত্রয় মধ্যে শীতাবস্থা বিশেষ প্রকাশিত। পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণচয়, যথা অরুচি, অক্ষুধা, ন্যক্কার, বমন। পিত্তময় অল্প অল্প পরিমাণ পাতলা মলত্যাগ (উদরাময়) ইত্যাদি লক্ষণ জ্বরের সহগামী থাকিলে ইপিকাক অবশ্য ব্যবহার করিবে।—জ্বরের সময়—বেলা ৯টা, ১১টা এবং ৪টা; বেলা ৪টার সময় জ্বরে শীত টের পাওয়া যায় না॥——কারণ আহারের দোষে, কুইনাইন এবং আর্সেনিকের অপব্যবহারে পীড়া জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরের সময় এবং বিজ্বর অবস্থায় বমন ইত্যাদি ও পাকস্থলী সম্বন্ধীয় উপসর্গ ইহার প্রধান লক্ষণ॥——শীতাবস্থায়—শরীরের বহির্ভাগে শীত এবং উত্তাপ, গরম গৃহেবাস অথবা বাহ্যিক উত্তাপ-প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না তাহাতে অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে (এপিস্) (বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম—আর্স, ইগ্নে)। জলপান করিলে এবং খোলা বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয় (ক্যাপসি, চায়না, ইউপেটো-পারফো-জলপানে পীড়ার বৃদ্ধি)॥—উষ্ণাবস্থায়——তৃষ্ণা, মুখ পিংশেবর্ণ, ন্যক্কার এবং বমন। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাশি জন্য প্রায়ই ন্যক্কার এবং বমন (প্লুরা বা ফুস্ফুস্-আবরক ঝিল্লীতে বেদনা হইয়া কাশি—একোন্। (শীতের পূর্ব্বে বা সময়ে কাশি—হ্রাস) (শীতাবস্থায় এবং তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাইওনিয়া); হস্তপদ শীতল ; মস্তক এবং মুখমণ্ডল তাপযুক্ত॥ ঘর্ম্মাবস্থায়—শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে অম্ল স্বাদ ; তৎসহ প্রস্রাব ঘোলা, ঘর্ম্মাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি ; কিন্তু ঘর্ম্মের পর উপশম (ইউপেটো, ন্যেল্স, ন্যাট্রাম-মি)। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

জিহ্বা পরিষ্কার ; রক্তশূন্য, মিষ্টদ্রব্য আহারে নিতান্ত ইচ্ছা॥—বিজ্বরাবস্থা—কখন পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায় না ; আহারে অনিচ্ছা ; পাকস্থলী যেন শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ বোধ। বিজ্বরাবস্থায় মুখে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ, এবং আহারের পর বমন। ডাক্তার রথ বলেন হস্তপদ শীতল ; দীর্ঘকালব্যাপী উষ্ণাবস্থা ও স্বল্পকালস্থায়ী শীত ; বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা ও শ্বাস কষ্ট ; কুইনাইনের অপব্যবহার ইত্যাদি অবস্থায় ইপিকাকুয়ানা অতি উৎকৃষ্ট

ফলদায়ী। পীড়ার প্রারম্ভে শুকায় বা বমন থাকিলে ইপিকাক দ্বারা তাহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। আর্সেনিকের উষ্ণাবস্থায় অবসন্নতা যেমন একটি গুরুতর ধর্ম্ম, তদ্রূপ শীতাবস্থায় অবসন্নতা ইপিকাকের একটি প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার জার বলেন যে, অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত না থাকিলে তিনি সেস্থানে প্রায়ই ইপিকাক ৩০শ শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাহাতে বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যেস্থানে ইপিকাক্ প্রকৃত কার্য্যকারী হয় নাই সেস্থানে ও তিনি বলেন ইপিকাক ব্যবহার দ্বারা জ্বরের প্রকৃত লক্ষণ বিকশিত হইয়া পড়ে, তখন আর্ণিকা, আর্সেনিক, ইগে, নক্স, ইত্যাদি ঔষধের যেটি প্রকৃত উপযুক্ত ঔষধ তাহা সহজে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায়; এবং তাহা প্রয়োগ করিলেই রোগী সহজে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ডাক্তার ডগ্‌লাস্, মিলার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ডাক্তার জারের মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ডাক্তার এলেন ও সার্জ্জি (ইটালি দেশস্থ) বলেন, একথা কোন কার্য্যের নহে; ইপিকাকের লক্ষণ স্পষ্ট রহিয়াছে, তদনুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইপিকাক নির্ব্বাচন করা কোন কষ্টকর নহে। সুতরাং বাঁধাগদে বা বিনা সম-লক্ষণ সূত্রে কোন ঔষধের প্রয়োগ করা নিতান্ত অবিহিত।

—(২)—

জিহ্বা পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত তৎসহ মুখ শুষ্ক। খাদ্য দ্রব্যে, বিশেষতঃ স্নেহাত্মক পদার্থে অরুচি। বমনেচ্ছা বা বমন। গলা বাহিয়া ভুক্ত দ্রব্য উঠে। পাকস্থলীতে চাপ ও বেদনা বোধ। শূল বেদনা। ভেদ ও তাহাতে পীতবর্ণ বিশিষ্ট বা পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল। শরীর ঈষৎ পীতাভ ও পিংশে। ললাটে শিরঃপীড়া। গাত্রে তাপসহ তৃষ্ণা ও শীত (নক্স-ভ ও পাল্‌সেটিলার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে)।

সুখাদ্যে রুচি কিন্তু প্রত্যেক জিনিষই গলায় বাধে। দম্ আট্‌কা অবস্থা উদরাময়। হাত, পা শীতল। ঘর্ম্ম শূন্য ও তৃষ্ণা রহিত অথবা বহুল পরিমাণে কিম্বা সামান্য পরিমাণে ঘর্ম্ম।

—(৩)—

জ্বরের উপক্রমাবস্থায় সামান্য তাপ, অক্ষুধা, সর্ব্বদা বমন ও বমনেচ্ছা।

উদরাময়সহ মিউকাস ক্ষরণ। প্রথমভাগে জিহ্বা পীতবর্ণ, বমন ও বমনেচ্ছা, পিত্তময় ভেদ। মল পীতবর্ণ, উহা পরিত্যাগ কালে বেদনা অনুভূত হয় না (বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়)। হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় মস্তক ও অস্থিতে বেদনা। আদকপালে মাথাব্যথা; মস্তকে ঘর্ম্ম। শয্যাগত অবস্থা। সর্ব্ব প্রকার আহারে অনিচ্ছা। হস্তপদ মুচ্ড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় আক্ষেপ (কনভাল্শন্)।

(৫)

অরুচি, বমন। বমনে তিক্ত, টক্, কিম্বা ঝাল গন্ধযুক্ত পদার্থ অথবা আল্কাত্রার ন্যায় কাল পদার্থ পড়ে।

ইপিকাক্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

পাকস্থলীর গোলযোগ; শাক বর্ণবৎ মল; শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব (রক্ত উজ্জ্বল, লাল)। সদা বমনেচ্ছা ও বমন, গলায় ঘড়ঘড় করে অথচ কাশি উঠে না (এণ্টি-টা) প্রধান লক্ষণ। কুপ্রামের পর ইহা সুন্দর কার্য্যকারী। কুইনাইন আটকা জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শক্তি—আমি ইপিকাক ৩০ শক্তি দ্বারা অনেক স্থানে উপকার পাইয়াছি। বাবু নকুলচন্দ্র সরকার হুগলী কলেজের ছাত্র এবং নিবাস চিতুলিয়া, পাবনা; তাহার প্রথম রেমিটেণ্ট জ্বর হয়; জেলস, আর্স, নক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়না। পরে জ্বর গাত্রে সর্ব্বদা লগ্ন থাকিত কিন্তু বেগ অল্প। তাহাকে এক ডোজ মাত্র ইপিকাক ৩০শ শক্তি দিলাম, তাহাতে পরদিন সে অনেক সুস্থ রহিল। সে দিন ঔষধ কিছুই দিলাম না। তৃতীয় দিবস পুনরায় ইপিকাক দেওয়া হইল, এই প্রকার ইপিকাক দুই তিন ডোজ ব্যবহার করাতে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

ডাক্তার এলেন ৩য়, ডাক্তার ফ্রষ্ট ১০০০; ডাক্তার মোরিশন ৩য় শক্তি ব্যবস্থা দ্বারা রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ ৩০শ, তাহাতে কাজ না পাইলে ২০০শত, এবং তাহাতে কোন ফল না হইলে ৩য়, কিম্বা ৬ষ্ঠ, শক্তি দ্বারা ফল পাইয়া থাকি।

মার্কিউরিয়াস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—অস্থির (হাড়ের) পীড়া, রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি। গ্ল্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি (তাহা থাকুক বা না থাকুক)। প্রত্যেক পীড়ায়ই অতীব ঘর্ম্ম কিন্তু ঘর্ম্মে পীড়ার উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হইতে পারে (লাঘব হইলে ন্যাট্রা-মি, ভিবাট্)। বহু পরিমাণ লালা নিঃসরণ; তামাটে স্বাদ। আমাশয় ও অতীব বেগ দেওয়া। মুখের লালায় বালিশ ভিজিয়া যায়। স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত; প্রত্যেক ঋতুর সময় ঋতুস্রাব না হইয়া স্তনে দুগ্ধ আইসে। কাশি-শুষ্ক ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে অক্ষম। দন্তের মাড়িতে ক্ষত। ক্ষতের ধাব অস্পষ্ট। হিপার ও ল্যাকেসিসের পর কার্য্যকারী।

(১)

শীতাবস্থা—শরীরে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় শীত। (হ্রাস, ম্যাগ্নে-কা)। কর ও চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল॥—তাপাবস্থা—পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং তাপ। তৃষ্ণা। বিছানায় থাকিলে তাপ বোধ। বিছানার বাহিরে শীত॥—ঘর্ম্মাবস্থা—প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম (ব্রাই, স্যাম্বু)। প্রাতে ও রাত্রিতে ঘর্ম্ম। অঙ্গুলীগুলির অবস্থা বহুক্ষণ জলেসিক্ত থাকার ন্যায় (এণ্টি-ক্রুড্); ঘর্ম্মে বিছানা ভিজিয়া যায় এবং কখন কখন বিছানায় হলুদ পানা দাগ লাগে॥ গলার ভিতর বেদনা (কিছু খাইতে)। লবণময় লালা; বসিলে মাথাঘোরা; দন্তের মাঢ়ীতে প্রদাহ ও বেদনা।

(২)

বিলিয়াস্ ফিবারের অত্যন্ত প্রথর অবস্থাতেই মার্কিউরিয়াস্-ভাইবাস্ অতি উপযুক্ত। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর এবং তাহা সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুইপ্রহরকালে অতি প্রখরভাব ধারণ করে; শিঃরপীড়ায় মাথা ছেদা হইয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ এবং তদ্দরুণ শয়ন করিতে অক্ষম। পাকস্থলী এবং যকৃৎস্থানে বেদনা। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা (বিশেষতঃ রাত্রিতে)। চক্ষু এবং গাত্রের বর্ণ পীতাভ। মুখাস্বাদ তিক্ত ও ত্যক্তকর।

তিক্ত উদ্গার ; বমনে পিত্ত উঠে। অম্লযুক্ত পানীয় খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। ভয়ানক অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা। জ্বরের কতকদিন ভোগের পর পিত্ত বিরেচন। ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার হার্টম্যান ইহার প্রয়োগ জন্য যে কয়েকটী লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই :——"ক্ষুধা ক্রমেই মন্দীভূত। জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত ; ঢোক গিলিতে গলা শুষ্ক বোধ হয় ; মুখ পচা ও দুর্গন্ধময় ; বমনেচ্ছা ও তৎসহ টেম্পলপ্রদেশে বেদনা। পাকস্থলী ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও ভার বোধ। মুখে জল উঠা ; প্রস্রাব ঘোলা। অনিয়মিত মলত্যাগ ও পুনঃপুনঃ বাহ্যির উদ্বেগ। মুখশ্রী পিংশে ও হরিদ্রাভ। দুর্ব্বলতা। সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাব ঝালযুক্ত দ্রব্যে রুচি। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা সামান্য কোষ্ঠ কিম্বা উদরাময় ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। শারীরিক ও মানসিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থা"॥ ইতঃপূর্ব্বে অধিক মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ না খাইয়া থাকিলে ইহা দ্বারা নিতান্ত উপকার প্রাপ্ত হইবে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। দিবাভাগে তন্দ্রা ও রাত্রিতে অনিদ্রা। জ্বালা উৎপাদক তৃষ্ণা। ক্ষণে শীত ও ক্ষণে তাপ। (বেলেডোনার সঙ্গে এই ঔষধের অনেক সাদৃশ্য আছে)। জিহ্বা সিক্ত, সাদা অথবা হলুদ বর্ণের ক্লেদাবৃত। ঘর্ম্মাবস্থায় প্যাল্পিটেশন্ ও অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধি।

—(৩)—

পীড়ার প্রথম অবস্থায়, কফীয় ও স্নায়বীয় ধাতু গ্রস্ত লোকের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। পিংশে শরীর ; হরিদ্রাভ ও বিবর্ণ মুখ মণ্ডল, মুখের স্বাদ পচা ; বহু-পরিমাণে পাতলা ভেদ তাহাতে যেন তুলার মত কিছু ভাসিয়া বেড়ায়, কিম্বা উহাতে রক্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণ থাকে। পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের উদ্বেগ। অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া ; কিন্তু ডিলিরিয়াম প্রায়ই দেখা যায় না। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। গাত্রের চর্ম্ম হলুদ বর্ণযুক্ত (কামল বা নেবা)। গলার খুস্খুসি ॥——মার্কিউ-রিয়াস্-ডাল্সিস্ নিম্নলিখিত লক্ষণ অবলম্বনে ব্যবহৃত হয় :—"সমস্ত পেটে বেদনা, জলবৎ ও বর্ণশূন্য, অথবা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ (প্রায়ই রাত্রিতে) ; কিম্বা জলবৎ ভেদে তুলার মত পদার্থ থাকে। জিহ্বা শুষ্ক, এবং ডিলিরিয়াম টের পাইলে তৎক্ষণাৎ মার্কিউরিয়াস্-ডাল্সিস্ বন্ধ করিয়া দিবে।"

মার্কিউরিয়াস্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

উৎকট রেমিটেন্ট জ্বরের প্রথম ভাগে অন্য কোন ঔষধে ফল না পাইলে ইহার ৩য় বিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়া থাকি। টাইফয়েড্ লক্ষণ উপস্থিত দেখিলে মার্ক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শক্তি-ব্যবস্থা—সচরাচর ৬ষ্ঠ শক্তি, ৩য় বিচূর্ণ, ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ন্যাট্রাম্-মিউরিয়েটিকাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়।—শরীর অতীব শীর্ণ। পূর্ণ আহারাদি সত্বেও শরীর শুকাইয়া যায় (আইয়ড্)। গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়াদি রোগে শিশুর গ্রীবা অতি সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়। সহজেই সর্দ্দি লাগে (সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত বাম দিকের মস্তকে বেদনা)। (যখনই কাশিতে থাকে তখনই চক্ষু দিয়া জল পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধতা, বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বার চাপিয়া সঙ্কোচিত হইয়া আছে, উহা মলনির্গম সহ ফাটিয়া যায় ও উহা হইতে রক্ত পড়ে, পরে অসহ্য যন্ত্রণা হয়; মল কঠিন, ছোট্ট ছোট ঢেলা পানা। অসাড়ে অনৈচ্ছিক-রূপে বাতকর্ম্ম ও মল নির্গমন (এলোজ্ [illegible]ডো)। হাসিতে, কাশিতে, ভ্রমণ করিতে অনৈচ্ছিকরূপে মূত্রনির্গমন। কেহ নিকটে থাকিলে প্রস্রাব করিতে পারে না। পেটের অভ্যন্তর হইতে প্রাতে যেন সমস্ত যন্ত্র জরায়ু সহ বাহির হইয়া পড়িবে এমন ভাব, তজ্জন্য হাটু দুইটী চাপিয়া বসা (লিলিয়াম্, সিপিয়া)। ছেলেকোলে পোয়াতির চুল উঠিয়া যাওয়া (জ্বরের পর লাইকো)। ক্রোধ, অম্লদ্রব্য সেবন, রুটি আহার, অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন, কষ্টিক দিয়া কোন স্থান দাহ করা ইত্যাদি হইতে পীড়া জন্মিলে ন্যাট্রাম্-মি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তস্কর সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা। এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ উচিত নহে; ইহার দুই এক মাত্রাতেই কাজ দেখা যায়। এপিসের পূর্ব্বে এবং পরে প্রয়োগে বিশেষ ফলদায়ক।

-(১)-

ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী অতি প্রধান ঔষধ। প্রায়ই ইহা পীড়ার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। (কিন্তু তরুণ অবস্থায়ও ইহার কার্য্যকারিতা আমরা স্বচক্ষে অনেক দর্শন করিয়াছি) ॥——সময়—প্রাতে ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে জ্বর হয়; ইহাতে শীতাবস্থা কখন থাকে কখন বা থাকে না। নক্স-ভমিকার ন্যায় প্রাতে ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জ্বর আইসা ইহার একটি ধর্ম্ম। অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় জ্বর হইলে তাহার বেগ ততোধিক হয় না। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা ও ৬টা হইতে ৭টা জ্বর আইসার প্রধান কাল॥ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলে, খোলা বাতাসে; উপবাস করিলে—পীড়ার উপশম॥—— জ্বরের কারণ—কুইনাইনের অপব্যবহার, সিক্তস্থানে বাস, কোন জলার নিকট বাসস্থান॥——জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—শীত ভয়ে রোগী ভীত হয়; ক্লান্তি, শিরঃ-পীড়া ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে; সমস্ত দিন শীতভোগ করিয়া রজনীযোগে তাপ প্রকাশ পায়।

শীতাবস্থা——প্রাতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীত থাকে; তৎপশ্চাৎ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাপ ভোগ করে। অত্যন্ত তৃষ্ণা। অত্যন্ত মাথার বেদনা ও অচৈতন্য অবস্থা। কটিদেশে, চরণদ্বয় অথবা হস্তাঙ্গুলী সকল হইতে জ্বর আরম্ভ হয়। ন্যাকার, বমন, কখন কখন সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। শীত, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অস্থি সমস্তে ছিন্ন হওয়া বৎ বেদনা, হস্তাঙ্গুলীর নখ সমস্ত নীলবর্ণ এবং দন্ত ঠিট্-ঠিরী হইয়া জ্বর আইসা ইহার প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার লিপি বলেন ইহার শীত অবস্থা প্রধান; আভ্যন্তরিক শীত; হাত পা ঠাণ্ডা; অল্প তাপ (আর্ম) ন্যাট্রামের উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

উষ্ণাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, অসহ্য মাথার বেদনা, যেন সহস্র হাতুড়ীর আঘাত মস্তকে লাগিতেছে। অজ্ঞান অবস্থা ও তন্দ্রা (বেল, ওপি, ক্যাক্‌টা)। মূর্চ্ছা ও দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। অত্যন্ত তাপ তৎসঙ্গে এত দুর্ব্বলতা যে, উঠিয়া বসিতে পারে না। অত্যন্ত জল খায় কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি বোধ করে। ন্যাকার এবং

বমন (ইপিকাক)—ওষ্ঠে হার্পিস (জ্বর ঠুঁঠো) অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় উঠে। জ্বর ঠুঁঠো বিশেষতঃ উপরের ওষ্ঠে (হ্রাস, ইগ্নে, নক্স-ভ)। দুই প্রহরের পর সর্ব্ব সময়ের জন্য লগ্ন তাপ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথার বেদনা এবং অচৈতন্য অবস্থা। ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে এই সমস্ত লক্ষণের লাঘব হয়।—ঘর্ম্মাবস্থা—তৃষ্ণা; অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়াতে বেদনা সকলের উপশম কিন্তু মাথা বেদনার উপশম বোধ হয় না (স্যাম্বু, ইউপেটো-পারফো)। শরীর সঞ্চালনে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শীতাবস্থাতে ঘর্ম্ম ব্রাই, সোরি)। হার্পিস নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় ইরাপ্শন্ জিহ্বার পার্শ্বদ্বয়ে দেখা যায় (ল্যাকে, ট্যারাক্সে)। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন হইতে থাকে তাহাতে যেন সমস্ত শরীরে কম্প অনুভূত হয়।

বিজ্বরাবস্থা—প্রায় দেখা যায় না; দুর্ব্বল, ক্ষীণ শরীর; প্লীহা এবং যকৃৎ স্থানে বেদনা; প্রস্রাব ঘোলা এবং লাল, বালুকা কণার ন্যায় সেডিমেণ্ট বা তলানিযুক্ত (লাইকো)। অরুচি; অক্ষুধা; কুইনাইন প্রয়োগে জ্বর চাপা দিয়া থাকার পর হিক্কা; মুক্তার ন্যায় জ্বর ঠুঁঠো বা হাইড্রোয়া সকল ওষ্ঠ দেশে প্রকাশ পায় (ইগ্নে, নক্স-ভ, হ্রাস)। ওষ্ঠদ্বয়ের কোণে ক্ষত; যৎসামান্য কিছু আহার করিলে পেট ভার বোধ হয় (ব্রাই, লাইকো)। সঙ্গমেচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল হয় অথবা একেবারেই থাকে না। ডাক্তার "রো" বলেন "বেলা ১১টার সময় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর আইসে ও তৎসঙ্গে "অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে এবং উত্তাপ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া হয় কিন্তু ঘর্ম্ম হইলে এই শিরঃপীড়ার লাঘব হয়"।

আর্সেনিক ও ন্যাট্রাম-মিউরিয়েটিকের লক্ষণ গত পার্থক্য।

আর্সেনিক ঃ—	নাট্রাম-মি ঃ—
১। অগ্রোপসারক প্রকৃতি,	১। পশ্চাদপসারক প্রকৃতি।
২। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।	২। পূর্ব্বাহ্নে ও দিবাভাগে পীড়ার বৃদ্ধি।

৩। জ্বরের তাপ সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া ঘর্ম্মাবস্থা অতীত হইলে পরেও অনেক সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

৩। জ্বরের শীতসহ শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় এবং তাপসহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ঘর্ম্ম হইলে কতক পরিমাণে উহার উপশম হয়।

৪। শীত ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা, তাহাতে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান করিয়া থাকে; এবং বমন হইয়া জল উঠিয়া যায়; ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক পরিমাণে জলপান করে।

৪। সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ এবং অধিক পরিমাণে জলপান করা এবং তাহাতে তৃপ্তি ও আরাম বোধ করে।

৫। অত্যন্ত ক্ষুধা।

৫। অক্ষুধা।

৬। ওষ্ঠদ্বয় পিংশে, রক্তশূন্য, শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা।

৬। ওষ্ঠদ্বয়ে মুক্তার ন্যায় টল্‌টলে জ্বর ঠুঁঠো সকল প্রকাশ পায়।

ন্যাট্রাম-মি সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ——

আর্সেনিক ব্যতীত ন্যাট্রামির তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই. ইহা পুরাতন ও তরুণ উভয় জ্বরেই প্রযোজ্য; বিশেষতঃ আর্সেনিক ও কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইলে ন্যাট্রাম যে কি উপকারী ঔষধ তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যদি ন্যাট্রামের লক্ষণ স্থির হয়, তবে ৩০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র এবং স্থায়ী ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি শিশুদের ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁঠো হইয়া পশ্চাৎ তৎস্থানে ক্ষত-উৎপত্তি হয় এবং তৎসঙ্গে দিবার পূর্ব্বাহ্নভাগে যদি জ্বর প্রকাশ পায়, তবে ন্যাট্রাম-মি ধ্রুব ঔষধ——এই লক্ষণ অবলম্বনে, পাবনার বোড্‌শেসের হেডক্লার্ক বাবু শশধর ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের প্লীহাসহ জ্বর রোগে ন্যাট্রাম-মি ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছি। যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি; সমস্ত সময় বিশেষতঃ শীতাবস্থায় সর্ব্ব শরীরে বেদনা; কুক্ষি ও চরণ তলে বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম; সিক্তপ্রদেশে কিম্বা নূতন কর্ষিত ভূমির নিকট বাস ইত্যাদি কারণ থাকিলে ন্যাট্রাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শক্তি-ব্যবস্থা—আমরা সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহারে ফল পাইয়া থাকি। ডাক্তার এলেন্ ৩০ ট্রিটুউরেশন দ্বারা বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার ষ্টো, মিলার, পিয়ারসান, হকিস প্রভৃতি সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা ইহার ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কদাচিৎ ৬ষ্ঠ ট্রিটুউ-রেশন বা টিংচার ব্যবহারেও ফল পাওয়া যায়।

*** ইউপেটোরিয়াম-পারফোলিয়েটামের জ্বরে যদি ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগ দ্বারা সন্তোষকর ফল লাভ না হয়, তবে ঐ জ্বরের তাপাবস্থায় ইউ পেটোরিয়াম ৩য় শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিজ্বরাবস্থায় ন্যাট্রাম ৩০ শ দুই এক ডোজ প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাইবে। এই প্রকার প্রয়োগ দ্বারা আমি বহু রোগীতে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি।

ল্যাকেসিস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—ক্ষুব্ধ চিত্ত। কার্য্যোচিলে। স্থূল শরীর অপেক্ষা শীর্ণ শরীরে অধিক কার্য্যকারী। পীড়াহেতু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন। পঞ্চাশের উর্দ্ধ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবন্ধ। অর্শ, জ্বালাযুক্ত শিরঃপীড়া। মাতাল-দের শিরঃপীড়া ও অর্শ। বামদিকের পীড়া কিংবা পীড়া বামদিকে প্রথম আরম্ভ হইয়া দক্ষিণদিকে যায় (তদ্বিপরীতে লাইকো)। গলা, পাকস্থলী ও উদরের উপর কাপড় রাখিতে অসহ্য বোধ হয়। অত্যন্ত শীত এবং গরম উভ-য়েই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া। নিদ্রান্তে কষ্ট ও উপসর্গাদির বৃদ্ধি। ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় এবং অত্যন্ত কথা বলা। নিদ্রাবস্থায় মৃগী (অপস্মার রোগ)। হস্তমৈথুন, জীবন রক্ষক তরল পদার্থের স্রাব, প্রেমপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি হইতে মৃগী রোগ। সামান্য ক্ষত হইতে বহু রক্তস্রাব। রক্ত কাল, এবং জমাট বাঁধে না। স্ফোটকাদি ও কারবাঙ্কল হওয়া স্বভাব। লাইকোপোডিয়ামের সহায়কারী। "ল্যাকেসিসে রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তনে ন্যাট্রাম্ দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

—ঃ(১)ঃ—

জ্বরের সময়— বেলা দুই প্রহর হইতে ২টা; অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যা। জ্বর পরিষ্কাররূপে বিরাম প্রাপ্ত হয়। ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, পাক্ষিক জ্বর; প্রতি বাৎসরিক বসন্তকালীয় জ্বর (পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালীয় জ্বর কুইনাইন দ্বারা চাপাদিয়া থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ)॥—শীতাবস্থা—তৃষ্ণার-অভাব; কটীদেশ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। সন্ধ্যার সময় শীতে দন্ত-ঠিট্‌ঠিড়ি ও অগ্নির তাপ সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং তাহাতে ভালবোধ। শাখা সমস্তে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কষ্টবোধ। শিশুদিগের কন্‌ভাল্‌শন্। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং তাপ॥—উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা; অত্যন্ত শিরঃপীড়া; শরীর উত্তপ্ত। মুখ রক্তবর্ণ ও চরণদ্বয় শীতল। জ্বরের সময় পচাল পাড়া ও বক্ষঃস্থলে কষ্টবোধ। টানিয়া টানিয়া শ্বাস ফেলান। হাত পায়ে জ্বালা। গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা (একোন, সিকেলী)॥—ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম তাহাতে কাপড়ে হলুদপানা অথবা রক্তের ন্যায় দাগ লাগে; ঘর্ম্মের গন্ধ রসুনের ন্যায়॥—জিহ্বা—বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। (৩০৪ ও ৩১৩ পৃঃ দেখ)।

অজ্ঞানাবস্থায় বিড়বিড় করিয়া বকা; সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা; ডিলি

—ঃ(৩)ঃ—

রিয়াম; অত্যন্ত বকা; এক বিষয় বলিতে বলিতে যেন লম্ফ দিয়া বিষয়ান্তরে যায়, মনে করে সে মরিয়াছে তাহার সৎকার-ক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে; মুখ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া; হা করিয়া ঘুমায়; জিহ্বা বহিষ্করণের সময় কাঁপে ও নিম্নপাটীর দন্তে বাধিয়া থাকে। নাসিকা হইতে কাল রক্তস্রাব। চক্ষু তেজঃশূন্য ও বিকৃত; আলোকাসহিষ্ণুতা, শ্রুতিকঠোরতা; কর্ণে বজ্রের ন্যায় শব্দ শ্রবণ। মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, ও তৎসহ পুনঃপুনঃ জলপানেচ্ছা। গলনালীতে ক্ষত ও তৎসহ বধিরতা, উদরাময়; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট ফাঁপিয়া উঠে ও ডাকিতে থাকে। কথা নাসিকাগত (নাকা কথা) ও অস্পষ্ট। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কাশি ও তৎসহ আঠাযুক্ত এবং রক্তমিশ্রিত কফ। শয্যাক্ষত। রক্তময় মল এবং সেই রক্ত দগ্ধ খড়ের ন্যায় কাল দেখায়।

প্রায় সর্ব্বদা অনিদ্রা। নিদ্রার পর পীড়ার বৃদ্ধি। (টাইফাস্, টাইফয়েরড্, স্বল্পবিরাম ইত্যাদি জ্বরে)।

—❀(৫)❀—

রাত্রিকালে ডিলিরিয়াম। তন্দ্রা, মুখ রক্তবর্ণ, মুখ লাল, কথা অতি মৃদু ও কষ্টকর; নিম্নমাঢ়ী শ্লথ হইয়া পড়ে। আহারের পর উপশম। অত্যন্ত কথা বলা অজ্ঞানাবস্থাপন্ন। জিহ্বা পুরু, হাঁ করিতে পারে না, জিহ্বা কম্পমান, শুষ্ক এবং লাল, ও অগ্রভাগ ফাটাফাটা, অথবা অগ্রভাগ লাল ও মধ্যস্থল কটাবর্ণ, জলপানের পর বমনেচ্ছা। দুর্ব্বলতা, শ্বাস্ কষ্ট, প্যাল্‌পিটেশন, শীতল ঘর্ম্ম, কণ্ঠনালীতে বা বক্ষঃস্থলে কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। হৃৎস্থানে অস্থিরতা, বামপার্শ্বে শয়নে অক্ষম; মূর্চ্ছা; গ্রীবা আবষ্ট। রক্ত কাল এবং জমাট বাঁধেনা। গুহ্যদ্বারের এবং সরলান্ত্রের সেলুলাইটিস ও তৎসহ গুহ্যদ্বারস্থ চর্ম্ম জ্বালাযুক্ত ও নীলবর্ণ। বামভাগের পীড়ায় বা যন্ত্রণায় বিশেষ কার্য্যকারী। ক্ষীণকায় এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী ঔষধ। (৩০৪, ৩১৩ পৃঃ দেখ)।

ল্যাকেসিস্ সম্বন্ধে মন্তব্যঃ——যে জ্বর প্রতি বসন্ত কালে হয়; পুনঃ পুনঃ কুইনাইন এবং মার্কিউরিয়াস্ ব্যবহার করিয়া যে জ্বর চাপা দেওয়া বং দমন করিয়া রাখা হইয়াছে; যে জ্বরের অন্তর্ভাগে শরীরের অত্যন্ত জ্বালা হয় (বিশেষতঃ পিত্ত জ্বরে) তাহাতে নিতান্ত ফলপ্রদ। ল্যাকেসিসের পর ন্যাট্রাম-ম্নি দিলে কিম্বা লাইকোপোডিয়ামের পর ল্যাকে দিলে অতি সত্বর সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শক্তি-ব্যবস্থা—সচরাচর ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, শক্তি ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ডান্‌হাম একটি রোগীর প্রতিবাৎসরিক বসন্তকালীয় জ্বর জন্য ল্যাকেসিস ২০০শত শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করাতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বসন্ত কালে আর জ্বর হইল না; ইহাতে সে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় ছিল। আমরা ৩০শ শক্তি ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছি।

লাইকোপোডিয়াম।

সিদ্ধিপ্রদলক্ষণচয়—তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু দুর্ব্বল শরীর। শরীরের ঊর্দ্ধভাগ শীর্ণ কিন্তু নিম্নদিক অর্দ্ধশোথ পূর্ণ। বহুদিনের প্রাচীন পীড়া। দক্ষিণ দিগের বেদনা। মনুষ্যভয়, একাকী থাকিতে ভয়, (বিস্মাথ্, কেলি-কার্ব্ব) মূত্রে লাল বালুকাবৎ। শিশুর মূত্রত্যাগে কষ্ট ও কান্না (বোরাক্স)। প্রস্রাবের পর কটিদেশের বেদনার উপশম। পেট ফাঁপা, সর্ব্বদা তৃপ্তভাবাপন্ন। ভাল ক্ষুধা হয় বটে কিন্তু সামন্য আহারেই পেট পূর্ণ হইয়া যায়। নাসিকার পক্ষ দুইটী অবিরত উঠা পড়া করিতে থাকে (এন্টি-টা, চেলিডোনিয়াম্)। দক্ষিণ দিকের পীড়া কিংবা প্রথম দক্ষিণ দিকে পীড়া হইয়া তাহা বাম দিকে যায় যথা টন্‌সিলাইসিটিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে (তদ্বিপরীতে ল্যাকে)। (আইওডিয়মের সহায়কারী)। ল্যাকে, ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব, পাল্‌স্ ইত্যাদির পর বিশেষ ফলপ্রদ।

(১)

জ্বরের সময়—৬টা অথবা ৭টা অপরাহ্ন; একদিন অন্তর এক দিন জ্বর ঠিক একই সময়, অপরাহ্ন ৩টা অথবা ৪টা। পূর্ব্বাহ্ন ৮টা অথবা ৯টা॥—শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা; অগ্নুত্তাপে শীত উপশমিত হয় না। রোমাঞ্চ, পুনঃপুনঃ হাইতোলা, বমনেচ্ছা। বামদিকে শীত। শীত এবং তাপাবস্থার মাঝে অম্ল বমন॥—উষ্ণাবস্থা—উষ্ণজল খাইতে ভাল লাগে। টক্ বমন। অত্যন্ত তাপসহ অনিবার্য্য নিদ্রা (এপিস্, ইগ্নে)॥ ঘর্ম্মে টক্ গন্ধ। শীতান্তে ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়। ঘর্ম্মের পর তৃষ্ণা॥ রাক্ষসে ক্ষুধা, মস্তিষ্কের উত্তেজনা; অনাহারে থাকিলে শিরঃপীড়া, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ, টক্ বমন; প্রস্রাবে লাল বালুকাকণাবৎ সেডিমেণ্ট। কোষ্ঠবদ্ধ; সর্ব্বদাই যেন পেট পূর্ণ রহিয়াছে এরূপ বোধ। একাকী থাকিতে ভয় এই কয়েকটী লাইকোপোডিয়ামের উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ লক্ষণ। (৩১৩ পৃঃ দেখ)।

—(৩)—

রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে, বিড়বিড় করিয়া বকা, অজ্ঞান অবস্থা, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা। ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহারের পর টাইফয়েড্ র‍্যাস্গুলি ধীর গতিতে প্রকাশ হয় অথবা পরিমাণে অল্প হইয়া যায় তৎসঙ্গে আবল্য ও বিড়বিড় করিয়া বকা; অস্পষ্ট কথা; অযথা ভাবে কথার উচ্চারণ; মুখ হরিদ্রাবর্ণ; মুখশ্রী বসিয়া যাওয়া; নিম্ন মাঢ়িটী ঝুলিয়া পড়া, আস্তে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহ হা করিয়া থাকা এবং নাসিকারন্ধ্রের পক্ষ দুইটী উঠিতে পড়িতে থাকে। সমস্ত শরীর কিম্বা শাখাচয় ঝাঁকি মাড়িয়া উঠে (জাগ্রত কিম্বা নিদ্রাবস্থায়) হাত দিয়া যেন কিছু ধরিতে যায়। তির্য্যক দৃষ্টি। কম্প। পেটফাঁপা তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটডাকা। মূত্রকৃচ্ছ্র অথবা মূত্রে চাখড়ির চূর্ণবৎ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা অপরিষ্কৃত ও আঠাযুক্ত। ঘড়্ঘড়িযুক্ত তরলকাশি; হস্ত ও চরণদ্বয় শীতল। অস্থির নিদ্রা, কোন অবস্থাতেই সুস্থির বোধ করে না হস্ত পদ সজোরে নিক্ষেপ করে। ব্যাকুলতাজনক স্বপ্নদর্শন। জাগ্রত অবস্থায় খিট্খিটে। নিদ্রা হইতে যেন স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে। অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর ও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা এমন কি তাহাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় বোধ হয়। শরীরের উপরার্দ্ধ শুষ্ক ও ক্ষীণ, নিম্নার্দ্ধ শুষ্ক।

শক্তি-ব্যবস্থা——সচরাচর ১২শ, ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়, অনেকে ২০০শত শক্তি দিতে বলেন।

সাইলিসিয়া।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——ক্রুদ্ধ, স্ক্রফুলা ধাতু, রিকেটী শিশু, মস্তক বৃহদাকার; ঘটোদর; মস্তক ঘর্ম্মাবৃত (ক্যালক-কা); দুর্ব্বল পা; গৌণে হাটিতে শিক্ষা। পীড়া পাদের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়াতে কিংবা গোবিজে টিকা দেওয়াতে (থুজা)। অবাধ্য শিশু, আদরেও তাহার কান্না (আইয়ড্)। নিস্ফেটিক গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে পূঁজ। যৌবনাবস্থা হইতে প্রাচীন শিরঃপীড়া; ইহা মস্তকের পশ্চাৎভাগ

হইতে ব্রহ্মতালুকা পর্য্যন্ত ধাবিত হয় বোধহয় যেন মেরুদণ্ড হইতে ঐ বেদনা উঠিয়া একটী চক্ষু মধ্যে আসিয়া থাকে বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে; চাপ দিলে এবং গরম তাপ দিলে উপশম বোধ। মল কঠিন; রেকটাম প্যারালিসিস্‌যুক্ত; মল মলদ্বারের নিকট আসিয়া পুনঃ উপরে উঠিয়া যায়। ইহার পর গ্র্যাফাইটিস্‌, হিপার-সালফ, এসিড্‌-ফ্লুওরিক, থুজা, উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

(১)

জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৮টা॥—শীতাবস্থা—— প্রত্যেকবার নড়াচড়ায় শীত বোধ, সমস্তদিন শীত; শীতে যেন আবদ্ধ হয়; শীতসহ রাক্ষসে ক্ষুধা (সিনা); নাসিকা শীতল যেন বরফের ন্যায়; জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয় শীতল; অতৃষ্ণা॥—উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা এবং তাপ বেলা ১১টায়; মাথা অত্যন্ত গরম, মুখ লালবর্ণ। সন্ধ্যার সময় জ্বর, রাত্রিতে বৃদ্ধি (সিনা) এবং তাহাতে নিশ্বাস আট্‌কাইয়া ধবার ন্যায় ভাব॥ ঘর্ম্মাবস্থা——মস্তকে অথবা মুখে ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম; নিশা ঘর্ম্ম; সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম; পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত এবং তাহাতে ক্ষত উৎপাদন করে (গ্র্যাফা)। পূর্ব্বাহ্ন ৬টা; অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টা; রাত্রি ১১টার সময ঘর্ম্ম। গরম বস্তু খাইতে অনিচ্ছা; ঠাণ্ডা বস্তু খাইতে ইচ্ছা (লাইকো)॥ ক্রন্দনশীল ধাতু এবং খিট্‌খিটে স্বভাব।

(৩)

ক্লান্তি; বহুল ঘর্ম্ম। অতি ধীর গতিতে আরোগ্যাবস্থা প্রকাশ পায় ও তৎসহ য়্যাবসেস্‌ (abscess অর্ব্বুদ) এবং স্ফোটক (boils) হইতে থাকে; প্রকৃতি এই সমস্ত স্ফোটকাদি দ্বারা শরীরের বিষাক্ত পদার্থচয়কে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়।

শক্তি——৩০শ, ২০০ শক্তি।

সাল্‌ফার।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—স্ক্রফুলা ধাতু। সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে না। বৃদ্ধের ন্যায় উপুড় হইয়া দণ্ডায়মান হয়। শিশুর স্নান বা গাত্রে জল দিলে সহ্য হয় না (এন্টি-ক্রুড্)। শীর্ণ শরীর, পেট মোটা। কৃমি রোগে কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধে ফল পাওয়া যায় নাই। চর্ম্মরোগ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া। রোগ প্রায় ভাল হইতে হইতে পুনঃ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মতালুকা উষ্ণ; পাদদ্বয় ঠাণ্ডা, কিন্তু তাহাদের তলদেশে জ্বালা। পায়ের ডিমে এবং তলায় আক্ষেপ। বেলা ১১টার সময় পেট নিতান্ত শূন্য বোধ হয়; ক্ষুধা সহ্য হয় না। প্রাতে উদরাময়; ভোর সময় শয্যা হইতে উঠিয়া পায়খানায় দৌড়ায়। মল মূত্র ত্যাগকালে গুহ্য দ্বারে ও মূত্র নালীতে বেদনা বোধ। বৈকালে এবং সূর্য্যাস্তের পর নিদ্রালুতা; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরিত (নক্স-ভ)। এলোজ্ ইহার পর বিশেষ কার্য্যকারী।

(১)

জ্বরের সময়——বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই; পূর্ব্বাহ্ন ৮, ৯, ১০টা বেলা ও রাত্রি ১২ টা; অপরাহ্ন॥ ঐকাহিক, দ্ব্যহিক বা পালাজ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, অনিয়মিত জ্বর, প্রতি বাৎসরিক জ্বর॥—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা——তৃষ্ণা (ক্যাপ্‌সি, ইউপেটো-পারফো, পাল্‌স)॥—শীতাবস্থা——পুনঃ পুনঃ আভ্যন্তরিক শীত; শীত ও কম্প হয় বটে, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা দেখা যায় না। নাসিকা, হাত ও পা ইত্যাদি শীতল। জননেন্দ্রিয় স্থান শীতল॥—উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা। মুখমণ্ডলে গরম বোধ; শরীরে শীত ও কম্প। হস্তপদে অত্যন্ত জ্বালা।—ঘর্ম্মাবস্থা—প্রাতঃকালে জাগ্রত হওয়া মাত্র ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম ও অস্থির নিদ্রা। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। দুগ্ধ সহ্য হয় না; মিষ্টি খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা।

(৩)

জ্বরের উন্নতি কি অবনতি সহজে টের পাওয়া যায় না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অতিধীরে বহুক্ষণ পরে উত্তর দেয়। রাত্রিতে অনিদ্রা। মাথা গরম

ও ভারবোধ। প্রাচীন চক্ষু-প্রদাহ ও তাহাতে ক্ষতবৎ পীড়া। জিহ্বাগ্র এক প্রকার রক্তবর্ণ। নাসিকা এবং দন্তের মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব। নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। পুনঃপুনঃ ভেদ; প্রায় প্রত্যেকবারই মলের অবস্থান্তর হয়। মল পরিত্যাগের পরেই নিদ্রা। প্রাতে অসুখের বৃদ্ধি। প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও তলানিযুক্ত। ফুস্‌ফুসের ভিতর সর্দ্দি ও প্রদাহ লক্ষণ। চর্ম্ম শুষ্ক ও ঘর্ম্মাভাব; প্রাতে উদরাময়।

সাল্‌ফার সম্বন্ধে মন্তব্য——ইপিকাক যেমন তরুণ অবস্থায় কার্য্যকারী সাল্‌ফার তেমনি পুরাতন অবস্থায়। অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ না পাইলে সাল্‌ফার অবশ্য দেয়। তরুণ ও প্রাচীন উভয় অবস্থাতেই সাল্‌ফার ব্যবহৃত হয়। সাল্‌ফার যে কেবলমাত্র সবিরাম জ্বরে উপকারী তাহা নহে। ইহা সবিরাম নিউর‍্যাল্‌জিয়া বা স্নায়ু শূলেও উৎকৃষ্ট। কোন চর্ম্মোরোগ বসিয়া গেলে কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার পর ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রকৃত লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগে ফল না হইলে একমাত্রা সাল্‌ফার দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

শক্তি ব্যবস্থা——৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র শক্তি।

নক্স-মস্কেটা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——শিশু, স্ত্রীলোক, হিষ্টিরিয়া ধাতু এবং ঘর্ম্ম-শূন্য শরীর জন্য উপযোগী। সমস্ত পীড়াতেই নিদ্রালুতা। ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে গভীর, ক্ষণে হালকা। মুখ শুষ্ক, জিহ্বা তালুতে লাগিয়া থাকা; লালা কার্পাসবৎ, গলা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই। পেটফাঁপা। ঠাণ্ডা পানীয় সেবন, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ সেবন, দন্তোদ্গম, এবং গর্ভাবস্থায় উদরাময় তৎসহ নিদ্রালুতা ও মূর্চ্ছা। বাতাসমুখে চলিয়া হঠাৎ স্বরভঙ্গ। বিছানার গরমে, গরম হইলে, ঠাণ্ডা লাগিলে কাশির বৃদ্ধি; আহারের পর তরল কাশি; পানীয়

সেবনের পর শুষ্ককাশি। যে পার্শ্বে শয়ান করে তাহাতে বেদনা (ব্যাপ্‌টি)। সামান্য শ্রমেই ক্লান্তি।

—(২)—

জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ন ৭টা; অপরাহ্ন ১, ৫, ৬, ৯টা॥ শীতাবস্থায়—তৃষ্ণা হয় না। শরীর শীতল ও নীলবর্ণবৎ। বাম হস্ত ও পদ হইতে শীত আরম্ভ। নিদ্রাচ্ছন্নতা। হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল এবং তাহাতে ঝিঁঝিঁ ধরা (হ্রাস্‌-টক্স)।—উষ্ণাবস্থায়—সামান্য তৃষ্ণা; অত্যন্ত উত্তাপ; মুখ ও গলাশুষ্ক ভাবাপন্ন; তন্দ্রা; গাঢ় নিদ্রা॥—ঘর্ম্মাবস্থা——তন্দ্রা; পাত্রাবরণ ফেলিতে অনিচ্ছা। "ডবল টার্সিয়ান জ্বর ও তৎসহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা; সাদা জিহ্বা; ঘড়ঘড়িযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস; উত্তাপাবস্থায় সামান্য তৃষ্ণা; শীতাবস্থায় নিদ্রা ও শীতান্তে গাঢ় নিদ্রা; উষ্ণাবস্থা সামান্য ও তাহাতে গাঢ় নিদ্রা; পাতলা ভেদসহ জ্বর; জাগরিত হইলে গলাশুষ্ক বোধ"; ইহাদিগকে ডাক্তার লিপি ও সার্জ্জ প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করেন।

—(৩)—

চর্ম্মে নীলবর্ণ দাগ; মাথা ঘোরা ও অস্থিরতা; সামান্য পরিশ্রমেই নিতান্ত ক্লান্তি; নিদ্রাবেশ মাত্র স্বপ্নদর্শন; অত্যন্ত অজ্ঞান অবস্থা; চুপ করিয়া থাকা, নড়াচড়া না করা; ডিলিরিয়াম; মাতালের ন্যায় অবস্থা। মুখ, জিহ্বা, ও গলাশুষ্ক এবং তৎসহ তৃষ্ণার অভাব। পাকস্থলী পূর্ণ ও অক্ষুধা। পেটের ভিতর গড়গড় করিয়া ডাকা। দুর্গন্ধময় ভেদ। প্রস্রাব অল্প গাঢ়বর্ণ অথবা পরিষ্কৃত।

শক্তি——৩য়, ১২শ, ৩০শ।

ইগ্নেসিয়া-এমেরা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—স্নায়বীয় ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ধাতু। ক্রন্দনশীল ও ঢিলা স্বভাব। বিভিন্ন সময় বিপরীত লক্ষণচয়; আহ্লাদ, দুঃখ; হাসি

কান্না। বহুকালের মানসিক কষ্ট হেতু শরীর ও মন অসুস্থ; পূর্ণ আহার করিলেও পেটের ভিতরে শূন্য বোধহওয়া যায় না। বিদ্ধস্ত প্রেম, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি জনিত পীড়া। শিশুকে ধমকান ও গালাগালি দেওয়া হেতু পীড়া ও কন্‌ভালশন্। তামাকের গন্ধাদি সহ্য হয় না। সামান্য কোঁথে হাবিস বাহির হওয়া। প্রত্যেকবার মলত্যাগে অর্শ বাহির হয়। যত কাশি তত গলা সড়সড়ানির বৃদ্ধি। প্রাতে ইগ্নেসিয়া খাইলে ভাল।

(১)

জ্বর আসিবার সময় নির্দ্ধারিত নাই। সাধারণতঃ সন্ধ্যা, অপরাহ্ণ ও রাত্রিতে জ্বর। দিবারাত্রি জ্বরলগ্ন থাকে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত হাইতোলা ও গা ভাঙ্গিতে থাকে। কখন বা অত্যন্ত কম্প হয়॥ শীতাবস্থায়—অত্যন্ত তৃষ্ণা। গরমে থাকিতে উপশম বোধ (কেলি-কা); হানিমান এই লক্ষণটীকে প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন॥—উষ্ণাবস্থায়——অপরাহ্ণে সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত, চর্ম্ম শুষ্কভাবাপন্ন, পিপাসা শূন্যতা॥ বাহ্যিক উত্তাপ এবং লালবর্ণ শরীর কিন্তু আভ্যন্তরীক উত্তাপ লক্ষিত হয় না। উষ্ণাবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ অসহ্য হয়; গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে (একোন, সিকেলী)। একদিকের কর্ণ ও কপোল রক্তবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত। হস্ত পদ শীতল; নাসিকা ডাকিয়া নিদ্রা (এপিস ও ওপিয়াম)। পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ। সমস্ত গাত্রে আর্টিকেরিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত উত্থিত হয় (হ্রাস্, হিপার) এবং তাহা অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে ও চুলকাইলে উপশম বোধ হয়; এই চর্ম্মোৎপাত ঘর্ম্মাবস্থায় অদৃশ্য হইয়া যায়।——ঘর্ম্মাবস্থায়—পিপাসা শূন্যতা, মাথা সমস্তে উষ্ণ ঘর্ম্ম; মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম কখন বা শীতল হয় কিন্তু প্রায়ই উষ্ণ এবং টক্‌গন্ধযুক্ত। মহাত্মা হানিমান বলেন "শীতাবস্থায় তৃষ্ণা হয়, উত্তাপ ভালবাসে; জ্বরের সময় তাপ, পিপসা শূন্যতা; এবং গাত্রে উত্তাপ প্রয়োগে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে। উঠিয়া বসিলে শীতের উপশম বোধ হয়"। তরুণ সবিরাম জ্বরে, বহুকালীয় নানা উপসর্গযুক্ত জ্বরে, এবং স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে ইগ্নেসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইগ্নেসিয়ার লক্ষণাক্রান্ত

রোগী জ্বর ছাড়িবামাত্র সুস্থ বোধ করে এবং স্বস্ব কার্য্যাদি করিতে থাকে।

জ্বরান্তে অত্যন্ত ক্ষুধা (ইউপেটো-পারফো)। কুইনাইনের অপব্যবহারের দরুণ দ্ব্যহিক জ্বর, ত্রৈকাহিকে পরিণত হইলে ইগ্নেসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥

(৩)

নিতান্ত অধৈর্য্য।যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা প্রকাশ করিতে অক্ষম; মনে করে উহা আর আরোগ্য হইবে না। সহজেই ভীত হয় এবং বোধ করে যেন সে কিছুর উপরে দুলিতেছে। হাইতোলা। হাত, পা সটান করার পরই ললাটে শিরঃপীড়া ও তাহাতে চক্ষু পর্য্যন্ত উন্মীলিত করিতে পারে না। ওষ্ঠদ্বয় 'শুষ্ক, ফাটা ফাট, ও রক্তক্ষরণশীল। পাকস্থলী হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শ্বাস অবরোধ-কারী ভাব ও তৎসহ বক্ষঃস্থলে যন্ত্রনা (উহা উদ্গারে উপশম)। প্লীহার বিবৃদ্ধি। বেদনা শূন্য ভেদ সহ পেট ডাকা। শাখা সমস্তে কনভাল্শন। হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন; নিদ্রার আবেশ মাত্র স্বপ্ন দর্শন হয়; তজ্জন্য নিদ্রা যাইতে পারে না। নানাবিধ কুস্বপ্নদর্শন।

শক্তির ব্যবস্থা—ডাক্তার ম্যাক্মেনাস্ ও ডাক্তার এলেন ২০০ শত শক্তির নিতান্ত পক্ষপাতী। সচরাচর ৩০ শ, ৬ষ্ঠ শক্তি আমরা ব্যবহার করি। অনেকে ১২ শ শক্তি দিতে বলেন।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বনিকা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—কফীয় ধাতু। স্কুফুলা ধাতু। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে মাথা ঘোরা (নিচে নামিতে মাথা ঘোরা—বোরাক্স্)। শরীরে মেদ জন্মিয়া মোটা হওয়া। মস্তক ও পেট বড়। ফন্টানেলীচয়ের যোড় খোলা। নিদ্রাবস্থায় মাথার ঘর্ম্মে বালিশ ভিজিয়া যায় (সাইলি)। দন্তোদ্গম কালীয় পীড়া। শীতল বাতাস ভাল লাগে না। অসম্পূর্ণ অস্থি; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ভাল বোধ করে। ভুক্তদ্রব্য সমীকৃত না হওয়াতে নানাবিধ পীড়া।

(২)

জ্বরের সময়——অপরাহ্ন ২টা। শীত না হইয়া জ্বর, বেলা ১১টায় একদিন ও ৪ টার সময় অন্যদিন। জ্বরের পূর্ব্বে মাথা ও শরীরে ভারবোধ। শীতাবস্থায় পিপাসা; হাত, পা ঠাণ্ডা; শ্রুতি কাঠিন্য; পদদ্বয় শীতল ও সিক্ত বোধ হয়॥—উষ্ণাবস্থায়—তৃষ্ণার অভাব। মস্তক নিতান্ত গরম॥—ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকেনা। প্রাতঃকালে অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত (বিশেষতঃ শিশু); কুইনাইনের অপব্যবহার; প্রাচীন পীড়া; রোগ হেতু জীর্ণ শরীর, ঘর্ম্ম অথবা চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে; মস্তকে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম (সাইলি); ইত্যাদি অবস্থায় ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স নামক ঔষধের ১২ শ শক্তি প্রাচীন জ্বরের বিশেষ উপকারী। ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারের পরে বেলেডোনা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

(৩)

নিতান্ত স্থূলকায় ব্যক্তি দিগের পীড়ার প্রথম অবস্থায় ব্যাকুলতা; নানাবিধ মানসিক কল্পনা হেতু অনিদ্রা অথবা নিদ্রার আবির্ভাব মাত্র জাগিয়া উঠা। গলা খুস্‌খুসি, কাশি, (কথা বলাতে ও নড়াচড়াতে বৃদ্ধি), কাশিতে মাথায় লাগে ও মস্তিষ্ক গরম বোধ হয়। পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা বা তৃতীয় অবস্থার আরম্ভে উদরাময়; অন্ত্র সমূহে ক্ষত; হৃৎকম্পন; অস্থিরতা, মুখ রক্তবর্ণ; ডিলিরিয়াম; শরীর ঝাঁকী মারিয়া উঠা (বিশেষতঃ শিশুদিগের)। এই সমস্ত অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে সরিষার ন্যায় এক প্রকার চর্ম্মোৎপাত প্রকাশিত হইয়া উপসর্গাদির অনেক লাঘব হয়; এবং পেটফাঁপা ও পেটের অসার অবস্থা কমিয়া যাইয়া রোগী সুস্থ বোধ করে এবং মল ঘন হইয়া যায় ও বারে কম হয়।

শক্তি ব্যবস্থা——সচরাচর ইহার ১২শ, ৩০ শ শক্তি ব্যবহৃত হয়, কখন কখন ২০০ শত শক্তি প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ককিউলাস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——মাতালদিগের পীড়া; নিতান্ত দুর্ব্বল, বহুকষ্টে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে। প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে পেটে তীক্ষ্ণ প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণবৎ বেদনা।

—(১)—

শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে; আভ্যন্তরিক শীত ও কম্প। তাপসহ সর্ব্বদা শীত; সমস্ত রাত্রি গাত্রে শুষ্ক তাপ। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। মুখে সামান্য পরিশ্রমে শীতল ঘর্ম্ম।

—(২)—

জিহ্বা পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত। আহারে অনিচ্ছা। মুখ শুষ্ক তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। পচা উদ্গার এবং বমনেচ্ছা। পাকস্থলীতে বেদনা বোধ। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা নরম মল সত্বেও গুহ্যদ্বারে জ্বালা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, তৎসহ সামান্য শ্রমেই ঘর্ম্ম। ললাটভাগে শিরঃপীড়া এবং তৎসহ মাথা ঘোরা অতিরিক্ত ক্যামোমিলা ব্যবহারের পর ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

—(৩)—

স্নায়বীয় অবসন্নতা; প্লীহার বিবৃদ্ধি; কিছু বুঝিতে অতি ধীর গতিতে বুঝে; ঠিক কথা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষম; খিট্‌খিটে স্বভাব; গোলমাল ও প্রতিধ্বনি শুনিতে পারে না। মুখ চোক বসিয়া যাওয়া, ও নাসিকাগ্র সূক্ষ্ম, নাড়ী দ্রুত; শরীরে অল্প উত্তাপ; অনিচ্ছা সত্বেও মাংসপেশীর সঞ্চালন। কর্ণে ভোঁ ভোঁ, মাথা গরম ও শরীরে শীত। মুখ শুষ্ক; জিহ্বা শুষ্ক ও কর্কশ তৎসহ সাদা হরিদ্রাবর্ণের কোটিং। কোষ্ঠবদ্ধতা ক্রমান্বয়ে উদরাময়। ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা। অনিবার্য্য নিদ্রা। নিদ্রার ব্যাঘাতে শরীর ক্লান্তিযুক্ত। চক্ষুর পত্রদ্বয় ভারি এবং যেন অসার। তন্দ্রা অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত। সামান্য নড়াচড়াতে মূর্চ্ছা।

শক্তি—— ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ অধিক ব্যবহৃত হয়।

আর্ণিকা-মণ্টেনা।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—স্নায়বীয় ধাতু; বেদনা সহ্য হয় না। শরীর নিতান্ত স্পর্শাসহিষ্ণু (ক্যামো, কফি, ইগ্নেসিয়া)। যাহাতে শয়ন করে তাহাই কাঠের ন্যায় শক্ত বোধ হয়। নিম্নভাগ ঠাণ্ডা, ঊর্দ্ধভাগে তাপ। মুখমণ্ডল উষ্ণ, শরীর শীতল। আঘাতাদি হেতু পীড়া। জ্ঞানশূন্য; অজ্ঞানাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ। কথা জিজ্ঞাসা মাত্র উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হয়। স্ফোটক হওয়া স্বভাব (ক্ষুদ্র স্ফোটক দলে দলে উঠে, সাল্ফা)।

(১)

জ্বরের সময়——সাধারণতঃ ৪টা অপরাহ্ন; অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যার সময়। ——জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা———অত্যন্ত তৃষ্ণা; হাইতোলা। শীতাবস্থা———অত্যন্ত তৃষ্ণা; গাত্র বেদনা। নিদ্রার পর শীত; মুখমণ্ডল এবং মস্তকে জ্বালা ও তাপ বোধ অথচ শরীর শীতল।। ——উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা, আবল্য; দুর্ব্বলতা নড়াচড়া করিতে কিম্বা গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত বোধ (এপিস, নক্স-ভ, হ্রাস)। আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও জ্বালা, তৎসহ হস্ত পদ শীতল। অসহ্য উত্তাপ (এপিস্, পাল্স) এবং গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিতে চায়, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত শীত বোধ করে। জ্বরের সময় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, গাত্র বেদনা; শয্যা কঠিন বলিয়া বোধ হয়।। উদ্গারে পচা ডিম্বের গন্ধ (সিনা, সাল্ফা)। ঘর্ম্ম টক্ ও দুর্গন্ধময়। জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কৃত হয় না। মুখে তিক্ত স্বাদ। মাংস খাইতে অনিচ্ছা। জ্বরাবস্থায় অজ্ঞানে অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ।

(৩)

টাইফাস্ ইত্যাদি জ্বরের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহা হ্রাস্ এবং ব্রাইওনিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত ঔষধ। জ্বর ইন্ফ্লামেটারী স্বভাবাপন্ন। কপোলদ্বয় পিংশে কিন্তু মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ ধারণ করে। নাড়ী নিতান্ত বেগবতী নহে এবং শরীরের সর্ব্বস্থানে উত্তাপ সমান নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণতর হয়। শিরঃপীড়া, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কাশির সহ রক্তপাত।

বিকারে নানাপ্রকার কার্য্য করিতে চায় ও করে কিন্তু শরীর তত অস্থির ও চঞ্চল নহে। ইহা শয্যাক্ষতের একটি ভাল ঔষধ হইতে পারে।

অচৈতন্য অবস্থা, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় শ্বাস প্রশ্বাস ও ত্বকের উপর হরিদ্রাভ, সবুজ বর্ণের দাগ সমস্ত লক্ষিত হয়। দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি এবং সমস্ত শরীর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় বেদনা ; সাধারণ জীবনী শক্তির ক্রমশঃ নিস্তেজতা ইত্যাদি হেতু শয্যাগত অবস্থা ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, সে ভাল আছে। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়। সর্ব্বদা নড়াচড়া করিতে ভাল বাসে কারণ যে বিছানার উপর সে শয়ন করে তাহা নিতান্ত কঠিন বোধ করে। জিহ্বার মধ্যভাগে কটা বর্ণের রেখা দেখা যায়। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। চক্ষুদ্বয় ভাবশূন্য। মুখ রক্তবর্ণ। ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক। অত্যন্ত তৃষ্ণা। পেটফাঁপা ও পেটশক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট ডাকা। কটা বা সাদা রঙ্গের মল। সশব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতে থাকে। নিদ্রায় তৃপ্তি বোধ হয় না এবং নিদ্রায় নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখে ও উচ্চ শব্দে কথা বলিতে থাকে। মস্তিষ্ক যেন গোলযোগ পূর্ণ। অচৈতন্য অবস্থা, মস্তিষ্কের কোন প্রকার উত্তেজনা নাই। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় দেখে। উঠিয়া বসে এবং কি জানি ভাবিতে থাকে এরূপ বুঝা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই ভাবেনা।

আর্ণিকা সম্বন্ধে মন্তব্য ।ঃ——

তরুণ জ্বরে বিজ্বর অবস্থা প্রায়ই লক্ষিত হয়না। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের পর গাত্র বেদনা, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত শরীর শীর্ণতা (Cinchona Cachexia) ও অন্যান্য উপসর্গ ; পুনঃপুনঃ জ্বর প্রকাশ বা রিল্যাপ্‌স্ (relapses) ; এবং ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন কুচিকিৎসা হইয়া থাকিলে, মহাত্মা হানিমান আর্ণিকা দিতে উপদেশ দেন ; তাহাতে উৎকৃষ্ট ফলও লাভ হয়। রোগী নিজ শরীরে সুস্থ বোধ করেনা এবং কেন যে, এ প্রকার হয় তাহাও বলিতে পারেনা কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে তাহার এক একবার জ্বর হয় ; এরূপ অবস্থায় আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্ণিকা ব্যবহারের পর এপিস্, আর্সেনিক কিম্বা ন্যাট্রাম-মি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাতে রোগী

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে ; কারণ আর্ণিকা অনেক প্রকার কুচিকিৎসার প্রতিষেধক বটে কিন্তু অনেকস্থানে সম্পূর্ণ আরোগ্য দিতে সক্ষম হয় না। গাত্রবেদনা, ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, শয্যায় কাঠিন্য বোধ, পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন আর্ণিকার প্রধানলক্ষণ।

শক্তি-ব্যবস্থা——জ্বরাদি রোগে ইহার ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি অতি ফলপ্রদ। মাদার টিংচার, ১ম, ৩য় শক্তি অনেক সময় উপকারী।

হাইয়সায়েমাস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কার্য্য কিন্তু তাহা প্রদাহজনিত নহে (হিষ্টিরিয়া, ডিলিরিয়াম-ট্রিমেন্স্ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল) শিশুদের ক্রমি জনিত কন্‌ভাল্‌শন্ (সিনা); প্রসবের কালে ও পরে কন্‌ভাল্‌শন, ডিলিরিয়াম; শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে চায়; অসংলগ্ন উত্তর দেয়; মনে করে যে অন্যায় স্থানে সে রহিয়াছে; নানাবিধ কাল্পনিক অন্যায় সম্বন্ধে কথা বলে; কোন অভাব নাই। কোন অভাব জানায় না। ইহার ডিলিরিয়ামে বেলেডোনায় মস্তিষ্কগত কন্‌জেশ্চন্ নাই এবং ষ্ট্র্যামোনিয়ামের উগ্র অত্যাচার বা ডিলিরিয়াম ও নাই। ইহা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ। একাকী থাকিতে ভয়; কেহ বা বিষ খাওয়াইয়া মারে সেই ভয়। রাত্রিতে কাশি। অতীব অনিদ্রা।

(১)

শীত পাদদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশে প্রধাবিত। প্রতি এক দিন অন্তর বেলা ১১টার সময় শীত। কোন গোলযোগ কিম্বা কোন কথা সহ্য হয় না। (সিনা, সাইলি, ক্যাপ্‌সি, জেল্‌স)। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ। বিশেষ তৃষ্ণা থাকে না। উত্তাপে শরীর জ্বলিয়া যায় তৎসঙ্গে কষ্টদায়ক কাশি। মুখে পচা স্বাদ ও শ্লেষ্মা। পাদদেশে ঘর্ম্ম। মৃগী রোগের ন্যায় কন্‌ভাল্‌শন্ (ষ্ট্র্যামো)। অনিদ্রা; পালাজ্বর; দুই দিন অন্তর জ্বর। মুখশুষ্ক ও জল গিলিতে পারেনা। অত্যন্ত ডিলিরিয়াম; হস্ত কম্পন; চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ,

বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল। ঔষধ মুখে দিলে তাহা থু করিয়া ফেলিয়া দেয় (৩১১ ও ৩০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩)

হিষ্টিরিয়া এবং অসার অবস্থাযুক্ত ডিলিরিয়াম, তৎসঙ্গে দৌড়াইয়া যাইবার চেষ্টা (যেন ভয়ে উত্তেজিত হইয়া)। সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, কোন প্রকার বোধ শক্তি নাই। মনে নানাপ্রকার কল্পনা। নানাবিধ বিভীষিকা দর্শন। বিছানা হাতড়ান; সর্ব্বদা বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিকের বস্তু তাকাইয়া দেখা; এবং তাহাতে নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়; অথবা নিতান্ত চঞ্চল, অস্থির, দৌড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা, লুকাইতে চেষ্টা ইত্যাদি হইতে থাকে। চক্ষু রক্ত-বর্ণ উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত, অক্ষিগোলক কোটরাভ্যন্তরে ঘুরিতে থাকে। বধিরতা। তির্য্যক বা বক্রদৃষ্টি; মুখশ্রী বিকৃত এবং অথর্ব্বভাবাপন্ন। জিহ্বা রক্তবর্ণ অথবা কটা, শুষ্ক ও ফাটা ফাটা এবং পক্ষাঘাতযুক্ত। কথা অস্পষ্ট অথবা বাক্‌রোধ। মুখে নিতান্ত দুর্গন্ধ। অসার বা অজ্ঞানাবস্থায় বিছানাতে মলত্যাগ। প্রস্রাব অবরুদ্ধ অথবা মূত্রাভাব; অসারে মূত্রত্যাগ, পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু কোন প্রকারে তাহা করিতে সক্ষম হয় না। গুহ্যদ্বার এবং মূত্রস্থলীর দ্বার অসাব। কন্‌ভাল্‌শন্; দাঁত কট্‌কট্ করা, শরীর ঝাঁকী মাড়িয়া উঠে, হস্ত কম্পন, অনিদ্রা বা অনবরত নিদ্রাসহ বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকা। কোমা। রোজিওলা নামক রক্তপিত্তবৎ চিহ্ন সকল বক্ষে এবং উদরের ত্বকে দৃষ্ট হয়। সমস্ত যন্ত্রাদির অসার অবস্থা। (৩১১ ও ৩০৫ পৃঃ বিকার দেখ)।

শক্তি-ব্যবস্থা——তিন চারি ফোটা করিয়া θ মাদার টিংচার, ৩য়, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——কোরিয়া, উন্মাদ এবং জ্বরযুক্ত শিশু-দিগের জন্য উপযুক্ত। ইহার ডিলিরিয়াম হাইয়স্ এবং বেলের সমজাতীয় বটে, কিন্তু হাইয়স্ অপেক্ষা অধিকতর এবং বেল অপেক্ষা ন্যূনতর; ক্রোধযুক্ত

এবং উন্মত্ততা যুক্ত। ইহাতে মস্তিকের প্রকৃত প্রদাহ হয় না। কন্‌ভাল্‌শন্ সহ জ্ঞানের বর্ত্তমানতা (বেল,সিকুটা, হাইয়স্); সামান্য আলো, দর্পন, অথবা জল দৃষ্টি পথে আসিলেই কন্‌ভাল্‌শন উপস্থিত হয়। আলো এবং বন্ধু বর্গ মধ্যে থাকিতে বাসনা; অন্ধকার এবং নির্জনে থাকিলে পীড়াব বৃদ্ধি। জাগরিত হইয়া প্রথম যাহা দেখে তাহাতেই ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুরুষাঙ্গ ধরিয়া টানা ও জননেন্দ্রিয় স্থানে হস্ত প্রদান করা। প্রায় পীড়াতেই বেদনা থাকে না। অবিরত বকিতে থাকা স্বভাব (সিকুটা, ল্যাকে) (কল্পনা পথে সমস্ত ভাবে; মনে করে সে যেন দ্বিগুণ হইয়াছে)। ডিলিরিয়ামে পলাইতে চায় (বেল, ব্রাই, ওপি, হ্যাস), উলঙ্গ হইতে চেষ্টা; মস্তকের উপর হাত রাখা, হাসি এবং কান্না।

(১)

জ্বর মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে (ক্যাক্‌টাস্)। শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত। অত্যন্ত শীত। মুখ, হাত, এবং পা শীতল ও নীলবর্ণবৎ (ক্যাম্ফ, ভিরাট)। জ্বরেব উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর, তৎসহ অতৃষ্ণা। নিম্নশাখা শীতল। মাথাঘোরা, ডিলিরিয়াম (মৃগীর ন্যায় কন্‌ভাল্‌শন্—হাইয়স্); ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা (আর্স, চায়না)। জিহ্বা——পরিষ্কৃত অথবা সামান্য ক্লেদাবৃত; কিম্বা মোটা, শুষ্ক ও বাহির করিতে কষ্টকব। খাদ্য ঘাসের মত লাগে। শিশুদিগের জ্বরে তাহারা নিদ্রাবস্থায় কাঁদিয়া, বা হঠাৎ চমকিয়া উঠে; চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত; অনুৎপাদিত মূত্র। লক্ষ-ভমিকার ন্যায় জ্বরের অবস্থাত্রয়েতেই শীত বর্ত্তমান থাকে। (৩০৫ ও ৩১৪ পৃঃ দেখ)।

(৩)

চৈতন্য শূন্য, সমস্ত ইন্দ্রিয় সকল অসার ভাবাপন্ন। ডিলিরিয়াম তৎসঙ্গে ছটফট করা, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন, নানাপ্রকার বিভীষিকা শুনিতে ও দেখিতে পায়; গান করে, সীস দেয়, অনিচ্ছা সত্ত্বে ও হস্ত পদ এবং শরীর নানাপ্রকার-বিশ্রীভাবে সঞ্চালন করিতে থাকে। বোগী বালিশ হইতে মাথা উঠাইতে থাকে অথবা বালিশ হইতে মাথা স্থানান্তর করিয়া ফেলে। আক্ষেপসহ মুখ-ভঙ্গি। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, এবং বাক্‌শক্তি লোপ পায়। সমস্ত বস্তুই

দেখিতে বক্র বা টেরা দেখায়। কনীনিকা প্রসারিত এবং অসাড়। অজ্ঞানতা ও ঘড়্ঘড়ীযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ; উষ্ণ ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। বক্ষঃস্থলে লালবর্ণ চিহ্ন সকল দেখা দেয়। সমস্ত মুখের ভিতর যেন ক্ষত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। মুখ শুষ্ক, যাহা খায় তাহাই খড়ের মত আস্বাদযুক্ত। জিহ্বা অসার, বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী শুষ্ক থাকা হেতু কিছুই গিলিতে পারে না। মল অথবা মূত্র পরিত্যাগ করেনা অথবা প্রত্যেক ঘণ্টায় মাংস পচা গন্ধযুক্ত ঈষৎ কাল বর্ণের মল দেখা যায়। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। (৩০৫ ও ৩১৪ পৃঃ দেখ)।

শক্তি——ডাক্তার কনেষ্টক এক ফোটা করিয়া মাদার টিংচার ব্যবহারে একটি উৎকট জ্বররোগী আরোগ্য করেন। সচরাচর ইহার ৩য়, ৩০শ, ১২শ ব্যবহৃত হয়।

ওপিয়াম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—শিশু এবং বৃদ্ধের জন্য উৎকৃষ্ট। ভয় প্রাপ্তি হেতু পীড়া এবং ভয় বর্ত্তমানে (একোন, হাইয়স)। কয়লার ধূম জনিত পীড়া, মাতাল দিগের পীড়া। সমস্ত পীড়ার সহিতই তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা। বেদনা-শূন্যতা, কোন কষ্টই প্রকাশ করে না এবং কিছুই চায় না। আক্ষেপের (spasm এর) সময়ে এবং পূর্ব্বে চীৎকার করে। নিদ্রা গভীর অজ্ঞানতাপূর্ণ, তৎসহ ঘড়্ঘড়ীযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, মুখ লালবর্ণ, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ; বিশেষতঃ আক্ষেপের পর। নিদ্রালুতা অথচ নিদ্রা হয় না। নিদ্রালুতা সহ শ্রবণ শক্তির অতি প্রখরতা, কারণ ঘড়ির শব্দে, দূরস্থ কুক্কুট শব্দে ও সামান্য কথাতে নিদ্রা আইসে না। শয্যা গরম বোধ করে বিধায় ইহাতে শয়ান করিতে পারে না ; কেবল ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়। গাত্র বস্ত্র ফেলিয়া দেয় (আর্ণি, ব্যাপ্‌টি)। সঞ্জীবনী শক্তির অভাব (কার্ব্ব-ভ)। পরিপাক শক্তির নিশ্চেষ্টতা, অন্ত্রদিগের পেরিষ্টল্‌টিক কার্য্যের অসারতা, অন্ত্র যেন বদ্ধ বোধ হয়। অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা হেতু কোষ্ঠ-বদ্ধতা শিশুদের এবং স্থূলকায়া সৎস্বভাবা স্ত্রীলোকের (গ্র্যাফা) ; মল কঠিন গোলার ন্যায় (চেলিডো, প্লাম্বা, থুজা), অসাড়ে মলত্যাগ বিশেষতঃ ভয়

প্রাপ্তির পব (জেলস্)। মূত্রস্থলিতে আবদ্ধ মূত্র; প্রসবের পর, শিশুদের ক্রোধের পর পীড়ার বৃদ্ধি। জ্বর এবং তরুণ পীড়া ও মূত্রবদ্ধতা। (ষ্ট্র্যামোতে অনুৎপাদিত মূত্র; কিন্তু ওপিয়ামে মূত্র ব্ল্যাডারে আবদ্ধ থাকে)। অহিফেন দ্বারা অন্ত্র এত নিশ্চেষ্টাবস্থাপন্ন হয় যে তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধেও জুলাপ হয় না। নানাবিধ ঔষধ বহু পরিমাণ সেবন হেতু সর্ব্বদাই ডায়েরিয়া (উদরাময়)

(১)

জ্বরের সময়——বেলা ১১ টা, অপরাহ্ন ও রাত্রি। শীত ও উষ্ণাবস্থায় গাঢ় নিদ্রা; নিদ্রাসহ মস্তক উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবৃত; শ্বাস প্রশ্বাসে গলা ঘড় ঘড়ি তৎসহ হা করিয়া থাকা। আক্ষেপে হস্তপদ মোচড়াইতে থাকা। শবীর জ্বালা, জ্বরের তাপে শরীর জ্বলিয়া যায় তৎসহ বহুলপরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে; গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দিতে চায়। ললাটে শীতল ঘর্ম্ম। শরীবেব উপরার্দ্ধ ঘর্ম্মযুক্ত। নিম্নার্দ্ধ শুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত। প্রাতে অত্যন্ত উষ্ণ ঘর্ম্ম কিন্তু তাহাতে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে চায়। উত্তাপ ও ঘর্ম্ম একত্রে। জিহ্বা কম্পমান। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য সহ অজ্ঞানতা। রোগী বিশেষ কষ্টেব কথা বলে না। বৃদ্ধ ও শিশুদিগের সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর। (৩১৩, ৩০৫ পৃঃ বিকাব দেখ)।

(৩)

জ্ঞান লুপ্তকারী জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এত অচৈতন্য যে, কখনই জাগরিত করিতে পারা যায় না। বাক্‌রোধ; অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু। উগ্রতা যুক্ত ডিলিরিয়াম্ অথবা উচ্চ শব্দে বকিতে থাকা। ক্রোধ, গান করা, পলাইতে চেষ্টা। নাড়ী ধীর, পূর্ণ, কিন্তু নমনীয়। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। মুখশ্রী কাল বর্ণ মিশ্রিত লাল এবং ফুলাফুলা। নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীর ও টানিয়া টানিয়া গ্রহণ করা; দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, গলায় ঘড় ঘড়ি। অত্যন্ত কঞ্জেচ্‌শন্ হেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা। মস্তকের অক্সিপাট প্রদেশে ভার বোধ হেতু সর্ব্বদা মস্তক পশ্চাৎদিকে বক্র হইয়া পড়িতে থাকে। মুখশ্রী দেখিতে নির্ব্বোধের ন্যায় তৎসঙ্গে নিম্নওষ্ঠ ও মুখের মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা শুষ্ক ও কালবর্ণ অথচ তৃষ্ণা নাই। জিহ্বার অসাড়

অবস্থা। পেটফাঁপা। অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মলত্যাগ। অসাড়ে মলত্যাগ। প্রস্রাব অবরুদ্ধ। প্রস্রাব অল্পপরিমাণে। নিদ্রালুতা। অন্য ঔষধে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ না করিলে তাহাদের ক্রিয়া প্রকাশ জন্য অনেক সময় ওপিয়াম্ দেওয়া হইয়া থাকে (সাল্ফার)। (৩১৩ পৃঃ বিকার দেখ)।

শক্তি ব্যবস্থা——ডাক্তার কিশর ২০০ শত, ডাক্তার সিডেন ১০ম শক্তি প্রয়োগ করিয়া জ্বরাদি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা ৩য়, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

এগারিকাস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়——*পুনঃপুনঃ গাত্রচুলকান (জিঙ্ক)। গরম* ঘরে থাকিলে পীড়ার উপশম, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। কথা বলিতে অস্থির। কর্ণ রক্তবর্ণ, চুলকানি ও জ্বালাযুক্ত। অহারান্তে পেট ফাঁপা। যকৃৎ স্থানে চিড়িকমারাবৎ বেদনা। অল্প পরিমাণ প্রস্রাব।

(৩)

ইহা ঘোর বিকার সংযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বর, টাইফাস্, টাইফয়েড্ আদি জ্বর (বিশেষতঃ অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম, রাত্রিতে অনিদ্রা হইতে এই সমস্ত জ্বর জন্মিলে) ইহা এক মহৌষধ। ডিলিরিয়ামে উন্মাদবৎ বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চায়, কাহাকেও চিনিতে পারে না, সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মুহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য হয়। মুখমণ্ডলের মাংসপেশী সমস্ত অসাড় (Paralysed) এতদূর হয় যে, বদনের এক পাশ দিয়া লালা চুয়াইয়া পড়ে ও তাহাতে বালিশ ভিজিয়া যায়। সুচারুরূপে কথা উচ্চারিত হয় না। জিহ্বা শুষ্ক, কম্পযুক্ত এবং নীলাভ। অত্যন্ত তৃষ্ণা। সমস্ত শরীর কম্পমান অথবা তৎসঙ্গে কখন কখন শাখা সমস্তের পক্ষাঘাত দেখা যায়। পেট বেদনা, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় মল। নাড়ী ঘন গতি, ক্ষুদ্র ; হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ প্রায়ই অস্পষ্ট, হস্ত কম্পন ও দন্তে দন্তে ঠিট্ঠিড়ি। (৩১৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

শক্তি ব্যবস্থা——সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—*যুবক এবং বৃদ্ধের জন্য উপযুক্ত বিশেষতঃ* বহুকাল যাবৎ বলক্ষয় কারী পীড়াতে ভোগিলে (চায়না, ফস)। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা ইন্টারমিটেণ্ট রোগ চাপা দিয়া থাকা। পারদের অপব্যবহার। পচা ও নষ্ট মৎস্য মাংসাদি আহার জনিত পীড়া। ভেনাস্ রক্ত (Venus blood) ভাল সঞ্চালিত হয় না; সর্ব্বদা বাতাস করিতে বলে। পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল; সামান্য পথ্য সহ্য হয় না; অল্প কিছু খাইলেই যেন পেট ফাঁপিয়া যায়; পেটে বায়ু জন্মে; উদ্গারে আশু উপশম বোধ। নিদ্রান্তে শাখা সমস্ত বিশেষতঃ হাটুদ্বয় শীতল।

(১)

জ্বর অনিয়মিত, সময় সময় ঘর্ম্ম হইয়া পশ্চাৎ শীত হয় (নক্স-ভ)।—জ্বরের পূর্ব্বে দন্ত বেদনা এবং হস্ত পদে বেদনা। কেবলমাত্র শীতাবস্থায় তৃষ্ণা (ইগ্নে), শরীর এবং নিশ্বাস শীতল; হস্ত পদ শীতল; অঙ্গুলীচয় নীলবর্ণ॥——উষ্ণাবস্থায়——মাথাধরা; মাথা ঘোরা; বমনেচ্ছা, পচাল পাড়া (ল্যাকে); একত্রে ঘর্ম্ম ও উত্তাপ; সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে। ঘর্ম্ম অধিক হয়। জলপানে বা কিঞ্চিৎ খাদ্য আহারের পর পেট যেন ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হয়। একদিকে শীত। শীতল, সঙ্কুচিত ও মৃতের ন্যায় জিহ্বা ও শীতল নিশ্বাস প্রধান লক্ষণ।

(৩)

রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে এবং তাহাতে কোন প্রকার সুলক্ষণ না হইলে *কার্ব্ব-ভেজি দেওয়া যাইতে পারে;* শরীর পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় গাত্রের উত্তাপ এবং হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অতি শীঘ্রশীঘ্র ক্ষমতা হীন হইতে থাকে। পেটিকিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত বহুপরিমাণ হয়, তৎসঙ্গে ফুস্ফুসের হাইপোষ্টাটিক কঞ্জেচ্‌শন্; দুর্গন্ধযুক্ত এবং পচা উদরাময় মল (ডায়েরিয়া)। পুনঃপুনঃ বিপদাত্মক কোল্যাপ্‌স্ বা অবসন্ন অবস্থা এবং ক্ষতস্থানে জ্বালা ইত্যাদি। এবং যে স্থানে ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরিক্-

এসিড্ দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্রংকিয়াল্ ক্যাটার্ অর্থাৎ সামান্য ব্রংকাইটিস্ হইলে যদি তাহাতে অধিক পরিমাণ আঠাযুক্ত মিউকাস্ থাকে এবং কাশিয়া তাহা উঠাইতে নিতান্ত কষ্ট হয় তবে এপ্রকার অবস্থায় কন্‌ভাল্‌শন্ (Convulsion) থাকিলে ইহা অতি উপকারী।

নাড়ী সূত্রবৎ। রক্তময় দুর্গন্ধযুক্ত মল। নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব। জিহ্বা সিক্ত অথবা আঠাযুক্ত। ললাটে ভার বোধ। মাথা নাড়িতে চাড়িতে অক্ষম। উদর স্ফীত, ও অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া। প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ় ও গন্ধ তীক্ষ্ণ। অসাড়ে দুর্গন্ধময় মলত্যাগ। ফুস্‌ফুস্ অসাড় অবস্থাপন্ন; সেই হেতু ওষ্ঠ, জিহ্বা ও বদন নীলবর্ণ ধারণ করে। স্থানে স্থানে রক্ত জমা ও শয্যাক্ষত (রক্তের পচন বা বিকৃত অবস্থা হেতু)। শরীরাভ্যন্তরে যেন জ্বলিয়া যায় তজ্জন্য সর্ব্বদা বাতাস করিতে ও জানালা ইত্যাদি খুলিয়া রাখিতে বলে। সম্পূর্ণ অসাড় অবস্থা। (৩০২ পৃঃ দেখ)।

—(৫)—

নিতান্ত সামান্য ও লঘু আহারও সহ্য হয় না; আহারের পর পেটবেদনা হইবে বলিয়া ভয়; বমনেচ্ছা ও বমন; পাকস্থলী ও পেট বেদনা, অত্যন্ত বুকজ্বালা, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, মূর্চ্ছা, যকৃৎ ও প্লীহাতে বেদনা; মল পচা, দুর্গন্ধময় ও জ্বালা উৎপাদক; গুহ্যদ্বার ও মূত্রস্থলীতে ভার বোধ, কোল্যাপ্‌স্; শীতল ঘর্ম্ম হৃৎপিণ্ডের প্যারালিসিস্ হওয়ার ভয়; নাড়ী সূত্রবৎ অথবা লুপ্ত প্রায়॥ শক্তি——১২শ, ১৫শ, ৩০শ।

ক্যাম্ফার।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়।— দুর্ব্বল মনাঃ এবং খিট্‌খিটে স্বভাব। সর্ব্বাঙ্গ শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখিতে পারেনা; গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে (সিকেলী)। সামান্য স্পর্শ করিলেও গাত্রে অতীব বেদনা বোধ

করে। হঠাৎ ভেদ, বমন; নাসিকা শীতল ও সরু; ঘর্ম্ম, ভেদ, বমন; ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা; হিমাঙ্গ ও শীতল শ্বাস প্রশ্বাস, বহুক্ষণ স্থায়ী শীত; অত্যন্ত হিমাঙ্গ এবং হঠাৎ শয্যাশায়ী অবস্থা। ইহা অনেক উদ্ভিদ শ্রেণীস্থ ঔষধনষ্টকারক সুতরাং ইহা রোগীর ঘরে রাখা উচিত নহে।•

—ঞ্চ(১)ঞ্চ—

জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত শীত ও কম্প। শরীর পাষাণের ন্যায় শীতল তত্রাচ গায়ে কাপড় রাখিতে চায়না। হস্ত পদ এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও মৃতবৎ (ভিরাট্)। একটু বাতাস লাগিলে ভয়ানক শীত বোধ; গলায় ঘড়্ঘড়ি; নিশ্বাস প্রশ্বাস গরম ও দ্রুত বেগযুক্ত (নিশ্বাস ঠাণ্ডা—কার্ব্ব-ভ); অতৃষ্ণা ॥—, উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণার অভাব, শিরা সমস্ত স্ফীত। অত্যন্ত শীতল ও অবসন্নকারক ঘর্ম্ম। জিহ্বা শীতল ও কম্পমান। উত্তাপসহ কম্প ও অজ্ঞানতা। হঠাৎ অবসন্নাবস্থা, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও মুখ মৃতের ন্যায় পিংশে। শীতল ও বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, কিন্তু গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না; গলার ঘড়ঘড়ি, নিশ্বাস উষ্ণ, অসাড়ে মলত্যাগ এই কয়েকটী ক্যাম্ফারের প্রধান লক্ষণ।

শক্তি—বিষাক্ত রোগ বা জ্বরের প্রথমাবস্থায় θ, ৩য় শক্তি অতি উপকারী; ৩য়, ৩০শ ২০০শ, প্রায়ই ফলপ্রদ। (৩০২ পৃঃ দেখ)।

এপিস্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—পিত্তপ্রধানধাতু, বিধবা ও শিশুর জন্য উপযোগী। শিশু অতি সতর্ক হইয়াও তাহার হাত হইতে জিনিস পড়িয়া যায়। ক্রন্দন শীল; সাহসশূন্য; হতাশ; চক্ষুর নিম্নভাগে জলটুস (উপরি ভাগে ঐ প্রকার কেলি-কা)! স্পর্শাসহিষ্ণুতা, (বেল, ল্যাকে)। বেদনা জ্বালাযুক্ত বা হুলফুটান সদৃশ; হঠাৎ বেদনা; সাময়িক বেদনা; বেদনা হঠাৎ একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। নিদ্রা কি জাগরিতাবস্থায় হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে (হেলেবোরাস্ তৃষ্ণা নাই); শোথ, মূত্রের ধারণাশক্তি কম;

এক মুহূর্ত্তও প্রস্রাব ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না; মূত্রত্যাগ কালে ভয়ানক জ্বালা। যন্ত্রণাসহ পুনঃপুনঃ রক্তময় মূত্রত্যাগ।

—(১)—

জ্বরের প্রকৃতি——দ্বৌকালীন জ্বর, পালাজ্বর॥—জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ৩টা কিম্বা ৪টা॥——শীতাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। মুখমণ্ডল গরম এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কর ও চরণদ্বয় শীতল॥——উষ্ণাবস্থা——কদাচিৎ তৃষ্ণা। গাঢ় নিদ্রা। গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত (আর্ণি, নক্স-ভ)। শরীরের জ্বালা। ঘর্ম্মের অভাব। দম্ আট্কার মত বোধ॥——ঘর্ম্মাবস্থা—তৃষ্ণার অভাব। ঘর্ম্মসহ আর্টিকেরিয়া বা রক্তপিত্তবৎ ইরাপ্শন॥ জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কৃত। মুখ, চোক ও ওষ্ঠে জ্বালা॥ প্লীহা স্থানে বেদনা। এপিস কার্য্যকারী না হইলে সেথায় ন্যাট্রা-মি শীঘ্র ফলপ্রদ হইবে।

—(৩)—

টাইফয়েড্ আদি জ্বর, জ্বরবিকার, ইরাপ্টিভ্ জ্বর, পেয়ার্স গ্রন্থির ক্ষত অবস্থা। ঔদাস্য ভাব। অজ্ঞান ও বিড় বিড় করিয়া বকা; তৎসহ শ্রুতি কাঠিন্য। কথা কহিতে অথবা জিহ্বা বাহির করিতে পারেনা। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত অথবা ফোসকা সমূহে পূর্ণ। কিছু গিলিতে কষ্ট। তৃষ্ণার অভাব। পেট ফাঁপা ও বেদনাযুক্ত। কোষ্ঠবদ্ধতা। পুনঃপুনঃ বেদনাসহ দুর্গন্ধযুক্ত রক্তময় মল। অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ। প্রাতে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব। শরীরে শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত উত্তাপ। বক্ষঃস্থলে এবং পেটে সাদা সাদা ঘামাচির ন্যায় চর্ম্মোৎপাত। গলাতে কাশি জমিয়া থাকিলে এতদ্দ্বারা কাশি উঠে। (৩০৮ পৃঃ বিকার দেখ)।

এপিস্ সম্বন্ধে মন্তব্য—ইহা জ্বর নাশক একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে) পেটের ভিতর শোথ বা জল-সঞ্চয় হইয়া পেট ফাট্ ফাট্ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহায় ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—শীঘ্রশীঘ্র বলক্ষয়। প্রায় পীড়াতেই ললাট দেশে ঘর্ম্ম। উন্মাদ অবস্থা এবং তাহাতে প্রত্যেক জিনিস্ বিশেষতঃ বস্ত্র ছিঁড়িতে ও কর্ত্তন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা। একক থাকিতে পারেনা। অথচ কিছুতেই কথা বলিবে না। সামান্য পরিশ্রমে মূর্চ্ছা (কার্ব্ব-ভ)। বোধ হয় যেন মাথার উপর বরফ রহিয়াছে। মুখচোখ বসিয়া যাওয়া। শয়নাবস্থায় মুখচোখ লাল, উঠিলে পিংশেবর্ণ (একোন)। কোষ্ঠবদ্ধতা ; নক্স-ভমিকা হইতে কোষ্ঠ না হইলে ইহা দ্বারা ফল পাইবে। ওলাউঠার ন্যায় ভেদ বমন বিশেষতঃ ভয় প্রাপ্তির পর। রজকৃচ্ছ্র সহ ভেদ বমন। অহিফেণ এবং কাঁচা তাম্রকুট সেবন জনিত অসুখ ভিরেট্রামে অনেক শোধিত হয়।

(১)

সবিরাম জ্বরে বিশেষতঃ ওলাউঠার ন্যায় ভেদ, বমন ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম সহ ত্বরিত প্রাণনাশক জ্বরে ইহা এক প্রধান ঔষধ। জ্বরের সময় নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট ; প্রায় ৬টা পূর্ব্বাহ্ণ ॥—শীতাবস্থা——অত্যন্ত শীত (উত্তাপ প্রয়োগেও উপশম হয় না)। শরীর শীতল এবং তৃষ্ণা। শীত যেন মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে থাকে ও তৎসহ তৃষ্ণা। মুখমণ্ডল এবং হস্ত পদ অত্যন্ত শীতল, যেন কোল্যাপ্স্ বা অবসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত। উষ্ণাবস্থা——ললাটে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম, মুখ রক্তবর্ণ ; পা ঠাণ্ডা ; শিরায় শিরায় যেন শীতল রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। তন্দ্রা ও ডিলিরিয়াম। ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য ; অন্ত্র-সমূহ হইতে জলবৎ শ্লেষ্মাক্ষরণ ॥—ঘর্ম্মাবস্থা —— তৃষ্ণা শূন্যতা। দুর্ব্বলতা-উৎপাদক ঘর্ম্ম। এত ঘর্ম্ম যেন তাহাতে দেহ মৃত শরীরের ন্যায় হইয়া যায় ; প্রতিবার ভেদ ও বমনের পর ঘর্ম্ম ॥—জিহ্বা——শীতল। ক্যাম্ফার ও ইলাটিরিয়াম সহ ভিরেট্রামের অনেক সাদৃশ্য আছে ; এই তিন ঔষধেরই অবসন্নাবস্থা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ; কিন্তু ভিরেট্রামের শীতাবস্থা স্পষ্ট প্রকাশিত এবং দীর্ঘ ও নানা উপসর্গযুক্ত ; কিন্তু ইহার উষ্ণাবস্থা অতি সামান্য, তাপ প্রায়ই

প্রকাশিত দেখা যায় না। ইহার অবসাদ বা কোল্যাপ্স্ অবস্থা অতি ভয়ানক; কোন অর্দ্ধ হোমিওপ্যাথ বা এলোপ্যাথ তাহা দেখিলে ভারি অস্থির হন এবং ষ্টিমুলেণ্ট বা উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; প্রাণপণে ষ্টিমুলেণ্ট ও কুইনাইন দিতে থাকেন। কিন্তু এই অবস্থায় ভিরেট্রাম প্রয়োগ করিয়া আমরা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। প্রকৃত চিকিৎসক এমন অবস্থায় আঁকা বাঁকা না করিয়া ধীর চিত্তে আপন কার্য্য দেখিবেন। অস্থির চিত্তে ষ্টিমুলেণ্ট্ এবং কুইনাইন দিলেই যে ফল পাইবেন এমন নহে।

(২)

যখন অত্যন্ত ভেদ ও বমন এই উপসর্গ-দ্বয়ই জ্বরের প্রধান লক্ষণ, তখন ভিরেট্রাম সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। এণ্টিক্রুড্ নির্দ্দেশিত স্থলে ভিরেট্রাম্ ও বিবেচ্য; কারণ, অত্যন্ত শ্লেষ্মাক্ষরণ ও অন্যান্য লক্ষণ সম্বন্ধে উহার সহিত অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে; তবে ভিরেট্রামের কার্য্য অপেক্ষাকৃত ত্বরিতগতি কিন্তু এণ্টিক্রুডের ক্রিয়া ধীরগতি বিশিষ্ট। ভেদের অন্তে মূর্চ্ছা ও অবসন্নাবস্থা; অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম (প্রত্যেকবার ভেদের পর); চর্ম্ম পীতাভ; হঠাৎ বলহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়া; জিহ্বা শুষ্ক অথবা কটাবর্ণ কিম্বা পীতাভ ক্লেদাবৃত।

(৩)

শারীরিক জড়তা যতদূর লক্ষিত হয় মানসিক জড়তা ততদূর দৃষ্ট হয় না। পীড়ার আরম্ভে ভেদ, বমন, ঘর্ম্ম ও হস্তপদ ঠাণ্ডা হয়। নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়; পেটে অত্যন্ত বেদনা, তাহাতে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর কসিয়া ধরিয়াছে। অসাড়ে মূত্রত্যাগ। পেটিকিয়া নামক রক্তপিত্তবৎ চর্ম্মোৎপাত হাতে পায়ে লক্ষিত হয় এবং উহা স্পর্শে শীতল বোধ হয়। অজ্ঞানতা, তৎসহ ভয়ে চমকিয়া ২ উঠা। বিশ্রী হাসিভাবযুক্ত মুখশ্রী (নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা জ্বরে)।

(৫)

শিরঃপীড়াসহ ডিলিরিয়াম্ অথবা অজ্ঞান অবস্থা। বমনসহ মুখমণ্ডল পিংশে ও শীতল এবং গ্রীবা আড়ষ্ট। আস্তে আস্তে চীৎকার করা। শিরোলুণ্ঠন। মাথা উঠাইলে কন্ভাল্শন্ বা অবসন্নাবস্থা।

ভিরেট্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

দ্রুত গতিতে জীবনী শক্তির ক্ষয় ; মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, ও তৎসহ নানাবিধ উপসর্গ ও মূর্চ্ছা সহজেই হয় ; মুখশ্রী মৃতবৎ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; শিশুদিগের নক্ষ-ভমিকাতে বাহির না হইলে ভিরাট্ দেওয়া কর্ত্তব্য। জলবৎ ও বহুপরিমাণ ভেদ (বিশেষতঃ ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর)॥

শক্তি-ব্যবস্থা——আমরা ৩য়, ১২শ, ৩০শ শক্তি সচারাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেক বঙ্গদেশীয় চিকিৎসক ইহার ১২শ শক্তি ব্যবহার করিতে বিশেষ ভালবাসেন। জ্বর-রোগীর রক্তভেদ হইতে হইতে অবসন্নাবস্থা উপস্থিত হয় ও তাহাতে বাক্‌রোধ হইয়া যায় এবং মহাশ্বাস উঠে, এমন অবস্থায় একটী রোগীতে ডাক্তার গিল্‌ক্রাইষ্ট ২০০ শত শক্তি ভিরেট্রাম ব্যবহার করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন ; তিনি ভিরাট্ ২০০ শত শক্তি প্রতি অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাইতে দিয়াছিলেন,দুই ঘণ্টা মধ্যে রোগী অনেক সুস্থতা লাভ করে, তৎপর তাহার আর জ্বর হয় না। অবশেষে প্রতিদিন দুই মাত্রা করিয়া চায়না, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করাতে তাহার দুর্ব্বলতা দূর হয়।

ডিজিটেলিস্——১ ঃ—নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডগত লক্ষণই ইহার প্রধান নির্দ্দেশক। ইহাতে নাড়ী যে কেবলই মৃদু তাহা নহে, ইহা ক্ষণে মৃদু, ক্ষণে বেগ বিশিষ্ট, রোগী শয়নাবস্থায় থাকিলে নাড়ীর গতি অতি ধীর অর্থাৎ ৪০। ৪৫ ; কিন্তু উঠিলেই ১০০ কিম্বা ততোধিক হইয়া থাকে। নাড়ী অসম এবং পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ভেকগতি বিশিষ্ট। নাড়ী সম্বন্ধে অন্য কোন লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক যে স্থলে ফস্‌ফরিক্-এসিড্ নির্দ্দেশিত হয়, তাহাতে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহা অবশ্য দেয়। কুপ্রামের ও ফস্-এসিডের সহিত ডিজিটেলিসের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাতে গাত্রোত্থান করিলেই বমনেচ্ছা, মুখ তিক্ত, তৃষ্ণা, পিচ্ছিল পদার্থ বমন, উদরাময়, এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ডিজিটেলিসের প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

টাইফয়েড্ আদি জ্বরে বিকৃত রক্ত, কোষ্ঠবদ্ধতাসহ পাকস্থলীর উত্তেজিত

অবস্থা এবং যকৃৎস্থানে বেদনা। জ্ঞান হারা হয়না বটে, কিন্তু বোধ শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। উদরাময়াদি নাথাকা সত্বেও অতি সত্বরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। টাইফয়েড্ আদি জ্বরে কনীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা সিক্ত, বুক জ্বালা ও বমন, ধূসরবর্ণের পাতলা মল, তন্দ্রা ও অত্যন্ত নিদ্রালুতা॥ শক্তি——মাদার টিং, ১ম, ৩য়।

এমোনি-মিউরিয়েট।——জিহ্বা হরিদ্রাভ সাদা ক্লেদাবৃত। গলার ভিতর মিউকাস্ একত্রীভূত হইয়া থাকা হেতু পুনঃ পুনঃ ওয়াক্ পাড়া। মুখ বিস্বাদ; মুখে জল উঠিতে থাকা। অরুচি। স্বাদশূন্য উদ্গার, উদ্গারের সঙ্গে তিক্ত সংযুক্ত অম্ল জল উঠে। ক্ষুধা এবং পাকস্থলীতে শূন্য শূন্য বোধ। গুহ্যদ্বার দিয়া একপ্রকার আঠাযুক্ত মিউকাস্ বা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মোটা ও অলস ব্যক্তির পক্ষে॥ শক্তি——১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

কুপ্রাম-মেটা।——রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েডাদি জ্বর। উগ্র তাপ সহ অতি দুর্ব্বলতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও পিটিকিয়া নামক ইরাপ্শন্। অস্থিরতা। চক্ষে ঘোর দেখা। শ্রুতি-কাঠিন্য। হৃৎপিণ্ডের অসারাবস্থা হেতু সাংঘাতিক সান্নিপাতাবস্থা॥ শক্তি——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

ক্যাঙ্কালেগুয়া।——বসন্তকালীয় সবিরাম জ্বর। বমন। শীত ও কম্প। হস্তের চর্ম্ম জলসিক্তবৎ কুঞ্চিত। মুখমণ্ডল পিংশে। জ্বরান্তে ক্ষুধা॥ শক্তি——৩য়, ১২শ।

সাইমেক্স।——সবিরাম জ্বরাদি। জ্বরকালে জলপান করিলে শিরঃপীড়া ও গলার মধ্যে চাপনবৎ বোধ, ও শ্বাসাবরোধক কাশি। জ্বর-বিচ্ছেদ হইলে তৃষ্ণা ও জলপানে সক্ষম। শীত স্পষ্ট। মাংসপেশী খাট হওয়া বোধ। জানু সন্ধিতে বেদনা, পা ছড়াইতে পারে না। শক্তি——৩য়, ৬ষ্ঠ।

পলিপোরাস্।——বহুদিন ব্যাপী জ্বর বিশেষতঃ কুইনাইন ও তাপাপহারক ঔষধ সমস্তের অপব্যবহার হেতু। সামান্য ঘর্ম্ম। তৃষ্ণার অভাব। দুর্ব্বলতাসহ মাথাঘোরা ও মস্তিষ্কের কঞ্জেচ্শন্; গাত্র চিট্‌মিট্ করা। সবিরাম জ্বর স্বল্পবিরামে পরিণত। শক্তি——১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

মিনিয়্যান্থিস্।——অনিয়মিত সবিরাম জ্বর। হস্তপদের অঙ্গুলিচয়ের অগ্রভাগ, নাসিকাগ্র ও উদরাভ্যন্তরে শীতল বোধ হইয়া জ্বর॥

শক্তি——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

ইলাটিরিয়াম্।——অত্যন্ত ভেদ ও বমনসহ জ্বর। বহুবর্ষ। কুইনাইন চাপা জ্বর; দ্বৌকালীন জ্বর। নানাবিধ সবিরাম জ্বর। পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল জ্বর॥ শক্তি——৩য়, ৬ষ্ঠ।

হিপার-সালফ্।——জ্বর প্রাতে ৭, ৮টা ও সন্ধ্যা ৭, ৮টার সময়। শীত ও হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া তাপ ও ঘর্ম্মসহ জ্বর (ঘর্ম্ম মস্তকে ও বক্ষে)। তৃষ্ণা সামান্য। শীতাবস্থায় আমবাত বা আর্টিকেরিয়া গাত্রে উঠে ও তাপাবস্থায় তাহা মিলাইয়া যায়। জ্বরঠুঁটো। সবিরামজ্বর।

শক্তি——৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

স্যাবাডিলা।——শীতাবস্থায় কাশি (হ্রাস্) ও শাখা সমস্তে বেদনা। প্রতিদিবস ঠিকসময়ে (ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায়) জ্বর। তাপাবস্থায় গরম জলপানেচ্ছা। জ্বরান্তে সর্ব্বদা শীত। শক্তি——৩য়, ৩০শ।

কলোসিন্থ।——বিলিয়াস্ জ্বর তৎসঙ্গে বুকে বেদনা। পেটে বেদনা এবং উদরাময় (সামান্য কিছু আহারের পরই উপস্থিত হয়)। পায়ের ডিমে টাঁস বা খিলধরা (ক্যাম্মো, ব্রাই, নক্স-ভ, পাল্স দিয়া কোন ফল নাপাইলে কলোসিন্থ দিবে)। শক্তি——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

কর্ণাস-ফ্লোরিডা।——শিরঃপীড়া সহ অক্ষিগোলকে বেদনা। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ। পেটের ভিতর বাষ্প জন্মিয়া গড়মড় করিয়া ডাকে। বক্ষঃস্থলে ও স্ক্যাপুলা-অস্থির নীচে বেদনা। দুর্ব্বল ও শ্রান্তি-যুক্ত। বমনেচ্ছা। অক্ষুধা। মাংসে এবং অন্নে অরুচি। পেটে বেদনা। কাল, হরিত বর্ণ পাতলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট মল, তৎসঙ্গে অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ।

শক্তি-ব্যবস্থা————৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

ক্রিয়েজোটাম্।——টাইফাস্ আদি জ্বরে বিকৃত ও বিশ্লিষ্ট

রক্ত হইয়া অসাড়ে বহুপরিমাণ রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্রিয়েজোটাম্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি-ব্যবস্থা—৬ষ্ঠ, ২১ শ, ৩০শ।

সিকেলী-কর্ণিউটাম্।——কন্‌ভাল্‌শন্ এবং আক্ষেপ হইয়া পীড়ার আরম্ভ। হস্ত পদের পক্ষাঘাত। পচনশীল ক্ষত বিশেষতঃ শাখা সমস্তে। ত্বক প্রদেশে রক্ত অত্যন্ত জমা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী। শক্তি-ব্যবস্থা——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

এরানিয়া-ডায়ে।——কোন সবিরাম জ্বরে ডাক্তার গ্র্যাভোল কুইনাইন দ্বারা ফল নাপাইয়া এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ সন্তোষদায়ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর একদিন ঠিক ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় চুলমাত্র এদিক ওদিক না হইয়া ঠিক নিয়মমত একই সময়ে জ্বর উপস্থিত হয় (সিড্রন, স্যাবাডি)। প্লীহার বিবৃদ্ধি। শীতাবস্থা স্পষ্ট থাকে; উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা প্রায় থাকেনা, সবিরাম জ্বর॥ শক্তি—১ম, ২য়, ৩০শ।

ক্যাক্টাস্-গ্র্যাণ্ডি।——বেলা ১১টা অথবা রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আইসে। প্রতিদিন একই সময় জ্বর (এরানিয়া, সিড্রন, জেল্‌স, স্যাবাডি)। জ্বরের সময় তৃষ্ণার অভাব। হাত দুইখানি বরফের ন্যায় শীতল। উত্তাপে মুখটী যেন পুড়িয়া যায়, উদরে অত্যন্ত অসহ্য তাপ বোধ। হৃৎপিণ্ড স্থানে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা। রৌদ্রে থাকিলে ঘর্ম্ম হয় না॥ এই ঔষধ দ্বারা অনেক সময় কুইনাইন তুল্য ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুদিগের জ্বরে। আমি সবিরাম ও স্বল্প বিরাম উভয় জ্বরেই ইহা দ্বারা উপকার পাইয়াছি। শক্তি-ব্যবস্থা——১ম, ৩য়, ৩০শ।

সিড্রণ।——ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় ঠিক নিয়মিত মত জ্বর আইসে (এরানিয়া)। পর্য্যায়যুক্ত স্নায়ুশূল॥ জ্বরের সময়—সন্ধ্যা ৬টা ৬½ টা, রাত্রি ৪টা এবং দিবা ৪টা। (রাত্রি ৩টা—থুজা)। (দিবা ৩টা—এপিস)। তৃষ্ণা। হস্তদ্বয় এবং নাসিকা শীতল। হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন। জ্বরের সময় উষ্ণ পানীয় ব্যতীত কিছু পান করিতে পারে না। তাপের সময় হাত পা দুই খানি ঠাণ্ডা, যেন অসাড়। প্রস্রাব অত্যল্প। পদদ্বয় এবং নাসিকার অগ্রভাগ

শীতল ॥ প্রাত্যহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর। গ্রন্থি সমস্তে বেদনা। শরীর ভার বোধ। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। গ্রীষ্ম প্রধান ও ম্যালেরিয়া স্থানীয় জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। শীত ও তাপাবস্থা একত্রে লক্ষিত হয়। ইহা সবিরাম জ্বর ও স্নায়ুশূলে কুইনাইন অপেক্ষা অনেক সময় অধিকতর ফলপ্রদান করে।

শক্তি—১ম, ৩য়।

সিনা।——ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর,——জ্বর প্রায় একই সময়ে; দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের সমস্ত রাত্রি জ্বর; জ্বরের সময় সাধারণতঃ সন্ধ্যা বা ১টা অপরাহ্ন। জ্বরের পূর্ব্বভাগে রাক্ষসে ক্ষুধা। অত্যন্ত শীত ও কম্প। শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব। তাপাবস্থায় তৃষ্ণা। নাক খোঁটা। নিদ্রায় অস্থির, ভয় পায় ও চমকিয়া উঠে। মাথাগরম ও হস্তের তালু গরম। সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যায়। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ ললাট ও নাসিকার চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের পর বমন ও তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্ষুধা (সোরি)। জিহ্বা পরিষ্কৃত। শিশু খিট্‌খিটে ও ক্রন্দনশীল; কোন ঠাট্টা সহিতে পারে না। দুই হইতে দশ বৎসর বয়সের অত্যন্ত উপযোগী। শক্তি—১ম, ৩য়, ৩০শ, ২০০শত।

ফেরাম্-মেটালিকাম্।——কুইনাইন অপব্যবহারের পর ম্যালেরিয়া জ্বর। শীতাবস্থার সঙ্গে বমন। জ্বরের সময় চক্ষের চতুর্দ্দিকে ফুলো ফুলো বোধ হয়। পেটটী মোটা; তৎসহ প্লীহার বিবৃদ্ধি। এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মুখ পিংশে বর্ণ। বদন ও চক্ষুর নিম্নভাগে শোথের ভাব। শীতাবস্থায় হাত পা অত্যন্ত শীতল কিন্তু উষ্ণাবস্থায় তাহারা অত্যন্ত উষ্ণ। শক্তি-ব্যবস্থা—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

ক্যাপ্‌সিকাম্।——শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা; পৃষ্ঠদেশে শীতারম্ভ, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম ॥ তাপাবস্থায় গোলমাল সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালের সবিরাম জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি—৩০শ, ২০০শত।

বার্বেরিস্।——যকৃৎ ও প্লীহাস্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধে নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। φ ও ১ম শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

এসিটানিলইড বা এণ্টিফাইব্রিণ।——ইহার ১ম

ট্রিটুরেশন প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর রেমিটেণ্ট্ জ্বরে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ক্রূড্ বা আদৎ ভাবে ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। ইহা টিনু-ধ্বস নিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এণ্টিপাইরিণ্ ও ফেণাসিটিণ্।—ইহাদের ১ম ট্রিটুরেশন এণ্টিফাইব্রিণের ন্যায় রেমিটেণ্ট জ্বরে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকারী। এই দুইটী ঔষধ এবং এণ্টিফাইব্রিণ্ ৬ষ্ঠ শক্তি ওলাউঠার এবং জ্বরাদির ঘর্ম্মাদিযুক্ত কোল্যাপ্স্ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—স্ক্রফুলা ধাতু। স্ক্রফুলাজনিত অপ্থ্যালমিয়া এবং কর্ণিয়াতে সাদা দাগ পড়া। ঠাণ্ডা লাগিলেই টন্সিলের বিবৃদ্ধি হয় এবং উহাতে পাকিয়া পুঁজ হয়। প'দে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম; পায়ের পাতায় এবং অঙ্গুলীতে ক্ষত। শীতাবস্থায়—রোমাঞ্চ, পাদদ্বয় ঠাণ্ডা। তাপাবস্থায়—বামদিকে হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন্ জন্য শয়নে অক্ষম; লেপের নিচ হইতে হস্তপ্রসারণ করিতে ভয়ানক শীত বোধ করে (হিপার)। ঘর্ম্ম বহুল। জ্বরের সময়—সন্ধ্যা, দুই প্রহর পর। ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি অনেক সময় উপকারী। ৩০শ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্যান্থেরিস—সমস্ত শরীরে বেদনা এবং জ্বালা। প্রত্যেক জিনিসে অরুচি এমন কি খাদ্য, জল, তামাক কিছুই ভাল লাগে না। প্রস্রাব অল্প এবং তাহাতে জ্বালা। তাপাবস্থা—পাদদ্বয়ে জ্বালা; হস্ত দুইটী শীতল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সোরিনাম—ইহা প্রাচীন পীড়ার জন্য অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। তরুণ পীড়ায়ও অনেক সময় ফলপ্রদ। স্ক্রফুলা ধাতু। সমস্ত দিবারাত্রি কান্না। কিংবা সমস্ত দিন খেলা করে কিন্তু রাত্রিটা কাঁদিয়া ও চীৎকার করিয়া কাটায়। আরোগ্য হইবে না বলিয়া নিরাশা; মনে করে এই জ্বরান্তেই তাহার মৃত্যু হবে। শরীরে ও প্রত্যেক স্রাবে দুর্গন্ধ ও মলাদিতে মৃতবৎ পচা গন্ধ। প্রত্যেক শীতের সময় কাশি হয়। মাথা বেদনার সময় ক্ষুধা। সহজে ঠাণ্ডা লাগে, তজ্জন্য সর্ব্বদা মাথা বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে। রাত্রি দুই প্রহর সময় ক্ষুধা। শীতাবস্থায় শীত, রোমাঞ্চ; জল খাইলে কাশি পায়। তাপের সময় সন্ধ্যাকালে ভিজে-

অত্যন্ত তৃষ্ণা তৎপর ঘর্ম্ম। মুখে, হাতে এবং পেরিনিয়ামে বহুল ইহার ৩০শ শক্তি এক মাত্রায় কিংবা দুই মাত্রায়ই ফল পাইবে। ২য় মাত্রা দুই দিনের পূর্ব্বে ব্যবহার করিবে না। ইহা সালফার সদৃশ ঔষধ; অন্য ঔষধে ফল না পাইলে ইহা দ্বারা ফল প্রাপ্তি সম্ভাবনা। অনেকে ইহার ২০০ শত শক্তি একমাত্রা বা দুইমাত্রা মাত্র ব্যবহার করেন।

কার্ব্ব-এনি——স্ক্রফুলা ধাতু, গ্ল্যাণ্ড বা গণ্ডমালা বিবৃদ্ধিযুক্ত। রাত্রিতে মাথা বেদনা হেতু উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় ও দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া থাকে। ঋতু স্রাবের পর দুর্ব্বল। ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগে না। শীতাবস্থায় অত্যন্ত শীত সমস্ত দিন। তাপাবস্থায়—তৃষ্ণা নাই; শরীরের উর্দ্ধভাগ এবং মস্তক গরম নিম্নার্দ্ধ শীতল ক্রমশঃ ধীরে গরম হয়। ঘর্ম্ম দুর্গন্ধময় ও হলুদবর্ণ। জিহ্বায় ফোস্কা। শ্বেতপ্রদর রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কোনায়াম——স্তনের গ্ল্যাণ্ডগুলি কঠিন এবং উহা ক্যান্সারে পরিণত হইবার ভয়; ঋতুর সময় স্তনদ্বয় কঠিন হয়। শয়নাবস্থায় মাথা ঘোরা। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। শীতাবস্থায়—অগ্নুত্তাপে অতি স্পৃহা; সমস্ত শরীর হিম। উষ্ণাবস্থায়—তৃষ্ণা; আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক তাপ, তৎসহ সময় সময় বহুল ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা আসিবা মাত্র এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র বহুল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। জিহ্বা শুষ্ক। লবণাক্ত জিনিস, কাফি ও টক জিনিসে স্পৃহা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

চিনিনাম্ আর্স—শীতবোধ সহ রোমাঞ্চ। জ্বর কতকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ হইয়া, পরে এক দিন অন্তর একদিন হয়। রাত্রে ঘর্ম্ম, বা ঘর্ম্মশূন্যতা। জ্বরের পূর্ব্বে মাথা বেদনা, হাইতোলা, হাত পা টানা দেওয়া। জ্বর দিবা রাত্রি ভোগ করে এবং রাত্রিতে অধিকতর হয়। একজ্বরীসহ সর্ব্বদা শীত, নিস্তেজতা এবং টাইফয়েড্ অবস্থা, গাত্রে দুর্গন্ধ, হেকটিক্ স্বভাবযুক্ত জ্বর প্রভৃতি অবস্থাতে এই ঔষধ দিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি (চিনিনাম্ সালফ দেখ)। অরুচি ও অক্ষুধা। জ্বরান্তে ঘর্ম্ম হয় না। অতীব প্রখর জ্বর সহ শয্যাশায়ী অবস্থা ও দুর্ব্বলতা। ডিপ্থিরিয়া এবং স্কার্লেটিনা। হাত পা অতীব ঠাণ্ডা। নাসিকা

রক্ত পুঁজ দ্বারা বৃদ্ধ (ডিপ্থিরিয়া)। মুখে অতীব দুর্গন্ধ। বিবমি বমনাদির পর নিদ্রা। স্বরভঙ্গ ও য়্যাঞ্জাইনা পেক্টোরি। ইহার ১ম ট্রিটুরেৎকৃষ্ট ফল দ্বারা ডাক্তার রেয়ার অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইয়াছেন! ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তিতাহাতে ইহার ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।